

গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

বঙ্গবাস, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

CONTENTS.

	PAGE.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India	41—43	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	৪১—৪৩
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut. Governor of Bengal	351—371	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	৩৫১—৩৭১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	5—25	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৫—২৫
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council	9—15	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	৯—১৫
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	23—26	সপ্তম খণ্ড।—হাইকোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	২৩—২৬
PART VIII.—Advertisements	399—408	অষ্টম খণ্ড।—ইন্ডিয়া প্রভৃতি	৩৯৯—৪০৮
SUPPLEMENT	Nil.	পরিমিত গবর্ণমেন্ট গেজেট	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

LEGISLATIVE DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

Simla, the 26th March 1884.

No. 7. His Excellency the Viceroy and Governor-General, under the authority vested in him by the Statute 24 and 25 Vic., cap 67, section 10, has been pleased to nominate Mr. D. G. Barkley, of the Bengal Civil Service, to be an Additional Member of the Council of the Governor-General for the purpose of making Laws and Regulations.

D. FITZPATRICK,

Secretary to the Government of India.

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—PUBLIC.

Calcutta, the 24th March 1884.

No. 527.—Under the provisions of section 9 of Statute 24 and 25 Vic., Cap. 67, the Governor-General in Council is pleased to direct that His Excellency's Council shall assemble at Simla in the jurisdiction of the Lieutenant-Governor of the Punjab.

No. 530.—During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Home Department which is left at Calcutta.

A. MACKENZIE,

Secy. to the Govt. of India.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—GENERAL.

Fort William, the 22nd March 1884.

No. 6046.—During the absence of the Governor-General in Council from Calcutta, the Officiating Secretary to the Government of India in the Military Department at the Presidency will have charge of that portion of the Foreign Department which is left at Calcutta.

J. W. RIDGEWAY, *Lieut.-Col.,**Offg. Under-Secy. to the Govt. of India.*

মেজিসলেটিব ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।

৭ নম্বর।—মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেবের প্রতি মহারানী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ১০ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুগারে তিনি বঙ্গদেশের সিবিগ সবিগের শ্রীযুত ডি, জি, বার্কলে সাহেবকে আইন ও বাবদ প্রায়শনার্শ শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার অতিরিক্ত সভাপদে মনোনীত করিলেন।

ডি, ফিটজপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

হোম ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।—পবলিক।

কলিকাতা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।

৫২৭ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব মহারানী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ৬৭ অধ্যায়ের ৯ ধারার বিধানমতে এই আদেশ করিলেন যে, পক্ষাবের শ্রীযুত সেন্টিনেট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন সিমলার মহিমবর শ্রীযুত মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইবে।

৫৩০ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে হোম ডিপার্টমেন্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী সাহেব সেই অংশের কার্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত থাকিবেন।

এ, মাকেন্সি,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

ফরিন ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।—সাধারণ।

ফোর্ট উলিয়ম, ১৮৮৩ সাল ২২ মার্চ।

৬০৪ নম্বর (২)।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে ফরিন ডিপার্টমেন্টের যে অংশ কলিকাতায় থাকিল রাজধানীতে মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী সাহেব সেই অংশের কার্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হইবেন।

জে, ডবলিউ রিজগে, সেন্টিনেট কর্নেল,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

NOTIFICATION

The 31st March 1884.—The following instructions are notified for the guidance of officers corresponding directly with the Government of Bengal during the time His Honour the Lieutenant-Governor is at Darjeeling :—

As a general rule, all communications should be sent, as usual, to the Secretariat at Calcutta, but communications which are urgent, and which can be made complete in themselves, so as not to require reference to papers at the Presidency, may be sent direct to the Secretary of the department concerned with the Lieutenant-Governor at Darjeeling.

F. B. PEACOCK,
Secy to the Govt. of Bengal.

No. 1789A.

GENERAL.—*The 21st March 1884.*—Moulvie Syed Mahomed, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred to the sudder station of the District of Hooghly.

Baboo Khetter Mohun Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Jhenaidah sub-division of that district, during the absence on leave of Mr W. G. Deane, or until further orders.

The 26th March 1884.—Mr. W. H. Page, Joint-Magistrate and Deputy Collector, who reported his return from furlough on the 22nd instant, is appointed to officiate as District and Sessions Judge of Bhagulpore, during the absence, on leave, of Mr W. H. Verner, or until further orders.

The 27th March 1884.—Mr. H. Hohnwood, Assistant Magistrate and Collector, Kachua, Nudda, is allowed special leave for six months under section 61 of the Civil Leave Code, with effect from the 4th proximo.

Baboo Petumber Banerjee, Sub-Deputy Collector, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th proximo.

Mr. H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorshedabad, reported his departure from India, on furlough, on the 9th instant.

The 28th March 1884.—Mr. F. W. J. Rees, Officiating District and Sessions Judge, Tapparah, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges, with effect from the 9th instant.

Mr. F. W. A. Peterson, District and Sessions Judge, Jessore, is appointed to act until further orders, in the first grade of District and Sessions Judges, with effect from the 11th instant.

Mr. E. H. Ruddock, Magistrate and Collector, Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 2nd instant.

The 30th March 1884.—Mr. J. G. Ritchie, c s., reported his departure from India, on furlough, on the 25th ultimo.

Mr. G. J. B. T. Dalton, Officiating Magistrate and Collector, Dinagepore, is appointed to officiate as Deputy Commissioner of Julpigoree, during the absence, on furlough, of Colonel B. W. D. Morton, or until further orders.

The 31st March 1884.—Moulvie Shaikh Abdullah, Temporary Sub-Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th April 1884.

[*Government Gazette, 8th April 1884.*]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কার্য্য পারকেরা লিখন পাঠন করিয়া থাকেন মান্যবর জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের দার্জিলিং অবস্থিতি কালে তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্য প্রকাশ করা গেল।

সকল কাগজপত্র সচরাচর কলিকাতার সেক্রেটারীর অফিসে যেন পাঠান গিয়া থাকে তেমন পঠান যাইবে এইটি সাধারণ বিধি। কিন্তু যে সকল কাগজপত্র দ্বারা দেখা আবশ্যক ও শ্রুতিপূর্ণ থাকে অর্থাৎ রাজধানীর কাগজপত্র দেখিবার আবশ্যক না হয়, সেই সকল কাগজপত্র যে কার্য্যবিভাগ সম্পর্কীয় হয় দার্জিলিং জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের সঙ্গে সেই কার্য্যবিভাগের যে সেক্রেটারী আছেন তাঁহার নিকট একেবারে পাঠান যাইতে পারিবে।

এক. বি. পীকক.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

১৭৮৯ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—২৪ পরগনার একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত মোলবী মৈয়দ মাহম্মদ জগলী জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

জীয়ুত ডবলিউ, জি, ডিয়ার সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, তগলীর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বালুগোপাল মুখোপাধ্যায় যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মজুমদার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মার্চ।—জীয়ুত ডবলিউ, এচ, বঙ্গ সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় আইন্টে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত ডবলিউ, এচ, পোন্ড সাহেব নিয়মিত ছুটি হইতে এই মাসের ২২ তারিখে স্বীয় প্রত্যগমনের রিপোর্ট করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—মদীয়ার অন্তর্গত কুর্চীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এচ, গেমউড সাহেব সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৬১ ধারামতে আগামি মাসের ৪ তারিখ অবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটি পাইলেন।

ময়মনসিংহের সদ-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাপু পোতাশ্বর বন্দোপাধ্যায় সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মাসের ৮ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

মুরশিদাবাদের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এচ, মোল্লী সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ৯ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—ত্রিপুরার একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীয়ুত এফ, ডবলিউ জে, রীস সাহেব এই মাসের ৯ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণীমতে কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীয়ুত এফ. ডবলিউ, বি. পিটারসন সাহেব এই মাসের ১১ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণীমতে কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজশাহীর মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত ই. এচ, রডক সাহেব এই মাসের ২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ।—জীয়ুত জে, জি, রিচী সাহেব, সি, এস, নিয়মিত ছুটি লইয়া গত মাসের ২৫ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

কর্ণেল জীয়ুত বি, ডবলিউ, ডি, মটন সাহেবের নিয়মিত ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দিনাজপুরের একটি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত জি, জে, বি, টি, ডালটন সাহেব জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিশনারের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—সারনের অন্তর্গত সেওয়ানের ক্রিয়াকালীন সদ-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত মোলবী সেখ আবদুল্লাহ সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২০ অপ্রিল অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ অপ্রিল।]

Mr. F. J. G. Campbell, District and Sessions Judge, Furreedpore, on leave, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. G. Charles, Officiating District and Sessions Judge, Rajshahye, is appointed to act as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, during the absence, on deputation, of Mr. H. Beverley, or until further orders.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is allowed furlough for fifteen months, under section 50 of the Civil Leave Code, with effect from the 19th July next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 1st April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. A. Wace of his commission as a Captain in the A Company of the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps.

Baboo Shama Churn Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Aurungabad, Gya, is allowed leave for one month, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Uma Churn Gangooly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, on leave, is posted to Burdwan, and is appointed to have charge of the Culna sub-division of that district.

Baboo Mohanund Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on special duty, is allowed privilege leave for one month, with effect from the 5th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. G. Deane, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jhenida, Jessore, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Baboo Kedar Nath Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Baraset, 24-Pergunnahs, is transferred to the Serampore sub-division of the district of Hooghly.

Baboo Gopendra Krishna, Assistant Magistrate and Collector, Culna, Burdwan, is transferred to the 24-Pergunnahs, and is appointed to have charge of the Baraset sub-division of that district.

Moulvie Ramizuddin, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is transferred to the Brahmunberiah sub-division of the district of Tipperah.

Baboo Rajkissore Narain, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, on special duty, is appointed to have charge of the Aurungabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Shama Churn Mitter, or until further orders.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty, is posted to the sudder station of the district of Patna.

Mr. H. Farrer, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serajgunge, Pubna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 14th March last.

Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to officiate as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders.

Mr. E. G. Glazier, Magistrate and Collector, Pubna, is appointed to act as Magistrate and Collector, Mymensingh, during the absence, on deputation, of Mr. N. S. Alexander, or until further orders.

Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is appointed to act as Magistrate and Collector, Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

EDUCATION.—*The 28th March 1884.*—The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Noakholly :—

Mr. J. Posford, District Judge, *vice* Mr. Rees, transferred.

Baboo Chandra Bhusan Chakravarty, Deputy Magistrate and Deputy Collector, *vice* Baboo Bagola Prosonna Mozumdar, transferred.

„ Radha Kanta Aich, B.L., Pleader, Judge's Court, Noakholly.

OPIMUM.—*The 27th March 1884.*—Mr. A. Elliot, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Burhi, is allowed furlough for six months, under section 132 of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

PORT TRUST.—*The 1st April 1884.*—Mr. R. Steel is confirmed in his appointment, under section 4, Act V (B.C.) of 1870, as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta, *vice* Mr. W. P. Alexander.

Mr. G. Irving is re-appointed, under section 3, Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

MEDICAL.—*The 24th March 1884.*—Baboo Mohini Mohun Das is appointed to be a visitor of the Dacca Lunatic Asylum, *vice* Baboo Brojendra Kumar Rai, resigned.

The 27th March 1884.—Dr. Uday Chand Dutt, Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Assistant Surgeon Poorno Chunder Singh, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Civil Medical Officer, Serampore, Hooghly, during the absence, on leave, of Dr. Uday Chand Dutt, or until further orders.

Surgeon L. A. Waddell, Resident Physician, Medical College Hospital, on leave, is appointed to act as Professor of Chemistry and Chemical Examiner in that institution, during the absence, on leave, of Surgeon C. J. H. Warden, or until further orders.

The 31st March 1884.—Assistant Surgeon Chunder Bhoosun Bose, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

MUNICIPAL.—*The 24th March 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bali Municipality :—

Baboo Shib Chandra Chatterjee	...	} Pleaders, Judge's Court, Hooghly.
„ Prankissen Kuwar	...	
„ Srikrissen Gangooly	...	} Landholders.
„ Haran Chandra Mukerjee	...	

Mr. J. C. Stack, Assistant Superintendent of Police, is appointed to be a Commissioner of the Serajgunge Municipality, in the district of Fubna, *vice* Baboo Nobin Chunder Roy, Sub-Deputy Collector.

The 25th March 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Baraset Municipality of Assistant Surgeon Kailas Chandra Chatterjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Serampore Municipality of Baboo Nundolal Gossain to be their Vice-Chairman.

The 28th March 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Dacca Municipality :—

Mr. C. S. Hill, Professor, Dacca College.		Syed Hossein Ali.
„ W. C. Edwards.		Mir Mohamed Ali.
		Shaik Hyder Buksh.

[Government Gazette, 8th April 1884.]

শিকাবিসয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মওয়াখালী জিলার স্থান কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত রীম সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডিষ্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুত জে, পোস্টার্ড সাহেব ।

শ্রীযুত বাবু বগলী প্রসন্ন মজুমদার স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্র ভূষণ চক্রবর্তী ।

মওয়াখালীর জজ আদালতের উকীল শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত আইচ, বি, এল ।

আফীম বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ ।—বাহীর আফীনের আসিষ্টেণ্ট সব-ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত এ, এলিওট সাহেব আগামি মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি প্রেরণ করেন তদবধি মিলিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১৩২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

পোর্ট ট্রাফিক বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল ।—শ্রীযুত ডবলিউ, পি, আলেকজান্ডার সাহেবের পরিবর্তে শ্রীযুত আর, স্টীল সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৪ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনর স্বরূপ স্বীকৃতিপত্র নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত জি, অর্কিং সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

চিকিৎসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ ।—শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় কর্ম্য ভাগ করিতে শ্রীযুত বাবু মোহিনীমোহন দাস চাঁকার কিন্তু ব্যক্তির আশ্রয় বাতীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ ।—ভূগলীর অন্তর্গত জীরামপুরের মিলিল চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুত উদয়চাঁদ দত্ত, অন্যের প্রতি কর্ম্য রক্ষারূপে করিবার তাবিত্ত অবধি মিলিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন ।

ডাক্তার শ্রীযুত উদয়চাঁদ দত্তের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাদে অন্য আত্মা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টেণ্ট সর্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র সিংহ ভূগলীর অন্তর্গত জীরামপুরের মিলিল চিকিৎসকের কর্ম্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

সর্জন শ্রীযুত সি, জে, এচ, ওয়াডেন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাদে অন্য আত্মা না হয়, ছুটি প্রাপ্ত মেডিকাল কলেজ ইন্সপেক্টরের রেসিডেন্ট সিনিসিয়ন সর্জন শ্রীযুত এম, এ, ওয়াডেন সাহেব উক্ত কলেজে কিলীর বিদ্যার অধ্যাপকের ও কিম্বা পরীক্ষকের কর্ম্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টেণ্ট সর্জন শ্রীযুত চন্দ্রভূষণ বসু চট্টোপাধ্যায়ের পার্শ্ববর্তী প্রদেশ জিলার অন্তর্গত দেমাগি ফাঁড়ির চিকিৎসাকার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

মুন্সিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বালি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

ভূগলীর জজ আদালতের উকীল	{	শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।
	 প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডর ।
ভূম্যধিকারী	{ শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় ।
	 শারদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র রায়ের পরিবর্তে পোলীসের আসিষ্টেণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুত জে, সি, টাক সাহেব পাবনা জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ ।—বারাসত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের আসিষ্টেণ্ট সর্জন শ্রীযুত টেকনা ম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেফ্টেনেন্ট-গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

জীরামপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের শ্রীযুত বাবু নন্দলাল গোস্বামিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঢাকা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত সি, এম, হিল সাহেব ।	শ্রীযুত সৈয়দ হুসেন আলি ।
শ্রীযুত ডবলিউ, সি, এডওয়ার্ডস সাহেব । মির মহম্মদ আলি ।

শ্রীযুত মেথ হুয়দার বসু ।

[সর্বমুখে গেজেটে । ১৮৮৪ । ৮ এপ্রিল ।]

ROAD CESS.—*The 20th March 1884.*—Mr. G. K. Lyon, Joint-Magistrate, is appointed to be Vice-Chairman of the Patna District Road Committee, *vice* Mr. Grindlay, transferred.

The 21st March 1884 —Baboo Bepin Behary Dutt is re-appointed to be Vice-Chairman of the Midnapore District Road Committee.

The 22nd March 1884.—Baboo Probhat Chunder Sen is appointed, and the gentlemen named below are re-appointed, to be members of the Julpigoree District Road Committee :—

Richard Haughton, Esq.	Baboo Kali Dass Goopta.
Munshi Rohim Bux.	„ Sreenath Chuckerbutty.
„ Khairat Ali.	„ Preo Nath Banerjee, B. L.

Baboo Preo Nath Banerjee is also appointed to be Vice-Chairman of the Committee.

The 25th March 1884.—Baboo Ratonesari Prosad Narain Singh and Mr. C. B. Boileau are appointed to be members of the Sarun District Road Committee, *vice* Shew Gobind Shaw and Mr. R. B. Reid, respectively.

Baboo Doorga Dass Roy and Baboo Kadar Nath Chatterjee are appointed to be members of the Beerbhoom District Road Committee, *vice* Baboo Gogessur Sen and Baboo Protap Chunder Singh, respectively.

Baboo Sree Nath Chatterjee and Baboo Hardhyan Singh are appointed to be members of the Branch Road Committee of Buxar, in the Shahabad district.

Moulvie Syed Zuheruddin and Baboo Sham Narayan are appointed to be members of the Branch Road Committee of Dinapore, in the Patna district, *vice* Lieutenant-Colonel Hedeyat Ali and Baboo Gourpershad Shah, respectively.

The 26th March 1884.—Moulvie Gowhur Ally, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is re-appointed to be Vice-Chairman of the Durbhunga District Road Committee.

The 27th March 1884.—Baboo Tarini Charan Roy and Baboo Kailas Chandra Ghosal are appointed to be members of the Muushigunge Branch Road Committee, in the Dacca district, *vice* Baboo Bhagwan Chandra Gupta and Baboo Jogesh Chandra Bose, respectively.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 79.—The 19th March 1884.—Furlough for eighteen months, under section 49 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. A. J. Primrose, Assistant Commissioner, Nowgong.

No. 85.—The 20th March 1884.—Furlough for eight months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. W. Daly, Commandant of the Frontier Police, Surma Valley Division, with effect from the 2nd February 1884.

This cancels notification No. 37, dated the 7th February 1884, in the *Assam Gazette* dated the 9th idem.

No. 157.—The 20th March 1884.—Mr. H. Muspratt made over charge of the office of District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar to Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri, and availed himself of subsidiary leave, preparatory to retirement from the service, in the forenoon of the 11th March 1884.

No. 158.—Mr. J. Kellcher, who has been appointed District and Sessions Judge of Sylhet and Sessions Judge of Cachar, received charge of office from Baboo Ram Kumar Pal Chaudhuri in the afternoon of the 11th March 1884.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 8th April 1884.]

পঞ্চম বিয়য়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—ঐযুত স্মিথসন সার্জন স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে জাইন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ঐযুত জি, কে, স্মিথ সাহেব পাটনা জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মার্চ।—ঐযুত বাবু বিপিনবিহারী দত্ত মেদিনীপুর জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ।—ঐযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র সেন জলপাইগুড়ি জিলার পথ কমিটীর মেম্বরে পদে নিযুক্ত এবং নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত চিচার্ড হটম সাহেব।

„ মুন্সী রামেশ্বর বসু।

„ „ স্বরূপ আলি।

ঐযুত বাবু কালিদাস গুপ্ত।

„ „ জিনাথ চক্রবর্তী।

„ „ প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়, বি. এল।

ঐযুত বাবু প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়, ডাক্তার কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—ঐযুত শিবগোবিন্দ শা ও ঐযুত আর. বি. রীড সাহেবের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে ঐযুত বাবু রত্নেশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহ ও ঐযুত সি. বি. বসু সাহেব দারুণ জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত বাবু গজেন্দ্র সেন ও ঐযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র সিংহের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে ঐযুত বাবু চুর্ণীদাস রায় ও ঐযুত বাবু কেশবনাথ চট্টোপাধ্যায় বীরভূম জিলার পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ঐযুত বাবু জিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ঐযুত বাবু হরধান সিংহ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত বজারের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

লেন্ডেনেট কর্নেল ঐযুত হেমচন্দ্র আশি ও ঐযুত বাবু গৌর প্রসাদ শাস্ত্রীর পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে ঐযুত মৌলবী নৈয়দ জহরুদ্দীন ও ঐযুত শ্রীমদারায়ণ বাবু পাটনা জিলার অন্তর্গত দানাপুরের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ —একটি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ঐযুত মৌলবী গোবিন্দ আলি হাটতাক জিলার পথ কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—ঐযুত বাবু কগবান চন্দ্র গুপ্ত ও ঐযুত বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে ঐযুত বাবু তারিণী চরণ রায় ও ঐযুত বাবু কল্যাণচন্দ্র স্বাধীন ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জের শাখা পথ কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন আশাম গেজেটে হইতে উদ্ধৃত করা গেল।---

৭৯ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৯ মার্চ।—মৌগাঁয়ের আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ঐযুত এ. জে. হিমরোস সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৪৯ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

৮১ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—মুম্বাই উপত্যকা খণ্ডের সীমান্ত স্থানের পোলীসের বমাণীতে ঐযুত ডবলিউ, ডবলিউ, ডাব্লিউ সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৪৯ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অবধি আট মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির আশাম গেজেটে প্রকাশিত ৬ মাসের ৭ তারিখের ৩১ নং বিজ্ঞাপন এতদ্বারা রহিত করা গেল।

১৫৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২০ মার্চ।—ঐযুত এ. জে. মস্টার সাহেব ঐযুত বাবু রামচন্দ্র পাল চৌধুরীর প্রতি ঐহট্টের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের কর্মের ন্যায় কঠোর কর্ম হতে অবসর গ্রহণার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের পূর্বীক অবধি আনুসঙ্গিক ছুটি গ্রহণ করিলেন।

১৫৮ নম্বর।—ঐহট্টের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের এবং কাছাড়ের সেশন জজের পদে নিযুক্ত ঐযুত জে. কেলহের সাহেব ঐযুত বাবু রামচন্দ্র পাল চৌধুরীর স্থানে ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের অপরাহ্ন বর্মের তার গ্রহণ করিলেন।

এফ, বি. পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—In continuation of the notification, dated the 4th June 1883, published at page 479, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 13th idem, the Lieutenant-Governor appoints, under the provisions of section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act), Baboo Surja Kumar Bose, L.M.S., the certifying surgeon for the silk factories at Guruli, Moheshpore, and Nimtola, in the sub-division of Ghattal, to be also certifying surgeon for the Monohurpore Factory, in that sub-division, in place of Baboo Hrishikesh Mookerjee.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22nd March 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Deoghur Lodging House Committee for 1884-85 :—

Baboo Jagat Durlabh Bysak, Deputy Magistrate and Deputy Collector	} <i>Official Members.</i>
Baboo Bhowani Charan Mukerjee, Head Master, Deoghur School	
Baboo Sailajananda Jha, High Priest	
„ Russik Lal Tewari, Mukhtear	} <i>Non-official Members.</i>
„ Jai Kumar Dutt Jha, Priest	

COLMAN MACAULAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 22nd March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, the charitable dispensary, known as the Hybutnugger Dispensary, situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

COLMAN MACAULAY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Sarun District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883, was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Patna District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।—জ্যেষ্ঠ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৯ জুনের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে দ্বিতীয় খণ্ডের ৫১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই সালের ৪ জুনের বিজ্ঞাপনানুসারে ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ঞ্জলি, মহেশপুর ও নিমতলার রেশম কুঠীর সার্টিফিকেট দিবার সর্জন জ্যেষ্ঠ বাবু মহাকুমার বসু এম. এম. এসকে জ্যেষ্ঠ বাবু হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের স্থানে উক্ত মহাকুমার অন্তর্গত মনোহরপুর কুঠীর সার্টিফিকেট দিবার সর্জনের পদেও নিযুক্ত করিলেন ।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৮৪-৮৫ সালের নিমিত্ত দেওয়ার বাসাবাড়ী কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জ্যেষ্ঠ বাবু জগদ্বল্লভ বসাক	...	} ইচ্ছা রাজকীয় পদ- ধারি মেম্বর ।
দেওয়ার স্থলের প্রধান শিক্ষক জ্যেষ্ঠ বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়	...	
প্রধান পুরোহিত জ্যেষ্ঠ বাবু শৈলজামন্দ বা	...	} ইচ্ছা রাজকীয় পদ- ধারি নহেন এমন মেম্বর ।
মোস্তাফিজ জ্যেষ্ঠ বাবু রসিকলাল তেওয়ারী	...	
পুরোহিত জ্যেষ্ঠ বাবু জয়কুমার দত্ত বা	...	

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২২ মার্চ ।—সাধারণের অবগত্যর্থ্য এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ময়মন-সিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুনিসিপালিটির মধ্যে হৈদরনগর ঐক্যদল নামে যে দাওয়া ঐক্যদল আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে জ্যেষ্ঠ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটির কামগানরদের প্রতি অর্পণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন ।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে সারন জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দূচ করণার্থে জ্যেষ্ঠ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্য এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দূচ করা গেল ।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইন ১৮০ ধারামতে পাটনা জিলার পঞ্চকমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দূচ করণার্থে জ্যেষ্ঠ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থ্য এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দূচ করা গেল ।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৮ আপ্রিল ।]

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—Whereas a notification dated the 26th November 1883 was published at page 1122, part I of the *Calcutta Gazette* of the 28th November last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-law framed by the Durbhunga District Road Committee under section 180 of the Cess Act IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-law, it is now notified for general information that it is confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th March 1884.—Whereas a notification, dated the 25th January 1884, was published at page 249, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the bye-laws framed by the Chittagong District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be Commissioners of the town of Calcutta, *vice* Messrs. J. Westland and J. G. Womack, resigned :—

Mr. E. F. T. Atkinson

Dr. K. B. Stuart.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th March 1884.—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the under-mentioned villages from the jurisdiction of thana Kuarganj to that of thana Durwani, in the district of Rungpore, with effect from the 1st April 1884.

Number.	Name of village.	Thakbust number	Name of pergunnah.
1	Bungalipur	93	Rukunpur.
2	Syndpur	92	Surooppur.
3	Nian utpur	83	Ditto.
4	Lukhunpur	94	Ditto.

Note.—In this list the names given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে হারভাঙ্গা জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৬ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে চট্টগ্রাম জিলার পঞ্চ কমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ২৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রিল।—জীযুত জে, ওয়েকেনাও সাহেব ও জীযুত জে. জি. ওমাক সাহেব কর্তৃক ভাগ করাতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত মহাশয়াদগকে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৬ ধারামতে কালমাগা নগরের কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

জীযুত ই, এক, টি, আটকিন্সন সাহেব। | ডাক্তার জীযুত কে, বি, স্টুয়ার্ট সাহেব।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ আপ্রিল অবধি কুমারগঞ্জ থানার এলাকাহইতে দরওয়ানী থানাভুক্ত হইবার আকুমান্ত দিলেন।

নম্বর।	গ্রামের নাম।			প্রাকবর্ত্ত নম্বর।	পরিগণনার নাম।
১	বঙ্গলিপুর	৯৩	ককণপুর।
২	সৈয়দপুর	৯২	রঙ্গপুর।
৩	নিয়ামপুর	৮৩	ঐ
৪	লক্ষ্মণপুর	৯৪	ঐ

মন্তব্য।—রাজস্বের ক্ষরীণী কার্যবিভাগের কার্যকারকেরা চিত্র দিয়া জবোপ করিয়া আপনাদের মানচিত্রে ও বিকার্ডে যেই গ্রামের যেই নাম দিয়াছেন এই নির্ধার্তপত্রে সেইই গ্রামের সেইই নাম দেওয়া গেল।

সি, ডবলিউ, বোর্স্টন,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

NOTIFICATION.

The 26th March 1884.—Mr. A. W. Rendel, Locomotive Superintendent, and Mr. W. H. Chase, Assistant Locomotive Superintendent, of the Northern Bengal State Railway, are appointed to be Surveyors of steam vessels under section 2 of Act V (B.C.) of 1882.

C. W. BOLTON,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—Mr. F. E. Pargiter, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector of the 24-Pergunnahs and Commissioner of Sunderbuns, is vested with the powers of a Collector, under Act X of 1870, for the purpose of acquiring the land required for the construction of new docks at Kidderpore, in the district of the 24-Pergunnahs, regarding which a declaration, under section 6 of the Act, was published on the 11th March 1884.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 22nd March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Mokama Union for a public purpose, viz. for improvements in the drainage of the village of Mokama, in the union of Mokama, pergunnah Gyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose two plots of land, described below, are required:—

Plot No. 1.—Measuring, more or less, 1 beegha 14½ dhoores of local measurement, is bounded on the north by the dwelling-houses of Ghaghan Singh, Lal Singh and Janki Singh, situated in patti 6 annas; on the south by the dwelling-houses of Faqira Kahar, Doda Teli and Shewak Teli, situated in patti 6 annas; on the east by the dwelling-house of Meghu Singh in patti 8 annas; and on the west by the dwelling-houses of Ghaghan Singh and Bharasi Mahtan.

Plot No. 2.—Measuring, more or less, 15 cottahs 5½ dhoores of local measurement, is bounded on the north by the public road leading to Mokama Bazar; on the south by the dwelling-houses of Sanichar Kahar and Ramdul Dhaunk (ryots of Tulshi Singh and Ghaghan Singh); on the east by the cutcherry house of the one-anna mahiks and shop of Gopal Bania; and on the west by the dwelling-house of Umaid Singh of patti 8 annas.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 24th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Bhubuah Municipality for a public purpose, viz. for a municipal market, in the town of Blabuah, pergunnah Champore, district Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of waste land measuring, more or less, 3 beeghas 2 cottahs and 2 dhoores, is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Lekhraj Kurmi of Bhubuah; on the south by the public road; on the east by Khoki Boha's garden and the road cess bungalow; and on the west by the cultivated land of Chhakan Jhunjra. The plan can be had for inspection in the office of the Chairman of the Bhubuah Municipality.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—বঙ্গদেশের উত্তরবঙ্গের স্টেট রেলওয়ের লোকোমটিব সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. মেলিস সাহেব, ও আসিস্ট্যান্ট লোকোমটিব সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. ডবলিউ. এচ, চেন সাহেব ১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২ ধারামতে বাষ্পীয় জাহাজের অবস্থার অনুসন্ধান করণার্থ সরবেয়রের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

সি, ডবলিউ, বোল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত খিদিরপুরে নতুন ডক প্রস্তুত করণার্থে ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য ২৪ পরগনার একটিং আউট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এবং সুন্দর বনের কমিশনার জি. ডবলিউ. এফ, ই, পরগনার সাহেব ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন। উক্ত আইনের ৬ ধারামতে তৎসম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ প্রকাশ করা গিয়াছে।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত গয়াপুর পরগনার মোকামা গ্রাম সমাহারস্থিত মোকামা গ্রামে জলপ্রণালীর উৎকর্ষসাধনার্থে মোকামা গ্রাম সমাহারের অর্থব্যায়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ. এফ, ই, পরগনার সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত দুইখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

১ম খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ন্যূনাতমিক ১২ বিঘা ১৪ পুর পরিমিত ভাটার উত্তর সীমা। ১/ আনা পটতে স্থিত গগন সিংহের, লাল সিংহের ও জানকী সিংহের বসতী বাটী, দক্ষিণ সীমা। ১/ আনা পটতে স্থিত ককীর কাহার, দোদা ডেল ও সেরক ডেলির বসতী বাটী, পূর্ব সীমা। ১০ আনা পটতে স্থিত মেঘু সিংহের বসতী বাটী, এবং পশ্চিম সীমা গগন সিংহ ও তরুণ সিংহের বসতী বাটী।

২ম খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ন্যূনাতমিক ৫০ কাঠা ৫ পুর পরিমিত, ভাটার উত্তর সীমা মোকামা বাজারে যাওয়ার রাজপথ, দক্ষিণ সীমা শনিচর কাহার, ও রামদিয়াল ধাক্কের বসতী বাটী (ইহারে তুলসী সিংহের ও গগন সিংহের রায়ত) পূর্ব সীমা এক আনা মালিকের কাহারী ঘর ও গোপাল বেনিয়ার দোকান, এবং পশ্চিম সীমা ১০ আনা পটের উমায়দ সিংহের বসতী বাটী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত চাম্পুর পরগনার ভূষণ নগরে মুন্সিপাল বাজার করিবার জন্য ভূষণ মুন্সিপালীটির অর্থব্যায়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের জি. ডবলিউ. এফ, ই, পরগনার সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে ন্যূনাতমিক ৩/২ কাঠা ২ পুর পরিমিত এক খণ্ড পটতে ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা সুহৃদর লেখরাজ কুম্বির কর্তৃত্ব জমি, দক্ষিণ সীমা রাজপথ, পূর্ব সীমা খোকা বোটার বাগান ও পথের বাঁধাঘর এবং পশ্চিম সীমা ইকন বাগানের কর্তৃত্ব জমি। ভূষণ মুন্সিপালীটির সভাপতির আফিসে ইহারনকশা দেখা যাইতে পারিবে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

DECLARATION.

The 24th March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Burdwan Municipality for a public purpose, viz. for widening a portion of the Lacoordy Road, in the village of Tikarhat, pergunnah Burdwan, zillah Burdwan, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 15 chittacks of standard measurement, is required. The land is bounded on the west, north, and east by the Lacoordy Road, and on the south by lands belonging to Benode Behary Khan of Lacoordy, Mohummud Moochu Mea of Tikarhat, Ali Newaj of Brahmunpookur, and Peari Mohan Banerjee of Burdwan.

A plan of the land may be inspected by the parties interested in the office of the Collector of Burdwan.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1790 A.

The 14th March 1884.—Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

The 27th March 1884.—Baboo Radha Krishna Sen, Additional Subordinate Judge, Burdwan, is appointed to be Small Cause Court Judge and Subordinate Judge, Cuttack, vice Mr. W. Wright, permitted to retire.

Mr. R. Bushby is appointed to be a member of the Boiler Commission for the purpose of carrying out the provisions of Act III (B.C.) of 1879 (entitled an Act to provide for the Periodical Inspection of Steam Boilers and Prime Movers attached thereto) in the town and suburbs of Calcutta and in Howrah.

The 31st March 1884—Baboo Raj Krishna Banerjee, M.A. & B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Mymensingh, and to be ordinarily stationed at Hosseinpore, during the absence, on deputation, of Baboo Purna Chandra Dey at the sudder station, or until further orders.

Lieutenant-Colonel V. E. Law, Agent to the Governor-General with the King of Oudh and Superintendent of Political Pensions, is vested with the powers of a Magistrate of the first class, and with powers under sections 133 and 144 of the Criminal Procedure Code, within the premises of the King of Oudh.

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Keoshtea Bench, in the district of Nuddea, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Tryluckho Nath Mittra.	Baboo Nilratan Adhikary.
„ Ambika Churn Moitra.	„ Umesh Chunder Dutl.

Baboo Protap Chandra Mozumdar, Third Munsif of Maradnuggur, in the district of Tipperah, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50 arising in the Daulkandy thana.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Lieutenant W. L. Boswell of his appointment as Assistant Cantonment Magistrate of Dorunda.

Baboo Sham Chand Roy, Munsif of Gurbetta, in Midnapore, is vested, under section 29 of the Bengal Civil Courts Act, VI of 1871, with the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 50.

[*Government Gazette*, 8th April 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ বর্জমান জিলার অন্তর্গত বর্জমান পত্র
নম্বর টিকারহাটে প্রায় লাকুর্জি পথের কতক অংশ পরিষ্কার করিবার জন্য বর্জমান মুন্সিপালীটির অর্থ-
ব্যয়ের গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া অবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেণ্টেনেন্টে গবর্নমেন্ট সাহেবের নিকট এই
কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কাগজের নিমিত্তে কতিপয়ে নানাবিধ
১০০০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পশ্চিম ও উত্তর ও পূর্ব সীমা লাকুর্জি
পথ, এবং দক্ষিণ সীমা লাকুর্জির বিনোদ বিহারী ঐর, টিকারহাটের মামুন মুচু মিঞার, ব্রাহ্মণপুকুরের
আলি মেওয়ারজের এবং বর্জমানের পোয়াতিমোহন বন্দোপাধ্যায়ের অধি।

স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিরা উক্ত জমির নকশা বর্জমানের কালেক্টর সাহেবের আফিসে দেখিতে পারিবেন।
ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেডলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্টে।

১৭৯০ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ।—জারার একটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত সি.আর.
মেরিট সাহেব কোজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মার্চ।—জিহুত ডবলিউ. রাইট সাহেবের প্রতি কর্তৃক হইতে অবসর গ্রহণের অনুমতি
হওয়াতে বর্জমানের জুডিশিয়াল মজিস্ট্রেট জিহুত সাহেবের ক্ষমতা লেন, কটকের ছোট আদালতের
জজ ও মজিস্ট্রেট জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জিহুত আর. বুলবি সাহেব কলিকাতা নগরে ও জারার নাখা নগরে ও হাবড়ার বাপ্প বাইপার ও
তৎসংযুক্ত প্রায় মূবর সকলের নিয়মিত কালানুসার পরিদর্শন করণার্থ আইন নামে ১৮৭৯ সালের
বঙ্গীয় ৩ আইনের বিধান কাগজ পরিণত করণার্থে বাইলর কমিশনারের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকাগোপলকে জিহুত বাবু পূর্ণাঙ্গ দেব সদর মোকামে গমনপ্রযুক্ত
অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জিহুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, এম. এ. ও বি.
এল, ময়মনসিংহ জিলার মুন্সেফের কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া নানান্যতঃ হুগলপুরে অবস্থাপিত
হইবেন।

অযোধ্যার রাজার সঙ্গে জিহুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের একেটে এবং পোলিটিকাল পেনশনের
সুপারিন্টেন্ডেন্ট লেণ্টেনেন্ট কর্নেল জিহুত বি. টি. সাহেব অযোধ্যার রাজবাটীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর
মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ও কোজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ও ১৪৪ ধারামত
ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত নকশায়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্ঠানগরে অটোনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত
হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জিহুত বাবু তৈলোক্যনাথ মিত্র।
" " অধিকাচরণ মিত্র।

জিহুত বাবু মীলরত্ন অধিকারী।
" " উমেশচন্দ্র দত্ত।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মুরাদনগরের তৃতীয় মুন্সেফ জিহুত বাবু প্রতাপচন্দ্র রজুসদর মাজিস্ট্রেট
খানায় উক্তি ছোট আদালতের বিচার্য ৫০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের
দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতের জজের বিচার্য বি-
পত্তা প্রাপ্ত হইলেন।

লেণ্টেনেন্ট জিহুত ডবলিউ. এল, সাহেবের সাহেব নোরন্দা মেম্বরের আলিগাঁও
মাজিস্ট্রেটস্বরূপ দ্বিতীয় পদ ৬৭৭ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেণ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা
প্রচলিত করিলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বতাব মুন্সেফ জিহুত বাবু শামচাঁদ রায় ছোট আদালতের বিচার্য ২০
টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের
৬ আইনের ২৯ ধারামতে ছোট আদালতের জজের বিচার্য বিপত্তা প্রাপ্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

The 1st April 1884.—Baboo Jibun Krishna Chatterji, Officiating Subordinate Judge and Small Cause Court Judge, Pubna, is appointed to be First Subordinate Judge of Chittagong.

Baboo Umacharan Dutt, First Munsif of Baraset, 24 Pergunnahs, is appointed to act as Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of Pubna.

Baboo Dwarkanath Bhattacharjya, Officiating Subordinate Judge, Chittagong, is appointed to act as Additional Subordinate Judge, Tipperah.

This cancels the order of the 12th ultimo, appointing Baboo Menu Lall Chatterjea to be temporarily Additional Subordinate Judge of Tipperah.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 25th March 1884.*—Baboo Purna Chandra Banerjee, Second Sudder Munsif of Rungpore, is allowed leave for 2 months, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 2nd April 1884, or from any subsequent date on which he avails himself of it.

The 26th March 1884.—Baboo Premchand Pal, First Munsif of Patuakhally, in the district of Backergunge, is allowed leave for 18 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Benode Behary Mitter, First Munsif of Manickgunge, in the district of Dacca, is allowed leave for 2 months and 23 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee, First Munsif of Bangab, in the district of Furreedpore, is allowed leave for three months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

The 28th March 1884.—Baboo Upendro Nath Ghose, Munsif of Kooshtea, in the district of Nudda, is allowed leave for 1 month and 8 days, viz. 17 days under rule 3, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, and 21 days under rule 1, section 73 of the Code, with effect from the 3rd April 1884.

The 31st March 1884.—Baboo Ramjadab Tolapatra, Munsif of Azimgunge, in the district of Moorsshedabad, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Syam Chand Dhar, Additional Munsif of Dacca, is allowed leave for one month, under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

ERRATUM.—*The 31st March 1884.*—With reference to the notification of Government, dated the 3rd instant, which was published in the *Calcutta Gazette* of the 12th idem, appointing Baboo Brojohulab Mitra to be an Honorary Magistrate for the Jehanabad Municipal Bench, in the district of Hooghly, *for Municipal read General.*

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor directs the removal of the head-quarters of the Bauskhali Sub-Registry Office, in the district of Chittagong, from Ka'ipur, where it is at present located, to Chandpur.

This arrangement will take effect on and from the 1st May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।—পাটনার একটিং সর্ভিস্টে অফ ও ছোট আদালতের অফ জীযুত বাবু জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম সর্ভিস্টে অফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পংগনার অন্তর্গত বারাসতের প্রথম মুনসেফ জীযুত বাবু উমাচরণ দত্ত, পাটনার সর্ভিস্টে অফের ও ছোট আদালতের অফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টোপাধ্যায়ের একটিং সর্ভিস্টে অফ জীযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ত্রিপুরার আডিশ্যনাল সর্ভিস্টে অফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু মনুলাল চট্টোপাধ্যায়কে কিয়ৎকালের জন্য ত্রিপুরার আডিশ্যনাল সর্ভিস্টে অফের পদে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মার্চের ১২ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

পাটনার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু মনমথকুমার বসু তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটি।—১৮৮৪ সাল ২৫ মার্চ।—রাজপুরের দ্বিতীয় সদর মুনসেফ জীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৮৪ সালের ২ আশ্বিন অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—নাথুরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালির প্রথম মুনসেফ জীযুত বাবু প্রেমচাঁদ পাল যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে আঠার দিনের ছুটি পাইলেন।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের প্রথম মুনসেফ জীযুত বাবু নিনোদবিহারী মিত্র যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাস তেইশ দিনের ছুটি পাইলেন।

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ভাঙ্গার প্রথম মুনসেফ জীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৩ সাল ১৮ মার্চ।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুটোয়া মুনসেফ জীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি এক মাস আট দিনের ছুটি পাইলেন, অর্থাৎ সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ৩ প্রকরণমতে ১৩৩ দিনের এবং উক্ত বিধির ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ব্রাহ্মণবাড়ী জিলার অন্তর্গত আডিশ্যনালের মুনসেফ জীযুত বাবু রামমাদব তলোয়ার সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

ঢাকার আডিশ্যনাল মুনসেফ জীযুত বাবু শানচাঁদ ধর অনোর প্রতি কর্মের ভারার্ণন করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

অনুজ্ঞাপন।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ভূগল জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মুনিসিপাল বোর্ডের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে জীযুত বাবু ব্রজব্রজ মিত্রকে নিযুক্তকরণ বিষয়ক এই মাসের ৩ তারিখের গবর্নমেন্টের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্টে গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে “মুনিসিপাল” শব্দের পরিবর্তে “সেণ্ট্রাল” শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব চট্টোপাধ্যায় জিলার অন্তর্গত বাগখালী নব-রেজিস্ট্রারী অফিসের যে সদর স্থান এইক্ষণে কালীপুরে আছে তাহা তাহাইতে টাঁদপুরে উঠিয়া যাইবার আদেশ করিলেন।

১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি এই নিয়ম ফলবৎ হইবে।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor of Bengal has been pleased to extend the provisions of Act II (B.C.) of 1867 to the Municipalities of English Bazar and Maldah, in the district of Maldah, and the provisions of sections 11 to 15 of the said Act to the following places, in the district of Maldah, with effect from the 1st May 1884.

1. *Amanigunge Haut.*—Bounded on the north by Dayarampur, Bastigram, and the mulberry field of Patan Paramanik; on the west by the Bhagirathi; on the south by Mahabat and Godhan Sheikh's holding; and on the east by Bhadinagar and Ghuran Mandal's holding.

2. *Babus Haut.*—Bounded on the north and east by Thutia Darah; on the south and west by a low land; on the north-west by the dwelling-houses of Hossein and Tulsi Shaha and shop of Samaru Shaha, and on the south east by the Kaliachak factory house.

3. *Bholahat Haut (soto).*—Bounded on the north by the dwelling-houses of Ram Pal and Parash Bewa; on the west by the shop and the dwelling-house of Gudar Shaha; on the south by the dwelling-houses of Baboo Dalal and Ghisa Banik, and on the east by the dwelling-house of Ram Banik.

4. *Bulbulchande Haut.*—Bounded on the north by the dwelling-houses of Kali Charan Ray, Dulla Kural, Braja Lal Gope, Titalu Mandal, Jhagree Davak and Sakhi Charan Das; on the west by the waste land of Baboos Rajendra Narain Roy and Lokanath Roy; on the south by the road from Kandua to Jho; and on the east by the dwelling-houses of Kali Charan Dafadar, Aklu Mandal, Mahabal Roy and Sukat Kurmi and the place of the Goddess Kali.

5. *Sadullapur Haut.*—Bounded on the north by Raghu Mandal and Michu Dasa Bairagi's holding; on the west by the Bhagirathi; on the south by mulberry field of Fouzdar Singh; and on the east by the farms of Har Saakar Sonar, Khanjani Baistabi, Debnarayan Barik, and Raghu Mandal.

6. *Satpur Haut.*—Bounded on the north by the mulberry land of Hakim Singh and Nafar Singh; on the west by the waste land of Gosain Hans Gir and the public road; on the south by the low land or bhil of Gosain Hans Gir; and on the east by the mulberry land of Lalchand Chanchi.

7. *Rajmehal Road side.*—From the civil station of Maldah to Bagbar bridge, third mile.

F. B. PEACOCK,

Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 31st March 1884.

No. 152.—*Leave.*—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mymensingh State Railway, is granted 53 days' privilege leave, with effect from the afternoon of the 18th instant.

No. 153.—*Transfer.*—Mr. E. C. Elliot, Assistant Engineer, second grade, is transferred from the Dacca and Mymensingh to the Tirhoot State Railway.

S. T. TREYON, Col., R.E.,

Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

The 1st April 1884.

No. 154.—*Leave.*—Mr. D. F. Hogarth, Executive Engineer, first grade, Hazaribagh Division, is granted privilege leave for two months, from the 7th instant, or such subsequent date as he may avail himself of the same.

Mr. W. B. Christie is appointed to be Executive Engineer of the Hazaribagh Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. D. F. Hogarth, or until further orders.

G. F. E. S. NEILL, Major, R.E.,

for Joint-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সন্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজ বাজার ও মালদহ মুন্সিপালিটিতে এবং উক্ত আইনের ১১ অধি ১৫ পর্যাঙ্ক দ্বারা বিধান মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৮৪ সালের ১ম অধি প্রচলিত করিলেন ।

১। আমানিগঞ্জ হাট।—ইহার উত্তর সীমা দয়ারামপুর, বসতিগ্রাম ও পাটান পরামানিকের তুঁতক্ষেত, পশ্চিম সীমা ভাগিরথী, দক্ষিণ সীমা মহবত ও গোধন শেখের যোত, এবং পূর্ব সীমা ভাদি নগর ও ঘুরান মণ্ডলের মোড় ।

২। বাবুর হাট।—ইহার উত্তর ও পূর্ব সীমা খুতিয়া মড়া, এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা মিলু ভূমি উত্তর-পশ্চিম সীমা হুসেনের ও তুলনী শাহার বসতি বাগী ও সনক শাহার দোকান, এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমা কালিয়াচক কুঠী বাড়ী ।

৩। ভোলাহাট হাট (চোট)।—ইহার উত্তর সীমা রাম পালের ও পরেশ বেওয়ার বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা গুদার শোহার দোকান ও বসতী বাড়ী, দক্ষিণ সীমা দলাল বাবুর ও খিষা বণিকের বসতী বাড়ী, এবং পূর্ব সীমা রাম বণিকের বসতী বাড়ী ।

৪। বলদলচাপে হাট।—ইহার উত্তর সীমা কালীচরণ রায়, দুলাকরাল, তজলাল গোপ, তিতলু মণ্ডল, কাঁথো দাবক ও সখিচরণ দাসের বসতী বাড়ী, পশ্চিম সীমা বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও বাবু লোকনাথ রায়ের পতিত জমি, দক্ষিণ সীমা কান্দুরা অবধি কো পর্যন্ত পপ, পূর্ব সীমা কালীচরণ দফাদার, অকলু মণ্ডল, মহাবল রায় ও স্বকাত কুর্মির বসতী বাড়ি, এবং কালীদেবীর স্থান ।

৫। সাঁতুল্লাপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা রঘু মণ্ডল ও মিচুদাস বৈরাগীর যোত, পশ্চিম সীমা ভাগীরথী, দক্ষিণ সীমা ফৌজদার সিংহের তুঁতক্ষেত, এবং পূর্ব সীমা হরশাকর সোণার, খজনি বৈরাগী, দেবসারায়ণ বারিক ও রঘু মণ্ডলের জমাই জমি ।

৬। সাতপুর হাট।—ইহার উত্তর সীমা ককিম সিংহ ও নফর সিংহের তুঁতের জমি, পশ্চিম সীমা গৌসাই হংস গিরের পতিত জমি ও রাজপথ, দক্ষিণ সীমা গৌসাই হংস গিরের মিলু ভূমি বা দিল এবং পূর্ব সীমা লালচাঁদ চাকির তুঁতের জমি ।

৭। রাজমহাল পথের ধার।—মালদহের সিভিল স্টেশন অবধি বাগবাড়ী মাকোর তৃতীয় মাইল পর্যন্ত ।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।

১৫২ নম্বর ।—ছুটি ।—ঢাকা ও ময়মনসিংহ স্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিটান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুক্ত জে. সি. ওয়াহয়েট সাহেব এই মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্ন অবধি আটত্রিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন ।

১৫৩ নম্বর ।—স্থানান্তর প্রেরণ ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিটান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিযুক্ত ডি. সি. এলিয়ট সাহেব ঢাকা ও ময়মনসিংহ স্টেট রেলওয়ে হইতে ত্রিভুজ স্টেট রেলওয়েতে প্রেরিত হইলেন ।

এস, টি, ট্রেবর, কণেল, আর, ই,
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

১৮৮৪ সাল ১ অপ্রিল ।

১৫৪ নম্বর ।—ছুটি ।—হাজারীবাগ থণ্ডের প্রথম শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জিযুক্ত ডি. এক হ্যাথ সাহেব এই মাসের ৭ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি দুই মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন ।

জিযুক্ত ডি. এক, হ্যাথ সাহেবের অনুগ্রহের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাহা অন্য আজ্ঞা না হয় জিযুক্ত ডবলউ, বি. ক্রিষ্টি সাহেব হাজারীবাগ থণ্ডের এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অফিসে সেক্রেটারীর পরিবর্তে;
জি, এক, ই, এস, মীল, মেজর, আর, ই ।

[গবর্নমেন্টে মেজরে । ১৮৮৪ । ৮ অপ্রিল ।]



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে মন্ত্রিসভার শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অধ্যাদেশ করায়, তাহা প্রাধিকারের অবগতি নিম্নে এতদ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮০ সালের ২১ আইন।

দেশান্তরগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন।

সূচীপত্র।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম ও ব্যাপ্তি।
- ২। গবর্ণমেন্টের ওয়ার্ডজের প্রতি এট আইন প্রাতিষ্ঠান কথ্য।
- ৩। জুরিস্ত।
- ৪। যেহ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

Act No. XXI of 18-8.

ধারা।

- ৫। রহিত করা আইন ও কার্যাদি সংরক্ষণের কথা।
- ৬। অর্থ করণের কথা।

২ অধ্যায়।

যেহ বন্দর হইতে যেহ দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তদ্বিসয়ক বিধি।

- ৭। যেহ বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ তাহার কথা।
- ৮। যেহ দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তাহার কথা।
- ৯। যে কোন দেশে গমন নিষেধ করিতে মন্ত্রিসভা, বিধি ৩ শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ক্ষমতার কথা।
- ১০। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অপেক্ষায় স্থানী। গবর্ণমেন্টের দেশান্তরগমন স্থগিত করিতে পারিবার কথা।
- ১১। নিষেধ রহিত করিবার কথা।
- ১২। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অধীন দেশের সমুদয় বা কোন বিশেষ স্থান হইতে বিশেষ কোন দেশে যাওয়া এ গবর্ণমেন্টের নিষেধ করিতে পারিবার কথা।
- ১৩। জাপনপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে যে কাণ্ড প্রভূত করা যায়, তাহার বাধাত না হইবার কথা।

ধারা।

৩ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের বিধি।

১৪। দেশান্তর গমন সম্পর্কীয় এজেন্ট নিযুক্ত করিবার কথা।

১৫। এজেন্টদিগের পারিবারিকের কথা।

৪ অধ্যায়।

দেশান্তর গামিদের রক্ষক ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের বিধি।

১৬। দেশান্তরগামিদের রক্ষক নিয়োগের কথা।

১৭। দেশান্তরগামিদের রক্ষকের সাধারণ কর্তব্য কর্মের কথা।

১৮। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত করণের কথা।

১৯। রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরিদর্শনকাছের সুবিধা করিয়া দিবার কথা।

৫ অধ্যায়।

মজুর সংগ্রাহক বিষয়ক বিধি।

২০। মজুরসংগ্রাহক দিগকে দেশান্তরগামিদের রক্ষকের অনুমতিপত্র দিবার কথা।

২১। অনুমতিপত্রের পাঠের কথা।

২২। অনুমতিপত্র যত কাল বলবৎ থাকিবে তাহার কথা।

২৩। অনুমতিপত্রের ক্রোড় স্বাক্ষর হইবার কথা।

২৪। কোমর হলে মাজিষ্ট্রেটের ক্রোড় স্বাক্ষর বাতিল করিতে পারিবার কথা।

২৫। ক্রোড় স্বাক্ষর করিবার বা করিতে অস্বীকার করিবার বা তাহা বাতিল করিবার সংবাদ দেশান্তরগামিদের রক্ষককে দিবার কথা।

২৬। মজুরসংগ্রাহক যে২ শর্তে কর্তারপত্র করিতে সম্মত হইল, তাহাকে তাহার বর্ণনাপত্র দিবার কথা।

২৭। মজুরসংগ্রাহকদের কর্তৃক থাকিবার স্থান দিবার কথা।

৬ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদিগকে রেজিস্ট্রী করিবার ও দেশান্তর গমনের কর্তারপত্র সম্পাদন করিবার কথা।

২৮। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

২৯। কর্তারপত্র করিবার কথা।

ধারা।

৩০। যে ব্যক্তির ভিন্নদেশগমনের তাহাদের রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইবার কথা।

৩১। দেশান্তরগামীর পরীক্ষা করণ ও রেজিস্ট্রী করণের কথা।

৩২। সম্ভব জীলোকের বেলা রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবার কথা।

৩৩। পোষ্যের পরীক্ষার কথা।

৩৪। রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করণের কথা।

৩৫। কর্তারপত্রে স্বাক্ষর করিবার ও তাহার সাক্ষী হইবার কথা।

৩৬। কর্তারপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

৩৭। চুক্তিপত্রের ভিন্ন খণ্ড লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৮। কর্তারপত্রে প্রস্তুত করণের ফীর কথা।

৩৯। মোল বৎস বার্ষিক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্তারপত্র করিতে পারিবার কথা।

৪০। শিশু সন্তান বা রক্ষিত ব্যক্তির সপক্ষে কর্তারপত্র করিতে পারিবার কথা।

৭ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনের আড্ডা বিষয়ক বিধি।

৪১। তাহাজে উঠিবার বন্দরে আড্ডা স্থাপন করিবার কথা।

৪২। আড্ডার অনুমতিপত্র দিবার কথা।

৪৩। রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের দ্বারা পরিদর্শনের কথা।

৪৪। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যে রিপোর্ট করিতে হইবে তাহার কথা।

৪৫। দেশান্তরগামির রোগ হইলে তাহার চিকিৎসার কথা।

৮ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদিগকে আড্ডার লইয়া যাইবার ও পহুঁছিলে কার্য্যপ্রণালীর বিধি।

৪৬। রেজিস্ট্রী হইবার পূর্বে দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে স্থানান্তর না করিবার কথা।

বার।

- ৪৭। দেশান্তরগামিকে আক্রান্ত লইয়া বাইবার কথা।
- ৪৮। আক্রান্ত পঁহুছিলে প্ৰবাস দিতে হইবার কথা।
- ৪৯। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পরীক্ষা করিবার কথা।
- ৫০। রক্ষকের কোনও স্থলে দেশান্তরগামির কিরিয়া বাইবার খরচদিবার আক্রান্ত করিতে পারিবার কথা।
- ৫১। পোষাদের ও আত্মীয়দের খরচ দিবার কথা।
- ৫২। পণিমদো কোম মজুরের প্রতি কুবাসহার হইলে তাহাকে ক্ষতিপূর্ণ দিবার কথা।
- ৫৩। দেশান্তরগামি ব্যক্তির 'মজিত যে খরচ পড়ে' রক্ষকের তাহা দিয়া আদায় করিয়া লইতে পারিবার কথা।

৯ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের আহার বিষয়ক বিধি।

- ৫৪। দেশান্তরগামী মজুরদের আহারের কাণ্ডানের অনুমতিপত্র লইতে হইবার কথা।
- ৫৫। অনুমতিপত্র পাঠিবার প্রার্থনার কথা।
- ৫৬। আহার পরীক্ষা করিয়া অনুমতিপত্র দিবার কথা।
- ৫৭। দেশান্তরগামী মজুরদের আহারে থাকিবার যে স্থান দিতে হইবে তাহার কথা।
- ৫৮। ঐ আহারে হানাদক্ষীর বিধির কথা।
- ৫৯। আহারের দ্রব্য, কাপড়, জ্বালানী কাঠাদি ও জলের কথা।
- ৬০। চিকিৎসক, চাকর, ভূমি ও অন্যান্য সাহায্যীর কথা।
- ৬১। পূর্জ দুই ধারা প্রবল করণ সম্বন্ধে দেশান্তরগামিদের রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যাহা কর্তব্য তাহার কথা।
- ৬২। দেশান্তরগামীদের আহারের কাণ্ডানের নিয়মপত্র লিখিয়া দিবার কথা।

বার।

১০ অধ্যায়।

আহারে উঠিবার ও যাত্রা করিবার কথা।

- ৬৩। পঁহুছিলে আহারে উঠিবার সময়ের কথা।
 - ৬৪। যে সময়ে মজুরদের আহারে তারতম্য হইতে যাত্রা করিতে পারে তাহার কথা।
 - ৬৫। দেশান্তরগামী মজুর আহারে উঠিতে অস্বীকার করিলে বাধ্যপ্রণালীর কথা।
 - ৬৬। মজুরদের নির্ঘণ্টপত্র ও ছাড়পত্র দিবার কথা।
 - ৬৭। অধিকার রক্ষকের নির্ঘণ্টের দুই প্রত্ন দিবার এবং তাহা লইয়া কার্য হইবার কথা।
 - ৬৮। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের অধিকার দুই প্রত্ন দিবার ও তাহা লইয়া কার্য হইবার কথা।
 - ৬৯। পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক দ্বারা দেশান্তরগামীদের পরীক্ষা হইবার কথা।
 - ৭০। অধিকার দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টের দেশান্তরগমনের করারপত্র দিবার কথা।
 - ৭১। দেশান্তরগামিদের রক্ষকের ও দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের সর্টিকিফিকেটের কথা।
 - ৭২। আটম এবং বিধি আহারে রাখিবার কথা।
 - ৭৩। যে প্রত্যেক মজুর আহারে উঠে তাহার কীর কথা।
 - ৭৪। তাহার আহারে আইন ও বিধি পালিত হয়, কাণ্ডানের ইহা দেখিতে হইবার কথা।
 - ৭৫। মজুরকে ছাড়পত্র ফিরাইয়া দিবার কথা।
- কলিকাতা হইতে যে সকল আহারে বার তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিধান।
- ৭৬। কলিকাতা হইতে গেলে আহারে উঠিবার সময়াবধি চাকর যত্নে মধ্যে আহার খুলিবার কথা।
 - ৭৭। কলিকাতা হইতে গেলে সমুদ্র পর্যন্ত আহার টানিয়া লইয়া বাইবার কথা।
 - ৭৮। কলিকাতা হইতে যে আহার ছাড়িয়া বার সেই আহারে রোগে আক্রান্ত দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসকের হাঁস্পাতালে পাঠাইতে পারিবার কথা।

ধারা।

৭১। ওলাউঠা দেখা দিলে মজুরদের জাহাজের চিকিৎসকের সহায়ত মজুরদিগকে মাংসাদি দিতে পারিবার কথা।

১১ অধ্যায়।

বিধি।

- ৮০। মন্ত্রিসভাধিকৃতি জীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
৮১। পাণ্ডুলেখ ও বিধি প্রকাশ করিবার কথা।

১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিধি।

- ৮২। বে-আইনী মজুরসংগ্রহ করিবার কথা।
৮৩। যে মজুরদিগকে রেজিস্ট্রী করা হয় নাই মজুরসংগ্রহক তাহাদিগকে আড্ডায় লইয়া গেলে তাহার কথা।
৮৪। প্রতারণাপূর্বক এসম্মীক কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনের প্ররতি দিলে তাহার কথা।
৮৫। গবর্নমেন্টের ক্ষাতাপ্রাপ্ত বলিয়া মিথ্যা বানান করিলে তাহার কথা।
৮৬। এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইলে তাহার কথা।
৮৭। অপরাধ প্রত্যাহারাদিতে কোন কার্য করিলে তাহার কথা।
৮৮। আইনের আদেশ পালন না করিয়া জাহাজ খুলিয়া যাইবার কথা।
৮৯। জাহাজের অধ্যক্ষ নির্ঘট ও ছাড়পত্র সম্বন্ধীয় বিধানমতে কায্য না করিলে তাহার কথা।
৯০। নির্ঘটে দেশান্তরগামী যে ব্যক্তিদের নাম লেখা না থাকে জাহাজ খুলিয়া যাবার পর অধ্যক্ষ তাহাদিগকে জাহাজে লইলে তাহার কথা।
৯১। অধ্যক্ষ নির্দিষ্ট দেশ ছাড়া অন্যত্র মজুরকে নামাইয়া দিলে তাহার কথা।
৯২। কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার বিধান না মানিলে তাহার কথা।
৯৩। দেশান্তরগামী মজুর পলাইলে বা আড্ডায় যাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।
৯৪। দেশান্তরগামী মজুর আড্ডাহইতে পলাইলে বা জাহাজে না উঠিলে তাহার কথা।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪ খ্রিঃ ৮]

ধারা।

- ৯৫। ৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া মজুরকে জাহাজে উঠালে বা ডিঙিতে দলে তাহার কথা।
৯৬। অভিযোগ উপস্থাপ্ত করিবার কথা।
৯৭। পলায়নের অভিযোগ হইলে, প্রতিবাদের কথা।
৯৮। এই আইনের কার্যপক্ষে কঠোর কার্যাবল্যের জাহাজাদি তল্লাশ করিতে ও আটক করিয়া রাখিতে পারিবার কথা।

১৩ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি

- ৯৯। এই আইনের কার্যপক্ষে স্থানীয় গবর্নমেন্টের মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।
১০০। কর্তব্য কর্ম না করায় দেশান্তরগমন সম্পর্কিত এজেন্টের নামে মোকদ্দমা করিবার কথা।
১০১। এই আইনের কার্যপক্ষে যে যাত্রায় যতদূর যতকাল লাগিলে তাহা নিরূপণ করিতে মন্ত্রিসভাধিকৃতি জীযুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের ক্ষমতার কথা।
১০২। স্ট্রীট সেটলমেন্ট ও তল্লাশকারী দেশীয় রাজ্যে মজুরদের সাহাবার কথা।
১০৩। ব্রিটিশ বন্দর হইতে ফরাসী ও ওলন্দাজ উপনিবেশে গমনের প্রতি এই আইন বস্তি-বার কথা।
১০৪। ভারতবর্ষীয় ফরাসী বন্দর হইতে ফরাসী উপনিবেশে গমন সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে কার্যাবল্য চলিছে, তাহা এই আইন বস্তি-বার কথা।
১০৫। সমুদ্রপারবর্তী কোন দেশে মজুরী লইয়া কাম করিবার করারপত্রক্রমে ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির স্থলপথে যাওয়া নিষদ্ধ হওয়ার কথা।

তফসীল।

- প্রথম।—যে দেশে যাওয়া আইনগত তাহার নাম।
দ্বিতীয়।—মজুরসংগ্রহকের অনুমতিপত্রের পাঠ।
তৃতীয়।—এই আইনমত যাত্রায় যতদূর যতকাল লাগিলে।

ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন ।

ভারতবর্ষীয় মজুরদের ভিন্নদেশগমন বিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

১ অধ্যায় ।

উপক্রমিকা ।

১ ধারা। (১) এই আইন “দেশান্তরগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৩ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে ।

(২) এই আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সর্বত্র বর্জিবে ।

২ ধারা। এষ্ট আইনের কোন কথা কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধিকোন কথার অধীন এই আইন না খাটিয়া থাকিবে ।

৩ ধারা। বিধিপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা হুজুর অন্য সর্বত্র ।

ইতিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবে ।

৪ ধারা। যে তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হয়, সেই তারিখ অবধি ভিন্ন-দেশগমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের আইন এবং (ভিন্নদেশগমনবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের আইনের বিধান হইতে ফ্রেট সেটলমেন্ট মুক্ত করিবার) ১৮৭২ সালের ১৪ আইন রহিত হইবে ।

৫ ধারা। এতদ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে প্রণীত করা আইনমত যে আপনপত্র প্রকাশ করা যায় ও যে চুক্তি ও বিধি ও নিয়োগ করা যায় ও যে অমু-মতিপত্র দেওয়া যায় ও যাঁহা এই আইন প্রচলিত হইবার তারিখে বলবৎ থাকে, তাঁহা বত দূর এই আইনসম্মত হয় এই আইন অনুসারে প্রকাশ করা গিয়াছে ও করা গিয়াছে ও দেওয়া গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

৬ ধারা। বিধি ৭৭ পূর্ণা-পর কথাদ্বারা তাবাত্তর প্রকাশ না হইলে, এই আইন—

(১) ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি মজুরী লইয়া পত্রিভ্রম করিবার চুক্তিরূপে ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে সিংহল দ্বীপ বা ফ্রেট সেটলমেন্ট ভিন্ন অন্য কোন দেশে সমুদ্র পথে গমন করিলে, “ভিন্নদেশ বা দেশান্তরে যাওয়া” ও “ভিন্নদেশ বা দেশান্তর গমন” শব্দে তাঁহার সেই গমন বুঝাইবে ।

কিন্তু যখন যেরূপ চাকর উদীয় কর্তার সঙ্গে যায়, সে উপরিলিখিত লক্ষণের বর্ণানুসারে দেশান্তর গমন করিতেছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না ।

[গবর্ণমেন্টে গেজেটে ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

(২) উপরিলিখিত লক্ষণের বর্ণানুসারে ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি দেশান্তর গমন কর বা দেশান্তর গমন করিয়াছে কিম্বা দেশান্তরগামী বলিয়া এই আইনমতে যাঁহার রেজিস্ট্রী হইয়াছে, “দেশান্তর বা ভিন্ন দেশ-গামী” শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে, এবং তদ্ব্যতীত কোন দেশান্তরগামির পোষাকও করা যাইবে ।

(৩) কোন দেশান্তরগামির সহিত নিম্নলিখিত যে কোন ব্যক্তি যায়, “পোষা” শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে যথা,—

(ক) যে কোন স্ত্রীলোক এই আইনমতে দেশান্তর গমনের কর্তৃপক্ষ করে নাই ;

(খ) যে কোন শিশুর নামে ও পক্ষে ঐরূপ কোন কর্তৃপক্ষ করা হয় নাই ; ও

(গ) যে কোন রক্ত বা অকর্ম্মণ্য আত্মীয় বা বন্ধু ।

(৪) “মাজিষ্ট্রেট” শব্দে রাজধানী নগরে কোন-প্রেনিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও অন্যত্র কোন জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট বুঝাইবে, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্টে না মাজিষ্ট্রেটের কার্য করিবার নিমিত্ত যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে ।

(৫) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে না মাজিষ্ট্রেটের বা পদো-পালক কোন স্থানে এই আইনমত রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের কার্য করিতে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, “রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৬) যে সরদার মজুরসংগ্রাহক বা অন্য ব্যক্তি অন্যের আনীত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে সংগ্রহ বা গ্রহণ করে, মজুরসংগ্রাহক শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে ।

(৭) মজুর বা সম্পত্তি জলপথে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে নৌকাদি নিযুক্ত হয়, “জাহাজ” শব্দে তাঁহা বুঝাইবে ।

(৮) যে জাহাজের কাপ্তান তাঁহাতে এই আইন-মত দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার লাই-সেন্সপ্রাপ্ত হন, “দেশান্তরগামী মজুরদের জাহাজ” বলিতে সেই জাহাজ বুঝাইবে ।

(৯) আড়কাটী বা হাববর মাটির ভিন্ন যে ব্যক্তির অধ্যক্ষতা বা কর্তৃত্বাধীনে যৎকালে কোন জাহাজ থাকে, “কাপ্তান” বা “অধ্যক্ষ” বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

২ অধ্যায় ।

যে বন্দর হইতে যে দেশে গমন করা আইন সিদ্ধ ও বিধিবদ্ধ বিধি ।

৭ ধারা। (১) কলিকাতা ও মাজিষ্ট্রেট ও বোম্বাই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে, এবং মন্ত্রি-সভাস্থিত জুড গবর্ণ জেন-রাল সাহেব সম্মুখে ইতিবা

গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া অন্য যে বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করেন সেই বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে । এতদ্বিধি কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইনসিদ্ধ হইবে না ।

(২) এই ধারামতে যে কোন আপনপত্র প্রকাশ করা যায়, তাহা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত গবর্নর জেনারল সাহেবকে কোন সময়ে একরূপ আপনপত্র দিয়া রক্ষিত করিতে পারিবেন।

(৩) যে কোন বন্দর হইতে দেশান্তরে যাত্রা আইন নিষিদ্ধ হয়, স্থানীয় গবর্নমেন্টে সন্মত রাজকীয় গেজেটে আপনপত্র দিয়া এই আইনের কাহা পক্ষে সেই বন্দর লীয়া নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৮ ধারা। (১) এই আইনের প্রথম ভঙ্গসীমার নিষিদ্ধি-
যেহেতু দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ তাহার কথা।
হইবে যদিও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত গবর্নর জেনারল সাহেব ইতিপূর্বে গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করণপূর্বক সময়ে নির্দেশ করেন। সেই দেশে গমন করা আইনসিদ্ধ হইবে, অন্যত্র নহে।

(২) এই ধারামতে আপনপত্রে যে দেশের উল্লেখ হয়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত গবর্নর জেনারল সাহেব সেই দেশে গমনকার ভারতবর্ষীয় লোকদের তথায় বাসকালে সুরক্ষার নিষিদ্ধি যেহেতু আইন ও অন্য যেহেতু বিধা-
নমাণ্য প্রকাশ করেন, উক্ত দেশের গবর্নমেন্টে এই আইন প্রভূতি করিয়াছেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত গবর্নর জেনারল সাহেবকে ইহা নিষিদ্ধরূপে জ্ঞাত করা গিয়াছে এই কথাও সেই আপনপত্রে প্রকাশ থাকিবে।

৯ ধারা। (১) যে স্থানে গমন করা আইনসিদ্ধ সেই দেশে গমন নিষেধ কর-
ণের পক্ষাঘাত কোন হেতু আছে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত গবর্নর জেনারল সাহেব এই-
রূপ সিদ্ধান্ত করার কারণ

যেহেতু, তিনি ইতিপূর্বে গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করিয়া, এই আপনপত্রের নিষিদ্ধি দিবসাবধি সেই স্থানে গমন করা নিষিদ্ধ হওয়ার আদেশ করিতে পারবেন; এবং সমুদায় এই দিবসাবধি উক্ত স্থানে যাত্রা আইনসিদ্ধ থাকিবে না।

(২) এই ধারার (১) প্রকরণের উল্লিখিত হেতু এই,—

(ক) এই দেশে প্রেগ নামক রোগ কিম্বা ম্যালেরিয়া নামক অন্য ব্যাপক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে;

(খ) দেশান্তর হইতে এই দেশে যাত্রার যাত্রা তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত অধিক লোকের মৃত্যু হয়;

(গ) দেশান্তরগামীদের সেই দেশে পৌঁছিবামাত্র কি তথায় যতবাল থাকে ততকাল তাহাদের সুরক্ষণের উপযুক্ত বিধান করা হয় নাই;

(ঘ) দেশান্তরগামীরা ভারতবর্ষ হইতে যাত্রার পূর্বে তাহাদের সহিত যে চুক্তি করা হয়, উক্ত দেশের গবর্নমেন্টে তাহা নিষিদ্ধরূপে প্রবল করেন না; এবং

(৩) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত গবর্নর জেনারল সাহেব সাধারণতঃ অথবা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা এই দেশগামী মজুরদের যেকোন অবস্থা ও তাহাদের প্রতি যেকোন ব্যবহারের তত্ত্ব-
বল পাইবার উদ্দেশ্যে এই দেশের গবর্নমেন্টকে পত্র লিখিয়া যুক্তিযুক্ত সময়ে মধ্যে এই বিব-
রণ প্রাপ্ত হন নাই।

১০ ধারা। (১) যে দেশে যাত্রা আইনসিদ্ধ, সেই দেশে প্রেগ নামক রোগ কিম্বা ম্যালেরিয়া নামক অন্য ব্যাপক রোগের প্রাদুর্ভাব হই-
য়াছে, এবং সেই দেশে দেশ-
ান্তরগামীদেরকে বাহ্যে দিলে তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদের জীবন সম্বন্ধে ওক-
তর আশঙ্কা আছে, স্থানীয় গবর্নমেন্টে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দাখিল, রাজকীয় গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত গবর্নর সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অগোকার এই গবর্নমেন্টের শাসনাবলী দেশের কোন বন্দর হইতে এই দেশে যাত্রা নিষিদ্ধ বাস্তব প্রকাশ করিতে পারি-
বেন।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টে এই ধারামতে আপনপত্র প্রকাশ করণের কথা তাহার যুক্তি সহিত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত গবর্নর জেনারল সাহেবের নিকট অবলম্ব্য বি-
গোষ্ঠিত করিবেন। তাহা হইলে তিনি ইতিপূর্বে গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রকাশিত উক্ত আপনপত্র দৃঢ় বা রহিত করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টে এই ধারামতে আপনপত্র প্রকাশ করণের কথা তাহার যুক্তি সহিত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত গবর্নর জেনারল সাহেবের নিকট অবলম্ব্য বি-
গোষ্ঠিত করিবেন। তাহা হইলে তিনি ইতিপূর্বে গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রকাশিত উক্ত আপনপত্র দৃঢ় বা রহিত করিবেন।

১১ ধারা। যে হেতু ধরিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত গবর্নর জেনারল সাহেব পূর্ব নিষেধ রহিত করিবার হুঁত ধারার কোন ধারামতে কোন দেশে গমন নিষেধ হুঁত আপনপত্র প্রকাশ করেন সেই হেতু আর নাই, তিনি ইহা জ্ঞাত হইলে, ইতিপূর্বে গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করণ দ্বারা সেই আপনপত্রের নিষিদ্ধি দিব-
সাবধি পূর্ণ হই দেশে যাত্রা আইনসিদ্ধ হইবে বাস্তব প্রকাশ করিতে পারিবেন।

১২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জৈয়ত গবর্নর জেনারল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক রাজকীয় গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই আপনপত্রের নিষিদ্ধি তারিখ অবধি ভারতবর্ষীয় সকল ব্যক্তিকে কিম্বা কোন বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিগকে আপনপত্র শাসনাবলী দেশের সমুদায় বা বিশেষ কোন স্থান হইতে বিশেষ কোন দেশে যাইতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যায়, স্থানীয় গবর্নমেন্টে এরূপ অনুমতি, গ্রহণপূর্বক এরূপে তাহা পরিবর্তন বা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যায়, স্থানীয় গবর্নমেন্টে এরূপ অনুমতি, গ্রহণপূর্বক এরূপে তাহা পরিবর্তন বা রহিত করিতে পারিবেন।

১৩ ধারা। পূর্বাচারি ধারাতে আপনপত্র প্রকাশ করা গেলেও, তৎপূর্বে যে কোন ত্রিরা করা যায় কি অপ-
রাধ হয় কি মোকদ্দমাটিও কার্যের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহার কোন বৈলক্ষণ্য হইবে না।

আপনপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে যে কার্য প্রকৃতি করা যায়, তাহার ব্যাখ্যা করা হইবার কথা।

৩ অধ্যায়।

দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেন্টের বিধি।

১৪ ধারা। (১) যে কোন দেশে যাওয়া আইন-
সিদ্ধ হয়। সেই দেশের গবর্ণমেন্টে যে কোন বন্দর হইতে ভিন্নদেশে যাওয়া যায়, সেই বন্দরে দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টের কার্য করণার্থে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে এবং এরূপ যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে স্থগিত রাখিতে বা অপসৃত করিতে পারিবেন।

(২) রাজকীয় গেজেটে আপন পত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে নিয়োগের অনুমোদন প্রকাশ না করিলে এই ধারামতে কোন নিয়োগ ফলবৎ হইবে না।

১৫ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টেরা ভিন্ন দেশে যত মজুর প্রেরণ করেন তাহাদের সংখ্যানুসারে পারিশ্রমিক পাইবেন না ও তদনুসারে তাহার পারিশ্রমিকের বিধান হইবে না কিন্তু অবশ্যিত বেতন তাহা পারিশ্রমিক পাইবেন।

কিন্তু মস্ত্রসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়েই নৈমিত্তিক কম্বের নিমিত্ত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় বিশেষ এজেন্টদিগকে বিদেশে যৌ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪ অধ্যায়।

দেশান্তরগামিদের রক্ষক ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের বিধি।

১৬ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আপনপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে দেশান্তরগামিদের রক্ষক হইতে দেশান্তরে যাওয়া আইন-
সিদ্ধ, সেই বন্দরের নিমিত্ত সময়েই কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দেশান্তরগামিদের রক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) মস্ত্রসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এরূপে নিযুক্ত দেশান্তরগামিদের রক্ষকের ক্ষমতা যে স্থানে বর্তিবে, তাহা সময়েই নিদেশ করিয়া দিতে পারিবেন।

(৩) দেশান্তরগামিদের রক্ষককে যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে নিযুক্ত করেন সেই গবর্ণমেন্টে তাঁহাকে চিকিৎসক কি চিকিৎসকের নিমিত্ত অবসর করিতে পারিবেন।

[গবর্ণমেন্টে গেজেটে ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

(৪) দেশান্তরগামিদের প্রত্যেক রক্ষক তারতম্যের দণ্ডবিধির আইনের মর্ম্মানুযায়ী রাজকীয় কার্যকারক বালিয়া গণ্য হইবেন।

১৭ ধারা। দেশান্তরগামিদের প্রত্যেক রক্ষকের প্রতি এই আইনতে বা এই আইন অনুসারে প্রণীত বিধিমতে কোন সাধারণ কর্তব্য বিশেষ ঘেহ কর্ম্ম অর্পিত হয়, তাহাও তিনি, এই আইনতে বা এই আইন অনুসারে প্রণীত বিধিমতে

(ক) দেশান্তরগামি সকল ব্যক্তিকে সুরক্ষণ করিবেন ও পরামর্শ দিয়া তাহাদের সাহায্য করিবেন।

(খ) এই আইনের ও এই আইনতে প্রণীত বিধির সকল বিধানানুসারে যতদূর পারিলে কর্ম্ম পালন করাইবেন।

(গ) তিনি যে বন্দরে রক্ষক হন, কোন জাহাজ মস্ত্র-
নিগড়ে পরিণত হইয়া থাকিলে বন্দরে তাহা হইতে তিনি সেই জাহাজের পরিদর্শন করিবেন।

(ঘ) মজুরেরা যে দেশে গিয়াছিল সেই দেশে তাহাদের কর্ম্ম করণকালে ও জাহাজে পৌঁছার সময় তাহাদের প্রতি যত্ন ও আচরণ ব্যবহার হইয়াছিল এই বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট তথ্য-
সম্বন্ধে রিপোর্ট করিবেন।

(ঙ) দেশান্তর হইতে প্রত্যগত সেই ব্যক্তিদিগকে তিনি যুক্তিতে যতদূর পারিলে, ও তদনুসারে সাহায্য করিবেন ও পরামর্শ দিবেন।

১৮ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে বন্দর হইতে পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত করণের কথা। ভিন্নদেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হয় এরূপ প্রত্যেক বন্দরে সময়েই দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে এবং তাঁহাকে স্থগিত বা অপসৃত করিতে পারিবেন।

(২) দেশান্তরগামিদের পরিদর্শনার্থ প্রত্যেক চিকিৎসক তারতম্যের দণ্ডবিধির আইনের মর্ম্মানুযায়ী রাজকীয় কার্যকারক বালিয়া গণ্য হইবেন।

১৯ ধারা। এই আইনতে কিবা এই আইন অনুসারে প্রণীত বিধিমতে দেশান্তরগামিদের রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের পদ-
দর্শন কার্যের সুবিধা করিয়া দিবার কথা। দর্শন ও পরীক্ষা ও পয়দেখা করিতে হয় বা তাহারা কী অবশ্যক বা উচিত বোধ করে, এই আইন ম. দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট এবং আফসার কর্ম্ম চালাইবার তারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও আফসার প্রত্যেক কর্ম্মচারী, এবং দেশান্তরগামি ব্যক্তিদিগকে লইয়া যাইবার জাহাজের অধ্যক্ষ ও তারপ্রাপ্ত এজেন্ট ব্যক্তি ও সেই সকল জাহাজের কর্ম্মচারীগণ এই পরিদর্শনাদি করিবার সর্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবেন, ও তাহারা যুক্তিতে যে সকল বিষয়ে সম্মত জানিতে চাহেন তাহা তাহাদেরকে জ্ঞাত করিবেন।

৫ অধ্যায় ।

মজুরসংগ্রাহক বিষয়ক বিধি ।

২০ ধারা । (১) যে২ বন্দর হইতে দেশান্তরে যাওয়া

মজুরসংগ্রাহকদিগকে দেশান্তরগামীদের রক্ষণ করিবার দিবার কথা ।

আইনগিচ্ছ তজ্জপ কোন বন্দরে যিনি দেশান্তরগামীদের রক্ষণ নিযুক্ত হন, তিনি যে দেশে যাওয়া আইনগিচ্ছ সেই দেশের দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় প্রত্যেক

কর্তার প্রার্থনা মতে যে স্থানে আপনার ক্ষমতা থাকে সেই স্থানের মধ্যে উপযুক্ত যত ব্যক্তিকে আবশ্যক জ্ঞান করেন তত ব্যক্তিকে মজুরসংগ্রাহক হইবার অনুমতিপত্র দিবেন ।

(২) কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র না থাকিলে, সেই ব্যক্তি

(ক) কাটারও সহিত ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞা-সূচক কোন করারপত্র করবেন না বা করিবার উদ্যোগ করিবেন না, কিম্বা

(খ) যেতন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ভাগ করিতে প্ররতি দিবেন না কিম্বা প্ররতি দিবার উদ্যোগ করিবেন না কিম্বা

(গ) প্রকারান্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কায়া করিবেন না বা নিযুক্ত থাকবেন না ।

২১ ধারা । মজুরসংগ্রাহকে এই অধ্যায়মতে যে

অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহা অনুমতিপত্রের পাঠের এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের পাঠে লেখা যাইতে

পারিবে, এবং উহাতে যে দেশের নিমিত্ত যে স্থানের মধ্যে পত্রধারী মজুর সংগ্রাহক করণের অনুমতি পাইলেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে ।

২২ ধারা । (১) এই অধ্যায়মত অনুমতিপত্র যে

অনুমতিপত্র যত কাল বলবৎ থাকিবে তাহার কথ্য ।

তারিখ অবধি চলে সেই তারিখ অবধি তাহা এক বৎসরের অধিক প্রবল থাকিবে না ।

(২) দেশান্তরগামীদের রক্ষণ এই অধ্যায়মতে যে কোন অনুমতিপত্র দেন, যে সময়ের নিমিত্ত সেই অনুমতিপত্র চলে সেই সময়ের অসমান হইবার পূর্বেই অসমাপ্ত হইতে তাহা রহিত করিতে পারিবেন ।

২৩ ধারা । (১) যে বন্দর হইতে ভিন্নদেশে গমন

আইনগিচ্ছ সেই বন্দরের বাহি-র অনুমতিপত্রের কোড়-স্বাক্ষর হইবার কথা ।

যে কোন স্থানে কোন মজুর-সংগ্রাহক আপন অনুমতিপত্রে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের

কোড় স্বাক্ষর না পাইলে, তথায় কোন ব্যক্তির সঙ্গে ভিন্নদেশগমনের প্রতিজ্ঞাসূচক কোন করারপত্র করিবে না বা করিবার উদ্যোগ করিবে না কিম্বা ভিন্নদেশগমনার্থ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান ভাগ করিতে প্ররতি দিবে না বা সাহায্য করিবে না, কিম্বা প্ররতি দিবার বা সাহায্য করিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা প্রকারান্তরে মজুরসংগ্রাহকস্বরূপ কায়া করিবে না বা নিযুক্ত থাকিবে না ।

(২) কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেরূপ অনু-সন্ধান লইয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন সেইরূপ অনু-সন্ধান লইয়া যদি বুঝেন যে, অনুমতিপত্র যে ব্যক্তিকে দেওয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি চরিত্র বশতঃ বা অন্য কোন কারণে এই আইনমতে মজুর সংগ্রাহক হইবার অনুপযুক্ত, তবে তিনি মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে কোড় স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ।

(৩) এই মজুর সংগ্রাহক দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে সংগ্রহ করে, রেজিষ্টারী করিবার বা জাহাজে চড়িবার সময়স্থ আফতার লইয়া যাইবার পূর্বে উপযুক্ত জারগার তাহাদের জন্য প্রচুর ও যথাযোগ্য থাকিবার স্থানের বিধান করা যায় বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে না, উক্ত মাজিষ্ট্রেট পূর্বোক্তরূপ অনুসন্ধান লইয়া ইহা জ্ঞেয়মতে জানিলে, যত কাল তিনি যুক্তিগত জ্ঞান করেন তত কাল গত না হইলে মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে কোড় স্বাক্ষর করিতে কিম্বা এই অনুমতি-পত্রে কোড় স্বাক্ষর করিলেন কি না ইহা স্থির করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ।

(৪) কোন মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে কোড় স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার বা নিষেধ করিবার পূর্বে মাজিষ্ট্রেট তাহা করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন ।

২৪ ধারা । যে ব্যক্তিকে অনুমতিপত্র দেওয়া গেল

তাহার চরিত্রহেতুক কি অন্য কোন কারণে সে এই আইনমত মজুরসংগ্রাহক হইবার উপযুক্ত নহে, কিম্বা তৎসংগত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় বা দেশান্তর-গামী মজুরদের নিমিত্ত যে থাকিবার স্থানের বিধান করা যায় তাহা অনুপযুক্ত হইয়াছে বা পাওয়া যাইতে পারে না, কোন মাজিষ্ট্রেট অনুমতিপত্রে কোড় স্বাক্ষর করিলে পর ইহা জানিতে পাইলে, তিনি অনুমতিপত্র-প্রাপ্ত সেই ব্যক্তিকে আপনার অনুমতিপত্র আনিয়া দেখা-ইতে আজ্ঞা দিয়া স্বীয় কোড় স্বাক্ষর বাতিল করিতে পারিবেন, অথবা এই অনুমতিপত্র আটক করিয়া বাতিল করিবার জন্যে এই পত্রদাতা দেশান্তরগামীদের রক্ষকের নিকট পাঠাইতে পারিবেন ।

২৫ ধারা । কোন মাজিষ্ট্রেট কোন মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে কোড় স্বাক্ষর করিলে কিম্বা করিতে না চাহিলে কিম্বা আপনার কোড় স্বাক্ষর বাতিল করিলে, দেশান্তরগামী-দের যে রক্ষক এই অনুমতিপত্র দেন তাহার নিকট তিনি অর্গোনে রিপোর্ট লিখিয়া কোড় স্বাক্ষর করিলেন কি তাহা করিতে অস্বীকার করিলেন, কি তাহা বাতিল করিলেন এই কথা, ও অস্বীকার কি বাতিল করণের কারণ জানাইবেন ।

২৬ ধারা। (১) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় যে এজেন্টের প্রার্থনাপত্রে যে মজুর সংগ্রাহককে অনুমতিপত্র দেওয়া যায়, সেই এজেন্ট সেই মজুর সংগ্রাহককে আপনাতঃ স্বাক্ষরিত ও দেশান্তরগামীদের রক্ষকের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরযুক্ত লেখা বা ছাপা একখান বর্ণনাপত্র দিবে। ভিন্নদেশগামী হইতে যাহাদের অভিপ্রায় থাকে, তাহাদের সন্নিহিত ঐ মজুরসংগ্রাহক উক্ত এজেন্টের পক্ষে যে শর্তে করারপত্র করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ বর্ণনাপত্রে তাহা লেখা থাকিবে।

(২) ঐ বর্ণনাপত্র ইংরেজী ভাষায় ও মজুর সংগ্রাহকের অনুমতিপত্র যে স্থানে বসে সেই স্থানের এক বা একাধিক দেশীয় ভাষায় লিখিত হইবে।

(৩) মজুরসংগ্রাহক যে কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনার্থ আনয়ন করেন তাহাকে ঐ বর্ণনাপত্রে যথার্থ প্রতিলিপি দিবে ও কোন মাজিস্ট্রেটের বা পোলীস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারির আজ্ঞাক্রমে, তাঁহার অবগতি নিমিত্ত ঐ বর্ণনাপত্র উপস্থিত করিবে।

২৭ ধারা। (১) এতোক মজুরসংগ্রাহক দেশান্তরগমনেচ্ছু কিম্বা দেশান্তরগামী মজুরসংগ্রাহকদের বর্ত্তক যে মজুরদিগকে সংগ্রহ করিবেন, তাহাদিগকে রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে, কিম্বা জাহাজে চড়িবার বন্দরে লইয়া যাইবার পূর্বে, উপযুক্ত জায়গায় প্রচুর ও যথায়োগ্য থাকিবার স্থান দিবে।

(২) যে বাসী প্রভৃতি উক্ত থাকিবার স্থান দেওয়া যায়, তথায় কোন সুপ্রকাশ স্থানে একখান তক্তা লাগান থাকিবে, ঐ বাসী প্রভৃতি যে জন ব্যবহৃত হয়, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে।

(৩) এতোক জিলার মাজিস্ট্রেট বাহেন এবং এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে এতদর্থে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন অধঃস্থ মাজিস্ট্রেট বা পোলীসের কর্মচারী এই ধারাগতে যেখানে থাকিবার স্থান দেওয়া যায়, সেই জায়গার তত্ত্বাবধান ও সুবিধান নিমিত্ত জাহাজে চড়িবার বন্দরের আজ্ঞা সম্বন্ধে এই আইনমতে দেশান্তরগামীদের রক্ষকের যে সকল ক্ষমতা থাকে, সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

(৪) মজুর মজুরসংগ্রাহক বা উক্ত স্থানের ভারপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির এতদর্থে উক্তরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত এতোক মাজিস্ট্রেটকে ও পোলীসের কোন কর্মচারীকে তথায় যাইয়া পরিদর্শন করিবার সমপ্রকার সুযোগ করিয়া দিবে।

৬ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীদিগকে রেজিস্ট্রী করিবার ও দেশান্তরগমনের করারপত্র সম্পাদন করিবার কথা।

২৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে ন্যায়োপলক্ষে বা পদোপলক্ষে কোন ব্যক্তিকে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

কোন নির্দিষ্ট স্থানে এই আইনমতে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের কর্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কিম্বা

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ন্যায়োপলক্ষে বা পদোপলক্ষে এতদর্থে অন্য যে কার্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই কার্যকারকের কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া দিবে।

২৯ ধারা। দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তির সন্নিহিত যে কোন করারপত্র দিয়া যাইতে করারপত্র করিবার কথা। (ক) যে কোন মজুর হইতে দেশান্তরগমন আইন সিদ্ধ হয় সেই বন্দরের সীমার মধ্যে করা গেলে, রক্ষকের সাক্ষ্যতাহাতে স্বাক্ষর করা যাইবে।

(খ) অন্যত্র করা গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের সাক্ষ্যতাহাতে স্বাক্ষর করা যাইবে।

৩০ ধারা। কোন মজুরসংগ্রাহক ভিন্নদেশগমনার্থ যে ব্যক্তির ভিন্নদেশগমনেচ্ছু তাহাদের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির পোষ স্বরূপ যাহারা ভিন্নদেশগমনার্থে প্রস্তুত থাকে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষের বা স্থলবিশেষে, ভিন্নদেশগামীদের রক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।

৩১ ধারা। (১) তাহা হইলে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক ঐ ব্যক্তিকে মজুরসংগ্রাহক হইতে পৃথক করিয়া তাহাকে অভিপ্রের করায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন; এবং

ঐ ব্যক্তি উক্তরূপ কার্য করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার মন্য বুলে, ও বল প্রয়োগ, অন্যায় প্রভাব, প্রতারণা, অযথা বর্ণনা বা ভ্রান্তি বশতঃ তাহা করার কার্যে প্ররতি হইয়া নাহি; ও ঐ করায়ের শর্তগুলি আচরণ সম্মত ও ২৬ ধারামতে মজুরসংগ্রাহককে যে বর্ণনাপত্র দেওয়া যাইবে তদনুসারে তিনি গুরুত্ব শর্তে করিতে ক্ষমতাপন্ন ঐ শর্তগুলি সেইরূপ; এতদ্বারা উক্ত ২০ ধারার বিধান মানিয়া ঐ কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক নিম্নলিখিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেব সময়ে এই আইনমতে বিধিক্রমে যে পটনির্দেশ করেন সেই পট্রে এতদর্থে যে বর্ণী রাখিতে হয় সেই বর্ণীতে দেশান্তরগামীদিগকে সেই পটকার্যকরী এই কথা, তাহার পিতার নাম, জাত, বংশ, বয়স ও নিবাস প্রভেদে তাহাদের নাম এবং ভিন্নদেশগামীদিগকে গবর্ণর জেনারেল সাহেব সময়ে এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে দেশান্তরগামীদিগকে ও হাদীস পোষা থাকিলে সেই পোষকের সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য বিশেষ বিবরণ নির্দেশ করেন তাহা রেজিস্ট্রী করিবেন।

৩২ ধারা। (১) পূর্বিদ্যায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও যদি রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব দেখিতে পান যে, কোন লম্বা জীর্ণ স্বামী ঐ জীর্ণ দেশান্তরে যাইতে অনুমতি দেয় নাহি, তবে তিনি ঐ জীর্ণ রেজিস্ট্রী করিতে অধীকার করিতে পারিবেন।

(২) রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব কোন জীলোককে সম্বন্ধে বলিয়া বিবাস করিলে তিনি ১০ দিনের অনধিক যতকাল উচিত বোধ করেন, ততকাল গত না হইলে পর তাহাকে রেজিষ্টারী করিবেন কি না, ইহা স্থির করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। (১) কোন দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরের পোষা বলিয়া কোন ব্যক্তি রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষের কিম্বা রক্ষক সাহেবের সম্মুখে

৩০ দারামতে উপস্থিত হইলে, সেই ব্যক্তি যদি প্রথমে পূর্বোক্ত উত্তর দিতে পারে, তবে রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক সাহেব তাহাকে মজুরসংগ্রাহক হইতে পৃথক করিয়া সে যে দেশান্তরগামীর সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা, কি পরিমাণে সেই দেশান্তরগামীর পোষা ও সে উক্ত দেশান্তরগামীর সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক কি না এবিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করিবেন।

(২) রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ কিম্বা রক্ষক সাহেব উক্ত পোষা তার বা ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ দেখিলে, তিনি যদি উচিত বোধ করেন, উক্ত পোষার নাম রেজিষ্টার হইতে উঠাইয়া না দিলে, দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

৩৪ ধারা। রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরকে রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার করিলে, অস্বীকার করণের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৫ ধারা। (১) দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুর-সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, পোষাসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিষ্টারী করা গেলে, রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ বা রক্ষক সাহেব তেজর করিয়া করারপত্র প্রস্তুত করাইবেন, ও মজুরসংগ্রাহকে ও দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে আপনাতঃসাক্ষাতে তেজর করারপত্রে স্বাক্ষর পরিবার আঞ্জা করিবেন, এবং তাহার তাহাতে স্বাক্ষর করিলে, আপনি স্বাক্ষর করিয়া তাহাদের এই পত্র-সম্পাদনের সাক্ষী হইবেন।

(২) দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুর সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, এই পোষাসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ যাবৎ রেজিষ্টারী করা না হয়, ও এই আইনমতে করারপত্র সম্পাদিত হইয়া সাক্ষাৎকৃত না হয়, তাবৎ দেশান্তরগমনের করারপত্র ফলবৎ হইবে না।

৩৬ ধারা। দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুর সংক্রান্ত ও তাহার কোন পোষা থাকিলে, এই পোষাসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ রেজিষ্টারী করা গেলে, এবং এই আইনমতে করারপত্র সম্পাদিত হইয়া সাক্ষাৎকৃত হইলে, দেশান্তরগমনেচ্ছু মজুরকে দেশান্তরগামী মজুর বলিয়া এই আইনমতে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে জ্ঞান করা যাইবে।

৩৭ ধারা। দেশান্তরগমনেচ্ছু কোন মজুরের সংক্রান্ত ও তাহার পোষা থাকিলে, এই পোষাসংক্রান্ত যে বিশেষ বিবরণ ৩১ ধারামতে রেজিষ্টারী করা যায়, দেশান্তরগমনের প্রত্যেক চুক্তিপত্রে

করারপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

তাহার প্রতিলিপি থাকিবে; এবং তাহার পৃষ্ঠে দেশান্তরগামীর করণের তারিখ, কাল ও শর্ত সংক্রান্ত ও বেতন সংক্রান্ত যেসকল বিশেষ বিবরণ ও অন্যান্য যেসকল বিষয় মন্ত্রিসভাদিষ্টিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে নির্দেশ করেন, সেই বিবরণ ও বিষয় লেখা থাকিবে।

৩৮ ধারা। করারপত্র সম্পাদিত ও সাক্ষাৎকৃত হইলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের নিকট প্রেরণ নিমিত্ত তাহার এক খণ্ড মজুরসংগ্রাহকে দেওয়া যাইবে, আর এক খণ্ড দেশান্তরগামীকে দেওয়া যাইবে, এবং তৃতীয় খণ্ড রক্ষক সাহেব রাখিবেন, কিম্বা তাহার নিকট রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ পাঠাইয়া দিবেন।

৩৯ ধারা। মন্ত্রিসভাদিষ্টিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে ইতিরা গেজেটে প্রকাশিত করণের ফীর কথা।

করারপত্র প্রস্তুত করণের ফীর কথা।

কিন্তু মন্ত্রিসভাদিষ্টিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেব যে কোন সময়ে প্রাপ্ত জাপনপত্রের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিবেন যে, এই দারামতে যে ফী দিতে হয়, তাহা সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানে ৩৩ ধারামতে দেয় ফীর সহিত একত্র করিয়া লওয়া যাইবে।

৪০ ধারা। ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনে তাবাত্তরের কথা থাকিলেও, যে কোন স্থানে যোগা আইনসিদ্ধ সেই স্থানে গমনার্থ যোল বৎসর বা তদধিক বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের নির্দিষ্ট মতে করারপত্র করিতে পারিবেন।

৪১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি দেশান্তরগমনার্থ করার করেন, তিনি যোল বৎসরের কম ও দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন শিশুর পিতা মাতা বা অভিভাবক হইলে, এই শিশুকে আপনাতঃসাক্ষাতে দেশান্তরগমনার্থ আনদ্ধ করিয়া উহার নামে ও মপক্ষে এই আইনের বিধানমতে করার পত্র করিতে পারিবেন।

৭ অধ্যায়।

দেশান্তরগমনের আড্ডাবিষয়ক বিধি।

৪২ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট যে বন্দরের নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই বন্দরে তিনি দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া রাখিবার উপযুক্ত এক আড্ডা স্থাপন করিবেন।

তিনি যে দেশান্তর এজেন্ট সেইদেশে যাইবার উদ্দেশ্যে জাহাজে উঠিবার পূর্বে তাহার সেই আড্ডায় থাকিবে, এবং এই আড্ডায় থাকিবার সময়ে তাহাদের সকলের আর্থিক অবস্থা তাহার যোগাইতে হইবে।

৪২ ধারা। (১) দেশান্তরগামীদের রক্ষক এবং আড্ডার অনুমতিপত্র চিকিৎসকপূর্বধারামতে প্রাপ্ত হইবার কথা।

আড্ডা দেখিয়া তাহা ভাল না বলিলে, এবং উক্ত রক্ষক তাহা ব্যবহার করিবার অনুমতিপত্র না দিলে, দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া রাখিবার নিষিদ্ধ এই আড্ডা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) এই ধারামত অনুমতিপত্র যে তারিখ হইতে চলে, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের অধিক কালের নিষিদ্ধ দেওয়া যাইবে না।

(৩) দেশান্তরগামীদের রক্ষক,

(ক) যে আড্ডার নিষিদ্ধ এই ধারামত অনুমতিপত্র দেওয়া যায় তাহা অস্বাভাবিক, কিম্বা যে অভিপ্রায়ে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা কোন প্রকারে অনুপযুক্ত হইয়াছে জান করিলে, কিম্বা

(খ) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট যুক্তিসিদ্ধ নোটিস পাঠিলে পর এই আইনের বা এই আঠনমতে প্রণীত বিধির আদেশ পালন না করিলে, উক্ত রক্ষক যে কোন সময়ে সেই অনুমতিপত্র রহিত করিতে পারিবেন।

৪৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের প্রত্যেক রক্ষক এবং রক্ষকের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের স্থানীয় পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক সেরা বন্দরের রক্ষক ও চিকিৎসক ভিন্ন। সেই বন্দরে উক্ত সকল আড্ডাতে দেশান্তর-

গামী ব্যক্তিদিগকে রাখা গেলে, তাঁহাদের সময়ে ও সপ্তাহের মধ্যে অন্তরে একবার তাহাদিগকে দৃষ্টি করিবেন এবং আড্ডার ও বন্দরের সার্বভৌমত্ব দেশান্তরগামীদের প্রত্যেক আড্ডা ও তাহাদের যেকোন আহার ও বস্ত্র দেওয়া যায় ও প্রকৃতিসম্মত তাহাদের যেকোন প্রয়োজন সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া থাকে এই বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন।

৪৪ ধারা। আড্ডা যে কার্যের নিষিদ্ধ করা গেল

সেই কার্যের উপযুক্ত নহে কিম্বা তদ্ব্যতীত যে দেশান্তরগামীরা আছে তাহাদের প্রতি অননুমোদিত বা অস্বাভাবিক হইয়া থাকে, পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক কোন রূপে দ্বারা ইহা জানিতে পাইলে দেশান্তরগামীদের রক্ষকের নিকটে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

৪৫ ধারা। (১) যে রোগ দ্বারা নিকট লোকদের রোগ জন্মাইবার আশঙ্কা থাকে কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তির এমন কোন রোগ হইলে, পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে তাহাকে পৃথক রাখিবার কিম্বা আড্ডা হইতে বাহির করিয়া দিবার আড্ডা করিতে পারিবেন।

(২) পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক উচিত বোধ করিলে সেই পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা হইবার জন্য তাহাকে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে উপযুক্ত হাস্পাতালে পাঠাইবার আড্ডা করিতে পারিবেন; এবং উক্ত হাস্পাতালে তাহাকে লইয়া যাইবার ও চিকিৎসা করিবার খরচ বলিয়া দেশান্তরগামীদের রক্ষক কোন খরচ

করিলে, খরচ করিবার তারিখ অবধি বৎসর শতকরা ছয় টাকা হিসাবে মূল সমেত দেশান্তরগামীদের রক্ষক এই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

৮ অধ্যায়।

দেশান্তরগামীদিগকে আড্ডায় লইয়া যাইবার ও পঁছিলে কার্যপ্রণালীর বিধি।

৪৬ ধারা। দেশান্তরগমনে যুক্তিযুক্ত ব্যক্তিকে দেশান্তরগমন

বলিয়া এই আইনমতে রেজি-
স্ট্রী করা না গেলে, কোন
পূর্বে দেশান্তরগামী
ব্যক্তিকে স্থানান্তর না
করিবার কথা।

আড্ডায় লইয়া যাইবে না বা
লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিবে
না, কিম্বা তাহাকে কোন আড্ডায় যাইতে প্ররতি দিবে
না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট
এ মজুরসংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে কোড থাকর করেন
তাহাকে সেই মাজিষ্ট্রেটের বিচারালয় স্থান ত্যাগ করিতে
প্ররতি দিবে না বা দিবার উদ্যোগ করিবে না, অথবা
তাহাকে কোন আড্ডায় যাইতে বা উক্ত রূপ স্থান ত্যাগ
করিতে সাহায্য করিবে না।

৪৭ ধারা। (১) দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তিকে এই

আইনমতে রেজিষ্ট্রী করা
দেশান্তরগামীকে আ-
ড্ডায় লইয়া যাইবার
বিধি।

গেলে, দেশান্তরগমনসম্পর্কীয়
যে এজেন্টের প্রার্থনাক্রমে মজু-
র সংগ্রাহককে অনুমতিপত্র দে-
ওয়া যায় সেই এজেন্ট জাহাজে উঠিবার বন্দরে যে
আড্ডা স্থাপন করিয়া থাকেন, সেই আড্ডায় তাহাকে
সুবিধামতে তুরার মজুরসংগ্রাহক বা দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় এজেন্ট কিম্বা তাহাদের আড্ডা প্রাপ্ত ব্যক্তি
লইয়া যাইবেন।

(২) তাহাজে চড়িবার বন্দরের বহির্ভূত কোন স্থানে
কোন দেশান্তরগামীকে রেজিষ্ট্রী করা গেলে, আড্ডায়
যাইবার সময়ে মজুরসংগ্রাহক তাহার সঙ্গে
আপনি সমস্ত পথ যাইবেন, কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের
সম্মতিক্রমে এই মজুরসংগ্রাহকের নিযুক্ত কোন উপযুক্ত
ব্যক্তি তাহার সঙ্গে যাইবে।

(৩) সেই ব্যক্তি আড্ডা পর্যন্ত যাইতে নিষুক্ত হই-
রাছে, মাজিষ্ট্রেট সাধে এই মন্ত্রের সার্টিফিকেটে স্বাক্ষ-
করিয়া এই নিযুক্ত ব্যক্তিকে দিবে।

(৪) এই মজুরসংগ্রাহক বা উক্তরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি
সমস্ত পথ উক্ত দেশান্তরগামীদিগকে উপযুক্ত ও প্রচুর
আহার ও থাকিবার স্থান দিবে।

৪৮ ধারা। কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি আড্ডায় পঁছ-

িলেই, এই আড্ডায় অধ্যক্ষ
আড্ডায় পঁছিলে
সংবাদ দিতে হইবার
কথা।

দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের নিকট তাহার পঁছিলা
সংবাদ দিবে এবং সেই
এজেন্ট দেশান্তরগামীদের রক্ষককে সংবাদ দিবে।

৪৯ ধারা। (১) মজুরসংগ্রাহক রেজিস্ট্রী করণের
কর্তৃপক্ষের বা রক্ষকের স্থানে
পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক
পক্ষের পরীক্ষা করিবার
কথা।

সেই দেশান্তরগামী ব্যক্তির
আজ্ঞার পছন্দিবারপর দেশান্তর
গমনসম্পর্কীয় এজেন্টে দেশান্তরগামীদের পরিদর্শনার্থ
চিকিৎসককে সুবিধামত ডুরায় দেখাইবেন।

(২) করারপত্রে যাহার নাম থাকে তদ্রূপ প্রত্যেক
দেশান্তরগামী ব্যক্তি যদেশে যাইবার করার করিয়াছে
তাহার বয়স ও স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনায় সে সেই
দেশে যাত্রা করিবার উপযুক্ত কিনা ইহা নিয়ম করিবার
নিমিত্ত পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক তাহার পরীক্ষা করিবেন।

(৩) সেই ব্যক্তি যাইবার উপযুক্ত পরিদর্শনার্থ
চিকিৎসক ইহা স্বদোষনতে জ্ঞাত হইলে দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় এজেন্টকে সেই মস্তুর সর্টিফিকেট দিবেন।
ঐ ব্যক্তি যাইবার উপযুক্ত তাহার একম স্বদোষন না
অস্থিলে, তিনি দেশান্তরগামীদের রক্ষকে ঐ মস্তুর
সর্টিফিকেট দিবেন।

৫০ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রক্ষকের কোন স্থলে
দেশান্তরগামীর কিরিয়া
যাইবার খরচ দিবার
আজ্ঞা করিতে পারিবার
কথা।

(ক) দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের
পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক যদি
দেখিতে পান যে ঐ দেশান্তর-
গামী ব্যক্তি যে দেশে যাইবার
করার করিয়াছে সেই দেশে
যাইবার অনুপযুক্ত অথবা

অনুপযুক্ত হইয়াছে এবং যদি দেশান্তর গামীদের
রক্ষক বিবেচনা করেন যে ঐ মজুর অন্যায়রূপে আপ-
নাকে উক্ত যাত্রার যোগ্য বলিয়া বর্ণনা করে নাই; কিম্বা

(খ) যদি রক্ষক দেখিতে পান যে মজুরসংগ্রাহক
ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তির সংগ্রাহক না তাহার প্রতি
ব্যবহারে একম অনিয়ম করিয়াছে তাহাতে তাহার
দেশান্তরগমনের করারপত্র রহিত করা উচিত; কিম্বা

(গ) যদি দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট ঐ দেশা-
ন্তরগামী ব্যক্তির সাহিত্যে করারপত্র করা হয় এমতদ্বারা
কার্য করিতে অস্বীকার করেন;

তবে উক্ত রক্ষক যত টাকা যুক্তিমত ক্ষতিপূরণরূপ
জ্ঞান করেন তাহা ঐ মজুরকে দিবার নিমিত্ত ঐ
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি আজ্ঞা করিতে
পারিবেন; এবং আজ্ঞা চড়িবার বন্দরের বহির্ভূত স্থানে
ঐ মজুরকে রেজিস্ট্রী করা গিয়া থাকিলে, সেই স্থানে
কিরিয়া যাইতে তাহার যুক্তিমত যত টাকা আশ্রয়
সেই টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে ও উক্ত স্থানে ঐ
মজুরকে চালান করিবার নিমিত্ত আর যে কোন উপায়
অবশ্যম করা আশ্রয়ক দেখ করেন তাহা করিতে
পারিবেন।

(২) আজ্ঞা চড়িবার বন্দরের মীমাংসার বহির্ভূত স্থানে
যে দেশান্তরগামীর রেজিস্ট্রী হইয়াছে, দেশান্তরগামি-
দের পরিদর্শনার্থ চিকিৎসকের যত তাহার শরীরের
অবস্থা বিবেচনায় সে যে স্থানে রেজিস্ট্রী হইয়াছিল,
অবিলম্বে সেই স্থানে কিরিয়া যাইবার অনুপযুক্ত
হইলে, যাবৎ ঐ পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক ঐরূপে
কিরিয়া যাইবার উপযুক্ত বলিয়া রিপোর্ট না করেন,

তাবৎ দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে আজ্ঞা
উত্তীর্ণ বন্দরের আজ্ঞার ঐ মজুর খাইতে, থাকিতে
ও পরিতে পাইবার এবং চিকিৎসিত হইবার স্বত্বান
হইবে।

৫১ ধারা। কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে আজ্ঞা
পোষাদর ও আজ্ঞার- চড়িবার বন্দরের মীমাংসার বহি-
ধে খরচ দিবার কথা। জুত স্থানে রেজিস্ট্রী করা
গিয়া থাকিলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব
ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, তাহার পোষা
বলিয়া যাহাকে রেজিস্ট্রী করা গিয়াছে একম কোন
দেশান্তরগামী ব্যক্তি,

কিম্বা পোষা না হইলেও যে ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তির
পিতা মাতা দ্বা আশ্রয় পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগ্নী অভিভাবক
অথবা রক্ষিত হয় একম কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি,

(ক) ঐ মজুরের যে স্থানে রেজিস্ট্রী হয় তাহার
সহিত সেই স্থানে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের
খরচে তাহাকে পোষান হয় একম দাওয়া করিতে পারিবে;
এবং

(খ) ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তি গমন করিতে অসমর্থ
হইলে, যাবৎ সে গমন করিতে সমর্থ না হয়, তাবৎ
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের খরচে ঐ আজ্ঞার
থাকিতে, খাইতে ও পরিতে পাইবার দাওয়া করিতে
পারিবে।

(২) ঐ দেশান্তরগামী ব্যক্তিসম্বন্ধে রক্ষক পূর্ব ধারা-
মতে যে কোন আজ্ঞা করেন তাহাতে এই ধারামত
খরচ ধরিয়া দিতে পারিবেন।

৫২ ধারা। যদি দৃষ্ট হয় যে আজ্ঞার আদিবার
সময়ের পঞ্চিমধ্যে দেশান্তর-
গামী কোন ব্যক্তির প্রতি
রক্ষক প্রতিক্রিয়া করিয়াছে
তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিবার
কথা।

কিম্বা আজ্ঞা চড়িবার বন্দরের
মীমাংসার বহির্ভূত স্থানে কোন
দেশান্তরগামিকে রেজিস্ট্রী করা গেলে, ৪৭ ধারার
বিধানমতে কার্য হয় নাই, তবে দেশান্তরগামীদের
রক্ষক দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি

(১) ঐ মজুরকে ক্ষতিপূরণরূপ যুক্তিমত টাকা
দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং

(২) ৪৭ ধারার বিধানমতে কার্য না হইয়াতে
দেশান্তরগামী ব্যক্তির নিমিত্ত রক্ষক কতক কিম্বা তাহার
আজ্ঞামতে কোন খরচ করা গেলে, একম যে খরচ করা
হয়, তাহা রক্ষককে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৫৩ ধারা। (১) রক্ষক পূর্ব চিন ধারার কোন
দেশান্তরগামী ব্যক্তি ধারামতে কোন টাকা দিবার
নিমিত্ত যে খরচ পড়ে, রক্ষ- আজ্ঞা করিলে, যদি দেশান্তর-
কের তাহা দিয়া আদায় গমনসম্পর্কীয় এজেন্ট চিকিৎস-
করিতা লইতে পারিবার ঘটা পর্যন্ত ঐ আজ্ঞামতে
কথা। টাকা না দেন, তবে রক্ষক

দেশান্তরগামীকে সেই টাকা দিতে পারিবেন।

(২) রক্ষক কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে (১)
প্রকরণমতে যে টাকা দেন, এবং পূর্ব ধারামতে টাকা
দিবার আজ্ঞা হইলে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট

বিশেষতঃ পূর্বাঙ্গ সেই আত্মসম্মতি টীকা না দেওয়াতে রক্ষক এই ধারায়তে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতিআপনার লিখিত যে টীকা দিবার আজ্ঞা করেন, সেই টীকা দিবার তারিখ অবধি তাহা বৎসর শতকরা ছয় টীকা হিসাবে সুদসমেত দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৩) রক্ষক দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের প্রতি এই টীকা দিবার আজ্ঞা দেন, এবং দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট চক্ষিণ যন্তোপর্যন্ত সেই আত্মসম্মতি কার্য করেন নাই, এইরূপ কোন মোকদ্দমার কোন আদালতে ইহার অতিরিক্ত প্রমাণ দিবার প্রয়োজন হইবে না।

৯ অধ্যায়।

দেশান্তরগামী মজুরদের আহার্য বিবরণ্য বিধি।

৫৪ ধারা। কোন আহার্য স্থানীয়গবর্ণমেন্টের স্থানে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যা-ইবার অনুমতিপত্র না পাইলে, সেই জাহাজে দেশান্তরগামী কোন মজুরকে লওয়া যাইতে পারিবে না।

৫৫ ধারা। (১) কোন জাহাজের কাপ্তান বা স্বামী সেই অনুমতিপত্র পাইবার আশ্রয় লইবার আশ্রয় না পাইলে, সেই অনুমতিপত্র পাইবার আশ্রয় লিখিয়া দেশান্তরগামীদের রক্ষকের দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে দিবে।

(২) স্থানসম্বন্ধীয় এই অধ্যায়ের বিধিতে প্রার্থক এই জাহাজে যত দেশান্তরগামী ব্যক্তিকে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে বলিয়া জ্ঞান করেন তাহা এবং এই জাহাজে যত বোঝাই ধরে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে তাহার সম্বন্ধীয় অন্যান্য যে রক্তান্ত এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে নির্দেশ করেন তাহা এই প্রার্থনাপত্রে লিখিতে হইবে।

৫৬ ধারা। (১) জাহাজ সমুদ্রে বাইবার উপযুক্ত কি না এবং তাহাতে দেশান্তরগামী জাহাজ পরীক্ষা করিয়া মজুরদের থাকিবার কি এক-অনুমতিপত্র দিবার কথা।

(২) যদি স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিবেচনা করেন যে এই জাহাজ এই আইনমতে দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া বাইবার সর্বোত্তমভাবে উপযুক্ত ও তাহাতে উপযুক্ত-রূপ মজা ও কর্মচারী আছে, তবে জাহাজে যত জন দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লওয়া যাইতে পারিবে তাহা নির্দেশ করিয়া এই জাহাজের অধ্যক্ষকে অর্থাৎ কাপ্তানকে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদিগকে লইয়া বাইবার অনুমতি-পত্র দিবে।

৫৭ ধারা। (১) (ক) জাহাজে দুই ভূতকের মধ্যে স্থানে কিবা দেশান্তরগামীদের রক্ষ-কের ও পরিদর্শনার্থ চিকিৎস-কের অনুমোদনমীমে উপরের ভূতকে কুঠরীতে কেবল দেশান্তর-গামীদের ব্যবহারার্থ সর্বোৎকৃষ্ট-রূপে করিয়া উচ্চতাবিশিষ্ট স্থান নিরূপণ করা যাইবে ;

(খ) হাঁস্পাতাশয়রূপ একটি স্বতন্ত্র স্থান সজ্জিত করা যাইবে ; এবং

(গ) এই আইনমতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বিধিপ্রণয়ন করিয়া সময়ে যেরূপ বন্দোবস্তের আদেশ দেন, দেশান্তরগামী অন্য মজুরদের হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশুদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার সেৱাপ বন্দোবস্ত করা যাইবে ;

পূর্বধা ১মত কোন অনুমতিপত্র দেওয়া যাইবে না। (২) এই ধারার (ক) প্রকরণে উপর ভূতকে যে কুঠরীর স্থান আছে, তাহা দৃঢ়ভাবে আটা ও সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত থাকিবে।

৫৮ ধারা। পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণে যে স্থানের উল্লেখ আছে, প্রত্যেক জাহাজে এই জাহাজে স্থানসম- সেই স্থানে প্রত্যেক জন মজুরের স্থান থাকিবে।

৫৯ ধারা। পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণে যে স্থানের উল্লেখ আছে, প্রত্যেক জাহাজে সেই স্থানে প্রত্যেক জন দেশান্তরগামীর নিমিত্ত অনু- ১২ বর্গফুট ও ৭২ ঘনফুট স্থান থাকিবে।

কিন্তু মশবৎসরের কম বয়সের দেশান্তরগামী দুই ব্যক্তি এই ধারার কার্য পক্ষে কেবল এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৬০ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরেরা যে বন্দরে জাহাজে উঠিবে সেই বন্দর হইতে দেশান্তরগামীদের আহার্য জাহাজে হাড়িয়ার সময় জাহাজের অধা-কর ও কর্মচারীদের ও মজাদেব-এবং কুঠরীতে ও অন্য স্থানে আরোহী থাকিলে তাহাদের আহার্যাদির নিমিত্ত যে২ দ্রব্য জাহাজে লওয়া যাই-তদ্বিধ ও তদতিরিক্ত উক্ত দেশান্তরগামী মজুরদের আ-হার্যের দ্রব্য, কাপড়, জালানীকাঠ ও জল লইতে হইবে। এই আইনমতে সময়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত বিধিতে যে পরিমাণের ও যে প্রকারের ও যে গুণের দ্রব্যাদি নির্দিষ্ট থাকে, এই দ্রব্যাদি সেই পরিমাণের, সেই প্রকারের ও সেই গুণের হইবে।

৬১ ধারা। যে বন্দরে দেশান্তরগামী মজুরেরা জাহাজে চড়ে সেই বন্দর হইতে দেশান্তরগামীদের আহার্য হাড়ি-বার সময় উক্তরূপ প্রত্যেক জাহাজে একজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক থাকিবে ও গমন করিবে ; এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করেন, চিকিৎসকের অধীন তত্ত্বপ কন্সাউটার, দোতাবী ও চাকর ও তত্ত্বপ পরিদর্শকের ও গুণের তত্ত্বপ ও অন্য নামএী থাকিবে।

৬২ ধারা। যে বন্দরে দেশান্তরগামী মজুরেরা জাহাজে চড়ে সেই বন্দর হইতে দেশান্তরগামীদের আহার্য হাড়ি-বার সময় উক্তরূপ প্রত্যেক জাহাজে একজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক থাকিবে ও গমন করিবে ; এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করেন, চিকিৎসকের অধীন তত্ত্বপ কন্সাউটার, দোতাবী ও চাকর ও তত্ত্বপ পরিদর্শকের ও গুণের তত্ত্বপ ও অন্য নামএী থাকিবে।

৬৩ ধারা। যে বন্দরে দেশান্তরগামী মজুরেরা জাহাজে চড়ে সেই বন্দর হইতে দেশান্তরগামীদের আহার্য হাড়ি-বার সময় উক্তরূপ প্রত্যেক জাহাজে একজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক থাকিবে ও গমন করিবে ; এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করেন, চিকিৎসকের অধীন তত্ত্বপ কন্সাউটার, দোতাবী ও চাকর ও তত্ত্বপ পরিদর্শকের ও গুণের তত্ত্বপ ও অন্য নামএী থাকিবে।

৬৪ ধারা। যে বন্দরে দেশান্তরগামী মজুরেরা জাহাজে চড়ে সেই বন্দর হইতে দেশান্তরগামীদের আহার্য হাড়ি-বার সময় উক্তরূপ প্রত্যেক জাহাজে একজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক থাকিবে ও গমন করিবে ; এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করেন, চিকিৎসকের অধীন তত্ত্বপ কন্সাউটার, দোতাবী ও চাকর ও তত্ত্বপ পরিদর্শকের ও গুণের তত্ত্বপ ও অন্য নামএী থাকিবে।

পূর্ব হইতে যাহা প্রবল
ভরণ লব্ধ দেশান্তরগামী-
দীনের রক্ষণেরও পরিদ-
র্শনার চিকিৎসকের বাহা
কর্তব্য ভাষ্য করা।

৬১ ধারা। পূর্ব হইতে যাহার
সমুদয় বিষয়মতে কার্য করা
হয়, দেশান্তরগামীদের রক্ষকের
ও দেশান্তরগামীদের পরি-
দর্শনার চিকিৎসকের স্বয়ং ইহা
দেখিতে হইবে।

৬২ ধারা। (১) এই আইনমতে অনুমতি প্রাপ্ত
দেশান্তরগামীদের আ-
হাজের কংগ্রেসের নিবন্ধ-
পত্র নির্ধারিত দিবার
কথা।

গবর্ণমেন্টে সময়ে যে পাঠ নির্দেশ করেন সেই
পাঠে এরকমের নিকট হইতে প্রাপ্ত নিবন্ধপত্রে স্বাক্ষর
করিবেন; তাহাতে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে এই আই-
নের বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির আদেশমতে তিনি
ও আহারের সাক্ষী কর্ম না করিলে তাঁহারা দশ
সহস্র টাকা দণ্ড দিবেন।

(২) দেশান্তরগামীদের রক্ষক দেশান্তরগামী মজুর-
দিগকে যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে সেই দেশের
গবর্ণমেন্টের এতদর্থে নিযুক্ত কার্যকারকের নিকট এই
নিবন্ধপত্রের এক প্রত্ন (কিন্তু ভিন্নদেশের উপনিবেশ
হইলে এই উপনিবেশস্থ ব্রিটিশ কঙ্গালার এজেন্টের নিকট
এক প্রত্ন) ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট এক প্রত্ন প্রে-
রন করিবেন।

১০ অধ্যায়

আহারে উঠিবার ও যাত্রা করিবার কথা।

৬৩ ধারা। দেশান্তরগামীদের রক্ষকের অনুমতি না
পাইলে, কোন দেশান্তরগামী
পরিব্রাজক আহারে উঠি-
বার সময়ের কথা।
তারিখ অবধি যাবৎ সাতদিন
গত না হয় তাহা আহারে উঠিবে না।

৬৪ ধারা। (১) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন
বন্দর হইতে দেশান্তরগামী
যে সময়ে যাত্রার
আগন্তুক আহারে উঠিবে
যাত্রাকরিতাপের তাহার
কথা।
মজুরদের কোন আহার
(ক) মাসিক ভিত্তিতে জীবিত
গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে
এই আইনমতে প্রণীত বিধি-
ক্রমে কাল মধ্যে সাতদিনে দেশান্তরগামী মজুর
দের আহারের কথা উক্ত আহার যে প্রণীত হয় সেই
প্রণীত আহারের উত্তমাংশ অন্তর্গত র পাক্ষম নিকট
কোন দেশে মাংস পাই সজ্জ বস্ত্রাদি নির্দেশ করেন
সেই কাল ছাড়া এই দেশে যাইবে না।

(২) মাসিক ভিত্তিতে জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেব
সময়ে ইতিহাস গবেষণা নিয়া যে কাল মধ্যে
দেশান্তরগামী মজুরদের আহারের যাত্রা করা নিষেধ
করেন, সেই কাল মধ্যে এই দেশে যাত্রা করিবে না।

৬৫ ধারা। দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দেশ-
ান্তরগামী কোন মজুরকে আহারে
আহারে উঠিতে অস্বী-
কার করিলে কার্যপ্রণা-
লীর কথা।

অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে-
এলপূর্বক এই মজুরকে আহারে উঠান আইনগত
নহে; কিন্তু উক্তরূপ অস্বীকার বা উপেক্ষা করণ বশতঃ
বা তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী আইনমতে
এই মজুরের যে দায় বর্তে এই ধারার কোন কথাক্রমে
ভাণ্ডার বাঘাত হইবে না।

৬৬ ধারা। (১) দেশান্তরগামী মজুরেরা আহারে
উঠিতে উদ্যত হইলে, দেশান্তর
মজুরদের নির্ঘণ্টপত্র ও
হাটপত্র দিবার কথা।
গমনসম্পর্কীয় এজেন্ট এ আহার
জের অধ্যক্ষকে এই আহারের
নির্ঘণ্টপত্রের চারিপ্রত্ন দিবেন; তন্মধ্যে তাহাদের নাম
ও বয়স ও ব্যবসার ও তাহাদের পিতার নাম গাথামত
যথাযথরূপে লেখা থাকিবে।

(২) দেশান্তর গমনসম্পর্কীয় এজেন্টের স্বাক্ষরিত ও
রক্ষকের ক্রোড় স্বাক্ষরযুক্ত ছাড়পত্র কোন মজুরের না
থাকিলে এবং এই ছাড়পত্রে তাহার নাম ও বয়স ও
পিতার নাম ও যে দেশে সে যাইতে করায় করিয়াছে
সেই দেশের উল্লেখ না থাকিলে এবং সে এই দেশে যাত্রা
করিবার সময় যুক্ত সূত্র অবস্থায় আছে এই সময়ে সটি-
কটেট না থাকিলে, আহারের অধ্যক্ষ এই মজুরকে
আহারে লইবেন না।

(৩) দেশান্তরগামী এতদক মজুর আহারে উঠিলে
এ ছাড়পত্র আহারের অধ্যক্ষকে দিবে।

(৪) দেশান্তরগামী যে মজুরেরা আহারে উঠে
আহারের অধ্যক্ষ তাহাদিগকেও তাহারা যে ছাড়পত্র
দেয় তাহা দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টের নির্ঘণ্ট-
পত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন। এই নির্ঘণ্টপত্র শুদ্ধ
দৃষ্ট হইলে ও ছাড়পত্রের ও আহারের মজুরদের
সঙ্গে মিলিলে, আহারের অধ্যক্ষ এই নির্ঘণ্টের চারিপ্রত্ন
স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) দেশান্তরগামী যে কোন ব্যক্তি অধ্যক্ষের নিকট
আহার ছাড়পত্র দেয় নাই, কিম্বা তাহার নাম নির্ঘণ্টপত্রে
নাই, অধ্যক্ষ তাহাকে আহারে থাকিতে দিবেন না।

৬৭ ধারা। (১) এই নির্ঘণ্টের সকল প্রত্ন স্বাক্ষরিত
হইলে পর আহারের অধ্যক্ষ
অধ্যক্ষের রক্ষকের ন-
বর্তে দুই প্রত্ন দিবার
এবং তাহা লক্ষ্য রাখিয়া
হইবে, কথা।
দেশান্তরগামীদের রক্ষকে দুই
প্রত্ন দিবেন; তিনি তাহা পরি-
শুদ্ধ জ্ঞান করিলে তাহাতে
স্বাক্ষর করিবেন।

(২) মজুরেরা যে দেশে যাইবার চুক্তি করিয়াছে,
সে দেশের গবর্ণমেন্ট এতদর্থে যে কার্যকারকে নিযুক্ত
করেন, মজুরদের আহার দ্বারা সেই কার্যকারকের নিকট
কিন্তু ভিন্নদেশের উপনিবেশ হইলে ব্রিটিশ কঙ্গালার
এজেন্টের নিকট রক্ষক আহারের স্বাক্ষরিত এক প্রত্ন
পাঠাইবেন, এবং অন্য প্রত্ন আপনায় রাখিলে
গাথিয়া রাখিবেন।

দেশান্তরগমন সম্পর্কীয়
এজেন্টের তথাকথিত দুই
এক দিবার ও তাহার ল-
ইয়া কার্য এইবার কথা।
দুই প্রহ দিবেন ।

(২) তাহা হইলে দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্ট এই দুই
প্রহে থাকর করিয়া এক প্রহ আহারের অধ্যক্ষকে
কেরত দিবেন ।

(৩) মজুরেরা যে দেশে যাইবার করার করিয়াছে
আহার সেই দেশে পৌঁছিলে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের
আমিয়া যাইবার পূর্বে আহারের অধ্যক্ষ এই দেশের
গবর্নমেন্টে এতদর্থে যে কর্মচারিকে নিযুক্ত করিয়া
আকেন সেই কর্মচারিকে কিম্বা তিস্র দেশের উপনিবেশ
হইলে ব্রিটিশ কঙ্গুলার এজেন্টকে এই প্রহ দিবেন ।

৬৯ ধারা। (১) মজুরেরা যে সময়ে আহারে
উঠ পরিদর্শনার্থ চিকিৎসক
সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া
পত্রিকা এইবার কথা।
এতদক মজুর যে দেশে যাই-
বার করার করিয়াছে শারীরিক
স্বাস্থ্য বিবেচনার সে এই দেশে যাত্রা করার উপযুক্ত কি
না তিনি ইহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত এই মজুরদিগকে
পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং এই মজুর উক্ত যাত্রা
করিবার উপযুক্ত নহে একথা দেখিলে তিনি রক্ষককে
জানাইবেন ।

(২) তাহা হইলে উক্ত রক্ষক এই মজুরকে জাহাজে
উঠিবার অনুমতি দিতে অস্বীকর করিতে পারিবেন ;
এবং রক্ষক দেশান্তরগামী যে ব্যক্তিকে জাহাজে উঠিবার
অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন তাহার নামে বন্দী
প্রেরিত করা ন্যায় দেশান্তরগামী ব্যক্তি কিম্বা তাহার
পোষা মা হইলেও যে তাহার পিতা মাতা স্ত্রী স্বামী
পুত্র কন্যা অথবা তিনি অধিবাসক বা বন্ধি হইয় একপা
কেন দেশান্তরগামী ব্যক্তি, এই আইনে প্রকৃত
রূপে বিধান থাকিলেও, জাহাজ উঠিতে অস্বীকর
করিতে পারবে ।

(৩) যে সমাল দেশান্তরগামী মজুরদিগকে এই
ধারামতে জাহাজে উঠিবার অনুমতি দেওয়া না হয়
এবং যখন এই ধারামতে জাহাজে উঠিতে অস্বীকার
করে তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের সম্বন্ধে এই আইন-
মতে যেরূপ করা যায় সেই রূপে তাহাদের করণের
প্রতি ৫০, ৫১ ও ৫৩ ধারার বিধান বর্তিবে ।

(৪) যে সমাল দেশান্তরগামী মজুরদিগকে এই
ধারামতে জাহাজে উঠিবার অনুমতি দেওয়া না হয়
এবং যখন এই ধারামতে জাহাজে উঠিতে অস্বীকার
করে তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের সম্বন্ধে এই আইন-
মতে যেরূপ করা যায় সেই রূপে তাহাদের করণের
প্রতি ৫০, ৫১ ও ৫৩ ধারার বিধান বর্তিবে ।

৭০ ধারা। সমুদয় মজুর জাহাজে উঠিলে পর দেশা-
ন্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টের
অধ্যক্ষকে দেশান্তর-
গমন সম্পর্কীয় এজেন্টের
দেশান্তরগমনের কার্য-
পত্র দিবার কথা।
বা তাহার অনুমতিক্রমে এ
মজুরদের সহিত যে সকল
করা পত্র করা হয় এবং এই
আইনমতে তাহার চলে অর্পি
বা তাহার নিকটে প্রেরিত হয়, তিনি সেই করার পত্র
জাহাজের অধ্যক্ষকে দিবেন ; এবং উক্ত মজুরদিগকে
যে দেশে লইয়া যাওয়া হয় তাহারা সেই দেশে পৌঁ-
ছিলে এই অধ্যক্ষ এই কথা পত্র প্রদান এতদর্থে এই দেশের
গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারিকে কিম্বা তিস্র দেশের উপ-
নিবেশ হইলে ব্রিটিশ কঙ্গুলার এজেন্টকে দিবেন ।

৭১ ধারা। কোন বন্দর হইতে দেশান্তরগামী মজুর-
দিগকে লইয়া যাইবার কোন
দেশান্তরগামীদের রক্ষক
কেনও দেশান্তর গমন
সম্পর্কীয় এজেন্টের নটি-
কিটো টের কথা।
জাহাজ খুলিয়া যাইবার পূর্বে
আহারের অধ্যক্ষ সেই বন্দর-
বাসী দেশান্তরগামীদের রক্ষক-
কে হানে এবং তাহাদিগকে
যে দেশে লইয়া যাইতে হইবে সেই দেশের দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় এজেন্টের হানে এই রক্ষকের ও দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় এজেন্টের স্বাক্ষর পশ্চাৎলিখিত মর্মে
কিটো লইবেন । এই আইনের কিম্বা আইনমতে
প্রণীত নিয়ম পূর্বোক্ত নিয়মিত আইনমতে এই জাহাজের
যাত্রী দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের বিষয়ে এই রক্ষকের ও
দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্টের যে সকল কর্ম করিবার
আদেশ আছে উক্ত রক্ষক ও দেশান্তর গমন সম্পর্কীয়
এজেন্ট তাহা করিয়া চল ; এবং এই আইনে ও এই
আইনমতে প্রণীত বিধিতে দেশান্তরগামী ব্যক্তিদের
নির্দিষ্টতা, মজল ও রক্ষার নিমিত্ত যে সকল বিধান
আছে তদনুগারে এই জাহাজ সম্বন্ধে কার্য করা হইয়াছে ।

৭২ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরেরা যে জাহাজে যার,
আইন এবং বিধি সেই জাহাজের অধ্যক্ষ এই
জাহাজেরাখিবার কথা।
আইনমতে প্রণীত সমুদয় বিধির
দুই প্রহ এবং স্থানীয় গবর্নমেন্টে যে বা যেহে ভাষার
আদেশ করেন সেই বা গেইহ ভাষায় এই আইনের ও
বিধির অনুসারে দুই প্রহ যাত্রার সমুদয় পথ সেই
জাহাজে রাখিবেন, এবং দেশান্তরগামী কোন ব্যক্তি
বুঝিত কোন সময়ে প্রার্থনা করিলে তাহার পাঠার্থ
এ আদেশাদির বা তদনুবাদের এক প্রহ তাহাকে
দেখিতে দিবেন ।

৭৩ ধারা। মন্ত্রিসভা নিষিদ্ধ শ্রীযুত গবর্নর জেনরল
সাহেব সম্বন্ধে হইয়া গেলিতে
যে প্রত্যেক মজুর
জাহাজে উঠে তাহার
কীর কথা।
জাহাজে উঠে তাহার
আজ্ঞা করেন, দেশান্তরগামী
মজুরদের জাহাজে যত মজুর
উঠে তাহাদের প্রত্যেক জনের নিমিত্ত দেশান্তরগমন-
সম্পর্কীয় এজেন্ট দেশান্তরগামীদের রক্ষককে সেই
কা দিবেন ।

কিছু (ক) দেশান্তর গমনের নিয়মাদিনে রাখি-
বার নিমিত্ত মন্ত্রিসভা বর্তি ও শ্রীযুত গবর্নর জেনরল
সাহেবের ক্ষমতা সেই নিয়মাদিনে রাখিবার
নয়ন, তাহার খ চ কুলিবার নিমিত্ত যত টাকা
প্রয়োজন এই আইনমতে কা হইতে নোট যে আর হয়
তাহা ওত টাকার অধিক হইয়া উঠে, মন্ত্রিসভা নিষিদ্ধ
শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের ন্যতে এই ধারানুসারে
দেওয়া একপ করিতে হইবে না ।

(খ) কোন দেশ সম্বন্ধে এই দেশস্থ ভরতবর্ষীয়
মজুরদের রক্ষার্থ বিশেষ কোন সরঞ্জাম রাখা বা
বিশেষ কোন খরচ করা মন্ত্রিসভা নিষিদ্ধ শ্রীযুত গবর্নর
জেনরল সাহেবের বাঞ্ছনীয় বোধ হইলে, উক্ত সাহেব
এ মজুরদের সম্বন্ধে দেওয়া একপ পরিমিত নৈরুদ্বিক করিতে
পারিবেন, যাহাতে তাহার বিবেচনায় এই বিশেষের
স্তর বা বিশেষ খরচের টাকা সঙ্কুলান হয় ।

৭৪ ধারা। এই আইনমতে অনুমতিপ্রাপ্ত প্রত্যেক কাপ্তান দেখিবেন যে তাঁহার জাহাজে আ ইন ও বিধি পালিত হয়, তাহাদের ইহা দেখিতে হইবার কথা।

ও এই আইনমতে প্রণীত বিধির সমুদয় বিধান তাঁহার জাহাজে পালিত হয়।

৭৫ ধারা। দেশান্তরগামী মজুর যে দেশে যাইবার মজুরকে ছাড়পত্র কি- করার করিয়াছে, সেই দেশে যাইয়া দিবার কথা। . তাহাজ হইতে নাহিকার পূর্বে কাপ্তান তাহাকে তাহার ছাড়পত্র ফিরাইয়া দিবেন।

কলিকাতা হইতে যে সকল জাহাজ যায়, তৎ- সমস্তে বশেষ বিধান।

৭৬ ধারা। যে জাহাজ দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া কলিকাতা বন্দর হইতে যায়, তাহাজের অধ্যক্ষ সেই জাহাজে দেশান্তরগামীদিগের প্রথম উঠি- বার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গাউন্টের চ অর্থাৎ মুচী থানা হইতে জাহাজ খুলিয়া যাইবে না।

৭৭ ধারা। কোন পাইলবিহীন জাহাজ দেশান্তরগামী- দিগকে লইয়া কলিকাতা বন্দর হইতে যাত্রা করিলে, সেই জাহাজ মুচী থানা হইতে সমুদ্র পর্যন্ত এতদখে স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কার্য্যকারক যে জাহাজ উপযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন এক্ষণ বাম্পীর জাহাজ দ্বারা টানরা লইয়া যাওয়া হইবে।

৭৮ ধারা। (১) কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাত্রা করিলে নীচে যাইবার সময়ে মুচী থানা ও কল্যাণচি এন্ড উড্ডের মধ্যে যদি জাহাজে হান, স্কাল্পেট ফিরে বা বসন্ত দেখা দেয়, তবে জাহাজের অধ্যক্ষ মজুর- দেয় ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের আদেশ পাইলে যে সকল মজুর প্রকৃতপক্ষে এ পীড়ায় আক্রান্ত হয়, তাহাদিগকে ও তাহাদের পোষা বলিয়া রেজিস্ট্রী করা মজুরদিগকে ও তাহাদের পোষা না হইলেও যে কেহ তাহাদের পিতা মাতা স্ত্রী স্বামী পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনী অবিভাবক বার্ষিকিত হয় ও তা- হার সঙ্গে যাইতে চাহে, তাহাদিগকে কল্যাণচির ইম্পা- তালে পাঠাইবেন এবং এক্ষণে যতজন মজুরকে ইম্পা- তালে পাঠান যায় তাহাদের সংখ্যা ও নাম অবিলম্বে কলিকাতা দেশান্তরগামী মজুরদের রক্ষককে জানা- ইবেন।

(২) এই ধারাতে দেশান্তরগামী যে মজুরদিগকে আমাইয়া দেওয়া যায় তাহাদের প্রতি এবং তাহাদের সম্বন্ধে যে খরচ করা যায় সেই খরচ আদায় করণের প্রতি ৫০, ৫১, ও ৫৩ ধারার বিধান যতদূর বর্জিতে পারে বর্জিবে।

৭৯ ধারা। (১) যে কোন জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে দেশান্তরগামী মজুর দিগকে লইয়া যায়, যদি ওলাউঠা দেখা দিলে সেই জাহাজের মজুরদের মধ্যে বাপক আকারে ওলাউঠা দেখা দেয়, তবে মজুরদের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক উক্তরূপ সমুদয় মজুরদিগকে কল্যাণচীতে নামাইবার নিমিত্ত জাহাজের অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) ঐ অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সেই আদেশ পালন করিবেন এবং তিনি যে তাহা করিয়াছেন ইহার সত্য্যাদ অবিলম্বে কলিকাতা মজুরদের রক্ষকের নিকট পাঠাইবেন; তাহা হইলে উক্ত রক্ষক মন্ত্রিসভা- দ্বিষ্টিত জীযুতগবর্নর জেনরল সাহেব এই আইনমতে সমস্ত যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধির নির্দিষ্টে প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

১১ অধ্যায়।

বিধি।

৮০ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাদ্বিষ্টিত জীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের সময় ২ এই আইনের সমস্ত পঞ্চাঙ্গিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।—

(ক) এই আইনমতে যে থাকিবার স্থানের বিধান করা যায়, তাহার তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থা করিবার বিধি, এবং যে শ্রমীর মাজিষ্ট্রেটেরা ও পোলীসের কর্মচারীরা ঐ সকল স্থানে যাইয়া পরিদর্শন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি;

(খ) এই আইনমতে যে রেজিস্ট্রীর রাখিতে হইবে, ও তাহাতে যে ২ কথা লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দেশ করিবার এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা এতদর্থে এই আইনমতে অন্য কোন কর্মচারী নিযুক্ত হইলে, তিনি রেজিস্ট্রী করণের বর্জপক্ষের উপর যেরূপ কর্তৃত্ব করিবেন, তাহার বিধান করিবার বিধি;

(গ) এই আইনমতে যেরূপ করারপত্র করিতে হইবে ও তাহাতে যে ২ কথা থাকিবে, ও যে বা যে ২ তাহার করারপত্র লিখিতে হইবে, তাহার পাঠ নির্দেশ করিবার বিধি;

(ঘ) যে ২ নিয়মে এই আইনমতে আজ্ঞাপনের অনুমতিপ্রাপ্ত দেওয়া যাইতে পারিবে, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি, এবং আড্ডার তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থার বিধান করিবার ও দেশান্তরগামী মজুরেরা যখন তথায় থাকে, তাহাদের চিকিৎসার ও তথায় কোন ব্যাপক বা সংক্রামক রোগ হইলে, যে ২ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান করিবার বিধি;

(ঙ) এই আইনের কার্য্যপক্ষে দেশান্তরগমন- সম্পর্কীয় এজেন্টেরা ও মজুরসংগ্রাহকেরা যে ২ পাঠ যোগাইয়া দিবেন, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি;

(চ) কোন জাহাজের স্বামী বা কাপ্তান আপন জাহাজে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া যাইবার অনু- মতিপ্রাপ্ত পাইবার আবেদন করিলে, তাহার যে ২ কথা লিখিতে হইবে, তাহা নির্দেশ করিবার বিধি;

(৬) দেশান্তরগামী পুরুষদের সংখ্যা অনুসারে বর্তমান জীলোক দেশান্তরগামী মজুরদের সঙ্গে সামান্যতঃ লইয়া যাইতে হইবে, এবং দেশান্তরগামী মজুরদের আত্মাঙ্গ অন্য যে মজুরেরা থাকে, তাহাদের হইতে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা জীলোকদিগকে ও শিশু-দিগকে পৃথক করিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা বস্তু কবিতে হইবে, তাহার বিধি;

(জ) দেশান্তরগামীদিগকে যে আত্মাঙ্গ লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে যে প্রকারের ও যত ও যে গুণের আহার্য্য জব্য, জ্বালানী কাষ্ঠাদি ও জল লইতে হইবে, ও পণি-মধ্যে প্রত্যেক জন দেশান্তরগামীকে প্রতিদিন যত আহার্য্য জব্য ও যত জল ও যে প্রকারের যত বস্তু দিতে হইবে, তাহার বিধি;

(ঝ) দেশান্তরগামীদিগকে লইয়া যাইবার আত্মাঙ্গ যে পীড়িত ও দুর্বল ব্যক্তিরা থাকে, তাহাদের শুশ্রূষার নিমিত্ত চিকিৎসকের অধীনে যতজন কম্পাওর, ছোতাষী ও চাকর লইয়া যাইতে হইবে, ইহা নিরূপণ করিবার বিধি;

(ঞ) দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে আত্মাঙ্গ লইয়া যাওয়া হয়, সেই আত্মাঙ্গে যে প্রকারের যত ও যে গুণের শুশ্রূষাদি জব্য লইতে হইবে, তাহার বিধি;

(ট) আত্মাঙ্গ মজুরদের গমনকালে সেই আত্মাঙ্গ বায়ুসঞ্চালনের ও পরিষ্কৃততার বিধি ও প্রত্যেক ভ্রম হইলে, বা তাহাতে অগ্নি লাগিলে, যত জীবন রক্ষার্থ বয়া, নৌকা, বালুতি ও অন্যান্য যে সরঞ্জাম ব্যবহারার্থ রাখিতে হইবে, তাহার বিধি;

(ঠ) উত্তমাণা অনুরূপের পশ্চিম দিকস্থ যে কোন দেশে যাওয়া আইনসিদ্ধ হয়, ত্রিটিষ তারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দর হইতে যে কালমধ্যে তথায় দেশান্তরগামী মজুরদের আত্মাঙ্গ বা বিশেষ শ্রেণীর ঐরূপ আত্মাঙ্গ যাইতে পারিবে, তাহা নিরূপণ করিবার বিধি;

(ড) ৭৯ ধারামতে যে দেশান্তরগামী মজুরদিগকে নামাইয়া দেওয়া যায়, তাহাদিগকে লইয়া কি করিতে হইবে, ইহার বিধি;

(ঢ) আত্মাঙ্গ যাইতে ২ দেশান্তরগামী মজুরদের চিকিৎসার যেরূপ বিধান করিতে হইবে, ও পণি-মধ্যে কোন ব্যাপক বা সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইলে, যে ২ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধি;

(ণ) দেশান্তরগামী মজুরদের আত্মাঙ্গ দেশান্তরগামীদের স্বাস্থ্যের বিবরণসিদ্ধি ও চিকিৎসক পীড়িত ব্যক্তিদের যেরূপ চিকিৎসা করেন তাহার ও যাহারা মরে তাহাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণের সম্পূর্ণ বিবরণসিদ্ধি যে রোজনামা চিকিৎসকের লিখিয়া রাখিতে হইবে, তাহার বিধি; এবং যে মজুরদিগকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা যায়, তাহাদের সম্বন্ধে তাহার কর্তব্য ও ক্ষমতা নিরূপণ করিবার বিধি;

(ত) এই আইনমতে গবর্ণমেন্ট ভিন্ন ২ যে কাধাকার, কঠিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য নিরূপণ ও নিয়মন করিবার বিধি; এবং

(থ) সাধারণতঃ দেশান্তরগামীদের নির্দিষ্টতা, মজল ও রক্ষার জন্য যাহা কর্তব্য, তাহার বিধান করিবার বিধি।

কিন্তু এই ধারার (হ) প্রকরণমতে প্রণীত বিধিতে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ

হলে মজুরদিগকে লইয়া যাইবার আত্মাঙ্গে সামান্যতঃ যে পরিমাণ জীলোক লইয়া যাইতে হয়, তাহা লইয়া না গেলেও ঐ আত্মাঙ্গ ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর যে কোন সময় সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা যাইতে পারিবে; কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা এই আইন প্রচলিত না হইলে, কলবৎ হইবে না।

৮১ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেন-
পাল লেখ্য ও বিধি রল সাহেব পূর্ব ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার পূর্বে প্রস্তা-
বিত বিধিয়ারা যে ব্যক্তিদের

স্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের অবগতি নিমিত্ত তাহার বিবেচনার যাহা উচুত্ব বোধ হয়, সেই প্রকারে উক্ত বিধির পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিবেন।

(২) ঐ পাণ্ডুলেখ্যের সহিত এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাইবে। যে তারিখে বা যে তারিখের পর পাণ্ডুলেখ্য বিবেচনা করা যাইবে, ঐ বিজ্ঞাপনে তাহা নির্দিষ্ট থাকবে।

(৩) ঐ নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে পাণ্ডুলেখ্যসম্বন্ধে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৪) পূর্ব ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করা যায়, তাহা ইতিয়া গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে; এবং উক্ত ধারামতে প্রণীত বলিয়া কোন বিধি ইতিয়া গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, তাহাই ঐ বিধি নিয়মিতরূপে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১২ অধ্যায়।

অপরাধ বিষয়ক বিধি।

৮২ ধারা। (১) কেহ এই আইনের কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত বিধির বিধান-
মতে প্রণালী অবলম্বন না
করিবার কথা।

(ক) যদি তারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগমনার্থ আনুক করিবার কোন করারপত্র করে বা করিবার উদ্যোগ করে; কিম্বা

(খ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় দেশান্তরগমনার্থ উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থানভাগ করিতে প্ররুতি দেয় বা প্ররুতি দিবার উদ্যোগ করে বা প্রকারান্তরে দেশান্তরগামী মজুরদের সংগ্রাহকস্বরূপ কাহা করে বা নিযুক্ত থাকে; কিম্বা

(গ) বেতন বা পুরস্কারের আশায় কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরগামী মজুরস্বরূপ রেজিষ্টারী করাইবার নিমিত্ত কিম্বা মজুরস্বরূপ তাহাকে রেজিষ্টারী করা গেলে পর এবং আত্মাঙ্গ উঠিবার বন্দরস্থ আত্মাঙ্গ তাহার যাত্রা করিবার পূর্বে তাহাকে কোন স্থানে কিম্বা, মজুর-সংগ্রাহক হইয়া, এই আইন অনুসারে বা এই আইন-মতে প্রণীত বিধি অনুসারে যে থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করা গিয়াছে সেই স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে যদি গ্রহণ করে বা আটক করিয়া রাখে, তবে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

(২) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক জিহ্বা অন্য কোন ব্যক্তি এই ধারামতে কোন অপরাধ করিলে, পোলীসের কোন কর্মচারী ওয়ারন্টে বিধা তাহাকে ধরিতে পারিবেন।

৮৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত মজুরসংগ্রাহক হইয়া,

যে মজুরদিগকে রে-
জিষ্ট্রী করা হয় নাই
মজুরসংগ্রাহক তাহাদি-
গকে আঁজার লইয়া
গেলে তাহার কথা।

(ক) দেশান্তর গমনের
মজুর দেশান্তরগামী বলিয়া
রেজিষ্ট্রী হইবার পূর্বে যদি
তাহাকে কোন আঁজার লইয়া

যাির বা লইয়া যাইবার উদ্যোগ করে, কিম্বা যে বাড়ি-
ফ্রেটে এই মজুর সংগ্রাহকের অনুমতিপত্রে ফ্রোডস্বাক্ষর
করিয়াছেন তাহার এলাকা ছাড়িয়া যাঁতে তাহাকে
প্ররতি দেয় বা দিবার উদ্যোগ করে বা এরূপ এলাকা
ছাড়িয়া যাঁতে বা কোন আঁজার যাইতে তাহাকে
সাহায্য করে বা করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) যে কোন ব্যক্তিকে দেশান্তরে যাইতে তাহাজ্ঞান
করে, তাহাকে যদি ২৬ ধারামতে যে বর্ণনাপত্র
পাইয়াছে তাহার যথার্থ প্রতিলিপি না দেয়, কিম্বা

(গ) যে কোন মজুরকে সে কর্তব্যবদ্ধ করিয়াছে
এবং যাহাকে জাহাজে চাড়াবার বন্দরের বাহিরে রেজি-
স্ট্রী করা হইয়াছে যদি আঁজার লইয়া যাইবার সময়
পথিমধ্যে তাহাকে উপযুক্ত থাকিবার স্থান বা আহারীয়
দ্রব্য না দেয় বা একরাস্তারে তাহার প্রতি কুব্যবহার করে,
তবে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৮৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি মাদক দ্রব্য দ্বারা

প্রভাবান্বিত করিয়া
কোন ব্যক্তিকে
দেশান্তরগমনের প্ররতি
দিলে তাহার কথা।

কিম্বা বলপ্রয়োগ বা প্রভাবান্বিত
দ্বারা ভারতবর্ষীয় কোন ব্য-
ক্তিকে দেশান্তর গমন করিতে
বা দেশান্তরগমনের চুক্তিপত্র
কর্ত্তে বা দেশান্তর গমনার্থ

কোন স্থান ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিলে বা প্ররতি
দিলে বা বাধ্য করিবার বা প্ররতি দিবার উদ্যোগ
করিলে, তাহার এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড
বা উভয় দণ্ড হইবে।

৮৫ ধারা। কোন ব্যক্তি আইনমতে কসতাপ্রাপ্ত

বর্ণনামতে কসতাপ্রাপ্ত
প্রাপ্ত ব্যক্তি কিম্বা
বর্ণনা করিলে তাহার
কথা।

না হইয়া মজুর জুটাইবার
কাণ্ডে আপনার বা অন্য কোন
ব্যক্তির সাহায্য করিবার নিমিত্ত
পোলীসকে কোন লিখিত
আজ্ঞা দিলে কিম্বা গবর্ণমে-

ন্টের অন্য সেই মজুরদের প্ররোজন কিম্বা গবর্ণমেন্টের
পক্ষে সেই মজুরদের সহিত কর্তারপত্র হইবে এরূপ
বিধা উক্তি করিলে, তাহার ত্রয়মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড
বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

৮৬ ধারা। (ক) দেশান্তরগামী কোন মজুর সম্বন্ধে

এই আইনের বিধান
সম্মত করিয়া জাহাজে
দেশান্তরগামী মজুরদিগ-
কে লইলে তাহার কথা।

এই আইনের কিম্বা এই আই-
নমতে প্রণীত বিধির যে
বিধান থাকে সে তাহা পালন
বা করিলে কোন জাহাজের
অধ্যক্ষ জানিয়া শুনিয়া যদি

তাহাকে আপন জাহাজে লয়,

(খ) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত না হইয়া
জানিয়া শুনিয়া যদি আপন জাহাজে কোন দেশান্তর-
গামী মজুরকে লয়, কিম্বা

(গ) এই আইনমতে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইয়া আপ-
নার অনুমতিপত্রে বতজম লেখা থাকে যদি তত জনের
অতিরিক্ত কোন মজুরকে জানিয়া শুনিয়া আপনার
জাহাজে লয়,

তবে তাহার এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা
এরূপ প্রত্যেক মজুরের নিমিত্ত এক হাজার টাকা
পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে; এবং এই জাহাজ,
উহার রসারগী, সজ্জা ও সরঞ্জাম জিজ্ঞাস্যতা দফারাবীর
সরকারে বাজেয়াপ্ত হইলে, যে আদালতে এই জাহাজের
অধ্যক্ষের বিচার হয় সেই আদালত এইরূপ আদেশ
করিতে পারিবেন।

৮৭ ধারা। এই আইনমতে অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন

অধ্যক্ষ প্রভাবান্বিত জাহাজের অধ্যক্ষ যদি প্রভাবান্বিত
কোন কার্য করিলে পূর্বক এরূপ কোন কার্য বা
তাহার কথা। বিষয় করেন বা করিতে দেন

যাহাতে এই অনুমতিপত্র যে
জাহাজাদি সংক্রান্ত হয় সেই জাহাজাদির পরিবর্তিত
অবস্থার অনুপযোগী হইয়া পড়ে, তবে তাহার পাঁচ
হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে;

এবং তিনি ৬০ ধারামতে যে কোন নিদ্রুপত্র লিখিয়া
দিয়া থাকেন, সেই পত্রের মূলে তাহার নামে মোকদ্দমাও
উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

৮৮ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরদিগকে যে জাহাজে

আইনের আদেশ পা-
লন না করিয়া জাহাজ
খুলিয়া যাইবার কথা। লওয়া যাইয়া হয়, সেই জাহাজ
সম্বন্ধে ৫৭, ৫৯, বা ৬০ ধারার
কোন বিধান পালিত হইয়া

না থাকিলে যদি এই জাহাজের
অধ্যক্ষ উক্ত জাহাজ বাহিরে খুলিয়া লইয়া যান বা
যাইবার উদ্যোগ করেন, তবে তাহার চারি হাজার
টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৮৯ ধারা। কোন জাহাজের অধ্যক্ষ আপনার

জাহাজের অধ্যক্ষ
নির্ধারিত ও ছাড়পত্র সম-
্বন্ধী বিধানমতে কার্য
না করিলে তাহার কথা। জাহাজে দেশান্তরগামী মজুর-
দিগকে লইয়া তাহাদের সম্বন্ধে
৬৬, ৬৭ ও ৬৮ ধারার আদেশ-
মতে কার্য না করিলে, এরূপে

যে প্রত্যেক দেশান্তরগামী
মজুরকে জাহাজে লওয়া হয়, তাহাদের প্রত্যেকের
নিমিত্ত এই অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড
হইবে।

৯০ ধারা। কোন জাহাজের অধ্যক্ষ আপনার

জাহাজ খুলিয়া ৬৬ ধারার
নির্ধারিত নির্ধারিত যাহার নাম
লেখা নাই বা এই ধারার
আদেশমতে ছাড়পত্র যে পার
নাই এরূপ কোন দেশান্তর-
গামী মজুরকে জাহাজে লইলে,
এরূপে গৃহীত প্রত্যেক জন
মজুরের নিমিত্ত তাহার দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড
হইবে।

৯১ ধারা। দেশান্তরগমন সম্পর্কীয় এজেন্ট যে
অধ্যক্ষ নিম্নোক্ত দেশ
হাওয়া অথবা মজুরকে মা-
বাইরা মিলে তাহার কথা।
দেশের নিমিত্ত কোন দেশান্তর-
গামী মজুরকে জাহাজে উঠাইয়া
দিয়াছে, জাহাজের অধ্যক্ষ
সেই দেশ ভিন্ন অন্য দেশে
এ মজুরকে নামাইয়া দিলে, যদি বাহুর প্রবলতা বা
অনিবার্য দুর্ভটনা বশতঃ এরূপ নামান না হইয়া থাকে
কিন্তু ৭৮ বা ৭৯ ধারার বিধানমতে এর নামান না ঘটিয়া
থাকে, তবে তদ্রূপ প্রত্যেক মজুরের নিমিত্ত জাহাজের
অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা এক মাস
পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৯২ ধারা। দেশান্তরগামী মজুরদিগকে লইয়া পাঠান-
বিশিষ্ট কোন জাহাজ কলি-
কলিকাতা হাওয়া
বাইবার বিধান বা
বানিলে তাহার কথা।
কিন্তু বন্দরহইতে যাত্রা করিলে,
যদি এ জাহাজের অধ্যক্ষ
(ক) ৭৬ ধারার নিম্নোক্ত
সময়ের মধ্যে আপন জাহাজ লইয়া মুচীখোলা হইতে
চলিয়া না যান, কিম্বা

(খ) যুক্তিমত হেতু না থাকিলে ৭৭ ধারার উল্লি-
খিত বাষ্পীয় জাহাজ ছাড়া দানাতর না লইয়া
মুচীখোলা হইতে সমুদ্রের দিকে আপন জাহাজ চালান
বা যাইতে দেন,

তবে তাহার এক তাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৯৩ ধারা। (১) কোন দেশান্তরগামী ব্যক্তি যদি
আজ্ঞায় পালঙ্কিত পূর্বে
পলাইলে বা আজ্ঞায়
বাইতে অস্বীকার করিলে
জাহাজের কথা।
আজ্ঞায় পালঙ্কিত পূর্বে
কারণ বিনা আজ্ঞায় যাহাও
অস্বীকার করে, তবে তাহার
দশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড
কিম্বা তাহার সহিত করার পত্র করিয়া তাহাকে রেজিস্ট্রারী
করিতে ও আজ্ঞায় লইয়া যাইতে যে খরচ পড়ে সেই পরি-
মাণ অর্থদণ্ড, এই দুই দণ্ডের যেটি গুরুতর হয় সে-
দণ্ড হইবে এবং এই অর্থদণ্ডের টাকা দেওয়া না গেলে
এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হইবে।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা মজুর-
সংগ্রাহক এই খরচ করেন, এই ধারার বিধানমতে যে অর্থ-
দণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্ণয়কারী মাজিস্ট্রেটের
বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্টকে বা
মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইতে পারিবে।

৯৪ ধারা। কোন দেশান্তরগামী মজুর যদি
(ক) আজ্ঞা হইতে পলায়ন
কিন্তু
(খ) দেশান্তরগমনসম্পর্কীয়
এজেন্টের আদেশ পাইলে
যুক্তিমত কারণ বিনা জাহাজে
উঠিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে,

তবে তাহার এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা পঞ্চাশ
টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা তাহার সহিত করার পত্র
করিয়া তাহাকে রেজিস্ট্রারী করিতে ও আজ্ঞায় লইয়া
বাইতে ও সেখানে তাহার ভরণপোষণ করিতে যত
টাকা খরচ হয় সেই টাকার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কিম্বা উভয়
দণ্ড হইবে।

(২) যে দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা মজুর-
সংগ্রাহক এই খরচ করেন, এই ধারার বিধানমতে যে
অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহা অপরাধ নির্ণয়কারী
মাজিস্ট্রেটের বিবেচনামতে সেই দেশান্তরগমনসম্পর্কীয়
এজেন্টকে বা মজুরসংগ্রাহককে দেওয়া যাইতে
পারিবে।

৯৫ ধারা। ৬৩ ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া
কোন ব্যক্তি কোন দেশান্তর-
গামী মজুরকে জাহাজে উঠা-
ইয়া দিলে কিম্বা কোন জাহা-
জের অধ্যক্ষ জানিয়া তদ্রূপ
উঠিতে দিলে, তদ্রূপ যতজন
মজুর জাহাজে উঠে তাহার প্রত্যেক জনের নিমিত্ত এ
ব্যক্তির বা অধ্যক্ষের দুই শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে।

৯৬ ধারা। (১) ৮৬ অবধি ৯২ ধারা পর্যন্ত ধারামত
অভিযোগ নিম্নলিখিত প্রকারে
উপস্থিত করা না গেলে করা
যাইবে না, অর্থাৎ,
অভিযোগ উপস্থিত
করিবার কথা।
(ক) ৮৬ অবধি ৯২ পর্যন্ত ধারামত অভিযোগ দেশান্তর-
গমনসম্পর্কীয় এজেন্ট বা দেশান্তরগামীদের রক্ষক বা
তদর্থ স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কোন কর্মচারী দ্বারা
উপস্থিত করা যাইবে।

(খ) ৯৩ ধারামত অভিযোগ কোন মাজিস্ট্রেট বা রেজি-
স্ট্রারী কর্তৃক কর্তৃপক্ষ দ্বারা কিম্বা জাহাজে চড়িবার বন্দ-
বস্থ দেশান্তরগামীদের রক্ষক দ্বারা কিম্বা তাহাদের
কাচার অফিসিক্সে উপস্থিত করা যাইবে।

(গ) ৯৪ ধারামত অভিযোগ রক্ষকের অনুমতিক্রমে
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এজেন্ট দ্বারা উপস্থিত করা
যাইবে।

(ঘ) ৯৫ ধারামত অভিযোগ দেশান্তরগামীদের রক্ষক
দ্বারা কিম্বা তদর্থ স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারী
দ্বারা উপস্থিত করা যাইবে।

৯৭ ধারা। ৯৩ ও ৯৪ ধারামতে অভিযোগ হইলে, নিম্ন-
পলায়নের অভিযোগ লিখিত কথা যথাক্রমে উৎকৃষ্ট
হইলে, প্রতিবাদের কথা। উত্তর হইবে, বধা,

(ক) ৯৩ ধারামত অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ,
মজুর সংগ্রাহক বা তদর্থ স্থানীয় কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত
ব্যক্তির প্রতি কিম্বা তৎসঙ্গী অন্য দেশান্তরগামীদের
প্রতি কুব্যবহার, প্রতারণা বা প্রতারণা করিয়াছে;

(খ) ৯৪ ধারামত অভিযোগ সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ,
আজ্ঞায় থাকিবার বা তথায় যাইবার সময়ে পথিমধ্যে
দেশান্তরগামী মজুরের প্রতি কুব্যবহার বা তাহা ছিন্তা করা
হইয়াছে।

৯৮ ধারা। জাহাজে মানুসচুরি নিবারণার্থ সাযু-
জিক কঠোর কার্যকারকদের
এই আইনের কার্য-
পক্ষে কঠোর কার্যকার-
কদের জাহাজাদি তলাশ
করিতে ও আটক করিয়া
রাখিতে পারিবার কথা।
এই আইনের কার্য-
পক্ষে কঠোর কার্যকার-
কদের জাহাজাদি তলাশ
করিতে ও আটক করিয়া
রাখিতে পারিবার কথা।
প্রকারে কাণ্ড করিবার যে
সকল ক্ষমতা অর্পিত থাকে, এই
আইনবিরুদ্ধ অপরাধ নিবারণার্থ এই কার্যকারকদের
সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য করিতে পারিবেন।

১৩ অধ্যায়।
অতিরিক্ত বিধি।
৯৯ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে২ নামোক্ত
এই আইনের কার্য-
পক্ষে স্থানীয় গবর্ন-
মেন্টের মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত
করিতে পারিবার কথা।
বা পদোপনক্ষে যে কোন
ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট স্থানীয়
মধ্যে এই আইনমতে মাজিস্ট্রেট-
টের কর্ম করিতে নিযুক্ত
করিতে পারিবেন।

১০০ ধারা। (১) কোন মজুরের সহিত যে করার-
পত্র করা যায় তদুপায় কোন
কর্তব্য কর্ম না করায়
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এ-
জেন্টের নামে মোকদ্দমা
করিবার কথা।

কর্তব্য কর্ম না করায়
দেশান্তরগমনসম্পর্কীয় এ-
জেন্টের নামে মোকদ্দমা
করিবার কথা।

(২) এই ধারামতে ক্ষতিপূরণ দিবার সময়, ৫০ ও ৫২
ধারামতে যে সকল টাকা দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে,
তৎসমুদয় বিবেচনাধীনে লইতে হইবে।

১০১ ধারা। (১) যে কোন বন্দর হইতে যে কোন
এই আইনের কার্য-
পক্ষে যে যাত্রায় সম্ভবতঃ
যতকাল লাগিবে তাহা
নিরূপণ করিতে মন্ত্রি-
মণ্ডলী জাহাজের সম্ভাবিত যতকাল এই
আইনের কার্যপক্ষে লাগিবে
বলিয়া ধরা যাইবে, মন্ত্রিসভা-
ধিকৃতি জীবিত গবর্নর জেনারল সাহেব সময়ে ইণ্ডিয়া
গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া তাহা নিরূপণ করিতে
পারিবেন।

(২) এই ধারামতে প্রকারান্তরে নিরূপিত না
হইলে, এই আইনের তৃতীয় ডফসীলের লিখিত বন্দর
সকল হইতে ঐ ডফসীলের লিখিত দেশ সাইতে পাইল-
বিশিষ্ট জাহাজের সম্ভাবিত যতকাল লাগিবে, ঐ
ডফসীলের নির্দিষ্ট কালকেই সেই কাল বলিয়া জ্ঞান
করা যাইবে।

১০২ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিকৃতি জীবিত গবর্নর
জেনারল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে
বিজ্ঞাপন দিয়া ট্রেট সেট-
লমেন্টে গমন বিষয়ক ১৮৭৭
সালের আইন ব্রিটিশ ভারতব-
র্ষের সমস্ত বা কোন স্থানে
বিস্তারিত পাঠ্য হইবে।

(২) মন্ত্রিসভাধিকৃতি জীবিত গবর্নর জেনারল সাহেব
সময়ে ২ প্রকরণ বিজ্ঞাপন দিয়া হুকাও প্রকাশ করিতে
পারিবেন যে, ট্রেট সেটলমেন্টের সম্বন্ধিত প্রকৃত
দেশীয় সমস্ত বা কোন রাষ্ট্র উক্ত সেটলমেন্টে মজুরদের
গমনসম্পর্কীয় কোন আইনের কার্যপক্ষে উক্ত সেট-
লমেন্টের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপনের
তারিখ অবধি উক্ত বিজ্ঞাপনে যে বা যে ২ দেশীয়
রাজ্যের উল্লেখ থাকে, তথায় মজুরী লইয়া কর্ম করিবার
করারপত্রক্রমে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে
ভারতবর্ষীয় যে কোন ব্যক্তি যায় সে এই আইনের
মর্মানুসারে দেশান্তর গমন করে বলিয়া জ্ঞান করা
যাইবে না।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ৮ আগ্রহ।]

১০৩ ধারা। (ক) গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড সম্বলিত
সংযুক্ত রাজ্যের ঐ জীমতী
মহারানীর সহিত করানীদের
সম্মতিতে যে সন্ধিপত্র ১৮৬১
সালের জুলাই মাসের ১ তারিখে
পারিস নগরে স্বাক্ষরিত হইয়া
১৮৬১ সালের জুলাই মাসের
৩০ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই সন্ধি-
পত্রের নিয়মানুসারে করানী উপনিবেশে; এবং
(খ) গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড সম্বলিত সংযুক্ত রাজ্যের
ঐ জীমতী মহারানীর সহিত নেদরল্যান্ডের রাজার যে
সন্ধিপত্র ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখে
হেগ নগরে স্বাক্ষরিত হইয়া ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি
মাসের ১৭ তারিখে সেই স্থানে দৃঢ় করা যায়, সেই
সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে ওলন্দাজ গারেনা নামক
নেদরল্যান্ডের উপনিবেশে,

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বন্দর হইতে মজুরদের গমনের
প্রতি এই আইনের বিধান বহিবে।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত
উক্ত কোন সন্ধিপত্রের কোন বিধানের অটেনকা হইলে,
সন্ধিপত্রের বিধান প্রবল হইবে।

১০৪ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের যে কার্যানুষ্ঠান
ভারতবর্ষীয় করানী
বন্দর হইতে করানী উপ-
নিবেশে গমন সম্বন্ধে
ব্রিটিশ ভারতবর্ষে যে
কার্যানুষ্ঠান হইবে, তৎপ্রতি
এই আইন বহিবার কথা।

সংযুক্ত রাজ্যের ঐ জীমতী
মহারানী ও করানীদের সম্মতি
এই উভয়ের মধ্যে হয়, সেই সন্ধিপত্রক্রমে মজুরী লইয়া
কর্ম করিবার করারপত্র অনুসারে করানী বন্দর হইতে
সমুদ্রপথে করানী উপনিবেশে যায়, তাহারা এই
আইনের মর্মানুসারী দেশান্তরগাম হইলে, তাহাদের
প্রতি এই আইনের বিধান যেরূপে বহিত, তাহাদের
সম্বন্ধে সেইরূপে বহিত হইবে।

কিন্তু কোন স্থলে এই আইনের বিধানের সহিত উক্ত
সন্ধিপত্রের বিধানের অটেনকা হইলে, সন্ধিপত্রের বিধান
প্রবল হইবে।

১০৫ ধারা। (১) সিংহল দ্বীপ বা ট্রেট সেটলমেন্ট
সমুদ্রপথে কোন
দেশে মজুরী লইয়া কর্ম
করিবার করারপত্রক্রমে
ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি
যাত্রা করিবার নিমিত্ত
হওয়ার কথা।

কিন্তু (ক) কোন যাত্রা চাকর আপন কর্তার সঙ্গে গেল,
(খ) ১০২ ধারার উল্লিখিত সন্ধিপত্রানুসারে করানী
উপনিবেশে মজুরী লইয়া কর্ম করিবার করারপত্র-
ক্রমে ভারতবর্ষের কোন করানীবন্দর হইতে সমুদ্রপথে
যাত্রা করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তি গেল,
স্থলপথে তাহার যাওয়ার প্রতি এই ধারার কোন
কথা বহিত হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারা লঙ্ঘন করিয়া ব্রিটিশ
ভারতবর্ষ হইতে স্থলপথে যাইতে ভারতবর্ষীয় কোন
ব্যক্তিকে প্ররতি দিলে বা দিবার উদ্যোগ করিলে, সেই
ব্যক্তি ৮২ ধারামতে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান
করা যাইবে।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

বঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৮ আশ্বিন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের প্রিন্সিপাল লেফটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভায় পঠিত হইয়া বিবেচনা ও রিপোর্ট নিমিত্ত সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হয়।—

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটির মধ্যে পবিত্র জল যোগাইবার বিধান করণ আইনের পাণ্ডুলিপি।

কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটির মধ্যে পবিত্র জল যোগাইবার বিধান করা বাস্তবীকৃত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা হইতেছে।—

উপক্রমিকা।

১ ধারা। এই আইন “১৮৮৪ সালের কলিকাতার শাখানগরের জল যোগাইবার আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

আর এই আইন প্রযুক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের অনুমোদন সহিত যে তারিখ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় সেই তারিখের পর যাসের অধিক কালের মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে তারিখ নির্দেশ করেন, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

২ ধারা। এই আইনের উদ্দেশ্য যে আইনের উল্লেখ আছে, তাহা উদ্দেশ্যের তৃতীয় ধারায় যত দূর নির্দিষ্ট হইল, তত দূর এতদ্বারা রহিত করা গেল।

৩ ধারা। বিষয় বিবেচনার কিস্তি পূর্ণাপর কথা অর্থকরণের কথা। ধারা বিপরীত অর্থবোধ না হইলে, এই আইনে,

(১) ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইনের কিস্তি বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটির বিধান করণার্থ অন্য যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে সেই আইনের বিধানমতে যৎকালে যোগ্য কলিকাতার শাখানগরের মুনিসিপাল কর্তৃক নির্ধারিত বা মনোনীত হইয়া থাকেন, “কমিশনারগণ” বলিতে তাহাদিগকে বুঝাইবে।

(২) “মুনিসিপালিটি” শব্দে উক্ত কমিশনারগণের “মুনিসিপালিটি” বিচারবিপত্ত্যধীন স্থান বুঝাইবে।

(৩) “ঘর” শব্দে কোন চালাখা, নৌকান, গুদাম “ঘর” কোটাঘর ও চালাও গণ্য।

(৪) “ভূমি” শব্দে (ভূমি ছাড়া) ভূমি হইতে উৎপন্ন লাভ, মৃত্তিকাসংযুক্ত কোন জবা, কিস্তি মৃত্তিকাসংযুক্ত জবোর সহিত চিরসংলগ্ন দুখাও বুঝিতে হইবে।

“স্বামী” (৫) “স্বামী” শব্দে এইরূপ ব্যক্তি গণ্য—

(ক) যে ভূমিসম্বন্ধে স্বামী শব্দের প্রয়োগ হয়, প্রচার স্থানে বা প্রচারান্তরে যৎকালে যে প্রত্যেক

যাক্তির সেই ভূমির খাজানা পাইবার অধিকার থাকে তিনি, ও

- (খ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষীয় কাৰ্য্যাদায়ক, ও
(গ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির এজেন্ট, ও
(ঘ) ঐরূপ কোন ব্যক্তির ট্রুটী।

কিন্তু এই আইনে স্বামির প্রতি কোন কর্ম করিবার আজ্ঞা থাকিলে, কাৰ্য্যাদায়ক, এজেন্ট বা ট্রুটীস্বরূপ ঐ ব্যক্তির হাতে ঐ কর্ম করিবার উপযুক্ত খরচ না থাকিলে, তিনি ঐ কর্ম করিতে দায়ী হইবেন না ও উক্ত কর্ম না করা এযুক্ত তাহার কোন অর্থদণ্ড হইবে না।

(৬) দুইমুখ খোলা থাকুক বা না থাকুক, যে কোন রাস্তা, পথ, চত্বর, প্রাঙ্গণ, গলি বা নজর দিয়া সাধারণের যাইবার স্বত্ব থাকে, “রাস্তা” শব্দে তাহা বুঝাইবে।

জল যোগাইবার বিধি।

৪ ধারা। কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ ও কমিশ্যনরগণের মধ্যে গেরূপ কলিকাতার সমবায়িত সমাজের পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দিবার কথা। উক্ত সমবায়িত সমাজ মুনিসিপালিটির অন্য পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দিবার বিধান করিবেন।

৫ ধারা। কমিশ্যনরগণ মুনিসিপালিটির মধ্যে ঐ জল বিতরণের বিধান করিবেন এবং তদন্তে মুনিসিপালিটির প্রধানত সকল রাস্তায় পরিষ্কৃত জল যোগাইবার নিমিত্ত বড় ও ছোট যত নল ও যত পুষ্করিণী ও জলাশয় কিম্বা অন্য যে কার্য্য করা আবশ্যক তাহা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন ও যত কল থাকিলে মুনিসিপালিটির অধিবাসিরা গৃহকার্য্যের নিমিত্তে বন্যা মূলে সুবিধামতে জল পাইতে পারেন উক্ত রাস্তায় ৩৩ দাঁড়া কল স্থাপন করিয়া দিবেন।

উক্ত কল এমন স্থানে স্থাপন করা যাইবে যেম কোন ডেওরা কোন স্থান হইতে উক্ত কোন ন। কোন কল দেড় শত গজের অধিক দূর না হয়।

৬ ধারা। কোন ব্যক্তি ঘোড়া প্রভৃতি কোন জন্তু বাহা গৃহকার্য্যনামে কি গাড়ী বিক্রয় করিবার বন্দনা যায় তাহার কথা। তাহা দিবার জন্য রাখিলে, সেই জন্তুর নিমিত্ত কি গাড়ী দুইবার নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন কিম্বা কোন ব্যবসায়ের কি পরিখানার কি কলের কিম্বা আরণ্যের নিমিত্ত কি বাগানের কি পল্লি চিটাইয়া দিবার নিমিত্ত, কপা অন্য একাত্তর শোভার কলের নিমিত্ত যে জলের প্রয়োজন, তাহা গৃহকার্য্যের জলসম্প্রদায়ের মধ্যে ধরা যায় না।

৭ ধারা। ঘরের নানা কর্মের নিমিত্ত যত জলের প্রয়োজন, কোন ব্যক্তি তাহা ছাড়া অন্য কার্য্যের নিমিত্ত জল চাহিলে, যে কার্য্যের নিমিত্তে যত জল ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা দরপাশ লিখিয়া এই কথা কমিশ্যনরগণকে জানাইবেন, তাহার জলপরিমাপক যন্ত্রদ্বারা সেই জল যোগাইয়া দিতে পারিবেন।

তাহা হইলে কমিশ্যনরগণ নিয়মিত সতর্কতা কোন সতর্ক অধিষ্ঠিত হইয়া খরচা ও রেটের করিয়া, যতবড় ও যে একাত্তর ন। প্রভৃতি করিতে স্থির করেন, সেই একাত্তর ও বড় নল সম্ভবেন কি বসাইতে দিবেন, ও অন্য কাৰ্য্য করিবেন।

৮ ধারা। ঘরের এজা ঐ ঘরের জন্য জলের রেট বলিয়া কমিশ্যনরগণকে বড় টাকাদিয়া থাকেন, টাকা প্রতি ঘর কিম্বা পরিমাণ জল তাঁহার আর খরচ বিনা পরিষ্কৃত পাইবার অধিকারের কথা। জলের——গ্যালন পাইবার অধিকার থাকিবে।

কমিশ্যনরগণ যে পরিমাণের নল দ্বারা ঐ জল দিতে স্থির করেন সেই নলদ্বারা গৃহকার্য্যের নিমিত্ত ঐ জল যোগাইয়া দেওয়া যাইবে। পূর্বোক্তমতে গৃহস্থের যত পরিষ্কৃত জল পাইবার অধিকার থাকে তিনি তাঁহার অধিক খরচ করিয়া থাকেন কমিশ্যনরগণের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তাহার আপনাদের খরচে জলপরিমাপক যন্ত্র যোগাইয়া ঐ ঘরসংযুক্ত জলের নলে তাহা যোগা করিয়া রাখিতে পারিবেন। তাহা হইলে পূর্বোক্তমতে প্রচার যত জল পাইবার অধিকার থাকে, তাহার অতিরিক্ত যত জল খরচ করেন তাহার——গ্যালন প্রতি তাঁহার একত টাকা হিসাবে দিতে হইবে।

পরন্তু ইহার পক্ষাৎ ধারামতে কমিশ্যনরগণ যে অপরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দেন তাহার জন্য তাঁহার খরচ লইবেন না।

যে ঘরের বৎসর ১২০০ টাকার কম ধরিয়া টাক্স ধরিয়া হয় তাহার প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

৯ ধারা। কমিশ্যনরগণ সকল পাইখানায় ও শৌচ-পাইখানায় কোন কমি স্থানে স্বেচ্ছামতে পরিষ্কৃত জল যোগানের পরিষ্কৃত কি কি অপরিষ্কৃত জল দিতে অপরিষ্কৃত জল দিতে পারিবেন।

১০ ধারা। যেসকল পাইখানায় ও শৌচস্থানে এইক্ষণে পরিষ্কৃত কি অপরিষ্কৃত জল দেওয়া গিয়া থাকে কি পক্ষাৎ দেওয়া যাইবে, তথায় জলাধার দিতে হইবে। সেই আধার কত বড় ও কি প্রকারের হইবে, কমিশ্যনরগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। যে ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইয়া দেওয়া যায় তাহার স্বামির খরচে ঐ সকল জলাধার দিতে হইবে।

১১ ধারা। ইহার পূর্বে জলের যে রেটের কথা লেখা গেল, কোন ব্যক্তি সেই রেট দিলে, তাঁহার গৃহকার্য্যের নিমিত্তে সঙ্গতমতে যত জলের প্রয়োজন, কমিশ্যনরগণের জলের নলের সঙ্গে নলযোজন করাইয়া ঘরে কি ভূমিতে তাঁহার তত জল আনা হইবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু ঐ ঘর কি ভূমি যত দিন খালি থাকে, কমিশ্যনরগণ তত দিন তাহার জলসম্প্রদায় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তি রেট দিয়া থাকেন, কমিশ্যনরগণের নলদ্বারা তাঁহার ঘরে জল আনা হইবার জন্য যে নল যোজনা করা গিয়া থাকে, ও তাহার সঙ্গে ঘরের মধ্যে নলপ্রভৃতি যে বস্তু সংযুক্ত থাকে, তাহা যে প্রকারের ও যত বড় ও যে

অন্যোনির্মিত হইবে কৃষিকার্য্যগণ তাহা হইতে ও অসু-
মোদন করিবেন; ও যে ব্যক্তি সেই জল চাহেন তাহা-
রই খরচে তাহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

১২ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল আনা হইবার

অন্য কৃষিকার্য্যগণের বড় ও
যে জল আনা হইবার
নলাদি কৃষিকার্য্যগণের
কার্য্যকারকের সন্তোষ-
যুক্ত করিতে হইবার কথা
যে সাঙ্কসরঞ্জাম থাকে এবং
যে সাঙ্কসরঞ্জাম থাকে, তাহা কর্তৃদ্বারা কৃষিকার্য্য-
গণের তত্ত্বাবধানে ও সন্তোষমতে করা যাইবে।

যিনি এই জল পাইতে চাহেন তিনি কৃষিকার্য্যগণের
সঙ্গে নিয়ম করিলে, সেই নিয়মানুসারে, কৃষিকার্য্যগণ-
গণ যত খরচ মিছার্য্য করেন তদনুসারে, কৃষিকার্য্যগণের
চাকরেরা ও কর্ম্মকারকেরা এই নলসংযোগ করাইয়া ও
তৎসংক্রান্ত অন্য কার্য্য ও সাঙ্কসরঞ্জাম করাইয়া দিতে
পারিবেন।

ও সেই কার্য্য করিবার জন্য যত টাকা আবশ্যক হয়
কৃষিকার্য্যগণ এই কর্ম্ম করিবার পূর্বে তত টাকা দিবার
কি গচ্ছিত করিবার আশ্রয় দিতে পারিবেন।

ও জলের রেট যে প্রকারে আদায় হইতে পারে
দাবীর ও খরচার টাকাও সেই প্রকারে আদায় হইতে
পারিবে।

১৩ ধারা। পূর্বোক্তমতে যে ঘরে কি ভূমিতে জল

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ
করিবার ক্ষমতার কথা।
যোগাইয়া দেওয়া যায়, তাহার
মধ্যে জল যোগাইবার সকল
নল ও অন্যান্য কল ও সাঙ্ক-
সরঞ্জাম দেখিবার নিমিত্ত, ও অকারনে নল নষ্ট না হয়,
কিছু তাহার অথবা বাহ্যিক না হয়, ইহা দেখিয়া
লইবার জন্য, কৃষিকার্য্যগণ যে কার্য্যকারকে নিযুক্ত
করেন, তিনি পূর্নাঙ্ক ৭ খণ্ডের ও অপরাঙ্ক ৫ খণ্ডের
মধ্যে কোন সময়ে এই ঘরে কি ভূমিতে যাইতে
পারিবেন।

আর উক্ত সময়ে উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত এই কার্য্য-
কারকে সেই ঘরে কি ভূমিতে যাইবার অনুমতি না
দেওয়া গেলে কিম্বা পূর্বোক্তমতে তাহার সেই বিষয়
দেখিয়া লইবার বাধা দেওয়া গেলে, কৃষিকার্য্যগণেরা
ওৎকণ্ঠে সেই ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে
পারিবেন।

কিন্তু পূর্বোক্ত কোন কথাবারী কোন অণ্ডপূরে কি
জী লোকদের থাকিবার যে ঘর দেশাচারমতে গোপ-
নীয় নহইয়া থাকে চারি খণ্ডের থাকিতে নোটিস ন
দিয়া ওষাধ্য কাহারো প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া
গেল না।

১৪ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার

যে নল কি অন্য কল কি
নল বেহেয়ায়ত হইলে
কৃষিকার্য্যগণের জল বন্ধ
করিতে পারিবার কথা।
সাঙ্কসরঞ্জাম থাকে কৃষিকার্য্য-
গণের কোন কার্য্যকারক এতৎ-
পক্ষে ক্ষমতা পাইয়া কোন
সময়ে সেই নল কি অন্য কল কি সাঙ্কসরঞ্জাম পরীক্ষা
করিয়া তাহা এত দূর বেহেয়ায়ত হইয়াছে যে জল
রখাই নষ্ট হয় ইহা জানিতে পাইলে, কৃষিকার্য্যগণ

চব্বিশ খণ্ডের অনুরূপ সময় থাকিতে নোটিস লিখিয়া
দিয়া এই ঘর কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।
এক করিয়া দেওয়ার খরচ এই ঘরের কি ভূমির প্রজার
হাসিলে লইতে পারিবেন।

১৫ ধারা। পূর্বোক্ত জলের রেট যে সময়ে দেওয়ার

উচিত, কোন ব্যক্তি জল
বেট দিবার ক্রটি হইলে
জল বন্ধ করিতে পারিবার
কথা।
পাইতে ও উক্ত কোন সময়ে এই
রেট দিতে, কিম্বা ঘরের
কার্য্যকারী অন্য কার্য্যে
নিমিত্ত জল যোগাইয়া দেওয়া গেলে তাহার জন্য
খরচার দাওয়া হইলে পর তাহা দিতে ক্রটি করিলে
যে ঘরের কি ভূমির নিমিত্ত এই রেট কি দাবির টাকা
দেমা হয় সেই ঘরে কি ভূমিতে যে নল যাই, কৃষিকার্য্য-
গণ তাহা কাটিয়া কিম্বা অন্য যে প্রকারে উচিত বোধ
করেন সেই প্রকারে এই ঘরের কি ভূমির জল বন্ধ করিয়া
দিতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তির হাসিলে জল বন্ধ করি
বার খরচ লইতে পারিবেন।

কিন্তু কোন ব্যক্তির প্রতি দণ্ড কি দায় বর্ত্তিলে, এই
জলসম্পোষ্য বন্ধ হওয়াতেও তিনি সেই দণ্ড কি দায়-
হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

১৬ ধারা। এই আইনমতে কৃষিকার্য্যগণ কোন

যাহার ঘরে জল নষ্ট
হয় তাহার দণ্ড হইতে
পারিবার কথা।
যে ঘরে কি ভূমির জল যোগাইয়া
দিলে পর, প্রজার শৈথিল্য
হেতুক কিম্বা অন্য যে তাবগতি-
কের উপর তাহার কর্তৃত্ব
থাকিতে পারে এমত তাবগতিকহেতুক জল নষ্ট হইলে,
কিম্বা যে নল কি কল কি সাঙ্কসরঞ্জাম দ্বারা এই ঘরের
কি ভূমির জলসম্পোষ্য হয় তাহা এত দূর বেহেয়ায়ত
হওয়াতে যে জল নষ্ট হইয়া থাকে ইহা জানা গেলে
সেই প্রজার
টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে
পারিবে।

১৭ ধারা। কৃষিকার্য্যগণ যে জল যোগাইয়া দেন

কোন ব্যক্তি জল নষ্ট
করিলে তাহার দণ্ড হইতে
পারিবার কথা।
কোন ব্যক্তি সেই জল নষ্ট
করাইলে তাহার
টাকার
অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তি মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে

মুনিসিপালিটির বাহিরে
বাঁধা থাকেন তাহাদি-
গকেও কৃষিকার্য্যগণের
জল লইতে অনুমতি
দিবার কথা।
বাস না করিলেও, কৃষিকার্য্যগণ
ইচ্ছা করিলে নিয়মিত সভা-
হাড়া কোন সভার তাহার
গৃহকার্য্যের নিমিত্ত সময়ে জল
দিবার যে নিয়ম নির্দেশ করেন
সেই নিয়মানুসারে এই ব্যক্তির জল লইবার কিম্বা
তাহার জল যোগাইয়া দেওয়ার অনুমতি দিতে পারি-
বেন।

কৃষিকার্য্যগণ যে জলসম্পোষ্যের বিধান করেন কোন

ব্যক্তি তাহাদের অনুমতি না
দেওয়ার কথা।
পাইয়া মুনিসিপালিটির সীমার
বাহিরে খরচ করিবার জন্য
সেই জল লইলে কি আনা হইলে, তাহার
টাকার
অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৯ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে কমিশ্যনরগণের

যে ব্যক্তি জন যোগা- কোম জলের নল হইতে জল
ইবার কোন কল বসান যোগাইয়া দিবার নিমিত্তে যে
কমিশ্যনরগণের স্থানে কার্য করা আবশ্যিক, কোন
তাঁহার লাইসেন্স পাইতে ব্যক্তি কমিশ্যনরগণের স্থানে
হইবার কথা।

প্লাম্বরূপ কন্ম করিবর কন্ম-
তার লাইসেন্স না পাইলে, সেই কার্য করিতে পারিবেন
না। কমিশ্যনরগণ সময়ে যে নিয়ম ও বিধি নির্দেশ
করেন, তদনুসারে তাঁহাকে সেই কন্মতা দিবেন, ও
লাইসেন্সের পৃষ্ঠে এই নিয়ম ও বিধি স্থাপন হইবে।

কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরগণের স্থানে প্লাম্বের লাইসেন্স
পাইলেও যে নিয়ম ও বিধি-
মতে লাইসেন্স পাইলেন তাহা

লঙ্ঘন কি অসাম্য করিলে, কমিশ্যনরগণের দ্বারা তাঁহার
সেই লাইসেন্স তৎক্ষণাৎ রহিত করা যাইতে পারিবে;
ও তাঁহার টাকার অধিক অর্থদণ্ড হইতে
পারিবে।

২০ ধারা। কোন ঘরের কি ভূমির স্থান কি প্রমাণ

কমিশ্যনরগণের নলের কমিশ্যনরগণের লাইসেন্স
লঙ্ঘন কি প্রমাণ প্রাপ্ত প্লাম্বের কোন ব্যক্তির
নল সংযোগ করিবার দ্বারা কমিশ্যনরগণের জলের
দাওয়ার অধিকার যে নল হইতে জল আনা হবার
স্থলে না থাকে তাহার কোন কার্য করাইলে কি নল
কথা।

কি সাজসরঞ্জাম বসাইলে কি
বসাইতে দিলে, কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে তাঁহার
সেই নল সংযোগ করিতে দাওয়া করিবার অধিকার
নাই।

২১ ধারা। কোন ঘরে কি ভূমিতে জল যোগাইবার

সংযোগ করিবার পূর্বে নিমিত্ত কমিশ্যনরগণের জলের
কমিশ্যনরগণের ইঞ্জি- নলের সঙ্গে নল সংযোগ
নিয়মের সকল কার্য ও করিবার অনুমতি দেওয়ার
নল দেখিয়া লইতে হই- পূর্বে, কমিশ্যনরগণের ইঞ্জি-
বার কথা। নিয়ম উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন

কার্যকারকের দ্বারা সেট ঘরের কি ভূমির অন্তর্গত কোন
কার্য ও নল ও সাজসরঞ্জাম দেখিয়া লইবেন। যে
ব্যক্তি নল সংযোগ করিবার প্রার্থনা করেন ও দেখিয়া
লওয়ার খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কমিশ্যন
রগণ নিয়মিত সভা ছাড়া অন্য সভায় সময়ে যে হার
নির্দ্ধার্য করেন সেট হারানুসারে এই খরচ দিতে হইবে;
ও সেই কার্য ও নল ও সাজসরঞ্জাম উপযুক্তভাবে করণ
গিয়াছে ও সন্তোষমতে বসান গিয়াছে বা কমিশ্যনরগণের
ইঞ্জিনিয়ার যত কাল এই মর্মে সর্টফিকেট না দেন, তত
কাল কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে সংযোগ করিবার
অনুমতি হইবে না।

২২ ধারা। কমিশ্যনরগণের নলের সঙ্গে অন্য নল

সংযোগ করণ ও কোন রাজ-
পথে কি লোকদের গমনীয়
পথে নীচে জল যোগাইবার
নল বসানোর কথা কমিশ্যন-
রগণের তৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত

কোন কার্যকারক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দ্বারা করা যাইবে
না; ও যে ব্যক্তি সংযোগ করিতে প্রার্থনা করেন, এই
কার্যের খরচ তাঁহার আগাম দিতে হইবে। কমিশ্যন-
রগণ নিয়মিত সভা ছাড়া কোন সভায় সময়ে যে হার
নির্দ্ধারণ করেন এই খরচ সেই হারানুসারে দেওয়া যাইবে।

২৩ ধারা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন প্লাম্ব কমিশ্যনর-

গণের নল হইতে কোন ঘরে
লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন কি ভূমিতে জল আনা হবার
প্লাম্ব নিকটস্থে কন্ম করি- কোন কার্য কি সাজসরঞ্জাম
লে দণ্ডের কথা।

টোলিয়াভাবে ও অসমোচরণে
করিলে বা বসাইলে, কিম্বা নিকটে সাজসরঞ্জাম দিলে
এ লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্লাম্বের—টাকার অধিক অর্থদণ্ড
হইতে পারিবে। তৃতীয়বার তাহার সেই দণ্ড নির্ণয়
হইলে কমিশ্যনরগণের বিবেচনামতে তাহার লাইসেন্স
রহিত করা যাইতে পারিবে।

২৪ ধারা। উক্ত কমিশ্যনরগণের জলের কল কিম্বা

জল আটকাইবার কি তাঁহার তত্ত্ব কি কর্তৃত্বাধীন
অন্যমুখ করাইবার কথা। কোম জলের কল হইতে, কোন
ব্যক্তি অসৈধ্যমতে জল নিঃসৃত
করাইয়া দিলে কি জল ব্যক্তি করাইলে কি অন্যমুখ
করিলে কি গ্রহণ করিলে তাহার—টাকার অধিক
অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৫ ধারা। কোন প্রজা ঘরের নিজ স্বামির স্থানে

পাট্টা পাইয়া এই ঘরে থাকিলে
জল যোগাইয়া দিবার তিনি স্বামির নামে নোটিস
নিমিত্ত যে কার্য করা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া
প্রয়োজন স্বাক্ষর করা এই ঘরের স্বামিকে এই আদেশ
সেই কার্য করাইবার করিতে পারবেন, যে গৃহকা-
কন্মতার কথা। য়ের নিমিত্তে এই ঘরে জল

আনা হবার আবশ্যিক সকল কার্য করিয়া দেন।

সেই নোটিসে এই প্রজার এমত করার ও লিখিয়া দিতে
হইবে যে, এই কার্য করিতে যত টাকা খরচ লাগে তাহা
সমাপ্ত হইবার তারিখ অবধি তিনি যত দিন সেই ঘরে
থাকিবেন তত দিন এই খরচের উপর মাসে শতকরা ১২
টাকার হিসাবে সুদ দিবেন।

কিন্তু যে রাস্তায় জলের বড় নল থাকে, এই ঘর ও
বাড়ী এমত রাস্তার ধারে না থাকিলে, জলের যে বড়
নল নিকট থাকে তাহার সঙ্গে ঘর সংযোগ করিবার
নল করিয়া দিতে যত খরচ লাগে, এই প্রজা সেই করার-
নামায় এই খরচও দিবার কর্তব্য করিবেন।

২৬ ধারা। ইহার পূর্বে ধারায় যে নোটিসের কথা

লেখা আছে, সেই নোটিস
দানী না করিলে দেওয়া গেলে পর, যদি স্বামী
প্রজার করিবার কন্মতার তিনি মাসের মধ্যে পূর্বোক্ত
কথা।

আবশ্যিক সকল কার্য সমাপ্ত
করিয়া না দেন, তবে যে প্রজা এই নোটিস দিলেন তিনি
তাহা সমাপ্ত করাইয়া লইতে পারিবেন, এবং যে রাস্তায়
জলের বড় নল থাকে ঘর ও বাড়ী এমত রাস্তার ধারে
না থাকিতে তাহার সঙ্গে এই ঘর ও বাড়ী সংযোগ করি-
বার নল বসাইয়া দিতে যত খরচ লাগে তাহা ছাড়া,
তিনি এই কার্যে আর যত টাকা খরচ করিলেন তাহা এই
ঘরের ভাড়া হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন। এই টাকা
ছয় মাসের সময়ানন্তর, কিন্তু করিয়া কাটিয়া লওয়া
যাইবে।

যে তারিখ অবধি তাহা কাটিয়া লওয়া যায় সেই
তারিখ অবধি প্রজা উক্ত প্রত্যেক কি স্থর উপর স্বামীকে
মাসে শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ দিবেন।

৩৬ ধারা। ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইন ক্রিয়া বঙ্গ
দেশের মুনিমপালসীর বিধান
১৮৭৬ সালের বঙ্গীয়
আইনের বিধানমতে
বার্ষিক মূল্য দ্বারা
বর্ণিত হইবার কথা।
৩৭ ধারা। ৮০ ও ৮১ ধারার বিধান মতে চাঁচা ঘরের
ঘরের রেট প্রজাদের
বৈশাসক অগ্রিম দিতে
হইবার কথা।

৩৮ ধারা। কোন ঘরের কি ভূমির উপলক্ষ জলের
সরঞ্জাম হইলে জলের
রেট কিরিয়া দিবার কথা।
৩৯ ধারা। কোন ঘরের কি ভূমির উপলক্ষ জলের
রেটের কোন ট্রেমাসিক কিস্তি
দেওয়া গেলে পর, যে দিন
মাসের নিশ্চয় দেওয়া গেল
সেই দিন আগে মধ্যে প্রজা উঠা যাওয়াতে যদি ঘর
কি ভূমি খালি থাকে, তবে কমিশনরদিগকে এই ঘর
কি ভূমি খালি হইবার নোটিস লিখিয়া দেওয়া গেল
পূর্বা তিন মাসের মধ্যে দিন বাকী থাকে তত দিনের
নিমিত্তে কমিশনারগণের স্থানে তাঁহা ও জলের
রেটের চাঁচা অংশের তিন অংশ কিরিয়া পাইবার
অধিকার থাকিবে। ঐ নোটিস যে তারিখে কমিশনার-
গণের আফিসে দেওয়া যায় সেই তারিখ অবধি খালি
হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৪০ ধারা। কোন ঘর কি ভূমি যদি পূর্বা তিন মাস
খালি থাকে, তবে সেই ঘরের
কি ভূমির প্রজা থাকিলে
জলের রেট বলিয়া তাঁহার যত
টাকা দিতে হইত, কমিশনার-
গণের এই ঘরের কি ভূমির
আধার সেই বেটের চতুর্থাংশ দিতে হইবে।
এই ধারামতে স্থানীয় যে টাকা দেনা হয়, পূর্বা
তিন মাসের জন্যে ক্রমাগত আশ্রিত মাসের প্রথম ও
জুলাই মাসের প্রথম ও অক্টোবর মাসের প্রথম ও
আশ্বিন মাসের প্রথম তারিখে তাঁহার সেই টাকা
দিতে হইবে।

৪১ ধারা। দুই কি তদধিক বাকি পূর্ণরূপে এই
ঘরের প্রজা হইলে, কিম্বা দুই
সত টাকা কম বার্ষিক মূল্য
কিরিয়া পূর্বের রেট দ্বারা হইলে,
কমিশনারগণ এই ঘরের স্থানীয়
উপর, কিম্বা ঘর যে জায়গা থাকে সেই জমীর স্থানীয়
উপর জলের রেট দ্বারা করিতে পারিবেন।

৪২ ধারা। যদি ঘরের কি ভূমির স্থানীয় ইহার পূর্বা
ধারামতে জলের রেট দিয়া
যদি ঘরের কি ভূমির
যদি ঘরের কি ভূমির
যদি ঘরের কি ভূমির
যদি ঘরের কি ভূমির

৪৩ ধারা। ইহার পূর্বা ধারার বিধানমতে কোন
ঘরের কিম্বা তাহার কোন
অংশের প্রজার স্থানে স্থানীয়
কোন টাকা কিরিয়া পাইবার
অধিকার থাকিলে, ঘরের যে
অংশ ইহার দখলে থাকে
তাঁহার স্থানে সেই অংশের
তাঁহার আদায় করিবার জন্যে তাঁহার যে উপায় ও
শক্তি ও স্বত্ব ও সমতা থাকে, ঐ রেটের টাকা আদায়
করিবার জন্যে তাঁহার সেই উপায় ও শক্তি ও স্বত্ব
ও সমতা থাকিবে।

৪৪ ধারা। জলের রেট ও জলের যোগান কিম্বা
তাঁহার কায্য সম্পাদন সম্বন্ধে
যদি সকল টাকা সংগৃহীত,
প্রাপ্ত বা আদায় হয় তাহা এবং
তৎসংক্রান্ত সমুদয় কিম্বা জল
যোগান সম্পর্কীয় সমুদয় অর্থ-
দণ্ড নিম্নলিখিত কার্য্য নিম্নলিখিতরূপে প্রয়োগ করা
যাইতে পারিবে।
প্রথমতঃ।—জলের রেট আদায়ের খরচ দিতে হইবে।
দ্বিতীয়তঃ।—কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ
কম মুনিমপালসীকে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্য
যে হারের নিয়ম তখন অথবা পঞ্চালিখিত একাধারে
নিযুক্ত শালিসেরা যে হার দিরা করিয়া দেন সেই হারে
উক্ত জলের খরচ উক্ত সমবায়িত সমাজকে দেওয়া
যাইবে।
তৃতীয়তঃ।—জলের কল প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার,
বাড়াইবার বা রক্ষা করিবার খরচ দিতে ও
জলের কল প্রভৃতির মিস্ত্রি যে টাকা দণ্ড করা হয়
তাঁহার সুদ দিতে ও
৬২ সম্বন্ধে কিম্বা জলের যোগান সংক্রান্ত অন্য কোন
কার্য্যের নিমিত্ত যে সকল খরচ করা হয় তাহা শোধ
করিতে হইবে।
শালিসীর কথা।
৪৫ ধারা।—কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ
উক্ত কমিশনারদিগকে যে
জলের মূল্য প্রভৃতি পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দেন
সংক্রান্ত বিবাদ হইলে
তাঁহার মূল্য সম্বন্ধে অথবা
জলের যোগান সংক্রান্ত অন্য
কোন বিষয় সম্বন্ধে উক্ত সম-
বায়িত সমাজের ও কমিশনারদের মধ্যে কোন বিবাদ

৪৬ ধারা। ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইন ক্রিয়া বঙ্গ
দেশের মুনিমপালসীর বিধান
১৮৭৬ সালের বঙ্গীয়
আইনের বিধানমতে
বার্ষিক মূল্য দ্বারা
বর্ণিত হইবার কথা।
৪৭ ধারা। ৮০ ও ৮১ ধারার বিধান মতে চাঁচা ঘরের
ঘরের রেট প্রজাদের
বৈশাসক অগ্রিম দিতে
হইবার কথা।

৪৮ ধারা। কোন ঘরের কি ভূমির উপলক্ষ জলের
সরঞ্জাম হইলে জলের
রেট কিরিয়া দিবার কথা।
৪৯ ধারা। কোন ঘরের কি ভূমির উপলক্ষ জলের
রেটের কোন ট্রেমাসিক কিস্তি
দেওয়া গেলে পর, যে দিন
মাসের নিশ্চয় দেওয়া গেল
সেই দিন আগে মধ্যে প্রজা উঠা যাওয়াতে যদি ঘর
কি ভূমি খালি থাকে, তবে কমিশনরদিগকে এই ঘর
কি ভূমি খালি হইবার নোটিস লিখিয়া দেওয়া গেল
পূর্বা তিন মাসের মধ্যে দিন বাকী থাকে তত দিনের
নিমিত্তে কমিশনারগণের স্থানে তাঁহা ও জলের
রেটের চাঁচা অংশের তিন অংশ কিরিয়া পাইবার
অধিকার থাকিবে। ঐ নোটিস যে তারিখে কমিশনার-
গণের আফিসে দেওয়া যায় সেই তারিখ অবধি খালি
হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৫০ ধারা। কোন ঘর কি ভূমি যদি পূর্বা তিন মাস
খালি থাকে, তবে সেই ঘরের
কি ভূমির প্রজা থাকিলে
জলের রেট বলিয়া তাঁহার যত
টাকা দিতে হইত, কমিশনার-
গণের এই ঘরের কি ভূমির
আধার সেই বেটের চতুর্থাংশ দিতে হইবে।
এই ধারামতে স্থানীয় যে টাকা দেনা হয়, পূর্বা
তিন মাসের জন্যে ক্রমাগত আশ্রিত মাসের প্রথম ও
জুলাই মাসের প্রথম ও অক্টোবর মাসের প্রথম ও
আশ্বিন মাসের প্রথম তারিখে তাঁহার সেই টাকা
দিতে হইবে।

৫১ ধারা। দুই কি তদধিক বাকি পূর্ণরূপে এই
ঘরের প্রজা হইলে, কিম্বা দুই
সত টাকা কম বার্ষিক মূল্য
কিরিয়া পূর্বের রেট দ্বারা হইলে,
কমিশনারগণ এই ঘরের স্থানীয়
উপর, কিম্বা ঘর যে জায়গা থাকে সেই জমীর স্থানীয়
উপর জলের রেট দ্বারা করিতে পারিবেন।

৫২ ধারা। যদি ঘরের কি ভূমির স্থানীয় ইহার পূর্বা
ধারামতে জলের রেট দিয়া
যদি ঘরের কি ভূমির
যদি ঘরের কি ভূমির
যদি ঘরের কি ভূমির

৫৩ ধারা। ইহার পূর্বা ধারার বিধানমতে কোন
ঘরের কিম্বা তাহার কোন
অংশের প্রজার স্থানে স্থানীয়
কোন টাকা কিরিয়া পাইবার
অধিকার থাকিলে, ঘরের যে
অংশ ইহার দখলে থাকে
তাঁহার স্থানে সেই অংশের
তাঁহার আদায় করিবার জন্যে তাঁহার যে উপায় ও
শক্তি ও স্বত্ব ও সমতা থাকে, ঐ রেটের টাকা আদায়
করিবার জন্যে তাঁহার সেই উপায় ও শক্তি ও স্বত্ব
ও সমতা থাকিবে।

৫৪ ধারা। জলের রেট ও জলের যোগান কিম্বা
তাঁহার কায্য সম্পাদন সম্বন্ধে
যদি সকল টাকা সংগৃহীত,
প্রাপ্ত বা আদায় হয় তাহা এবং
তৎসংক্রান্ত সমুদয় কিম্বা জল
যোগান সম্পর্কীয় সমুদয় অর্থ-
দণ্ড নিম্নলিখিত কার্য্য নিম্নলিখিতরূপে প্রয়োগ করা
যাইতে পারিবে।
প্রথমতঃ।—জলের রেট আদায়ের খরচ দিতে হইবে।
দ্বিতীয়তঃ।—কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ
কম মুনিমপালসীকে যে জল যোগাইয়া দেন তজ্জন্য
যে হারের নিয়ম তখন অথবা পঞ্চালিখিত একাধারে
নিযুক্ত শালিসেরা যে হার দিরা করিয়া দেন সেই হারে
উক্ত জলের খরচ উক্ত সমবায়িত সমাজকে দেওয়া
যাইবে।
তৃতীয়তঃ।—জলের কল প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার,
বাড়াইবার বা রক্ষা করিবার খরচ দিতে ও
জলের কল প্রভৃতির মিস্ত্রি যে টাকা দণ্ড করা হয়
তাঁহার সুদ দিতে ও
৬২ সম্বন্ধে কিম্বা জলের যোগান সংক্রান্ত অন্য কোন
কার্য্যের নিমিত্ত যে সকল খরচ করা হয় তাহা শোধ
করিতে হইবে।
শালিসীর কথা।
৫৫ ধারা।—কলিকাতা নগরের সমবায়িত সমাজ
উক্ত কমিশনারদিগকে যে
জলের মূল্য প্রভৃতি পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দেন
সংক্রান্ত বিবাদ হইলে
তাঁহার মূল্য সম্বন্ধে অথবা
জলের যোগান সংক্রান্ত অন্য
কোন বিষয় সম্বন্ধে উক্ত সম-
বায়িত সমাজের ও কমিশনারদের মধ্যে কোন বিবাদ

উচিত হইলে, ঐ বিবাদ ভিন্নতর সালিসের নিকট অর্পণ করা যাইবে। ঐ সালিসেরা নিম্নলিখিত প্রকারে নিযুক্ত হইবেন, অর্থাৎ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের এক জন সেক্রেটারীর স্বাক্ষরিত লিখনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক জনকে নিযুক্ত করিবেন।

কলিকাতা নগরের সমন্বিত সমাজের সাধারণ বোধ্যাক্রান্ত লিখনক্রমে উক্ত সমাজ এক জনকে নিযুক্ত করিবেন।

আর উক্ত কমিশনদের সাধারণ বোধ্যাক্রান্ত লিখনক্রমে তাঁহারা এক জনকে নিযুক্ত করিবেন।

৪৬ ধারা। ঐ সকল বিবেচনা পত্র সালিসদের হস্তে সমর্পণ করা যাইবে, এবং তাঁহাতে বিবাদীয় বিষয় বা বিষয়গুলি সালিসীতে অর্পণ করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে; এবং কলিকাতা নগরের সমন্বিত সমাজ অথবা উক্ত কমিশনদেরা অপর পক্ষের ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি বিনা ঐ সালিসী রহিত করিতে পারিবেন না।

৪৭ ধারা।—অর্পিত বিষয়ের মীমাংসা হইবার পূর্বে সালিসের পক্ষ দুই হইলে, যে পক্ষ ঐ সালিসকে নিযুক্ত করিয়াছিল সে পক্ষ তাঁহার পরিবর্তে কার্য্য করবার নিমিত্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে নামাঙ্কিত করিয়া লিখনক্রমে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং অন্য দুই পক্ষের কোন পক্ষের স্থানে লিখিত মোটামুটি পাইবার পর যদি সাত দিন পর্য্যন্ত উক্ত পক্ষ কাহাকেও নিযুক্ত না করেন, তবে অবশেষে সালিসেরা অর্পিত বিষয়ের কার্য্যানুষ্ঠান চালাইতে পারিবেন।

পূর্বেক্তরূপে কোন সালিসের পরিবর্তে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায়, পূর্বে সালিসের মৃত্যু বা অক্ষমতা ঘটিবার সময়ে তাঁহার যে সকল ক্ষমতা ও শক্তি ছিল সেই ব্যক্তির সেই সকল ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবে।

৪৮ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত সালিসেরা কোন পক্ষের হস্তগত বা ক্ষমতাবান যে কোন বস্তু বা মূল্যবান আদ্যাক বিবেচনা করেন তাহা উপস্থিত করিবার আশ্রয় করিতে পারিবেন এবং নগর ও ধর্ম্ম প্রভিষ্কাক্রমে সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও তদর্থে যে নগর বা ধর্ম্ম প্রভিষ্কা করা আদ্যাক হস্তগত করাইতে পারিবেন।

৪৯ ধারা। শেষ যে সালিস নিযুক্ত হন তাঁহার নিয়োগের তারিখের পর একুশ দিনের মধ্যে অথবা আপনাদের স্বাক্ষরক্রমে সালিসেরা তদর্থে বর্জিত নমস্বস্তর করিয়া থাকিলে সেই সময়ের মধ্যে সালিসেরা কিস্তি আদায়ের আদেশ করিতে পারিবেন।

একুশ দিনের মধ্যে সালিসেরা মীমাংসাপত্র দিবার কথা।

তদর্থে বর্জিত নমস্বস্তর করিয়া থাকিলে সেই সময়ের মধ্যে সালিসেরা কিস্তি আদায়ের আদেশ করিতে পারিবেন।

ঐ মীমাংসাপত্র চূড়ান্ত হইবে এবং অনিয়ম কিস্তি দাওয়াত কোন ভ্রমভুক্ত উহা অসিদ্ধ হইবে না।

৫০ ধারা। ঐ সালিসীতে ও তদানুযায়িক যে সকল পক্ষের পক্ষে, সালিসেরা তাহা স্থির করিয়া মীমাংসাপত্রে লিখিবেন; এবং সালিসেরা যে পক্ষকে আদেশ করেন সেই পক্ষ কিস্তি পরিমাণের আদেশ করেন সেই পরিমাণে উক্ত পক্ষ উক্ত খরচ ও সালিসদের ফী দিবেন।

তালিকা।

(১ ধারা দেখ।)

সাল ও নম্বর	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল।
১৮৮১ সালের বঙ্গীয় আইন।	১৮৭১ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইন ১৮৭১-এই আইন ১৮৭১-এই আইন ১৮৭১-এই আইন।	১৫ ও ৩০ ধারা।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

একদম স্বাভাবিক সঙ্কটে মুনিসিপালিটি সংক্রান্ত আইনের যে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত আছে তাহার ৭ম পরিচ্ছেদ পাণ্ডুলিপির নির্দিষ্ট প্রকারে যে সকল মুনিসিপালিটিতে প্রচলিত করা যায়, তথাকার জলের যোগান ও জলের রেট সম্বন্ধীয় কথা ঐ পরিচ্ছেদে আছে। কিন্তু যে বিশেষ বন্দোবস্তক্রমে কলিকাতার শাখানগরে পরিষ্কৃত জল যোগাইয়া দিবার অভিপ্রায় আছে তাহার বিধান সাধারণ মুনিসিপাল আইনে সুবিধামতে করা যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত এই বিশেষ স্থানের প্রয়োজন সাধারণ বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে। এই পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনের ৭ অনুায় অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে; এবং বিশেষ বিধানগুলি এই পাণ্ডুলিপির ৪ ধারায় ও ৪৪ অবধি ৫০ পর্য্যন্ত ধারায় আছে। ৪ ধারায় লিখিত আছে যে কলিকাতা নগরের সমন্বিত সমাজ জন যোগাইবার বিধান করিবেন; কিন্তু উক্ত মুনিসিপালিটির মধ্যে জন বিতরণকার্য্য শাখানগরের কমিশনারেরা আপনাদের হস্তে লইবেন। এইরূপ অভিপ্রায় আছে। যেহেতু কার্য্য জলের রেট প্রমাণ করা যাইতে পারিবে না তাহা হইতে হইয়াছে এবং উহাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে আদায়ের খরচ দিবার পর ৪ ধারামতে প্রকৃত জলের মূল্য কলিকাতার সমন্বিত সমাজকে শোধ করিয়া দেওয়া ঐ রেটের উপর দ্বিতীয় দার বলিয়া গণ্য হইবে। কোন বিবাদ উত্থিত হইলে সালিসদ্বারা তাহার মীমাংসা করিবার বিধান পরবর্তী ধারায় আছে। পাণ্ডুলিপিতে ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় আইনের ১৫ ও ৩০ ধারা রহিত করা গিয়াছে; কারণ এই পাণ্ডুলিপি বিবিধ হইলে ঐ ধারাগুলি অনাবশ্যক হইবে।

১৮৮৪ সাল ২৭ ফেব্রুয়ারি।

এচ. জে. রেনল্ডস্।

সি, এচ, রাইলী,

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অফিসে সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট : ১৮৮৫ : ৮ আশ্বিন।



গবর্নমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ৮ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ববিষয়ক সরকুলার।

১৮৮৪ সাল কেন্দ্রয়ারি মাস।

মালবর জীযুত এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব, সি, আই, ই।

৩ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বাণ্ডেমের ৩১০ পৃষ্ঠার ১০ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৮ক ধারাব্যবস্থা নিম্নলিখিত বিধি বিন্যস্ত করিতে হইবে।—

“ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞা এই যে উক্ত গবর্নমেন্টে পাট্টার শর্তগুলি মঞ্জুর না করিলে, গবর্নমেন্টে কোন ব্যক্তিকে বা কোম্পানিকে খনিবিষয়ক পাট্টা দিগেন না। কোন স্থানীয় গবর্নমেন্টে আপন ক্ষমতাক্রমে অঙ্গপালের নিমিত্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পাট্টা যে দিতে পারিবেন না, এই আদেশের এরূপ অভিপ্রায় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টকে না জানাইয়া ও উক্ত গবর্নমেন্টের অনুমতি না লইয়া খনিজবিষয়ে গবর্নমেন্টের মূল্যান স্বত্ব কাহাকেও দেওয়া হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত করাই এই আদেশের উদ্দেশ্য। যে সকল শর্তে খনি খনন করিবার পাট্টা বা লাইসেন্স দিতে হইবে, ওদ্বিষয়ে কোন সাধারণ বিধি ভারতবর্ষে খনিসংক্রান্ত ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থায় নির্দেশ করা বাইতে পারে না। যে কোন স্থল উপস্থিত হয়, তাহার মোষণ বিবেচনা করিয়া ওদ্বিষয়ের নীমাংসা করিতে হইবে।”

জীযুত এচ, এ, কক্লেস সাহেব সি, এল, আই।

৪ নম্বর।

গবর্নমেন্টের আজ্ঞাক্রমে এই বিধি প্রচার করা যাইতেছে, এবং ইহা বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাণ্ডেমের ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৫৪ক ধারাব্যবস্থা বিন্যস্ত করিতে হইবে।

৫৪ক। “ভূমিগ্রহণসংক্রান্ত যে কার্যকারকেরা পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদগকে প্রত্যেক স্থলে রেভিনিউ বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে মুনিসিপালিটির বা অন্যান্য সাধারণ সমিতির নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিতে নিযুক্ত করা যাইবে না। বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এরূপ কার্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা গেলে সেসেতার খরচ দিবার জন্য ভূমির মূল্যের শতকরা ১৫ টাকা খরচ ধরা যাইবে; এবং সেসেতার খরচ সহিত অনুমানপত্রমত টাকা খাজানাদিগের বত দিন দেওয়া না হয়, তত দিন অস্থানিক কার্য আরম্ভ করা যাইবে না।”

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৮ আপ্রিল।]

৫ নম্বর।

বোর্ডের ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসের ৫ নং সরকুলার অর্ডার রহিত করা গেল, এবং বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাগমের ১১৩ পৃষ্ঠার ভূমিগ্রহণবিষয়ক ৪ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ৬১খ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে।—

“৬১খ। মাসিক হিসাব আডিট করা যে কার্যকারকের কর্তব্য, তাহার দিকট উক্ত হিসাবের সহিত উহার খরচের প্রতিপোষনার্থ এই রসীদ পাঠাইতে হইবে, এবং ইহার সার্টিফিকেটযুক্ত সকল খোঁকদমার নথীর সহিত রাখিতে হইবে। যাহারা টাকা লন তাহাদের দ্বায়ে দোকর রসীদ চাহা বাইবে না।”

৬ নম্বর।

রেভিনিউ এজেন্টদের সার্টিফিকেট নূতন করিয়া লইবার দরখাস্ত সামান্য কাগজে গ্রহণ করিবার ত্রুটি কোন কোন জিলায় আছে। এই নিমিত্ত বোর্ড বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাগমের ১০ অধ্যায়ের ৪ পরিচ্ছেদের ১৩ (ক) ধারায় নিম্নলিখিত কথাগুলি বিন্যস্ত করিবার আজ্ঞা করিলেন।—

“১৩ (ক)। কোন রেভিনিউ এজেন্ট আপনায় সার্টিফিকেট নূতন করিয়া লইবার দরখাস্ত করিলে, আদালতের রসূদ বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ২ ডকুমেন্টের ১ (খ) প্রকরণের দ্বিতীয় দফামতে এই দরখাস্তে আট আনা মূল্যের একখান ইন্সটাম্প লাগিবে।”

৭ নম্বর।

ইহা বোর্ডের গোচর হইয়াছে যে কখনও বার্ষিক গাঁজার মোজুম উপযুক্ত সাবধানতা ও শুদ্ধতা সহকারে বুঝিয়া লওয়া হয় না। এনিমিত্ত বোর্ডের ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২নং ও ১৮৮২ সালের মার্চ মাসের ৪ নং সরকুলারের অযুক্তমে, বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বাগমের ১৫ অধ্যায়ের ও ১৮৮৪ সালের আকারী বিধিপুস্তকের ১৭ পরিচ্ছেদের ৫০ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে।—

৫০। “২৫ মার্চ হইতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রত্যেক গোলায় মোজুম বুঝিয়া লইতে হইবে এবং মোজুম বৎসরের বুঝিয়া লইবার কথা। (হিসাবের গোলা নিবারণের জন্য) ওজনের দিবস হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কোন গোলা হইতে গাঁজা বাহির করিয়া দেওয়া হইবে না।

(যদি বৎসরের মধ্যভাগে কোন গোলায় ব্যবহার্য গাঁজা সমস্ত ফুরাইয়া যায় এবং গোলাদার তাহার লাইসেন্স ছাড়িয়া দেয়, তবে এই ধারামতে বৎসরের মধ্যে তাহার গোলায় হিসাব শেষ হইতে পারিবে।)

জিলায় সমস্ত মোকামে আবকারী ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী-কালেক্টর, মহকুমার মহকুমার কর্তৃপক্ষ এবং অন্য স্থানের গোলা হইলে গেজেটে যাহার নাম প্রকাশিত হয় কালেক্টর সাহেব কর্তৃক নিয়োজিত একজন কোন কর্মচারী এই কার্য করিবেন এবং এই কার্যের ভার কোনমতে কোন অধঃস্থ কর্মচারির প্রতি অর্পণ করা বাইবে না।

সকল গাঁইট ও থলিয়া খুলিয়া গাঁজা বাহির করিতে হইবে, এবং যদি কোন গাঁজা অত্যবহাণু, প্রণীভুক্ত করা যায়, তবে তাহার তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকার বড থাকে, তাহা পৃথক করা যাইবে। কোন গাঁজা অব্যবহার্য প্রণীভুক্ত করা যায়, গোলাদারের এই প্রার্থনা সচরাচর গ্রাহ্য করিতে হইবে।

প্রথমতঃ প্রচলিত লৌহের তোল দ্বারা ব্যবহার্য তিন প্রকারের গাঁজা পৃথকরূপে ওজন করিতে হইবে। ওজনের পর প্রত্যেক প্রকারের গাঁজা পৃথক করিয়া পুনরায় গাঁইট ও থলিয়ার ভিতর পুড়িতে ও গাঁইটপ্রভৃতির উপর পুনরায় মোহর করিতে হইবে।

তৎপরে অব্যবহার্য গাঁজা কিছু থাকিলে তাহা ওজন করিতে হইবে এবং ওজনের পর তাহা ফেঁহর করা থলিয়ার পৃথকরূপে রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক থলিয়ার উপর গাঁজার প্রকার, ওজন এবং মালিকের নাম লিখিত থাকিবে।

গোলাদার সাবধানে আঁট দিতে হইবে এবং কিছু ব্যয়িত পড়তি থাকিলে, তাহা ওজন করিতে হইবে। কোন আঁট বা তালা ফুল যবের ভিতরে দেখিলে তাহা ব্যয়িত পড়তি বলিয়া ওজন করিতে হইবে। খড় দড়ি ইত্যাদি ফেলিয়া দিতে হইবে এবং ওজনের হিসাবে ধৃত হইবে না। যাহা ব্যয়িত পড়তি হয়, তাহা মোহর করা বাবুসে বা থলিয়ার ওজন ও মালিকের নাম লিখিয়া রাখিতে হইবে

[সপ্তম খণ্ডে গেজেটে। ১৮৮৪। ৮-আপ্রিল।]

অব্যবহার্য শ্রেণীভুক্ত গাঁজা ও ঝরতি পড়তি কিছু থাকিলে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি লইয়া
আবকারীর ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর বা মহকুমার কর্তৃপক্ষ বা
অব্যবহার্য ও ঝরতি পড়তি গাঁজা গেজেটে ঘোষণা দিয়া একাধিক বার নিয়োজিত এলপ কোম
মঠ করিতে হইবার কথা।
কর্মচারীর সাক্ষাতে ৩১ মার্চ তারিখে বা তাহার পূর্বে নষ্ট করিয়া
হিসাবে বাস দিতে হইবে।

যেতে বড় গাঁজা পাওয়া যায়, তাহা হইতে (১) বড় বাহিরে নিরাইছে (২) বড় অব্যবহার্য
হইয়াছে (৩) বড় ঝরতি পড়তি নিরাইছে এবং (৪) বড় ব্যবহার্য গাঁজা গুলোকে যোজুন থাকে, তাহার
সমষ্টি বাদ দিলে, যে অন্তর হয়, তাহাই “কমতি,” ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২ নং সরকারি
লিখিত উদ্দেশ্য দেখ।

গাঁজাব্যবসায়ী শতকরা ২½ অংশের অতিরিক্ত কমতির অন্য দায়ী এবং তদনুসারে বাস্তব আদায়
হইবে।

যে অতিরিক্ত কমতির উপর বাস্তব আদায় হয়, তাহা হিসাবে পৃথকরূপে দর্শাইতে হইবে এবং
অতিরিক্ত কমতি কমিশ্যনর সাহেবের কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনাদীনে কালেক্টর সাহেব শতকরা
২½ অংশ পর্যন্ত কমতি হিসাব হইতে খারিজ করিয়া দিবেন।
কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে A ফোর্ডপত্রের ৩৯ নং পাঠে
কার্যাদির রিপোর্ট করিতে হইবে।

যে সকল কর্মচারীর সাক্ষাতে গাঁজা নষ্ট করা হয় তাহারা ৩৯ নং পাঠে এই মর্মে সর্বদাই সর্টিফি-
কেট সংযোগ করিবেন, যে তাহারা স্বয়ং অব্যবহার্য শ্রেণীভুক্ত গাঁজার ওজন দেখিয়াছেন এবং ঝরতি
পড়তি পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তৎসমুদয় রীতিমত নষ্ট করা হইয়াছে।

কালেক্টর সাহেব ৩৯ নং পাঠে জিনার সমস্ত রিপোর্ট কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া; সর্টি-
ফিকেট লিখিয়া দিবেন যে যেসকল ভিন্ন কর্মচারী গাঁজার যোজুন বুঝিয়া লইয়াছেন তাহাদের নিকটে
হইতে আবশ্যক সর্টিফিকেট পাঠিয়াছেন।

৩৭, ৪০ ও ৪১ নং গাঁজার গেজিটের যোজুন বুঝিয়ার সময় পরীক্ষা করিতে ও গোণাদানের বহীর
সহিত মিলাইয়া দেখিতে ও প্রভেদ লিখিতে হইবে। যে কর্মচারী যোজুনের হিসাব লয়েন তিনি
যোজুনে তত্তব্যবহার্য ও অব্যবহার্য তিন প্রকারের গাঁজা ও ঝরতি পড়তি দেখিয়াছেন তাহা নষ্ট
করিয়া আপন রিপোর্টে কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন এবং হিসাবে বা যোজুন কোম অনৈচ্ছ বা
অনিয়ম দেখিলে তাহা লিখিবেন।”

৫৫ ধারার শেষবাক্যের পূর্বে এই কথাগুলি দিতে হইবে। -

“আবকারী কর্মচারী সাবধান হইবেন যেস ফোর্ডপত্রের লিখিত অথবা অতিরিক্ত গোলা হইতে
হানাস্থিত না হয়।”

নিম্নে পাঠে ও রিটর্নে লিখিত সংশোধনগুলি করিতে হইবে।

A ফোর্ডপত্রের ৩৯ নং পাঠে,—

৮ ধারের শীর্ষক হইতে “গোলায়” এই কথা উঠাইয়া দিতে হইবে।
৯ ধারের প্রথম উপশীর্ষকে “উচ্ছ্রিত বলিয়া বড় নষ্ট করিতে হইবে” এই কথাগুলির পরিবর্তে
“বড় অব্যবহার্য গাঁজা ও ঝরতি পড়তি নষ্ট করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

৪০ নং রিটর্নে,—

১৭ টেবিলের ৮ শীর্ষকে “কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের এত নং আজ্ঞামতে যে উচ্ছ্রিত
গাঁজা নষ্ট করা যায়” এই কথার পরিবর্তে “যত অব্যবহার্য গাঁজা ও ঝরতি পড়তি নষ্ট করা যায়” এই
কথাগুলি দিতে হইবে। উক্ত টেবিলের ৩ শীর্ষকে “কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের এত নং
আজ্ঞামতে যত ঝরতি পড়তি হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই ২ কথার পরিবর্তে “যত কমতি
কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদনক্রমে হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

A ফোর্ডপত্রের ৪১ নং পাঠে,—

(১) শীর্ষকে “গড়” এই শব্দের পর “মাসের” এই শব্দের পরিবর্তে “পাঞ্চিক রিটর্নের” এই
কথা দিতে হইবে।

(৮) শীর্ষকে “উচ্ছ্রিত বলিয়া নষ্ট হইল” এই কথার পরিবর্তে “অব্যবহার্য ও ঝরতি পড়তি
বলিয়া নষ্ট হইল” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

(৯) শীর্ষকে “কমিশ্যনর সাহেবের অমুক তারিখের অমুক নং অনুজ্ঞাপত্রক্রমে পড়তি বলিয়া
হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই ২ কথার পরিবর্তে “কমতি বলিয়া কমিশ্যনর সাহেবের অনুমোদন-
ক্রমে হিসাব হইতে খারিজ করা যায়” এই কথাগুলি দিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্টে গেজেটে ১৮৮৪। ৮ আশ্বিন।]

৮ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের পাবলিশমেন্ট যে সকল বিজ্ঞাপন ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৮ ধারামতে ও ১৮৮৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারির বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের ১ম খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির ৭৮৬ নং।

১৮৮৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের ২ম খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ৬৯০ নং।

১৮৭০ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে প্রচাৰিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত কথাগুলি বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ে ও ইন্সটাম্প কার্যা বিভাগের কার্যা-বিধিবিধি বিবৃতি কায়াকারকদের উপদেশার্থ বিধিতে যোগ করিতে হইবে।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ে ও ইন্সটাম্প কার্যাবলকদের উপদেশার্থ বিধির C পরিশিষ্টের ১ম টেবিলের শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারের নিদর্শনপত্র।	ইন্সটাম্প বা মূল কমা বা কম করা গেল।	যে আইনমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই আইন সহিত বিজ্ঞাপনের নম্বর ও তারিখ।
যে সকল স্থানে মুক্ত করণের এই আজ্ঞা না করা গেলে রসীদে ইন্সটাম্প বা মূল লাগিত, সেই সকল স্থানে ইফ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সের্ভিস-ব্যাঙ্কে বাহারা টাকা জমা রাখেন এই ব্যক্তি হইতে টাকা বাহির করিয়া লইলে তাঁহাদের কর্তৃত্বক ব তাঁহাদের পক্ষে যে রসীদ দেওয়া হয়।	কমা করা গেল।	১৮৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারির ৭৮৬ নং। ৮ ধারা।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ বালমের ৭ অধ্যায়ে ও ইন্সটাম্প কার্যাবলকদের উপদেশার্থ বিধির C পরিশিষ্টের ২য় টেবিলে শেষে যোগ করিতে হইবে।

যে প্রকারের নিদর্শনপত্র।	ইন্সটাম্প বা মূল কমা বা কম করা গেল।	যে আইনমতে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই আইন সহিত বিজ্ঞাপনের নম্বর ও তারিখ।
যে বন্দোস্ত চিরস্থায়ী নহে এরূপ কোন বন্দোবস্ত ক্রমে কোন মফা-লের যে অংশের বার্ষিক রাজস্ব গবর্ণমেন্টে দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের রেজিষ্টারে পৃথক করিয়া এই রাজস্ব দাখ্য করা গিয়াছে বলিয়া লেখা থাকিলে, এই অংশের বোন ভগ্নাংশ দখল পাছ-বার নিম্নিত যে মোকদ্দমা উপস্থিত কর, যার, তাহার আবেদনপত্র।	এরূপে কমান গিয়াছে যে উক্ত অংশের উপর পৃথক করিয়া দাখ্য করা রাজস্বের যে ভাগ উক্ত ভগ্নাংশ-সম্বন্ধে হারহারীতে দেয় হয়, তাহার পঁচ-গুণের অধিক হইবে না।	১৮৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ৬৯০ নং। ৩৫ ধারা।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 8, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

PART VIII.
ADVERTISEMENTS.

অফিস খুলি।
ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বরুয়া - জমিদারী ক্রয় হইয়াছে জেলা বরুয়া।

১৮৫১ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান হইতেছে যে, জিলা বরুয়ায় অস্থগত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের অধিনে বাকী রাখিয়া এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ১২ জুলাই তারিখের নিবেশে দেও হইলে বাকী রাখিয়া দেওয়া হইবে তাহা তদুসারে আদায় হইবার বিধি আইন তাম্র আদায় নিবন্ধ ১৮৮৪ সালের ১১ এন্ড্রোম বো: ১২৯১। ৪ বৈশাখ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিবন্ধে নথি রাখ দিবার হইবে। ১৮৮৫ সাল তারিখ ২৯ ফেব্রুয়ারি।

তদন্তী

ক্রম সংখ্যা	ক্রম সংখ্যা	পরিমাণ ও মালিকের নাম	মালিকের নাম	বাকী।	মন্তব্য।
১৭	১৭	১৭ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল	১৭ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল	৩৭।৩০	একমালী ৩৩৩।৩৫ টাকা বিলায় ২৬।৩৫
২০	২০	২০ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল	২০ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল	২২০।১০	১৭১৮২৫/০ ২ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল
২১	২১	২১ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল	২১ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল	৪৬৪।০	৩০ নং গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় ও কেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লক্ষ্মীনাথ দেবী
২২	২২	২২ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল	২২ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল	২২১।০৬	১৮৬৭ ২৩ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল
২৩	২৩	২৩ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল	২৩ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল	২০২।৫৮	১৮৬৭ ২৪ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল
২৪	২৪	২৪ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল	২৪ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল	৪৪৩।৩	১৮৬৭ ২৫ নং পরগণা যেহেতু মালিক কামাল

ਅਭਿਆਸੀ ਸਮੂਹ
ਕਮਰ 898/103/1
ਟੀ.ਕੇ. ਬਿਲਾਇ
ਬਏਟਕ।

22/3

一

३१८ व कुटुम्ब
मासि मा-
हेश्वर ।

47
48
49
50

2

[গবৰ্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮১ । ৮ অক্টোবৰ ।]

[illegible]

১১৭৭২	পঃ খটজা সাট সেহুল।	বক্তাৰি বিবি ও বৈষ্ণব বিবি সাঃ জমিদাৰী জেলা গাজিপুর ও বঙ্গবাহী ও বঙ্গবাহী সাঃ এই মাথৰ বিবি সাঃ জেক্সবদপুৰ ও মুন্সেফা বিবি সাঃ জামশিদাৰী।	৪৭৩/১০ বাসি পূৰ্বক বিঃ ২৮-৭২ বোম্বাই ইয়াৰ খাঁ ওৱকে বৰ্ষক খাঁ বহাদুৰ ইয়াৰ খাঁ ওৱকে বৰ্ষক খাঁ মেণ্ডাৰ ... ২০২১/১০	৪২৭	এজমালী জাহাঙ্গীৰ সহঃ জমী ২০২১/১০ বিলাস হাইবেক। বোম্বাই বোম্বাই বিলাস হাইবেক। এ
২১৩৭২	পঃ কুতুবপুর সঃ খিৰাণা বগঃ	দীৰ্ঘবন্ধুৱাৰ সাঃ ব্রাহ্মণপাড়া ও দীৰ্ঘবন্ধু গৱাৰ্ছাণীক সাঃ লাহাপুৰ ও বোম্বাই জেলাৰ সাঃ ফিৰিগাছা হাৰাৰজত জাণ সাঃ এই ব্রাহ্মণ বৰ্ষক দীপ সাঃ এই গজাৰাধাণ লান সাঃ এই। ব্রাহ্মণাৰ চৌধুৰী সাঃ বঙ্গৰা ব্রাহ্মণাৰ চৌধুৰী সাঃ বঙ্গৰা ব্রাহ্মণাৰ চৌধুৰী সাঃ ওৱকে ব্রাহ্মণক পুত্ৰ বৰ্ষক চৌধুৰী সাঃ এই কুলদাসুন্দৰী দেৱা। জনি হ'ত। জামতে ব্রাহ্মণক ব্রাহ্মণ হাৰি সাঃ বঙ্গৰা জয়কৃষ্ণ ৱাৰ সাঃ এই ব্রাহ্মণাৰ ৱাৰ সাঃ এই ব্রাহ্মণ ৱাৰ সাঃ এই ব্রাহ্মণ ৱাৰ বৰ্ষক পাৰাধাৰ সাঃ দক্ষিণাৰ ও জীমতী ভগবতী দাসী সাঃ ব্রাহ্মণ বগৰ মাভক্তি নী দেৱা। সাঃ বিষ্ণুপুৰ বৰ্ষক নী দেৱা সাঃ বঙ্গৰা ভিঃ ৱাৰপুৰহাট।	২১৩৭২	১১৩৭২	এ
৪৭১৭২	পঃ আকবৰজা খৰমবাণী।	মহেশ্বৰাৰ ৱাৰ সাঃ বানিদপুৰ ও বোম্বাই জেলাৰ ৱাৰ সাঃ বিবি সাঃ শেহজা আৰম্ভমেছা ওৱকে আৰামাণী বিবি সাঃ এ বিলাসাব ৱাৰ সাঃ বানিদপুৰ ও ওৱকে চৌধুৰী সাঃ গনপুৰ মহাভাগাৰ চৌধুৰী সাঃ এই মহলউদ্দিৰ মাঃ বানিদ সাঃ শেহজা ও গৌৰীচন্দ্র চৌধুৰী সাঃ গনপুৰ হাইচৰ চৌধুৰী সাঃ এই উদয় চৌধুৰী সাঃ এই শিবসুন্দৰী দেৱা সাঃ বানিদপুৰ ও বোম্বাই ৱাৰ সাঃ এই মানিক সেকৰাৰ ৱাৰ ওতা এ বানিদগ টেৱাৰাণ্য ও জম হাজাম বকিৰা বিবি। হবিৰমেছা বিবি সাঃ মালাৰ ভিঃ তৰখপুৰ	৪৭১৭২	৪১১	এ
৬৫২৭২	পঃ যোগেশ্বৰ ৬৫২৭২ পঃ ৬৫২৭২ মঃ ৬৫২৭২	...	৬৫২৭২	৬৫২৭২	এ

BEERHOOM COLLECTORATE,
The 4th March 1884.
W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

জেলা বগুড়া।

জেলা বগুড়ার কালেক্টরি।

বাকী খাজনার জাণ নথিতে পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার
 মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালজুজারী এবং
 অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের মাংস আদায় করা যাইতে পারে
 তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৮ এপ্রেল তারিখ এই জিলা কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা
 ওমরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।

জোজির মসর ও মহালের নাম	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী।	কৈফিয়ৎ।
সং ১০। ১৩ তঃ বেহার পঃ সেন বর্ষ।	তাহের আলী, আবির রেছা বিবি সৈয়দ- দালী তরিক রেছা বিবি, রাধারমন চক্রাকিশোর ও কালীকিশোর মুন্সী লাল সিংহ স্বয়ং অলী পক্ষে চুগি- লাল পাটালী ও অক্ষয় সিং নাবালগ মতিলাল হিরালাল সিংহ প্যারীমুন্দরী দাস্যা মহিমচন্দ্র সাহা দিগম্বর সাহা রামমুন্দরী দাস্যা মাদরে তলীপক্ষে গৌর- গোবিন্দ ও জীগোবিন্দ সাহা নাবা- লক বনওয়ারিলাল ও মুকন্দলাল সাহা রাধিকামোহন সাহা ও মফি- জউদ্দিন খন্দকার ও জিন্নাথ বৈষ্ণব ওহপক্ষে সৈয়দমাজুম হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দ আলী তরিক রেছা বিবি স্বয়ং ও ওহীপক্ষে আলতা- রেছা বিবি নাবালগ মতিলাল।	৩৭৩৭ ১১১	৪৮৬৮	এই মহালে চিহ্নিত ১০ আসা অংশের ৩২৬৮/১৬ পাই সদর জমার তাহের আলী মিঞা, সৈয়দালী তরিক- রেছা বিবি চৌধুরী ওহি- পক্ষে আলতাফ রেছা বিবি নাবালগ মতিলাল ও মফি- জউদ্দিন খন্দকার ও জিন্নাথ বৈষ্ণব ওহিপক্ষে সৈয়দ মাজুম হোসেন চৌধুরী নামে যে হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে ৩২৬৮/১১১ পাই সদর জমাব অংশ নিম্ন লিখিত হইবে।
সং ১১। ১৪ তঃ পাণ্ডগাছ পঃ সেন বর্ষ।	হানজিমদি আবুল হোসেন গরুর...	৪:৯৪ ১৬১	১৩১/১০	এই মহাল ছায়েমী চৌধুরী রেছা বিবি প্রভৃতি নামে ২১৩৫/৩১ পাই সদর জমার যে ১০ টি হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অংশ নিম্ন লিখিত হইবে।
সং ১২। ১৪ তঃ পাণ্ডগাছ পঃ সেন বর্ষ।	সোণাউল্লা ও জহুরদি মণ্ডল কলী- মদিন চৌধুরী তমিজ রেছা বিবি সোণাউল সাহা মুরজেছা বিবি আলমাসাউল করিম রেছা বিবি স্বয়ং অহিপক্ষে বরিক রেছা বিবি মহম্মদ আছাদ চৌধুরী মহম্মদ আবু করিম সাহ নজিম মদিন আবুল হোসেন চৌধুরী।	২০৬০ ১১০/২৫	১৩৬/১০	

MOHENDRA NATH BHATTACHARJEE,
 Deputy Collector in charge, for Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8* per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8* per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি বগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড জ্বর করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাওরা দেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া হইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্যে ও তদনুযায়ী ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১০ আউন্স ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ২০ বার আনা, ডাকনামসহ পাঠে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্স সিন্‌কোনা ।

দানাবাক্স সিন্‌কোনা জ্বর হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানাবাক্স সিন্‌কোনা একপ সমান জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিলে অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড জ্বর করিলে যে কোন ব্যক্তি বগদ মূল্যে ২৫২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাওরা দেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে বগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাওতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ২০ বার আনা ডাক নামসহ পাঠে হইবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪ ৮ অপ্রিল]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট প্রেসে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিস্টার-আট-লী ও ক্রীতদাসত্বের বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বঙ্গদেশের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশনারের মেম্বর, ইন্ডিয়ান টেম্পলের ক্রীতদাস সি, ডি, ফিল্ড. এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ক্রীতদাস লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ক্রীতদাসী ও প্রজাবিবয়ক আইন সংহিতা।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের অ্যাকৌন্ট্যান্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১০ পঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>				Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal							
...	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—							
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 5th April 1884.]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাকাল্য গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত
ধারে লিখিত দিতে হইবে :—

মকঃমলে ।

		টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	১০০
ডাকমানুল	...	২।০
১ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের বাসস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	৪০
ডাকমানুল	...	১০
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	...	১০
ডাকমানুল	...	১০
১ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...	১০
ডাকমানুল	...	১০

কলিকাতার ।

কলিকাতার ও মকঃমলে সমান মূল্য, কলিকাতার কেবল ডাকমানুল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছেটি সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengales Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ৮ জানুয়ারি ।]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাজাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপনপত্রাতিরিক্ত এই বন্দের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাজাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে ত্রিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবশিষ্ট বাজাল সেক্রেটারিয়েটের আফিসের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বাদ দিবার জন্য টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বৃত্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই :—				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২০৭
আধ পৃষ্ঠা " " "	১০৭
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট টৌনহালের হাতায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনাম দিয়া আর্থনাগত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্টে প্রেসে, থাকার স্পিক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 8th April 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দুলায়ে গবর্ণমেন্টের জন্য জীমুও এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY. APRIL 15, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1888A.

GENERAL.—*The 2nd April 1884.*—The services of Lieutenant W. C. W. Rawlinson, 2nd Battalion Lincolnshire Regiment, extra Aide-de-Camp on the Personal Staff of the Lieutenant-Governor of Bengal, are replaced at the disposal of the Government of India, in the Military Department.

The 4th April 1884.—In modification of the order of the 4th ultimo, Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act as District and Sessions Judge, Rajshahye, during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders, with effect from the date on which he was relieved of the former appointment by Mr. W. Macpherson.

Baboo Umesh Chunder Batabyal, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that subdivision.

Mr. E. E. Lewis, Commissioner of the Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty-one days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. H. J. S. Cotton, Secretary to the Board of Revenue, is appointed to act as Commissioner of the Chittagong Division, during the absence, on leave, of Mr. E. E. Lewis, or until further orders.

Mr. W. H. Grimley, Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Secretary to the Board of Revenue, during the absence, on deputation, of Mr. H. J. S. Cotton, or until further orders.

Mr. F. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah, during the absence, on deputation, of Mr. W. H. Grimley, or until further orders.

The 7th April 1884.—Baboo Issur Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is transferred to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

Mr. J. B. Worgan, Officiating District and Sessions Judge, Cuttack, is allowed privilege leave for two months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th instant.

Mr. H. Gillon, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to act as District and Sessions Judge, Cuttack, during the absence, on leave, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

Mr. J. Boxwell, Officiating Magistrate and Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

Mr. H. J. H. Fasson, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Mozufferpore, is appointed to act as Magistrate and Collector of Gya, during the absence, on leave, of Mr. J. Boxwell, or until further orders.

Mr. T. D. Beighton, Officiating District and Sessions Judge, Burdwan, is appointed to act as District and Sessions Judge, Patna, during the absence, on leave, of Mr. H. Beveridge, or until further orders.

Mr. S. H. C. Tayler, District and Sessions Judge, Beerbhoom, is appointed to act as District and Sessions Judge, Burdwan, during the absence, on deputation, of Mr. T. Smith, or until further orders.

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেণ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৮৮৮ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।—লিনকলনের রেজিষ্ট্রারের দ্বিতীয় বাটেলিয়ারের লেণ্টেনেন্ট ও বঙ্গদেশের জীয়ুত লেণ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের স্বকীয় মনের অতিরিক্ত মোসাহেব জীয়ুত ডবলিউ, সি, ডবলিউ রালিন্সন সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে পুনঃ সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ আশ্বিন।—গত মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। রাজকাষোপলক্ষে জীয়ুত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার ও হুগলীর এ টিং আডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীয়ুত জে, সি, চার্লস সাহেব বীর কর্মের ভার জীয়ুত ডবলিউ মাকফরসন সাহেবের প্রতি অর্পণ করিবার তারিখ অবধি রাজস্বাধীকৃত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মেদনীপুরের অন্তর্গত তমসুকের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত বাবু উমেশচন্দ্র বট্ট্যাল উক্ত মহকুমায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কর্মতা পাইলেন।

চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশনার জীয়ুত ই, ই, লোইস সাহেব আগামি মে মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখ ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস একুশ দিনের ছুটি পাইলেন।

জীয়ুত ই, ই, লোইস সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী জীয়ুত এচ, জে, এস, কটন সাহেব চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশনারের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাষোপলক্ষে জীয়ুত এচ, জে, এস, কটন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারীর কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাষোপলক্ষে জীয়ুত ডবলিউ, এচ, গ্রিমলী সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার কিয়ৎকালীন জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত এস, এচ, বি, স্ক্রাইফ সাহেব হাবড়ার মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।—গাবড়ার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত বাবু দৈন্দ্রচন্দ্র দিত্ত ২৪ পরগনা জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

কটকের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীয়ুত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণের মন্তব্যমতে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি দুই মাসের অনু-গ্রহের ছুটি পাইলেন।

জীয়ুত জে, বি, ওয়ার্ল্ড সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শাহাবাদের জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত এচ, গিলন সাহেব কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

গয়ার একটিং মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত জে, বঙ্গওয়েল সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীয়ুত জে, বঙ্গওয়েল সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মজফপুরের জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত এচ, জে, এচ, কাসন সাহেব গয়ার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত এচ, বেব্রিজ সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্ধমানের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীয়ুত টি, ডি, বেটন সাহেব পাঁচমার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাষোপলক্ষে জীয়ুত টি, মিশ সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বৈষ্ণবের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীয়ুত এস, এচ, সি, টেলর সাহেব বর্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট সেক্রেট। ১৮৮৪। ১৫ আশ্বিন।]

Mr. B. L. Gupta (Barrister-at-Law), Presidency Magistrate, Calcutta, is appointed to act as District and Sessions Judge, Beerbhoom, during the absence, on deputation, of Mr. S. H. C. Tayler, or until further orders.

Moulvie Syud Ameer Hossein, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Per-gunnahs, is appointed to act as Presidency Magistrate, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. B. L. Gupta, or until farther orders.

POLICE.—*The 3rd April 1884.*—Colonel C. T. Hitchins, late District Superintendent of Police, Cuttack, was on leave, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, from the 5th to the 26th ultimo, both days inclusive.

The 4th April 1884.—Mr. W. D. Pratt, District Superintendent of Police, 24-Per-gunnahs, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 13th proximo.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Colonel W. Gordon, District Superintendent of Police, Howrah, is allowed leave for six months, under Rule XXV, appendix C1 of the Military Furlough Rules of 1868, with effect from the 1st proximo.

Mr. P. A. Sandilands, Assistant Superintendent of Police, Howrah, is appointed to act as District Superintendent of Police, Howrah, during the absence, on leave, of Colonel W. Gordon, or until further orders.

REGISTRATION.—*The 3rd April 1884.*—Pundit Debi Prosad, Special Sub-Registrar of Chupra, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 20th instant.

OPIMUM.—*The 3rd April 1884.*—The orders of the 9th February 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 27th idem, granting three months' privilege leave to Mr. J. D. Savi, Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, Behar Agency, and appointing Mr. H. F. Drummond, to act for him, are cancelled.

MEDICAL.—*The 3rd April 1884.*—Baboo Otool Chunder Chuckerbutty is appointed to be a member of, and Assistant Secretary to, the committee for the management of the Bundipore Dispensary in the Serampore sub-division of the Hooghly district, *vice* Baboo Rammoy Roy, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the committee for the management of the charitable dispensary at Bhola, in the district of Backergunge:—

Baboo Hemango Chandra Bose, First Munsif.

„ Radha Charan Roy, Second Munsif.

„ Raj Chandra Roy, Police Inspector.

Moulvi Abdus Salem, Rural Sub-Registrar.

Baboo Ananda Chandra Chatterjee, Sub-Divisional Head Clerk.

Munshi Alimuddeen, Mukhtear.

Baboo Ishan Chandra Banerjee, Pleader.

„ Mohini Mohan Bagchi, Overseer.

FORESTS.—*The 8th April 1884.*—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong Division, is granted three days' privilege leave, in extension of the one month granted to him on the 15th January 1884.

MUNICIPAL.—*The 29th March 1884.*—Baboo Trigunanund Upadhyaya is appointed to be a Commissioner of the Chupra Municipality in the district of Sarun.

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জি.বু.এস, এচ, সি, টেলর সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, (বারিফোর-আটল) জি.বু.বি, এল, ও.প্র, বী, ক্লেক ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন কন্স্টেবল কর্তৃক নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জি.বু.বি, এ.ও.প্র. অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি.বু.মৌলবী সৈয়দ আমর হুসেন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কর্তৃক বর্তে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—কটকের পোলীসের হুতপূৰ্ণ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল জি.বু.সি, টি, হি.জি. সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে গত মাসের ৫ তারিখ অবধি ২৬ তারিখ পর্যন্ত ছুটি লইয়া ছিলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ আশ্বিন।—২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জি.বু.ডবলিউ, ডি, এ.ট. সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মাসের ৩ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জি.বু.ডবলিউ, ডি, এ.ট. সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের আসিষ্টেণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জি.বু.জে, এ, সি, আইড সাহেব উক্ত জি.বু. পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কর্তৃক করিতে নিযুক্ত হইলেন।

হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল জি.বু.ডবলিউ, গর্ডন সাহেব ১৮৮৮ সালের মিলিটারী নিয়মিত ছুটির বিধির ৫১ পারশিফে পাতের ২৭ ধারামতে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি ছয় মাসের ছুটি পাইলেন।

কর্ণেল জি.বু.ডবলিউ, গর্ডন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার পোলীসের আসিষ্টেণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জি.বু.পি, এ, মাদনামোহন সাহেব হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কর্তৃক করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্ট্রী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—চাপরার বিণেশ সব-রেজিষ্ট্রীর জি.বু.পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটি পাইলেন।

আফীন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—বিহার এজেন্সীর অন্তর্গত ডেহতার আফীনের সব-ডেপুটী এজেন্ট জি.বু.জে. এ.ড, সাবি সাহেবকে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি দেওন এবং জি.বু.এস, এল, ড্রামণ সাহেবকে তাঁহার কর্তৃক করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির যে আজ্ঞা গত ৩ আশ্বিন মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গালী গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাঁহা রহিত করা গেল।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—বাবু রামমণ্ড পায়ব মৃত্যু হওয়াতে জি.বু.বাবু অতুল-চন্দ্র চক্রবর্তী কুগলী জিলায় অন্তর্গত জিরামপুর মহকুমার সানিল বন্দীপুর ঔষধালয়ের কার্য্যনির্বাহক কমিটির মেম্বর ও আসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত স্থানগুলি বাধরগঞ্জ জিলায় অন্তর্গত ভোলায় দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যনির্বাহক কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

- প্রথম মুন্সেফ জি.বু.বাবু হেমচন্দ্র বসু।
- দ্বিতীয় মুন্সেফ জি.বু.বাবু রাধাচরণ রায়।
- পোলীসের ইন্স্পেক্টর জি.বু.বাবু রামচন্দ্র রায়।
- গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রার জি.বু.মৌলবী আবদুল সালেম।
- মহকুমার হেড ক্লার্ক জি.বু.বাবু আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- মোস্তাফা জি.বু.মুন্সী আলিমদীন।
- উকীল জি.বু.বাবু কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ওবরাসরর জি.বু.বাবু মোহিনীমোহন বাগ্গী।

বন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।—উত্তরাংশ খণ্ডের একটি ডেপুটী বনরক্ষক জি.বু.ডবলিউ এস, গ্রীন সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৫ জানুয়ারিতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৯ মাঘ।—জি.বু.বাবু ত্রিগুনানন্দ উপাধ্যায় সারণ জিলায় অন্তর্গত হাপরা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আশ্বিন।]

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Soory Municipality of Baboo Modon Gopal Singha to be their Vice-Chairman.

Baboo Loke Nanth Chuckerbutty, Second Master, Rajshahye Collegiate School, is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beaulah Municipality.

The 1st April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Nussirabad Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Chandrakanta Ghosh to be their Vice-Chairman.

The 3rd April 1884.—The following gentlemen are re-appointed to be Commissioner of the Hooghly and Chinsurah Municipality :—

Baboo Akhoy Chandra Sircar.	Prince Mahomed Amiruddin.
„ Soebul Chandra Mullic.	Baboo Dwarka Nath Chuckerbutty.
„ Mohendra Chandra Mittra.	„ Lal Behary Dutt.
„ Jadu Nath Set.	„ Nemoye Chand Sil.

ROAD CESS.—*The 31st March 1884.*—Mr. A. Borooah, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Vice-Chairman of the Jessore District Road Committee, *vice* Baboo Saroda Prosad Sarkar, Deputy Magistrate.

Assistant Surgeon Abhoy Kumar Sen, in charge of the sub-divisional dispensary at Cox's Bazar, in the district of Chittagong, is appointed to be Vice-Chairman of the Branch Road Committee at that place.

Baboo Annada Prasad Sen is appointed to be a member of the Rungpore District Road Committee, *vice* Baboo Bhuvan Mohun Roy Chowdhuri.

Mr. H. Lee is re-appointed to be Vice-Chairman of the Sarun District Road Committee.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 29th March 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Pooree Lodging-house Committee for the year 1884-85 :—

- Mr. W. D. Abercrombie, Assistant Superintendent in charge of District Police.
Baboo Kedarnath Biswas, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector.
„ Soshodhar Roy, Head Master of the Zillah School.
„ Ramchand Addya.
„ Tarakant Bidyasagar.
„ Harish Chunder Ghose.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road Committee of Dacca, under section 180 of the Cess Act, 1880, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification in the *Calcutta Gazette*.

1. Whoever encroaches on or damages any part of a district road by cultivating crops or otherwise, and the owner of any cattle found grazing within the boundaries of any such road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

2. Whoever, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman of the Road Committee, causes an obstruction to the traffic on any district road by cutting the same, wholly or partially, for purposes of the irrigation or drainage of adjacent lands, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

[*Government Gazette*, 15th April 1884.]

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—শিউড়ী মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা জীযুত বাবু মনমণীপাল সিংহকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

ব্রাহ্মাঙ্গী কলেজের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক জীযুত বাবু লোকনাথ চক্রবর্তী রামপুর বোয়ালিয়া মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নসিরাবাদ মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা জীযুত বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৩ সাল ৩ এপ্রিল।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হুগলী ও টুচড়া মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

„ „ সুবলচন্দ্র মলিক।

„ „ মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

„ „ যদুনাথ মেটা।

জীযুত শাহজাদা মহম্মদ আমিনুল্লাহ।

„ বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্তী।

„ „ লালবিহারী দত্ত।

„ „ নিমাইচাঁদ শীল।

পঞ্চকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ডেপুটি মাজিস্ট্রেট জীযুত বাবু শাবদাশ্রম সরকারের পরিবর্তে আইন্টে মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত এ. বড়ুয়া যশোহর জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কক্সবাজার মহকুমার ক্রয়দালয়ের কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিস্ট্যান্ট সার্জন জীযুত বাবু অক্ষয়কুমার সেন উক্ত স্থানের শাখাপথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু ভূদনমোহন রায় চাঁধুর পরিবর্তে জীযুত বাবু অন্নদাশ্রম সেন রঙ্গপুর জিলার পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত এচ. লী সাহেব সারণ জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

এফ. বি. পীকক.

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৯ মার্চ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৮৩-৮৪ সালের নিমিত্ত পুরীর বাসাবাড়ী কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডিষ্ট্রিক্ট পোলীসের কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত ডবলিউ,

ডি, আর. রুশি সাহেব।

কিয়ংকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস।

জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক জীযুত বাবু শশধর রায়।

জীযুত বাবু রামচাঁদ আচা।

„ „ তারাকান্ত দিয়ারাগর।

„ „ হরিশচন্দ্র ঘোষ।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মার্চ।—সাপ্রদায়িক অবগতার্থে এদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গাইতেছে যে ঢাকা জিলার পথকমিটি কর্তৃক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে নিম্নলিখিত যে উপবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সেই উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিবেন।

১। কোন ব্যক্তি জিলার পথের কোন অংশে শস্য বুনিয়াদ প্রকারান্তরে তাহা চাপিয়া লইলে বা তাহার হানি করিলে তাহার ও উক্ত পথের সীমার মধ্যে গবাদি চরিতেছে দেখা গেলে তৎক্ষণাত্ ১০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২। কোন ব্যক্তি পথ কমিটির সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিনা নিকটস্থ জমিতে জল সৈঁচবার বা উলংঘা করিবার জন্য জিলার পথের সমুদয় বা কতক অংশ কাটিয়া বা নিজে কার্যের ব্যাঘাত জন্মাইলে তাহার ১০০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ এপ্রিল।]

3. Whoever wilfully causes the destruction and removal of, or damage to, any tree planted on a district road, or to any gabion erected for the protection of the same, or who ever removes any post erected on a district road, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

4. Whoever encroaches on any village road which has been constructed or repaired by the District or the Branch Road Committee from the District Road Fund, by fencing upon or cutting the sides or otherwise, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

5. During the course of repairing any road it shall be lawful for the person in charge of such repairs to forbid traffic from passing over such portion of the roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic and carts can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

6. Whoever obstructs or fills up any portion or the whole of any *khall*, channel, or watercourse of the District Committee, by raising any *bund* for the purpose of catching fish, or for any other object, or by throwing into it any cow-dung, mud, sweepings or any other substance, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884—Whereas a notice was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the following bye-law framed by the District Road Committee of Shahabad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objection has been raised to the said bye-law, it is now notified that the bye-law is confirmed.

Whoever being in possession of or having control over any plants, trees or hedges obstructing, overhanging, or overshadowing any road, and being required by a notice in writing signed by the Chairman or Vice-Chairman of the District Road Committee or any Branch Committee to cut down, prune or trim such plants, trees or hedges, shall neglect or omit to comply with such requisition within the period therein prescribed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to further fine not exceeding Rs. 2 for each day after the imposition of a fine under this bye-law until the requisition is complied with.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—It is hereby notified for general information that in the exercise of the power conferred on him by section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor directs that the ferry over the river Katjooree, at Joypur, in the district of Cuttuck, be struck out of the list of public ferries.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th March 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in accordance with the recommendation of the Commissioner of the Pooree Municipality, made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred on him by section 13 of Act V (B.C.) of 1876, to include within the limits of the Pooree Municipality the places named Matiapara and Mahantsahi, unless good reasons be shown to

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

৩। কোন ব্যক্তি জিলার পথে রোপিত কোন গাছ, কিম্বা তাহা রক্ষার্থকোন বের ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিম্বা জিলার পথে প্রস্তুত কোন স্তম্ভ সরাইলে, তাহার ১০২ টাকার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৪। ডিষ্ট্রিক্ট রোড কণ্ড হইতে জিলার বা শাখা পথ কমিটির দ্বারা প্রস্তুত বা মেরামত করা কোন প্রাথমিক পথ কোন ব্যক্তি বেড়া দিয়া কিম্বা তাহার পাশ কাটিয়া বা প্রকারান্তরে চাপিয়া লইলে তাহার ১০২ টাকার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন পথ মেরামত করিবার সময়ে যে ব্যক্তি মেরামত করিবার তার পান তিনি যে অংশ মেরামত হইতেছে সেই অংশের উপর দিয়া বাণিজ্য কার্যচলন নিষেধ করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ পথের কিরদংশ দিয়া বাণিজ্য কার্য ও গরুর গাড়ী চলিবার স্থান রাখিবেন। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এই রূপ কোন আত্মা অমান্য করিলে তাহার ১০২ টাকার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬। কোন ব্যক্তি মাছ ধরিবার কিম্বা অন্য কোন অভিপ্রায়ের নিমিত্ত বাধ দিয়া কিম্বা গোবর, কাদা, খাটনী কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য ফেলাইয়া জিলার কমিটির কোন খাণের, খাড়ির, বা জলস্রোতের কোন অংশ বা সমুদ্রের বাধা জমাইলে কিম্বা তাহা পূর্ণ করিলে তাহার ১০২ টাকার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—কর বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে শাহাবাদ জিলার পথকমিটির প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডে ২১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, উক্ত উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোন পথ অবরোধকারী বা তাহার উপর স্থলিয়া পড়া বা তদাচ্ছাদনকারী কোন চারার, রকেট বা বেড়ার দখলীকারের কিম্বা তাহার উপর কর্তৃত্ব থাকা কোন ব্যক্তির প্রতি জিলার পথ কমিটির বা কোন শাখা কমিটির সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষরিত লিখিত নোটিস দিয়া সেই চারা রক্ষ বা বেড়া কাটিবার, ছাটিবার বা বা খুড়িবার আদেশ করা গেলে তিনি নোটিসের লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ আদেশমত কার্য করিতে টেনশিল বা জরিপ করিলে তাহার ১০২ মণ টাকার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে এবং এই উপবিধিমতে অর্থদণ্ড ধায়া হইলে পর ঐ আদেশমত কর্ম না করণ পর্যন্ত দিন প্রতি আর ২২ ছুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ ১৮৭৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি কটক জিলার অন্তর্গত জরপুরহ কাটজুরি নদীর খেয়াঘাট রাজকীয় খেয়াঘাটের নির্ধনপত্র হইতে উঠাইয়া দিবার আদেশ করিলেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মার্চ।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, পুরী মুনিসিপালিটি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপরীত কারণ দর্শান না গেলে উক্ত মুনিসিপালিটির সভ্যগণ কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে এবং জিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৩ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে [গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ১১ জুলাই।]

the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality. The places so to be united are bounded as follows:—

On the north by Ticarpara;
On the south by Goondichabari and Balukhund;
On the east by Hulhulia road and Luskurpatna; and
On the west by Koomharpara.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—Whereas a notification dated the 18th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act V (B.C.) of 1880, to the thanas named in the margin, in the district of Tipperah, was published at page 1312, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 26th idem, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the thanas named, within six weeks from the date of the publication of the said notification, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act the Lieutenant-Governor extends the provisions of the Act to the thanas named.

Brahmanbaria.
Nobinagore.
Moradnagar.
Kotwali.
Chandona.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—Whereas a notification, dated the 15th January 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 235 to 277 of Act V (B.C.) of 1876 to the Bhuddessur Municipality, was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th idem, and whereas no objection has been raised to the proposal, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 234 of the Act, the Lieutenant-Governor, on the recommendation of the Commissioners of the Bhuddessur Municipality, sanctions the extension of the provisions of sections 235 to 277 of the Act to that municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a dry earth shed in mohullah Chowdhry Gully, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose land measuring, more or less, 15 cottahs 2 dhoors and 15 dhoorkees of local measurement is required.

The land is bounded on the north by the land and house of Saligram and the house of Gopeenath; on the south by a lane; on the east by the house of Gunpot and the land of Saligram, and on the west by an old Baoli of Baboo Boijnath.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for widening the Hurnaliatolah Lane in the city of Patna,
[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

কার্য করিয়া তিনি মাটিরাপাড়া ও বহুতগাঙ্গী নামক স্থান পুরী মুনিসিপালিটীর মধ্যে পরিবার কাম্পনা করিয়াছেন। যে স্থান উক্ত রূপে সংযোগ করা যাইবে তাহার সীমা এই,—

উত্তর সীমা।—টিকাপাড়া ;

দক্ষিণ সীমা।—গুণিচাবাড়ী ও বামুখণ্ড ;

পূর্ব সীমা।—হলহলিয়া পথ ও লক্ষরপতনা ; এবং

পশ্চিম সীমা।—কুমারপাড়া।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত পাঁচালিখিত কএক খানার ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয়

বাকগবেড়িয়া।
নবীনগর।
মোহাননগর।
কোড়ালী।
চান্দিনা।

৫ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের এক বিজ্ঞাপন এই মাসের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৩১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও, উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি উক্ত কএক খানার উক্ত আইন প্রচলিত করণের প্রস্তাব সম্বন্ধে হয় সপ্তাহের মধ্যে কোন আপত্তি উপস্থিত

করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্যকরিতা তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত কএক খানার প্রচলিত করিলেন।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—ভজেশ্বর মুনিসিপালিটিতে ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৫৫ অবধি ২৭৭ পর্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারির এক বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে, জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ২৩৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্যকরিতা তিনি ভজেশ্বর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরদের অনুরোধক্রমে উক্ত মুনিসিপালিটিতে উক্ত আইনের ২৩৫ অবধি ২৭৭ পর্যন্ত ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীর কার্ঘ্যের নিমিত্ত অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগণার চৌধুরি গলী মহল্লার শুষ্ক মাটির শেড প্রস্তুত করণার্থে পাটনা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেই কার্ঘ্যের নিমিত্ত স্থানীয়মাপের নূনাতিক ৫০ কাঠা ২ ধুর ও ১৫ ধুরকী পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা শালি আমের ভূমি ও বাড়ী, এবং গোপীনাথের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা গলী পথ, পূর্ব সীমা গণপতের বাড়ী ও শালি আমের ভূমি, এবং পশ্চিম সীমা বৈজনাথ বাবুর পুরাতন বাড়ী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্যে কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীর কার্ঘ্যের নিমিত্ত অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগণার পাটনা মহলে হরনালিরাটোলা লেন পরিণত করিবার জন্যে পাটনা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আশ্বিন।]

pergunnah Azimabad, zillah Patna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 6 cottahs and 12 dhoores of local measurement is required. The land is bounded on the north by the Lodikutra lane, on the south by the East India Railway, on the east by the houses of Mussamat Baso, Woozir Malee, Kazee Reja Houssain, Cheragali, Woozirool Haq, Birj Mohunlal, Mungun Kahar, Parijan Jwahirlal and Juggoolal and a temple, and on the west by the existing Hurnaliatolah Lane.

A plan of the land required is filed in the office of the Municipal Commissioners of Patna for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Manickgunge Union for a public purpose, viz for the extension of the municipal tank in the village of Dassora, pergunnah Rajnugger, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 5 beegahs 16 cottahs 13 dhoores of standard measurement, is required. The land is bounded on the north by the Government road and the municipal tank; on the east by the municipal tank and the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy; and on the south and west by the lands of Tara Prasanna and Kali Prasanna Roy.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 31st March 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Rampore Beaulah Municipality for a public purpose, viz. for a road in the village of Boshpara, pergunnah Lushkorpore, zillah Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 cottahs 6½ chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the compound of Gouranga Sundar Mozumdar's house; on the south by the road from Rampore Beaulah to Nattore; on the east by (1) a piece of land occupied by Prasanna Bystami, (2) a piece of waste land belonging to zemindars Keshub Narayan Tagore and others of Sheroil, and (3) lands occupied by Shubid Shekh and Khoaz Shekh; and on the west by a tank belonging to Radha Nath Sarkar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 1st April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz for a Mahomedan burial ground in the village of Patuaparah, Nattore, pergunnah Laskarpur, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 beeghas 4 cottahs and 5 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—On the north by Baher Chouki or outer moat, on the south by the municipal road and drain, on the east by the road cess road, and on the west by Abdul Hakim's jote land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে স্থানীয় মাদ্রাসার স্থান-
ধিক ১১ কাঠা ১২ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পৌরসভার সীমানা;
দক্ষিণ সীমা ইষ্ট গুয়া রেলওয়ে; পূর্ব সীমা মসজিদ বাগিচা, উত্তর সীমা, কাজি রেজা হুসেন, চেরাগালী,
উজ্জীলহক, ব্রজ মোহন দাল, মঙ্গল কাহার, পরিজন জওয়াহির দাল এবং জগলালের বাড়ী ও এক
মন্দির এবং পশ্চিম সীমা বহুমান হরিমালীরাটোলা রাস্তা।

এরোক্ত ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্য পাটনার মুনিসিপল কমিশনারদের আকীনে
রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত রাজমহল পরগনার
মশোরা গ্রামে মুনিসিপল পুষ্করিণী বাড়ানোর জন্য মানিকগঞ্জ গ্রাম সমাহারের অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট
কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জুয়ু লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ
হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে কতিমত স্থানীয় ১৫১
কাঠা ১৩ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্ণমেন্টের পথ ও মুনিসি-
পল পুষ্করিণী, পূর্ব সীমা মুনিসিপল পুষ্করিণী এবং তারাপুর ও কালীপুর রাস্তার ভূমি, দক্ষিণ ও
পশ্চিম সীমা তারাপুর ও কালীপুর রাস্তার ভূমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে
এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লক্ষরপুর পর-
গনার বোসপাড়া গ্রামে পথ করিবার জন্য রামপুর বোয়ালীয়া মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক
ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জুয়ু লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে
এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে কতিমত স্থানীয় ১৩১০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড
ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গৌরান্দার মজুমদারের বাড়ীর হাট, দক্ষিণ সীমা রামপুর
বোয়ালীয়া অবাধি নাটোর পর্যন্ত পথ, পূর্ব সীমা (১) প্রসন্ন টেকবারা দখলী এক খণ্ড ভূমি, (২)
সেইরেলের কেশবনারায়ণ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত জমিদারদের পতিত এক খণ্ড ভূমি ও (৩) শুবিদ পথ
ও খোয়াত গেথের দখলী ভূমি, এবং পশ্চিম সীমা রাধানাথ সরকারের পুষ্করিণী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে
এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১ এপ্রিল।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত লক্ষরপুর
পরগনার নাটোরের পটুখাপাড়া গ্রামে মুসলমানদের কবরস্থানের জন্য নাটোর মুনিসিপালিটির
অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জুয়ু লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট
এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে কতিমত স্থানীয় ১/৪১/
ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই—উত্তর সীমা বাহির চৌকী, দক্ষিণ সীমা
মুনিসিপল পথ ও মন্দির, পূর্ব সীমা পথের পথ, এবং পশ্চিম সীমা আব্দুলহাকিমের ঘোড় ভূমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1889 A.

The 7th April 1884.—Mr. E. F. Ainslie, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sungoo, Chittagong Hill Tracts, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 31st March 1884.*—Baboo Kalinath Dhur, Second Munsif of Narail, in the district of Jessore, is allowed leave for 3 months, under section 73, Civil Leave Code, viz. 15 days on full pay under rule 3, and 2 months and 15 days on half pay under rule 1, with effect from the 17th February 1884.

The 3rd April 1884.—Baboo Koylash Chundra Mozumdar, Second Munsif of Bagirhat and Khulna, in the district of Jessore, is allowed leave for one month, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884, or from such date as he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 31st March 1884.—The Lieutenant-Governor directs that the following rule be substituted for Rule 3 of the Supplementary Rules under the Indian Arms Act, XI of 1878, published in the *Calcutta Gazette* of the 26th March 1879 :—

Monthly returns of the stock and sales of each license-holder shall be submitted by Sub-Divisional Magistrates to the District Magistrate in the form prescribed above. From these monthly returns half-yearly statements shall be submitted by District Magistrates to Commissioners of Divisions and the Inspector-General of Police. The Inspector-General of Police will submit to Government a complete half-yearly return for the entire province, excluding the town of Calcutta. A similar half-yearly return for Calcutta shall be submitted by the Commissioner of Police.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 1st April 1884.—In continuation of notification, dated 3rd December 1883, which appeared in the *Calcutta Gazette* of 12th December 1883, Part I, page 1256, transferring thanas Kalianganj and Gokurn from the sudder sub-division of Moorshe-
dabad to the sub-divisions of Lalbagh and Kandi respectively, in the district of Moorshe-
dabad, the Lieutenant-Governor is pleased, in the exercise of the power vested in him by section 18, Act VI of 1871, to make similar alterations in the local jurisdictions of the sudder munsifi and of the munsifs of Lalbagh and Kandi in order to render the munsifis and sub-divisions conterminous. The munsifis in question will accordingly be constituted, as follows :—

<i>Munsifis.</i>	<i>Thanas.</i>
Sudder munsifi of Moorshe- dabad (head- quarters at Berhampore) ...	{ Sujaganj.
	{ Gorabazar.
	{ Barwa.
	{ Goas.
	{ Nowada.
	{ Hariharpara.
	{ Daulatbazar.
	{ Jellinghi.
	{ Kalianganj.
	{ Shahanagur.
Lalbagh (head-quarters at Lalbagh) ...	{ Manullabazar.
	{ Assanpur.
	{ Bhagwangola.
	{ Sagardighi (independent outpost).
	{ Gokurn.
Kandi (head-quarters at Kandi) ...	{ Khargaon.
	{ Bharatpore.
	{ Kandi.

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট ।

১৮৮৯ A নম্বর ।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন ।—উত্তরাধিকার পরীক্ষার প্রদেয় অস্ত্রের সঙ্গর ক্রিয়াকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জুড ই. এক, একসমী সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

মুন্সেফদের ছুটি ।—১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।—যশোহর জিলার অস্ত্রের সঙ্গর ক্রিয়াকালীন দ্বিতীয় মুন্সেফ জুড বাবু কালীনাথ ধর সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৭৩ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন, অর্থাৎ ৩ একরনমতে পূর্ণ বেতনে পনের দিনের ও ১ একরনমতে অর্ধেক বেতনে দুই মাস পনের দিনের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন ।—যশোহর জিলার অস্ত্রের সঙ্গর ক্রিয়াকালীন দ্বিতীয় মুন্সেফ জুড বাবু কালীনাথ ধর সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৭৩ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন, অর্থাৎ ৩ একরনমতে পূর্ণ বেতনে পনের দিনের ও ১ একরনমতে অর্ধেক বেতনে দুই মাস পনের দিনের ছুটি পাইলেন ।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৩১ মার্চ ।—জুড লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৯ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখের বাঙ্গালা গেজেটে প্রকাশিত ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে প্রণীত অতিরিক্ত বিধির ৩ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারা দ্বারা আদেশ করিলেন ।

মহকুমার মাজিস্ট্রেটেরা উপরোক্ত পাঠে প্রত্যেক জন লাইসেন্স হারির যৌক্তিক প্রদোষ ও বিক্রয়ের বাসিক রিটর্ন জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন । জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবেরা এই মাস বাসিক রিটর্ন হইতে বাৎসরিক বিবরণপত্র প্রস্তুত করিয়াথকের কাগজপত্র সাহেবের ও পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনারেল সাহেবের নিকট পাঠাইবেন । পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনারেল সাহেব কলিকাতা নগরতির সমস্ত প্রদেশের সম্পূর্ণ বাৎসরিক রিটর্ন গবর্নমেন্টে পাঠাইবেন । পোলীসের কমিশনার সাহেব কলিকাতার প্রদেশ বাৎসরিক রিটর্ন পাঠাইবেন ।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন ।—মুন্সিফদার জিলার অস্ত্রের সঙ্গর ক্রিয়াকালীন সদর মহকুমার হইতে কালিয়াগঞ্জ গোবর্ন পানাক্ষমার লালবাগ ও কান্দি মহকুমা ভুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ৩ ডিসেম্বরের যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বরের বাঙ্গালা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তদতিরিক্ত জুড লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭১ সালের ১ আইনের ১৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কাগ্য করিয়া তিনি মুন্সেফীর ও মহকুমার সীমা সন্ধান করণার্থে সদর মুন্সেফীর এবং লালবাগ ও কান্দি মুন্সেফীর স্থানীয় বিচারাদিভ্যন্তর ও তদ্রূপ পার্যন্তন করিলেন । সুতরাং উক্ত মুন্সেফী গুলি নিম্নলিখিত রূপ হইবে ।—

মুন্সেফী ।

ধান ।

মুন্সিফদারদের সদর মুন্সেফী (সদর স্থান ২৪৪৫ পৃষ্ঠা) ...

মুজাগঞ্জ ।
গোরা বাজার ।
বারওয়ার ।
গোয়াম ।
মওয়ারদা ।
হরিহরপাড়া ।
দৌলত বাজার ।
জগদী ।

লালবাগ (সদর স্থান লালবাগে)

কল্যাণগঞ্জ ।
লালমগর ।
মাহুলা বাজার ।
আমানপুর ।
ভগবানগোলা ।
মাগদিঘা (স্বাধীন ক্ষেত্র) ।

কান্দি (সদর স্থান কান্দিতে) ...

গোকর্ন ।
ধারগ ।
ভরতপুর ।
কান্দি ।

The Lieutenant-Governor is further pleased to declare under the same law that the transfer caused by the said notification of certain villages (lists A and B) from thana Barwa to thana Bharatpore, and of certain other villages (list C) from thana Barwa to thana Gokurn, will have effect in respect also of civil jurisdiction; that is to say, the villages in question will belong to the jurisdiction of the Kandi Munsifi, within which the thanas of Gokurn and Bharatpore are situated.

F. B. PEACOCK,
Secy to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 3rd April 1884.

No. 155.—*Leave*.—Mr. A. R. Macdonald, Assistant Engineer, second grade, Northern Bengal State Railway, is granted six months' special leave on urgent private affairs, with effect from the 20th instant, or such subsequent date as he may be allowed to avail himself of the same.

No. 156.—*Transfer*.—Mr. C. Von Ahn, Executive Engineer, fourth grade, temporary rank, is transferred from the Benares-Cuttack Railway Surveys to the Northern Bengal State Railway.

The 7th April 1884.

No. 157.—*Leave*.—Mr. L. R. Fraser, Assistant Engineer, second grade, Hazaribagh Division, is granted three months' leave to study the native language, under Public Works Code, chapter II, paragraph 27, with effect from the afternoon of the 26th ultimo.

No. 158.—*Corrigendum*.—In notification No. 150 of the 25th ultimo, for "afternoon" read "forenoon."

IRRIGATION.

The 8th April 1884.

No. 160.—*Notification*.—In accordance with the last clause of section 43 of Act II (B.C.) of 1882, "The Bengal Embankment Act," the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the embankment described below, which is not mentioned in schedule D to Bengal Act VI of 1873, shall be included therein, and shall remain so included as long as the Government is the proprietor of the Panchanogram estate.

Panchanogram Embankment.

This is a continuous embankment, 3 miles and 1,400 feet, more or less, in length, in the Government estate Panchanogram. It commences in village Kalikapore and terminates in villages Shaumbadut and Chowbhanga of pergunnah Calcutta Dehi-Panchanogram.

No. 161.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Collector's office in the village of Anderkilla, thana town, zillah Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 8 beeghas 3 cottahs 18 dhoores 6 chutacks of standard measurement, bounded on the north by the District Engineer's and Collector's office premises, on the west by the Government road leading from Anderkilla to Feringi Bazar, on the south by the Judge's Court premises, and on the east by the Khillah land and Shiblul Tewari's tank, is required within the aforesaid village of Anderkilla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত আইনমতে আরো আদেশ করিলেন যে উক্ত বিজ্ঞাপনমতে (A ও B চিহ্নিত নির্ঘণ্টপত্রে লিখিত) কএক গ্রাম বরগুয়া থানাহইতে তরতপুর থানাত্তক এবং (C চিহ্নিত নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত) অন্য কএক গ্রাম বরগুয়া থানা হইতে গোবিন্দ থানাত্তক করা দেওয়ানী বিচারবিপত্তা সম্পর্কেও ফলবৎ হইবে, অর্থাৎ, উক্ত কএক গ্রাম কান্দির মুজেকী বিচারবিপত্তোর মধ্যে হইবে, কেননা এই মুজেকীর মধ্যে গোবর্গ ও তরতপুর থানা আছে।

এফ. বি. পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে।

১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।

১৫৫ নম্বর।—ছুটি।—বঙ্গদেশের উত্তরদিগের স্টেট রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রমীর আসিফাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার জীবিত এ. আর. মাকডনাল্ড সাহেব নিজের বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যের নিমিত্তে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণের অনুমতি পান তদবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটি পাইলেন।

১৫৬ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—চতুর্থ শ্রমীর কিয়ৎকালীন একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জীবিত সি. ডন আহনু সাহেব বেনারস কটক রেলওয়ে সর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশের উত্তরদিগের স্টেট রেলওয়েতে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।

১৫৭ নম্বর।—ছুটি।—হাজারীবাগ থণ্ডের দ্বিতীয় শ্রমীর আসিফাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার জীবিত এল. আর. ফেলস সাহেব এদেশীয় ভাষাভাষ্য করণার্থে পাবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ে ২৭ ধারামতে গত মাসের ২৬ তারিখের অপরাহ্ন অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

১৫৮ নম্বর।—অশুদ্ধশোধন।—গত মাসের ২৫ তারিখের ১৫০ নং বিজ্ঞাপনে “ অপরাহ্ন ” শব্দের পরিবর্তে “ পূর্বাহ্ন ” শব্দ পাঠ করিতে হইবে।

১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।

অনুলেচন বিষয়ক।

১৬০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের বীধ বিষয়ক ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৪৩ ধারার শেষ প্রকরণমতে এই আদেশ করিলেন, যে, নিম্নলিখিত যে বীধ ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের D চিহ্নিত ওকসোলে লেখা যায় নাই, তাহা তদ্ব্যযো ধরা যাইবে এবং গবর্নমেন্টে যত দিন পঞ্চাশ গ্রাম ইফেটের মালিক থাকেন তত দিন তাহা তদ্ব্যযো থাকিবে।

পঞ্চাশ গ্রাম বীধ।

পঞ্চাশ গ্রাম গবর্নমেন্ট ইফেটে এই বীধ ন্যূনাত্মক ৩ মাইল ১৪০০ ফুট দীর্ঘ এক টানা বীধ। ইহা কালিকাপুর গ্রামে আরম্ভ হইয়া কলিকাতা পরগনার ডিবি পঞ্চাশ গ্রামের শৌখাদ ও চৌভাঙ্গা গ্রামে শেষ হয়।

১৬১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নহর থানার আধারকিল্লাগ্রামে কালেক্টরের আফিস করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমিসংগ্রহ আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবিত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে উক্ত আধারকিল্লা গ্রামে কতীমতে ন্যূনাত্মক ৮/১০ কাঠা ১৮ ধুর ৮ ছতাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও কালেক্টর সাহেবের আফিস বাড়ী পশ্চিম সীমা আধারকিল্লা অবধি কিরিদিয়াঙ্গর পর্যন্ত যাইবার গবর্নমেন্টের পথ, দক্ষিণ সীমা অজ সাহেবের আদালত বর, এবং পূর্ব সীমা খিল্লা অফিস ও শিবলাল তেওয়ারির পুকুরনী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, মীল, মেজর, এম. এস, সি,
পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৫ আশ্বিন।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 15, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন।

PART VIII.
ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।
ইশতিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই জেলাতে ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

ক্রমিক সংখ্যা	জিলা।	৮০ তোলায় সেরের হিসাবে														
		গম।			ষট।			তাল চাউল।			সামান্য চাউল।			কচু ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের চিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের চিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের চিটন	এই সপ্তাহের চিটন	এই সপ্তাহের এই সপ্তাহের চিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের চিটন	এই সপ্তাহের চিটন	এই সপ্তাহের এই সপ্তাহের চিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের চিটন	এই সপ্তাহের চিটন	এই সপ্তাহের এই সপ্তাহের চিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের চিটন	এই সপ্তাহের চিটন	এই সপ্তাহের এই সপ্তাহের চিটন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের চিটন

বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ জিলা।

	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ
১ বর্ধমান ...	৮	৮	৮ ১/২	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
২ বীরভূম ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৩ বীরভূম ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৪ মেদিনীপুর ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৫ হুগলী ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৬ পূর্ববঙ্গ ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮

বঙ্গদেশের জিলা।

	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ	সেৱ
৭ কলিকাতা ...	৮	৮	৮ ১/২	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৮ ২৪ পরগণা ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৯ বনগাঁও ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১০ বুঢ়াবা ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১১ বনগাঁও ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১২ বনগাঁও ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৩ বনগাঁও ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৪ বনগাঁও ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৫ বনগাঁও ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৬ বনগাঁও ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১৭ বনগাঁও ...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮

ক। বনগাঁও লবণের খুড়ার মত টাকার এই—কালিয়ার ১১ সের, কাঁচিয়ার ১০ সের এবং রাণীগঞ্জে ১০ সের।

খ। মিষ্টিপুর বনগাঁও লবণের খুড়ার মত টাকার ১০ সের।

গ। বনগাঁও লবণের খুড়ার মত টাকার ১২ সের।

ঘ। বনগাঁও লবণের খুড়ার মত টাকার এই—বাগানে ১৪ সের এবং কাঁচিতে ১২ সের।

ঙ। এই—আলাদাভাবে ১০ সের, জোড়পুরে ১০ সের।

চ। এই—বারান্দা ও বনগাঁওতে ১০ সের, বাগানপুরে ১২ সের, বনগাঁও ১২ সের, কলিকাতাতে ১০ সের।

ছ। এই—কুড়িয়ার ও চুড়িয়ার ১০ সের, মেহেরপুরে ১০ সের এবং রাণীগঞ্জে ১২ সের।

ଅବଧି ଓଡ଼ିଶାଦି ଧାର୍ଯ୍ୟତା ଓ ଆନାମି କାଠ ଓ ନବନ ଧୂଆଁରୀ ବିକାୟର ବାଜାର ଦର ।

हे।कारि सक्त ना।उर। वार ।

৪০ সেতুর ধনের
থাকে শিকারের দর।

এই সপ্তাহের দিটন	রানী বা বিক্রম উচা।	কবেয়া।	ছোনি।	উদ্যমি কটি।	সবন	সবন।
ইচ্চা পূর্ণ সপ্তাহের দিটন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিটন						
এই সপ্তাহের দিটন						
ইচ্চা পূর্ণ সপ্তাহের দিটন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিটন						
এই সপ্তাহের দিটন						
ইচ্চা পূর্ণ সপ্তাহের দিটন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিটন						
এই সপ্তাহের দিটন						
ইচ্চা পূর্ণ সপ্তাহের দিটন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিটন						
এই সপ্তাহের দিটন						
ইচ্চা পূর্ণ সপ্তাহের দিটন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিটন						
এই সপ্তাহের দিটন						
ইচ্চা পূর্ণ সপ্তাহের দিটন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিটন						

॥ ५५८ ॥ चिन्मयिकृतं ज्ञानम् ।

[illegible]

ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।

[illegible]

অ। সঠিক'কারি ৭ ম'সীর'টি সহকৃপায় লব্ধ। ১০ বু'র'বা'দ' ১০ টা'স'রি ১২ সে'র'।

ଅ। ସହକାରୀ ଚଳ ଶ୍ରୀ ରାମ ନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ପଦ୍ୟ — ଶ୍ରୀନିବନ୍ଧ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧୨ ମେଘ ଏବଂ ବର୍ଷାଋତୁ । ୧୯୫୫ ।

ଅଫି. ନଂ ୧୩ ଓ ନ. ୧ । ଡୁଇସେଲ୍‌ସ୍‌ବର୍ଗ୍‌ର ଶୁଭରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ୧୨ ମେ ୧ ।

ট। যথোক্ত পল্লব পুস্তক ১০ টাকার। এই—১০ টাকা দ্বি. ২ সে. ৬২২ পল্লবপুস্তক ১২ সে. ১

১। শ্রী ১৭ নং অধ্যায় ১৩ সেক।

৩। অসীমের বহুলাংশ অগুণত ক্রিয়ামেটের লবণের সংক্রমণের উপস্থিতিতে।

ক্রমিক নং।	জিলা।	১০ ডোলাস সেরের হিসাবে																	
		গম।			বর।			ডাল চাউল।			সাধারণ চাউল।			কুণ্ড ও মজরা।			চৌলস ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন

পূর্বদিকস্থ জিলা।

ক্রমিক নং।	জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	চাঁকা ...	১১	১৫	১৪	১৬	১৬	১৪	১০	১০	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
১৯	করীদপুর ...	১২	১২	১২	১৫	১৫	১৫	১৪	১০	১২	১৫	১৪	১৪	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
২০	বাকরগঞ্জ	১৫	১৫	১২	১৫	১৫	১০	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
২১	মরমসিংহ ...	১০	১০	১২	১২	১২	১৫	১৪	১৪	১০	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
২২	চট্টগ্রাম ...	১২	১০	১২	১০	১৪	১০	১৭	১২	১২	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
২৩	বগুড়াখালী	১৬	১৬	১২	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
২৪	ত্রিপুরা ...	১০	১০	১২	১৪	১০	১০	১৭	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
২৫	চট্টগ্রামের পূর্ব দিকস্থ জিলা	১০	১০	১০	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
২৬	ত্রিপুরা গার্ড ...	১২	২	১০	১০	১০	১০	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫

বেহার।

ক্রমিক নং।	জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৬	পাটনা ...	১২	১০	১৭	১৫	১৫	১২	১০	১০	১৪	১৫	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৭	গয়া ...	১৭	১৬	১২	১২	১৫	১০	১০	১০	১২	১৪	১৪	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
২৮	সাধাবাদ ...	১৮-১০	১৭-১০	১৮	১৪	১৫	১৫	১৫	১৫	১০-১০	১০-১৪	১৫-১০	১৫-১০	১৪	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
২৯	দারভাঙ্গা ...	১০	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৩০	বাকরগঞ্জ ...	১৭	১৭	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৩১	সারন ...	১৭	১৭	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৩২	সাম্পারন ...	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৩৩	মুন্সের ...	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৩৪	শালপুর ...	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫

চ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২।—ম নিঃগঞ্জে ১৫ সের, মুন্সীগঞ্জে ১০।১৫ সের ও সাধারণগঞ্জে ১০ সের।

ঘ। গৌরালন্দ ও বাদরীপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

জ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২।—পারোওপুরে ১৫ সের, পটুয়াখালিতে ১০।১৫ সের ও জোয়ার ১০ সের।

ঝ। এই এই —কিশোরীগঞ্জে ১০।১৫ সের, আটপাড়া ১২ সের, আমালপুরে ১৫ সের
নেত্রকোণায় ১২। সের।

ন। কজুরীয়ার মহকুমায় ডাল চাউল ১৭ সের, সাধারণ চাউল ১০ সের, আলানী কাঠ ৫।৪ সের এবং লবণ টাকায় ১০
সের বিক্রয় হইতেছে।

দ। মন্সসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের অবধি ১২ সের পর্যন্ত।

ক। ব্রাহ্মণবেড়িয়া ও চাঁপু মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২। সের।

ଡାକାର ସବୁ ମାତ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟ ।

৩০ সেপ্টেম্বর বঙ্গের
খোদক নিলুয়েন দর

[illegible]

१. गुरुनि ५ विना ।

[illegible]

ବେଢ଼ୀ ।

...	116	112	62	116	115	1121	210	210	310	101	104	1011	244	310	39	পাটবাঁ।
...	112	113	113	810	810	810	11	11	12	310	310	310	গহী।
...	1121	...	112	115	...	118	110	116-112	31	21	310	12	1211	1211	31	21	31	খাওয়াবাঁ।
110-110	112	210	110-110	110-110	62	110	...	110	213	81	81	12	12	11	3111	3111	3111	হাতিতলা।
...	1101	110	21	12	12	112	2110	3110	3110	12	12	12	210	210	210	বকরপুর।
116	118	62	110	110	62	110	110	113	81	81	81	111	11	11	310	310	310	গরিদ।
...	112	112	21	12	11	110	111	11	11	310	210	31	চন্দ্রাবন।
...	110	110	110	110	110	110	213	213	312	102	121	121	244	312	312	বুড়ের।
...	110	110	110	110	110	110	3111	3111	3111	111	111	111	31	31	31	ভাগলপুর।

৭। নবদেহে সবণের খুজরা: দ্র টাকার ৩ সের ।

ক। ২২কুমার সর্বশ্রেষ্ঠ মুজারী মর টোকায়া এইর :-—গা গীরায়ে ১২ সেহ, বজায়ে ১১ সেহ এবং ভবুয়ায় ১১ সেহ ।

১- ডাঙ্গপুরে ১২ সেতু ও মধুবনীতে ১১ সেতু।

১—গোভামণ্ডিতে ১১ সের ও চা। অপুরে ১২। ২—বকরসনে কখন
চাঁচায় ১০ সের অশ্বি ১২ সের পদ্যন্ত বিক্রয় হয়।

—সেওরাসে। ১০ সের ও গোপালগঞ্জে ১২ সের।

৪। অক্ষাঃ। সে লবণের শুষ্কতা মর টাঁকায় ।০ সের অবধি । ২। সের পর্যন্ত ।

সংখ্যা : মহানগর পৌরসভা চুক্তি নং টীকাঃ এই-২—বেঙ্গলহাইরে ১৯ সেত ও জম্মুইরে ১৯১০ সেত ।

১২। এই — বীকান ১২ সের, সুপোনে ১২ সের এবং বকেপুরার ১০। সের, ।

[গণপদ্যেতে ১৭ ক্রম : ১৮৮ : ১৫ আশ্রিত।]

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

খণ্ড	জিলা।	গণ।			ঘর।			তাল চাউল।			নাখান্য চাউল			কমু ও বাজরা।			চোলমু ও জোয়ার।		
		এই সজাংয়ের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজাংয়ের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজাংয়ের রিটর্ন	এই সজাংয়ের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজাংয়ের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজাংয়ের রিটর্ন	এই সজাংয়ের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজাংয়ের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজাংয়ের রিটর্ন	এই সজাংয়ের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজাংয়ের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজাংয়ের রিটর্ন	এই সজাংয়ের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজাংয়ের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজাংয়ের রিটর্ন	এই সজাংয়ের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজাংয়ের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজাংয়ের রিটর্ন

বেহার।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৩৫	পুরনিয়া ..	১৭	১৪	১৭	১৬	১৬	১৮	১৪	১৪	১১
৩৬	খালদহ ..	১১	১১	১৮	১১	১২	১১	১২	১৫	১০	১০
৩৭	মৌলভীবাজার ..	১৩	১৭	১৫	১৪	১০	১৬	১৭	১৭	১২

উড়িষ্যা।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৩৮	কটক ..	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩৯	পুর্নী ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪০	বালেশ্বর ...	১৮	১৮	১৮	১০	১৬	১৬	১৬	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১

কোট লীগপুর।

মকিন-পশ্চিমবঙ্গের এজেন্ট।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৪১	বাজারবাগ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪২	দোবারডাঙ্গা ...	১৮	১৮	১৮	১০	১০	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪৩	সিংহভূম ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৪৪	দামড় ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৬	১৬	১৬	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২

* মকসলে সামান্য চাউলের গুজরা দর টাকায় ১১৩।৮ সের অবধি ১১৩।০ সের পর্যন্ত।

বঃ। মকুমায় লবণের গুজরা দর টাকায় এইহ—কুমগঞ্জ ১০ সের, অরুণিয়া ১২ সের।

বঃ। মকুমায় লবণের গুজরা দর টাকায় এইহ—দুগুণ্ডে ১২।১ সের দুখায় ১২ সের, এবং গদায় ১২ সের।

কলকাতা,

১৮৮৪ সাল, ৮ অপ্রিল।

টাকার বড় পাওয়া যায়।

৪০ সেরের মণের
থেকে বিক্রয়ের দর।

রাগী বা মাকী ও চীমা।	জম্বেরা।	ছোলা।	জালানিকাত।	সবণ।	সবণ।
এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন
ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন
ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন
ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন
ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন
ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন
ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন
ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন
ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ণ সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন

জিনা।

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	পূরনিরা।
...	১৭	১৭	৮	৪	৪	৪	১০	১০	১০	১০	৩১০০	৩১০০	৩১০০	...
...	১২	৮	১০	৩	৪	৩	১২	১২	১২	১২	৩১০	৩১০	৩১০	বালদহ।
...	৮	৮	৬৫	১৬	১৬	১৭	১০	১০	৪	১২	১০	১২	১০	৩১০	৩১০	৩১০	সাঁওতাল পদগা।

উড়িষ্যা।

১০১	১৪১০	১৩৬	১৩১০	১৩১০	১২১০	২	২	২	১৪	১৪	১৪	২৫০	২৫০	২৫০	কটক।
...	১১২	১১০	১১০	২	২	২	১৬	১৬	১৬	...	২১০০	২১০০	পুর্নী।
...	১৪	১০	১৬	৩	২৫০	৩	১২৫	১২	১২	৩৫০	৩৫০০	৩৫০	বালেশ্বর।

ছোট মাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।

১১৬	১১২	১১৭	১৬	১৮	১১৪	১৭	১৬	১৮	৮	৮	৩	১০১	১২	১২	৩১০	৩১০	৩১০০	হাজারীবাগ।
১১৮	১১৮	১১৮	১৮	১১০	১২	১৬	১৮	১৬	২১০	২১০	৩	১০	১২	১০	৩১০০	৩১০০	৩১০০	সোহাগুড়া।
...	১৬	১৬	১৪	৪	৪	৪	৮	৮	১২	৪৭	৪৭	৩৫০	সিংহভূম।
...	১৮	১৭	১৭	১২	৩	৩	৩	১০১	১০১	১০১	৩১০	৩১০	৩১০০	বাবুজ।

য৫। ভদ্রক মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১৮ সের।

য৬। গিরদ্বী মহকুমায় অন্তর্গত (খরকদিহায়) লবণের খুজরা দর টাকায় ১১১ সের।

য৭। গোবিন্দপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

কোলমাম বেকলে,

বঙ্গদেশের সর্বমহোদয়ের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব

নং	স্থান	১০ সেপ্টেম্বর															
		পয়সা			হাতি			জান চাউন			সীসা			কম ও বাজার			
		এই গজাঘরের চিহ্ন	ইহার পূর্বে গজাঘরের চিহ্ন	গজ বহনদের এই গজাঘরের চিহ্ন	এই গজাঘরের চিহ্ন	ইহার পূর্বে গজাঘরের চিহ্ন	গজ বহনদের এই গজাঘরের চিহ্ন	এই গজাঘরের চিহ্ন	ইহার পূর্বে গজাঘরের চিহ্ন	গজ বহনদের এই গজাঘরের চিহ্ন	এই গজাঘরের চিহ্ন	ইহার পূর্বে গজাঘরের চিহ্ন	গজ বহনদের এই গজাঘরের চিহ্ন	এই গজাঘরের চিহ্ন	ইহার পূর্বে গজাঘরের চিহ্ন	গজ বহনদের এই গজাঘরের চিহ্ন	গজ বহনদের এই গজাঘরের চিহ্ন
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা ...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
২	নেত্রাজঙ্গ ...	২৫০	২৫০	২৫০	৪১০	৪২০	৪৩০	২৫০	২৫০	২৫০
৩	ঢাকা ...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
৪	বাকরিগঞ্জ	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
৫	টুঙ্গাব ...	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০
৬	পাটবা ...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০
৭	বালেশ্বর ...	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
৮	পুরী	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
৯	কটক ...	২৫০	২৫০	২৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ৮ জুলাই।

দুই সপ্তাহ অধি উক্তাদি খাদ্যাদ্য ও আনানি কাষ্ট ও গবন খোকে বিক্রয়ব বাসার হয়।

বনের দর।

কোলন ও জোয়ার।			রাগি বা বাড়তি ও চীম			জমেরা			ছোলা।			আলি' য কাক।			সবন।			একর।
এই সপ্তাহের বিটর্ন	উক্ত পূর্ক সপ্তাহের বিটর্ন	গত বছরের এই সপ্তাহের বিটর্ন	এই সপ্তাহের 'হটর্ন	ইহা ও পূর্ক সপ্তাহের 'হটর্ন	গত বছরের এই সপ্তাহের 'হটর্ন	এই সপ্তাহের 'হটর্ন	ইহা ও পূর্ক সপ্তাহের 'হটর্ন	গত বছরের এই সপ্তাহের 'হটর্ন	এই সপ্তাহের 'হটর্ন	ইহা ও পূর্ক সপ্তাহের 'হটর্ন	গত বছরের এই সপ্তাহের 'হটর্ন	এই সপ্তাহের 'হটর্ন	ইহা ও পূর্ক সপ্তাহের 'হটর্ন	গত বছরের এই সপ্তাহের 'হটর্ন	এই সপ্তাহের 'হটর্ন	ইহা ও পূর্ক সপ্তাহের 'হটর্ন	গত বছরের এই সপ্তাহের 'হটর্ন	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২৭	২৭	১১০	২৭	২৭	১১০	২৬০	২৬০	২৬০	১৬৩	১৬৩	১৬৩	২৬০	২৬০	১১০	কলিকাতা।
...	২৬০	২১১	২১০	৩১০	৩৭	৩১৬	মেরিগঞ্জ।
...	২১০	২৬০	২১৬০	১৬০	১৬০	১৬০	৩৬০	৩৬০	১০	চাঁকা।
...	২১০	২১০	২৭	১৬০	১৬০	১৬০	৩৭	৩৭	২৬০	বারিগঞ্জ।
...	৩৭	৩৬০	২১০	১৬৩	১৬৩	...	৩১০	৩১০	৪১০	চট্টগ্রাম।
...	১১৬০	১১৬	১১৬০	১১৬০	১১৬০	১১৬০	১১৬০	১১৬০	১১৬০	১১৬০	১১৬০	১১৬০	নাটক।
...	২৬০	২৬০	২১৬০	১০	১৬০	১৬০	৩১০	৩৬০	৩৬০	বালেশ্বর।
...	২১৬০	১৬০	২৬০	পুরী।
...	৩১৬০	৩৭	১১৬০	১১৬০	১১৬০	১১৬০	১১৬০	১১৬০	২৬০	২৬০	২৬০	কটক।

সাধারণের অবগত্যার্থে প্রকাশ করা গেল।

কোলমান সেকলে,
বঙ্গদেশের গবনমেন্টের সেক্রেটারী।

दुग्धविषयक हेतुाहार ।

১৯৮৮ সালের ১৭ এপ্রিল মোঃ ১২৯১। ৪ টেরশাখা মজলদার নিবনে প্রকাশ্য স্থানায় নিদ্রাশেষ বিক্রয় হয়ে। ১৯৮৮ সাল তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর।

[illegible]

[illegible]

କ୍ରମ କ୍ରମ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ	ପ୍ରାଥମିକ ବିଭାଗ
୧	୧୦୦	୧୦୦	୧୦୦	୧୦୦	୧୦୦	୧୦୦
୨	୨୦୦	୨୦୦	୨୦୦	୨୦୦	୨୦୦	୨୦୦
୩	୩୦୦	୩୦୦	୩୦୦	୩୦୦	୩୦୦	୩୦୦
୪	୪୦୦	୪୦୦	୪୦୦	୪୦୦	୪୦୦	୪୦୦
୫	୫୦୦	୫୦୦	୫୦୦	୫୦୦	୫୦୦	୫୦୦
୬	୬୦୦	୬୦୦	୬୦୦	୬୦୦	୬୦୦	୬୦୦
୭	୭୦୦	୭୦୦	୭୦୦	୭୦୦	୭୦୦	୭୦୦
୮	୮୦୦	୮୦୦	୮୦୦	୮୦୦	୮୦୦	୮୦୦
୯	୯୦୦	୯୦୦	୯୦୦	୯୦୦	୯୦୦	୯୦୦
୧୦	୧୦୦୦	୧୦୦୦	୧୦୦୦	୧୦୦୦	୧୦୦୦	୧୦୦୦

১	১৯৭৭২	পঃ পটলী সচি সেহুলা ।	বক্তাব্যবসি ও মেলবিবিসিঃ জমিয়া জেলা গাতিপুর ও নর্থবর্গী ও বর্গবর্গী সঃ এই মাধ্যম বিবিসিঃ পেকেসরপুর ও দুর্গেছা। বিবিসিঃ জামিয়া ।	৪৭৩/১০	৪২৭	একবারী জরাজীৱ ২৪১ ২০২/১১ বিশিষ্ট হইবেক। বোল জামি বীহল বিশিষ্ট হইবেক । এ
২	২১৩৭২	পঃ কুতুবপুর সচিবতা অগা।	নীমদহু রায় সঃ ব্রাহ্মণপাড়া ও নীমদহু পরামিতিক সঃ সচিবপুর ও যোগেশ্বরী রায় সঃ জিদিগাঁহা রাধাবল্লভ জাগ সঃ এই রাধি- রাম দাস সঃ এই গঙ্গাবাদী দাস সঃ এই ।	৪৬৪৬	১/৩	
৩	২৩৩৭২	পঃ খটকা বিষ্ণুপুর ।	রাধাবাদী চৌধুরী সঃ বলাহা রাধিকাকুন্ডরী দেব্যা জলী জাতি জরকে মাঃ লক পুত্র হযেশ্বর চৌধুরী সঃ এই কলকলকৌ দেব্যা। জলি মাতি। জামবে মাঝাসক হরিশ রাধি সঃ বলাহা কলকৌ রায় সঃ এই উপাধ্যায় রায় সঃ এই রাধাব রায় সঃ এই রাধাবেশ্বর বল্লভাপাধ্যায় সঃ দক্ষিণাশ্রম ও জীমতী ভগবতী দাসী সঃ রাধ- বগর মাতিজিনী দেব্যা সঃ বিষ্ণুপুর সর্গবর্গী দেব্যা সঃ বলাহা ডিঃ রামপুরমাতি ।	১১৪ ১৬	১/৩	
৪	৪৭১৭২	পঃ কাকসরমাতি মহমদী ।	যতেশ্বরীরাহন রায় সঃ বাসিনপুর ও যোগেশ্বরীরাহন রায় সঃ বিবিসিঃ শেবেজা আজমতমেহা ওরকে জলদাখা বিবিসিঃ এ বিশমাদার রায় সঃ বাসিনপুর ও তেজুর চৌধুরী সঃ গগন যতাপ্যন্ত চৌধুরী সঃ এই যতেশ্বরী মাঝামাঝি সঃ শেবেজা এ গৌরচাঁদ চৌধুরী সঃ গগনপুর রাধিকচরণ চৌধুরী সঃ এই উদয় চৌধুরী সঃ এই শিবসুন্দরী দেব্যা সঃ বাসিনপুর ও বেনেমাধব রায় সঃ এই মাণিক সেকসখিচরণ জতা ও কামিনাস বৈরাগ্য ও কজু- মাজি মাঝারী বিবি ।	৪১৫৭	৩/১০	এ
৫	৬৫২৭২	পঃ অচ্যামগর ৬৫১৭২ পাকুর মহমদপুর ।	ব্রহ্মদেহা বিবিসিঃ মালা র ডিঃ জরথপুর	১১৫১৪১	১০২/৩	এ

BEERBOOM COLLECTORATE,
The 4th March 1881.

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnagpur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,
Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কম্পিউটারিগন সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।।০ টাকা।

এছাড়াও সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়, উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ৬।।০ বার আনা, ডাকমাফুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্স সিন্‌কোনা ।

মাল সিন্‌কোনা ছাড়া ইহাতে গবর্ণমেন্টের কারখানার প্রস্তুত হুইন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দান্য বাক্সে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কম্পিউটারিগন সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৫২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্য এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৬০ বার আনা ডাক মাফুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[Government Gazette, 15th April 1894]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., L.L.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট প্রেসে বিক্রয়ার্থে আছে।

সারসংক্ষেপ-রূপে ও প্রিন্সিপালস অফ ল্যান্ডলর্ড অ্যান্ড টেন্যান্টস নামের নিম্নোক্ত নকশাবানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও বেঞ্চ-কমিশনারস ময়ূর, চন্দ্রনাথ, ডাকপালের প্রিন্সিপালস সি, ডি, ফিল্ড, এম. এ, ও এল, এল, ডি, সিক্রেটারি প্রবীণ বঙ্গদেশের জজ, সেক্রেটারি-জেনারেল সাহেবের নামান্বিত প্রদেশের ভূমি-স্বত্বাধিকারী ও প্রজ্ঞাপন-অফিস সংস্থাপিত।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫ পঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের অ্যাকৌন্ট্যান্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাউতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mofussil.			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[সর্বস্বত্ব গেজেট ১৮৮৩ ১৫ আশ্বিন।]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাঙ্গালী গবর্ণমেন্টে গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি বিবরণিত
তারে লিখিত দিতে চাইতে :—

মকঃমলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	৪২.৫০	১২
ডাকমাসুল	২।।০
০ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাংলাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আঠনের গাণিত্যিকি থাকে)	৪২
ডাকমাসুল	১২
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	১০
ডাকমাসুল	১০
০ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	১০
ডাকমাসুল	১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃমলে সমস্ত মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না ।

ই, এম বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী ।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

							Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.							

[*Government Gazette, 15th April 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাজাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেটে দেওয়া যাউবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আদেশপত্রাতিরিক্ত এত মন্তব্যের নিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয়ের কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃস্থানীয় কার্যালয়ের ভিন্ন কোন বাকি বাজাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন সর্ম্ম করা হইতে চাহিলে তদ্বিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এত বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবশিষ্ট বাজাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকটে অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয়ের ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইন্টিভার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্টে বাস দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক অংশ পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বস্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের চোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইন্টিভার প্রকাশ কবিরার দ্বার এইঃ—

টাকা।

পুরা এক পৃষ্ঠা একই বার প্রকাশ করণের	২০২
আধ পৃষ্ঠা " " "	১০১
কখনই ইন্টিভার প্রকাশ করিতে হইলে একই পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার প্লাম্বেড ওয়েন্ড টোমহালের তাতারস্বিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্টে গুলে, বাকার প্লিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেন্টে গেজেট। ১৮৮৪। ১২ অপ্রিল।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দুগের গবর্ণমেন্টের জমো অধীঃ এডভোকেট মরিস লুইস গাইবের কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।

CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India ..	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	বাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	391—407	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৩৯১—৪০৭
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ..	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	বাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	বাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	27—29	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	২৭—২৯
PART VIII.—Advertisements ...	427—434	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহাফ প্রতীতি ...	৪২৭—৪৩৪
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	বাই।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রতীতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1926 A.

GENERAL.—*The 9th April 1884.*—Mr. C. B. Garrett, Officiating District and Sessions Judge, Patna, is appointed to act as Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, during the absence, on leave, of Mr. T. T. Allen, or until further orders.

The 12th April 1884.—Mr. A. W. Paul, Joint-Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is transferred temporarily to the sudder station of the Nuddea district.

Mr. W. H. Page, Officiating District and Sessions Judge of Bhagulpore, returned to duty on the afternoon of the 21st March 1884, instead of the 22nd idem, as previously notified.

Baboo Girendra Nath Mittra, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hazaribagh, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 24th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 14th April 1884.—Dr. K. B. Stuart is appointed to be Coroner of Calcutta, vice Mr. B. L. Gupta, resigned.

Mr. J. A. Craven, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Godda sub-division of the Sonthal Pergunnahs district, is transferred to Jamtara in the same district.

Mr. F. Grant, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Doomka, Sonthal Pergunnahs is appointed to have charge of the Godda sub-division in that district.

Baboo Chunder Narayan Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jamtara, Sonthal Pergunnahs, is transferred to the sudder station of that district.

The 15th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. O. R. Edwards of his commission as a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps.

Troop Sergeant-Major F. A. Shaw is appointed to be a Lieutenant in the Behar Mounted Rifle Corps, vice Mr. A. O. R. Edwards.

LEGISLATIVE.—*The 12th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the Hon'ble H. Beverley of his seat in the Council of the Lieutenant-Governor of Bengal for making Laws and Regulations.

MARINE.—*The 10th April 1884.*—The services of Captain J. Brebner, Officiating Port Officer, Calcutta, are replaced at the disposal of the Government of India in the Military Department.

OPIUM.—*The 12th April 1884.*—Mr. W. D. Ridsdale, Sub-Deputy Opium Agent, Fyzabad, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th instant.

MEDICAL.—*The 9th April 1884.*—Assistant Apothecary L. J. Reilly is confirmed in his appointment as Assistant Apothecary of the Presidency General Hospital, vice Mr. P. Hecher, resigned.

The 12th April 1884.—Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, is allowed leave for one month and a half, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Devendra Nath Roy is appointed to act as Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Bollye Chunder Sen, or until further orders.

Surgeon R. D. Murray, Officiating Civil Surgeon of Burdwan, is appointed to act as Civil Surgeon of Jessore, during the absence, on leave, of Dr. D. W. D. Comins, or until further orders.

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৯২৬ A নম্বর ।

সাধারণ ।—১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন ।—জিহুত টি, টি, আলেন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি-কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জিহুত সি, বি, গারেট সাহেব রাজকীয় মোকদ্দমার সুপারিন্টেন্ডেন্টের ও অ্যোজকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন ।—২৪ পরগনার আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত এ, ডবলিউ, পাল সাহেব কিয়ৎকালের সিমিতে নদীয়া জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন ।

ভাগলপুরের একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জিহুত ডবলিউ, এচ, পেজ সাহেব পূর্ব প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ২২ মার্চের আদেশের অত্যাগমন না করিয়া ২১ তারিখের অপরাহ্নে কর্মে অত্যাগমন করিয়াছেন ।

হাজারিবাগের বিরৎকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, এই মাসের ২৪ তারিখ অবধি অথবা তাঁহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কাযকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন ।—জিহুত বি, এল, গুপ্ত কর্ম ভাগ করাতে ডাক্তর জিহুত কে, বি, ফুর্ট সাহেব কলিকাতার করণার পদে নিযুক্ত হইলেন ।

সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত গদা মহকুমার কার্খার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত জে, এ, ফ্রাংকেন সাহেব সেই জিলার অন্তর্গত আমতারার প্রেরিত হইলেন ।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত এফ, এন্ট সাহেব উক্ত জিলার অন্তর্গত গদা মহকুমার কার্খার ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত আমতারার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জিহুত ব, ব, চন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত উক্ত জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন ।—জিহুত এ, ও, আর, এডওয়ার্ডস সাহেব বিহারের অখারোহী রাইফল মলের লেপ্টেনেন্টস্বরূপ স্বীয় কমিশন ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।

জিহুত এ, ও, আর, এডওয়ার্ডস সাহেবের পরিবর্তে ট্রুপ সার্জেন্ট-মেজর জিহুত এফ, এ, পা সাহেব বিহারের অখারোহী রাইফল মলের লেপ্টেনেন্টের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

ব্যবস্থাপন বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন ।—মান্যবর জিহুত এচ, বেবলী সাহেব আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের মন্ত্রিসভার স্বীয় আসন ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।

সমুদ্রসম্পর্কীয় ।—১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন ।—কলিকাতা বন্দরের একটি কর্তৃপক্ষ কাণ্ডাম জিহুত ডে, ব্রবনর সাহেব মিলিটারী ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীন পুনঃসংস্থাপিত হইলেন ।

আফীন বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন ।—ফজলাবাদের আফীনের সর্ব-ডেপুটি এজেন্ট জিহুত ডবলিউ, ডি, রিডস্‌ডেল সাহেব সিবিল কাযকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১০ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

চিকিৎসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন ।—জিহুত পি, ফেহর সাহেব কর্ম ভাগ করাতে আসি-ফোর্টে আপথিকারি জিহুত এল, জে, রাইলী সাহেব প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাঁস্পাতালের আসিফোর্টে আপথিকারিস্বরূপ স্বীয় পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন ।—শিয়ালদহের কাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ঔষধ বিদ্যার শিক্ষক আসিফোর্টে-সর্জন জিহুত বলাইচাঁদ সেন যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কাযকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দেড় মাসের ছুটি পাইলেন ।

আসিফোর্টে সর্জন জিহুত বলাইচাঁদ সেনের ছুটিপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আসিফোর্টে সর্জন জিহুত দেবেন্দ্রনাথ রায় শিয়ালদহের কাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ঔষধ বিদ্যার শিক্ষকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ডাক্তর জিহুত ডি, ডবলিউ, কমিঙ্গ সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বর্তমানের একটি সিবিল চিকিৎসক সর্জন জিহুত আর, ডি, মরে সাহেব যশোহরের সিবিল চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ আশ্বিন ।]

MUNICIPAL.—*The 3rd April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Kishoregunge Municipality, in the district of Mymensingh, of Baboo Nobin Chandra Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bali Municipality of Baboo Abinas Chunder Banerjee to be their Vice-Chairman.

The 8th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Midnapore Municipality :—

Baboo Kedar Nath Banerjee.
„ Kali Kamal Sirkar.

Baboo Rajendro Lal Mookerjee.
Dr. J. L. Phillips.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kartic Chunder Mittra. |

Moonshi Mahomed Jan.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Tumlook Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Rajendra Lal Gupta. |

Baboo Indra Narayan Prodhan.

Moulvi Sujant Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector.

Civil Hospital Assistant Syama Churn Mullick is appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Utterparah Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Umbica Charan Banerjee to be their Vice-Chairman.

The 9th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Burdwan Municipality :—

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police.

Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

The following notification is re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 20.—The 2nd April 1884.—In exercise of the power conferred upon him by section 29 of Act VI of 1871 (the Bengal Civil Courts Act), the Chief Commissioner is pleased to invest Baboo Hara Sundar Chakravarti, Munsif of Karimganj, in the Sylhet district, with the powers of a Judge of a Small Cause Court for the trial of suits cognizable by such Courts up to the amount of Rs. 50 within the local limits of his jurisdiction.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—Under section 4 of Act VII of 1871 (the Indian Emigration Act), the Lieutenant-Governor approves the appointment of Mr. R. W. S. Mitchell as Emigration Agent at Calcutta for British Guiana in place of Mr. H. A. Firth, deceased.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 3rd April 1884.—In the exercise of the powers conferred upon him by section 234, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor is pleased, on the recommendation of the Commissioners of the municipality of Culna, in the district of Burdwan, made at a meeting, to order that the provisions of sections 233 to 277 and 285 to 291, Part VII, Chapter II of the said Act shall be in force in the said municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জীযুত বাবু নবীনচন্দ্র সেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করিতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

বালি মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জীযুত বাবু অবিলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করিতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৮ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীযুত বাবু কেশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জীযুত শ্রী রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

.. .. কালীকমল সরকার।

ডাক্তার জীযুত জে, এস, ফিলিপ্স সাহেব।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জীযুত বাবু কান্তিকচন্দ্র মিত্র।

জীযুত মুন্সী মছম্মদ জাম।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত মনু মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

জীযুত বাবু ইন্সানাররান প্রধান।

সদ-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মোলবী মুজুম্মদ আলি আহম্মদ।

সিবিএল হস্পাতাল অ্যাসিস্টেন্ট জীযুত শ্যামাচরণ মল্লিক উক্ত মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরেরা জীযুত বাবু অধিকারেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করিতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাঁহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্ধমান মুন্সিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

পোলীশের ডিষ্ট্রিক্ট স্পারিটেণ্ডেন্ট জীযুত জে, মার্টিন সাহেব।

ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু তরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট চত্রে উদ্ধৃত করা গেল।—

২০ নভ্বর।—১৮৮৪ সাল ২ আশ্বিন।—জীযুত প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২৯ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত জিলার অন্তর্গত করিমগঞ্জের মুনসেফ জীযুত বাবু হরমন্ডর চক্রবর্তিকে তদীয় বিচারাপত্যের স্থান সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য ৫০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের অজের ক্ষমতা দিলেন।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—এচ, এ. কর্থ সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ত্রিবেদেশ গমন বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭১ সালের ৭ আইনের ৪ ধারামতে ব্রিটিশ গায়নার পক্ষে কলিকাতার বিদেশপাশিমের এজেন্টের পদে জীযুত আর, ডবলিউ, এস, মিচল সাহেবের নিয়োগ অনুমোদন করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৩৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা মুন্সিপালিটীর সভাপত কমিশ্যনরের অনুরোধক্রমে এই আদেশ করিলেন যে, উক্ত আইনের ২ মধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ১৩৩ অবধি ২৭৭ পর্যন্ত ধারার এবং ২৮৫ অবধি ২৯১ পর্যন্ত ধারার বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রবল হইবে।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ আশ্বিন ।]

NOTIFICATION.

The 7th April 1884.—Whereas a notification, dated 18th January 1884, was published at page 215, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 23rd idem. declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the District Road Committee of Julpigoree under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to those bye-laws, it is hereby notified for general information that they are confirmed.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th April 1884.—So much of the declaration, dated the 17th May 1882, published at page 467 of the *Calcutta Gazette* of the 31st May 1882, as refers to the acquisition of the premises Nos. 15, 16, and 16-1, Jora Bagan Street; Nos. 22 and 23, Nintollah Ghat Street; and Nos. 8, 9, and 10, Ockhoy Chunder Dutt's Lane is hereby cancelled.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 11th April 1884.—The following gentlemen are re-appointed, under section 28, Act V (B. C.) of 1876, to be Commissioners of the Howrah Municipality:—

Mr. W. Stalkartt.	Baboo Huro Mohun Mukerjea.
Dr. R. N. Burgess.	„ Chunder Coomar Bauerjea.
Mr. P. N. Banerjea	„ Kally Coomar Coondoo.
Baboo Kedarnath Bhattacharjea.	Pundit Hariuath Sharmah.
„ Jagat Chander Banerjea.	

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th April 1884.—By Financial Notification No. 3908, dated 19th June 1874, published at page 352, Part I of the *Gazette of India* of the 20th June 1874, the Government of India prescribed the use under the General Stamp Act of the locally made bi-colour (blue and black) non-judicial stamps, ⁵⁰ as well as of the impressed stamps of new designs manufactured in England.

2. As it is desirable that the new stamps should now be exclusively used, it is hereby notified for general information that impressed non-judicial stamps of the new design will be issued in exchange for unused bi-colour non-judicial stamps of equal value by Treasury Officers, on application being made to them within three months from the date of the publication of this notice.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 3rd April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for excavating a tank in Mohullah Mohorumpur, in the town of Patna, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that

[*Government Gazette, 22nd April 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ৮০ ধারামতে জলপাইগুড়ি জিলার পঞ্চকমিটির প্রণীত কএক উপবিধি দৃঢ় করণার্থে জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ১৮ জুলাইর এক বিজ্ঞাপন ঐ মাগের ২৯ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল। উক্ত উপবিধি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এইকণে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল।—১৮৮২ সালের জুন মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের ৫৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮২ সালের ১৭ মের বিজ্ঞাপনের যে পর্যন্ত যোড়ানগাঁও ট্রীটের ১৫, ১৬ ও ১৬—১ নং এবং নিমতলা ঘাট ট্রীটের ২২ ও ২৩ নং এবং অক্ষয়চন্দ্র দত্তের পেমের ৮, ৯ ও ১০ নং বাটী গ্রহণ বিষয়ে সন্দর্ভ রাখা সেই পর্যন্ত এতদ্বারা রহিত করা গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮২ সাল ১১ আপ্রিল।—নিম্নলিখিত মকামাররা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৮ ধারামতে হাবড়া মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিম্নকার নিযুক্ত হইলেন।

জ্যুত ডব্লিউ ফিলকাট সাহেব।	জ্যুত বাবু অগতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ডাক্তার জ্যুত আর, এন, বর্জেন সাহেব।	„ „ হরমোহন মুখোপাধ্যায়।
জ্যুত পি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়।	„ „ চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ বাবু কেশব নাথ ভট্টাচার্য।	„ „ কালীকুমার কুণ্ডু।

পণ্ডিত জ্যুত হরিনাথ শর্মা।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।—১৮৭৪ সালের জুন মাসের ৩০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৭৪ সালের ১৯ জুনের ৩৯০৮ নং রাজস্ব সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনক্রমে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট সাধারণ ইন্সটাম্প আইনমতে এতদ্রূপে প্রস্তুত (নীল ও কাগ) দ্বিধার বিচার-কানা সংক্রান্ত ইন্সটাম্প ও ইংলণ্ড প্রস্তুত নবকল্পিত ছাপা করা ইন্সটাম্প ব্যবহার নির্দেশ করেন।

২। নূতন ইন্সটাম্প এক্ষণে সর্বত্রোভাবে ব্যবহার কর ইহা বাঙালীয় ভাষাতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে খাজনাখানার কর্তৃকদের নিকট প্রাপ্ত করা গেল তাঁহারা বিচারকাণ্ড সংক্রান্ত ইন্সটাম্প অথবা ছত তুল্য মুদ্রার দ্বিধার ইন্সটাম্প লইয়া বিচারকাণ্ড সংক্রান্ত নবকল্পিত ছাপা করা ইন্সটাম্প দিবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩ আপ্রিল।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরের বহরমপুর মহল্লায় পুষ্করিণী খনন করণার্থে পাটনা মুনিসিপালিটির অধিকারে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই [গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আপ্রিল।]

for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 acre and 33 perches is required.

The land is bounded on the north by the public road, on the south by land belonging to the East Indian Railway Company, on the east and west by the cultivated land of Mohorumpur.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal

DECLARATION.

The 5th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the South Suburban Municipality for a public purpose, viz. for widening the Dum-Duma road, in the village of Dum-Duma, pergunnah Magoorah, zillah 24-Pergunnahs, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 cottahs and 6 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by land belonging to the Clive Jute Mill Company and Mokaram Durjee's land; and on the south, east, and west by the Dum-Duma road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 5th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Nattore Municipality for a public purpose, viz. for the excavation of a municipal tank in the village of Bargacha, pergunnah Taherpore, in the district of Rajshahye, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bighas 15 cottahs of standard measurement is required. The land is bounded as follows:—

On the North—By Mobarak Sarkar's jote land and Innu and Barkat Khalifas' land;

On the West—By Saroda Prosad Sukul's khamar land and Serbag Sarkar's jote land;

On the South—By Burgacha municipal road and drain; and

On the East—By Fuzlar Rahaman Khan's land and Inamuddeen Sarkar's dwelling.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Serampore Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a drain in the village of Chatra, pergunnah Boro, in the district of Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 11 chittacks of standard measurement is required. The land is bounded on the north by municipal road, viz. Barnipara Lane; on the west by pucca wall of the East Indian Railway Company; on the south by Panch Kari Dass' garden; and on the east by Kailas Chandra, Sita Nath, and Mohes Chandra Pramanick's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ১ একর ৩৩ পট পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রাজপথ, দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ভূমি, পূর্ব ও পশ্চিম সীমা মহরমপুরের কর্জিত জমি।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির মক্কা সাধারণের বোধবার জন্যে কনিষ্ঠ্যমন্ত্রদের আকিমে রাখা গিয়াছে।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ১৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বাগুরা পরগনার দমদমা গ্রামে দমদমা পথ পরিষ্কার করণার্থে দক্ষিণ শাখানগর মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমতে ন্যূনাধিক ৮১৮ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ক্লাইব জুট্ট মিল কোম্পানীর ও মকরম দরজীর জমি, এবং দক্ষিণ, পূর্ব, ও পশ্চিম সীমা দমদমা পথ।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজশাহী জিলার অন্তর্গত তেহেরপুর পরগনা বড়গাছা গ্রামে মুনিসিপাল পুঙ্খবিলী খনন করণার্থে নাটোর মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমতে ন্যূনাধিক ৩৫০ পট পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই,—

উত্তর সীমা।—মহারাজ সরকারের যোত জমি, এবং ইমু ও বরকৎ খলিকার জমি।

পশ্চিম সীমা।—শারদা প্রসাদ শুক্লের খামার জমি, ও সেরবা সরকারের যোত জমি।

দক্ষিণ সীমা।—বড়গাছা মুনিসিপাল পথ ও দমদমা, এবং

পূর্ব সীমা।—কজলর রহমান খাঁর জমি, ও ইমামদীন সরকারের বসতী বাটী।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জগলী জিলার অন্তর্গত বোরো পরগনার চাওরা গ্রামে জলপ্রণালী করণার্থে জিরামপুর মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমতে ন্যূনাধিক ১১৮ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মুনিসিপাল পথ অর্থাৎ বাকটপাড়া লেন, পশ্চিম সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির পাকা প্রাচীর, দক্ষিণ সীমা পাঁচকড়ি দাসের বাগান, ও পূর্ব সীমা কৈলাসচন্দ্র, সীতানাথ ও মহেশচন্দ্র প্রামাণিকের জমি।

ইহাতে বাহাদুরের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of roads for the improvement of the Jora Bagan Bustee, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 16-2, Jora Bagan Street, measuring, more or less, 2 cottahs 1 chittack and 20 square feet, is required. The land is bounded on the north and east by tenanted land No. 16, Jora Bagan Street; on the south partly by a passage leading to tenanted land No. 16, Jora Bagan Street, and partly by Jora Bagan Street; and on the west by a bustee passage between Nos. 16 and 16-2, Jora Bagan Street, and No. 16-1, Jora Bagan Street.

The plan and specification of the land are filed in the office of the Commissioners of the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a road connecting Mundul Street with Prosunno Coomar Tagore's Street, for the improvement of the Jora Bagan bustee, it is hereby declared that for the above purpose pieces of land No. 15, Jora Bagan Street, and No. 18-1, Mundul Street, measuring, more or less, 9 cottahs 2 chittacks and 33 square feet, are required. The lands are bounded on the north partly by No. 15, Jora Bagan Street, partly by a public drain, and partly by Mundul Street; on the east partly by Jora Bagan Street and partly by a public drain; on the south by a public drain; and on the west partly by a public drain and partly by Mundul Street.

The plan and specifications of the land are filed in the office of the Commissioners for the Town of Calcutta for public inspection.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1927 A.

The 9th April 1884.—The services of Mr. R. S. T. MacEwen, Third Judge of the Court of Small Causes, Calcutta, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nadua, and to be ordinarily stationed at Koushtea, with effect from the date on which he joined his appointment, *vice* Baboo Upendra Nath Ghose, on leave.

Baboo Gossain Das Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Kissengunge sub-division of the Purneah district, is vested with the powers to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

The 12th April 1884.—Baboo Keylash Chandra Mezoomdar, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Pubna and Bogra, and to be ordinarily stationed at Serajgunge, with effect from the date on which he joined the latter clowkey.

[*Government Gazette, 22nd April 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্গার নিমিত্তে অর্থাৎ যোড়া বাগান নগরীর উৎকর্ষসাধনার্থ পথ প্রস্তুত করবার জন্যে কলিকাতা মুনিসিপালিটির অর্থবাণে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের প্রযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কানোর নিমিত্তে যোড়া বাগান ফ্রীটের ১৫—২ নং অর্থাৎ নূনাতিক ২০ ছটাক ২০ বর্গফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পূর্ব সীমা যোড়া বাগান ফ্রীটের ১৫ নং প্রজাতি জমী, দক্ষিণ সীমা অংশঃ যোড়া বাগান ফ্রীট ১৫ নং প্রজাতি জমীঃ যাবদার পথ ও অংশতঃ যোড়া বাগান ফ্রীট ২২ নং পশ্চিম সীমা যোড়া বাগান ফ্রীটের ১৫ ও ১৬—২ নং দ্বারের মধ্যস্থ বগতীর পথ ও যোড়া বাগান ফ্রীটের ১৬—১ নং।

উক্ত ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশনারদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৮০ সালের ১০ আইনের ৬ দ্বারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্গার নিমিত্তে অর্থাৎ যোড়া বাগান নগরীর উৎকর্ষসাধনার্থ প্রস্তুত করবার চাকুরীর ক্ষেত্রে মণ্ডল ফ্রীট সংশোধনকার্য পথ প্রস্তুত করিবার জন্যে কলিকাতা মুনিসিপালিটির অর্থবাণে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের প্রযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কানোর নিমিত্তে যোড়া বাগান ফ্রীটের ১৫ নং ও মণ্ডল ফ্রীটের ১৮—১ নং অর্থাৎ নূনাতিক ১৪৮ ছটাক ২৩ বর্গফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা অংশতঃ যোড়া বাগান ফ্রীটের ১৫ নং অংশতঃ সরকারী নর্দমা ও অংশতঃ মণ্ডল ফ্রীট, পূর্ব সীমা অংশতঃ যোড়া বাগান ফ্রীট, ও অংশতঃ সরকারী নর্দমা, দক্ষিণ সীমা সরকারী নর্দমা, এবং পশ্চিম সীমা অংশতঃ সরকারী নর্দমা ও অংশতঃ মণ্ডল ফ্রীট।

উক্ত ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশনারদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৮০ সালের ১০ আইনের ৬ দ্বারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

কোলমান মেকলে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

ভূমিমালা ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৭ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ৯ আশ্বিন।—কলিকাতার ছোট আদালতের তৃতীয় জজ জীযুত আর. এস. টি. মাকই-উল্লাহ সাহেব বিজ্ঞাপন নিমিত্তে ছোট ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞানীমে সংস্থাপিত হইলেন।

জীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ দেব ছুগী লওয়াতে জীযুত বাবু উদীনচন্দ্র ঘোষাল, বি. এল, নদীয়া জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়া স্বরূপ কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সন্ধানতঃ কুটাম অবস্থাপিত হইলেন।

পুরণিয়া জিলার অন্তর্গত কুমারগঞ্জ মহকুমার কয়েদ অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার বাহা প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬০ ধারার লিখিত অধ্যক্ষের সরাসরী বচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন।—ছাতি জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের মুনসেফ জীযুত বাবু কৈলাশচন্দ্র মজুমদার পাবনা ও বগুড়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হওয়া পেরাজগঞ্জ কমা গ্রহণের তারিখ অবধি সন্ধানতঃ মেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ২২ আশ্বিন।]

Baboo Bidhu Bhusan Chakravartti, Officiating Munsif of Sealdah, in the district of the 24-Pergunnahs, is appointed to act as a Munsif in the district of Backergunge, and to be ordinarily stationed at Perozepore.

Baboo Aknroy Kumar Chatterjee, Additional Munsif of Perozepore, in the district of Backergunge, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mudhubannee.

Baboo Nilmadhub Banerjee, Munsif of Mudhubannee, in the district of Tirhoot, is transferred to Durbhunga in that district.

Baboo Brajo Mohun Prasad, Munsif of Durbhunga, in the district of Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Gya, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Moulvie Abdul Bari, First Munsif of Gya, is appointed to be a Munsif in the district of Patna, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Kedarnath Roy, Munsif of Patna, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Howrah.

Baboo Pran Nath Banerji, Second Munsif of Serampore and Howrah, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district.

Baboo Bhugwan Chandra Chatterji, Munsif of Krishnaghur, is appointed to be a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Serampore.

Baboo Prasanna Kumar Sen, First Munsif of Serampore, in the district of Hooghly, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Rampore Hât.

Baboo Atul Behari Ghosh, Munsif of Rampore Hât, in the district of Beerbhoom, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Baraset.

Baboo Mohendra Nath Ghosh, Munsif of Jehanabad, in the district of Hooghly, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Khettra Nath Dutt, Officiating Munsif of Serajgunge, in the district of Pubna and Bogra, is appointed to act as a Munsif in the district of Hooghly, and to be ordinarily stationed at Jehanabad.

In supersession of the order of the 4th ultimo, Baboo Gopi Mohun Mookerji, Munsif of Culna, in the district of Burdwan, is appointed to be a Munsif in the district of Moorshedabad, and to be ordinarily stationed at Azimgunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey, *vice* Baboo Ram Jadub Talapatra, on leave.

Baboo Gopi Mohun Mookerji is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Azimgunge Munsifi.

Baboo Kaldhan Chatterjee, Munsif of Moonsheegunge, in the district of Dacca, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at Habingunge, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Umakant Chatterjee, Munsif of Chooadanga, in the district of Nuddea, is appointed to be a Munsif in the district of Sylhet, and to be ordinarily stationed at South Sylhet (Moulvie Bazar), with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Prosanna Kumar Bose, First Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Chooadanga.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee, Munsif of Kurigram, in the district of Rungpore, is appointed to be Rent Suit Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within his jurisdiction.

Baboo Saroda Prosad Chatterjee is, under clause 6, section 3 of the Land Acquisition Act, X of 1870, also vested with the powers of a "Court" under that Act, to be exercised within the local limits of the Kurigram Munsifi.

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

২৪ পরগনার অন্তর্গত শিয়ালদহের একটি মুনসেফ জীয়ুত বাবু বিধুব্রহ্ম চক্রবর্তী বাথরগঞ্জ জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ পিরোজপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

বাথরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুরের আডিশ্যনাল মুনসেফ জীয়ুত বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিহুত জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মধুবনিতে অবস্থাপিত হইবেন ।

ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত মধুবনীর মুনসেফ জীয়ুত বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ জিলার অন্তর্গত দ্বারভঙ্গায় প্রেরিত হইলেন ।

ত্রিহুত জিলার অন্তর্গত দ্বারভঙ্গার মুনসেফ জীয়ুত বাবু ব্রজমোহন প্রসাদ গয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন ।

গয়ার প্রথম মুনসেফ জীয়ুত মৌলবী আবদুল হারি, পাটনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন ।

পাটনার মুনসেফ জীয়ুত বাবু কেশরনাথ রায় হুগলী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ হাবড়ায় অবস্থাপিত হইবেন ।

শ্রীরামপুর ও হাবড়ার দ্বিতীয় মুনসেফ জীয়ুত বাবু প্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন ।

কৃষ্ণনগরের মুনসেফ জীয়ুত বাবু তপানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শ্রীরামপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের প্রথম মুনসেফ জীয়ুত বাবু প্রমথকুমার সেন, বীরভূম জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ রামপুরহাটে অবস্থাপিত হইবেন ।

বীরভূম জিলার অন্তর্গত রামপুরহাটের মুনসেফ জীয়ুত বাবু অটলবিহারি ঘোষ, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বারাসতে অবস্থাপিত হইবেন ।

হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের মুনসেফ জীয়ুত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, উক্ত চৌকীতে খাজনার মোকদ্দমার বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০২ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

পাবনা ও নওড়া জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের একটি মুনসেফ জীয়ুত বাবু কেশরনাথ দত্ত, হুগলী জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ জাহানাবাদে অবস্থাপিত হইবেন ।

গত মাসের ৩ তারিখেব আজ্ঞা রচিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল । জীয়ুত বাবু রাধানন্দ তলাপাত্র ছুটী লওয়াতে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালানার মুনসেফ জীয়ুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় মুন্সিবাদ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া আজিমগঞ্জের কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

জীয়ুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় আজিমগঞ্জ মুনসেফের সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০২ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

চাঁকা জিলার অন্তর্গত মুনশীগঞ্জের মুনসেফ জীয়ুত বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায়, ঐ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া হবিগঞ্জের কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার মুনসেফ জীয়ুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ঐ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষিণ ঐ জিলার (মৌলবী বাজারে) কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন ।

রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামের প্রথম মুনসেফ জীয়ুত বাবু প্রসন্নকুমার বসু নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ চুয়াডাঙ্গায় অবস্থাপিত হইবেন ।

রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কুড়িগ্রামের মুনসেফ জীয়ুত বাবু শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সেই চৌকীতে খাজনার মোকদ্দমা বিচারার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০২ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

জীয়ুত বাবু শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ভূমি আইন বিষয়ক ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণমতে কুড়িগ্রাম মুনসেফের স্থান সীমার মধ্যে উক্ত আইনমত আদালতের ক্ষমতাক্রমে কর্ম করিবার ক্ষমতাও পাইলেন ।

Baboo Gopal Krishna Ghosh, Officiating Munsif of Bolepore, in the district of Beerbhoom, is appointed to act as a Munsif in the district of Rungpore, and to be ordinarily stationed at Kurigram.

Baboo Janoki Nath Dutt, Munsif of Comillah, in the district of Tipperah, on leave, is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Bolepore.

Baboo Hem Chandra Mitter, Munsif of Monghyr, is appointed to be a Munsif in the district of Sarun, and to be ordinarily stationed at Motihari, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Sham Lal Halidar, Officiating Munsif of Motihari, in the district of Sarun, is appointed to be a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Mozufferpore, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

Baboo Jadu Nath Das, Munsif of Arrareah, in the district of Purneah, is appointed to be a Munsif in the district of Bhagulpore, and to be ordinarily stationed at Monghyr, with effect from the date on which he joined the latter chowkey.

In supersession of the order of the 25th ultimo, Baboo Gopal Chuuder Bosu, M.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Moonsheegunge, with effect from the date on which he joined that chowkey.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 14th April 1884.

No. 162.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a railway from Sultanpore eastwards to Bogra, through the villages of Seetahar, Kalsha, Teorpara, Dhowakuri, Ootraly, Bamncegaon, Pyckpara, Soodcen, Shahar, Lockhipur, Durusulai, Konchkuri, Mathurapur, Khayal, Bontutoolee, Mowakuri, Koel, Bara-Chupra, Gance-Belghorea, Maygha, Subla, Chandpore-Fakeerpara, Lokenathpur, Pratabpur, Kulna, Luckhipur, Kahaloo, Oolut, Sitlye, Dulgara, Belgharca, Koechone, Phampore, Shardighee, Puran-Bogra, Kamargaree, Sootrapur, and Bogra, pergunnahs Knatta and Selbarsa, zillah Bogra, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 24 miles in length and about 149 feet in average breadth, measuring, more or less, 1,307 beeghas 10 cottahs 10 chittacks of standard measurement, is required within the aforesaid villages of Seetahar, Kalsha, &c.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TREVOR, Col., R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

IRRIGATION.

The 14th April 1884.

No. 163.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for Julpoora drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land in mouzah Kaleh, pergunnah Arwal, in the district of Gya, situate on the 28th mile of the Patna Canal, measuring about 243 feet in length and varying from 70 to 80 feet in width, and containing an area of 1 rood and 28 poles, more or less, is required in the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette, 22nd April 1884.*]

বীরভূম জিলার অন্তর্গত বোলপুরের একটি মুনসেফ জীবুত বারু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ রঙ্গপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কুড়িগ্রামে অবস্থাপিত হইবেন।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিল্লার ছুটিগ্রাম মুনসেফ জীবুত বারু জানকীনাথ দত্ত বীরভূম জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বোলপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

মুন্সেরের মুনসেফ জীবুত বারু হেমচন্দ্র মিত্র, সারণ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মতিহারীতে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

সারণ জিলার অন্তর্গত মতিহারীর একটি মুনসেফ জীবুত বারু শ্যামলাল ছালদার ত্রিভূত জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মজফরপুরে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

পুরণিয়া জিলার অন্তর্গত অররিয়ার মুনসেফ জীবুত বারু যদুনাথ দাস ভাগলপুর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া মুন্সেরে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

গত মাসের ২৫ তারিখের আজ্ঞা রুচিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জীবুত বারু গোপালচন্দ্র বসু, এম, এ, ও বি. এল, টানা জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া মুনশীগঞ্জে কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ সেই চৌকীতে অবস্থাপিত হইবেন।

এক, বি. পীকক.

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।

১৬২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বগুড়া জিলার অন্তর্গত খট্টা ও শেল-দরসা পরগনার সীতাহর, কালসা, ডিওরপাড়া, খোয়াকুরি, উরুলী, বামনগাঁ, পাইকপাড়া, সুদৌল, শহর, লক্ষ্মীপুর, দরমলাই, কোথকুরি, মথুরাপুর, খায়ল, বনতুলী, মৌয়াকুরি, কোয়েল, বড় ছাপরা, গানি-বেলঘরিয়া, মেঘা, মুল্লা, চাঁদপুর লকৌরপাড়া, লোকনাথপুর, প্রতাবপুর, কুলনা, লক্ষ্মীপুর, কহালু, উলং, সিডলাই, দলগাড়া, বেলঘরিয়া, কইচুনি ফামপুর, সারদাঘা, পুরান বগুড়া, কামার-গাড়ী, স্বত্রপুর, ও বগুড়া গ্রামের মধ্যে দিয়া মুলভানপুর হইতে পূর্বমুখে বগুড়া পর্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টে-নেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত সীতাহর, কালসা, প্রভৃতি গ্রামে ২৪ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে প্রায় ১৪৯ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ কতিমতে নুনাধিক ১,৩০৭।০।৮ চটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এস, টি, ট্রেবর, কর্নেল, আর, ই,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

অনুলেখন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।

১৬৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জলপুরা জলপ্রণালী কাটিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে গয়া জিলার অন্তর্গত অরবল পরগনার কালের মৌজার পাটনা খালের ২৮ মাইল দীর্ঘ প্রায় ২৪৩ ফুট দীর্ঘ ও ৭০ অনধি ৮০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ নুনাধিক ১৮৬ : ৮ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেন্টে গেজেট। ১৮৮৪। ২২ আশ্বিন।]

No. 164.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for Koni drainage cut, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 335 feet in length, and varying from 7 to 12 feet in width, and containing an area of $12\frac{1}{2}$ poles, more or less, is required in the villages of Koni and Balsar, pergunnah Arwal, in the district of Gya.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

The 15th April 1884.

No. 165.—Leave.—Mr. T. E. Curry, Assistant Engineer, first grade, Cossye Division, is granted furlough, with the necessary subsidiary leave, for eighteen months, under section 49, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 25th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

No. 167.—Posting.—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 86 of the 10th instant, Mr. J. C. Mills, Assistant Engineer, second grade, is posted to the Benares-Cuttack Railway Surveys.

No. 168.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is likely to be required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of a branch line of railway from Bunwar Chak, about five miles to the west of Sonapur, to Paleza Ghat on the river Ganges, in the district of Sarun, it is hereby declared that a survey party is about to take the field for the purpose of surveying the above-mentioned branch line of railway.

This declaration is made, under the provisions of section 4 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major, M.S.C.,*
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.

১৬৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ কোণি জলপ্রণালী কাটবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত সেক্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে গয়া জিলার অন্তর্গত অরবী পরগনার কোণি ও বলাই গ্রামে প্রায় ১০১ ফুট দীর্ঘ ও ৭ অবধি ১২ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ মুনাসিক ১২। পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইচ্ছাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৮৪ সাল ১৫ এপ্রিল।

১৬৫ নম্বর।—ছুগী।—কীমতি শপের প্রথম জোড় অ্যাক্টিতে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত টি. ই. করি সাহেব এই নামের ২২ খাতি অবধি অ.ন. তালুক পরগণা জারিতে ছুগী গ্রহণ করেন ও নদী নিম্নলিখিত কায়াকারদের ছুগী বাধির ২ অবধি ৪২ ধারামতে প্রয়োজনীয় আবাসিক ছুগীসকল কাঠের নামের নিয়মিত ছুগী পাইলেন।

১৬৭ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—পবলক ওকস ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের এই খাসের ১০ তারিখের ৮৬নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় প্রণীর অ্যাক্টিতে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত জে. সি. নিলস সাহেব বাণারী-কটক সরবোতে অবস্থাপিত হইলেন।

১৬৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত মোনপুরের পশ্চিম প্রান্ত ৫ মাইল দূরত্ব বসওয়ার চক অবধি গহানদীর ধারে পোলজা ঘাট পর্যন্ত লাপা রেল পথ নির্মাণ জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি গ্রহণকরণের প্রয়োজন হইবার বঙ্গদেশের শ্রীযুত সেক্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, উপরোক্ত লাপা রেল পথের জরীপ করণাতিপ্রায়ে জরীপ কাব্যকারদেরা জরীপী কাব্যীরস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইচ্ছাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি. এল. টি. এস. নীল, মেজর, এম. এস. সি.

পবলক ওকস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২২ আপ্রিল।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র।

বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে
প্রচারিত সরকুলার।

দেওয়ানী বিধি।

২ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২৩ ফেব্রুয়ারি।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ৩ অধ্যায়ের ১২৮ পৃষ্ঠায়,

“বিবাদ স্থল চাড়া ১-৬৫ সালের ১০ আইন ও ১৮৮১ সালের ৫ আইনমত প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতার
কমতাপত্র পরিবার প্রার্থনাপত্র (বিবাদ স্থল হইলে, তাহা মোকদ্দমা শীর্ষকে প্রারিত করা হইবে)
হইবে)।”

এই কথার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ কর—

“এবং উক্ত প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার কমতাপত্র রহিত পরিবার প্রার্থনাপত্র।”

ফৌজদারী সরকুলার অর্ডর।

৩ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের ফৌজদারী বিধি ও অর্ডরের
২ অধ্যায়ের ৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তল-
দেশে যে “নোট” আছে, তাহার পরিবর্তে নিম্ন-
লিখিত নোট দিতে হইবে।—

নোট।—২ ঘরের শীর্ষকে “সংশোধনের দর-
খাস্তকারী” এই যে কথা আছে, তদ্ব্যতীত বাহা-
দের পক্ষে সংশোধনের দরখাস্ত করা যায় কিম্বা
বাহাদের স্বার্থে মাজিস্ট্রেট বা জজ সাহেব আ-
পন প্ররতিমতে সংশোধন হইবার উপায় অব-
লম্বন করেন, সেই সকল ব্যক্তিকে ধরা যাইবে
বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, তাহারা বাদীই হউক
আর অভিযুক্ত ব্যক্তিই হউক।

নোট।—২ ঘরের শীর্ষকে “সংশোধনের দর-
খাস্তকারী” এই যে কথা আছে, তদ্ব্যতীত যে অভিযুক্ত
ব্যক্তিদের পক্ষে সংশোধনের দরখাস্ত করা যায়
কিম্বা বাহাদের স্বার্থে মাজিস্ট্রেট বা জজ সাহেব
আপন প্ররতিমতে সংশোধন হইবার উপায় অব-
লম্বন করেন, কেবল সেই ব্যক্তিদিগকে ধরা যাইবে
বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে। বাদীর পক্ষে এইরূপ
দরখাস্ত করা গেলে বা এইরূপ উপায় অবলম্বিত
হইলে, মন্তবোর ঘরে বাদীদের সংখ্যা লিখিত সেই
কথা নিখিতে হইবে। শেষোক্ত স্থলে যে অভি-
যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা যায়, তাহাদের
কথা ২ ঘরে লেখা না গেলেও উক্ত দরখাস্তের ফলা-
ফসুসারে ৩ অবধি ১৩ পর্য্যন্ত ঘরে যথাযোগ্য স্থানে
থাকিবে।

২। ৩০ পৃষ্ঠায় A ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের ৩য় খণ্ডের
২ ঘরে “সংশোধনের দরখাস্তকারী” এট কথার
নিম্নলিখিত ফুটনোট যোগ করিতে হইবে।

“২৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশস্থ
‘নোট’ দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং
সরকুলার অর্ডর)।”

৩। ৩২ পৃষ্ঠায় B ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্রের ২য়
খণ্ডের ২ ফুটনোটে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ
করিতে হইবে।—

“৫৫ পৃষ্ঠায় ৬ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্রের তলদেশস্থ
‘নোট’ দেখ (১৮৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ৩ নং
সরকুলার অর্ডর)।”

৪। কালানুক্রমিক সূচীপত্রের ১১ পৃষ্ঠায় ১৮৮০
সালের ৪ ফেব্রুয়ারির ৩ নং সাধারণপত্রের পার্থে
৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ উঠাইয়া দিতে হইবে।

ফৌজদারী সুরকলার অর্ডার।

৪ নম্বর। ১৮৮৪ সাল ১৮ ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৩ সালের ফৌজদারী বিধি ও অর্ডারের ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ১৪ ধারার (৬) প্রকরণের পরিবর্তে নিম্নলিখিত পকরণটি দিতে হইবে।—

(৬) [অপরাধ স্বীকার অনুবাদ করিতে হইবার কথা—১৮৭২ সালের ১০ আগস্টের ৪নং সুরকুলার অর্ডার] সেশন আদালতে বিচারার্থে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সমপণ করা যায়, মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে তাহারা যে অপরাধ স্বীকার করিল, তাহা প্রমাণের মধ্যে থাকিলে, ইংরেজী ভাষায় তাহার অনুবাদ সঙ্গে থাকা উচিত। সেই অনুবাদ পরিষ্কাররূপে লিখিতে হইবে। একটি স্বীকার বা একটি পরীক্ষার অধিক একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

(৬) [সাক্ষা প্রভৃতি অনুবাদ করিতে হইবার কথা।—১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির ৬নং সুরকুলার অর্ডার।]—সেশনের মোকদ্দমায় বিচারে প্রমাণ বলিয়া দেশীয় ভাষায় যে (১) দলীল, (২) সাক্ষা বা (৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে হইবে এবং উক্ত অনুবাদে একপ্রস্ত পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া নথীর অঙ্গীভূত করিতে হইবে। একাধিক দলীলের, সাক্ষার বা পরীক্ষার অনুবাদ একখান কাগজে লিখিতে হইবে না।

২। কালানুক্রমিক স্বীকৃতির ১০ পৃষ্ঠায়, ১৮৭২ সালের ১০ আগস্টের ৪নং সুরকুলার অর্ডার ও উল্লেখাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.

1



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 22, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইন্ডিয়ায় প্রভৃতি।

दूग्धविययक इच्छाशत्रु ।

ইহা দ্বাৰা সংবাদ দেওৱা যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালৰ ৭ আইন ও ১৮৭১ সালে ২ আইনৰ বিধানমত ১৮৫৯ সালৰ ১১ আইনৰ ৬ ধাৰাৰ মৰ্ম অনুসৰি নিৰ্দ্ধাৰিত তালিকাৰ ১৮৮ সালৰ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰী সূচীৰ পৰ্যন্ত বাৰ্চপড়াৰ জন্য ও ৱোডছেজ ও পবলিক ওৱাৰ্ক হেছ আদায়ৰ নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মতে বেক ১২৯১ বাৰ্চালি ২৮ ভৈকট মাজ সোমবাৰ দিনা চট্টোৱাৰ কালেক্টৰি কাছাৰিত বিনা ওজৰে আকাশা নিলামে ধৰা যাইবেক । ইতি সন ১৮৮৪ ইং তাম্ৰিধ ।

(826)

বাকী খাজানার আদায়পত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৬৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজার এবং অন্যান্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আদায়ের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৬৪ সাল ২১ মেই মোং ১২৯১ সালের ৯ টেক্সট বুধবার তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একান্ত নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৬৪। ৭ এপ্রিল।

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	মদর জমা।	বাকী।	টেক্সট।
২৬ নং	৭৭ নশিকজীরান জমিদারি হিসাব। ১০ আনা ময় বেজাবেতা তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২৫৭	৮২২৫০৯	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭৩। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দা ১৮৬৮ কাগ হিসাব।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গর- রহ।	১৫৬০	০	০
	এ এ এ কি চান্দীনা কান্দা হিসাব ১৮০৮/৫১। তাল। তপে রণভাওয়াল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গররহ ...	৫০	০	০
১১৩ নং	৩৭ নেওয়াজআলা হিসাব ১০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গররহ।	১২৭১৬০	৪২৫৬	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যামণ্ডল গররহ ৩৩ মৌজার ১০ আনা হিসাব।	যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৬০	০	০
	এ এ এ ...	প্রমথকৃষ্ণ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৬০	০	০
	এ এ এ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৬০	০	০
	এ এ এ ...	কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৬০	০	০
	তপে হাজরা দী।				
১২৪ নং	পাটনা বেগ হিসাব ৫০/৬১ = ক্রান্তী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমচন্দ্র বার চৌধুরী দিননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	১০৩৩৫০	১২১/৮	এজমালি অংশ নিলাম হই- বেক।
	এ এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াডাঙ্গা ১০ আনা নগর হাজরা দীর ১০১৩ গণ্ডা।	জগৎকিশোর আচার্য্য চৌ- ধুরী নাবালগ।	২২৫১৬০	০	০
	এ এ চাকলে পাটুয়াডাঙ্গা ১০ গণ্ডা ও নগর ও হাজরা দীর ১০২ গণ্ডা ও বীর স্তরার ৫০ আনা। তপে সীংধা দরজিখাজুর মোতালক ১৫১ ময় জমিদারি। তপে হাজরা দী।	হরিকিশোর বার চৌধুরী ...	১৬৩৫০	০	০
		হৈয়দ আবদুল্লাহ অধ্যক্ষপদে জামিনা আকর খাতুন।	২১৭৩৫৬০	১২১/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
২১২৯ নং	৩৭ কুসুম দত্ত গররহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দিননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৩৩২৫/৫	০	০
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ৫১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাস্যা	২৫০৫/০	৪৩১০	খারিজ হিসাব নিলাম।
	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	কাম্যকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গররহ।	১০১৪১/৭	০	০

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাঁকী।	টেকিয়ায়।
-------------	-----------	------------	----------	--------	------------

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫০৭১ নং	৬শে রণভাওয়াল। ৮৪ চারিপাড়া সুবর্ণপুর ওরফে কাঁচারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	৭৬৭৫১০ পাঁহ	১১১১০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
৫০৮৫ নং	পং বরষনসীংহ বীল ছলজী।	রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮০৭	২০১১০	ঐ
৫১৭৪ নং	পং হুশেনশ বী ৮৪ তেলুয়ায়ারি।	দিননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	ঐ
৫২৪১ নং	পবগণে পুখরিয়া চোগাবগরা।	বামনখী দেবী চৌধুরানী পতিব নাম দুর্গাচন্দ্র নাম খাঁ ও মহারানী শরতচন্দ্রানী দেবি গয়রহ।	৫১১৮৫০ মালিকানা ৬৫৮৭	১৪২৪১০ মালিকানা ১৮৭৭	ঐ

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

INSOLVENCY NOTICE.

মোকদ্দমার নং ৬ । ১৮৮৪ ইং

দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ২০ অধ্যায়মতে দরখাস্ত।

অংশ দিগাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালত।

ঈশ্বরঃ প্র যোগ পিতা মৃত রামধন যোগ ছাল সাকিন বীরগঞ্জ পং তুরপুর ... দেবদার।

১৮৮৪ । সম্পর্কবিধিগত বাকি সমূহকে এবং সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে সদর মুনসেফী আদালতের হরিচরণ সেন ইত্যাদি ডিক্রীদ্বারা ১৮৮৪ সালের ২০ নং ডিক্রীজারী মোকদ্দমায় ঐ আদালতের ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চ তারিখের আদেশক্রমে দ্রুত হইয়া দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ হওয়ার পর দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৩৪ ধারা অনুসারে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া নির্ণীত হইবার প্রার্থনার দরখাস্ত করিয়াছে অতএব মোমদারকে ঋণ শোধ করিতে অক্ষম বলিয়া কেম প্রকাশ করা যাইবে তা তৎসময়ে কেহ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা সহ ২ অথবা উকীল দ্বারা সন ১৮৮৪ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখে দিবা ১০ ঘটিকার সময় এই আদালতে উপস্থিত করে তাহাতে অন্যথা করিলে উপরোক্ত তারিখে রীতিমত দরখাস্ত উপস্থিত হইয়া বিহিত আদেশ প্রচার করা যাইবে ইতি. সন ১৮৮৩ ৭ এপ্রেল।

L. B. B. KING,

District Judge.

(9—1)

INSOLVENCY NOTICES.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of HENRY AUGUSTUS DEEFHOLTS, an Insolvent.

Notice is hereby given that Wednesday, the 7th day of May next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 4th day of April 1883 until the 31st day of March 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of GYULA VON BENKE, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1883 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of JAMES REDEOUT BELLETTY, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st February 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of HENRY SAMUEL BROOKS, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of EDWIN WILLOUGHBY SYKES, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 2nd October 1877 to 31st March 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE, }
Calcutta, 16th April 1884.

A. B. MILLER,
Official Assignee.
(10—1)

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c, to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs. (1) at Krishnagpur for officers employed in the Nuddea district. (1) at Jessore Sadler Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshidabad district.

A. SMITH,
Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only* at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[গবর্ণমেন্টে গেজেটে । ১৮৮৪ । ২২ অপ্রিল ।]

গবর্নমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জরনালিক সিন্ধুকোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে, গবর্নমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০. টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়। উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৫০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

জরনালিক দানাবাক্স সিন্ধুকোনা ।

মাল সিন্ধুকোনা ছালা হইতে গবর্নমেন্টের কারখানার প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানাবাক্স না, এরূপ সামান্য জরনালিক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থায় কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে গবর্নমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২. টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 21; packing and postage Re. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট গজালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিস্টার-অট-লী ও সীজমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্জমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেন্ট-কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের স্নিযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের স্নিযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূমালিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একই খানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকটে একই খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বস্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>				Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal							
...	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—							
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাকাল গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমান্দুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকঃমলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর	১০৭
ডাকমান্দুল	...	„	২।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)			
ডাকমান্দুল	...	„	৪৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...	„	১৭
ডাকমান্দুল	...	„	১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার স্থান সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)			
...	১০
ডাকমান্দুল	১০
৪ পৃষ্ঠার উপর বহু অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা ।			
ডাকমান্দুল	১০

কলিকাতার ।

কলিকাতায় ও মকঃমলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমান্দুল লাগিবে না ।

ই. এম. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একট্রিং ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২২ জানুয়ারি ।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

							Rs.
Full page, per issue	20
Half „	10
Casual advertisements.—4 annas per line.							

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ-২ গেজেট দেওয়া
 বাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই সন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশ
 করা গেল।

গণগমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গণগমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল লেফেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি প্রেরণ করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে ত্রিমাসিক নগদ মূল্য দিতে হইবে। এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবশিষ্ট রাজস্ব সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় তত্ত্ব কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিংবা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্টিহার কি বিজ্ঞপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্ট্রিক্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

ਸਿ, ਫੁਲਿਓ, ਧਨੇਨ,

বঙ্গদেশের নবাবসেনার ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বহু।—কলিকাতা গেজেটে ইন্ডিয়ার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—	টাকা।
প্রতি এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০
আর পৃষ্ঠা	১০
কখনই ইন্ডিয়ার প্রকাশ করিতে হইলে একবার	১০

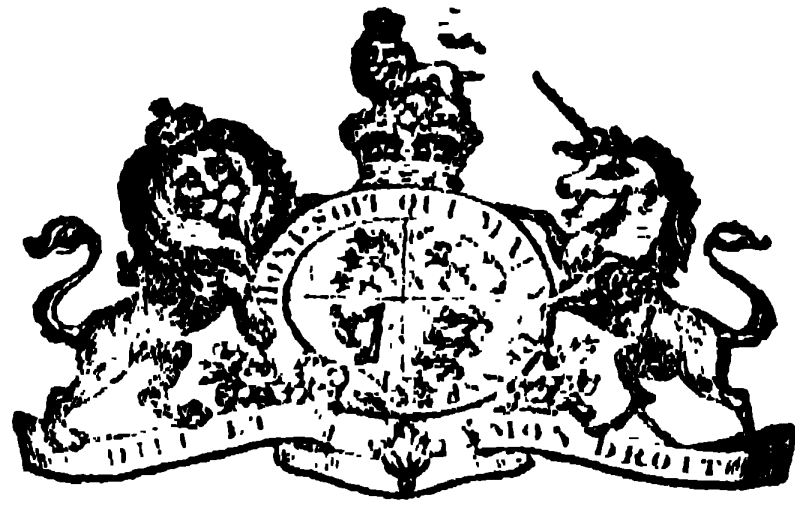
विष्णुपुत्र ।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের শাসনভার আইনের আয়োজন হইলে কলিকাতার স্পীক্সে ওয়েষ্ট
চৌম্বালের কাত্যায়নত বঙ্গদেশের গবৰ্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কাৰ্য্যবিভাগের আপিলে রেজিষ্ট্রারের
নামে অনুরোধমাণ দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পৃথক কমিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রিন্সে, থাকার স্থিত কোম্পানির বাণীতে প্রকাশিত হইতে পারিয়া যার।

[Government Gazette, 22nd April 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দুকের গবর্নমেন্টের অসো জীবুত এতউইল বরিল নুইল সাইব
কতক যন্ত্রিত ও একাশিত হইল।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট



TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।

CONTENTS

	PAGE.	নির্ধারিত।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	53-55	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৫৩-৫৫
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	409-420	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪০৯-৪২০
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	435-449	অষ্টম খণ্ড।—ইন্ডিয়া প্রভৃতি ...	৪৩৫-৪৪৯
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিমিত গবর্ণমেণ্ট গেজেট ...	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—PUBLIC.

Simla, the 17th April 1884.

No. 620.—Under the provisions of Section 17 of the Indian Arms Act, 1878, the Governor-General in Council is pleased to make the following rule:—

134. Licenses to possess and carry arms in places to which Section 15 of the Indian Arms Act, 1878, applies may be granted by the District Magistrate, on plain paper and without fee, to the heirs of persons to whom arms have been presented by or under the orders of Government, in respect of any such arms which they may inherit. Such licenses shall be granted in Form VIII prescribed by Rule 13.

MEDICAL.

The 18th April 1884.

No. 159.—The services of Surgeon T. R. Macdonald, M.B., are placed temporarily at the disposal of the Government of Bengal.

JUDICIAL.

The 17th April 1884.

No. 513.—The Hon'ble Romesh Chunder Mitter, B.L., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th May next, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

A. MACKENZIE,
Secretary to the Govt. of India.

DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

NOTIFICATION.

Simla, the 18th April 1884.

No. 332.—Babu Ishan Chandra Basu having been appointed to officiate as Assistant Accountant-General, Bengal, assumed charge of his duties before noon on the 3rd April 1884.

No. 333.—Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General, made over charge of his duties as Officiating Assistant Accountant-General, Bengal, to Mr. O. T. Barrow, B.C.S., after noon on the 7th April 1884.

D. M. BARBOW,
Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।—পবলিক।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।

১২০ নম্বর।—মন্ত্রিসভা সিদ্ধি জিযুত গবর্নর জেনারেল সাহেব ভারতবর্ষীয় অজ্ঞাবিবরক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৭ ধারার বিধানমতে নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

১৩ ক। গবর্নমেন্ট কর্তৃক কিম্বা গবর্নমেন্টের আজ্ঞাক্রমে যাঁহাদিগকে অজ্ঞাদি দান করা গিয়াছে তাঁহাদের যে উত্তরাধিকারিরা সেই অজ্ঞাদি উত্তরাধিকার করিতে পারেন তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় অজ্ঞাবিবরক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৫ ধারায় স্থানে বর্ডে সেই স্থানে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব শাদা কাগজে ও গী মাইয়া অজ্ঞাদি রাখবার ও বহন করিবার লাইসেন্স পত্র দিতে পারিবেন। উক্ত লাইসেন্সপত্র বিধির ১৩ ধারার নিম্নিষ্ট ৮ পাঠে দেওয়া যাইবে।

চিকিৎসা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।

১৫৯ নম্বর।—সর্জন জিযুত টি, আর, মাকডনাল্ড সাহেব, এম, বি, কিরংকালের নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

জুডিশ্যাল।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।

৫১৩ নম্বর।—বঙ্গদেশস্থ কে টি উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের অজ্ঞামান্যের জিযুত রমেশচন্দ্র মিত্র, বি, এল, আগামি মে মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

এ, মাকেন্জি,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।

৩৩২ নম্বর।—জিযুত ষাঁহু ঈশানচন্দ্র বসু বঙ্গদেশের আসিষ্ট্যান্ট অ্যাকোউন্ট্যান্ট জেনারেলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে ১৮৮৪ সালের ৩ আশ্বিনের পূর্বাঙ্কে আপন কর্ম গ্রহণ করিলেন।

৩৩৩ নম্বর।—জিযুত টি, এচ, বিগগ, সাহেব আসিষ্ট্যান্ট কন্ট্রোলর জেনারেলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে জিযুত ও, টি, মারে, বি, সি, এম, সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ৭ আশ্বিনের অপরাহ্নে বঙ্গদেশের একটিং অ্যাকোউন্ট্যান্ট জেনারেলস্বরূপ স্বীয় কর্মের ভারার্ণ করিলেন।

ডি, এম, বারবর,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

1

1

1

1

1

1

1



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1965 A.

GENERAL.—*The 10th April 1884.*—Moulvie Syed Husnut Hossein, Temporary Sub-Deputy Collector, Sarun, is transferred to Sasseram, in Shahabad, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 11th April 1884.—Baboo Soorjee Coomar Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Jehanabad sub-division of the Hooghly district, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Bemola Charn Bhattacharjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to have charge of the Jehanabad sub-division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Soorjee Coomar Sen, or until further orders.

Baboo Gopal Chander Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The 12th April 1884.—Mr. H. Holmwood, c.s., reported his departure from India, on special leave, on the 4th instant.

Baboo Khetter Gopal Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4, Act VII (B.C.) of 1880, in that district.

The 14th April 1884.—Baboo Nadia Chand Dutt acted as Sub-Deputy Collector for 15 days, from the 15th February 1884, for completing the land registration proceedings of the district of Pooree.

The 15th April 1884.—Baboo Annoda Prosad Pattuck, Sub-Deputy Collector, Bankoora, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Kali Pado Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is vested with the powers of a Collector under section 100 of Act IX (B.C.) of 1880.

Baboo Juggut Chunder Shome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is posted temporarily to the Howrah district.

The 16th April 1884.—Baboo Nanda Krishna Bose, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Jamalpore, Mymensingh, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, and Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, is posted to the sudder station of the Cuttack district.

Baboo Chunder Seckur Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is appointed to act, until further orders, as Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division.

Baboo Chander Seckur Banerjee is also appointed to act as an assistant to the Superintendent of the Tributary Mehals, Cuttack, and is vested with the powers of a Deputy Collector in those mehals.

The 19th April 1884.—Moulvie Imdad Ali, Sub-Deputy Collector, Maldah, is allowed leave for five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

Baboo Pran Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The 21st April 1884.—Mr. J. F. Browne, District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, is allowed leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next.

(*Goverment Gazette*, 29th April 1884.)

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৯৬৭ A নম্বর ।

সাঁগারন — ১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন । — সাঁগারন কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের শ্রীযুত মোল্লী উমদাস হুসেন হুসেন খাঁর কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সাঁগারনের অন্তর্গত সাঁগারনে মোরত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১১ আশ্বিন । — হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার কার্যের অধ্যক্ষতা ভাবপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু স্বর্গকুমার সেন যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

শ্রীযুত বাবু স্বর্গকুমার সেনের ছুটি প্রাপ্তকালে অথবা যাহা অন্য আক্সা না হয়, হুগলীর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দিমলাচরণ ভট্টাচার্য উক্ত জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

মুন্সেরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ আশ্বিন । — শ্রীযুত এচ, হোমউড সার্জেন্ট, সি. এস, বিশেষ ছুটি লইয়া এই মাসের ৪ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

ফরীদপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ফকিরগোপাল রায় উক্ত জিলার ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কাম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন । — শ্রীযুত বাবু নদের চাঁদ দত্ত পুরী জিলার ভূমি রেজিস্ট্রারী কার্যের রূবকারী সমাপ্ত করণার্থে ১৮৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অবধি পনের দিন সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিয়াছেন ।

১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন । — বাঁকুড়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আমলাপ্রসাদ পাঠক এই মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন ।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীদাস মুখোপাধ্যায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১০০ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন ।

২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগদন্নাথ সোম কিয়ৎকালের নিমিত্তে হান্ডা জিলার অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন । — ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুরের একটিং আইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার বসু সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এং এফসিআর খানের কমিশ্যনর সাহেবের স্বকীয় আসিন্ট্যান্ট শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ রায় কটক জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

কটকের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় যাবৎ অন্য আক্সা না হয় ডিউরী গ্রহণ করিয়া সাহেবের স্বকীয় আসিন্ট্যান্টের কাম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কটকের মোকামের হাটের অপারটেণ্ডেন্ট সাহেবের আসিন্ট্যান্টের কাম করিতে নিযুক্ত হইয়া উক্ত মহলে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন । — মালদহের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মোল্লী উমদাস খান গভর্ণমেন্টের ৯ তারিখের আদেশমতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে পাঁচ দিনের ছুটি পাইলেন ।

পুরীর ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু প্রানকুমার রায় উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন । — ২৪ পরগনার ডিষ্ট্রিক্ট ও মেশন অফ শ্রীযুত জে. এফ, হোম সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৩১ ধারামতে আগামি মে মাসের ১ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটি পাইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ আশ্বিন ।]

Mr. J. G. Charles, Officiating Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, is appointed to act temporarily as District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. J. F. Browne, on leave.

Mr. J. Whitmore, Officiating District and Sessions Judge, Furreedpore, is appointed to act temporarily as Additional District and Sessions Judge, 24-Pergunnahs and Hooghly, *vice* Mr. J. G. Charles.

Mr. H. F. Matthews, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Durbhunga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Furreedpore, during the absence, on deputation, of Mr. F. J. G. Campbell, or until further orders.

Mr. H. H. Risley, Assistant Commissioner, Manbhoom, on special duty, is appointed to officiate as Under-Secretary to the Government of Bengal, during the absence, on deputation, of Mr. C. W. Bolton, or until further orders.

Baboo Rajani Coomar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is appointed to have charge of the Jamalpore sub-division of the Mymensingh district, during the absence, on leave, of Baboo Nanda Krishna Bose, or until further orders.

The Hon'ble C. P. L. Macaulay, Secretary to the Government of Bengal, Financial Department, is allowed leave for two months and twenty-three days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Mr. E. N. Baker, Officiating Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act, in addition to his own duties, as Secretary to the Government of Bengal in the Financial Department, during the absence, on leave, of the Hon'ble C. P. L. Macaulay, or until further orders.

Mr. F. H. Harding, c.s., reported his departure from India, on furlough, on the 25th March 1884.

The 22nd April 1884.—In modification of the order of the 4th instant, Mr. E. E. Lewis, Commissioner, Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

POLICE.—*The 10th April 1884.*—Mr. R. W. Keown, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, was on leave, under rule 2, section 136, chapter X of the Civil Leave Code, from the 5th to the 11th December 1883, both days inclusive.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, is posted temporarily to the sudder station of the 24-Pergunnahs district.

The 15th April 1884.—Mr. H. Munro, District Superintendent of Police, Mozufferpore, is appointed to act in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 1st April 1884, during the absence, on leave, of Mr. B. Rattray, or until further orders.

The 19th April 1884.—Mr. E. B. Baker, Deputy Inspector-General of Police, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 5th proximo, or such subsequent date as he may avail himself of it.

REGISTRATION.—*The 14th April 1884.*—Syed Habibul Hossain is appointed to be Joint Sub-Registrar of Motihari (Kessariya), in the district of Chumparun.

EDUCATION.—*The 17th April 1884.*—Mr. G. A. Stack, Professor, Patna College, on leave, is appointed temporarily to be a Professor in the Presidency College.

Moulvie Abdul Jubbar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Secretary to the District School Committee of Patna, *vice* Mr. L. P. Shirres.

The 18th April 1884.—In modification of the order of the 19th January last, Baboo Sib Chandra Gui, M.A., Lecturer, Sanskrit College, is appointed to have charge of the current duties of the office of Principal of that institution, during the absence, on leave, of Pundit Mahesa Chandra Nyayaratna, c.i.e., or until further orders.

[*Government Gazette, 29th April 1884.*]

PORT TRUST.—*The 15th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Prestage of his appointment as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

MEDICAL.—*The 14th April 1884* —Assistant Surgeon Kally Dass Bose, a Supernumerary at the Presidency, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

MUNICIPAL.—*The 5th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the English Bazar Municipality, in the district of Maldah, of Baboo Bhoirubnath Palit, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 7th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Berhampore Municipality of Baboo Mohendra Nath Mukerjee to be their Vice-Chairman.

The 8th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazaribagh, of Baboo Sharada Persad Ghose to be their Vice-Chairman.

The 12th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Soory Municipality, in the district of Beerbhoon :—

Baboo Dhon Krishna Ghose, M.A., B.L.		Baboo Hem Nath Das, B.L.
Baboo Nemye Chunder Saha.		

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Shyama Das Mazoomdar.		Baboo Nabin Chunder Chatterjee.
-----------------------------	--	---------------------------------

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Comillah Municipality :—

Baboo Mohini Mohun Burdhan, B.L.		Baboo Hari Mohan Guha.
„ Shib Chunder Aich.		„ Raj Mohun Mittra.
Baboo Karlash Chunder Dutta, M.A., B.L.		

The 14th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Ranchee Municipality of Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Gouri Sunkar Ghosal is re-appointed to be a Commissioner of the Baraset Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Rajkrishna Ghosal.		Munshi Rafiuddin.
„ Mohendranath Ghosal.		Baboo Chunder Nath Bannerjee.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Barripore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Prasunno Coomar Banerjee to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kali Kumar Roy Chowdhry.		Baboo Nibaran Chandra Mittra.
„ Nim Narain Mittra.		„ Debnarain Dutta.
Baboo Eshan Chunder Dutta.		

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality of Baboo Dwarkanath Chuckerbutty to be their Vice-Chairman.

পোর্ট ট্রাষ্ট বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল ।—জীযুত এফ, প্রেস্টেজ সাহেব কলিকাতা বন্দরের উৎকর্ষ সাধনার্থ কমিশ্যনরের পক্ষ হইতে পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গৃহণ করিলেন ।

চিফ ক্লাইক বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল ।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্ট্যান্ট সার্জন জীযুত কালিদাস বসু যে তারিফে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কাগাকারদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ছুটীমাগের ছুটী পাইলেন ।

মুন্সিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৫ আপ্রিল ।—মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংরেজবাজার মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর জীযুত বাবু টেঙ্গরনাথ পালিতকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ আপ্রিল ।—বরহমপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করাতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৮ আপ্রিল ।—হাজারীগঞ্জ জিলার অন্তর্গত চান্দা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বীরভূম জিলার অন্তর্গত শিউড়ি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত বাবু বঙ্কম ঘোষ, এম, এ, ও দি, এল, । | জীযুত বাবু হেমনাথ দাল, দি, এল, ।

জীযুত বাবু নিমাইচন্দ্র শাং ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত বাবু শ্যামলাল মজুমদার । | জীযুত বাবু নবীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কলিকাতা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত বাবু মোকিনীমোহন বসু, বি, এল, । | জীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র গুহ ।

” ” শিবচন্দ্র আইচ । | ” ” রাজমোহন মিত্র ।

জীযুত বাবু টেলার্স চন্দ্র দত্ত, এম, এ, ও দি, এল, ।

১৮৮৪ সাল ১৪ আপ্রিল ।—রাধি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের একটিং জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত এ, ডবলিউ, মেকাহ সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

জীযুত বাবু গৌরীশঙ্কর ঘোষাল ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারাসত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ ঘোষাল । | জীযুত মুনশী রফাউদ্দীন ।

” ” মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল । | ” ” বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বাকইপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত বাবু কালীকুমার রাণ গোধুরী । | জীযুত বাবু নিবারণ চন্দ্র মিত্র ।

” ” নিমনারায়ণ মিত্র । | ” ” দেবনারায়ণ দত্ত ।

জীযুত বাবু কেশব চন্দ্র দত্ত ।

হুগলী ও চুটড়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্তীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ আপ্রিল ।]

ROAD CESS.—The 7th April 1884.—The gentlemen named below are appointed to be members of the Goalundo Branch Road Committee, in the district of Furreedpore :—

Baboo Mahendro Nath Mallik, Inspector of Police (*ex-officio*), vice Baboo Sital Chandra Sauyal, transferred.

„ Kesaba Chandra Datta, vice Baboo Rasik Lal Das, deceased.

„ Giris Chandra Majumdar, vice Baboo Umes Chandra Majumdar, deceased.

The 9th April 1884.—Mr. K. H. Stephen, Assistant Engineer, Public Works Department, Irrigation Branch, is appointed to be an *ex-officio* member of the Sewau Branch Road Committee, in the district of Sarun.

The 11th April 1884.—Baboo Ram Chunder Mukerjee is appointed to be Vice-Chairman of the Nuddea District Road Committee.

The 14th April 1884.—Mr. E. Stonewig is appointed to be a member of the Hajeepore Branch Road Committee, vice Mr. R. Brown, resigned.

Mr. T. M. Cockburn is appointed to be a member of the Sasseram Branch Road Committee, vice Mr. Morton, resigned.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 3.—The 9th April 1884.—Mr. W. E. Ward made over charge of the office of Judge and Commissioner of the Assam Valley Districts to Mr. C. J. Lyall in the forenoon of the 2nd April 1884.

No. 4.—Mr. L. E. Fabre-Tonnerre reported his departure from India, on furlough, on the 30th March 1884.

F. B. PRACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—Mr. J. R. Douglas is appointed to be Port Officer of False Point and Pooree, and Superintendent of Customs, False Point, in place of Mr. T. Geary retired, with effect from the 1st instant

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 11th April 1884.—Whereas a notification, dated the 27th November 1883, was published at page 1254, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th December last, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm certain bye-laws framed by the Rajshahye District Road Committee under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, and whereas no objections have been raised to the bye-laws, it is now notified for general information that they are confirmed.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 180 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws which have been framed by the District Road
[*Government Gazette*, 29th April 1884.]

পঞ্চম বিবরণ ।—১৮৮৪ সাল ৭ অপ্রিল ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা করীদপুর জিলার অন্তর্গত গোয়ালিন্দের শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুক্ত বাবু শীলচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের প্রেরিত দ্বারাতে পোলীসের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র মল্লিক (অর পদোপলক্ষে) ।

বাবু রসিকলাল দাসের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র দত্ত ।

বাবু উঃমণ্ডল মজুমদারের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার ।

১৮৮৪ সাল ৯ অপ্রিল ।—পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের জনসেচন শাখার অফিসিট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত কে, এচ, ফীফেন সাহেব অর পদোপলক্ষে সাতন জিলার অন্তর্গত মেওয়ানের শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১১ অপ্রিল ।—শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীয়া জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল ।—শ্রীযুক্ত আব, ব্রৌন সাহেব কর্ম ভাগ করাতে শ্রীযুক্ত ই, নটনউইগ সাহেব হাজিপুরের শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুক্ত জে, মর্টন সাহেব কর্ম ভাগ করাতে শ্রীযুক্ত টি, এম, কোবর্ন সাহেব সালীরাবের শাখা পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটে হইতে উদ্ধৃত করা গেল ।—

৩ নম্বর ।—১৮৮৩ সাল ৯ অপ্রিল ।—শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ই, ওয়ার্ড সাহেব শ্রীযুক্ত সি, জে, লায়ল সাহেবের প্রতি ১৮৮৪ সালের ২ অপ্রিলের পূর্বে আসাম উপভাষা কমিটির অফিস ও কমিশনারের কক্ষের ভারাপণ করিলেন ।

৪ নম্বর ।—শ্রীযুক্ত এল, টি, ফেবর-টনের সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৩ সালের ১০ মার্চ ভারত-বর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

এফ, বি, পোলক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২১ অপ্রিল ।—শ্রীযুক্ত টি, গিগান্ডী সাহেব কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে শ্রীযুক্ত জে, অর, ডগলাস সাহেব এই মাসের ১ তারিখ অবসর ফলস-পাইন্ট ও পুন্ডী বন্দরের কর্তৃ ফের এন্ড ফলস-পাইন্টের কমন্ডের সুপার-টেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

এ, পি, মাকডোনল্ড,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১২ অপ্রিল ।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে রাজশাহী জিলার পথ কমিটির প্রণীত কর্তৃক উপরি বৃত্ত করণাৎ এই লেটেনেট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৮৩ সালের ২৭ নবেম্বরের এক বিজ্ঞাপন গত ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল ও উক্ত উদ্দিষ্ট সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না গিয়াছে সাধারণের আগ্রহে এইরূপে এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সেই উপবিধি দৃঢ় করা গেল ।

ই, এল, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত লেটেনেট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে প্রবৃত্ত কর্মভাণ্ডারের কার্য করিয়া তিনি এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে [গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ অপ্রিল ।]

Committee of Bankoora at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification :—

Bye-laws.

1. No person shall damage or encroach on any part of a district road or its side ditches by taking earth from, cultivating crops, or placing a fence on it or them.

2. No person shall tether any cattle on any district road, and the owner of any cattle found tethered shall be held to have allowed his cattle to be tethered there.

3. No person shall, without the special permission of the Chairman or Vice-Chairman, cut any part of a district road.

4. No person shall willfully destroy or damage any tree on any district road, or any fence erected for the protection of such tree, and no person shall remove or damage any post or fence erected on any district road.

5. Drivers of elephants and camels shall move off the district roads to a reasonable distance whenever they see a horse approaching.

6. Any person committing a breach of the above bye-laws shall be liable to a fine under clause 2 of section 180 of Act IX (B.C.) of 1880.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

NOTIFICATION.

The 9th April 1884.—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 26th December 1883, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of the Bengal Vaccination Act V (B.C.) of 1880 to the Municipalities of Deoghur and Sahibgunge, and the towns of Doomka and Rajmehal, in the Sonthal Pergunnahs district, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the said Act, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of the Act to the above places with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in compliance with the recommendation of the Commissioners of the Nuddea Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the said municipality of a fee not exceeding that prescribed by section 134 of the Act on the registration of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 10th April 1884.—Whereas a notification was published at page 194, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the imposition by the Commissioners of the Berhampore Municipality, in the district of Moorshedabad, of a tax under section 122 of Act V (B.C.) of 1876 on carriages and horses and other animals mentioned in the third schedule of the Act, and whereas no

[*Government Gazette, 29th April 1884.*]

সকল বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে বাঁকড়া জিলার সভাগত পথ কমিটীর প্রণীত নিম্নলিখিত কএক যুক্তি উপবিধি দৃঢ় কারবার সম্পাদা করিয়াছেন।

উপবিধি।

১। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথের কোন অংশ বা তৎপার্শ্বস্থ গালাহটে মাটী লইয়া বা তাহাতে শস্য বুনিয়াদ কিম্বা তাহাতে বেড়া দিয়া তাহার ক্ষতি করিবে না বা তাহার চাপিয়া লইবে না।

২। কোন ব্যক্তি জিলার কোন পথে গবাদি বাধিয়া দিবে না ও জিলার কোন পথে গবাদি বাধা দেখা গেলে, গবাদির স্বামী আন গবাদি তথায় বাধিয়া দিতে বলিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৩। কোন ব্যক্তি সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির বিশেষ অনুমতি বিনা জিলার কোন পথের কোন অংশ কাটিবে না।

৪। কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারের কোন গাছ কিম্বা গাছ প্রকারের যে কোন করিয়া দেওয়া গিয়াছে তাহা ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট বা তাহার ক্ষতি করিবে না। ও কোন ব্যক্তি জিলার পথের ধারে নির্মিত কোন স্তম্ভ বা বড়া সমাহরণ ফেলিবে না বা তাহার ক্ষতি করিবে না।

৫। হস্তী ও উষ্ট্র চালকেরা ঘোড়া আসিতেছে দেখিলে জিলার পথহইতে যুক্তিসঙ্গত দূরে যাইবে।

৬। কোন ব্যক্তি উক্ত সকল উপবিধি লঙ্ঘন করিলে ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারার ২ প্রকরণমতে তাহার অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—সাঁওতাল পরগণা জিলার অন্তর্গত দেওগর ও সাহেবগঞ্জ মুনিসিপালিটিতে এবং দুমকা ও রাঙ্গামহাল নগরে বঙ্গদেশ গোবীন্দ টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে জ্যুড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেল ও ২৭ প্রচলন সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত হয় না যাওয়াতে জ্যুড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য করিয়া গিনি ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি তাহা প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করিলেন, সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এ প্রকারীহা প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ আপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে; নদীয়া মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জ্যুড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া এবং নদীয়া মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের অনু-রোধক্রমে গিনি, উক্ত মুনিসিপালিটির মধ্যে যে সকল গরুরগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় তাহা রেজিষ্টারী করিয়া উক্ত আইনের ১৩৪ ধারার নির্দিষ্ট ফীর অনধিক উক্ত কমিশ্যনরদের দ্বারা আদায় হইবার অনুমতি দিতে সম্পাদা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১০ আপ্রিল।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বরহমপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরদের দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের তৃতীয় তফসীলের লিখিত গাড়ীর, ঘোড়ার ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত আইনের ১২০ ধারামতে ট্যাক্স ধাওয়া হইবার অনুমতিস্বত্ব জ্যুড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল ও উক্ত মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আপ্রিল।]

objection has been raised to the proposal within one month from the publication of the above notification within the municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the said Commissioners of a tax on carriages, horses, and other animals at rates not exceeding those specified in the said schedule.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th April 1884.—It is hereby notified for general information that so much of the notification, dated the 23rd May 1882, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th June 1882, regarding the resumption of certain ferries in the Tipperah district as relates to the ferries over the Bijni, Sheni and Rogni, is cancelled.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Culna Municipality made at a meeting, and in the exercise of the powers conferred upon him by section 10 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to revise the boundaries of the said municipality, so as to withdraw the villages of Goora, Nilhojjer, Talbana and Pooronohat, named in the margin from the operation of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the aforesaid municipality.

The revised boundaries of the municipality will be as follows:—

On the north the Labhanga Beel, the khal that passes eastwards from the beel by the north of the indigo factory, and the khal that passes from the Kadrar Beel to the Bhagirathy and the Bhagirathy; on the east the Bhagirathy, the burial ground, the road that passes by the east of the Mission house, and by the west of Dood Bibi's tank and that portion of the road called the Mujish Sahib's Dighi road, passing southward from its junction with the above mentioned road. On the south a line drawn between the southern boundaries of the Mujish Sahib's Dighi, Mollapara, Ayma, Lukhonpara, Jewdhara, Barooipara, Modhubone, Amlapokar, Bora Mitropara, Chota Mitropara and Boresoona and the northern boundaries of Arrah Shapore, Jewdhara cornfields, Sarva Mangola, Ramessurpore, Koldanga, Dharmodanga, Meerpore, Rungpara and Patty Khojhat; and on the west Pooranahat, the lane which passes southwards by the west of the residence of the Sub-Divisional Officer, and the villages of Talbana and Goora.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 16th April 1884.—Whereas a notification, declaring the Lieutenant-Governor's intention to direct that all deaths occurring within that part of the district of Darjeeling which lies to the west of the Teesta river shall be registered under Act IV (B.C.) of 1873, was published in the *Calcutta Gazette* of the 9th January last, and whereas no objections have been raised to the proposed measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the said Act, the Lieutenant-Governor is pleased to direct that all deaths occurring in the above mentioned area shall be registered under the said Act with effect from the 1st May 1884.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 29th April 1884.]

তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জি.ইউ.সি. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত কমিশনারদের কর্তৃক উক্ত আইনের তৃতীয় ডকুমেন্টের লিখিত হারের অধিক হারে গাড়ী, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তর উপর টোলধারী হইবার অনুমতি দিলেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ জুলাই।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮২ সালের জুন মাসের ১৩ তারিখের বিজ্ঞাপন গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশিত ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কএক খেয়াঘাট রাজকীয় খেয়াঘাট করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১৩ নং বিজ্ঞাপনের যে অংশ বিজনী, শেনী ও রানী নদীর খেয়াঘাটের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেই অংশ রহিত করা গেল।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ জুলাই।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কালনা মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলেন কালনা মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশনারদের অনুরোধক্রমে এবং জি.ইউ.সি. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপাল বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১০ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের কার্যপ্রচলন চতুর্থে পার্শ্বলিখিত কএক প্রায় ভাগ করিয়া উক্ত মুনিসিপালিটির সীমা সশোষণ কারবার সম্পন্ন করিয়াছেন।

উক্ত মুনিসিপালিটির সংশোধিত সীমা এইরূপ হইবে, —

উত্তর সীমা লাভাঙ্গা বিল, উক্ত বিলহইতে নীলকুঠার উত্তরদিক। পূর্বমুখে যেখান দ্বার ভাঙ্গা, এবং কদরার বিলহইতে ভাগিরথী পথান্ত যে খাল যায় তাহা ও ভাগিরথী, পূর্ব সীমা ভাগিরথী, কবর-স্থান ও মিশন হোসের পূর্বদিক দিয়া ও ছন্দ বিধির পুষ্করিণীর পশ্চিমদিক দিয়া যে পথ যায় তাহা এবং মজলিঙ্গ সাহেবের দীঘীর পথ নামক পথের যে অংশ উপরোক্ত পথের সহিত সংযোগ স্থান হইতে দক্ষিণমুখে যায় সেই অংশ। দক্ষিণ সীমা মজলিঙ্গ সাহেবের দীঘী, মোল্লাপাড়া, আরমা, লক্ষ্মণ-পাড়া, জিউধারা, বাকুইপাড়া মধুবন, আমলাপুকুর, বড় মিত্রপাড়া, ছোট মিত্রপাড়া ও বোসুনার দক্ষিণ সীমার এবং আরামাচাপুর, জিউধারা, শস্যক্ষেত্র, সর্বমঙ্গলা, রামেশ্বরপুর, কোলডাঙ্গা, ধর্মডাঙ্গা, নীলপুর, রঙ্গপাড়া ও পটী খোয়াটে উত্তর সীমার মধ্যে ঢাকা রেখা, এবং পশ্চিম সীমা পুরানহাট ও মহকুমা কর্তৃপক্ষের বাসস্থানের পশ্চিমদিক দক্ষিণমুখে যে গলি পথ যায় তাহা ও ডালবালা ও ওরাগ্রাম।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৬ জুলাই।—মার্জিলিঙ্গ জিলার যে অংশ তিষ্ঠা নদীর পশ্চিমদিকে আছে সেই অংশ ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে মৃত্যু রেজিস্ট্রী করিতে হইবে এই আদেশনুসারে জি.ইউ.সি. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ৩ জুলাই মাসের ৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেন উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জি.ইউ.সি. লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ নং অবধি উক্ত আইনমতে উপরোক্ত স্থানে মৃত্যু রেজিস্ট্রী করিবার আজ্ঞা করিলেন।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১২ জুলাই।]

NOTIFICATION.

The 16th April 1884.—Whereas a notification declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the levy by the Commissioners of the Pubna Municipality of a tax under section 122 of Act V (B.C.) of 1876 on four-wheeled carriages which are kept or habitually used in the municipality was published in the *Calcutta Gazette* of the 13th February 1884, and whereas no objection has been raised to the measure, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 78 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition of a tax on four-wheeled carriages in the Pubna Municipality at rates not exceeding those specified in the third schedule of the Act.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 19th April 1884.—The Lieutenant-Governor is pleased, under Section 35, Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, *i.e.*, of enabling them to require the attendance, &c., of putwaries and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—It is hereby notified for general information that the police station at Badalgachi, in the district of Bogra, has been removed to Nawabganj, and that the thana will be called by the name of the Nawabganj Thana in future.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 22nd April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, *viz.* for excavating a tank within the limits of the villages Daulatgunge and Jevannagar, pergunnah Ukhra, chakla Muttnarce, zillah Nuddea, for the use of the inhabitants of those villages, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs and 5 cottahs of standard measurement is required within the aforesaid villages Daulatgunge and Jevannagar. The land is bounded on the east by the house of Sreekantha Doss and the land belonging to Behary Lall Datta; on the north by the houses of Sreeputty Chukerbutty and Bykanta Law; on the west by the lands belonging to Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury and Behary Lall Datta; and on the south by the lands of Joykally Chowdhuranec, Baboo Shyam Chandra Law, and Baboo Nafor Chandra Pal Chowdhury.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

The 22nd April 1884.

To—Calcutta.

To—Bengal.

From—Bombay.

From—General Secretary.

GOVERNMENT of India have sanctioned enforcement of 6 quarantine rules at Aden against vessels from Calcutta and Bassein. Letter follows.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 29th April 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—পাবনা মুনিসিপালিটির মধ্যে চারিচাকার যে সকল গাড়ী রাখা যায় বা নিয়ত ব্যবহার হয় তাহার উপর উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশনারদের দ্বারা ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১২২ ধারামতে টাক্স আদায় করিবার আদেশস্বত্বক্ৰীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ক্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রাপ্ত উক্ত আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি পাবনা মুনিসিপালিটির মধ্যে চারিচাকার গাড়ীর উপর উক্ত আইনের তৃতীয় ভূকমলীর নির্দিষ্ট হারের অনধিক হারে টাক্স ধার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন।—খণ্ডের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার ও অসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রণালী গোণচক্রের খালের কর্তৃপক্ষেরা ১৮৭৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার নির্দিষ্ট কার্য্যপক্ষে অর্থাৎ পাটওয়ারীদের উপস্থিত প্রভৃতি হইবার ও খালের রেটমাগা না খালের রেট আদায় করণ সংক্রান্ত গুণ্যের কাগজপত্র দাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন এই নিমিত্তে ক্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭২ সালের ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে তাহাদিগকে কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বগুড়া জিলার অন্তর্গত কদলগাছী পৌলীস থানা নবাবগঞ্জে উঠিয়া গিয়াছে ও উক্ত থানা এই অবধি নবাবগঞ্জ থানা নামে খ্যাত হইবে।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—রাজকীয় কায়েদার নিমিত্তে অর্থাৎ নদীয়া জিলার অন্তর্গত মাটিয়ারি চাকলার ডাখা পরগনার দৌলংগঞ্জ ও জীবননগর গ্রামের সীমান মধ্যে প্রায় আশ্রমের লোকদের ব্যবহারার্থে পুষ্কারণী খনন করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি দেওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের ক্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের সিকট এই জন্য প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কায়েদার নিমিত্তে উক্ত দৌলংগঞ্জ ও জীবননগর গ্রাম কতিপয় হানাদিক ২০ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্ব সীমা ক্রীকান্ত দাসের বাড়ী ও হারীলাল দত্তের জমী, উত্তর সীমা ক্রীকান্ত চক্রবর্তীর ও টেকুঠা লাহার বাড়ী, পশ্চিম সীমা বাবু নরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর ও বিহারীলাল দত্তের জমী, দক্ষিণ সীমা জরকালী চৌধুরীর, বাবু শ্যামচন্দ্র না ও বাবু নরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর জমী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

কলিকাতা ও বাসিন্দ হইতে যে সকল আত্মজ যায়, তার তবষীয় গবর্নমেন্ট এদনে সেই সকল আত্মজের বিকল্পে চিঠি দ্বারা কাগজপত্র বিধি প্রবল করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ. পি. মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ আশ্বিন।]

(828) [Part II.]
JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1966 A.

The 11th April 1884.—Baboo Kedar Nath Mazoomdar, Second Subordinate Judge of Midnapore, is transferred temporarily to Furreedpore.

Baboo Nilmoni Nag, Second Munsif of Manickgunge, Dacca, is appointed to be Bent Munsif of that chowkey, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of that munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Jogul Kishori De, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Dacca, and to be ordinarily stationed at Manickgunge, during the absence, on leave, of Baboo Binod Behari Mitter, or until further orders.

Baboo Bhuban Mohun Gangooly, Second Munsif of Bhanga, in the district of Furreedpore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50 within the limits of the Bhanga Munsifi, during the absence, on leave, of Baboo Saroda Prosad Chatterjee.

Baboo Umesh Chander Sen is appointed to act as a Munsif in the district of Furreedpore, and to be ordinarily stationed at Bhanga, during the absence, on deputation, of Baboo Bhuban Mohun Gangooly, or until further orders.

The 16th April 1884.—Baboo Chunder Seekur Banerjee, Officiating Personal Assistant to the Commissioner of the Orissa Division, and an assistant to the Superintendent of the Tributary Mehals, Cuttack, will continue to exercise the powers of a Magistrate of the first class.

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by the undermentioned gentlemen of their appointments of Honorary Magistrates of the Sudder Bench of the Jessore district :—

Baboo Umesh Chunder Ghose.	Baboo Mohesh Chunder Banerjee.
Baboo Raghuttam Ghose Chowdhari.	

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Mahima Chunder Banerjee.	Baboo Jagabandhu Bhadra.
„ Basanto Kumar Roy Chowdhari.	„ Brojo Prosoud Bose.

The 17th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Baikunto Nath Dey of his appointment of Honorary Magistrate of the Sudder Bench in the district of Howrah.

ERRATUM.—*The 14th April 1884.*—In the order of the 8th January last, published in the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Bogola Prosunno Mozoomdar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Siligoree, Darjeeling, to be also a Munsif in the district of Julpigoree, for “Julpigoree” read “Dinagoree.”

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 16th April 1884.*—Baboo Jadu Nath Ghose, Third Munsif of Jessore, is allowed leave for 13 days, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

The 19th April 1884.—Baboo Moti Lall Halidar, Second Munsif of Baripore, in the district of the 24 Pergunnahs, is allowed leave for one month and twelve days, under section 73, rule 2, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th April 1884, or from any subsequent date on which he may avail himself of it.

F. B. PRACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 29th April 1884.*]

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট ।

১৯৬৬ A নম্বর ।

১৮৮৪ সাল ১১ আশ্বিন ।—মেদিনীপুরের দ্বিতীয় সবার্ভিসেন্ট জজ জীবুত বাবু কেশবনাথ মজুমদার কিয়ৎকালের নিমিত্তে ফরীদপুরে প্রেরিত হইলেন ।

জীবুত বাবু বিমোদবিহারী মিত্রের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ঢাকার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু নীলমনি নাগ সেই জোকীর খাজানার মোকদ্দমা বিচার করণার্থে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং উক্ত মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৭ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

জীবুত বাবু বিমোদবিহারী মিত্রের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীবুত বাবু যুগল কিশোর দে, বি, এ, ও বি, এল, ঢাকা জিলার মুনসেফের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মানিকগঞ্জে অবস্থাপিত হইলেন ।

জীবুত বাবু শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত ডাকার দ্বিতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ডাকার মুনসেফীর সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৭ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন ।

রাজকাছোপালকে জীবুত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীবুত বাবু উমেশচন্দ্র সেন ফরীদপুর জিলার মুনসেফের কর্তব্য করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ ডাকার অবস্থাপিত হইবেন ।

১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন ।—উড়িষ্যা খণ্ডের কমিশনার সাহেবের স্বকীয় একটি আসিস্টান্ট ও কটকের পেশকণী মগালের সুপারিণ্টেন্ডেন্টে সাহেবের আসিস্টান্টে জীবুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্তব্য করিতে থাকিবেন ।

কটকের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবুত বাবু জগন্মোহন রায় প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা যশোর জিলার সদর বেঞ্চের স্বতন্ত্র আবেতনিক মাজিস্ট্রেটের পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।—

জীবুত বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ । | জীবুত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।
জীবুত বাবু রঘুভূষণ ঘোষ চৌধুরী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত বেঞ্চ আবেতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।—

জীবুত বাবু মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । | জীবুত বাবু জগদক্ল ভট্ট ।
" " বসন্তকুমার রায় চৌধুরী । | " " ব্রজপ্রসাদ বসু ।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন ।—জীবুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে হাবড়া জিলার সদর বেঞ্চের আবেতনিক মাজিস্ট্রেটরূপে পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।

অশুদ্ধশোধন ।—১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন ।—দাক্ষিণীনের অন্তর্গত শিলিগুড়ির ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীবুত বাবু বগলাপ্রসন্ন মজুমদারকে জনপাইগুড়ি জিলার মুনসেফের পদেও নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত আনুয়ারি মাসের ৮ তারিখের যে আজ্ঞা ঐ মাসের ১৫ তারিখের বাজালা গবর্নমেন্টে গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহাতে “ জনপাইগুড়ি ” শব্দের পরিবর্তে “ দিনাজপুর ” পাঠ করিতে হইবে ।

মুনসেফের ছুটি ।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন ।—যশোরের তৃতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু যদুনাথ ঘোষ, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৪ ধারামতে তের দিনের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন ।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারইপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ জীবুত বাবু মতিলাল হালদার ১৮৮৪ সালের ২৮ আশ্বিন অবধি অথবা ডাকার পর যে তারিখ ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাস বার দিনের ছুটি পাইলেন ।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ আশ্বিন ।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL,

The 21st April 1884.

No. 169.—*Leave.*—Mr. J. P. Coy, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code (fifth edition), with effect from such date as he may avail himself of it.

No. 170.—In continuation of this office notification No. 463 of the 17th December 1883, Mr. H. Bell is appointed as Manager and Engineer-in-Chief of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd instant.

IRRIGATION.

The 21st April 1884.

No. 171.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main outfall of the Howrah Drainage Works, in the village of Gobaria, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 7.42 beegahs of standard measurement, in the aforesaid village of Gobaria, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 172.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken permanently by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of the main channel of the Howrah Drainage Works, in the villages of Makhoora, Bakshara, Sooltanpore, Oonshoonce, Bakra Budderpore, Tetoolkoollee, Pakooria, Khalia, Kouah, Nalooah, Chamralee and Joypore, in pergunnah Boroedhorsha, district Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring, more or less, 9 miles 2,430 feet in length, with an average width of 57 feet or thereabout, is required within the aforesaid villages in Hooghly district.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,

Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

No. 173.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, namely for the construction, at the expense of the Alipore Coal Company, Limited, of a branch line from the East Indian Railway to their collieries at Kairbad, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 4½ miles in length, and with an average width of 80 feet, and measuring 76 beegahs 4 cottahs and 9 chittacks, more or less, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

S. T. TREVOR, Col., R.E.,

*Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.**[Government Gazette, 29th April 1884.]*

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।

১৬৯ নম্বর।—ছুটী।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর কাসিফাইটে ইঞ্জিনিয়ার জি. ডব্লিউ. জে. পি. কয় সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তাবধি নিবিল কার্যাবলীর কয়েক ছুটীর বিধির (পঞ্চম সংস্করণের) ৭৩ ধারামতে তিন মাসের অন্তর এই ছুটী পাইলেন।

১৭০ নম্বর।—এই কার্যালয়ের ১৮৮৩ সালের ১৭ ডিসেম্বরের ৪৬৭ নং বিজ্ঞাপনানুসারে জি. ডব্লিউ. জে. পি. কয় সাহেব এই মাসের ২ তারিখের অপরাহ্ন অবধি ত্রিভুজ স্টেট রেলওয়ের মাসেলারের ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

অনুসন্ধান বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।

১৭১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইখর্সা পরগনার গোবরিনা গ্রামে হাবড়ার জলপ্রপাত কার্যের জন্য নির্গত হইবার প্রধান নালী করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি. ডব্লিউ. জে. পি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কার্যের নিমিত্তে উক্ত গোবরিনা গ্রামে কতিপয় ন্যূনাত্মক ৭'৪২ বিঘা পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৭২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোরোইখর্সা পরগনার মাখুণী, বাকুসাড়া, সুলতানপুর, উলশনী, বাকু বদরপুর, তেতুলকুলী, পাকুনিয়া, খালিয়া, কোণা, মালুয়া। চতালী ও কয়পুর গ্রামে হাবড়ার জলপ্রপাত কার্যের প্রধান জলনালী করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি. ডব্লিউ. জে. পি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কার্যের নিমিত্তে হুগলী জিলার অন্তর্গত উক্ত সকল গ্রামে ন্যূনাত্মক ২ মাইল ২,৪৮০ ফুট দীর্ঘ ও গড়ে প্রায় ৫৭ ফুট প্রস্থ পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, মীল, মেকর, এম. এস, সি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৭৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে সীমা-বদ্ধ আলিপুর কোল কোম্পানির কর্তৃত্বস্থ পাতুরিয়া কয়লার খনি পর্যন্ত শাখা রেলপথ করিবার জন্য উক্ত কোম্পানির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জি. ডব্লিউ. জে. পি. কয় সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকার কার্যের নিমিত্তে প্রায় ৪১'০ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে ৮০ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাত্মক ৭৬/৪১১/৮ হটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এস, টি, ট্রেবর, কর্নেল, আর, ই,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

The 2nd April 1884.

No. 174.—*Leave.*—Mr. W. H. Nightingale, Executive Engineer, second grade, has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India two months' furlough, in extension of that granted him in Bengal Government notification No. 178 of the 10th May 1883.

No. 175.—The following Assistant Engineers of the second grade passed the examination prescribed in the Public Works Code, chapter II, section I, paragraph 17, on the 7th April 1884:—

Mr. J. Manson.	}	Mr. C. A. White.
„ E. J. Alexander.		„ B. K. Finnimore.

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 22nd April 1884.

No. 177.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a road cess inspection bungalow at Colgong, in the village of Kasba Colgong, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigha 1 cottah and 1½ dhors of standard measurement, bounded on the north by Road Cess Committee's road No. 12 (Colgong to Barhat), east by the waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and a drain, on the south by waste land of the late Baboo Radha Churn Gangoly and drain, and west by East Indian Railway compound wall and land belonging to Muddun Thacoor, is required within the forsaidd village of Kasba Colgong.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major, M.S.C.,*
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

১৭৪ নম্বর।—ছুটি।—দ্বিতীয় শ্রেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জীযুত ডবলিউ, এচ, নাইটিংহেল সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ১৮৮৩ সালের ১০ মে ১৭৮ নং বিজ্ঞাপনমতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত ভারতবর্ষের পক্ষে ইঞ্জিনিয়ারী স্টেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহাকে ছুটি মাসের ছুটি দিয়াছেন।

১৭৫ নম্বর।—নিম্নলিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারেরা ১৮৮৪ সালের ৭ আপ্রিলের পবলিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ১৭ ধারার নিম্নলিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।—

জীযুত জে, মাক্সন সাহেব।

জীযুত সি, এ, ওয়াটস সাহেব।

„ ই, জে, আলেকজান্ডার সাহেব।

„ বি, কে, ফিনিমোর সাহেব।

স্থানীয় বজাতিদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২২ আপ্রিল।

১৭৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্পিত ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কাছালগাঁও পরগনার কশবা কাছালগাঁও গ্রামে পথকরের ইনস্পেকশন বাঙ্গলা ঘর করিবার জন্য রাজকীয় অর্থন্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্ত উক্ত কশবা কাছালগাঁও গ্রামে কতিপয় ভূমি অধিক ১/১ কাঠ ১২ ধূর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কাছালগাঁও অবধি বড়হাট পর্যন্ত পথকর কমিটির ১২ নং পথ, পূর্ব সীমা মৃত বাবু রাধাকরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও এক নর্দমা, দক্ষিণ সীমা মৃত বাবু রাধাকরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পতিত জমি ও নর্দমা, এবং পশ্চিম সীমা ইন্ডিয়ান রেলওয়ের হাটার প্রাচীর ও মদন ঠাকুরের জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এস, এন, সি।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের হোট সেক্রেটারী।

1

1

1



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, APRIL 29, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অষ্টম খণ্ড।

ইঙ্গতিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই ২ জেলাতে ১৮৮৪ সালের আগ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

৮০ জোনার সেরের হিসাবে

[illegible]

ବଜ୍ରହସନ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

[illegible]

মহ্য'হলেব-জুমা ।

কলিকাতা	১৫	১২	১৩	১৭	১৭	১০৯	১০১	১৭	১০৬	১০	১৩	১৬	১৬			১৯	১৯	১৮১
৬ মঙ্গলবার	১৫	১০	১০	১৩	১৩	১০	১০	১৬	১৮	১৮	১৮	১৬	১৬
৭ বসন্তী	১৫	১০	১০	১৩	১৩	...	১০	১০	১৬	১৮	১৮	১৬	১৬
৮ বুধবার	১৫	১৮	১৮	১৭	১৬	১৬	১৬	১৬
৯ শনিবার	১৫	১৮	১৮	১২	১০	১৬	১৬	১৬	১৬	১২
১০ সুরিন্দারাদ	১০	১০	১৭	১২	১০	১৬	১৮	১৮	১৬	১৬
১১ দিবাকরপুর	১০	১০	১৫	...	১০	১০	১৬	১৬	১৮	১৮	১৬	১৬	১৬
১২ রাজেশ্বরী	১০	১০	১৮	১০	১৭	১০	১২	১২	১৬	১৮	১৮	১৬	১৬
১৩ কৃষ্ণপুর	১০	১০	১০	১০	১০	১৬	১৮	১৮	১৬	১৬
১৪ রতন	১২	১২	১৫	১২	১২	১৬	১৮	১৮	১৬	১৬
১৫ পানবা	১০	১০	১৫	১৮	১৮	১৬	১৮	১৮	১৬	১৬
১৬ দার্জিলিং	১৮	১০	১০	১০	১০	১০	১৬	১৮	১৮	১৬	১৬
১৭ হুগলি ইন্ডিয়া	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১৬	১৮	১৮	১৬	১৬

ক. মঙ্গুয়ান্দ লনগের খুঁড়ী দর টাকায় ৫৮০।—কালনীয়া ১৪ মে, কাঁটগুয়ায় ১৩ মে।

५। निम्नोक्त मन्त्रभाष्य लक्षणांशुद्धिं दत्तं क. स. १७७३।

গ। মনঃকাল লবণের শুষ্কতা দ। ট। কায়। ১০। সর। অবি। ৩। গের। বাঘ। ১।

ন। মহদুমারি লংগের দুইখ। দর টাকায় এইহ।—খাটালে ১৪। সের ৭২৯ কাঁতিতে ১০। সের।

৬. ৭. ৮. ৯. ১০. ১১. ১২. ১৩. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০. ৩১. ৩২. ৩৩. ৩৪. ৩৫. ৩৬. ৩৭. ৩৮. ৩৯. ৪০. ৪১. ৪২. ৪৩. ৪৪. ৪৫. ৪৬. ৪৭. ৪৮. ৪৯. ৫০. ৫১. ৫২. ৫৩. ৫৪. ৫৫. ৫৬. ৫৭. ৫৮. ৫৯. ৬০. ৬১. ৬২. ৬৩. ৬৪. ৬৫. ৬৬. ৬৭. ৬৮. ৬৯. ৭০. ৭১. ৭২. ৭৩. ৭৪. ৭৫. ৭৬. ৭৭. ৭৮. ৭৯. ৮০. ৮১. ৮২. ৮৩. ৮৪. ৮৫. ৮৬. ৮৭. ৮৮. ৮৯. ৯০. ৯১. ৯২. ৯৩. ৯৪. ৯৫. ৯৬. ৯৭. ৯৮. ৯৯. ১০০.

৬১। এ এ —বারাগড় ১৩ সের, বনৌরহাটে ১৩ সের, কলাগাহীতে ১১ সের
ও বারাকপুরে ১২৭ সের।

চ। ঐ ঐ ১—কুটিয়র ১০ সেব, বেহেরপুরে ১১। সেব, চুয়াডাঙ্গায় ১১। ০ সেব
এবং রাণাঘাটে ১২৮ সেব।

অবধি তপ্তলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকার হত পাওয়া যায়।

৪০ সেরের ঘণের
থোকে বিক্রয়ের দর।

রাগী বা মাড়ুয়া ও চীমা।			জমেরা।		ছোণা।		জ্বালানি কাঠ।		লবণ।		সবণ।		জিস।
এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউন	এই সপ্তাহের দিউন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউন

বঙ্গদেশ। পশ্চিমদিকস্থ জিলা।														
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
...
...
...
...
...
...
...
...

মধ্যস্থলের জিলা।														
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
...
...
...
...
...
...
...
...
...

- ৬। মাকীয়া ও বাগীর ১৫ মস্তকায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।
- ৭। মাকীয়া লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।—মিলিগুড়িতে ১২ সের এবং বনগীয়ে ১০ সের।
- ৮। মাকীয়া ও লোণ ১৫ মস্তকায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।
- ৯। মাকীয়া লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।—মিলিগুড়িতে ১২ সের কুড়ি মাসে ১০ সের ও গাইবান্ধায় ১৪ সের।
- ১০। লোণ ১৫ মস্তকায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।
- ১১। কুর্সিয় লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের এবং মিলিগুড়িতে ১০ সের।
- ১২। ফালগুণীয়া লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

ক্রমিক নং।	জিলা।	৮০ তোলায় সেরের হিসাবে																	
		গম।			ষট।			ডাল চাউ -			সামান্য চাল।			কচু ও মাকরা।			চোলস ও জোরার।		
		এই সস্তায়ে রিটর্ন	ইহার পূর্বে সস্তায়ে রিটর্ন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটর্ন	এই সস্তায়ে রিটর্ন	ইহার পূর্বে সস্তায়ে রিটর্ন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটর্ন	এই সস্তায়ে রিটর্ন	ইহার পূর্বে সস্তায়ে রিটর্ন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটর্ন	এই সস্তায়ে রিটর্ন	ইহার পূর্বে সস্তায়ে রিটর্ন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটর্ন	এই সস্তায়ে রিটর্ন	ইহার পূর্বে সস্তায়ে রিটর্ন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটর্ন	এই সস্তায়ে রিটর্ন	ইহার পূর্বে সস্তায়ে রিটর্ন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটর্ন
১	কুমিল্লা																		
২	কুমিল্লা																		
৩	কুমিল্লা																		
৪	কুমিল্লা																		
৫	কুমিল্লা																		
৬	কুমিল্লা																		
৭	কুমিল্লা																		
৮	কুমিল্লা																		
৯	কুমিল্লা																		
১০	কুমিল্লা																		
১১	কুমিল্লা																		
১২	কুমিল্লা																		
১৩	কুমিল্লা																		
১৪	কুমিল্লা																		
১৫	কুমিল্লা																		
১৬	কুমিল্লা																		
১৭	কুমিল্লা																		
১৮	কুমিল্লা																		
১৯	কুমিল্লা																		
২০	কুমিল্লা																		
২১	কুমিল্লা																		
২২	কুমিল্লা																		
২৩	কুমিল্লা																		
২৪	কুমিল্লা																		
২৫	কুমিল্লা																		
২৬	কুমিল্লা																		
২৭	কুমিল্লা																		
২৮	কুমিল্লা																		
২৯	কুমিল্লা																		
৩০	কুমিল্লা																		
৩১	কুমিল্লা																		
৩২	কুমিল্লা																		
৩৩	কুমিল্লা																		
৩৪	কুমিল্লা																		
৩৫	কুমিল্লা																		
৩৬	কুমিল্লা																		
৩৭	কুমিল্লা																		
৩৮	কুমিল্লা																		
৩৯	কুমিল্লা																		
৪০	কুমিল্লা																		
৪১	কুমিল্লা																		
৪২	কুমিল্লা																		
৪৩	কুমিল্লা																		
৪৪	কুমিল্লা																		
৪৫	কুমিল্লা																		
৪৬	কুমিল্লা																		
৪৭	কুমিল্লা																		
৪৮	কুমিল্লা																		
৪৯	কুমিল্লা																		
৫০	কুমিল্লা																		
৫১	কুমিল্লা																		
৫২	কুমিল্লা																		
৫৩	কুমিল্লা																		
৫৪	কুমিল্লা																		
৫৫	কুমিল্লা																		
৫৬	কুমিল্লা																		
৫৭	কুমিল্লা																		
৫৮	কুমিল্লা																		
৫৯	কুমিল্লা																		
৬০	কুমিল্লা																		
৬১	কুমিল্লা																		
৬২	কুমিল্লা																		
৬৩	কুমিল্লা																		
৬৪	কুমিল্লা																		
৬৫	কুমিল্লা																		
৬৬	কুমিল্লা																		
৬৭	কুমিল্লা																		
৬৮	কুমিল্লা																		
৬৯	কুমিল্লা																		
৭০	কুমিল্লা																		
৭১	কুমিল্লা																		
৭২	কুমিল্লা																		
৭৩	কুমিল্লা																		
৭৪	কুমিল্লা																		
৭৫	কুমিল্লা																		
৭৬	কুমিল্লা																		
৭৭	কুমিল্লা																		
৭৮	কুমিল্লা																		
৭৯	কুমিল্লা																		
৮০	কুমিল্লা																		
৮১	কুমিল্লা																		
৮২	কুমিল্লা																		
৮৩	কুমিল্লা																		
৮৪	কুমিল্লা																		
৮৫	কুমিল্লা																		
৮৬	কুমিল্লা																		
৮৭	কুমিল্লা																		
৮৮	কুমিল্লা																		
৮৯	কুমিল্লা																		
৯০	কুমিল্লা																		
৯১	কুমিল্লা																		
৯২	কুমিল্লা																		
৯৩	কুমিল্লা																		
৯৪	কুমিল্লা																		
৯৫	কুমিল্লা																		
৯৬	কুমিল্লা																		
৯৭	কুমিল্লা																		
৯৮	কুমিল্লা																		
৯৯	কুমিল্লা																		
১০০	কুমিল্লা																		

পূর্বদিকস্থ জিলা।

ক্রমিক নং।	জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	চাঁকা ...	১১	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৯	করীমপুর ...	১১	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২০	বাকরগঞ্জ	১৫	১৫	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২১	ময়মনসিংহ ...	১০	১০	১২	১২/০	১২	১৬	১৫	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২২	চট্টগ্রাম ...	১২	১২	১২	১০	১০	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৩	মণিরামপুর	১৬	১৬	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৪	ত্রিপুরা ...	১৮	১৮	১৮	১৫	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৫	চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্তের ত্রিপুরা পার্বত্য	১০/১	১০/১	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬

বেহার।

ক্রমিক নং।	জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৬	পাটনা ...	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
২৭	মুন্সীগঞ্জ ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৮	সাহাবাদ ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২৯	দারভাঙ্গা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩০	মুন্সীগঞ্জ ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩১	মুন্সীগঞ্জ ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩২	মুন্সীগঞ্জ ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩৩	মুন্সীগঞ্জ ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩৪	মুন্সীগঞ্জ ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

৮। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—মাণিকগঞ্জে ১২ সের, মুন্সীগঞ্জে ১১।০৬ সের ও মারায়গঞ্জে ১৩ সের

৭। গোয়ালন্দ ও মাদারীপুর মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

৬। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—পটুয়াখালিতে ১০।৮ সের, পিরোজপুরে ১১ সের, ও ভোলায় ১০ সের

৫। কক্সবাজারে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

৪। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের অবধি ২১ সের পর্যন্ত।

৩। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লবণের খুজরা দর টাকায় ২০ সের ও চাঁদপুরে ২১।১ সের।

[illegible]

পূর্বদিকস্থ জিলা।																			
সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	টাকা	টাকা	টাকা	
...	১৭।	১৭।	১৬।	২।০	২।০	২।	২।	২।	২।	২।	৩৯০	৩৯০	৩৯০	টাকা।
...	১৭	১২	১৬	৩।	৩।	৩।	১২	১২	১২	১২	৩৯০	৩৯০	৩৯০	করিমপুর।
...	১৭	১৭	১৮	৩।	৩।	৩।	১৩	১৩	১৩	২।১০	২।১০	২।১০	২।১০	বাধরগঞ্জ।
...	১৩।	১৩।	১৫	১২।	১২।	১৫	১৫	৩৯০	৩৯০	৩৯০	ময়মনসিংহ।
...	১৩	১৩	১৬	১।	১।	২।	১০	১৫	১২	৪৯	৩।০	৪৯	৪৯	চট্টগ্রাম।
...	১২	১২	১৩	১০	১০	১০	৩৯০	৩৯০	৩৯০	৩৯০	যশোরখালী।
...	১৫।	১৫।	১৫।	২।	২।	২।	৩৯০	৩৯০	৩৯০	৩৯০	ত্রিশুরা।
...	১।	৮।	৮।	৮।	৮।	৮।	৮।	৪।০	৪।০	৪।০	{ চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ ও ত্রিশুরাঞ্চল।
...	১৪	১৪	১৪	১৫	১৫	১৫	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	

বেহার।																		
...	115	115	112	112	115	112	210	210	210	10	10	10	250	250	25	পাটীয়া।
...	112	112	112	810	810	810	15	15	12	210	210	210	গয়া।
...	115	115	..	118	118	118-115	3/	3/	3/10	12	12	12	3/0	3/0	3/0	শাহাবাদ।
112	110	5/0	110	110	115	110	110	110	810	810	810	12	12	15	3/10	3/10	3/10	হারভায়া।
...	110	110	5/	110	110	112	310	310	310	12	12	12	3/10	3/10	3/10	মজসুরপুর।
115	118	110	110	110	115	110	110	110	8/	8/	8/	15	15	15	3/0	3/0	3/0	মারগ।
..	115	112	5/5	110	110	112	15	15	15	3/0	3/0	3/0	চান্দারগ।
...	110	110	110	110	110	110	3/0	3/0	3/0	12	12	12	250	250	250	মুন্সের।
...	110	110	110	110	110	110	350	350	350	12	12	12	35	35	35	ভাগলপুর।

প। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—বজ্রার ও মাশীরামে। ১৥ সের এবং ভবুয়ায় ১২ সের।
ফ। ঐ ঐ ।—ভাজপুরে। ১৥ সের ও মধুবনীতে ১১ সের।
ব। সীতামটীতে লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের।
ভ। গোপালগঞ্জ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।
ম। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের অবধি। ১২ সের পর্য্যন্ত।
ষ। জমুই মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের।
য। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই২।—বাঁকায় ১২ সের, মঞ্চেপুরায় ১০ সের এবং সুপৌলে ১১ সের।

ফ। ঐ ঐ ১- তাজপুরে ১১। সেতু ও মধুদনীতে ১১ সেতু।

ব। মীতামটীতে লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের।

ভ। গোপালগঞ্জ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

৯। বয়ঃসম্মত লবণের খুঁড়ায় দ্রব টাঁকায় ১০ সের অবধি ১২। সের পর্য্যন্ত ।

ବ। ଅଗ୍ରହେ ମହକୁମାର ଶ୍ରୀବୀର ଥୁଉରୀ ନଂ ଟାକାସ ୧୨ ମେର ।

১১। মহাকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—বাঁকা ১২ সের, মজ্জাপুর ১০ সের এবং সুপৌলে ১১ সের।

୧୦. ଡୋମାର ସେବେର ଚିକିତ୍ସା

[illegible]

ଦେହାନ୍ତ !

	সেব যত	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পুরণিয়া ..	'৮	১৭	'৮	১০	১০	১৭	১২	১৪	'৮
৩৬	খালদহ	২	১১	'৮	.	২	...	১১	১২	১৫	১৩	৫	'৮
৩৭	মৌজাদান পর- গনা।	যত '৬	১৬	১৪	১২	১৪	১৬	১৬	১৭	১১২

ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

৩৮	কটক	১৯/১	৮৭	১৯	৩৭	১৩০	১৭/০	১৯/১	৮৭	১৫
৩৯	পুন্ডী ...	১৮/১	১৫৭	১৩৭	১৫৭	১৭৭	১৮/১	১৯/১	৮৭	১৫
৪০	বাঁদলখর ...	৮	১৮	১৮	১১	১৩	...	৮	৬	১৮	১১	১১	৮৭

ছোট - গঙ্গাপুর ।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্ট।

৪১	কাজিরীবাগ...	১৪	৫	৮	১৬	...	১৪	১০	১০	১০	১৩	১৫	১৭
৪২	লোহারডাঙ্গা ..	১৬	৫	৮	১০	১০	১৪	১৪	১৪	১০	৮	৮	১১
৪৩	সিংহভূম ...	৮	৬	১৪	১৪	১৪	৫২	১০	১০	৮	১৪	১৪	৫২
৪৪	খাম্বাভূম ...	১৬	১৪	৬	১৬	১৫	৫০	৬	৬	৮	১১	১১	১৭

* ସଂକ୍ଷେପେ ମାମାମା : ଡ. ଉତ୍ତମ ଶୁକ୍ରାବଳୀ ମଦ ଡ. କାନିଆ । ୨୦୧୮ ମେଘ ଅବସିନୀ ୧୦୧ ମେଘ ପଞ୍ଚାମୁ ।

য২। মধুকুমার লবনের খুজরা দ্রব টাকায় ৬৩২। -- ককগড়ে ১৯ সের, অরারায় মধুকুমার অশ্বর্গত রাণীগঞ্জে ১২ সের।
 য৩। রাজমহল ও গদদায় লবনের খুজরা দ্রব টাকায় ১২ সের।

১৩। রাজমহল ও গান্ধারী নবনের খুজরা দর টাকায় ১২ মের।

कलिकाता.

१८८८ साल, २२ द्वाद्रिमा ।

টাকার যত লাওয়া যায়।

বাগী বা মাংস ওয়া ও চীষা।			জমেরা।		ছোলা।		শাল-খিকি।		মরন		চাকার মাল খোঁকে নিলায়ব মর।		জিলা।
এই মণ্ডা-কে-বিটিন	ইহার পূ. মণ্ডা-কে-বিটিন	মণ্ডা-কে-বিটিন	এই মণ্ডা-কে-বিটিন	ইহার পূ. মণ্ডা-কে-বিটিন	মণ্ডা-কে-বিটিন	এই মণ্ডা-কে-বিটিন	ইহার পূ. মণ্ডা-কে-বিটিন	মণ্ডা-কে-বিটিন	এই মণ্ডা-কে-বিটিন	ইহার পূ. মণ্ডা-কে-বিটিন	মণ্ডা-কে-বিটিন	এই মণ্ডা-কে-বিটিন	
...

বেতাল।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	জিলা।
...	৩০	৩০০	৫০	বরগিলা।
...	৩০	৩০০	৫০	মালদহ।
...	৩০	৩০০	৫০	মালদহ।

উড়িয়া।

...	জিলা।
...	কটক।
...	পুর্বা
...	বালেশ্বর।

ছোট মাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিম-মাগপুরের প্রজাতি।

...	জিলা।
...	ছোট-মাগপুর।
...	মালদহ।
...	মালদহ।

য৪। ভূমিক-মহকুমায় মদনের খুজরা-র টাকায় ১৮ সের।

য৫। চাকার মদনের খুজরা-র টাকায় ১১ সের ও মালদহায় ১১ সের।

য৬। বরগিলাপুর্বে মদনের খুজরা-র টাকায় ১২ সের ও বালেশ্বরে ১২ সের।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই. এন. বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের অপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	৪০ সেরের														
		গম।			মস।			তাল চাউল।			সামান্য চাউল।			কম্বু ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন
১	কলিকাতা ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
২	শেরাজগঞ্জ ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৩	ঢাকা ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৪	বাগিচাগঞ্জ
৫	চট্টগ্রাম ...	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০	৩ ১০
৬	পাটবা ...	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০
৭	পালেশ্বর ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৮	পূর্বী
৯	কটক ...	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০

কলিকাতা,
১৮৮৪ খ্রিঃ ২২ অপ্রিল।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও আলানি কাঠ ও লবণ থেকে বিক্রয়ের বাজার দর।

বনের দর।

চৌসখ ও জোরার।			রানী বা বাড়ওয়ার ও চৌখ।			অমের।			ছোলা।			আলানি কাঠ।			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২১	২১	১১৮	২১	২১	১১০	২০০	২০০	২১	১০৩	১০৩	১০৩	২১০	২১০	২১০	কলিকাতা।
...	২০০	২১০	২১০	৩০৬	৩০০	৩১	শেরাজগঞ্জ।
...	২০০	২১০	২১০	১০০	১০০	১০৩	৩০০	৩০০	২০০	চাঁকা।
...	২১০	২১০	২১	১০০	১০০	১০০	৩১	৩১	২১০	ঘারানগঞ্জ।
...	৩১	৩১	২১০	৪১	৩১০	৪১	চট্টগ্রাম।
...	১১০৯	১১০৯	১১০	১১১	১১০৩	১১০০	১০০	১০০	১০০	২১০৯	২১০৯	৩১	নাটক।
...	২১০	২১০	৩১০	১০	১০	১০৪	৩১০	৩১০	৩১০	বালেশ্বর।
...	২১০৯	২১০৯	২১০	পুরী।
...	৩১০৯	৩১০৯	২১০	৩১১	৩১১	৩১০	১১০	১১০	১১০	২১০	২১০	...	কটক।

সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল।

ই, এম. .েকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একাউন্ট্যান্ট জেনারেল।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনাম। কাছার কালেক্টরি।

ইস্তাহার সংবাদ দেওয়া গাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ৬ দায়ার মর্দুকুস্টার নিম্নের লিখিত ভানুকানি ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বর্গাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রক্ষণ ও বোডহেইল ও পাবলিক ওয়ার্ক ছেহ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ২ জুন গোড়া দক ১২৯১ দাজানি ২৮ জ্যেষ্ঠ যোজ মোমদার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে দিন। এজের একশা নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাছারজারি সব-ডিবসনের এলাকানি।

ভেঁজির নম্বর।	ভানুকের নাম।	মানিকের নাম।	সদর কমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য
			বাকী।	ছেহ।	বাকী।	ছেহ।		
২০১ ২৫১	মৌজা ইনজী থানে টেকনাফ ভানুক নছরত আলি চৌঃ খোদ	...	৮২৭১০	২০৫৬	৪৩৮১৬	০	৪৮৮১৬	সম্পূর্ণ ভানুক নিলাম হইবে।
৪৫ ১০৬১	মৌঃ টেকনাফ থানে টেকনাফ তাং জিদতী খাউ চৌঃ খোদ	...	১২১৭৭	৭২/০	৬:৩৭	২৬/৬	৬৩৯১৬	ঐ
১৫৫ ১০৮	মৌঃ রাজারুল থানে রাষ্ট্র ভানুক সেসমস্ত খাঁ ... দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গাঃ	...	১১০১১৬	১৫৮/	৩০৩১৬	৪৪/৬	৩৪৭১৬	ঐ
২০৪ ৪৬৯	মৌঃ মিঠাই থানে রাষ্ট্র ইজার। জিমতী লতিফা নিঃ আহান আলি খাঁ। খাতুন নাদানগের পক্ষে কাছারি আলি খাঁ।	...	১১৮৩১০	১১০/৬	৪২০৭	৩৭১৬	৪৫৭১৬	ঐ
২২৯ ২৮৬	মৌঃ বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাং বিবি ইস্রাক ... নিঃ দেওয়ান আলি সনদার।	...	৬৮৭১১৩	২২৪৬/	৪৩০৭	১২৬১১	৬২৬১০	ঐ
৩৩৫ ১৪৬০	মৌঃ পেঙ্গা থানে চকরিয়া ভানুক ফজল আলি ... খোদ	...	২৫১২৭	১০৯১৬	২০৪২৭	৭২৬১	২১১৪৬০	ঐ

C. A. SAMUELS, Offg. Collector, Chittagong.

[PART VIII.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যস্থিত মকাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আর্টেলর অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাকা আদায় নির্দিষ্ট ১৮৮৪ সাল ২১ মেই মোং ১৩২১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একাধা নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৮। ৭ এপ্রিল।

নং তোজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	মদর জমা।	বাকী।	টেকিয়ং।
১৬ নং	৭৭ নশিরজীয়াল জমিদারি হিসাব ১০ আনা মথ বেলাবেতা ভালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে থারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গয়- রহ।	৭১২৫৯	৮২২৫৯	এজমালি মকাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৭১। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দা ১৮৮৭ কাগ হিসাব।	জানন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	১৫৬০	০	০
	ঐ ঐ ঐ কি চান্দীনা কান্দা হিসাব ১০০০০০ তিল। ওপে বগড়াওয়াল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গয়রহ ...	৫০	০	০
১১৩ নং	৩৭ নেওয়াজ আলী হিসাব ১০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে থারিজ বাদে এজমালি হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র বায় চৌধুরী গয়রহ।	১২৭১৬০	৪২৫৮	এজমালি মকাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কন্যামণ্ডল গয়রহ ৩৩ মৌজার ১০ আনা হিসাব।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	প্রসন্নকৃষ্ণ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮৩	০	০
	ঐ ঐ ঐ ...	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮৩	০	০
	ওপে হাজরাদি।				
১২৪ নং	পাশালাংগ হিসাব ৫৮৫৯ - কান্দী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে থারিজ বাদে এজমালি।	মহিমচন্দ্র বায় চৌধুরী দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	১৩৩৩৫০	১২১/৮	এজমালি অংশ নিলাম হই- বেক।
	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালে ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ১০ আনা নগর হাজরাদি ১৮১৩ গণ্ডা।	জগতদিশোব আচার্য্য চৌ- ধুরী নাবালগ।	২২৫১৬০	০	০
	ঐ ঐ চাকলে পাটুয়াভাঙ্গা ১০৫ গণ্ডা ও নগর হাজরাদির ১১৯ গণ্ডা ও বীর দস্তখার ৫৬০ আনা।	হরিকিশোর বায় চৌধুরী ..	১৬৩৫০	০	০
	ওপে সীংদী দরজিবাড়ির মোতালক ১৫১ নং জমিদারি। ওপে হাজরাদী।	ছৈয়দ আবদুল্লাহ অধ্যক্ষপক্ষে জামিনা আকর খাতুন।	৭৩৫৮০	১২১/০	সম্পূর্ণ মকাল নিলাম হই- বেক।
১১২৯ নং	৩৭ কুশরাং দত্ত গয়রহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে থারিজ বাদে এজমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩৯৫/৫	০	০
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে থারিজ হিসাব ৫১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাস্যা ...	২৫০৫/০	৪৩১০	থারিজ হিসাব নিলাম।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে থারিজ।	রামকিশোর গজোপাধ্যায় গয়রহ।	১০১৪১৬/৭	০	০

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৯ এপ্রিল।]

নং ভৌতি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সমর জমা।	বাঁকী।	টাকফিসৎ।
-------------	-----------	------------	----------	--------	----------

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫০৭১ নং	উপে রণভাঙাল। চল চারিপাড়। স্বর্ণপুর্ ঝরফে কাঁয়ারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- বহ।	৭৪৭৫১০ পাই	১১১৮০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
৫০৮৫ নং	পং মহম্মদসিংহ বীল হলঙ্গী ...	রাজা হরিমন্ডল চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩২	২০১৮০	ঐ
৫১৭৪ নং	পং হুশেনশাহী চর তেলুয়ায়ারি ...	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪২	২২৭২	ঐ
৫২৪৯ নং	পবগনে গুথরিয়া চরগাঁওসবা।	নামশাহী দেবী চৌধুরানী পতিব নাম দুর্গা প্রসাদ খাঁ ও মহারানী শরতভূষণী দেবী গয়রহ।	৫২১৮৫০ মালিকানা ৬৫৮২	১৪২৫১০ মালিকানা ১৬৭২	ঐ

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

NOTICE.

It is hereby notified that at the next half-yearly examination of junior Civilians, Deputy Magistrates, &c., to commence on Monday, the 28th instant, four local examination Committees will be convened in this division, viz. (1) at No. 14, Hare Street, Calcutta, for officers stationed at the Presidency or employed in the 24-Pergunnahs, (1) at Krishnaghur for officers employed in the Nuddea district, (1) at Jessore Sudder Station for officers employed in that district, as well as in the district of Khulnah, and (1) at Berhampur for officers employed in the Moorshadabad district.

A. SMITH,

Officiating Commissioner.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 10, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[Government Gazette, 29th April 1884.]

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত অন্যান্যক সিন্ধুকোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে; গবর্ণমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে গিল্লিখিত মূল্য পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।।^০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।।^০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।।^০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে গিল্লিখিত মূল্য দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।।^০ টাকা ৮ আউন্স টিন ১০।।^০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০^০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাদের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১।।^০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ৫০ বার আনা, ডাকখানায় দিতে হইবে।

অন্যান্যক দানাবাক্স সিন্ধুকোনা ।

মান সিন্ধুকোনা ছাপ হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইয়া ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানাবাক্সে নী, এরূপ সামান্য অন্যান্যক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থীক কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কে ম বাক্স নগদ মূল্য দিয়া ২৪^০ টাকায় এক পাউণ্ড হিচাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্য এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাদের নিকটেও ৩২^০ টাকায় এক পাউণ্ড হিচাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক দানাবাক্স লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

* The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books for those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burawan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটারিট যন্ত্রাণে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-অট-লী ও জি.জি.মতীর বঙ্গদেশের সিবিল সার্জিনে নিযুক্ত বর্জমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেজি-কমিশানের মেম্বর, ইনর টেম্পলের অ্যুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি লিহেবের এণ্ড বঙ্গদেশের অ্যুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনামলীন এদেশের কুমারিচারী ও প্রজাবিবয়ক আইন সংহিতা।

একখ খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটারিটের অফিসে নিকটে একখ খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বন্দ্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ অপ্রিল ।]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
<i>For a single copy—</i>						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাহালা নবর্ণমেন্টে গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুষ এই অবধি নিম্নলিখিত দ্বারা নির্দিষ্ট হইবে :—

মকঃমলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর	১০০
ডাকমানুষ	...	"	২১০
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ (বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের বাৎসরিক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	"	৮
ডাকমানুষ	...	"	১
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...		১০
ডাকমানুষ	...		১০
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার বা তাহার স্থান সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...		১০
ডাকমানুষ	...		১০

৪ পৃষ্ঠার উপর বহু
অধিক হইলে তাহার
প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার
আর একর আনা ।

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃমলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমানুষ লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের নবর্ণমেন্টের একট্রিং ছোট সেক্রেটারী ।

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

						Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.						

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাংলাদেশ গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেটে দেওয়া
 হাইবে না, ১৯৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপলগ্নাতিরিক্ত এই বন্ডের বিজ্ঞাপন প্রকাশ
 করা গেল।

এই অবশিষ্ট রাজস্ব মেক্রেটারিহেটের আকৌ-টান্টের নিকট অগ্রহে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্গামন্ড ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন মেজদে ইশ্টিহার কি বিজ্ঞপন প্রভৃতি প্রকাশ করা বাহিবে না।

সি, ডব্লিউ, বাল্টন, .
 বাল্টনের মননমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

বৃত্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইন্ডিয়া প্রকাশ করিবার ছাত্র এই :—	টাকা।
পূর্ণ। এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের ...	২০
অর্ধ পৃষ্ঠা " " ...	১০
কখনই ইন্ডিয়া প্রকাশ করিতে হইলে এক বার ...	১০

রাজকার্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন ছিলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট
'টোমহালের জাতীয়তাবাদ বঙ্গদেশের গণমন্ডলের ব্যবস্থাপন কাষাবিভাগের আলিসে' রেজিষ্ট্রারের
নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৯ অপ্রিল ।]

B 270-25.4-84-800



অতিরিক্ত গবর্নমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ২৯ আশ্বিন ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্নমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের প্রমুখ গণ্যকর জেনারেলসহকারী সচিবের যত্নস্বত্বায় ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয়।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত নাক্তি আশ্বিনমাসের মিকট বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থে উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা এই পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি সূচন করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আশ্বিনমাসে অধিকাংশ ব্যক্তির যত্নে যে সকল পরিবর্তন উৎসৃষ্ট হইয়াছে তাহা সমীচীন করিয়াছি। অতঃপর অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদের চোখ হয়। আগামি নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত তথ্যে পুনর্বার প্রবৃত্ত হইব। আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে প্রকৃষ্ট পরিবর্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদের পরামর্শ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীয় সিলেক্ট কমিটীর কর্তৃক সভার সভাপতি এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট সম্বন্ধে ভারতীয় অধিকার সম্বন্ধে যত্ন সহকারে আশ্বিনমাসে প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন। কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ বঙ্গীয় অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ স্থিরীকৃত হইবে।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের প্রেরণ বিষয়ক বিধি ।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে তির্যক প্রেরণ কথা আছে তাহা নিম্নের বর্ণনা করিয়াছি। যেহেতু এই অধ্যায়টি সরিংশিত হইয়াছে। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে পাণ্ডুলিপিতে অবশ্যই প্রেরণা করিয়া যিনি যিনি কারিগরাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন প্রেরণের অধিকতর প্রেরণ প্রেরণ করিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা করিয়া এক্ষণে তাহা দিগকে স্বতন্ত্র প্রেরণ রূপে বিবেচনা করা গিয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে “দানীয়া রায়” এই কথার পরিবর্তে “দখলীয়া রায়” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে। অধিকতর কথাটি ভ্রান্তিকর নাম বলিয়া ইহাও প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। পরিবর্তে

Bengal Tenancy Bill,

ইহাও দুইটো যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে যে বাস্তবিক দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অন্তর্গত নহে, তাহার রায়তদের উল্লেখমাত্র নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রস্তাব মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সন্ধান জানা আবশ্যক আপাততঃ আমাদিগের তত দূর জানা নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এতদেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের যোত সম্বন্ধে নিয়মের এত দূর বিভিন্নতা আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে চাইলে তদন্তর্গত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সন্ধান না জানা পর্য্যন্ত আমরা কি আকারে এই সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের ভরসা যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আবশ্যক সন্ধান জানাইবেন।

৫। তালুকদার ও রায়তদিগের মধ্যে প্রভেদ বিষয়ক ধারাটিতে আমরা এই প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমা রেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিহিত ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদিগের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অনুরিখা দূর না হইয়া বরং তাহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অবশ্যপ্রতি হারে জমী ভোগ করিবার স্বত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলার তিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তর্গত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশান্তরক্রমে যে স্থলে তালুকের খাজানার দ্বিগুণ বিধান করা হয় নাই, তাহাও সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা দ্বিগুণ করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই উপধারার বহুল পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল আদালত তালুকদারকে লভ্যের শতকরা দশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নিয়ম করিবার সময়ে যে অবস্থায় তালুকের ক্ষতি হয়, তালুকের অধিকারী যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যে খরচ ও ব্যয় হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বঞ্চিত খাজানা পূর্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশবৎসর অপরিবর্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় পতনী তালুকের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপক্রমণিকা অধ্যায়ের মধ্যে এবং সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পতনী তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

- (১) ১৫ ধারার (১) উপধারায় এবটী বঞ্চিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে তালুকের হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।
- (২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা রহিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে তালুকদারকে কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], তথায় ২৯ টাকা ফী দিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া এটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।
- (৩) ২৮ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকের স্বত্বান হইলে যাবৎ এই হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাহা প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কাৰ্য্যকর্ত্তান দ্বারা খাজানা আদায় করিতে পারিবে না।
- (৪) এবং রেজিস্ট্রী বীর লেখার সকল প্রদান বিষয়ক ধারাটি (একনং কার ২১ ধারা) সংশোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আনার অনুান বা এক টাকার অনধিক ফী দায় করেন প্রত্যেক নতুন দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়ভেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা ভাণ্ডারদারদের প্রতি যেহে নিয়ম বর্ডে তাহা অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারী বাসেন্দা রায়ভের প্রতিও বর্তবে ইহা বিধান করিয়া এই নিয়ম গুলির সমতা বিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়ভদিগকে (ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়ভদিগকে ভাণ্ডারদারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়ভদিগকে দখলীস্বত্ববিধি রায়ভদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিধি রায়ভদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়ভের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়ম গুলির কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। ক্ষুদ্র বিষয়ের পরিবর্তনের আশাদের কেবল যে গুলির কথা বলা আবশ্যিক, তাহাই বলা যাইবে।

বর্তমানের মহারাজা প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যেরূপ সুরত্ব মহাল আছে, সেইরূপ একটি মহালের সমুদায় অংশই বাসেন্দা রায়ভের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অসুবিধা ঘটিতে পারে, তাহা প্রতি আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের আয়তনের পরিবর্তে রাজস্ব সংক্রান্ত কি শাসন কার্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ জানা যেন যথেষ্ট পরিমাণে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এমত বিবেচনা করেন কিনা জানিতে বাধ্য করি।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে “১৮৫৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবদি” কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা শব্দেও মূল মহাল একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণে এই বিধানের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ দ্বিধা করিবার কারণ এই যে প্রায় এই সময় বঙ্গ বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজ-পত্রাদি পাইবার যুক্তিসঙ্গতরূপে আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্ব কোন সময়ে এই তারিখ দ্বিধা করা যাইবে তাহা অধিকতর বিবেচনা আবশ্যিক, সুতরাং যে একটি কথাতে এই সময় সূচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টা নয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়ভের লক্ষ্য নির্দেশক ২৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়ভস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত দর্শন না হয়, তাহা এই ধারার কাছাকাছি এই ব্যক্তির ও সে যে ভূমিভোগকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূমিভোগকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়ভস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। ইহাতে যৌক্তিকতার কার্যে সরলতা বিধান করবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না খাটিলে ভূমিভোগকারী অনায়াসে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন খোত হইতে বেদখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়ভের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (৬) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ১৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ৬৬ দফায় দেখ] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দারায়ভস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাচাতে সুবিধার ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সন্নিবেশ করা বাঙালীর বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিধি কোন রায়ভের ভূমিভোগকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়ভের স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দামক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং এই পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারার ব্যাখ্যাত খামার শব্দের অর্থমধ্যে যেহে শ্রেণীর জমী

গণ তা ১০০ দখলীস্বত্ব লাভ বিষয়ক এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিরাছি। শোষণকৃত মাঠায় সামান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল জমীর জন্য গিরাদী পাট্টাক্রমে কিম্বা সনদ দ্বারা উক্ত জমিতে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব তদ্বিবে না।

১৭। তাহাতে ভূমি অধ্যায়ের সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী না হয় রায়ত এতদপে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিরাছি [৩০ ধারা, (ক) প্রকরণ] যে তিনি দেলাচীরের বিক্রেতা এই ভূমিতে স্বত্ব কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূমি অধিকারীর অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধে পরিচ্ছেদটি একদে “ হস্তান্তর বিষয়ক নিয়মের কথা ” এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারায়] বিধান করিরাছি যে ভূমি অধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যনিয়ম হইবার কি আদানত বর্ত্তমান হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আরো এই ধারায় একটি কথা যোগ করিরাছি, তৎকালে ভূমি অধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা এই ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিরাছি যে কোন রায়ত এই ধারা বিধান উলঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূমি অধিকারীর বিক্রেতা বিক্রয় বার্থ হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উইলক্রমে দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপি ৫৫ ধারাক্রমে ভূমি অধিকারীর প্রতি তাহা অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিরাছি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উইলক্রমে করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় কেবল শোষণকৃত জমীর দান সম্বন্ধেই ভূমি অধিকারিদিগের হিতার্থে কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিস্ট্রারী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই দলীলের এক খণ্ড অন্তিলিপি ভবিষ্যৎ ভূমি অধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাহার বিধান করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্বে-
উক্ত বিধান করিলে ভূমি অধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা নিম্নলিখিত সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি যুসলমান নতুন দান স্থলে এই দান পূর্বে উক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিরাছি, কারণ তৎকালীন দান মর্চরের উইলক্রমে দানের পরিবর্তে করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। পরিণামে বক্তব্য এই যে অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূমি অধিকারী, চিরস্থায়ী ভাণ্ডারদার ও তাঁহারা অন্য যে ভাণ্ডারদারদিগকে এই স্বত্বাধিকারি কার্য করিতে অনুমতি দেন তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিরাছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্বাধিকারি উপস্থিত ভূমি অধিকারীর বিমা অনুমতিতে কিয়ৎকালীন কোন ভাণ্ডারদার পূর্বে উক্ত স্বত্বাধিকারি কোন কাগজ করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। এই অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপির ৫৬ ধারায় প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে ভূমি অধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত এই ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জার্মান। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিরাছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিরাছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে সে পাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপে সিদ্ধ হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম “ কোর্টারিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা ”। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে একজন ব্যক্তি যাহাতে লাভানশের দখলীস্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশ্যে এবং আরও কোর্টারি রায়তকে রক্ষা দিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত একটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান পরিণীত হইল শোষণকৃত উদ্দেশ্যটি তাহারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্টারি রায়তদের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা নীচের বলা যাইবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যস্থিত বিধানগুলিই প্রদান।

২৭।—কোন দখলীস্বত্ব লাভ করিতে রায়ত আদালত যোক্তের যে অংশ কোর্টারি দি করে তাহা তদীয় মোক্তার অধিকারের অধীন হইবে, ভাণ্ডারদারদের রেজিস্ট্রারী করিবার নিমিত্তে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন সেই আইন-তে এই রায়ত ভাণ্ডারদার করিয়া সরকারী রেজিস্ট্রারে আদালতকে রেজিস্ট্রারী করিলে ভাণ্ডারদার হইয়া গিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই হইবে যে এই রায়তের কোর্টারি রায়তেরও বর্ত্তমান কিম্বা বাবী দখলীস্বত্বের অধিকারী রায়ত করিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২২।—কোন রায়ত আপনাদিগের যোত কি যোতের কোন অংশ কোর্সে বিলি করিলে ঐরূপ বিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরে অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না। (৩৮ ধারা)
এই বিধানগুলি তদন্ত করিয়া একটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত একটি প্রধান।

১৭।—কোন রায়ত বয়স হেতু বা জীলোক বলিয়া বা পীড়াবশতঃ বা দুর্ভিক্ষক্রমে কি নির্দিষ্ট একটি কারণে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহ, উদ্ভিদ্ধ না থাকায় চাম বরিতে অক্ষম হইয়া আপন গোত কোর্সে বিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার ঐ কাছের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না, ও

২২।—যদি কোন রায়ত পূর্বোক্তমতে তালুকদারে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে২ শর্ত্তে ও যে২ নিয়মাদীনে তাহার খাজানা হুকি হইতে পারিত এক্ষণে সেই২ শর্ত্তে ও নিয়মাদীনে তাহার খাজানা হুকি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অক্ষত থাকিবে।

২৭। এই বিধানগুলি লইয়া বিলকণ মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূম্যধিকারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্সে প্রজার সহিত রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্যক্রমে ঐ সম্বন্ধের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে দিলে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্ত্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যিক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলেই ঐ নিয়ম না খাটিবার বিধান করা গিয়াছে, সুতরাং বিষয়টি বিলকণ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের মতো অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্সে বিলি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্নলিখিত উপায়ে কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্সে বিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকদার ন্যায় সরাসরী নীলামক্রমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্সে প্রজার দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্সে বিলি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কলোপধারীরূপে নিধারণ করা যে অতীব কঠিন, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলক্ষ্য হইবে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট নীতি তাহার খাজানা হুকি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের গোত্র বৈরূপ সরাসরীমতে নীলাম হইতে পারে ও তাহাদের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের ও তাহাই থাকিবে। ভূম্যধিকারী অধিকার করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় স্বত্ব থাকিবেন। কিন্তু যা ২ ঐ রায়তের নাম রেজিস্ট্রী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্ত্তিত হইলে যে সকল জটিল সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার বোঝাধারী আদালতের প্রতি সেই সকল অধ্যাবসায়ের দ্বারা অর্পণ করিলে অতীব কষ্টকর হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেন্টই ঐ সকল সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিয়া রেজিস্ট্রী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টও ইহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা হুকি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারণত ও অপ্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা হুকি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সম্মিলিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে মোকদ্দমা করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা হুকি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

৩১। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সম্বন্ধে ঐ চুক্তি রেজিস্ট্রী করা না হইলে হুকি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি ওক্রপ চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

(১)—খাজানা এক্ষণে হুকি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্বে দেয় খাজানা অপেক্ষা চাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা দায়ী করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্ত্তিত খাজানা পূর্বের বা সাধারন খাজানা অপেক্ষা চাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ২২।০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা দায়ী করিয়া দিতে হইবে।

(৩) — প্রেক্ষিতব্যী করণের বর্ত্তপক্ষ এই ব্যাখ্যায় চুক্তিপত্র প্রেক্ষিতব্যী করিবার পূর্বে চুক্তি এই
 খণ্ডনের বিধানমন্ত্র ও স্বাক্ষর আদানভাওে তাহা করিতেছে এটা কথা জানিয়া
 লইলেন। ইত্যদ্যন্ত ইহা যে ধারাটি সংশোধন করায় এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে
 প্রেক্ষিতব্যী করণের বর্ত্তপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন নিশ্চিন ও তাহা প্রতিষ্ঠা না হইয়া
 বুঝি লইবার পক্ষে এক্ষণে কেবল ইহা বুঝিয়া লহতে হইবে যে চুক্তি এই
 আইনের বিধানমন্ত্র

৩০। ৪২ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে জমী মূজারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পুণ্যে ভোগ করিতেন, তাহা যে প্রায়েষ বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোনে বাসেন্দা রায়তকে দিলি নহা গেলে, খাজানা হক্কি বরিয়া দিবার রেজিস্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব প্রজা যে খাজানা নিহেম উক্ত দায়ত এই জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইতেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোন্নিখিত নিধি বর্ত্তিবে।

৩১। যৌদ্ধমাক্রমে খাজানা বৃদ্ধি বিষয়ে আমাদের উদ্দেশ্য এই ভূম্যবিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কার্যপদ্ধতি নির্দেশ করিতে হইবে যাহাতে বিচাৰ্য্য বিষয় সম্বন্ধে বহুস্থিত ও সুকঠিন সন্ধান জানিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকাতঃই খাজানাবৃদ্ধিসংক্রান্ত বর্তমান আইনটি ভূম্যবিকারীনিগের হস্তে অকৰ্মণ্য যন্ত্র স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই ৩ ভিপ্রায়ে গের হেতুতে খাজানা? কিসংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা গাইতে পারিবে, তাণ
নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৪৩ নং)।—

(ক) — দখলীস্থতি শিল্পে রাখিতে যিনি হই সেই প্রকারের ও তদ্রূপ স্থিতি। বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে এচলিত হারে খাজানা যিা থাকে উক্ত রাখত তদপেক্ষ কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) — সেট্টে স্টারেন বা চমিত বাজারে প্রধানত খাদ্য শস্যের গড় মূল্য হ্রাসি হইয়াছে।

(গ) - ভূমি নীর্যের দ্বারা ২৭ শতাংশ খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদি ৭৭ শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ)—রাশতের ভোগ্যকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্য দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গণগণেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের মিস্ত্রী হবার প্রাধানিক ডালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে ঐ শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানার বৃদ্ধিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমরা নিগের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানার বৃদ্ধির আইনমত এই হেতুটি এক কালে ভ্যাগ করণ প্রতি জমিদারের আশঙ্কিত করে, এবং ইহা পূর্বে প্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া বৃদ্ধিত হইল। এই হেতুতে খাজানার বৃদ্ধি করিতে হইলে যে স্থলে ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষ-সাধন বশতঃ উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, যে অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসার করণকার্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্বারা ঐ খাজানার বৃদ্ধি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানার বৃদ্ধি করিতে হইলে, আমরা নিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অনুবিধা বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণ-ভাবে খাজানার বৃদ্ধির এই হেতুটি কার্যকর হইত না, এইরূপেও সেই অনুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যায়কির হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রামাণিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কার্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এতদ্বলে ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লইয়া বিদ্যমান তাহাতে যে বিশেষ কোন ফসল জন্মিয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ রক্ষি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে হইবে। জাতিস ঐক্য ফিল্ড সাংগ্রেব কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৫০ ও ২৫১ পরবর্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ নিবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ ইংলণ্ডে গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের মণমাংশের পরিবর্তে মুদ্রাযোগে দেয় কর স্থির করা যায় এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য করিতে হইবে ইহাই আসাদিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হলে অধুপাতের বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে, মূল্যবৃদ্ধিজন্য আবাদ করিবার খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আশুপাতঃ আমরা এই বিষয়ে ব্যরতকে রক্ষা করিবার ভার থাকামাত্র বৃদ্ধিসংক্রান্ত অন্য যে সকল বিষয় আছে তাহাও দেখাচ্ছে প্রহার প্রতি, বিশেষতঃ ৬৮ শারীর প্রতি, অর্পণ করিলান। এই দাবীর বিধান করা যাইবে। তাহাও দেখাচ্ছে প্রহার প্রতি, বিশেষতঃ ৬৮ শারীর প্রতি, অর্পণ করিলান। এই দাবীর বিধান করা যাইবে। তাহাও দেখাচ্ছে প্রহার প্রতি, বিশেষতঃ ৬৮ শারীর প্রতি, অর্পণ করিলান। এই দাবীর বিধান করা যাইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস হইবার হেতুতে খাজনা হ্রাস করণ পক্ষে যে অনুরোধ করা হইত ২য়, বাস্তব খাজনা গড় বাৎসরিক বোঃ উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবের সহিত অনুরোধ সঙ্গত হইত। দ্বিতীয় অঙ্গকাংশ শক্তিরই মত এই যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গড় বাৎসরিক উৎপাদন অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবশ্যই কম একরূপ অসম্ভব, এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের পৃথি ও শুকনো আশ্রিত উপস্থাপিত হইয়াছে। ৩৬। এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭১ (গ) ধারাঃ পূর্বোক্ত ভাবে বিধানটি উঠাইয়া দিয়া হইবে ও তৎপরিবর্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা রক্ষা করিয়াছে। পূর্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজনা হ্রাস করিলে টাকার তিন আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক হ্রাস করা যাইতে পারা যাইবে না; ২য় কিম্বা ৪র্থ হেতুতে খাজনা হ্রাস করিলে টাকার প্রতিচারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হ্রাস করা যাইতে পারিবে না; ৩য় (৪৮ ধারা) আদালত কোন স্থলেই অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজনা হ্রাসের ডিক্রী দিবে না, আমরা এই সকল বিধান করিয়াছি।

৩৬। একই প্রণীত দখলীস্বত্ববিধি রায়তের প্রচলিত যে হারে খাজনা দেয় সেই হারের সীমা পর্যন্তই খাজনা হ্রাস করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যে স্থলে দেশাচারমতে রায়তের ভাতির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেই স্থলের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূমিস্বত্বপত্র উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজনা হ্রাস সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিয়াছি যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্যন্ত খাজনা হ্রাস করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,

- (১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপাদনের মূল্য যতদূর হ্রাস হইয়াছে,
- (২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;
- (৩) উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে
- (৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজনা কত ও উচ্চতঃ খাজনা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্বের কথা লইয়া ক্ষেত্রের অসুস্থতা পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারা] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজনা হ্রাস দিবে না। উক্ত বিধি সকল একরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃষ্ট হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যিক সকল সংবাদই উপযুক্ত মতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্ধ্যাধারা ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস হেতুতে খাজনা হ্রাস সম্বন্ধে খাজনা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে সুবিধির প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমানিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধির মর্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূমিস্বত্বপত্র ভূমির উৎপাদনের নিট হ্রাস মূল্যের অর্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজনা হ্রাসের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজনা দেওয়া হইতেছে কিম্বা মূল্য হ্রাস হইয়াছে এই হেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই দ্রষ্টব্যঃ পক্ষ এই নিয়মটি এক্ষণে খাজনা হ্রাসের যে মোকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজনা হ্রাসের ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বর্জ্যে, ও একবার খাজনা হ্রাস করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজনা হ্রাস করা যাইতে পারিবে না। পূর্ব দশ বৎসর গত হইলেই খাজনা হ্রাস করা যাইতে পারিবে।

৪০। যে হেতুতে খাজনা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যে ভেতর কয় রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বাকি অন্য হইয়া বা এরূপ অন্য কোন ঘটনা দ্বারা স্থানিকরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—এ স্থানে প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক স্থলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও লাভ্য বোধ করেন, তত দূর খাজনা কমাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ ধারাটি মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কতক বিধয়ে বিভিন্ন। এস্থলে কেবল একটি পরিবর্তনের কথা মনে আশ্রিত, অর্থাৎ এই নূতন ধারাক্রমে স্থানীয় গণগণ্যে পূর্ব ও বর্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদালত পরিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গণগণ্যে গত বার বৎসর নিমিত্তরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আনিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যনির মূল্য সম্বন্ধে তথ্যনিগদে বিশ্বাসযোগ্য লিখিত প্রাথমিকরূপ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল হ্রাস হেতুতে খাজনা হ্রাস করণ সময়ে আদালতের কার্যের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

৪০। পশুপালন ভূমির খাজনা হক্কি নিয়মক মূল পাণ্ডুলিপি ৮০ ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশুপালনের নিমিত্তে প্রত্যাহিতকৃত ভূমি খাজনা ১ করি ১ দেওয়া অতীত বিরল, সুতরাং এই বিষয়ে প্রয়োজন নাই।

৪১। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা মসারূপে বা কসল অনুসারে যে খাজানা দিবে তাহার সীমা নির্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপি ৮১ ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ এটির স্থানীয় রীতি অনুযায়ী জটিল দৃষ্ট হইল। কসল বিভাগ করিবার পক্ষে নানা উপলক্ষ দিয়া উই চেষ্টা করিতে সচরাচর অনেক অংশ বাদ দেওয়া হইয়া থাকে। এবং স্থানে স্থানে মূল দৃষ্ট ও মনজুর্য্য বিধি নির্দেশ করিলে আদালতের আশ্রিত ঘটিয়া অনেক ঘটনারই সম্ভাবনা।

৪২। মসারূপে দেয় খাজনা ১ রূপান্তরিত কবণ বিসয়ক (৫০) ধারাটি যথা প্রদেশের প্রজাবৃত্তি ময়ক ১৮৮০ সালের আইনের ১৩ ধারা অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নিম্নলিখিত কএক জন কর্তৃপক্ষের নিকট খাজনা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও যুজায়োগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন ধারা অপেক্ষা নূতন ধারার বিবেচনামত কার্য্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে এই খাজানা নির্ণয় করণ-কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে যুজায়োগ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্বে দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬৪ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৩। মূল পাণ্ডুলিপি ৮২ ধারায় এই বিধান ছিল এই পাণ্ডুলিপির অতিহিত “সামান্য রাষ্ট্রত” অর্থাৎ দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মামুসারে সন্ময়ে যে খাজানা ধার্য্য হয় ১১৯ ধারার বিধান অর্থাৎ তাহার বেশ অতুল খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রতদের খাজানা হক্কি স্থলে এইপ্রকার অতুল খাজানা ধার্য্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তরুণ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রতের খাজানা ধার্য্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কণা হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এক্ষণে কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রাষ্ট্রত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ ধারায়) এই বিধান করা গেল কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রতকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র ভিন্ন কিম্বা এই অধ্যায়ের যে একটি ধারায় কথা শীঘ্রই বলা যাইবে তাহাধীনিত প্রকারে না হইলে এই রাষ্ট্রতের খাজানা বিদ্ধি করা যাইবে না।

৪৬। যেহেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রতকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তাহাব্যয়ক ৫৮ ধারায় আমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণামুসারে উক্ত রাষ্ট্রতকে প্রথমবার রেজিষ্টারী করা পাটাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাটাব মিহাদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্তী (৫৯) ধারায় বিধান করিয়াছি যে মিহাদ অতীত হইবার অনূন ছয় মাস থাকিতে রাষ্ট্রতের উপর উঠিয়া যাইবার নোটিস জারী করা না গেলে পাটাব মিহাদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিহাদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৭। আমরা দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রতকে উচ্ছেদের নিমিত্ত কতিপয় দিবার বিধান সম্বন্ধীয় এক-দুটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিণতি (৬০ ধারায়) এই বিধান করিয়াছি যে বিদ্ধিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীস্বত্বশূন্য কোন রাষ্ট্রতে। নামে উচ্ছেদ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন। এই রাষ্ট্রতের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাটাব মিহাদ অতীত হইলে যেহেতু নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীস্বত্ব না জন্মিলে সেইহেতু নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায়।

কোফী রায়তদেয় সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৮। কোন মজলীসতুলিলিষ্ট বাহত আপন যোক্তক অঙ্ক কোফী মিলি কবাত তালুকদাররূপে পরিগত হইলে, তাহার কোফী প্রজারা রায়তদেয় স্বত্ব ও বিধি ভোগ বিচার অধিকারী হইলে আমরা পূর্বে (২৬ ও ২৭ দফায়) পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত এই তুকম বিধান উল্লিখ করিয়াছি যে কোফী রায়তেরা এই বিধানের উপকার অধিকারী নহে, উপস্থিত অধারক্রমে তাহাদের কিরূপ পরিমাণে রক্ষণোপায় সাধিত হইবে।

৬২ ধারার বিধান এই যে যুগ্মরূপে খাজানা দিয়া কোন কোফী রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূমিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকহার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টারীকৃত পাটী বা নিয়মপত্রক্রমে কোফী রায়তদের খাজানা গোওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা।

আর ৬৩ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তরায় হয় বাস খাজানিতে নির্দিষ্ট প্রকারে কোন কোফী রায়তের উপর উঠিয়া বাইদার নোটিশ আরী করা না গেলে পর তদীয় ভূমি দারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

৪৯। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও রায়তদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধ বিধান আছে। এই বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এখানে বলা আবশ্যক। ৬৪ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারায় একটি প্রকরণ সংযোগ করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি তির্যকী তালুক কি অবধারিত হারে ভোগরূপে প্রদান করা রেজিষ্টারী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যে সকল প্রজা স্বত্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টারী করা না হয়, তাহার প্রতি বিন বৎসর ভোগ স্বত্বিত অধিকারী বর্জিত হইবে না। আমরা অবগত হইয়াছি দায়ীর গবর্নমেন্টে বঙ্গদেশীয় ম্যাজিস্ট্রেটসভার পূর্বেকৃত তাবের রেজিষ্টারী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে শীঘ্রই আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে। যদি এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রাপ্ত পূর্বেকৃত অনুমানের কথাটি অপরিবর্তিত থাকিতে ভূমি অধিকারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাহারা আবেদন করিয়া থাকেন আইন ও পূর্বেকৃত প্রকরণক্রমে অন্ততঃ অবধারিত হারে ভোগরূপে প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেট কন্টের উত্তমরূপে প্রতিকার হইবে। স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইবার পরেও এই অনুমান আর খাটিবে না (পরবর্তী ৭৭ দফা দেখ)।

৫০। কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমির সমস্ত ভূমি যোজিত হওয়ার পরে এই তালুকের খাজানার টাকা যোগ করিবার সময়ে মত্যা, বুকি ও আলয়ের খরচা বলিয়া শতকরা ত্রিশ টাকা ধরিত হইতে হইবে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য এই বিধিটি তুলাতাবের ৬৯ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আমরা কেবল এই মাত্র বিধান করিয়া দিচ্ছি যে তালুকদার আপনার তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত মত্যা পাঠিতে স্বত্বাবলী আদায়ত হইবে তাহা সৃষ্টি রাখিবে।

৫১। আমরা খাজানার বিস্তারিত বিবরণ (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত কিরূপ পরিমাণে জটিল উপবিধিটি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিচ্ছি।

৫২। আমরা ৬৮ ধারার একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়া দায়ীর গবর্নমেন্টের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে তাহার পরীক্ষার্থে প্রজাকে নোটিশল মনিঅর্ডারক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। আদালতের বিবেচনার টাকা দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থলে সুবিধা অসক দেখ হইতে পারে।

৫৩। আমরা ৭০ ও ৭১ ধারার প্রজাকে দেয় খাজানার কবলে ও হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিত হইবে তাহা দৃঢ়রূপে লিপ্যন্তর করা করিয়া তখনো এই মজলীসের পাঠ দিয়া দায়ীর গবর্নমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৪। আমরা ৭০ (৪) ধারার মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত তুল্য তাবের [১০০ (৪) ধারা] বিধানের দৃঢ়তা লিখিত করিয়া দিচ্ছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রজাকে কবলে সারতঃ আদেশক্রমে সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তাবিত্ত দেওয়া যায় সেট তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দায়ীর সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া “বিলম্বিত দায়ী না গেলে” এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আদায় করা গেলে তাহা ফিরাইয়া লইবার প্রার্থনাপত্রে বাহাতে কোর্ট কী না লাগে তাহার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ আদালতকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাহাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে গোল্ড হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বা কী খাজানার নিমিত্ত সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার বিধান বিবরণ (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবে, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। তাওলী যোতের উপর ফসল বিভাগ বা বাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোন কর্মচারী প্রেরণ করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। প্রার্থনামতে অন্যত্র পক্ষের প্রার্থনামতে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ন্যূনতম একরূপ কার্য করিলে আদালত নিবারণিত হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবে। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে কর্মচারীকে প্রেরণ করা যায় তাহার প্রাপ্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব লকল স্থলেই যে আত্ম ন্যায্য বোধ করেন সেই আত্ম করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের সিদ্ধান্তের নিমিত্ত অপণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাহার আত্ম চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাণ্ডুলিপিজন্যে পক্ষদিগকে প্রথম স্থলেই উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাহা আদালতের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্তে আমরা পাণ্ডুলিপি ৩ ধারাটি সন্নিবেশ করিয়াছি

৮০ ধারা। (১) উপর কল বাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, সমস্ত কল যেস্থলে উৎপন্ন হয় তাহা দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
 (২) উপর কল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
 (৩) উক্ত স্থলেই ভূমি অধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্যের নিরন্তরকালে কল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবে, কিন্তু বাহাতে বখাফালে উপযুক্ত বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এক্ষণে সমস্ত বা একরূপ প্রকারে কলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবে না।
 (৪) যদি প্রজা কলের কোন অংশ এক্ষণে সমস্ত বা একরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, বাহাতে বখাফালে তাহার বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে অন্য সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের সমস্ত সর্বস্বত্ব পূর্ণ পরিমাণে বত বাচাই হয়, কল ভেঙে হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দশ বিষয়ক বিধানটি এইস্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯শ অধ্যায়ের (২২০ ধারা) মধ্যে দশ বিষয়ক সাধারণ যে প্রকরণ সন্নিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

ভূমি অধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি নূতন ধারা (৮৮) সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রাষ্ট্রত অবধারিত খাজানার তদ্বি অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূমি অধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য দিতে পারিবে না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারার দশলীষ্মনির্দিষ্ট রাষ্ট্রত ও তদীয় ভূমি অধিকারীর মধ্যে

(ক) রাষ্ট্রতের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও

(খ) কোন বিশেষ কার্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপে সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৬২। উৎকর্ষসাধন ঘটিত বিবাদে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হইতে পারিবার নিমিত্ত আমরা মধ্য প্রদেশের প্রজাপত্র বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (৯২) প্রণয়ন করি-
তাহি। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজা যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার
প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কৰ্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে
পারিবে, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক
কার্য হয় তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রহণ হইতে পারিবে। ৩৭ দফার লিপিত মত
ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়া ও আমরা একটি ধারা (৯১) প্রণয়ন
করিলাম।

৬৩। মূল পাণ্ডুলিপির ১২৯ (৪) ধারার বিধান এই ছিল যদি উহা দেখান না যায়, যে ভূম্যধি-
কারী রায়তকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং আপনি তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন,
তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনু-
সারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আমরা একটি উপধারা [৯৩ (৪) ধারা।]
প্রবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপ-
স্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা
এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে
কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ততকাল সম্পর্কে বর্জিত পক্ষে ইহাতে বাধা
হইবে।

৬৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে কতিপয় ন্যূনতম যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত-
দ্বারা যে বিবরণ বিবেচিত হইবে, আমরা ৯৪ ধারার কিয়ৎ পরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া
দিয়াছি। নূতন যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধ-
নের কল মত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা ও বিবেচনার এই উৎকর্ষসাধনের আদ্যার প্রতি এবং “ভূমি
কৃষি কার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত
কাল অবস্থিত থাকিবার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন” সেই কালের প্রতি আদালতের
দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৫। মধ্য প্রদেশের প্রজাপত্রবিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা
প্রজা কর্তৃক ইচ্ছা করণ বিষয়ক (৯৫) ধারাটি নূতন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোন লোকের এই
বিষয়ে একটি আন্তঃসংস্থার আওতে বলিয়া তাহার দূরীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্ট-
রূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন যোত ইচ্ছা করিলে, ভূম্যধিকারী এই যোতে প্রবেশ
করিয়া উহা কোন প্রকারে অধা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবে।

৬৬। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে রায়ত আপন যোত পরিত্যাগ করিয়াছে কিন্তু এই যোত যে
পারিত্যাগ করিয়া
৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও থাকানা যেমন দেনা
গিয়াছে ইহা
পরিত্যাগের কথা। হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ত্যাগ
নির্বিন্ম রূপে
করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাষ
ধরিয়া লইতে
না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে এরূপ ত্যাগ করিয়া যায়, ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই
পাঠ্য যায় কি
কৃষি বৎসর অভীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী এই যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য
না এবং উহা
কোন প্রকারে অধা করিয়া দিতে পারিবে, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবে।
অন্য কোন
(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিদ্রি-
প্রজা কে অধা ক-
ক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠ্য নোটিস প্রচার করাইবে। তাহাতে
রিয়া দেওয়া যায়
এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিত্যাগ জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।
কি না ভূম্য-
(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, এই নোটিস প্রচার করিবার
ধিকারী ইহা
তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দশলক্ষ শস্য বাসন্ত হইলে, ছয়মাস অভীত না হওয়া পর্যন্ত এই
মিঃরে বৃষ্টিতে
রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত যেকোন উপস্থিত করিতে
পারেন না,
পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি কতিপয় হয় তাহাদের কতি পূরণ সম্বন্ধে আদালত
এইরূপ হলে যে
যে রূপ (যদি কোন) পক্ষ ন্যায্য বোধ করেন, সেই পক্ষে দখল করিয়া পাইবার আদ্য করিতে
পারিবে।

অনুবিধা অনুভূত হয় আমরা পার্শ্বলিখিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা
পাইয়াছি।

৬৭। কোন ভূম্যধিকারী পূজার সময় দিয়া কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বিনা দশ বৎসরে
একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবে না এই বিষয়টি ৯৯ ধারার আমরা নিম্নলিখিত স্থল
বর্জিত স্থল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, লিক্তী কি উপস্থিত হইতুক বৎসর ২ পরিবর্তন হইতে পারে
ও দেয় থাকিবার এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসর ২ পরিবর্তন হইতে পারে এবং দেয় থাকিবার চাষের
ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

৩৮. মাপের দৃষ্টি বিষয়ক ১০১ ধারার আশ্রয় একটি উপদ্বারা সরিষেশ করিয়া স্থানীয় মদ্য
 তৈরী প্রাপ্ত স্থানীয় তেল মটরাদি পত্র কান স্থানীয় যে-এ-যে মাদ্য বাবজত হয় তাহা নির্দেশ
 করিয়া প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে এবং এইরূপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা নিম্নরূপ
 মদ্য গোল শুদ্ধ বলি । অতঃপর এই বিধান করিয়াছি । আশীর্বাদে বিচরণ ইহাতে মূল
 দ্রব্য ১৩০ ধারার অর্থ প্রদান করা থাকিবে না, অতএব এই ধারাটি আশ্রয় উঠাইয়া দিলাম ।
 মাপ করণ বিষয়ক অন্যান্য বিধান বহুতর লিপিবদ্ধকৃত ১০১ অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট করবে ।

৭০। শুভদিনসম্মেলন বিবরণকথাখানটি আমরা ত্যাগ করিয়াছি। এই খানটি থাকিলে দখলীস্বত্ব
ধারীর হস্তে রক্ষিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনিক কোর্স রায়তের অবস্থায় পড়িত হইতে হয়, সুতরাং
হত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের সাধা 'বিশেষ লক্ষ্য' মূল তথ্যবিশেষের এই খানটি আমাদের হস্তে বিশেষ
স্থিতিযোগ্য। আবার এই খানটি রক্ষিত হইলে উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির এই
খান সম্প্রদানসংক্রান্ত আইনের অটলতা ঘটাবার প্রচুর ও বধেচ্ছ কমতা থাকে। এই অটলতার
রক্ষার সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলেও এই খানটির প্রতি
রূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

१०४ अध्याय ।

৭১। উপরি উক্ত চুটী দিবস লেইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে সে চুটী অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়টির অর্থাৎ স্বতন্ত্র লিপি বিহীনক কথা এখনে বলা আমরা সুবিধা বোধ করিলাম।

৭৩। তাহা দৃষ্ট হইবে যে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটা পরিবর্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ২শ অধ্যায়মত সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপি মধ্যে যে কথা ধরিতে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সরাসরী কার্যবিধান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল স্থলেই একই কল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গেলই তাহা দৃষ্টিমাত্রই শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে স্বত্বের লিপি প্রথমই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন, করিবার অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গিয়া থাকিলে তাহার বিবাদ করা গেল যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কণ্ঠচাক্ষুরীক দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কার্যপদ্ধতি অনুসারে এই বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে হইবে এবং তাঁহার দ্বারা নিষ্পত্তি ডিক্রীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হইবে। বিশেষণে অল্প তরুণ সকল আপীল লিখিবার নিমিত্ত নিষ্কর হন এই নিষ্পত্তির নিকটে প্রথমতঃ তাঁহারই নিকট আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মানুসারে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার দ্বারা গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করণের পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে দাবী বিপরীত দর্শান না যায় তাহা শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য ২৬ বিভাগে সংশ্লিষ্ট হইবে বিবেচনার এবং স্বত্বের লিপি প্রস্তুত হইবে প্রকাশিত হইবে না কেন স্বার্থযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাঁহার সম্বন্ধে এই লিপির মধ্যে

যে কথা যথা যার তাহার যথার্থ ভাব প্রদর্শন করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিবাব সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিপির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি যতদূর আশাশীল হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তদনুসারে অধিকতর আশাশীল বলিয়া নিষ্কেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৫। যে কার্যের “খাজানার বন্দোবস্ত” কথা উইয়াছে তাহাতে সচর লিপি প্রস্তুত করণ এবং দখলীসহ বিশিষ্ট প্রজা ও তাঁহাদের প্রাণের আশাশীলতা নাইয়া অন্য প্রকারের ভূমি ভোগ করিলে ভূমি অধিকারীরা অথবা উক্ত যে সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আশাশীলতা করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা না হইতে পারে কি না এবং কতটা যাইতে পারিলে কতটা দায় তাহা নিরূপণ করিতে হইবে ইত্যাদি নড় জড়িত ভাবে প্রশ্ন করা দুইটি বিভিন্ন পর্ষদের যুক্তির উপর স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজা সম্বন্ধে অসুস্থতা, দুঃখ পরিমাণ প্রজা এবং যে যে নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়গুলি প্রজাদের উপর পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। এই প্রশ্নের মধ্যে আইনঘটিত এমন নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সম্বোধনক ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উচ্চতম বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এ প্রশ্নগুলির অর্থনীতি-ঘটিত অনেক বিষয়ের সঠিক অর্থায়ন চিন্তা সম্বন্ধে পটভূমি দর, ও এবং উৎকর্ষসাধনের ফল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্কৃত আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থানেই হউক আর আপীল ক্রমেই হউক স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন এই সকল বিষয় লইয়া যথাযথ কার্য করা যাইতে পারে না। পূর্বোক্ত দুইটি বিষয় স্বল্প করা যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কতক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃতি বিধান করা যাইতে পারে ইহাই আমাদের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৬০ খণ্ডের দুই চুটকি। স্বতন্ত্র লিপি সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্তনের পূর্বের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারপট ও স্থানীয় কৃষিকার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ যত কর্মচারী বিশেষ জ্ঞানরূপ নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্বোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সম্বোধনক উত্তর পাইবার পক্ষে সাধারণতা হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যাক কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যাক তৎসম্বন্ধে বিধান উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী সচর লিপি অন্তর্গত কোন কথা-সমিতি বিবাদের ন্যায় উক্ত বিধানের নিষ্পত্তি করিবেন, ও পরে এই সময় বিষয়ের আপীল বিশেষ আফসর নিকট হইতে পারিবেন এবং সচর লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনার খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহা কোটি দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপক্ষে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা না করিলে এই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে হাই কোর্ট নূতন করিয়া খাজানা নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন কিন্তু জনাবন্দীর লিখিত অনান্য খাজানাদিতে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক অত্যাশ্রয় করিয়া যাওয়া করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই হাই কোর্ট দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবেন না কিন্তু আইনঘটিত বিষয়ের বুঝিবার ভুল হইয়াছে, বলিয়া যথা বিশেষ জজ কোন যোতের মধ্যে প্রকৃতই যত জমা আছে তদনুসারে অধিক কি কম জমা আছে ধরিয়াছেন এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যাব বলিয়া দ্বিতীয় আপীল কর গেলে ও আপীলকারী কৃতকার্য হইলে, হাই কোর্ট খাজানার হার পরিবর্তন না করিয়া স্বলবিশেষে খাজানা কমানিয়া দি বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৬। আমরা ১২০ খণ্ডের বিধান নথিয়াছি যে পূর্বে ককশারা ক্রমে কোন যোতের খাজানার টাকা ধার্যা করাইবার নিমিত্ত কোন ভূমি অধিকারীর আশাশীলতা করিবার দৃষ্ট থাকিলে, যোতের যে খাজানা তাহার আশাশীলমতে ধার্য্যকর হইয়াছিল, ভূমি অধিকারীর উৎকর্ষসাধন দিহা যোতের পরিমাণ হ্রাস হইতক না হইলে, পনের বৎসর কালমধ্যে তাহা হ্রাস করা যাইবে না।

৭৭। খরচ দিতে হইবার বিধান বিষয়ক ১২১ খণ্ডটি এক্ষণে স্বতন্ত্র লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানা বন্দোবস্ত করণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বস্তান গেল।

৭৮। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থ ১২২ সংখ্যক নূতন খণ্ডটির বিধানের বিষয় কিছু বলি আবশ্যক। বিধানটি এই কোন প্রজার যত সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবধারিত খাজানায় বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সর্বত্রই অবগত আছেন তাহা আর খাটিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৯। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অধি-প্রাধিকার্য্যে কার্য্য করিয়াছি। যে সকল তদন্ত লওয়া হইয়াছে তদন্তে দেখা যায় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থানেই কোন বৃহৎ দেশখণ্ডে খাটিতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কতক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্তৃক বিশেষতঃ স্থানের নিমিত্ত হাতির উক্তরূপ ভালিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী স্বয়ং যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় যাইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ রুস্তান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেইগুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ রুস্তান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব দুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার যেরূপ গুরুত্ব ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে গিয়া আমরা দুইটি বিভিন্ন কার্য্য পদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারি কর্তৃক উক্ত ভূমির জরীপ ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বার্থযুক্ত ভূম্যধিকারি অথবা প্রচার প্রার্থনামতে তদন্ত লওন।

বহুবিস্তৃত দেশ মধ্যে এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে এবিধানস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধুরোধক্রমে দুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই প্রণীত ভূমির বর্ণনায় আমরা বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোনও প্রণীত ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারি ভূম্যধিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে ২ স্থল স্পষ্টতঃই পূর্বোক্ত প্রণীত অন্তর্গত নহে সেই ২ স্থলে কার্য্য কণার্থে একটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে দ্বারা এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী বর্ণনায় করিবার বিধি। ১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রামাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২৮ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেশীয় আদালতে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই দ্বারা যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আমাদের মতে মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট ফী দিতে হয় ক্রোকের দর-খাস্তে ও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোন ২ স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪১ (৩) ও (৪) ধারা]

- (ঘ) যে কসল গোলাজাত করা যাইতে পারে, তাহা কেন্দ্রে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার স্পষ্টে বিধান করা গিয়াছে।
- (ঙ) কোন ব্যক্তির সম্পদে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৫ ধারায় অপরাধ করা গেলে, বিশেষ ২ নম্বে এই ব্যক্তির অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত এপাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।
- (চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সফরভাচারীদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার স্পষ্টে বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৪৮ ধারায় ২ নং স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা গেলে এবং এ নম্বে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায্যরূপে না বর্তিলে তিনি যে ব্যক্তির তাহার বিকল্পে আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহাদিগের বিকল্পে মোকদ্দমা করিয়া উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন।
- (ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এই অধ্যায়ের কার্য স্থগিত রাখিতে পারিবে, এই ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে।

১৪শ অধ্যায় :

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিসমক বিধি।

৮১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আমরা দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা যুক্ত করিয়াছি।

৮২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সংনিবেশ করিয়াছি। এই ধারাক্রমেই কোর্টস্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমায় দেওয়ানী কার্যাবিধি আইনের কোন অংশ বর্তিবে না কি বিশেষ কোন নিয়মাবলী বর্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থে বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে কিরূপ কার্য চলে এই বিষয়ে তুর্যো দর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য করা যাইতে পারিবে, যাতে কার্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা সাধিত হইবে, ইহা আমাদের বিধান।

৮৩। আমাদেরই ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য-পদ্ধতি স্থলভর ও সরলতার করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তা, শীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাতে সুবিচারের বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমন জারীকরণকার্য ও এই কার্যের প্রগতি সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদির বিকল্পে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অসিদ্ধ।

৮৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূম্যধিকারীর স্বত্বটি কোন কথায় উপস্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরি-বর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রমাণ স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিচ্ছে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বটি যে কথায় লইয়া বিবাদ তাহা খাজানা মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উপস্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে এক্ষেপে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থাপিত না করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আজ্ঞা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

৮৫। আমরা আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার মোকদ্দমায় প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু বর্তমান টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উপস্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

৮৬। আমরা ১৭৩ ধারায় বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অমম্বিকার প্রত্যাশকারীকে উদ্দেশ্য করিবার মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দায়িত্ব করিতে পারিবেন যে, প্রতি-বাদীর দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

৮৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের ভাব ও অনুবন্ধ নিরূপণার্থে মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিতে পারিবে। ইহার পরিবর্তে আমরা ১৭৪ ধারায়, পক্ষদিগের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থাপিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকার সরল ও সুসঙ্গত কাঁচা প্রণালী নির্দেশ করিয়াছে এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে যে উচিত বোধ করিলে এই আদালতে রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লঠবার নিমিত্তে আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাণী খাজানার নিমিত্তে সরস রী মৌলসমের বিধি।

৮৮। আমরা ভূমিধিকারীদের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পত্তনী তালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই। কেবল আকার লঠবার ও ক্ষয় ২ বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি একত্রে তফসীল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত করা গেল। এই বিধানগুলি এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

৮৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। এই ধারার বিধান এই যে, পত্তনী তালুক ভিন্ন কোন তালুক সরকারী রেজিস্টারে রেজিস্টারী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিদিক্তম যেরূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সংকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল তালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

৯০। ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কতদূর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত কএকটি বিষয় সম্পর্কে এই গুচ্ছের প্রথমটির মীমাংসা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই বিষয় সম্বন্ধীয় ধারায় দৃষ্ট হইবে (খাজানা দায়্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ববর্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ দফা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংশোধিত কারনাম্বের যে ২ নিয়ম করা আমাদের মতো অবিশ্বাস্য বাকির মতে আবশ্যিক, আমরা তাহার অনেকগুলি এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারায় সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম।

যে ২ বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

(ক) বাসেদা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫, ও ৩৬ ধারা।

(খ) ৩১ ধারায় নির্দিষ্ট দখলীস্বত্বের অধুস্বত্ব।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমিধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট তেতু বাতিরেকে দখলীস্বত্বগ্ণনা রায়তকে ও লোকী রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে এত পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) মোটেতর ভূমি ক্রিয়া যাওয়ার প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎসর্গসম্পন্ন করিবার ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ভিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

৯১। স্থায়ী মোকররী পাট্টা দিবার প্রথা সম্বন্ধে উৎসর্গ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ২১১ সংখ্যক একটি নূতন ধারা সন্নিবেশ করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চুক্তি লাভ সেই মহালে ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে মোকররী পাট্টা দিতে ভূমিধিকারীর বা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯২। আমাদের বাণীস্বত্ববাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেণীই স্বীকার করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃত ভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উৎসর্গ ও হাল ছাঙ্গিনী প্রথা নবগীত ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আশা করি। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আমাদের নিকট আবশ্যিক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের শেষাংশে তিনটি ধারায় দৃষ্ট হইবে।

৯৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত হইবে না।

৯৪। ২১৩ ধারায় এই বন্দোবস্ত করা গিয়াছে যে, যে রায়ত চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে তাহা ত্রাণগত বারবৎসর ভোগ না করিলে এই ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ এই দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহারও ভূমিধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দয়া থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যত্র পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া জার গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

৯৫। পরিশেষে ২১৪ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে “উৎসর্গী” প্রণালী ও “হাল ছাঙ্গিনী” প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীমতে কোন ভূমি ভোগ করা গেলে, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে এই ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৯৬। ৪ নম্বর পূর্বোক্ত বর্ণা হইয়াছে, যে স্থলে কোন রায়ত রাষ্ট্রস্বত্ব আপন যোতের অংশ না হইয়া রাষ্ট্রভূমি ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায়টি আমরা ভাগ করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে তদ্রূপ প্রস্তাবের উল্লেখ না থাকিলে লোকের বুঝিবার ভুল হইতে পারে বলিয়া আমরা ২১৬ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা ভাল বোধ করিলাম যে পূর্বোক্তরূপ প্রস্তাবের অমূল্য দেশাচার দ্বারা নিরাসিত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

নিয়াম বা কামাদি বিষয়ক বিধি।

৯৭। মখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত যে জনী তাহার আশ্রয় যোতের অন্তর্গত মেট জমীর পুনর্যার মখল পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে মিরাদের কাল বুদ্ধিসঙ্গতমত অঙ্গ করিয়া দাখ্য করা উচিত, আমরা এইরূপ বিবেচনা করি। মধ্য প্রদেশের প্রজা স্বত্ববিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা সে ভাৱিখে তদ্রূপ প্রজাকে উদ্দেশ্য করা যার তদবধি দুই বৎসর কাল মিরাদের কাল দাখ্য করিয়াছি। যে মোকদ্দমা পূর্বোক্ত ডাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, যাঁহাতে তাহার হেতু পুনরুৎপাদিত না হয় এই জন্য একটা উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৮। আমরা ভূম্যধিকারীর প্রতি আপন কর্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান কিরূপ পরিমাণে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নিম্নলিখিত "ভূম্যধিকারী" শব্দের লক্ষণ সত্ত্বেও কোন ২ ব্যক্তির এই বিষয়ে আশ্রয় থাকিতে তাহা অপনোদন করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে দুই বা তদধিক ব্যক্তি একজানী ভূম্যধিকারী হইলে, তাঁহার উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া দাখ্য করি। ন কিন্তু তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া যে কর্মকারককে নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা কার্য্য করাইবেন।

৯৯। আমাদিগের বাঁদাযুবান কালে এমন অনেক কথা উঠিয়াছিল যাঁহার সম্বন্ধে আমাদিগের এতীত হইল যে আমাদিগের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদনুসারে অধিকতর সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কথাগুলির যথোপযুক্ত সীমাংসা করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে হামীর গবর্ণমেন্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ মন্তব্য লাভ করিব।

এখান কথাগুলি এই—

- (১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষ্যে জল সেচনের নিমিত্ত নাল কাটাঁইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ নিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা, ও বাঞ্ছনীয় হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।
- (২) খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার যাঁহাতে শীঘ্র হয় এই অভিপ্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় কিনা, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিকসংখ্যক রায়ত কেহ কাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাঁহাদের বিকল্পে বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা।
- (৩) একতরফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনর্যার বিচার হইবার দায়িত্ব করিবার যে স্বত্ব আছে, তাঁহার সংকোচ করণার্থে অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া কোন বিধান করা যাঁহাতে পারে কিনা। প্রতিবাদীর নিকট সমন পৌঁছে নাই কিম্বা কোন বিশিষ্ট হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি ক্ষমতামতে ইহা বুঝিতে না পারিলে তিনি পুনর্যার বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন আমরা ইহা অবগত আছি; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনকারী অস্বীকার করাই এক্ষণে প্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতঃ প্রতিবাদীকৃত পূর্বোক্ত আপত্তি সত্ত্বেই গ্রহণ করেন। বিশেষ সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কামের উদ্দেশ্য, ইহাতে সেট কাঁধোরট প্রায় দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে একতরফা মোকদ্দমার পুনর্যার বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জানা ছিল তদ্বশে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মানাবর জজ সাহেবদের বিবেচনার্থ প্রস্তাবটি অর্পিত হউক।

- (৪) আমাদিগের নিকট প্রায় ঐরূপ ভাবে আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই— বাকীখাজানার মোকদ্দমার প্রতিবাদীর বিকল্পে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আমানত না করিলে ঐ ডিক্রীর বিকল্পে আপীল করিতে পাইবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

- (৫) যে সকল স্থানীয় ভাস্কর রাজস্ব গবর্নমেন্টের সহিত সাক্ষাৎসম্মুখে বন্দোবস্ত হইলেও এই ভাস্কর অধিদায়ী অধিদায়ের দ্বারা এই রাজস্ব দেয়, সেই সকল ভাস্কর সম্বন্ধে সরাসরী নীলান সংক্রান্ত কার্যপ্রণালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্নমেন্টের সহিত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এই সকল ভাস্কর কখন সরকারী রেজিষ্টারে গবর্নমেন্টের নাই। পশ্চিমী সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্যপ্রণালী উক্ত সকল ভাস্কর প্রতি বর্ডান চুক্তি এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।
- (৬) খাজানা মুক্ত ভাস্কর অধিকারীদের নিকট পঞ্চক ও পবনিক ওরুসকরের টাকা বাকী পাড়িলে এই টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পূর্বেকার কার্যপ্রণালী বর্ত্তাইবার নিমিত্ত এইরূপ ভাবে একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্নমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব ত্বর করিয়াছি।
- (৭) যেহেতু নিয়মাবলীতে বাস্তবস্থিতি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (পৃষ্ঠাবর্ত্তী ৪ দফা দেখ)
- (৮) আমরা উঠবন্দী ও হালহাসিলী অর্থাৎ সম্বন্ধে দেশাচারীগণের নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষরূপে বর্ত্তাইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত ভাস্কর অর্থাৎ সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চুক্তিগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষরূপে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (৯) আরও জমিদার ও গোরা বোতের হস্তান্তরযোগ্য মখলীস্বত্বের দ্বারা অন্য কোন স্বত্ব অগ্রহণ করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (১০) পরিশেষে গত বার বৎসর কালের মধ্যে যে সকল মুলের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেই তালিকার শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষসাধন করা যাইতে পারে কি না এবং প্রাপ্ত এই সকল মুলের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা রক্ষির নিয়ম করিলে কি কন প্রস্তাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।				তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।				ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	বাংলা	১৮৮৩ সাল ২৪ আশ্বিন।
				হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
				উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্বেই বলিয়াছি একজনকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্কীর প্রকাশ করা উচিত ইহাই আমাদের মত।

এস, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিবস।*
রিবস টেমস।	আমীর আলী।
সি, পি, ইলবার্ট	ডবলিউ, ডবলিউ, হট্টর।
জি, এচ, পি, ইবাক।	এচ, রেনলডস।*
জে ডবলিউ, কুইন্টন।	

কমিটির সভাপতি কল এই রিপোর্টে বখানরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইহাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তদন্তগত অনেক কথার প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং তিরস্কৃত্যচক একটি স্বতন্ত্র নথ্য লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সম্বন্ধে প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মালবর রাব জীবু কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মাবলীতে ও তাহা অনুসারে এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

স্বাক্ষর।

১৮৮৪ সাল ১৪ই মার্চ।

তকসীল ।

- রাজার ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১ নং ডাবিথের ৪৮৪—১১৬ R. নং আকিলের আরকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—৩৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১২২৮—৬৯৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখের ৫৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র] ।
- মনিষর ঈশুভ টি, এম, গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র] ।
- পূর্ব বাঙ্গালার ভূম্যধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র] ।
- দীক্ষাভিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ৯৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজপত্র] ।
- রাজার ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ২০৪ R. নং আকিলের আরকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১৬০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র] ।
- কলিকাতার ঈশুভ বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [১৮ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র] ।
- কলিকাতার ঈশুভ বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখের পত্র [২০ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ২৩২১—৪০৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের ২৩৮৯—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৬ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২৩৯৫—৮০৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র] ।

- উদ্যোগ অবলম্বন সত্তার কমিটির ১৮৮০ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র] ।
- উত্তরপাড়ার ঈশুভ বাবু রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮০ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র]
- ত্রিহুতের জুমাধিকারীদের সত্তার আইনতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র]
- ঈশুভ বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮০ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গ ও বেঙ্গলদেশের জুমাধিকারীদের সদর কমিটির ১৮৮০ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৮ নং কাগজপত্র] ।
- রাজস্ব ও কৃষিক্ষেত্র কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৬৪ নং পুস্তলিপি ও তৎসহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র] ।
- ময়মনসিংহ জিলায় অন্তর্গত সেরপুরের কএকজন অধিদায়, ডালুকদার, ও মধ্যবর্তি জুমাধিকারীদের ১৮৮০ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র]
- বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৬৭০—২৫৪ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩১ নং কাগজপত্র]
- ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সত্তার সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র] ।
- রাজশাহীর জুমাধিকারীদের কমিটির সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র] ।
- ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের আসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পুস্তলিপি ও তৎসহিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮১—১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র]
- বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৫ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]
- ডালান্দা শাখা ইণ্ডিয়ান আসেসিয়েসনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সত্তার নির্ধারণাবলি [৩৭ নং কাগজপত্র] ।
- ভাগলপুরের জুমাধিকারী সত্তার সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৮ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৩৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২৩১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪০ নং কাগজপত্র] ।
- ত্রিহুতের জুমাধিকারীদের সত্তার আইনতনিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪১ নং কাগজপত্র]

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাসভা বিষয়ক ১৮৮৪ সালের
আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম।
আরম্ভ।
স্থানীয় ব্যাপ্তি।
- ২। রহিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থকরণের কথা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রেরণ বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের প্রেরণ বিষয়ক কথা।
- ৫। তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।
খাজানা বৃদ্ধি কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোমর স্থলেমাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।
- ৭। তালুকের খাজানা বৃদ্ধির শীকার কথা।
- ৮। বর্জিত খাজানা সাধক খাজানার বিত্তের অধিক না হইবার কথা।
- ৯। খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১০। খাজানা একবার বর্জিত হইলে দশ বৎসর পরি- বর্জিত হইতে না পারিবার কথা।
তালুকের অন্যান্য অনুচ্ছেদের কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার- দির কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে ন পারিবার কথা।
পত্তনী তালুকের কথা।
- ১৩। পত্তনীদারের পেটাও বিলি করিবার ক্ষম- তার কথা।
- ১৪। পত্তনী তালুকের ভূম্যধিকারির হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার স্থানে জামিন চাহিবার স্বত্বের কথা।
রেজিষ্টারী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী- ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি- ষ্টারী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৭। খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিস্তী সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজিষ্টারী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিষ্টারী না করিবার ফলের কথা।
- ১৯। ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্টারী করিতে বাধ্য করি- বার নিমিত্তে আদালতে প্রার্থনা করিবার কথা।
- ২০। রেজিষ্টারী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূম্যধিকারীর রেজিষ্টারী বহীর লেখার নকল দিবার কথা।
- ২২। রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে
তাঁহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ২৩। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অস্ব- য়জের কথা।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাগতদের সম্বন্ধীয় বিধি।
সাধারণ।

- ২৪। বর্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রায়তদের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।
- ২৭। গ্রাম ও মালা শব্দের অর্থ করণের কথা।
- ২৮। ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার ফলের কথা।
- ২৯। এতমালী মাণীক ও ইজারদারের সম্বন্ধে বিশেষ বিধানের কথা।
- ৩০। খামার জমী সংরক্ষণের কথা।
- ৩১। দখলীস্বত্বের অনুচ্ছেদের কথা।
হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩২। দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূম্যধি- কারির অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৪। উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্য- ধিকারীর বন্ধক গ্রহীতার স্থান লইবার স্বত্বের কথা।
- ৩৫। দখলীস্বত্বদান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্ন কএক ধারার কাগ্যপত্র ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থের কথা।
কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৩৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্কা বিলি করে, তাঁহাদের তালুকদারে পরিবর্তিত হইবার কথা।
- ৩৮। দরপাটার আলের নিয়মের কথা।

ধারা।

খাজানা হুজির কথা।

- ৩৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিবরণক অনুমানের কথা।
- ৪০। মুদ্রারূপ খাজানা হুজির বিবরণে নিয়মের কথা।
- ৪১। রেজিষ্টারী করা চুক্তিরূপে খাজানা হুজির বিবরণের কথা।
- ৪২। পুনরায় বিলি করিবার বেলা খাজানা হুজির কথা।
- ৪৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা হুজির করিবার কথা।
- ৪৪। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৫। মূল্য হুজির হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৬। ভূস্বামিকারীর উৎকর্ষসাধনহেতু ধরিয়া খাজানা হুজির বিবরণক বিধি।
- ৪৭। বন্যাক্রান্ত উৎপাদিকা শক্তি হুজির হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৮। খাজানা হুজির উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।
- ৪৯। ক্ষেত্র খাজানা হুজির করিবার আঙ্গা করিতে পারিবার কথা।
- ৫০। ক্ষেত্রগত খাজানা হুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- খাজানাকমাইবার কথা।
- ৫১। খাজানা কমাইবার কথা।
- মূল্যের তালিকাভার কথা।
- ৫২। প্রথমতঃ শস্যের মূল্যের তালিকাভার কথা।
- খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- ৫৩। অসামান্য দের খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৫৪। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৯ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রাষ্ট্রত্বের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৫৫। এই অধ্যায় খাটিবার কথা।
- ৫৬। দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রত্বের প্রথমস্থলীর খাজানার কথা।
- ৫৭। খাজানা হুজির নিয়মের কথা।
- ৫৮। যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রত্বকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তাহার কথা।
- ৫৯। পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬০। খাজানা হুজির দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬১। "দখল দেওয়া" শব্দের অর্থ।

১০ম অধ্যায়।

কোর্কা রাষ্ট্রত্বের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৬২। কোর্কারাষ্ট্রত্বের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।
- ৬৩। কোর্কা রাষ্ট্রত্ব সিংকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

ধারা।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিবরণক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

- ৬৪। খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।
- ৬৫। খাজানার পরিমাণ ও ভাগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।
- পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ৬৬। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- খাজানা দিবার কথা।
- ৬৭। খাজানার কিছির কথা।
- ৬৮। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ৬৯। টাকা বেরপে জনা দিতে হইবে, তাহার কথা।
- কবজ ও হিসাবের কথা।

- ৭০। ভূস্বামিকারীকে টাকা দিলে প্রকার কবজ পাইবার আদেশের কথা।
- ৭১। বৎসরের শেষে প্রকার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথা।
- ৭২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুমতি না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- খাজানা আদায় করিবার কথা।
- ৭৩। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদায় করিবার দরখাস্তের কথা।
- ৭৪। যে খাজানা আদায় করা যায় রাজকীয় কর্মচারী তাহার বৃত্তি দিলে ঐ বৃত্তি দিচ্ছ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।
- ৭৫। আদায় পাইবার মোটীসের কথা।
- ৭৬। আদায় টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

বাকী খাজানার কথা।

- ৭৭। খাজানা হস্তান্তরযোগ্য বোতের প্রথম দায় হইবার কথা।
- ৭৮। যে বোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই বোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।
- ৭৯। বাকী খাজানার স্বত্বের কথা।
- ৮০। যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজানা না দেওয়া গেলে কিছা অন্যরূপে প্রতিবাদিত নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হানিপুরণের আঙ্গা করিবার ক্ষমতার কথা।
- কলনী বা কাউন্সি খাজানার কথা।
- ৮১। কলন য.চাই বা বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ আঙ্গার কথা।
- ৮২। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ৮৩। শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

ধারা।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার
দায়ের কথা।

- ৮৪। হস্তান্তরের নোটিস না পাঠিয়া পূর্ব ভূম্যধিকা-
রীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তজ্জন্য
ভূম্যধিকারির দ্বারা প্রীতি নিকট প্রচার
দায়ী না হইবার কথা।
আইনবিরুদ্ধ কর প্রত্যাখ্যান করা।
- ৮৫। আবণ্ডার প্রকৃতি আইন বিরুদ্ধ হইবার
কথা।
- ৮৬। দেহ খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রচার হইলে
ভূম্যধিকারী অস্বীকার করিয়া লইলে দণ্ডের
কথা।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রাচীর বিবরণ বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৮৭। "উৎকর্ষসাধন" শব্দে অর্থ।
- ৮৮। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎ-
কর্ষ সাধন করিবার অধিকার কথা।
- ৮৯। মখলীস্বত্বশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার অধিকার কথা।
- ৯০। মখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার অধিকার কথা।
- ৯১। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টরী করি-
বার কথা।
- ৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রাচীর লিপিবদ্ধ করি-
বার প্রাথমিক কথা।
- ৯৩। রাষ্ট্রকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।
- ৯৪। যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার কথা।
ইস্তক ও পরিভাষা করিবার কথা।
- ৯৫। ইস্তক করিবার কথা।
- ৯৬। পরিভাষার কথা।
যোতের অংশ করিবার কথা।
- ৯৭। যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার
কথা।
উচ্ছেদের কথা।
- ৯৮। ডিক্রীজারী ক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না
হইবার কথা।
ভূমি দান করিবার কথা।
- ৯৯। ভূম্যধিকারির ভূমি দানিবার অধিকার কথা।
- ১০০। প্রাচীর উপস্থিত হইয়া নীচা দেখাইয়া দিবে,
আদালতের একজন অজ্ঞা করিতে পারি-
বার কথা।
- ১০১। মাপের কঠির কথা।
কার্য্যাদায়কদের কথা।
- ১০২। কেন সহায়িকাগণ এক জন সাধারণ কার্য্য
থাক নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শা-
ইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ
করিতে পারিবার কথা।
- ১০৩। কার্য্য দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাদায়ক
নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।
- ১০৪। আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যাদায়ক নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ১০৫। পূর্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিধিত ১৮৭৯ সালের আইন
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাদায়কতা সম্বন্ধে
ধাটিবার কথা।
- ১০৭। কার্য্যাদায়কের প্রতি যে ২ বিধান বর্ত্তিবে
তাহার কথা।
- ১০৮। সহায় কারীগণকে কার্য্যাদায়কতা তাঁর প্রত্যাখ্যান
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

অধিকার লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।
অধিকার লিপির কথা।

- ১১০। অধিকার লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।
- ১১১। যে ২ বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে
তাহার কথা।
- ১১২। ভূম্যধিকার বা ভানুকদারের প্রাথমিকভাবে রাজস্ব
কর্মচারীর বিশেষ কথা লিপি বদ্ধ করিতে
পারিবার কথা।
- ১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্য-
প্রণালীর কথা।
- ১১৫। রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপী-
লের কথা।
- ১১৬। এই লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে
তাঁহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গৃহ্য
হইবার কথা।
খাজানা দায় হইবার বিধি।
- ১১৭। খাজানা দায় করণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি
আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ১১৮। খাজানা দায় করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
- ১১৯। যে সমস্ত খাজানার পরিবর্তন কলংক হইবে
তাঁহার কথা।
- ১২০। দায়ীকরা খাজানা যত কাল অপরিবর্তিত থাকি-
বে তাহার কথা।
অতিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যাদায়কতা যে খণ্ড পত্র
তাঁহার কথা।
- ১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধারিত
খাজানাসম্বন্ধী অনুমান না ধাটিবার কথা।

১১ম অধ্যায়।

হারের তালিকা বিধির বিধি।

- ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।
- ১২৪। তালিকার বাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার দায় করিতে
হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে
পারিবার কথা।

ধারা।

- ১০৮। তালিকা উদ্ধৃত্তম রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।
 ১০৯। তাহা হইলে রেভিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১১০। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।
 ১১১। তালিকা যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা।
 ১১২। তালিকা নিষ্কাশন প্রমাণ হইবার কথা।
 ১১৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেরূপে দিতে হইবে তাহার কথা।
 ১১৪। যেখানে তালিকা প্রবল থাকে সেখানে খাজানা রক্ষির মোকদ্দমার কথা।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১১৫। ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।
 ১১৬। ভূস্বামীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষমতার কথা।
 ১১৭। নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১১৮। ভূস্বামীর নিজ জমী নিবন্ধ করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

- ১১৯। যেহেতু ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
 ১২০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।
 ১২১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১২২। ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।
 ১২৩। মালীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।
 ১২৪। শস্যাদি কর্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা।
 ১২৫। দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণা-পত্র প্রচার করিবার কথা।
 ১২৬। নীলাম হইবার স্থানের কথা।
 ১২৭। ক্ষেত্রস্থলসমাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।
 ১২৮। যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১২৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।
 ১৩০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।
 ১৩১। ক্রোডাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
 ১৩২। নীলামের উৎপন্নটাকা যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৩৩। কোমর কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।
 ১৩৪। নীলামের পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩৫। পেটাত প্রজা আপন পট্টাদাতার জন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১৩৬। উদ্ধৃত্তম ও অধস্তন ভূমিদিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিবাদের কথা।
 ১৩৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।
 ১৩৮। অনায় ক্রোকের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালীর বিষয়ক বিধি।

- ১৩৯। ভূমিদিকারী ও প্রজার মোকদ্দমার বর্ত্তাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী-বিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।
 ১৪০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে বিচারাদি-পত্যের কথা।
 ১৪১। দায়ব বা গোমস্তার স্বীকৃত মোদা-হইবার কথা।
 ১৪২। মোকদ্দমার বিশেষ রেজিটরের কথা।
 ১৪৩। খাজনার মোকদ্দমায় কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৪৪। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেয়া আছে স্বীকৃত করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।
 ১৪৫। ভূমিদিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।
 ১৪৬। কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।
 ১৪৭। আদালতের রসীদ দিবার কথা।
 ১৪৮। বাকী খাজনার মোকদ্দমার আদালতের কথা।
 ১৪৯। খাজানা রক্ষির ডিক্রী যে তারিখ অবধি চল বৎ হইবে তাহার কথা।
 ১৫০। সম্পত্তিদণ্ড হইবার প্রতিকারের কথা।
 ১৫১। যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায় অন্যত্র বসনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।
 ১৫২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের দায়ের নিষ্পত্তি হইবার কথা।
 ১৫৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের বাস খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।
 ১৫৪। প্রজাস্বত্ব অনুব্রন নিরূপণ করিবার প্রাধিকার কথা।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজনার নিমিত্ত ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

- ১৫৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে দৈত্যের সাধারণ ক্ষমতার কথা।
 ১৫৬। সংরক্ষিত স্থানের কথা।
 ১৫৭। “দায়” ও “রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ।
 ১৫৮। মোক্তার নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।
 ১৫৯। নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনশ্লোক ঘোষণাপত্রের কথা।
 ১৬০। রেজিটরী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।
 ১৬১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত তালুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

ধারা।

- ১৮২। অসম্পূর্ণ হারে যোতের প্রতি পূর্ণ এক ধারার বিধান বহিষ্কার কথা।
- ১৮৩। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত মথলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।
- ১৮৪। পূর্ণ এক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য প্রণালীর কথা।
- ১৮৫। মথলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ণ এক ধারামতে তালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আত্মা দিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাচাই করিতে হইবে তাৎক্ষণিক বিধির কথা।
- ১৮৭। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।
- ১৮৮। নীলাম নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোমর হলে উক্ত যোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।
- ১৮৯। অমঙ্গল প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।
- ১৯০। নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কায্য না হইবার কথা।
- ১৯২। দায় সৃষ্টিকারী কোমর নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী করিবার কথা।
- ১৯৩। কুমারিকারীরকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৬শ অধ্যায়।

- ১৯৪। খাজানার নিয়ম ও সরাসরী নীলামের বিধি।
- পতনী তালুক নীলামের কথা।
- ১৯৫। ভূস্বামীর সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনীদারের স্থানে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।
- ১৯৬। বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার কথা।
- ১৯৭। নোটিস জারী করিবার কথা।
- ১৯৮। বৎসরের মাঝখানে নীলামের দরখাস্তের কথা।
- ১৯৯। তালুকদার তলব সম্বন্ধে আপত্তি করিলে কার্য প্রণালীর কথা।
- ২০০। বাকীটাকা আদান ও করা না গেলে তালুক নীলাম হইবার কথা।
- ২০১। নীলাম হইলে যেই নিয়ম মানিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০২। নীলামের কায্য যেখানে চালাইতে হইবে, তাহার কথা।
- ২০৩। খরিদারের স্বত্বের কথা।
- ২০৪। খরিদারকে মথল দিবার কথা।
- ২০৫। নীলাম বন্ধ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আদান ও করা টাকা আদায় করিবার কথা।
- ২০৬। নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।
- ২০৭। নীলাম হওয়াতে যে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

ধারা।

- ২০৮। নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাচাই করিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০৯। রনিবার ও বন্দেদ দিন বিষয়ক বিধানের কথা।
- অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।
- ২১০। অন্যান্য রেজিস্ট্রীকরা তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকিবার কথা।

১৭শ অধ্যায়।

- চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।
- ২১১। চুক্তির বিচ্ছেদ বিধান যেই কলবৎ হইবে তাহার কথা।
- ২১২। কায়েনী নকররী পাটের কথা।
- ২১৩। কৃষিকার্যোপযোগী করণের চুক্তির কথা।
- ২১৪। চন ও মেয়াডা জমীর কথা।
- ২১৫। উঠবন্দী ও হালহাগিলী প্রণালীর কথা।
- ২১৬। চাকরগ তালুক সম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২১৭। বাস্তব ভূমির কথা।
- ২১৮। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

১৮শ অধ্যায়।

- মিয়াদ বা তামানি বিষয়ক বিধি।
- ২১৯। ৪ তফসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিয়াদের কথা।
- ২২০। তারতম্যীয় মিয়াদ বিষয়ক আইনের কিয়দংশ ই মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না থাকিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

- ২২১। কললে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।
- ভূমালিকবাদের কলকাষক ও প্রতিনিষিদ্ধের কথা।
- ২২২। ভূমালিকারীর কলকাষক দ্বারা কায্য করিবার কথা।
- ২২৩। এজমালী ভূমালিকারীদের একত্রে বা সাধারণ কলকাষকের দ্বারা কায্য করিবার কথা।
- ২২৪। কলকাষকারীদের কায্য প্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
- ২২৫। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্য প্রণালীর কথা।
- ২২৬। যে জিলায় কিয়ৎ কালীন বন্দোবস্ত থাকে তাহা সম্বন্ধীয় বিধানের কথা।
- ২২৭। যে জিলায় ভিন্নস্বামী বন্দোবস্ত হয় নাই সেই জিলায় যে ভূমি ভোগ হয় তাহা সম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২২৮। রাষ্ট্রস্বের ভূমি বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।
- ২২৯। যাকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।
- ২৩০। যাকর ও বাকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।
- ২৩১। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।
- ২৩২। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

তফসীল।

- প্রথম।—যেই আইন রাইট হইল।
- দ্বিতীয়।—১৮৯৯ সালের ৮ আইনের হেতুগত হইতে উদ্ধৃত।
- তৃতীয়।—কলক ও হিসাবের পাঠ।
- চতুর্থ।—মিয়াদ।

বঙ্গদেশের জিহুত লেণ্টেনেটে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক এককটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

বঙ্গদেশের জিহুত লেণ্টেনেটে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক এককটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে ।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমিকা ।

১ ধারা । (১) এই আইন “ বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন ” নামে খ্যাত হইতে পারিবে ।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি প্রাপ্ত পূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থ যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে । অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া ধ্যাত হইবে ।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং স্থানীয় ব্যাপ্তি । তৎসীল লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তৎসীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দিষ্ট তৎসীল লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের জিহুত লেণ্টেনেটে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি প্রাপ্ত পূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্তাইতে পারিবেন ।

২ ধারা । (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্তে, সেই সেই দেশে রহিত হইবার কথা । ইহার প্রথম তৎসীলের নির্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল ।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্তান যাবে, তৎকালে ঐ সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্তান গেলে, তৎপ্রমাণে যে যে আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে ।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত বা যায়, কোন আইনে বা স্থানীয় এই আইনের উল্লেখ থাকিলে উহা এই আইনের বা তাহার অংশ এই আইনে, অনুবর্তনের উল্লেখ দান করিয়া অর্থ করিতে হইবে ।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া, সেই স্বত্ব অধিকার পুনর্জীবিত হইবে না ।

৩ ধারা । বিষয় বিবেচনায় বা পুরীপত্র কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালিকানাধীন ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিস্ট্রার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই রেজিস্ট্রারের কোন রেজিস্ট্রারে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, “ মহাল ” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে ।

কিন্তু ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (২) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন ভাস্কর রেজিস্ট্রারী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের বর্ণনামুযায়ী মহাল বলিয়া গণ্য হইবে না ।

(২) “ ভূম্যধী বা জমিদার ” শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায় থাকিত, “ প্রজা ” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির আন্বিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ ভূম্যধিকারী ” শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা মতল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার বাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “ খাজানা ” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে “ দেওয়া ” “ দিতে ” ও “ দেওন ” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “ অর্পণ করা ” “ অর্পণ করিতে ” ও “ অর্পণ করণ ” ইত্যাদি বুঝাইবে ।

(৭) এক পাটাক্রমে বা এক প্রস্থ নিয়মের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেহ ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “ ঘোড় ” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৮) “ কৃষি বৎসর ” বলিতে যেখানে বাঙ্গালা সম চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফলগী বা আশ্বী মন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিকার্য্যের অন্য কোন মন চলিত থাকে, সেখান সেই মন বুঝাইবে ।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, “ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ” বলিতে তাহা বুঝাইবে ।

(১০) “ হস্তান্তর ” শব্দে ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দান বুঝাইবে ।

(১১) “ উত্তরাধিকার ” শব্দে অকৃতচরণত ও চরণতায় অর্থাৎ উইল দ্বারা ও উল্লম্বত উত্তর প্রকার উত্তরাধিকার বুঝাইবে ।

(১২) কোন ব্যক্তি অন্যের নাম লিখিতে না পারাতে চোরামহীকরিলে, “ স্বেমরিং ” শব্দে “ চোরামহী করা ” বুঝাইবে । এই শব্দ পুরীকৃত ব্যক্তির নামের “ মোহরাক্ষিত ” ও বুঝাইবে ।

(১৩) “ নির্দিষ্ট ” শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টে নির্দিষ্ট বুঝাইবে ।

(১৪) “ কালেক্টর ” শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এই আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতামুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে ।

(১১) এই আইনের কোন বিধান “রাজস্ব কর্মচারী” শব্দ থাকিলে, স্থানীয় নব্বই নং উক্ত বিধানমতে রাজস্ব কর্মচারীর সমগ্রসূত্রে কার্য করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন উক্ত শব্দে সেই কর্মচারী বুঝাইবে।

(১২) “পত্তনী তালুক” শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসিলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেই তফসিলের উল্লিখিত দরপত্তনী ও অন্যান্য তফসিল তালুকও অন্তর্গত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের প্রাণী বিষ- ৪ ধারা। এই আইনের
য়ক কথা। কার্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক

প্রাণীর প্রজা থাকিলে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটাও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোম রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষা সম্বন্ধে রায়তের অধীনে ভূমি ভোগ করে;

তার নিম্নলিখিত কএক প্রাণীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবস্থান্ত্রে হারে ভূমি ভোগ করে,—যাহারা অবস্থান্ত্রিত খাজানার কিম্বা অবস্থান্ত্রিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করে, এই কথায় তাহাদিগকে বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্বনিষ্টি রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়ত-দের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ যে রায়তদের প্রকৃত দখলী স্বত্ব নাই।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার স্বত্ব জুগ্মায়িত্ব স্থানে বা অন্য তালুকদার ও রায়ত কোন তালুকদারের স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, “তালুকদার” বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাহারা প্রকৃত স্বত্ব পাঠিয়াছেন, তাহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদেরকে ও যাহারা ৩৭ ধারামতে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদ্বারা, বা বেতনভোগী চাকরদ্বারা কিম্বা অংশী-দের সাহায্যে ভূমির চাষ করিবার নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিয়াছেন, “রায়ত” শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তির প্রকৃতি ভূমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদের ও ৩৭ ধারার নিয়মা-ধানে এই শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা তালুকদারের অব্যবহিত অধীন ভূমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দেশভারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনাদের ঘোড়ের অর্ধেকের অধিক কোম্পি বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময় প্রজাবৃত্তের তাবের প্রতি, অর্থাৎ, এই স্বত্ব খাজানা আদায় করিবার বা ভূমি চাষ করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন ঘোড়ের পরিমাণ কমিষ্ট ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা নিম্নতম পেটোও দিলি করা গেলে, যাহা নিপত্ত দর্শন না যায়, তাহা প্রজা তালুকদার বলিয়া অনুমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা রক্ষার কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়সীমা যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপে প্রমাণ বাতি-থাকনা রুজি হইতে রেকের তাহার খাজানা রুজি করা পরিচয় কথা।

(ক) যে ভূমিস্বামীর অধীনে এই তালুক ভোগ করা যায়, তিনি বেনাচারক্রমে প্রমাণ যে যে নিয়মের অধীনে এই তালুক ভোগ করতেন, তাহার খাজানা রুজি করিতে স্বত্বমান, অথবা

(খ) এই তালুকদার আপনাকে খাজানা কমাইয়া লইয়া দাবীকৃত রুজি: খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং ভূমি হইতে এই খাজানা ভোগ, যাইতে পারে।

(২) নিকটী ৫০.৫০ কিম্বা রাজকীয় কাগজের নিমিত্ত বা গোপানিদের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধান-মতে ভূমি গৃহীত হইয়াছে বোঝা তালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেলে, এই কমান এই ধারার মধ্যস্থায়ী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা রুজি করা যাইতে তালুকদারের খাজানা রুজি করা যাইতে পারিবে, সেই স্থলে উত্তর পক্ষের সীমার কথা।

যেহা কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া এই খাজানা নিকটী তফসিল তালুক বাহার ভোগ করেন, তাহারা দেশভারানুগত যে হারে খাজানা দেন সেই হারে পর্যন্ত রুজি করা যাইতে পারিবে।

(২) যেহেতু তফসিল বেনাচারানুগত হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আদালত যাহা উপযুক্ত ও লাভা জ্ঞান করেন, সেই সীমা পর্যন্ত খাজানা রুজি করা যাইতে পারিবে।

(৩) যাহা উপযুক্ত ও লাভা হয়, ইহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত তালুকদারের যেটুকু খাজানা পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভা দিবেন না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থায় তালুকদার স্বত্বি হয়, যথা, তালুকদারের অন্তর্গত ভূমি প্রমাণ তাহার অধিকাংশ তালুকদারের কিম্বা ভূমির স্বার্থগত পূর্ণাধিকারীদের দ্বারা বা খরচে প্রথম চাব করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা ভূমির স্বার্থগত পূর্ণাধিকারীর কোনরূপ উৎসর্গসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও সুবি।

(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপন দখল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানায়ুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানার দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিساب করিয়া পূর্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বর্দ্ধিত খাজানা সাবক রুদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই খাজানার বিত্তের স্থলেপূর্ব ধারামতে যে বর্দ্ধিত খাজানা ধার্য করা যায়, তাহা পূর্বদেয় খাজানার বিত্তের অধিক হইবে না।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা ক্রমশঃ রুদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা। খাজানা রুদ্ধি করিলে কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে, খাজানা রুদ্ধি ক্রমেৎ করা যাইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা রুদ্ধির উচ্চ সীমায় উপস্থিত হওয়া না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমেৎ বৎসর খাজানা রুদ্ধি হইবে।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে রুদ্ধি করা গেলে, যে তারিখে রুদ্ধি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর দশ বৎসর মধ্যে ঐ খাজানার রুদ্ধি করিবেন না। খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে দশ বৎসর পরিবর্তিত হইতে না পারিবার কথা।

তালুকের অন্যান্য অনুবন্ধের কথা।

১১ ধারা। এডোক চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাবলী, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারী এই উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্তক্রমে এই আইনের বিধান সমত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হেতু বিনা উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।

পতনী তালুকের কথা।

১৩ ধারা। পতনী তালুকদার এই আইনের বিধান পতনীদানের পোটো মানিয়া আপনার তালুকের দাখিল করিবার সময় তাহার কোন অংশের অন্তর্গত ভূমির দাখিল করিতে পারিবেন।

১৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অর্জ বৎসরের খাজানা পরিমিত মাত্রের জামিন হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার নিকটে চাহিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূম্যধিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চাহেন, এবং চাহিবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূম্যধিকারী হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক ফ্রোক করিয়া দখল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ফ্রোক থাকিবার কালে ভূম্যধিকারী পোটো তালুকদার কিম্বা বারতদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ফ্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পাওনা খাজানা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে ন্যায্য স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) এরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ফ্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা ন্যূন হয় তজ্জন্য ফ্রোকা দারী থাকিবেন, এবং ভূম্যধিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিকল্পে কার্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূম্যধিকারী তাণ অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশসূচক আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রস্তাবিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আজ্ঞার উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টারী করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হওয়া কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিতে হইবার কথা।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে, ভূম্যধিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাপত্র যে কী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা ফী দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কোন কী এক, টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে দুই টাকা ফী দিতে হইবে।

(৩) পুঙ্খানুপুঙ্খ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ক্ষমতা কুম্ভাধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তর ক্রমে এই তথ্য কিছা হুল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।
এরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ম্যার বল হইবে, এবং এরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে কী আদালত করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা নোংরা দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৪) পূর্বে ক্রয় উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোম আত্ম করিতে অধীকার করিবে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার মেরুণ আত্মা উচিত বোধ করিল সেইরূপ আত্মা করিতে পারিবে।

২১ ধারা। পূর্বে ক্রয় ধারার ১০ কোম ভাস্কর হস্তা-
ভূম্যধিকারীর রেজি-
ষ্ট্রী বহী লেখায় সকল
বিবরণ কথায়।
করা গেলে, যে ব্যক্তি
বা যাহার দ্বারা উক্ত ভাস্কর
ভাস্কর কোন কারণে হস্তান্তর
করা যায়, তিনি কিম্বা অন্য বিশেষ উক্ত ভাস্করের
উত্তরাধিকারী এতদ্রূপে ব্যক্তি রেজিষ্ট্রী বহীতে উক্ত
ভাস্কর সংক্রান্ত যে কথা লেখা থাকে, তাহার সত্য খান
সকল সময়ে চাফা, ভূম্যধিকারীর স্থান সমার্থ সকল
বলিয়া ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তথ্য সকল পাঠিতে
পারিবে। কিন্তু সময়ে একদিকে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক
আমার অস্থান বা এক চাকর অনধিক যে কী খাতি
করেন, একদা এতদ্রূপে খণ্ড সকলের জন্য তিনি ভূম্যধি-
কারীকে সেই কী দিবে।

২২ ধারা। (১) পূর্বে ক্রয় ধারার ১০ কোম ভাস্কর
রেজিষ্ট্রী করণ সময়ে
বিধিগত করিতে পারি-
বার কথা।
সমস্ত বিধিক্রমে সময়ে সেই
সকল রেজিষ্ট্রী বহীর পাঠ নিদেয় করিতে পারিবে,
এবং সাধারণতঃ রেজিষ্ট্রী করিবার কথায় যে কাগ-
জালী অবলম্বিত হইবে তাহা নিয়মিত করিতে
পারিবে।

(২) (১) প্রকরণমত কোন বিধি প্রণয়ন কালে
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই বিধান করিতে পারিবে, যে উক্ত
বিধি প্রণয়ন হইলে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে
পারিবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রাইতেরা ভূমি ভোগ
করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

২৩ ধারা। অবধারিত খাজানার বা অবধারিত
খাজানার হারে যে রাইত ভূমি
ভোগ করে,
কথা।
(ক) কোন ভাস্কর
যে দিনের নিয়মিত
খাজাতে হয়, তাহার ও আপন পোষের হস্তান্তর ও
উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই বিধানের নিয়মিত খাজাতে
হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত ভূমি ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি
থাকে, সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই আইনমত যে
নিয়ম তত্ত্ব করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা গাইতে পারে,
সে সেই নিয়ম তত্ত্ব করিয়াছে, এই হেতু তত্ত্ব অন্য
কারণে ভূমি ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করি-
বল না।

৫ম অধ্যায়।

মখলীদ্বারা বিলিষ্ট রাইতের সম্বন্ধীয় বিধি।
সাধারণ।

২৪ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের
আমের পূর্বে আইনমত
বর্তমান মখলীদ্বারা
চলিত থাকিবার কথা।
কিম্বা দেশীয়ভাবে কিম্বা
প্রকারান্তরে কোন ভূমিতে যে
রাইতের মখলীদ্বারা থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে
সেই রাইতের উক্ত ভূমিতে মখলীদ্বারা থাকিবে।

২৫ ধারা। (১) কোন আমের বা মহালের
বাসেন্দা রাইত উক্ত আমের বা
মহালে রাইতস্বরূপ যে সকল
ভূমি ভোগ করে, সেই সকল
ভূমিতে সে মখলীদ্বারা প্রাপ্ত
হইবে।

(২) কোন আমের বা মহালের কোন বাসেন্দা রাইত
১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অধি এই আইন
প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত আমের বা মহালের
অন্তর্গত কোন ভূমি রাইতস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎ-
কালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত
ভূমিতে মখলীদ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৬ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সম-
য়ের পূর্বে রাইতের যদি কোন
বাসেন্দা রাইতস্বরূপ
ব্যক্তি ক্রমাগত বা বৎসর কাল
কোন আমের বা মহালের
অন্তর্গত জমী রাইতস্বরূপ পাট্রিকনে বা প্রকারান্তরে
ভোগ করিয়া থাকে, তবে এই ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত
হইলে পর এই আমের বা মহালের বাসেন্দা রাইত
হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কাঁচাখুঁতানে ইহা
প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি রাইতস্বরূপ
ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা
স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কাঁচাখুঁতানে
ব্যক্তি ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ
করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অধ্যায় হইবে যে,
সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রাইতস্বরূপ বা
বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাহা
ভিন্ন সময়ে তিন্ন হইলেও, এই ধারার কাঁচাখুঁতানে
এ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন আমের বা মহালে ভূমি ভোগ
করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সে
ব্যক্তি রাইতস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে,
প্রমাণিত ব্যক্তি এই ধারার কাঁচাখুঁতানে সেই জমী রাইত-
স্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রাইতী
যোগ্যস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কাঁচাখুঁতানে
জমী প্রকরণ এতদ্রূপে অংশীদার রাইতস্বরূপ ভোগ
করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন আমের বা মহালে বৎসর
রাইতস্বরূপ জমী ভোগ করে, তৎ কাল ও তাহার পর
এক বৎসর উক্ত আমের বা মহালের বাসেন্দা রাইত
থাকিবে।

(৭) যদি কোন রাষ্ট্র ১৯ ধারামতে পুনরায় ভূমির মূল্যপত্র, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসিন্দা রাষ্ট্র রহিত হইয়া বসিয়া থাকিবে না।

২৭ ধারা। এই আইনের অধীনস্থ পূর্বে ক্রয়কারী কার্যপত্র, অর্থকরতার কথা।

(ক) যখন কোন রাজস্বসংক্রান্ত করীণের আয়ের মানচিত্রে একই বহিঃসীমার মধ্যে যে স্থান ধরা যায় সেই স্থান বুঝাইবে এবং যদি মানচিত্র চাইলে দেখা যায় যে বাহিরের কোন স্থান এই আয়ের অংশ, অর্থাৎ তৎ ডাকাট বুঝাইবে; ও ঐরূপ মানচিত্র প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আর্থবিংশতি সকল ব্যক্তিক সংবাদ দিবার নিমিত্ত যথা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, ঐরূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় তত্ত্বাবধায়ক পর এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন কাৰ্য্যকারক যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

(খ) যে স্থলে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসের ঐশ্বর্য দিবসাবধি এক বা অধিক দাখিল করা হইয়াছে দুই বা তদধিক মহাল সন্নিবেশ, সে স্থলে ঐরূপ দাখিল করা না হইলেও সকল যে মহালের অংশস্বরূপ হইত, সেই মূল মহালের অন্তর্গত স্থান একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮ ধারা। দখলী স্বত্ববিংশতি কোন রাষ্ট্রের ভূমি-কারী কর করিয়া বা অকারী-স্বত্ব এই রাষ্ট্রের স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে, দখলী স্বত্ববিংশতি হইবে; কিন্তু এই ধারার কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিষয় হইবে না।

২৯ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রস্বরূপ ভূমি ভোগ করিলে, ঐ ভূমিতে ভূস্বামী বা ভাণ্ডারস্বরূপ ভাণ্ডার প্রজামালী স্বার্থ আছে বলিয়া কেবল এই কারণে ভাণ্ডার উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব হইবার বাণী হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি ভাণ্ডারস্বরূপ কোন ভূমি ভোগ করিলে ঐ ভাণ্ডারস্বরূপ ভূমিতে এই প্রাথমিক দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে পর সেই ভূমি ভাণ্ডার দখলী স্বত্ব করিলে, ঐ দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে না।

৩০ ধারা। ভূস্বামীর নিজ ভনী বনিয়া বঙ্গদেশে বাসবাসী নবরতনের নামে, নিজ বা নিজবোনের নামে এবং বেচারের ভিরাও মিজ, মের বা কানাত নামে যে ভূমি খাতি, ক্রয় মনের মিসালী পাটাক্রমে কিম্বা মন বগন পাটাক্রমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, এই আইনের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলী স্বত্ব জন্মিবে না।

৩১ ধারা। কোন ভূমি দখলী স্বত্বের অনুবর্তন করিলে কোন রাষ্ট্রের দখলী স্বত্ব থাকিলে, নিম্নলিখিত বিধানগুলি বহিঃ, অর্থাৎ,

(ক) যাহাতে ভূমি প্রজামালীসংক্রান্ত কার্যের

অনুপোযোগী না হয় এক্ষণে তিনি ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, কিন্তু সেলাচারের বিরুদ্ধে রক্ষা কাটিতে পারিবেন না।

(খ) তিনি এই আইনের বিধানমতে ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবেন।

(গ) তিনি উপযুক্ত ও ন্যায্যভাবে খাজনা দিবেন।

(ঘ) (১) যাহাতে ভূমি প্রজামালীসংক্রান্ত কার্যের অনুপোযোগী হয় এক্ষণে তিনি ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ

(২) তিনি এই আইনের বিধানমতে এক্ষণে এক নিয়ম তত্ত্ব করিয়াছেন যাহা তৎ হইলে, তৎ ভূমি-কারীর সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তানুসারে তাহাকে উৎকর্ষ করা সাধিতে পারেন;

এই ক্ষেত্রে পরিশ্রম এই আইন অনুসারে উৎকর্ষ করিবার যে ডিক্রী হয়, সেই ডিক্রী প্রকৃতিতে না হইলে উক্ত ভূমি হইতে তাহার ভূমি-কারী তাহাকে উৎকর্ষ করিতে পারিবেন না।

(ঙ) তিনি এই আইন অনুসারে আপন যোগ্য ইত্তফা করিতে পারিবেন।

(চ) এই আইনক্রমে ভূমি-কারীর যে সকল স্বত্ব রক্ষিত হইল, তাহা মানিয়া দখলী স্বত্ববিংশতি রাষ্ট্রের ভূমিগত স্বার্থ, অন্য স্থানের সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা বা উইলক্রমে দান করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইলক্রমে দান করা যাইতে পারবেন।

(ছ) তিনি এই আইনের বিধান মানিয়া উক্ত ভূমি বা তাহার কোন অংশ ভোগ করিয়া বিলি করিতে পারিবেন।

(জ) তাহার ভূমিগত স্বার্থসম্বন্ধে তিনি উইল না করিয়া মরিলে অন্য কোন স্থানের সম্পত্তির ন্যায় তাহার উত্তরাধিকার হইবে; কিন্তু তিনি যে দায়িত্ব ব্যবহার অধীন সেই ব্যবস্থামতে যে কোন স্থলে তাহার অন্য সম্পত্তি রাজার প্রতি বর্তে, সেই স্থলে তাহার দখলী স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

হস্তান্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কথা।

৩২ ধারা। (১) রাষ্ট্রের দখলী স্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূমি-কারীর অংশে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

(২) অতঃপর কর করিবার যে ক্ষমতা ভূমি-কারীর আছে, তদনুসারে ক্রয় করিতে তাহাকে সমর্থ করিবার নিমিত্ত, রাষ্ট্র ভূমি-কারীর অংশে কোন ব্যক্তির নিকট স্থানীয় দখলী স্বত্ব বিক্রয় করিবার কপাল করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে যে আদালত বা কাৰ্য্যকারকে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কাৰ্য্যকারকের আফিসে ভূমি-কারীর উপর জারী করণীয় আদালত আদেশের লিখিত নোটিস দাখিল করিবেন।

যে ব্যক্তির নিকট যে শর্তে তিনি উক্ত স্বত্ব বিক্রয় করিতে চাহেন এবং উক্ত স্বত্ব কি (যদি কোন) উপযুক্ত থাকে ঐ নোটিসে তাহা লিখিবেন, এবং যে তারিখে নোটিস দাখিল করেন সেই তারিখ অবধি হয় সপ্তাহ গত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করা বন্ধ রাখিবেন।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে এই নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা হইবে।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলী স্বত্ব জর করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব জর করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারীও সময়ে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধায়া করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক ধায়া হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত ছয় এই ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী হাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীর গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বর্তমান আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলী স্বত্বের মূল্য ধায়া করিবার নিমিত্ত তত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্ভর্যমূল্যের নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব মীলান ডিক্রীজারীক্রমে মীলান হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি এই মূল্যে ভূম্যধিকারীর কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা এক করিবার স্বত্বের ও উদ্দেশ্যে এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে এই ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্পক্ষে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যিক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবে, ভূম্যধিকারীকে বাদির স্থানে দায়মান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিবেন এবং ভূম্যধিকারীর অমূল্যে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেরূপ কল হইত সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টরী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দখলী স্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমিগত নিরমের কথা। দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট কী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিষ্টরী করা গেলে, রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিষ্টরী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিধিক সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটিবে না।

৩৬ ধারা। পূর্বে চারি ধারার কাণ্ডপক্ষে ভূম্যধিকারী

পূর্বে বাক্য ধারার শব্দে কেবল
কাণ্ডপক্ষে ভূম্যধিকারী (ক) যে ভূম্যধিকারীর অব্যবহিত
নব্বের অর্থের কথা। অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে,
সেই ভূম্যধিকারীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যিক যে, উক্ত ভালুকদার ভূম্যধিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূম্যধিকারী কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী ভালুকদারের স্থানে এই ধারার কাণ্ডপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কণ্ড করিবার অমূল্যপত্র প্রাপ্ত হন।

কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিরমের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনাতঃ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে যোত্রের যে অংশ কোর্কা বিলি রায়তের কোর্কা বিলি করে, তাহা তদীয় যোত্রের করে, তাহাদের ভালুক-অধিকারের অধিক হইলে, ভালুকদারের পরিবর্তিত হইবার দায়ত্বের রেজিষ্টরী করিবার কথা।

নিমিত্ত যে কোন আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাইলে, এই আইনের ন্যায্যভাৱী ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) এরূপ হেতুক জ্ঞানোৎপাদক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, চূড়ান্তক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে বা তীর্থ-বাস্ত্রাণ বাওরাতে তির্যকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনাতঃ অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন-

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করে তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা থাকিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে শর্তে ও যে নিয়মাধীনে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিত। সেই শর্তে ও সেই নিয়মাধীনে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্স বিলি করা অংশ ঐ যোতের অর্জেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্তিত হয় না।

৩৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপ-
নার যোত বা তাহার কোন
দরপাটীর কালের নি-
অংশ কোর্স বিলি করিলে,
২য়ের কথা।
এরূপ বিলি করিবার দরপাটী

সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বরসভেতুক, জ্বালোক বলিয়া, পীড়াবশঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা টেমিক বা গাহু চাকরীতে কিম্বা ভৌখাত্রা যোগে কিস্তিকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চার করিতে অক্ষম হইলে, আপনার অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করিতে এই ধারার কোন কথা ক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে দরপাটী দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াদি সাতবৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা রুজির কথা।

৩৯ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের যৎকালে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।
গে খাজানা দিতে হয়, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

৪০ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ নগদী খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধানমতে না হইলে, প্রকৃতরূপে রুজি করা যাইবে না।

৪১ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিস্ট্রী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে রুজি করা যাইতে পারিবে।—
রেজিস্ট্রী করা চুক্তিক্রমে খাজানা রুজি করিবার কথা।

(ক) খাজানা এরূপে রুজি করিতে হইবে না যে, তাহা রায়তের পূর্বেদর খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দেওয়া হইবে।

(গ) নির্দিষ্ট খাজানা পূর্বে বা সাধারণ খাজানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সম্মত ও তাহার সম্মত বুলি, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারায় ও চুক্তিপত্রে রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে এইরূপ কথা জানিয়া লইবেন।

৪২ ধারা। (১) যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্বে ভোগ পূর্বকার বিলি করি-
করিতে, তাহা যে প্রজার
বার বেলা খাজানা বা সম্মতের অন্তর্গত তথাকার
রুজির কথা।
কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি

করা গেলে, খাজানা রুজি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্বে প্রজা যে খাজানা দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবে না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বধারার বিধান বহির্ভূত।

৪৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা যোগে খাজানা দিয়া যে যোত মোকদ্দমা দ্বারা খাজানা ভোগ করে, সেই যোতের আনারুজি করিবার কথা।
ভূমিধিকারী এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া খাজানা রুজি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রধান খাজানা শস্যের গড় মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ) ভূমিধিকারীর দ্বারা বা তাহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বনাদি বা বৃদ্ধি হইয়াছে।

৪৪ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া হয়, এতদ্বারা রায়ত খাজানা প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা রুজির দায়িত্ব করা গেলে, আনারুজিহীন্য বিধি।

(ক) ত খাজানা সাধারণ খাজানা; অপেক্ষা টাকার আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত দ্বারা প্রত্যেক খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা যাইতে না পারে, তবে তদন্ত বিধি করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে রায়ত কর্মচারীকে ক্ষমতা দেন, তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার কাগজখানায় দিল্লির আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লওয়া হয় আদালত এইরূপ আদেশ করিতে পারিবে না।

(গ) কোন রাষ্ট্রের যে স্থানে খাজানা দিতে হইবে, এই দারামতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ঐ স্থান প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচার-ক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতি-নিয়মে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রাষ্ট্রেরা অঙ্গুল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূমিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতুক যত টাকা খাজানা রক্ষি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীনে লইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য রক্ষি হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষির দাওয়া করা গেল,—

মূল্য রক্ষি হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষিস্বকীয় বিধি। (ক) স্থানীয় গবর্নরেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কাঙ্ক্ষক বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলিতয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এক্ষণে খাজানা রক্ষি করিবেন না যে, বন্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মধীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মধীনে সাবেক খাজানার সহিত বন্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

ভূমিকারীর উৎকর্ষ-সাধনহেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষি বিষয়ক বিধি। ৪৬ ধারা। ভূমিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষির দাওয়া করা গেল,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানা রক্ষি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা রক্ষি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনস্থান গতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) ঐ উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগিবে হইলে, চাঁদ ক রত কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্ত ভূমি খাজানা দিবার কর্তব্য শক্তি আছে।

(৫) আদালত নিয়মধীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক কল না ফলিলে, ডিক্রী পুনরাগোচনা ও পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষ রাহিত পারিবেন।

বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষিস্বকীয় বিধি।

৪৭ ধারা। বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষির দাওয়া করা গেল,—

(ক) যে রক্ষি কিয়ৎকালীন বা টেনমিত্তিক মাত্র, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বন্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা রক্ষি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এক্ষণে রক্ষি করিবেন না, যাহাতে ভূমির উৎপাদনের নিট রক্ষির মূল্যের অর্ধেকের অধিক ভূমি-কারীকে দেওয়া হয়।

খাজানার উৎপাদিত ৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার অনুপযুক্ত বা অন্যর বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমায় এক্ষণে খাজানার রক্ষির ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানার রক্ষির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে আন-করবার আজ্ঞা করিতে লম্বে ডিক্রী প্রদান করিলে পারিবার কথা। রাষ্ট্রের কষ্ট হইবে, তবে আদালত করিতে পারিবেন যে ঐ রক্ষি ক্রমেও করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা রক্ষি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসরক্রমে খাজানা রক্ষি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে ততদূর রক্ষি করা যাইবে।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই-হেতু ধরিয়া, কিম্বা মূল্য রক্ষি হেতু ধরিয়া কোন মোকদ্দমায় খাজানা রক্ষির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে ঐ মোকদ্দমায় খাজানা রক্ষি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫৩ ধারামতে খাজানার রূপপরিবর্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন দ্বারা রক্ষিত করা কোন আইনমতে পূর্বোক্ত কোন হেতু বা তত্বলা কোন হেতু ধরিয়া খাজানা রক্ষি করিবার কিম্বা মোকদ্দমা বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথা ক্রমে দেওয়া যাই মোকদ্দমায় কাগজপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৭৭ ধারার বিধানের ন্যায় বিস্তৃত হইবে না।

খাজানা সমাধিবার কথা।

৫১ ধারা। (১) মুদ্রারূপ খাজানা বিয়া ভোগকারী কোন দখলী অধিনিগিতে রাষ্ট্র খাজানা কমাইবার নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপ-নার খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার কমা হইয়া গেলে, পরে যে সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে, সেই সিদ্ধান্তের দ্বারা ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) যোতেব জমী রাইতের দৌন বাতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐ রূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটয়া স্থায়ী-রূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য ক্রিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারায়তে কোন যৌকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আপালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমা হবার আশা করিতে পারিবেন।

মূল্যের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ের যে যে স্থান নির্দেশ করেন, সেই স্থানে যে প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদর্থে বৎসরের যে বা যে সময় ধায়া করেন, সেই বা সেই সময় সেই সময়ের ফসলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেন্টে অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল যত্নে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়তে কোন আনুমানিক কার্যে শিক্ষিত প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারায়তে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে মচরাচর মোটিন যেক্রমে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার বিরুদ্ধে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিধি রাইত শস্যরূপে দেয় খাজানা কোন যোতের নিমিত্ত শস্যরূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া ঐ স্থান সমাজেতে ভিন্ন হারে অথবা কিয়ৎপরিমাণে ঐরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রাইত বা ভূমীর ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপে খাজানার পরিবর্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়তে যে কোন কন্সটারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাহার নিকট, কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের দ্বানে বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত অন্য কোন কন্সটারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাঠিলে যত টাকা মুদ্রারূপে খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা নির্ণয় করিবেন, এবং এই আদায় করিতে পারিবেন যে, রাইত শস্যরূপে বা পূর্বে ঐরূপ অন্য প্রকারে আপনায় খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহার নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্তৃপক্ষী এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীস্বত্ববিধি রাইতের নিকট সেই প্রকারের ও তরুণ সুবনামিত ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া থাকে তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্বে দখলীস্বত্বের ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রণাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ টাকা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যো হেতু পরিয়া করা যায়, ও যে সময়ানুসারে উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা দেখা থাকিবে; এবং রাইত কন্সটারীর অন্য যে আদায় করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপাল হইতে পারে, ঐ আদায় উপরও সেইরূপে আপাল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্তৃপক্ষী হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে সময়ে মন্ত্রিপরিষদে স্থাপিত জীপ্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যেকর্তৃপক্ষীরা ৫২ ধারায় মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কার্যপদ্ধতি কোমু-কোন খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বালিয়া গনা হইবে, ইহা স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারায় যে কার্যকারকেরা চুক্তি রেজিষ্টরী করেন, তাঁহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রাইতের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রাইতের দখলীস্বত্ব না থাকে, ও এই অধ্যায় খাটিয়া দখলীস্বত্ব শূন্য রাইত বালিয়া এই অধ্যানে যাহা উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে খাটিবে।

৪৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাকে দখল দিবার সময় তাহার সহিত ভূমিাধিকারীর যে খাজনার নিম্ন হয়, তাহার সেই খাজনা দিতে হইবে।

৪৭ ধারা। রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারায় খাজনা বৃদ্ধি নিয়- মত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতের খাজনা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৪৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতকে নিম্ন- য়ে যে হেতু ধরিয়া লিখিত এক বা অধিক হেতু দ্বারা দখলীস্বত্বশূন্য ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে বাইতকে উচ্ছেদ করা পাওবে, প্রকারান্তরে নহে।— যাইতে পারে তাহার (ক) সে বাকী খাজনা দেয় কথা। না, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রাইত ভূমি এইরূপে বাদহার করি- রাহে, যাতে উহা প্রজাস্বত্বস্বত্বীয় কার্যের অনুপযোগী হয়, অথবা সে এই আদানসম্পাদন একরূপ- োন নিম্নভুক্ত করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিতে তাহার ও তদীয় ভূমিাধিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিষ্টারী করা পাটাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাটায় মিহাদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজনা ধার্য হইয়াছে, উক্ত রাইত সেই খাজনা দি- বার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজনা দিয়া যে মিহাদ পর্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ব- বাস, সেই মিহাদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৪৯ ধারা। মিহাদ অতীত হইবার অন্তর হয় মাস পাটায় মিহাদ অতীত থাকিতে, রাইতের উপর উঠি- হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ- রা যাবৎ নোটিস জারী করা- করিবার নিয়মের কথা। না গেলে, পাটায় মিহাদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতের বিকল্প উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিহাদ অতীত হইবার হয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৬০ ধারা। (১) ভূমিাধিকারী বর্জিত খাজনা দিবার নি- পত্র রাইতের নিকট অ- খাজনা বৃদ্ধি দিতে পর্ণ না করিলে, এবং রাইত অস্বীকার করিবার হেতু মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার নিয়মের কথা। পূর্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে

অস্বীকার না করিলে, খাজনা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতের বিকল্প উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাই- বে না।

(২) কোন ভূমিাধিকারী এই ধারামতে কোন রাইতের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রাইতের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে

স্থানীয় গণপরিষদে যে আদালত বা কার্যকারকে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদা- লত বা কার্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট প্রকারে ঐ রাইতের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রাইতের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রাইত যদি তাহা সম্পা- দন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র কমবে হইবে।

(৪) কোন রাইত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়ম- পত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দিষ্ট প্রকারে ভূমিাধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রাইত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রাইতের নিকট যে নিয়ম- পত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূমিাধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ যোড়ের যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজনা নির্ণীত হয়, রাইত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ মাসের কাগ ঐ খাজনা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিতে স্বত্ববান থাকিবে; কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্বদ্বারার লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐ রূপে যে খাজনা নির্ণীত হয়, রাইত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজনা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত সেই প্রকারের ও তজ্জন্য সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রাইতের গড়ে যে খাজনা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু সাবেক খাজনার উপর টাকার আট আনার অধিক বৃদ্ধি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, সে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

৬১ ধারা। কোন রাইতের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ দখল চলিবার নিমিত্ত পাটায় "দখল দেওয়া" শব্দের লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাটায় এই শব্দের কথা লেখা থাকে, তথাপি এই

অধিকারের কার্যপত্রকে এই পাট্টাটুকুতে তাহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তনের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। সুত্ররূপে খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা

কোর্কা রায়তনের দ্বারা যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার নীমার কথা।

রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজে যে খাজানা দেয়, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টারী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা রায়তের দেয় খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে

কোর্কা রায়তবিধিকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তরান ছয়মাস থাকিতে নির্দিষ্ট এক্ষেত্রে কোন কোর্কা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নিষিদ্ধ

মোটস জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানার বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন ভালুকদার বা রায়ত ও

খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।

তাঁহার স্বাধীনগত পূর্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি বাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে

ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হইয়াছে এই হেতু বিনা এই খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন ভালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বাধীনগত পূর্বাধিকারীরা বাহা বিশবৎসর পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমত কোন বোকদদার বা আনুষ্ঠানিক কার্যে তাহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি এই খাজানার বা খাজানার হারে তাঁহার উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার হারে প্রজ্ঞাপত্র বা কোন অন্য প্রজ্ঞাপত্র থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দিষ্ট ভাষিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্টারী করিতে হইবে, তবে এই স্থানে যে কোন প্রজ্ঞাপত্র বা স্থল বিশেষে উক্ত অন্য যে কোন প্রজ্ঞাপত্র রেজিষ্টারী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে এই ভাষিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান থাকিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপন্নের অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য বা মাপরূপ দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূম্যধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধারিত টাকা খাজানামাত্রের দ্বারা করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে এই খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত যোগিত হইয়া এক যোত করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য হইবার কোন বিষয় হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা ভূম্যধিকারীর ইচ্ছামতে প্রজ্ঞাপত্র শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কণা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে কিম্বা কোন কৃষি বৎসরে খাজানার পরিমাণ ও সে যে নিয়মে ভূমিভোগ ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রস্তাব অনুমানের কথা।

উল্লিখিত হইলে, অব্যবহিত পূর্বে-বর্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যে নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শন না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিবে, এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রকার

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ হইলে খাজানার পরি- ভূমির অন্য খাজানা দিয়াছেন, বর্তনের কথা। মাপ করিয়া তদধিক যত ভূমি থাকি প্রমাণ হয়, তত ভূমির অন্য তাঁহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকন্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রকার খাজানা কমাইতে আবশ্যক হইবে; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নত ভূমি টেপবস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোগিত হইয়াছিল, এবং এরূপ যোগ হওয়ার পরে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি থাকিবে না।

(২) খাজানার যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই প্রকার প্রজ্ঞাপত্রের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং ভালুকদারের বেলা তিনি আপনার ভালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে আবশ্যক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত ভাগ শটে, তাহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার যত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা নত ভূমির বার্ষিক মূল্যের সমস্তাভ্যন্তরক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ ভাগ হয়, তাহা যোতের পূর্ব পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা ।

৩৭ ধারা। (১) ভানুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যে রূপ নিয়ম থাকে, খাজানার কিস্তির কথা । তদ্রূপ কিস্তিরূপে তদ্রূপ তারিখে ভানুকদারের দেয় মুজাররুপ খাজানা দেওয়া যাইবে ; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিরূপে ও তারিখে দেওয়া যাইবে ; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদৰ্থে কোন স্থানের নিমিত্ত যে কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিরূপে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে ।

(২) কোন রায়তের বা কোর্পা রায়তের যে মুজাররুপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে যে কিস্তি ও তারিখ নির্দেশ করেন, বার্ষিক খাজানার তদ্রূপ অংশতুলা কিস্তিরূপে ও বৎসরে চারির অধিক সেই তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধির নিয়মাবলীতে দেওয়া যাইবে ।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, কসলের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অন্তত তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে ।

৩৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় খাজানা দিবার সময় হয়, সেই তারিখের স্বর্ধ্যান্ত হইবার পূর্বে প্রজা এই কিস্তির টাকা দিবেন ।

(২) এই আইনমতে যে স্থলে প্রজা আপন খাজানা আদায় করিতে পারে, সেই স্থল হাড়া ভূম্যধিকারীর আদায় কাছারীতে কিম্বা তদৰ্থে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে ।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রজাকে পোষ্টাল মনিঅর্ডারক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্বে যথাবিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে ।

৩৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে টাকা বেরুপে অমী কিম্বা যে বৎসরের যে কিস্তিতে দিতে হইবে, তাহার উহা অমী দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে ঐ টাকা অমী দিতে হইবে ।

(২) প্রজা প্ররূপ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা অমী দিতে পারিবেন ।

কবজ ও হিসাবের কথা ।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে খত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত তত টাকার লিখিতকবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাত্ পাঠিত হইবার ব্যবস্থা আছে । (২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন ।

(৩) এই আইনের ৩৭ তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজ ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

(৪) যে প্রত্যেক কবজ সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত মর্মান না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে ।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার খত খাজানা দিতে হইবে, তৎক্ষণাত্ দেওয়া হইরাচে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, ঐ বৎসর অবশ্যই হইবার তিন মাসের মধ্যে প্রত্যেক প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ পাঠিবার অধিকারী হইবেন ।

(২) ভূম্যধিকারী ঐ কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিজন লোক দিলে ঐ বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের তৃতীয় তফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎক্ষণাত্ হিসাবের বিবরণপত্র পাঠিবার অধিকারী হইবেন ।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাও ঐরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

(৪) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাও ঐরূপ বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাহাকে ৭০ ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা লিখিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের বিবরণের অধিক আদায়ত যাহা উচিত বোধ করেন সেইরূপ দেওয়া টাকা উক্ত ভূম্যধিকারী স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

(২) প্রজা প্ররূপ কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা অমী দিতে পারিবেন ।

(২) যদি ভূম্যধিকারী প্রজার দাওয়ারমতে ৭১ ধারার নিম্নলিখিত কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদানত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দেওয়া টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশ-বাক্য কবজ বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদানত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদানত করিবার বরখাস্তের কথা। (ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব করেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা লইতে বা তজ্জনা কবজ দিতে অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিচ্ছেদ বশতঃ তাহা লইতে বা তজ্জনা কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহায়ীনারদিগকে সংস্কৃত-ভাবে দিতে হয়, এবং প্রজা তজ্জনা সহায়ীনারদের সংস্কৃত কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি তাহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার স্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সম্মত থাকে; সেই স্থলে

যে যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত এতদর্থে স্থানীয় গণসভাতে সম্মত যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাঁচনা সমুদয় টাকা তাহার আকিসে আদানত করিবার অনুমতি পাইবার নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে তাহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষ-বার খাজানা দেওয়া হয়, তাহার নাম, ও একনে যে বা যে ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাহার বা তাহাদের নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন, অথবা মোকদ্দমার রহস্য তিনি অরহস্য না জানিলে, যিনি জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং স্থানীয় গণসভাতে সম্মত বিধিক্রমে আট আনার অনধিক যে কী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই কী তৎসঙ্গে পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্মচারীর নিকট পূর্ব ধারা

বাক্য দরখাস্ত করা যায় যদি তাহার বোধ হয় যে দরখাস্ত-কারী উক্ত ধারামতে খাজানা আদানত করিবার অধিকারী, তবে খাজানা লইয়া ত্রিভিন্ন আপন সরকারী ঘোষণাপত্র

সমীচীন দিবে।

(২) উক্ত কর্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্বোক্তরূপে আদানত করা যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্ররূপ কার্য্যকর হইবে। উক্ত খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁকে খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃত টাভারে সহায়ীনারদের, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে তাহা পাইবার স্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই প্রকারে উক্ত রসীদ কার্য্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্মচারী আদানত লম তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবার নোটিশ আদানত পাইবার আপন আকিসের কোন মুদ্রা-নোটিশের কথা। কাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া

দিবেন। ঐ নোটিশে সমুদয় প্রয়োজনীয় রহস্যের বর্ণনা থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিশ লাগাইয়া দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে পরবর্তী ধারামতে আদানতের টাকা কাছাকাছে দেওয়া না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্মচারী বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা খরচায় আদানত পাইবার নোটিশ জারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মচারীর আদানত টাকা দিবার বিবেচনার আদানতের টাকা পাইবার অধিকারী বলিয়া বা কিরায় দিবার কথা। বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ

টাকা দিতে পারিবেন অথবা উচিত বোধ করিলে যে ব্যক্তির এরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গণসভাতে আদেশ করিলে, পোষ্টাল বনিজডর করিয়া ঐ টাকা দেওয়া বাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদানত করা যায় সেই তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদানত-কারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্মচারীর নিকট খাজানা আদানত করা যায় তাহার দত্ত রসীদ কিরায় দেয়, তবে দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবে আজ্ঞা না থাকিলে আদানতী টাকা আদানতকারীকে কিরায় দেওয়া বাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব কএক ধারামতে আদানত গ্রহণকারী কোন কর্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জ্যেষ্ঠ সেক্রেটারী সাহেবের

বিকল্পে কিম্বা গবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে এরূপ কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় এই টাকা পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তির তাঁহার স্থানে এই টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন অর্থক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রথম দায় হইবার কথা।
৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের খাজানা উত্তর প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূস্বাধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া এই ডিক্রী জারীকরণে তাঁহার স্বত্ব, অধিকার ও অর্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রকার স্থানে ভূস্বাধিকারীর যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উপর টাকা হইতে ভূস্বাধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূস্বাধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাঁহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যেখানে বাস্তবায়ন চলিত থাকে সেখানে এই সনের শেষে, কিম্বা যেখানে কসলী বা আমলী সন চলিত থাকে সেখানে জৈষ্ঠ মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূস্বাধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্তক্রমে উক্ত প্রজ্ঞাকে বাকী খাজানা নিষিদ্ধ উচ্ছেদ করিতে স্বত্ববান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) এরূপ কোন মোকদ্দমার বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওনা হইলে এই সুদ নির্দিষ্ট থাকিবে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্দ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচ আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধাৰ্য্য করিবার কথা।
বাকী খাজানার সুদের সময়ে আদালত প্রচলিত প্রকারে অতি ও পক্ষদের মধ্যে কোন নিয়ম হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু যে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিষিদ্ধ আদালত কোন মোকদ্দমার যদি ব্যক্তিগত কারণ বিনা খাজানানা দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যায়রূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে, হানিপুরের আজা করিবার ক্ষমতার কথা।

আদালতের বোধ হয় যে প্রতিবাদী ব্যক্তিগত বা সম্ভাবিত কারণ বিনা তাঁহার দেয় খাজানা দিতে উৎসাহ বা অন্তী-কার করিরাছে, তবে খাজানা ও পরচা বসিয়া যত টাকা ডিক্রী কর তদতিরিক্ত আদালত যত টাকা খাজানার ডিক্রী হইতাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপুর উপযুক্ত বোধ করেন বাদির তত হানিপুরের টাকা পাইবার আজা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপুরের আজা হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিষিদ্ধ আদালত কোন মোকদ্দমার যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী ব্যক্তিগত বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিরাছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দায়েরা করে তাঁহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুর-স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজা করিতে পারিবেন।

কসলী বা ডাঙলী খাজানার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন বিভাগ বা যাচাই করিয়া খাজানা লওয়া যায়, কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ (ক) সেই স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূস্বাধিকারী বা প্রজা স্বয়ং বা কর্মচারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন,

(খ) কিম্বা উৎপন্ন কসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বসিয়া যত টাকা দিবার আজা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদায় করিলে, এই কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ যে কর্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট সাহেবের মতে এরূপ আজা করিলে শাস্তিভঙ্গ নিবারণিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব এরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আজা করিলে, যাবৎ যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ আজাদ্বারা কসল স্থানান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব ধারামতে কোন কর্মচারী নিযুক্ত করা কর্তব্যকারীকে নিযুক্ত করিলে, গেলে, কার্যপ্রণালীর আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্মচারীর প্রতি এই আজা করিতে পারিবেন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিগত কারণে আবেগস্বরূপ আপনার সহিত লন এবং আবেগসর লওয়া গেলে উক্ত আবেগসরদের সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্দোষ প্রণালিসম্বন্ধী এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্যপ্রণালী অবলম্বিত

করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত কর্মচারী সেই আদেশ অনুসারে কার্য করিবেন।

(১) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাঁহার নোটিশ ভূম্যধিকারীকে ও প্রজাকে দিবে, কিন্তু ভূম্যধিকারী বা প্রজা নিজ বা কর্মকারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তিনি এক তরফা কার্য্যসূচী করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কার্য্যসূচীনের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন।

(৩) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তত্ত্ব আবশ্যক বোধ করিলে সেই তত্ত্বের পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা ন্যায় বোধ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন।

(৪) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিয়া, তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইলে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে।

(৫) উক্ত কর্মচারী যাচাই অর্থাৎ দানাবন্দী করিলে, দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাংগেবর কাছারীতে রক্ষিত হইবে।

৮৩ ধারা। (১) উপর কসল যাচাই করিয়া খাজানা শস্যের দখল সম্বন্ধে লওয়া গেল, সমস্ত কসল দখল রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উপর কসল বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেল, যাবৎ উক্ত বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত কসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) উভয় ক্ষেত্রেই ভূম্যধিকারির পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্যের নিয়মিত কালে কসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে কসলের কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি প্রজা কসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শস্য-সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য সর্বাঙ্গপেক্ষা পূর্ণ পরিমাণে বত যাচাই হয়, কসল তৎস্থান হইতে বালয় জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারির পরিবর্তন হইলে খাজানার দায়ের কথা।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজা ভূম্যধিকারির স্বার্থ

হস্তান্তর করি গেল, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূম্যধিকারীর স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূম্যধিকারীকে দেওয়া গেল, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রজা প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিশ না দিয়া থাকেন, তবে এই প্রজা

উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে প্রজা প্রজার নিকট দায়ী হইবে না।

(২) যে ভূম্যধিকারির স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রজা প্রজার নিকট প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিশ প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিশ হইবে।

আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতির কথা।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত আদায়

আদায় প্রভৃতি আদায় বিবরণ হইবার কথা।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না

দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রজা প্রজার ভূম্যধিকারী অমায় করিয়া লইলে দণ্ডের কথা।

করিলে, উক্ত প্রজা এইরূপ প্রজার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে এরূপে গৃহীত টাকার বা উপহারের মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদায় দণ্ডস্বরূপ বত টাকা উচিত বোধ করেন, তত টাকা, কিন্তু যাহা এরূপে অনায় করি- লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণ পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক টাকা ভূম্যধিকারির নিকট পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন

“উৎকর্ষ সাধন” শব্দের ব্যাখ্যায় “উৎকর্ষ সাধন” শব্দ ব্যবহৃত হইলে

যে কোন কার্য্য দ্বারা যোতের জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত যোতের উপযোগী এবং উক্ত যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত, এবং যাহা যোতের উপর করা না গেল ও সাফাৎসম্বন্ধে উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করিবার পর সাফাৎসম্বন্ধে এই যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য্য বুঝাইবে।

(২) বিপরীত দর্শান না গোল, মনুলিখিত কার্য তুলি এত ধারার মর্ম্মাযুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনুমান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্যের নিমিত্ত কিসা কৃষিকার্যে নিযুক্ত মনুষ্যের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, গোপান বা বিকরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন ;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিসা যে পতিত ভূমি আবাদ করা যাউতে পারে, তাহার জল-নিঃসরণ কিসা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ, কিসা জলপ্রাচীন হইতে রক্ষা করণ, কিসা জলজনিত ক্ষয় বা অন্য ভাঙ্গি নিবারণ ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থ ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ কিসা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন ;

(ঙ) পূর্বোক্ত কোন কার্য ত্বতন করিয়া বা পুন-রাবৃত্ত করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্তন করা ;

(চ) আদেশক নাহিদের মর সমেত রায়ত ও তদীয় পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ ।

(৩) কিন্তু রায়ত কোন যোতে যে কার্য করেন, তদ্বারা স্বীয় ভূমাদিকারীর মহালের বা ভাস্কুরের মূল্য বিশেষরূপে কমেইয়া পড়িলে, ঐ কার্য এই আইনের অভিপ্রায়মত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮৮ ধারা। রায়ত অধারিত খাজানার কিসা অব-
অধারিত হইবে তিনি-
খাজানার হার
ভোগ করা গেলে উৎকর্ষ-
সাধন করিবার ক্ষমতা
বর্ধিত
কোন উৎকর্ষসাধন করিতে
তাহাকে ভূমাদিকারীররূপে বাধা দিতে পারিবেন না।

৮৯ ধারা। (১) কোন রায়তের যোতে তাহার
দখলীস্থিত থাকিলে, রায়ত বা
ভূমাদিকারী, যেন উৎকর্ষ-
সাধন করিতে সম্মত আছেন,
করিবার ক্ষমতা
এই হেতু বিনা রায়ত বা ভূমাদিকারীররূপে উক্ত যোত
সম্মত উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে
পারিবেন না।

(২) যদি রায়ত ও ভূমাদিকারী উভয়েই একই
উৎকর্ষসাধন করিতে চান, তবে উক্ত ভূমাদিকারীর
অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্বারা স্পষ্ট না-
হইলে, রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রাধিকার
থাকিবে।

(৩) রায়ত ও তাহার ভূমাদিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে, কিসা

(খ) কোন বিশেষকায় উৎকর্ষসাধন কিসা, এতৎ-
সম্বন্ধে বিবাদ উদ্ভূত হইলে,

কালক্রমে সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই
বিবাদে নিষ্পত্তি করতে পারিবেন, এবং তাঁহার
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৯০ ধারা। (১) দখলীস্থিত ভূমি কোন রায়ত
আপনার ও স্বীয় পরিবারের
নিমিত্ত আদেশক নাহিদের
মর সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ
করিবার ক্ষমতা
প্রস্তুত করিতে পারিবেন, কিন্তু

উক্ত যোত কিসা পক্ষাভিধিত বিধানমতে না হইলে
আপনার যোতসম্বন্ধে স্বীয় ভূমাদিকারী অ-মতি না
লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) স্বীয় ভূমাদিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না
থাকিলে, যে দখলীস্থিত ভূমি রায়ত আপনার যোত
সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন, তিনি উক্ত
উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে
ঐ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূমাদিকারীর প্রতি
আদেশ কিসা তাঁহাকে অনুমতিপত্র দিতে বা দেওয়া-
ইতে পারিবেন, এবং ভূমাদিকারী ঐ অনুমতিপত্র
করিতে অক্ষম হইলে, বা উপেক্ষা করিলে, আপনি ঐ
উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূমাদিকারী আদেশমতে
যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিসা
ভাণ্ডা আইনমতে তাহার ক্ষমতা
করা যায়, কিসা যাচাই করিতে
তিনি প্রজাকে সাহায্য করি-
য়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজি-
স্ট্রী করাইতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেকোন আদেশ
করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও
তাতে সেইরূপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে
স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যতা
নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,
(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উৎকর্ষ
সাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সম্ভাব্য,
(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষ-
সাধন হইলে, উক্ত কার্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,
১২ মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা
অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৯২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূমাদিকারী বা প্রজা
উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে
এমনি লিপিবদ্ধ করিবার
প্রার্থনার কথা।
তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন
করা যায় তাহার প্রমাণ লিপি-
বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে,
কোন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট
প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি
এরূপ বিবেচনা না করেন যে, ঐ প্রার্থনা করিবার
যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে,
ঐ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহি-
য়াছে, তবে উক্ত কর্মচারী উক্ত পক্ষের সমক্ষে এমনি
লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা
গেলে, ভূমাদিকারী ও প্রজার মধ্যে কিসা তাঁহাদের
অধীন দায়িত্বের বাস্তবিক মতো পরে যে কোন
আনুষ্ঠানিক কার্য হয়, তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ
মধ্যে গ্রহণ হইতে পারিবে।

৯৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে উচ্ছেদ যোক্ত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই রায়তকে উচ্ছেদসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।
রায়ত বা তদীয় স্বার্থগত পক্ষাধিকারী এই আইন অনুসারে যে সকল উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, উক্ত রায়ত ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন আদালত কোন রায়তকে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা না থাকা করিলে, যদি এই ধারামতে উক্ত রায়তকে উচ্ছেদসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়, তবে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা নিকপণ করিবেন, এবং রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাদীনে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী না আঁজা করিবেন।

(৩) যেস্থলে কোন বিশেষ সুবিধা পাটবেন বলিয়া রায়ত ক্ষতিপূরণবিনা উচ্ছেদসাধন করিতে চুকি করিয়া, বা পাটী লওয়া তদনুসারে উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে এতদানীন্তন উচ্ছেদসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার দাওয়া করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উচ্ছেদসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উচ্ছেদসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের আঁজা করিতে হইবে, সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যত জন আয়েসের উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আয়েসের আপন গজে লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আঁজা করিয়া এবং আয়েসদের যোগাতা ও নির্দ্ধাৎপ্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯৪ ধারা। (১) উচ্ছেদসাধনের নিমিত্ত পূর্বে ধারামতে যে ক্ষতিপূরণ দিবার আঁজা করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে, এইরূপ বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—

(ক) যোতের জমাই মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্নের মূল্য উচ্ছেদসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্জিত হইয়াছে, সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উচ্ছেদসাধনের অন্ত্যর প্রতি ও তাহার ফলযত দাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি;

(গ) উক্ত উচ্ছেদসাধন করিতে যে পরিমাণ ও মূল্য খন লাগে ও প্রতি;

(ঘ) ঐ উচ্ছেদসাধন উপলক্ষে ভূমিধিকারী কোনরূপে খাজানা দ্রুস বা ক্ষতি করিলে বা রায়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, ও প্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী নহা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি মোচত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যতকাল অবর্জিত খাজানায় উচ্ছেদসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলে, ভূমি-ধিকারী ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে মৃদাযোগ প্রদত্ত না হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশে অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইচ্ছা ও পরিভাগ করিবার কথা।

৯৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাটী বা অন্য ইচ্ছা করিবার কথা। নিয়মপত্রক্রমে অবদারি কালের নিমিত্ত বাধ্য না থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের স্বত্ব ও স্বার্থ ইচ্ছা করিতে পারিবেন।

(২) কিন্তু ইচ্ছা করিলেও যদি সে ইচ্ছা করিবার অনুমতি ভিন্ন মাস থাকিতে ইচ্ছা করিবার আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন ভূমিধিকারীকে না দিয়া থাকে, তবে ইচ্ছা করিবার তারিখের পর-বর্ত্তী কৃষি বৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের স্বার্থ না দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, উক্ত নোটিস প্রেরণ দেওয়া হইয়াছিল, এই ধারার কাছাকাছি আদালত এই অনুমতি করিবেন অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইচ্ছা করিবার পর-বর্ত্তী কৃষি বৎসরে সেই ভূমিধিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নুতন যোত লয়;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইচ্ছা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্তর ভিন্ন মাস থাকিতে যদি রায়ত ইচ্ছা করা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে আর বাস না করে;

(গ) যদি ইচ্ছা করিবার পর-বর্ত্তী কৃষি বৎসরের কোন সময়ে ভূমিধিকারী নিজের অন্য কোন প্রকারে ঐ যোত বা উহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা চাষ করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ যে আদালতের বিচারালয় স্থানে থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করা হইতে পারিবেন।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইচ্ছা করিলে ভূমিধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন জমাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজ চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূমিধিকারীকে পরিভাগের কথা নোটিস না দিয়া ও থাকানা যেমন চেনা হয়, তাহা দিবার বাস্তবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ভাগ করে, ও নিজ বা অন্য কোন ব্যক্তিদ্বারা আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে এরূপ ভাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অর্ন্ত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূমিধিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন জমাকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজ চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন মোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত মোত পরিচালিত জান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন মোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলী যতদূর রাখত হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্যন্ত ঐ রাখত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল কিরিয়া পাইবার নিমিত্ত যোকদ্দম উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত নাযা বোধ করেন, সেই শর্তে দখল কিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবে।

যেতের অংশ করিবার কথা।

৯৭ ধারা। যে প্রকার মোত হস্তান্তরযোগ্য। এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই মোতেব অংশ হস্তান্তর-যোগ্য না হইবার কথা। প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনাত মোতের অন্তর্গত ভূমির কিয়দংশমাত্র একপে হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবে না, যাঁহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে প্রীতি। ঐ অংশ পূরক মোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকটে ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

৯৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে কোন ডিক্রী জারীক্রমে না প্রজাকে তদীয় মোত হইতে হইলে উচ্ছেদ না হইবার উচ্ছেদ করা যাইবে না। কথা।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

৯৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন ভূম্যধিকারীর ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মাপিবার স্বত্বের কথা। মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদপে তাহার স্থানেক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া, তাহা মাপ করিতে পারিবে।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবে না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে মোতের পরিমাণ, শিকস্তী টেবল্টী চেতুক বৎসর পরিত্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর চাষের ভূমির পরিমাণ পরিবর্তন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া জমা প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, এ মাপ ঐ আদল প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্বধারামতে

প্রজা উপস্থিত হইয়া যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাইলে, ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেও-রানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবে যে প্রজা

উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির মাপ দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কার্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময় উপস্থিত থাকিবার জমা প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির মাপ ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে

কোন যোকদ্দমায় বা আনু-মাপের কষ্টের কথা। ঐনিক কাথো কোন দেওয়ানী

আদালতের বা রাজস্ব কম-কারীর আদালতক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে কক্ষিমত এক বিষাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণ-মেন্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উত্তর পক্ষের স্বত্ব ভিন্ন কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেন্টের মাপ উক্ত যোক-দ্দমার কাথাপক্ষে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা গের মাপদণ্ড ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে স্থানীয় তত্ত্ব লইবার পর তাহা নির্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং একপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্যাদাক্ষের কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধি-কেন সহাধিকারিগণ কারিগণ যদি তাঁর কাথ্য-এক জন সাধারণ কাথ্য-ধ্যক্ষতা সম্বন্ধে একমত না হন, গ্যক নিযুক্ত করিবেন না এবং সেই কারণে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারি- (ক) সাধারণের অনুবিধা কিম্বা বার কথা।

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা তালুকে যাঁহার কোন স্বার্থ থাকে, একপে কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্যাদাক্ষ নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশনৃতক নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবে।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রারী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবে।

১০৩ ধারা। যদি পূর্ন ধারামত মোটস জারী হইবার
কারণ দর্শান না গেলে
একজন কার্যাব্যাক নিযুক্ত
করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা
দিতে পারিবার কথা।
পর এক মাসের মধ্যে উক্ত মহা-
সিদ্ধিকারিগণ পূর্ন করণ কার্য
দেখাইতে না পারেন, তবে জি-
লার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে
একজন সাধারণ কার্যাব্যাক
নিযুক্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন;
এবং ঐ আজ্ঞা দিবান পূর্বে যে কোন
সহকারী
উপস্থিত হন নাই, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী
করা যাইবে।

১০৪ ধারা। পূর্ন ধারামত আজ্ঞা হইবার পর এক
মাসের মধ্যে যে সময় জিলার
জজ সাহেব এতদর্থে ঘাণা
করিয়া দেন, সেত সময়ের মধ্যে
অথবা উক্ত ধারার আদেশমতে
উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, ঐরূপ জারী করি-
বার পর ঐরূপ সময়ের মধ্যে যদি সহকারীগণ একজন
সাধারণ কার্যাব্যাক নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ
সাহেবের অনগতি নিমিত্ত ঐ নিয়োগের সম্বাদ না
দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সাধারণজনক
বস্ত্র ও ভোজ্যাদি দান করা আদে, জিলার জজ সাহেব কইরা
বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা
তালুকের কার্যাব্যাকতা ভার লইতে সম্মত হন সেত
স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহালের বা তালুকের
কার্যাব্যাকতা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিংবা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্যাব্যাক নিযুক্ত
করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহা-
লের ও তালুকের নিমিত্ত পূর্ন
ধারার (খ) প্রকরণমতে এক
জন কার্যাব্যাক নিযুক্ত করা
আদেশ করা হয়, সেই সকল মহা-
লের ও তালুকের কার্যাব্যাকতা
করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্ত
সহকারীগণের জীবিত লেপটে-
ন্যান্টের সাহেব এক ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে ঐরূপে
নিযুক্ত করা গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে
অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন
মহালসম্বন্ধে যদি জজ সাহেব সহকারিগণের এক
জনকে কার্যাব্যাকস্বরূপ নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন,
তবে এই বিধি খাটিবে না।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস
কোর্ট অব ওয়ার্ডস
বিষয়ক ১৮৭২ সালের
আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডস
সের কার্যাব্যাকতা সম্বন্ধে
খাটিবার কথা।
১০৪ ধারামতে কোন মহালের
বা তালুকের কার্যাব্যাকতা ভার
প্রদত্ত করেন, সেই স্থলে কোর্ট
অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭২
সালের আইনের যে সমস্ত
বিধান দ্বারা সম্পত্তির কার্যাব্যাকতা
সম্পর্কিত হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্যাব্যাকতা
সম্বন্ধে খাটিবে।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ে
যে রূপ আদেশ করেন, ১০৪
ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত
কার্যাব্যাক পারিজনিকস্বরূপ
সেইরূপ অবধি ঐতন
কিন্তু কার্যাব্যাকস্বরূপ তিনি যে টাকা আদায় করেন
সেই টাকার সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) জিলার জজ সাহেব যেমন জামিন দিবার
আদেশ করেন, উক্ত কার্যাব্যাক ব্যাবিধি আপনীর
কর্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, সহকারীগণ সংস্কৃত-
ভাবে যে সকল কমতাসমূহে কার্য করিতে পারিতেন
তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কার্যাব্যাকতা
নিমিত্ত সেই সকল কমতাসমূহে কার্য করিতে পারি-
বেন, এবং সহকারীগণ ঐরূপ কোন কমতাসমূহে
কার্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞামতে
লভা লওয়া কার্য করিবেন ও তাঁহা বটন করিয়া
দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং সহকারি-
গণাদিগকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব
দেখিতে ও তাঁহার নকল লভ্যে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও
পার্শ্ব আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ের ও সেই পার্শ্ব
আপনীর হিসাব পাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামীর ১১২ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা
করিতে পারিবেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে
পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব
ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাকতাধীনে
সহকারিগণের কা-
র্যাব্যাকতা ভার প্রদান
করিবার সময়ের মধ্যে
কার্যাব্যাক নিযুক্ত করা গেলে,
যদি জিলার জজ সাহেবের ঐরূপ আদেশ জন্মে, স
সাধারণের অনুবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি
বিনা সহকারিগণের দ্বারা কার্যাব্যাকতা চলিবে, তবে
তিনি যে কোন সময় সহকারিগণকে উক্ত মহালের
বা তালুকের কার্যাব্যাকতা ভার প্রদান করিবার
আদেশ করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। হাঁই কোর্ট সময়ে পূর্ন এক ধারামত
বিধি প্রণয়ন করিবার
কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবেন।
কার্যাব্যাকদের কর্মতা ও কর্তব্য
কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি
প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১০ম অধ্যায়।

স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বতন্ত্র লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে কোন স্থলে স্বতন্ত্র লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐরূপ অমুস্তি গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ আজ্ঞা করণে পারিবে, যে সময়ে স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কমিটি কর্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের বা কোন শ্রেণীর প্রজাদের স্বতন্ত্র লিপি প্রস্তুত করা যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত স্বতন্ত্র গবর্নর জেনরল সাহেবের অমুস্তি পূর্ব প্রদান না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারীদের, বা প্রজাদের অনেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের আদেশনামত তাঁহা আদায় করেন, সেই স্থলে ;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে বিরোধ বিদ্যমান আছে, তাহা দূরীকরণের সম্ভাবনা, তাঁহাদের নিষ্পত্তি বা নিয়ন্ত্রণ হইতে পারে, সেই স্থলে ; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্নমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস বাহার মালিক বা কার্যাব্যাহক, ঐরূপ কোন মহালের বা ভাণ্ডারের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামতে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহা উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১১ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞার তাহা নির্দেশ করা যাইবে, ও নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি তথ্যে থাকিত পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম ;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভাণ্ডার দ্বারা কি অবস্থারিত হারে ভূমি ভোগকারি রায়ত কি দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোর্সি রায়ত ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও মীমা ;

(ঘ) তদীয় ভূম্যধিকারির নাম ;

(ঙ) দেয় খাজানা ;

(চ) চুক্তিরূপে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারে উক্ত আজ্ঞার উক্ত খাজানা ধার্য হইয়া থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে সময়ে ও যে দরমাহক হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ করিলে তাহা।

১১২ ধারা। ভূম্যধিকারী বা ভাণ্ডারের প্রার্থনা করিলে

ভূম্যধিকারী বা ভাণ্ডারের প্রার্থনামতে রাজস্ব কমিটির বিশেষকণা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।

এই প্রার্থনামতে রাজস্ব কমিটির প্রার্থনামতে স্থানীয় গবর্নমেন্টে যে বিধিপ্রণয়ন করেন সেই বিধি মীমা ও তদনুসারে কোন রাজস্ব কর্মচারী কোন মহাল বা ভাণ্ডার বা ভাণ্ডার কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্ব ধারার নিষ্পত্তি বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী এই লিপি সম্পূর্ণ লিপি প্রকাশ করিবার ক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ দেন, সেই প্রকারে ও ততকাল এই লিপির পাণ্ডুলেখা এই স্থানে প্রকাশ করা হইবে, এবং উক্ত কালমধ্যে এই লিপির কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা প্রদর্শন করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবে।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে দৃষ্ট করিয়া ফেলিবে ও স্থানীয় গবর্নমেন্টে বিধি ক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উহা এই স্থানে প্রকাশ করা হইবে, এবং উক্ত লিপি এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে, ঐরূপ প্রকাশ করণই তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১৪ ধারা। পূর্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন লিপির লেখা সম্বন্ধে কোন বিবাদ হইলে রাজস্ব কর্মচারী তাহাতে কোন কথা লিখিবার প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে যদি তাঁহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হয়, তবে রাজস্ব কর্মচারী এই বিবাদ প্রদর্শন করিয়া নিষ্পত্তি করিবে, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্যপক্ষে সেই কার্য প্রণালী অবলম্বন করিবে, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর ভূমিতে বলবৎ হইবে।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবে ; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ জজ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে প্রেরণ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মানুযায়ী তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবে ; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর খাটিতে পারে খাটিবে।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ জজ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে প্রেরণ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মানুযায়ী তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ জজ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে প্রেরণ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মানুযায়ী তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

(৪) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ জজ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে প্রেরণ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মানুযায়ী তাঁহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত করা যায় তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, তাহা পৃথক করিয়া নিবন্ধ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উচিত কোন করিলে, পঞ্চাঙ্গিমাংস কোন স্থলে একরূপ আদেশ দ্বারা খাজনা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অনুষ্ঠিত সমুদয় প্রকার বা কোন প্রকার প্রকার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এইরূপ সময়ে যে খাজনা কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদেব দ্বারা ধার্য্য হইবে।

খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন কথ্য।

কিন্তু একরূপ আদেশ করা বাঞ্ছনীয়, স্থানীয় তদন্ত নইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের একরূপ প্রস্তাব না জমায়ে, উক্ত গবর্ণমেন্ট একরূপ আদেশ করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আদেশ করা যাইতে পারবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে যত্নের লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজস্বীরা গেজেটে কোন আদেশ বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আদেশ যথানিহি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আদেশ একরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতদূর একরূপে বিজ্ঞাপিত আদেশের রহিত না হয়, ততদূর প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন আদেশের সম্বন্ধে এই ধারামতে আদেশ প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইনমতে উক্ত আদেশের খাজানা রাজ বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়মতে খাজানা ধার্য্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলে, ১১১ ধারার নিম্নলিখিত বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ১ একরূপমতে লিপিতে উক্ত কর্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিখিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পঞ্চাঙ্গিমাংস বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থাপ হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান থাকিবে।

(৩) যে আদেশের খাজানা পরিবর্তিত হইতে পারে সেই তালুক হইবে, কিন্তু দখলীস্বত্ববিধিতে রাজস্বের যোত ওতলে জমাদিকারীর বা প্রচার প্রার্থনামতে উক্ত কর্মচারী তৎসম্বন্ধে উৎসুক ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবে।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় এই কার্য্যের নিষ্পত্তি তিনি বা খাজানা উপকৃত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, তাহা খাজানা দ্বারা করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপস্থিতিতে এই আইনে যে সকল বিধান নির্দিষ্ট হইল, তাহা প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

(৫) ৩ ও ৪ প্রকরণমতে সমুদয় আদেশ এই কার্য্যে উক্ত কর্মচারী এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধান মত, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণীতিবিধি আইনের নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং একরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার নিষ্পত্তি করিবার তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) একরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১২ ধারামতে উক্ত বিশেষ প্রস্তাব দ্বারা আপীল হইতে পারিবে। তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই আইনমতে অধীন থাকিবে, যে এই ধারার (২) প্রকরণমতে উক্ত আপীলে যদি হাইকোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা বিবরণী কোন যোতের খাজানা ধার্য্য হইয়াছে, তাহাযে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ প্রস্তাব নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট এই যোতের নিষ্পত্তি নুতন খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধার্য্য করিবার জন্য এই জমাবন্দীর মধ্যে সেই প্রণীত অন্যান্য কোর্টের যেসকল খাজানা এই ধারামতে নির্ণীত বা ধার্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিপিতে ও যে খাজানা ধার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিপিতে ও ধার্য্য করিলে তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাণ্ডুলেখা প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধার্য্য করিলে যতটা খাজানা ধার্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার মত যারী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে একরূপ আদেশ, এই ধারামতে প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ থাকিবে এবং এই ধারা (১) প্রকরণমতে কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা থাকিবে।

১১৯ ধারা। পূর্বে ধারামতে কোন খাজানা পরিবর্তন করা গেলে, জমাবন্দী যে সময়ে খাজানার পরিবর্তন কলবৎ হইবে তাহার কথা।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোতের খাজানার টাকা ধার্য্য করাইবার নিমিত্ত কোন জমাদিকারীর প্রার্থনা করিবার ক্ষমতা থাকিলে, জমাদিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হেতুক

না হইলে এই অধ্যায়মতে যোক্তের যে খাজানা নির্ণীত বা ষায়া হয়, তাহা জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে রক্ষি করা যাইবে না।

অতিরিক্ত বিষয়ের কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূম্যধিকারীর, কিম্বা অনেক ভূম্যধিকারীর ও প্রচার প্রার্থনাতে, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে, এই অধ্যায়মতে কোন আশী করা গেলে, কেবল এই অধ্যায়ের বিধান সকল করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারী আপন রাজকীয় কল্যাণার্থে উক্ত বিধান সকল করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে পায় করেন, সেই অংশ সমেত উক্ত বিধান কোন ক্ষাতে ফল করিতে গবর্ণমেন্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা এই স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের খাজানা ও অপর সমস্ত মায়া বা নিম্নোক্ত হয়, তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক সালে সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় রূপ পরিবর্তনীয়ভাবে স্থির করিয়া দেন, সেই-রূপ কার্যক্রমেতে দিবে; এবং কোন ব্যক্তির এরূপ খরচের যে কার্যক্রমের অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার দেনা বাকী রাজস্বের মায়া তাঁহার স্থানে আদায় করা যাউতে পারিবে।

১২২ ধারা। কোন প্রজামত সম্বন্ধে ১১১ ধারার নিম্নে প্রস্তাব হইয়া থাকিলে, অবশ্যিৎ খাজানা পরীক্ষার অনুমান না থাকিবার কথা।

১২৩ ধারা। (খ) প্রজাদের লিখিত বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে পর ৬৪ ধারামতে স্থগিত তৎসম্বন্ধে থাকিবে না।

১১শ অধ্যায়।

চারের তালিকাভিষয়ক বিধি।

১২৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোন রাজস্ব কর্মচারীকে একদমে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত আদেশসময়ের সাহায্যে কোন স্থানের জন্য এরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন, যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রজার ভূমির নির্দিষ্ট উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাস্তার দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

১২৫ ধারা উক্ত তালিকার তালিকাভিষয়ক কথা। এই এই কথা লেখা থাকিবে, যথা,

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় যে করক প্রজার ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার ষায়া করা আদেশ করা হয় তাহা; এবং

(খ) এরূপ প্রত্যেক প্রজার ভূমি যে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাস্তার দোহা করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে তাঁহাদের দেয় খাজানার হার।

১২৬ ধারা। ১২৪ ধারা-তে কোন প্রজার ভূমির খাজানার হার ষায়া করার হার ষায়া করার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত প্রজার ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাস্তার দোহা করে খাজানা দিয়া থাকে, তাহা প্রতি;

(খ) যে সময়ে হার ষায়া হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে চলিত বাজারে প্রচলিত খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য হইলে তাহা যাউতে না পারিলে, অন্য যে সময় তুলনার নির্দিষ্ট লওয়া ন্যায্য ও প্রযোজ্য বাধ্য হয়, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রচলিত খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নোক্ত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রচলিত খাদ্য শস্যের গড় মূল্য বৃদ্ধিহেতু কোন প্রজার ভূমির খাজানার হার বৃদ্ধি করা যায়, তবে পূর্বে গড় মূল্যের সহিত বৃদ্ধি গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত হুতন হারের তদনুপাত উক্ত হার অনুপাত রাখিবে না, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন প্রজার ভূমির নির্দিষ্ট ষায়া করা হার উন্নয়ন হার অপেক্ষা তাঁহার চারি আনার অধিক হইবে না।

১২৭ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্মচারী এই তালিকা প্রস্তুত করিলে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয় হয়, সেই স্থানের প্রচলিত মূল্যের তাহার তিনি, স্থানের গবর্ণমেন্ট সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত স্থানে এই তালিকা প্রকাশ করিবেন।

১২৮ ধারা। তালিকার কোন লেখ্যসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে তিনি এরূপ রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি প্রকাশ করিবার পর এক মাস মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিম্নলিখিত দরখাস্ত করিতে পারিবেন; এবং রাজস্ব কর্মচারী আদেশসময়ের সাহায্যে রূপ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

১২৯ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি করা না গেলে অথবা আপত্তি করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি হইলে পর, রাজস্ব কর্মচারী খণ্ডের কমিশনার সাহায্যে ষায়া রেজিস্ট্রারে উক্ত তালিকা অনুমোদনের নির্দিষ্ট পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্যবিবরণ, প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার যেতু লিখিত রিপোর্ট ও যেহেতু আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

১২৯ ধারা। রেবি'নউ োর্ড যে প্রকারে উচিত

ডাঃ হাইল রেবিনিউ
বেজের কাগজাংশী
বথ।

পাঠান যাহা যা পারে সে কোন আপত্তি করা যায়, তাঁহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশাংশে গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত যোগদান করিয়াই দিতে পারিবেন।

১৩০ ধারা। বোর্ড হারে' তালিকা অনুবাদন
নরিল, উক্ত স্থানীয় গণপমেটে
চূড়ান্ত আহমোনিদের প্রেরিত ইমে উক্ত গণপমেটে
পর তালিকা প্রকাশ করি-
বাচকথা। মে কোন লিখিত আপত্তি প্রাপ্ত
হল, তাহা বিবেচনা করিয়া।

দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উহা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা ৭ সংশোধিত তালিকা যেরূপে তাহা হইবে সেই স্থানীয় নির্দেশনামূলক রাজ্যীয় গোজটে প্রকাশ করা যাইবে।

১১. ধার। কোন স্থান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ণ
ধার মনে গেলে তা রাখা একটো
তালিকা যত কাল
প্রবল থাকিবে তাহার
যথা।
প্রকাশ করবার সময়ে কালী
গবর্ণমেণ্ট পনের বৎসরের অস্থান বা ত্রিশ বৎসরের
অনধিক যত কাল প্রবল থাকিবার আবেদন করেন, তত
কাল প্রবল থাকিবে।

১৩২৭। ১০০ ধার্মিক তাত্ত্বিক প্রণীত
 দেবে তাই। ই তাইনমঃ
 তাত্ত্বিক প্রণীত
 ইইনমঃ কথ্য।

है। न. अ. १२, -

(১) তালিকা প্রস্তুত করি ৪ কান্না এই কাঠিন কনু-
মার যথানিয়মে করা হইয়াছে ; এবং

(১) এই আঠনে প্রকারান্তরের বিশাল বা থা কিশে, প্রত্যেক প্রেণীর ভূমির নিমিত্ত তালিকায় যেহাৎ চুই হয় তাহা উক্ত তালিকা যেহাৎ বসে, সেই স্থানের অন্তর্গত ঐ প্রেণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রাখা হইবে দেয় উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের নিমিত্ত হারর তালিকা-
মাত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত

তালিকা প্রস্তুত করিতে
যে খবর পড়ে তাহা যেরূপে
দিতে ইহা তাহার
বল।

সমুদয় কর্মচারীদের মধ্যে
যে সকল কর্মচারীরা তাপান
সরকারী কর্মসূচির উ
প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন

তঁাদেব বেতনর য়েৰুপ
অংশ স্থানীয় গবৰ্ণমেণ্টে সময়ে নিকৰণ কৰেন, সেইৰুপ
অংশ সমেত ঐ তালিকা প্রস্তুত কৰিতে গবৰ্ণমেণ্টেৰ য়ে
থৰচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবৰ্ণমেণ্টে সময়ে য়েৰুপ
হারহাৰীগতে স্থির কৰিয়া দেন, সেইৰুপ হাৰ্জাৰীমতে
উক্ত স্থানেৰ দখলীস্থত্ৰনিশিষ্ট রাষ্ট্ৰেৰা ও ভূমামিকা-
রীরা নিলেন; এবং কোন ব্যক্তিৰ উক্ত থৰচের হারহাৰী-
মত য়ে অংশ নিতে কইবে, তাহা তঁাহাৰ দেনা নাকী ভূমির

ରାଜଦଣ୍ଡର ମାୟା ଡାକାର ହାତେ ଆନନ୍ଦର କଣ ଯାହିଲେ
 ପାରନ୍ତେ ।

১৩৪ ধারা। পূর্বে এক ধারাতে কোন স্থানে কোন
 যেখানে তালিকা প্রদান থাকিলে, উক্ত
 ধারার অন্তর্গত যে যৌ. কোন
 দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রাপ্ত মুদ্রা-

রূপ খাজানা দিয়া ভোগ করে, সেই যোতের ভূস্বামিকারী তৎকালে নেয়া খাজানা এই দিয়া বন্ধি করিবার মোক্ষা উপাধিত দ্বিগুণে গাঁরি-বেন, যে গালিকার সিদ্ধিটে হারে যে খাজানা দেব শুধু উক্ত ভূস্বামি কয়। তাই এইমতে আদানত গালিকার সিদ্ধিটে হারাষ্ট্রের খাজানা বন্ধি করবেন। কিন্তু

২য়।—দ্বায়িত্ব বিক্ষিপ্ত ভাষার স্বার্থগত পূর্বানু-
কারী ভূমি ভোগ করিতে অসম্মত করিবার পরে ভূমি ত-
দা দুইমিসম্বন্ধে যে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তন্নি-
মিত্ত যদি যোক্তের অন্তর্গত কোন ভূমির খাজানা এই
দ্বায়িত্বতে উচ্চতর হারে ধার্য্য করিতে হয়, এবং উক্ত
পরিবর্তন না ঘটিলে যদি তাহা এই দ্বায়িত্বতে নিম্নতর
হারে ধার্য্য করা যাইত, তবে নিম্নমিথি ৩ বিধি আটিনে,
যথা,—

(২) যদি কেবল রাগতের বা - দীর্ঘ আর্গিত
পূর্ণাঙ্গিকারের পরিপ্রভা বা আঘাত এই গতিরঙ্গন ঘটনা
থাকে, তবে গীতালঙ্কারে তাহারে প্রভুনিব আঁজনা
দাখ্য করিবেন, ;

(খ) যদি অংশঃ ভূমাদিকারি কিস্তি তদীয়
স্বার্থগত পূর্বাধিকারি পতিশাসন বা খরচ, এবং
অংশঃ: রায়াভর কিস্তি তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারি
পতিশাসন বা খরচ এই পরিবর্তন ঘটিলে থাকে, তবে
আদালত মৌকফম বা সমুদয় ভাদগতিক সিদ্ধান্তায়
কেপ উপস্থিত ও নাগা সিদ্ধান্ত দ্বারা, উক্ত
হার ও নৈমিত্তিক হারের মত। এই একপ হারে উক্ত ভূমির
বাজায়া গার্য করবেন; এবং

(গ) ভূমাসিকারি বা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ভাস্কর্যের
 নকশাও স্বার্থগত পূর্ণক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে বা প্রকৃত
 উক্ত পরিচালন প্রতিষ্ঠানে, যদি ইহার প্রমাণ না হয়, তবে
 আদালত উক্ত ভাস্কর্যের অধিকার অনুসরণ করে
 সহিত বিচার করে এবং তাহার ক্ষেত্রে উক্ত ভাস্কর্যের
 ক্ষেত্রের প্রমাণ করে।

বয় — এটি প্রারম্ভে যে চার খাটে, চুক্তি বা মেলা-
চারক্রমে কিম্বা পৌর মালিক কর্তৃক দ্বায়ত তদপেক্ষ
নিম্নতর হারে ভোগ করিবার অধিকারী ইহা প্রমাণ
করিলে, আদালত নিম্নতর হারে স্বাক্ষর দায়
করিবেন।

৩য় --- এই পারামতে রাজানীহৃদ্বির যে সকল ডিক্রী হয় তাহ প্রতি ৪৯ পারাবর্ত্তবে : ৪৯ খাজানার প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই হেতু বিদ্যা মুনাহ'দ হে ২ পবিয়া ৫ ভাষায় তাহ রাজানীহৃদ্বির মোকদ্দমা হইলে যে রূপ হইত, সেইরূপ এই পারামত সমুদয় খাজানাহৃদ্বির মোকদ্দমার প্রতি ৫০ পারাবর্ত্তবে ।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ,

(ক) কোম্ব প্রকারের ভূমির জন্য তালিকায় এইরূপ
 স্থান নির্দিষ্ট আছে,—

কু:। ইইতে ভূমিতে জল:চখ কঃ।

গেলে ... একর প্রতি ৪ টাকা।

১. রূপে : লগেইব করা যা গেলে... একর প্রতি ২ টাকা।

দখলীসহবিশিষ্টে রাখত আশ্রয়, বলদাম, চক্ষু ও দীপ-
মাথের যোত, এই প্রকারের ভূমি। এই যোতের অভ্যন্তর ভূগ
হইতে ভাগ্যেও জলনেচন হয়।

আশ্রয় যোতের কৃ পূর্বাতন, প্রজ্ঞাভূমির গর্ভ
হইতে আছে। বলদামে যোতের কৃ প্রজ্ঞাভূমি হইবার
ভূমিধারী প্রস্তুত করাইয়াছেন। চক্ষু যোতের কৃ পূর্বাত
প্রস্তুত করাইয়াছেন। দীপমাথের যোতের কৃ ভূমিধারী
ও রাখত প্রত্যেকে পরিভ্রমণে মালমশনার কিমদংশ দি
প্রস্তুত করাইয়াছেন। আশ্রয় ও বলদামের যোতের
খাজানা একর প্রতি ২৭ টাকা চারে, চক্ষু যোতের খাজানা
একর প্রতি ২৭ টাকা চারে, এবং দীপমাথের যোতের খাজানা
২৭ টাকা ও ৪৭ টাকা এই উভয়ের মধ্যবর্তী যে হার
আদালত উপস্থাপন ও ন্যায় বিবেচনা করেন, সেই হারে
খাতিয়া করিতে হইবে।

(খ) কোষ এক প্রকারের ভূমির নিমিত্ত জালিকায় যে
হার লিখিত আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :-

কোষ মলীর শাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জল সেচন করা গেলে ... একর প্রতি ৪৭ টাকা।

এরূপে জল সেচন করা না গেলে ... একর প্রতি ২৭ টাকা।

দখলীসহবিশিষ্টে রাখত আশ্রয় ও বলদামের যোতের ভূমি
উক্ত প্রকারের, এবং ভাগ্যেও চক্ষু এবং পূর্বে এই রূপ জল
সেচন করা যাইত না, কিন্তু এই সময়ে মিষ্টিজল একটা খন্দীর
গতি পরিবর্তন হওয়াতে এই যোতের পার্শ্বে খন্দী এতটী
খলীশ খা হইল। ঈশান গঙ্গা বৎসর আশ্রয় যোত দখল
করিয়াছেন, হারি বংশ বৎসর যাত্রা ঈশান যোতের
খাজানা ২৭ টাকা চারে এবং যাত্রার যোতের খাজানা ৪৭
টাকা চারে খাতিয়া করিতে হইবে।

১৩শ অধ্যায়।

ভূমামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

১৩১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে সময়ে এইরূপ আদেশ-

ভূমামীর নিজ জমী
ভূমি ও লিপিবদ্ধ
করিবার আদেশ দিতে স্থা-
নীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার
কথা।

সূচক আদেশ করিতে পারিবেন
যে, কোন নির্দিষ্ট স্থানে ৩০
ধারা। মর্যাদায় ভূমামীর
নিজ জমী বর্ণিয়া যে সকল জমী
থাকে, সেই রাজস্ব কর্মচারী
তাহা তরীক করিয়া লিপিবদ্ধ
করেন।

১৩২ ধারা। ভূমামীর নিজ জমী বর্ণিয়া কোন জমী

ভূমামীর বা প্রজ্ঞান প্রা
ধন্যভাবে নিজ জমীর
কথা লিপিবদ্ধ করিতে
রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষম-
তার কথা।

কথিত হইলে, উক্ত জমীর ভূমি-
মীর বা কোন প্রজ্ঞার আদেশনা-
মতে ও যতটুকু যত টাকা তাহা
শাক হয়, তিনি সেই টাকা
আদায় করিলে, কোন রাজস্ব
কর্মচারী এরূপে স্থানীয় গব-

মেণ্টে যিনি প্রণয়ন করেন, সেই নিম্নে মানিয়া ও
তদনুসারে উক্ত জমী ভূমামীর নিজ জমী কি না, ইহা
নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১৩৩ ধারা। কোন রাজস্ব কর্মচারী পূর্বে ভূমি দাবার

নিজ জমী লিপিবদ্ধ
করিবার কার্যপ্রণালীর
কথা।

কোন ধারাতে কার্যার্থে
করিলে, ১৩০, ১৩১, ১৩২ ও ১৩৩
ধারা বিধান বহির্ভবে।

১৩৪ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম-
চারী নিম্নলিখিত জমী ভূমি-
মীর নিজ জমী বর্ণিয়া লিপি-
বদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খানার, জেরাট, মের, নিজ নিজ যোত
বা পানাত বর্ণিয়া ভূমামীর নিজ আশ্রয় গরজ্ঞার
ধারা বা আশ্রয় চাকর ধারা বা চেনভোগা মজুর ধারা
এই ত্রয় বর্ণিয়া ইহা বর্ণনা করিতে পূর্বে ক্রমাগত
বার বৎসর চাকর করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই
জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী আবাদীকারক্রে ভূমামীর
খামার, জেরাট, মের, নিজ নিজ যোত বা কামাও জমী
বর্ণিয়া বর্ণিত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূমামীর নিজ জমী বর্ণিয়া লিপি-
বদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে,
উক্ত কর্মচারী দেশ চাকর প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের
মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমামীর নিজ জমী বর্ণিয়া
বর্ণনা করিয়া এই জমী জমী বর্ণনা হইয়াছিল কিনা
এই কথা প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যাবৎ বিপরীত
দর্শন না যায়, তাহা উক্ত জমী ভূমামীর নিজ জমী
নহে, এইরূপ অনুমান করবেন।

(৩) জমী ভূমামীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে
দেশের আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব
কর্মচারীর কাগজাদি প্রদর্শনার্থ এই ধারায়
যে নির্দেশ নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তাহা প্রতি দৃষ্টি
রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

১৩৫ ধারা। কোন রাখতের বা গোলা রাখতের
ভূমিধারীর বাণী খানানা
যে ২ স্থলে কোকের
পারখান্দ করা যাইতে
পারিবে তাহার কথা।
অধিক কাল পাওনা হইয়া না
থাকিলে, এবং তৎক্ষণাত ভূমি ধ-
কারী কোন জমি বর্ণনা লইয়া থাকিলে, উক্ত ভূমিধারী
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাইতে পারেন, তদাতি-
রিক দেশীয় আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া এই
প্রাধন্য করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত এই ক্র-
কের দখলে যান আছে,

(ক) এরূপ যে কোন লম্বা বা ভূমির অন্য উৎপন্ন
এ যোত কাটা বা ভোণা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোন লম্বা বা ভূমির অন্য উৎপন্ন
উক্ত যোতে পরিণত এবং কাটা বা ভোণা গিয়া এই
যোতে বা শস্য বা ভিবার স্থানে, ক্রোক (ক্রেজিট হউক
বা ডেবিট হউক) লম্বা মাড়াই প্রভৃতি করিবার স্থানে
রাখ হইয়াছে,

তাহা ক্রোক করিয়া উক্ত বাণী খাজানা আদায়
করেন।

কিন্তু

(১) বঙ্গদেশের ভূমি রেজিস্ট্রী করণ বিধান
১৮৭৩ সালের আইনমত অর্থকরণাভূমারী ভূমিধারীর
বা কার্যধারকের কিম্বা তদীয় বন্ধুপ্রাণীতার নাম ও যে

ভূমি সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওনা হয় সেই ভূমিতে তাঁহার স্বার্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিস্ট্রী করা না হইয়া থাকে, তবে উৎকর্ষক কিম্বা

(২) পূর্বে কৃষি বৎসরে যোতের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্বার রহিত করা কোন আইনমত কার্য্যক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত ; কিম্বা

(৩) যোতের যে কোন অংশ প্রজা ভূমিধারীর লিখিত সম্মতি লব্ধ পোটাও বিলি বিরহিত, সেই অংশের উৎপন্ন সম্বন্ধে,

এই ধারামতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

১৪০ ধারা। (১) পূর্বে যে পোতা দরখাস্ত লিখিত হইবে তাহার কথা। এই এই বিশেষ কথা লিখিত থাকিবে,—

(ক) যে যোত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দাওয়া হয় তাহা এবং তাহার মীমাংসা অথবা তাহা বাহাতে চেনা যায় এরূপ অন্যান্য বস্তু ;

(খ) প্রজার নাম ;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার দাওয়া হয়, তাহা ;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর সুদের দাওয়া থাকিলে, সেই সুদ, এবং পূর্বে কৃষি বৎসরে প্রজার দেয় খাজানা অপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া করা গেলে, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কায্যক্রমে এই টাকা দেয় হয়, তাহা ;

(ঙ) যে উৎপন্ন ক্রোক করিতে হইবে, তাহার ভাব ও আনুমানিক মূল্য ;

(চ) যে স্থানে উহা পাওয়া যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিনিবার নিমিত্ত অন্য যেহেতু প্রচুর হয়, তাহা ; এবং

(ছ) উহা জমীতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগ্রহীত হইবার সম্ভাবনা সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে আবদনপত্রে যেরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হয়, পূর্বেকর্তৃক প্রত্যেক দরখাস্তে সেইরূপে স্বাক্ষর করিতে ও সত্যপাঠ লিখিতে হইবে ; এবং এরূপ সত্যপাঠক দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহা সত্যপাঠকারী ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সত্য বলিয়া জানেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার বা প্রস্তুত করিবার দণ্ডবিষয়ক বৎসালে যে আইন প্রচলিত থাকে, সেই আইনের বিধানানুসারে এই ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্বে এক ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিবার সময় দরখাস্তের কার্য্য পক্ষে সাক্ষ্যরূপ কোন দলীল আবশ্যক বিবেচন করিলে, তাহা উক্ত আইনমতে দাখিল করিতে পারিবে।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করিতে পারিবে, ও যত দূর সাধ্য কম বিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করিবে, কিম্বা তাহার প্রতিপোষণার্থে অধিকতর সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অনুমতি দিতে পারিবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত অবিলম্বে গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শর্ত ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবার অপেক্ষায় তাহা স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবে।

(৪) যে সময়ে উৎপন্ন শস্য কাটা বা সংগ্রহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনেক দূর পূর্বে এই শস্য ক্রোক করিবার আজ্ঞা করা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল এই আজ্ঞা জারী করণ সুগত রাখিতে পারিবে, এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আজ্ঞা জারী হইবার অপেক্ষায় এই শস্য স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া জারী এক আজ্ঞা করিতে পারিবে।

১৪২ ধারা। পূর্বে ধারামতে দরখাস্ত গ্রহণ করা গেলে, আদালত লিখিত উৎকর্ষক করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া অথবা এই শস্যাদির জারী হইবার কথা। যে অংশ উচিত বোধ করেন, সেই অংশ ক্রোক করিবার নিমিত্ত প্রজা কন্মচারী প্রেরণ করিবে, এবং এই উৎপন্ন শস্যাদি যেখানে থাকে, উহা কন্মচারী সেইস্থানে গিয়া আদান এই শস্যাদি লইয়া অথবা আপনাব পক্ষে তাহা অন্য কোথা বিক্রয় জিম্মা রাখিয়া এবং হাই কোর্ট সেই সময়ে দেয়া বিধি করুন, ও অনুসারে ক্রোকের বিজ্ঞপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই উৎপন্ন শস্যাদি ক্রোক করিবে।

কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যাদির ভাব বিবেচনায় তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা যায় না, সেই শস্যাদি কাটবার বা সংগ্রহ করিবার গোয়া হইবার পূর্বে বিলম্ব দিনের ন্যূন কোন সময়ে এই ধারামতে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কন্মচারী ক্রোক করিবার সময়ে পাওনা বাকী খাজানার ও ক্রোক করিবার দরখাস্তের দাবীপত্র লিখিয়া বাকীদারের উপর জারী করিবে এবং যেহেতু ক্রোক করিয়া, তাহা দর্শাইয়া এ সাক্ষ্য এক হিসাব দিবে।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কন্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোককৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দাবীপত্রের ও হিসাবের মকুল জারী করিবে।

(৩) দাবীপত্র ও হিসাব সাধা হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ উপস্থিতিতে দেখিয়া যাইবে ; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাহাকে পাওয়া যাউতে না পারিলে, তখন সতরাণের যে বাটীতে বাস করেন সেই বাটীর বাহিরে উক্ত কন্মচারী উক্ত দাবীপত্রের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবে।

১৪২ ধারা। (১) এই ধারামতে ক্রোক হইলে তাহাতে কোন শস্যাদি কাটতে বা তুলিতে বা সঞ্চিত করিতে কিম্বা তাণ্ডী উৎপাদনরূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কাণ্ড করা আবশ্যিক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পূর্বেকৃত কার্য্য করিবান সত্ত্বে থাকে, সেই ব্যক্তির ক্রটি হইলে, ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোককৃত ক্ষেত্রস্থ ফসল বা অংশগৃহীত শস্যাদি গাফিলিতে কাটাইবেন বা সংগ্রহ করাইবেন, এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান তদর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তথায় কিম্বা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানস্থিত স্থানে এই ফসল প্রভৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন কিম্বা তাহা উপযুক্ত মতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু আবশ্যিক হয় তাহা করিবেন।

(৩) উক্ত স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারীর জিম্মায় কিম্বা তিনি যতদূর অলাভে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা সমস্ত দাবীর টাকা অনিলক্ষে শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারী ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ রূপান্তর এবং যে দাবীর জন্য উক্ত ক্রোক করা যায়, তাহা লেখা যাইবে, এবং এত সম্ভাব্য দেওয়া যাইবে, যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিন দিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোককৃত শস্যের বা উৎপন্ন তাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারিলে কিন্তু সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের দল এরূপ ঘাণ্ডা করিতে হইবে যাহাতে এই দিনের পূর্বে এই শস্যাদি সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির দাবী খাজানার দাওয়া হয়, সেট ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ স্থানে এই ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করা জব্দ যেখানে থাকে সেই নীলাম হইবার স্থানের স্থানে নীলাম করা যাইবে, কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্মচারীর এরূপ মত হয়, যে নিকটস্থ সাধারণের সমাগমনের স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন জব্দ তাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিবার বা তুলিবার ও সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন জব্দ তাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিবার বা তুলিবার ও সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কর্মচারী যাহা পরামর্শমিত্ত জ্ঞান করেন, তদ্রূপ যে প্রকারে বিক্রয় এক বা অধিক লটে উক্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমস্ত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কিম্বদন্তি বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎক্ষণাত্ অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৯ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে দাবী উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নীলাম কারক কর্মচারী ক্রোকের সমীপান্তর খরচ দিবে।

এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টে গোপন প্রণয়ন করবেন, সেই নির্দিষ্ট খরচের দাবীসমূহের উক্ত খরচ ধরা যাইবে।

(২) যে সকল ফসলের বা উৎপন্ন জব্দ তাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল ফসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রোক নিজে কিম্বা এতদর্থে তাহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া এই ফসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটতে বা তুলিতে গেলে, যাহা কিছু আবশ্যিক হয়, তাহা করিতে স্বত্ত্বান হইবে।

১৪৯ ধারা। নীলামকারক কর্মচারী যাহা পরামর্শমিত্ত জ্ঞান করেন, তদ্রূপ যে প্রকারে বিক্রয় এক বা অধিক লটে উক্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমস্ত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কিম্বদন্তি বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎক্ষণাত্ অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৫০ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি বিক্রয় সঞ্চিত রাখি, নীলামকারক কর্মচারীর বিবেচনায় তাহা চার ভাগের দুই ভাগ মূল্য ডাক না হয়, এবং এই সম্পত্তির মালিক অথবা তাহার পক্ষে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্য্যন্ত কিম্বা নীলামের স্থানে হাজি হইয়া থাকিলে, পরবর্তী ছাটের দিন পর্য্যন্ত নীলাম সঞ্চিত রাখিবার আর্থনা করেন, তবে উক্ত দিন পর্য্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে দাবী মূল্য ডাক হউক না কেন বিক্রয় দ্বারা সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৫১ ধারা। প্রত্যেক লটের মূল্য নীলামের সময়ে, ক্রয়ের টাকা দিবার কিম্বা নীলাম প্রকৃত কর্মচারী উৎপন্ন যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে; এবং এরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে দাবী উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নীলাম কারক কর্মচারী ক্রোকের সমীপান্তর খরচ দিবে।

এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টে গোপন প্রণয়ন করবেন, সেই নির্দিষ্ট খরচের দাবীসমূহের উক্ত খরচ ধরা যাইবে।

১৫৩ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে দাবী উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নীলাম কারক কর্মচারী ক্রোকের সমীপান্তর খরচ দিবে।

এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টে গোপন প্রণয়ন করবেন, সেই নির্দিষ্ট খরচের দাবীসমূহের উক্ত খরচ ধরা যাইবে।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে দাবী উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নীলাম কারক কর্মচারী ক্রোকের সমীপান্তর খরচ দিবে।

এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টে গোপন প্রণয়ন করবেন, সেই নির্দিষ্ট খরচের দাবীসমূহের উক্ত খরচ ধরা যাইবে।

১৫৫ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে দাবী উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নীলাম কারক কর্মচারী ক্রোকের সমীপান্তর খরচ দিবে।

এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টে গোপন প্রণয়ন করবেন, সেই নির্দিষ্ট খরচের দাবীসমূহের উক্ত খরচ ধরা যাইবে।

১৫৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে দাবী উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নীলাম কারক কর্মচারী ক্রোকের সমীপান্তর খরচ দিবে।

এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টে গোপন প্রণয়ন করবেন, সেই নির্দিষ্ট খরচের দাবীসমূহের উক্ত খরচ ধরা যাইবে।

১৫৬ ধারা। এই আইনমতে সম্পত্তি মীলানকারক কর্মচারীগণকে এবং তাঁহাদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্মচারীদের মীলান করা কোন সম্পত্তি নিজের বা অন্যের দ্বারা ক্রয় করিবেন না।

১৫৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করিবার পক্ষে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির মীলানের পক্ষে দাবীর টাকা দেওয়া গেলেকা-এখানকার কথা।

কিন্তু ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বা ক্রোককারী না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আদেশ দেন, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্মচারীর হস্তে ১৫৬ ধারামতে জারী করা দাবীপত্রের নির্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র জারী করা গেল পর যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আদান করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং এই ক্রোক তৎক্ষণাত্ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ আদানত পাইলে, উহা তৎক্ষণাত্ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বা ক্রোককারী নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেল, যে বা ক্রোককারীর নিষিদ্ধ ক্রোক করা যায়, সেই বা ক্রোককারীর জন্য পরবর্তী কোন দাবী হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের ঠিক-তার প্রতিবাদ করিয়া উজ্জ্বল স্থান পূরণ পাইবার দাবী করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আদানত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আদানতী টাকা হইতে তাঁহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাক আদানত করিলে, ভূমি অধিকারী তাঁহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাঁহার প্রজার হাওদা বা তাঁহার কোন অংশ পেটীও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৫৯ ধারা। (১) উক্ত প্রজার ক্রটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাঁহার নিজ ভূমি অধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূমি অধিকারী বা ক্রোককারী না হইলে, তিনি তাঁহার নিজ ভূমি অধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে এইরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং বাবৎ বা ক্রোককারী পর্যন্ত না পড়েছে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

১৬০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূমি অধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা প্রচল করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূমি অধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্ব ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন না, বা ক্রোককারীর হাওদা আদানত করবার তাঁহার যে মোকদ্দমা পরিবার স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের বিষয় হইবে না।

১৬১ ধারা। ভূমি পেটীও বিলি করা গেল, যদি উক্ত অধস্তন প্রজা ও অধস্তন ভূমি অধিকারীর মধ্যে মোকদ্দমা এই অধ্যায়মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে উক্ত ভূমি অধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

১৬২ ধারা। এই অধ্যায়মতে দত্ত ক্রোকের আদেশ এবং ক্রোকের বিষয়ভূত যে সম্পত্তি আটক করা হইয়াছে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

১৬৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত অন্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ ক্রোকের মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিতে পারিবেন না।

১৬৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত কোন আদেশ করেন, তাহার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেহেতু ১৬৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অধুমতি নাই সেই হেতু ১৪০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়ার পরে যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিতে পারিবেন।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৬৫ ধারা। (১) হাই কোর্ট সময়ে২ স্থানীয় গবর্ণ-ভূমি অধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমার বতাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতা রাখিবে।

(২) এইরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাবলীতে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাবলীতে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন এরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্তিবে।

১৬৬ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূমি অধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা প্রচল করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূমি অধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাহার ক্ষেত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্যপক্ষে সেট দেওয়ানী আদালতের বিচারালয় স্থানের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূমাদিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আত্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ যোতের দখল পাইবার মোকদ্দমা গৃহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালত প্রার্থনা করিতে হইবে।

১৬১ ধারা। কোন ভূমাদিকারীর যে কোন নায়েব নায়েব বা গোমস্তাদের বা গোমস্তা ভূমাদিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূমাদিকারীর স্বীকৃত মোস্তার বলিয়া গণ্য হইবেন। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেট আদালতের বিচারালয় স্থানের মধ্যে উক্ত ভূমাদিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার বিশেষ মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক রেজিস্ট্রারের কথা। আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ রুতান্য উক্ত ধারার নির্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিস্ট্রারে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিস্ট্রারে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থ সময়ে যে পাঠি নির্দেশ করেন, সেট পাঠি প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত এই বিশেষ রেজিস্ট্রারে রাখিবেন।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় কার্যপ্রণালীর কথা। কার্যের মোকদ্দমার নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ পর্যন্ত ধারা এইরূপ কোন মোকদ্দমার খাটিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথাঃ অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও মাপ ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ ও সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল ইম্বর ধার্য্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, এরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া হইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে জারী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে প্রতিবাদির নামে শিরোনামা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩য় খণ্ডমতে রেজিস্ট্রারী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা জারী করা হইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অনুমতি বিনা বর্ণনাপত্র সাধিল করা যাইবে না।

(চ) আপীলের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৯৯ ধারার সাক্ষীদের সাক্ষাৎ লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা খাটিবে।

(ছ) বাকীখাজানার নিমিত্ত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে ঐ ডিক্রী জারী করিবার আত্ম দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩২ ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূমাদিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী যোগ্যে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহার প্রতি ভূমাদিকারীর ভূমিগত স্বার্থ বর্জিত না থাকিলে তিনি ঐ ডিক্রী জারী করিবার বরখাস্ত করিবেন না।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর যে টাকা দেয়া আছে দেয় যে বাদীর নিকট আছে, আদালত দিবার কথা। তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট ঐ খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ দেয়া বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত ঐ টাকা দিবার নোটিশ অবিলম্বে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন।

(৩) ঐ তৃতীয় ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা প্রদান বিষয়ক করণার্থ আত্ম না পাঠিলে, বাদীর প্রার্থনামতে ঐ টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) বাদীকে (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার স্থানে তাহা পাঠানোর ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কণাক্রমে ঐ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি হইবে না।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর ভূমাদিকারীর পাওনা টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর বলিয়া স্বীকৃত টাকা দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার পাওনা হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ দেয়া বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ ঐ উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৬৬ ধারা। পূর্বে দুই ধারার কোন ধারামতে কোন কিস্তিক্রমে টাকা প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিতে দায়ী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঐ টাকা কিস্তিক্রমে দিবার আত্ম করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উক্ত গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন আদালতের রসীদ প্রতিনিয়ত আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিবাদীকে বিচার করবে।

১৬৮ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বাকী খাজনার মোকদ্দমার আপীলের কথা।

১৬৯ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বাকী খাজনার মোকদ্দমার আপীলের কথা।

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডালতুল জজ কিম্বা সর্ভিসেন্ট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাপত্তাক্রমে কার্য করিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কীয় কার্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে বাকী খাজনা পাইবার নিমিত্ত ভূমাদিকারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, এই মোকদ্দমার প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কার্যকারকের আশ্রমমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য করিতে ত্রুটি করিয়াছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য করতে গিয়া বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়মসম্মতকারে কার্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা খাটে, কোন মোকদ্দমায় পূর্বেকল্পিত কোন বিচারসম্পর্কীয় কার্যকারক তরুণ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব এই মোকদ্দমার নথী তলব করিতে পারিবেন; এবং যে রূপে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আটমাস মধ্যে যে খাজনার দিক্রী কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমায় এই আইনমতে খাজনা-পরিশোধ করিবার ডিক্রী হইলে, সমাম্যতঃ পরবর্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলবৎ হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে এরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলবৎ হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা একরূপে ভূমি ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে তাহা প্রজা-সম্পত্তি মত হইবার স্বত্বসংক্রান্ত কার্যের অন্তর্গত-অভিকারের কথা।

যেই স্থলে, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম তৎকরিতাছে, তাহা তৎকরিতাছে, ভূমাদিকারীর সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিম্নতম ভাবে, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূমাদিকারী এই প্রতিকার করিবার নিমিত্ত প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত হানি বা নিম্নতম ভয়ের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে এই আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে, নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমায় ভূমাদিকারীর অনুকূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিম্নতম ভয়া যুক্তিসিদ্ধমতে বাদীকে যে হানিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকার পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনায় উক্ত হানি বা নিম্নতম ভয় প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে এই টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিম্নতম ভয় প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ে হ্রাস করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের বা (স্থলবিশেষে) বর্জিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতিবাদী ডিক্রীর লিখিত হানিপূরণের টাকা দেন, এবং হানি বা নিম্নতম ভয় প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের ক্ষমতামতে সেই হানি বা নিম্নতম ভয়ের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে প্রত্যেক রায়তকে কোন মোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে।—

(ক) উক্ত রায়ত এই যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপনায় উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে শস্য বপন বা রোপন করিয়া থাকিলে, তিনি ভূমাদিকারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থ এই ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আনুজ্ঞামতে এই শস্যের মূল্য ভূমাদিকারীর হানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনায় উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে আপন যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপন না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আনুজ্ঞামতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাহার যে পরিজন ও মূলধন লাগিয়াছে, তাহার মূল্য ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ মূল্য তিনি উক্ত ভূমিধিকারীর কাছে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূমিধিকারী কোন রায়ের উচ্ছেদ নিষিদ্ধ আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রায়ত হানীর রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তজ্জনা টাকা পাইতে স্বত্ত্বাবান হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূমিধিকারী এই ধারামতে কোন রায়-তকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও দখলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত বেক্সাপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রায়ত এই ভূমিধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ করিবার সমুদয় মৌক-

উচ্ছেদ করিবার আনু- এই আইনমতে প্রজা ও ভূমি-
ষ্ঠানিক কার্যোপলব্ধির দিককারী বলিয়া প্রজার দিককে
দাওয়ার নিষ্পত্তি হইবার ভূমিধিকারীর কিম্বা ভূমিধিকা-
রীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল

দাওয়া থাকে, আদালত তাহার অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূমিধিকারী হইতে পারে, সেই টাকা ভূমিধিকারী বলিয়া ভূমিধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আদালত হইলে, ও ঐ অতিরিক্ত টাকা দিবার সময়ে ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ে বন্দোবস্ত আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা প্রজার সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা ঐরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন ভূমিধিকারপ্রবেশকারীকে

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আ- উচ্ছেদ করিবার মৌকদমা
দালতের ন্যায় খাজানা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত
যাচাই করিতে পারিবার বোধ করেন তবে বিরুদ্ধে এই-
কথা। রূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে

পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিগিত সে আদালতের নিগেয় উপযুক্ত ও ন্যায় খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির দখল

প্রজার ভোগের অনুসন্ধান করিবার প্রার্থ্য নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদা-
লত ভূমিধিকারীর বা প্রজার

প্রাধিকারমতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে জমীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবস্থারিত হারে ভূমি ভোগকারী রায়ত কি দখলীস্বত্ব বলিতে রায়ত কি দখলীস্বত্বনা রায়ত কি কোফা রায়ত, এবং তালুকদার হইলে, তাহার খাজানা হক্কি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনায় তাহার মধ্যে কোন বিষয় হানীর তদন্ত বিনা সম্ভাব্যজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আদালত করিতে পারিবেন যে, হানীর গবর্নমেন্টে বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্মচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মৌকদমা কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে হানীর তদন্ত লন।

(৩) এই ধারামতে কোন প্রার্থনার উপর যে আদালত করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৫ম অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিষিদ্ধ ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য খোঁজ তাহার বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে

দায় অনিচ্ছ করণ বিক্রয় করা গেলে “সংরক্ষিত সম্বন্ধে জেতার দাওয়ার স্বার্থ” বলিয়া এই অধ্যায়ে

কমতার কথা। যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেল সেইই স্বার্থ মানিয়া এবং “দায়” বলিয়া এই অধ্যায়ে যেই স্বার্থ নির্দেশ করা গেল, তাহা অনিচ্ছ করিবার ক্ষমতা পাও হইয়া, জেতা ঐ যে ত গ্রহণ করবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমতে রেজিষ্টারী করা ও বিক্রয়পিত দায় ঐরূপে অসিদ্ধ করা যাইতে না;

(খ) অনিচ্ছ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কার্য করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত

সংরক্ষিত স্বার্থের কথা। স্বার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থমতে সংরক্ষিত স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাও তালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাও তালুক কোন চলিত কিংবাকালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্যন্ত অবস্থারিত খাজানা দায়ী তালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বালগৃহ, কাঁচখানা, কিম্বা অন্যরূপ স্থায়ী ইমারতাদি নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুকুরিণী, খাল, তজমালয়, গাশান বা গোরহান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাটাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলী স্বত্ব;

(৬) যে সময়ে স্বতঃস্বেচ্ছায় যায়, সেই সময়ে যাঁহা মায়া ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিধিতে কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(৮) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত সিক্ক হয় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারী যাঁহা সিক্কি করিতে প্রজাকে স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অসু-মতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব না স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কাব্যগক্ষে,

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে “দায়” ও “রেজি-ষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দ ব্যবহৃত হইলে, প্রজা আপন মোক্তার উপর সিক্কি আপন স্বার্থ সক্ষোচ করিয়া যে কোন দায়, পেটী ও প্রজাস্বত্ব, স্বাভাবিক ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ সিক্কি করিয়া থাকেন, ও যাঁহা পূর্বে ধারার অর্থনত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাঁহা বুঝাইবে।

(খ) দেশবাসী খাজানার ডিক্রী জারীকমে যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত সম্বন্ধে “রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” এই শব্দ ব্যবহৃত হইলে, রেজিষ্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্ট্রী করা গিয়াছে, এবং যাঁহার নকল বাঁকী খাজানা পাওনা হইবার পূর্বে কনুন তিন মাস থাকিতে পাশ্চাত্তিমিত বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় সিক্কি করা হইয়া থাকে, সেই দায় বুঝাইবে।

১৭৮ ধারা। কোন মোক্তারযোগা মোক্তার বাঁকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী মোক্তার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩৫ ধারামতে ডিক্রী জারীকমে উক্ত যে তালুক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত মোক্তার দাবিক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চির-স্থায়ী তালুক হইলে, ও প্রায়মতে রাখিত রেজিষ্ট্রীর যে কংশ এই তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল রাখিল করিবেন।

১৭৯ ধারা। (১) পূর্বে ধারামতে কোন প্রার্থনা-পত্রক্রমে কোন মোক্তার নীলাম হইবার আজ্ঞা হইলে, দেওয়ানী মোক্তার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারামতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাঁহাতে উক্ত ধারার উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার অতিরিক্ত এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাঁহাতে যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত তালুক প্রথমে রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায়সম্বলিত ডিক্রী হইবে; নতুবা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন দিনে সমুদয় দায় অসিক্ক করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক নীলাম করা যাইবে, এই দিনের নোটিস দখাবিধি দিতে হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্ববিধিতে যোত হইলে, সমুদয় দায় অসিক্ক করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত ডিক্রী হইবে।

(২) উক্ত আইনের ১৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে এই ঘোষণা করা যাইবে। তদ্বিধি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্শে সময়েই যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ ধারা। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত তালুক বিক্রয়ের ও তাঁহার কলের কথা। বিজ্ঞাপন পূর্বে ধারামতে দেওয়া গেলে, উহা রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং নীলামের খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার টাকা দিতে যাঁহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত তালুক এরূপ দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামখরিদার উক্ত তালুকের উপর রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় তিন যে কোন দায় থাকে, তাঁহা ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে অসিক্ক করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ ধারা। (১) পূর্বে ধারামতে যে কোন তালুক নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিমিত্ত যত টাকা পর্যন্ত ডাক হয়, তাঁহাতে পূর্বে ডিক্রীর ও খরচার টাকা দিতে যদি না কুলায় এবং তজ্জন্য যদি ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিক্ক করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক বিক্রয় করিতে চাহেন, তবে নীলামকারী কর্ম-চারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোক্তার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান হইবে, যে নীলাম স্থগিত করার তারিখ অবদি পনের দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমুদয় দায় অসিক্ক করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয় দায় অসিক্ক করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিক্ক করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ ধারা। যে মোক্তার অবধারিত খাজানা বা অবধারিত হারের মোক্তার প্রতি পূর্বে কএক ধারার বিধান বস্তিয়ার কথা। খাজানার হার থাকে, তাঁহা তালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্বে কএক ধারা এরূপ বস্তিত সেইরূপ বস্তিবে।

১৮৩ ধারা। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ব বিধিতে যোতের নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, সমুদয় দায় অসিক্ক করিবার ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিক্ক রিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১) কোন খরিদার পূর্বে কোন ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এই দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে, তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্মের নোটিস দায়-ধারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেভিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্য্য করেন, উক্ত নোটিস জারী করিবার নিমিত্ত সেই ফী একরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিস জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে তিনি তদনুসারে নোটিস জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে এই নোটিস জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-অভাবিশিষ্ট যোতের কিস্তি বিশেষ কোন জেণীর দখলী-অভাবিশিষ্ট যোতের দেনা খাজনার ডিক্রীজারীক্রমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত নীলামে চড়াইবার পূর্বে রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে এবং একরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলী অভাবিশিষ্ট যোত কিস্তি, স্ব-নির্দেশে, উক্ত বিশেষ জেণীর দখলী-অভাবিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ের পূর্বে কএক ধারামতে নীলামের কার্য্যপক্ষে সর্ব্বতোভাবে তালুকের দায় গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিশেষক আইনের ২৯৫ ধারার নির্দিষ্ট বিধির পরিবর্তে নিম্ন-লিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) এই যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীক্রমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উত্তর থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত ষোল্ল মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি হয় মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, এই উত্তর টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উত্তর থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণার্থী দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাওকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাওক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রীদারের দ্বারা বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী থাকা সময়ে ডিক্রী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে এই টাকা আদালতে দেওয়া যোত জৌক করা গেলে, তৎ-গেলেই কিস্তি ডিক্রীদার সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার শোধ হইয়াছে নীকার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের করিলেই, যোত জৌক ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা হইতে মুক্ত হইবার কথা। খাতিবেদা।

(২) একরূপ কোন ডিক্রীজারীক্রমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম খরিদারের ডাক গ্রাহ হইবার পূর্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার খরচা সময়ে ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিস্তি আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোধ করা হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত জৌক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে, এই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই যোতে যদি, কোন ব্যক্তির একরূপ স্বার্থ থাকে যাহা একরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যিক টাকা নির্দাণে দিলে,

(ক) একরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শহকরা ১২৮ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজনার দায় ছাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুদসমেত শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের দখল লইতে ও তাহা দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) একরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাইবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৯ খ্রী। বাকীদার উক্তন প্রচার বিক্রে ডিক্রী-
অধিকার এই অধ্যায়তে
কোন যোত নীলাম হইবার
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং
নীলাম হইলে যে অধিকার
প্রচার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে

পারে, সেই অধিকার প্রচার নীলাম নিবারণার্থ আদালতে
টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতি-
কারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাহার নিজ ভূমিকার
রীকে তাহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি
এরূপে প্রাপ্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমিকার বাকীদার না
হইলে, তিনিও এরূপে তাহার নিজ ভূমিকার রীকে দের
খাজানা হইতে এরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে
পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্যন্ত না পূর্ণ হইবে
হইবে এইরূপ চলিবে।

১৯০ খ্রী। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪
ধারার প্রকাস্তরের বিধান
থাকিলেও যে ডিক্রীজারীকমে
এই অধ্যায়তে কোন যোত
নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার
আদালতের অস্বত্তি বিনা এ যোত থাকিতে বা ক্রয়
করিতে পারিবেন।

(২) এরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত থাকত
তাহা থাকিবে না বা ক্রয় করিবেন না।

১৯১ খ্রী। দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষ-
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারা
এই অধ্যায়তে কোন নীলাম
সম্বন্ধে থাকিবে না।

১৯২ খ্রী। ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ
ভাগে প্রকাস্তরের বিধান
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন
যোতের উপর বাহাতে দার
স্বত্তি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং
উক্ত রেজিস্ট্রী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিস্ট্রী
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কাগজ-
কারকের নিকট রেজিস্ট্রী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,
তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত
গৃহীত হইবে।

১৯৩ খ্রী। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রচার
সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রকে
ভূমিকার রীকে দায়ের
নোটিস দিবার কথা।
উক্ত যোতের উপর কোন দার
স্বত্তি হয়, কোন কার্যকারক এই
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র
রেজিস্ট্রী করিলে, উক্ত প্রচার প্রাথমিকভাবে কিম্বা যে
ব্যক্তির অনুকূলে এ দার স্বত্তি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-
মতে এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট এতদর্থে যে কী দাখিল
করেন, তাহা তাহার স্থানে পাইটন, ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী

করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সমন
জারী করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে
ভূমিকার রীকে উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল জারী
করাইয়া তাহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পতনী ডালুক নীলামের কথা।

১৯৪ খ্রী। নিজ ভূমিকার স্থানে প্রাপ্ত পতনী
ডালুকের পাওনা খাজানা
দিতে কতি হইলে, ভূমিকার
স্থানে বাকী
খাজানা আদায়ের কথা।
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত
এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত
কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত ডালুকের
সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

১৯৫ খ্রী। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে,
বৎসরের প্রারম্ভে
নীলামের দরখাস্ত করি-
বার কথা।
অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা
বাকী হয়, তাহার পরবৎস-
রের প্রারম্ভে, ভূমিকার কাল-
জেরের নিকট দরখাস্ত দিতে
পারিবেন। পূর্বে ধারায় যে ডালুকের উল্লেখ হইল,
তাহার সমুদয় বা কোন ডালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের
হিসাবে ভূমিকার যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, এ
দরখাস্তে তাহা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে এ দরখাস্ত কালেক্টরী তাহারীর
কোন মুদ্রাক্ষরস্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও
তৎপরে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া
হয়, তাহা জ্যেষ্ঠ মাসের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া
না গেলে, বাকীদারদের ডালুক এ টাকা শোধ
করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা
যাইবে।

(৩) ভূমিকার এরূপ আর এক খান নোটিস আপন
সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিশেষে
নোটিসের যে অংশ থাকে, সেই অংশের নকল বা উক্ত
লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে এ ডালুকের প্রদান কাগজ
চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের ডালুকের
অধীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তাহার উক্তরূপে
প্রচার করা হইবে।

(৪) এই ধারামতে যে নিয়ম নির্দিষ্ট হইল,
তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূমিকার দায়ী থাকিবে না।

১৯৬ খ্রী। (১) মকদ্দমে যে নোটিস পাঠাইবার
আজ্ঞা হইল, তাহা এতদনু-
সারে পেরানী যাইয়া জারী কারবে।
এ পেরানী তদ্বিমিত্ত উক্ত
বাকীদারের কিম্বা তাহার কার্যাব্যাহকের রসীদ লইয়া
আনিবে; অথবা উপস্থিতিতে না পারিলে, এ নোটিস
এ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষা-
ত্বরূপ তদ্বিকটস্থ স্থানবাসী তিনজন মাকদুর
লোকের স্বাক্ষর লইয়া আনিবে।

(২) উক্ত গ্রামের লোকে স্বাক্ষররূপ ছাপ-
নামের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার
করিলে, উক্ত পেরাদা নিকটস্থ মুনসেফের আফিসে
কিন্তু মুনসেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পৌলীস থানায়
সাইবে, এবং ঐ নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত
হইয়াছে, এ বিষয়ে তথ্য ইচ্ছাপূর্বক শপথ করিবে।
এই মর্মে এক সার্টিফিকেটে উক্ত কাগজকারকেরা স্বাক্ষর
ও মোহর করিয়া ঐ পেরাদাকে দিবে।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়া যদি
দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন
সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্তিক মাসের
১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন
বৎসরের মাঝখানে নী- মাসের শেষপক্ষান্ত চলিত মাসের
মাসের দরখাস্তের কথা। খাজনার হিসাবে যে বাকী
টাকা পাওনা থাকে, তাহার
বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবে, এবং
বাকীদারদের ভালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে
প্রচার করা হইতে পারিবে। যত টাকা বাকী থাকিবার
ইচ্ছাচার দেওয়া যায়, যদি অগ্রদায়ন মাসের ১ তারি-
খের পূর্বে তৎসময় দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক
মাসের তৎসময়ে ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়,
যাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্তিক মাসের শেষ
দিন পর্যন্ত কিস্তিবন্দী অনুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের
চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম
হইবে।

১৯৮ ধারা। (১) কোন ভালুকদারের নিকট বাকী
খাজনা পাওনা আছে বুঝিয়া
ভালুকদার তলবসম্বন্ধে আপত্তি করিলে কাগজ-
প্রদায়ক কথা।
কথিত হইলে, তৎসময়ে পূর্ব
কএক ধারামতে নোটিস দেওয়া
গেল, উক্ত ভালুক নীলামের
নিমিত্ত ঐ নোটিসে যে তারিখ ধায়া থাকে, সেই তারি-
খের পূর্বে কোন সময়ে ভালুকদার তলবের সমস্ত বা
কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট
দরখাস্ত দিতে পারিবে।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণমতে দরখাস্ত পাঠিলে,
ভূস্বামীর নিকট সমস্ত দিবে, তাহাতে সমস্ত
নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম
কেন গণিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন
তলবের টাকা কমান যাইবে না, তাহার কারণ দেখাইতে
ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে, এবং কালেক্টর সাধা
হইলে উত্তর পক্ষের কথা কিন্তা ভ্রমশ্রমে যাঁহার উপস্থিত
থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মতো যে
বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে
তাঁহাদের মীমাংসা করিবে।

৩. নীলামের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে যদি
কালেক্টর প্রকরণ নিষ্পত্তি করেন যে, গত বাকীর দাওয়া
হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি
ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবে।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন
যে, গত বাকীর দাওয়া করা তাহার অংশ বিশেষ পাওনা
নাই, তবে তিনি তদনুসারে প্রদত্ত কমান দিবে; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কার্যাবর্ত্তান পক্ষে
চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণ
নাই, সেই সকল স্থলে ভালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর
করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অগত্যা করণার্থ যৌকদ্দমী
উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর
করাতে সেই স্বত্ত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৯৯ ধারা। পূর্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে
বাকী টাকা আশ্রয় ভালুক সম্বন্ধে পূর্ব কএক ধারা-
করা না গেলে ভালুক মতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে,
নীলাম হইবার কথা। সেই ভালুক নোটিসের নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম করা যাইবে;
কিন্তু পূর্ব দিনের সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে তলবের টাকা
অথবা পূর্ব ধারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই
কমান টাকা ভূস্বামীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার
বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আশ্রয়
করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ ধারা। (১) পূর্ব কাছারীতে যে নোটিস
নীলাম হইলে, যে লিপ্যন্তর দেওয়া যায়, নীলামের
নিয়ম মানিতে হইবে, সময়ে তাহা নীলামের ফেলিতে
হইবে, এবং লিপ্যন্তর নোটিসে
ভাষার কথা। যে ক্রমে লেখা থাকে, সেই
ক্রমানুসারে পরে টাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লিপ্যন্তর ইচ্ছাচার দেওয়া যায়
তাঁহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্যন্ত যে
টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের
সহিত ও যতঃসম্ভবে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ
দেওয়া যায়, তাহার রসিদ বা সার্টিফিকেট সহিত
ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবে।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা
দেখা না দেওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের
বাকী টাকা নির্ণয় করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস
দিবার রসিদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লিপি
নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লিপির নীলাম
হয়, তৎসময়ে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে
এই সকল নিয়ম পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া
যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ
পর্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা
দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দী
দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে,
নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগজ দেখা হইতে হইবে,
তাঁহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী
থাকিবে; এবং যে কাগজকারক নীলাম করেন, তিনি
নীলাম নামা ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার
উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যে বিধি নির্দেশ করা গেল
তাঁহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী
থাকিবে না।

২০১ ধারা। (১) এই
নীলামের কার্য যে- অধ্যায়মতে ভালুকদের সমস্ত
রূপে চালাইতে হইবে নীলাম সরকারী কাছারীতে
হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্কাপেক্ষা উক্ত ভাক হয়, ভূমি তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাকীদার হাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাইটের ভাক যজুর হইবারাত্র জয়ের টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কাৰ্য্যকারক নীলামের কাৰ্য্য চালান, তাঁহার ক্ষেত্রমতে যাবৎ প্রত্যয় না জন্মে যে, যত টাকা আদান করিতে হইবে তাহা তদৰ্থে হাতে আদে কিম্বা দুই ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাইট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে শতকরা পনের টাকা বগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা ততুল্য মূল্যের গবর্ণমেন্ট সিকুরিটী দাখিল করা না গেলে, উক্ত লাইট ঐ দিনেই পুনর্যার নীলাম করা যাইবে।

(৬) জয়ের টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিনার সদর মোদা-মের বাজারে টেডরা নিয়া নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবশিষ্ট নবম দিবসে পুনর্যার নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাইট প্রথম খরিদারের হুকিতে নির্দিষ্ট সময়ে পুনর্যার নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিদার শতকরা পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা মধ্য হইবে এবং দ্বিতীয় বার নীলাম করিয়া যে টাকা প্রাপ্ত হয় তাহা পূজ নীলামের টাকা অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তত টাকার জমাগু দাখী থাকিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজরী করিবার যে পনালী আছে, সেই প্রণালী-মতে একমাত্রী তাহা আদায় করা যাইবে।

(৮) আদানত করা যে টাকা দত্ত হয়, তাহা হইলে নীলামের খরচ দেওয়া যাইবে; এবং যাহা উদ্ধৃত থাকে তাহা গবর্ণমেন্ট জমা দেওয়া যাইবে।

২০২ খারা। (১) এই অধ্যায়মতে কোন ভালুকের খরিদারের ক্ষেত্র সমস্ত টাকা খরিদারের ক্ষেত্রের সমস্ত টাকা দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সার্টিফিকেট দিবেন।

(২) তাহা হইলে ভালুকদার কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্কাদিকারীদের মধ্যে কেহ কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের অধীন কোন দাওয়াদার ঐ ভালুকের উপর যে সকল দায়, দাবী, পেটাত প্রজাস্বত্ত্ব স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্ত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ত্ব বা স্বার্থ স্থিতি করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৩ খারায় যে প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীমতে অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সঞ্চিত খরিদার উক্ত ভালুক প্রাপ্ত হইবেন। নিম্ন-লিখিত কএকটি স্বতঃসম্মুখে এই বিবি খাটিবে না।—

(ক) দখলী স্বত্ত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ত্ব দখলী স্বত্ত্ববিধিতে কোন রায়-তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নির্দেশনাপত্রমতে ভালুকের স্থিতি হয়, তাহাতে স্পষ্ট বাক্যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেই ক্ষমতাক্রমে স্থিতি কোন স্বত্ত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ খারা। এই অধ্যায়মতে কোন ভালুকের খরিদার তৎসম্মুখে পূর্ক দারামত সার্টিফিকেট পাঠিলে, এবং এর অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি ভালুক

হস্তান্তর হইবার কথা রেজিষ্টরী করা গেলে, তাঁহাকে ভালুক দখল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে ভালুকের দখল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী-জারীক্রমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে দখল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কাৰ্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই ক্ষমতানুসারে কাৰ্য্য করিবেন।

২০৪ খারা। এই অধ্যায়মতে কোন ভালুক নীলাম হইবার ইচ্ছা হইলে তাহা দেওয়া গেলে নীলাম বন্ধ করিতে যদি কোন ব্যক্তির ঐ ভালুককে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আদানত করা টাকা আদায় করিবার কথা।

এই ভিনি নীলাম নিবারণার্থ ১৯২ খারামতে আদালত টাকা কালেক্টরী কাছারীতে আদানত করেন, তবে ১৮৮ খারার নিয়ম নথিবে; এবং যদি ঐ ব্যক্তি ভালুকদারের পত্তন প্রজা জন, তবে ১৫ অধ্যায়মতে যে মোত নীলাম হইবার বিজ্ঞপত্র দেওয়া যায়, উক্ত ভালুক সেই মোত হইলে এবং নীলাম নিবারণার্থ উক্ত টাকা আদালতে দেওয়া গেলে, ১৮৯ খারার বিধান যেক্রমে বহিত, সেইরূপে বহিবে।

২০৫ খারা। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের অগ্রাহ্য কোন ভালুক নীলাম করা গেল নীলাম অসিদ্ধ কবি- কিন্তু উক্ত নীলাম এত সকল বার মোকদ্দমার কথা। নিয়মক্রমে সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে যে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে ক্ষতি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত, যে ভূদায়ীর প্রার্থন-মতে নীলাম হয় তাঁহার বিক্রেতা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ভালুকের খরিদারকে যে ক্ষমতার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তজ্জন্য তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ভূদায়ীর স্থানে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

২০৬ খারা। এই অধ্যায়মতে কোন ভালুক বিক্রয় করা গেলে, ঐ ভালুকে যে কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা খরিদার ২০২ খারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম দ্বারা তাঁহার যে ক্ষতি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত নীলামের তারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে বাকী-দারের বিক্রেতা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু বাণীদারের অধস্তন কোন প্রজার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাণী খাজানা পাওনা থাকিলে, তিনি এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিত বাহা ২ করিতে লিখিতমতে কার্য করিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান ফলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেরেস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলিয়ার নিমিত্ত লতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্নমেন্টের হিমাংগে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাণী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (মুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পাড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উদ্ধৃত থাকিলে, যে কার্যাকারক নীলাম কার্য চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারামতে যাহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাঁহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত ঐ উদ্ধৃত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে ঐ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাহা উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উদ্ধৃত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাণীদারের নিকটে ডিক্রী হওয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উদ্ধৃত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলিইলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে ঐ টাকা হার-হারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উদ্ধৃত টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাণীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্তে যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্নমেন্ট সিকুরিটি রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোন অংশ কিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্নমেন্ট গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিক্লেয়ারেটর বা প্রিমিয়মের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিকুরিটি লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন ববিবার ও বঙ্গের দিন এই দিনে এই অধ্যায়মতে যাচা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রাখিবার বা এদের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অমান্য তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তন্মিত্ত কোন তালুক সরকারী রেজিস্টারে রেজিস্ট্রী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট নিম্নলিখিত সময়ে ২ বৎসর পরিবর্তন নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে ঐ সকল ধারা উক্তরূপে রেজিস্ট্রী করা তালুক সম্বন্ধে থাকিবে।

১৭ শ অধ্যায়।

চুক্তি ও বেণাগার বিষয়ক বিধি।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিধিতে যে ২ লিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইন-বিধান ফলবৎ হইবে, তেঁর বিধান ফলবৎ হইবে, তাহার কথা। যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২১ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের শুল্ক।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাইবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে কালী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু দিয়া দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোফা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাইবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চনা ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীকরণে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন বিরোধ হয়, সেই বিরোধদ্বারা কার্যে মকররী পাট দিতে ভূম্যধিকারীর বাধা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ আশ করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত
কৃষিকার্যোগ্যযোগী কর- ভূমি কৃষিকার্যোগ্যযোগী কর-
নের চুক্তির কথা। নার্ব কোন চুক্তির ব্যাঘাত
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা
থাকিলেও, যে প্রকারের জমী
চর ও দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত,
কথা। অর্থাৎ সাধারণতঃ বন্য প্রাণ
যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ
সাধন হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে,
সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে
ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ত্ব লাভ করিবে না, এবং সাবৎ ঐ
দখলী স্বত্ত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর
মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে
আদালত নির্দেশ করিতে পারিবে যে কোন জমী এই
ধারার অধীনত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য
হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত
জমী সম্বন্ধে থাকিবে।

২১৪ ধারা। “উঠবন্দী” প্রণালী ও “হাল হাসিলী”
প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালী-
উঠবন্দী ও হালহাসিলী মতে কোন ভূমি ভোগ করা
প্রণালীর কথা। গেলে, দেশাচারানুগত বা
প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে
ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে
সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথায় কোন ঘাট-
চাকরান তালুক সংক্ষেপে ওয়ালা বা অন্য চাকরান তালু-
ক না থাকিবার কথা। কের কোন অনুবঙ্গের ব্যাঘাত
হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন
নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে যে চাকরান তালুক হস্তান্তর
করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত না, তালু-
হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের
অংশ না হইয়া বাস্তবিক
বাস্তবিক কথায়। ভোগ করিলে, ঐ বাস্তবিক
প্রজামতের অনুবঙ্গ দেশাচার
ধারা নিষিদ্ধ হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত
দেশাচার সংরক্ষণের স্বত্ব এই আইনের বিধানের
সহিত অঙ্গত না হইলে অথবা
এই আইনের বিধানক্রমে
স্পষ্টতঃ বা আংশিক অনুমানানুসারে পরিবর্তিত বা
বৃদ্ধি না হইলে, এই আইনের কোন কথার তাহার কোন
ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোর্কী রায়ত কোনও অবস্থায় দখলী স্বত্ত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশা-
চার এই আইনের বিধানের সহিত অঙ্গত নহে, এবং এই আই-
নের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আংশিক অনুমানানুসারে পরি-
বর্তিত বা বৃদ্ধি করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন
স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম
হইবে না।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা ভাষাদি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের
৪ তফসীলতঃ মোক- নির্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং
দ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত ততঃ অন্য
প্রার্থনা বা দরখাস্তের ঐ তফসীলের নির্দিষ্ট সময়ের
মিয়াদ উপস্থিত করিতে ও করিতে
হইবে; এবং ঐরূপ মিয়াদ
কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা
যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা
গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত
পূর্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত
বারিত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-
দ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার
স্বত্ব পুনর্জীবিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয়
ভারতবর্ষীয় মিয়াদ মিয়াদ বিষয়ক : ১৮৭৭ সালের
বিষয়ক আইনের কিয়- আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা
দংশ এই মোকদ্দমা প্র- ২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমার
তিতে না থাকিবার কথা। বা প্রার্থনা সম্বন্ধে থাকিবে না।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য
কসমে যে আইনমতে যে কোন আইনমতে কালে চলৎ
হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের থাকে, সেই আইন অনুসারে
কথা। না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার মোতের ফসল ক্রোক করে
কিম্বা ক্রোক কারবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিষিদ্ধরূপে যে ক্রোক করা
যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিষিদ্ধ-
রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বল-
পূর্বক বা গোপনে হানাহানি করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন
যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করতে, সঞ্চিত ক-
রিতে, হানাহানি করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লহয়া কাটা
করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কার্য করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ কার্যের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিহেদের কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে

ভূম্যধিকারীর কর্মকারক কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত দ্বারা কার্য করিবার কথা। হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কার্য করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ একা রাস্তারের আদেশ না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকও এই সকল কর্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে এতোক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার জারী স্বীকার করিতে বা তাহা লইতে প্ৰস্তুতমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকের উপর তাহা জারী করা গেলে, কিন্তু তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে যেকোন ফল হইত, এই আইনের কার্যপক্ষে সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহার ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপত্র দ্বারা যে এতোক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারীকর্তৃক স্বাক্ষরিত বা সঠিককৈরিত্ব হওয়া আবশ্যক, তাহা এতদর্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সঠিককৈরিত্ব হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। দুই বা তদধিক ব্যক্তি সম্মিলিত ভূম্য-

এক নী ভূম্যধিকারী-
দের একত্রে বা সাধারণ
কর্মকারকের দ্বারা কার্য
করিবার কথা।

ধিকারী হইলে, যাহা কিছু
করিতে এই আইনমতে ভূম্য-
ধিকারীর প্রতি আদেশ বা
অনুমতি আছে, তাহা তাঁহারা
উভয়ে বা সকলে একত্রে
করিলে কিম্বা তাহাদের উভয়ের বা
সকলের পক্ষে
দৃষ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্মচারীদের ক্ষমতার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্মচারীদের উপর এই আইনের

কর্মচারীদের কার্য-
প্রণালী ও ক্ষমতা সম্ব-
ন্ধীয় যদি প্রণয়ন করিতে
পারিবার কথা।

দ্বারা বা এই আইনমতে যে
কোন কর্মের ভার অর্পিত হয়,
সেই কর্ম সম্পাদনাথ তাঁহাদের
যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন
করিতে হইবে, তাহার বিধান
করণার্থ স্থানীয় গণনে ও সময়ে রাজস্ব গেজেটে
দ্বিপ্রকাশ দিয়া এই আইনমতে বিধি তৎপন্ন করিতে
পারিবেন, এবং এই বিধি দ্বারা প্রাপ্ত কোন কর্মচারী
এত

(ক) যৌকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী
আদালত যে কোন ক্ষমতামুগারে কার্য করিতে পারেন,
এরূপ কোন ক্ষমতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা
জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার
ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন
ভূমির ফসল কাটিবার ও কাড়িবার ও উৎপন্ন শস্যাদি
ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে
বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও
দৃঢ় করিবার কার্যপ্রণালীর
কথা।

এই আইনের কোন ধারামতে
বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা-
প্রাপ্ত এতোক কর্তৃপক্ষ উক্ত
বিধি করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত
বিধির পাণ্ডুলেখ, যে ব্যক্তি-
দের তদ্বারা স্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতি
নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বা তাই কোর্টের প্রণীত
বিধি হইলে, উক্ত গবর্ণমেন্টের বা কোর্টের বিবেচনায়
সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্মান দিবার পক্ষে যা
উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে এই বিধি প্রকাশ করা
যাইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে,
তাহা নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু
এরূপ এতোক পাণ্ডুলেখ রাজস্ব গেজেটে প্রকাশ
করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখের সহিত একই নোটিস
প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর
এক মাস অতীত হইবার পূর্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখ
একপাশে রাখিবে বা তাহার তারিখের পর বিবেচনা করিয়া
দেখা যাইবে, এই নোটিসে সেই তারিখ নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন
নিম্নরাজ্যীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ
দরুনই উক্ত বিধি যথানিয়মে প্রণীত হইবার সম্ভাবনা
হইবে।

যেই জেলায় কিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত থাকে তাহা
বিধানের কথা।

২২৫ ধারা। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখন
হয়, সেই কোন ভান্ডারের অধ-
গত ভূমি সেই মহালের মধ্যে
থাকিলে, এই আইনের কোন
কথা কমে, রাজস্বের বিধান-
কালীন বন্দোবস্তের সময়াদ
ফুরাইলে, তাহা স্বাধীন রাখা
হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেন্টের

১ম তফসীল---(চলিতেছে।)

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮২০ সালের ১ আইন।	লুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্ত জমিদারতালুক নীলাম করা ইবার কমতা পায়, ওএ সেই নীলাম ইং জো ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে হইবার নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৫ সালের ১১ আইন।	৫বের কি কোন নদী কি স মুদ্রা খান ডাগ কর প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিষ্পত্তি যেহেতু মেতে দৃষ্টি রাখা করিতে হইবেক সেইহেতু প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আইন।	৪ ধারার ১ প্র- করণে "এবং ২ রহিত হইয়া জমি বর কোন প্রধান মখীলকারের পেটীর কোন মখীলকারের মখলের ভূ- মিতে সংলগ্ন হয়" এই কথা মুছ প্র- করণের শেষ পর্যন্ত।

বঙ্গদেশের স্বতন্ত্রতার প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৬২ সালের ৬ আইন।	১৮৫৯ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অ- ধীন বঙ্গদেশে মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন সংশোধ- ন করিবার আইন) সংশোধ- ন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৫ সালের ৮ আইন।	অগমপত্রের কথা প্রসিদ্ধ দেশপত্রের বলে যেহেতু পেটী তালুক বিক্রয়দ্বারা কি প্র- কাশদ্বারা হস্তান্তরিত হইতে পারে তৎসম্পর্কীয় বাকী খাজানা আদায় করণপক্ষে তাহা বিধি করিবার ব্যবস্থা সংশোধনার্থ আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	মন্ত্রিসভা বিধিভবন দেশে জীবিত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহে বের প্রসিদ্ধ ১৮১২ সালের ৬ আইনের ব্যাখ্যা ও সং- শোধন করিবার এবং কোন বিচার নিষ্পত্তি করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৯ সালের ৮ আইন।	জমাদিকারী ও প্রজাব মধ্যে যে মোকদমা হয় তাহার কার্য- প্রণালী সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭১ সালের ৮ আইন।	বন্দোবস্তী কার্যকারকদের ক- মতা নিষ্কারিত ও নীলাম করিবার নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

মন্ত্রিসভা বিধিভবন জীবিত গবর্নর জেনারেল সাহেবের
প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর রহিত করা গেল।
১৮৫০ সালের ২৫ আইন।	১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা সংকটের জন্য করণের আইন।	যে পর্যন্ত র- হিত হয় নাই সেই পর্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৩৩ আইন।	বাকলদেশে পত্তনী তালুকের নীলামের নিমিত্ত যে দা- ওয়ার আদায়ক আছে তাহা স্বধরিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৩ সালের ৬ আইন।	দালতজাবীর বাকী বিষয়ের সরাসরী মোকদমা এবং প- ত্তনী তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজানা বিষয়ের সরাস- রী ডিক্রীজারী করণার্থে ভূমির নীলামের বিধি আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫৯ সালের ১০ আইন।	কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অ- ধীন বঙ্গলাদেশে খাজানা আদায় করিবার আইন সং- শোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

দ্বিতীয় তফসীল।

[৩ (১৬) ধারা দেখ।]

১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুগত হইতে উদ্ধৃত।
“দশসাল বন্দোবস্তের তালুকদারেরা আপনাদিগের
ইচ্ছা ইত্যাদি দিতে ইচ্ছাকৃতরূপ কমতা আছে
দেখিয়া নূতন করারদানের স্বাক্ষর করিয়াছে ও প্রথমতঃ
তাহা নীলামের রাজ্য জমিদারীতে প্রকাশ হইয়াছে
একদম অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকাশ
এই যে জমিদার কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতরূপ কমতা
তালুক দেয় ও তাহার মুদ্রা যে ব্যক্তি তাহা লয়
তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওনা সম্প্রদায়-
নের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে মাল
জামিন ও কেলার জামিন পওয়া ও তাহা লওয়ার কমতা
আপনি রাখে কেন না যদি তালুকদারকে জামিন দেওন
হইতে থাকে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়-
দির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াতে পারে না
বরং তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইহা এইরূপকার
রোজা অর্থাৎ চলনমতে জানা গেল।
“ তাহার দস্তাবেজেতে মিয়নের মধ্যে ইচ্ছা লেখা
থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমিদার তাহা
বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর
সংখ্যা যত তত না হয় তবে যাহা বাকী থাকে তাহা
তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহার
মাল আরও বিক্রয় হইতে পারে।
“এ সকল এমতকর্তা অধিকারকে পত্তন তালুক
বলে ও তাহা লওনিয়া অনেক লোক এ সকল নিয়ম ও
নির্কর্তে তাহা অন্য লোকে দেয় ও তাহার দর
পত্তনীদার কলসার ও দরপত্তনীদার অন্যেরে দেয় ও
ক্রমে এইমত। ও ইহারদিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক
নমুনে হয়।”

কবজের পাঠ :

- ১। নম্বর _____
- ২। সাল _____
- ৩। গ্রামের নাম _____ থানা _____
- ৪। এজার নাম _____
- ৫। তাহার বোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) _____
- নগরী বিষয় _____ টাকা _____
- ভাণ্ডারী বিষয় _____ বণ _____ বা টাকা _____
- সাঁরের { বনকর _____ টাকা।
জলকর _____ টাকা।
কলকর _____ টাকা।
- নবর্ণনোটের কর ... { পথকর _____
পূর্তকাধ্যের কর _____
- ৬। বাহার নারকতে দেওয়া গেল _____
- ৭। দিবার তারিখ _____
- ৮। বত টাকা দেওয়া গেল (পূর্তে বিবরণ) _____ টাকা।
- ৯। দুবানীর বা কনতা আও কর্মকারকের আকর _____

বঙ্গদেশের এজারসহ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের ১৯ ধারায় নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

“৩৯ ধারা। (১) কোন এজার খাজনার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিছা যে বৎসরের যে কিছিতে উহা অঙ্গ দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে টাকা বেরণে অঙ্গ দিতে হইবে তাহার কথা। পারিবেক এবং তদনুসারে ঐ টাকা অঙ্গ দিতে হইবে।”

“(২) এজার ঐরূপ কোন নির্দেশ না করিলে, দুবানিকারী যে বৎসরের যে কিছিতে উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরে সেই কিছির হিসাবে ঐ টাকা অঙ্গ দিতে পারিবেন।”

কবজের পাঠ।

- ১। নম্বর _____
- ২। সাল _____
- ৩। গ্রামের নাম _____ থানা _____
- ৪। এজার নাম _____
- ৫। তাহার বোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) _____
- নগরী বিষয় _____ টাকা _____
- ভাণ্ডারী বিষয় _____ বণ _____ বা টাকা _____
- সাঁরের { বনকর _____ টাকা।
জলকর _____ টাকা।
কলকর _____ টাকা।
- নবর্ণনোটের কর ... { পথকর _____
পূর্তকাধ্যের কর _____
- ৬। বাহার নারকতে দেওয়া গেল _____
- ৭। দিবার তারিখ _____
- ৮। বত টাকা দেওয়া গেল (পূর্তে বিবরণ) _____ টাকা।
- ৯। দুবানীর বা কনতা আও কর্মকারকের আকর _____

তৃতীয় ভকসন।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।

[illegible][illegible]

হিসাবের পাঠ :

১। সাল	বিষ	বার	টাকা।
২। প্রজার নাম			
৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)			
নগদী			
গবর্ণমেন্টের কর			
	বিষ	মণ	টাকা।
ভাওলী			
অসকর	...		
বনকর	...		
কলকর	...		
৪। বৎসরের তলব	...	মণ	টাকা।
৫। পূর্বি বৎসরের বাকী (বকেয়া)	...		
টাকা।			
৬। মোট তলব (হাল ও বকেয়া)	...		
টাকা।			
৭। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	{ হাল তলব	...	
	বকেয়া তলব	...	
৮। শস্য দেওয়া গেল	...	মণ	
টাকা।			
৯। বৎসরের শেষে বাকী			
১০। ভূদায়ীদ স্বাক্ষর			

হিসাবের পাঠ :

১। সাল	বিষ	বার	টাকা।
২। প্রজার নাম			
৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)			
নগদী			
গবর্ণমেন্টের কর			
	বিষ	মণ	টাকা।
ভাওলী			
অসকর	...		
বনকর	...		
কলকর	...		
৪। বৎসরের তলব	...	মণ	টাকা।
৫। পূর্বি বৎসরের বাকী (বকেয়া)	...		
টাকা।			
৬। মোট তলব (হাল ও বকেয়া)	...		
টাকা।			
৭। প্রভোক্তের হিসাবে দেওয়া গেল	{ হাল তলব	...	
	বকেয়া তলব	...	
৮। শস্য দেওয়া গেল	...	মণ	
টাকা।			
৯। বৎসরের শেষে বাকী			
১০। ভূদায়ীদ স্বাক্ষর			

চতুর্থ তফসীল।

(২৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমার মিয়াদ।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১। যে নিয়ম লসকে এরূপ এক বৎসর নিয়ম তজ্জের তারিখ অবধি। স্পষ্ট বিধানাবলি চুক্তি অর্থে যে এই নিয়মতজ্জের দণ্ডস্বরূপ উচ্ছেদ করা যা- ইবে, সেই নিয়মতজ্জ- যেতু তালুকদার বা রায়- তকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।		
২। বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমা।	ছয় মাস	আমানতের তারিখ অবধি।
ক) ৩৩ ধারামতে এই যো- জের খাজানার নিমিত্ত আমানত করিবার পূর্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে।		
(খ) ফলাফলে	তিন বৎসর	বাকী পড়া সন যেহে স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে বাকী পড়ার শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অ- বধি এবং আমলী ও ফসলী সন যেহে স্থানে চলিত আছে সেইহে স্থানে চৈত্র মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাকী দখলীস্বত্ববিধি চাই বৎসর রায়তস্বরূপ ভূমি দখল করিলে, উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	চাই বৎসর	বে দখল হইবার তারিখ অবধি।

২ খণ্ড।—আপীলের মিয়াদ।

আপীলের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাতের আদা- লতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজার উপর আপীল হয় তার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কোন- কর্তার কোন আজার উপর কমিশ্যনের সাতের বেস নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজার উপর আ- পীল হয় তার তারিখ অবধি।

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্রের মিয়াদ।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৬। যে ক্ষেত্রে ডিক্রীমত খা- তক হলে বা বন্দে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই ক্ষেত্রে এই আইন- মত কিংবা এই আইন- দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজার জারী করিবার প্রা- র্থনাপত্র; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে ক্ষেত্রে জমে তাহা বান্ধে কিংবা এই ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০/- শতের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আ- জার তারিখ অ- বধি; কিংবা (২) আপীল করা গেল আপীল আদালতের হুঁকুম ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি কিংবা (৩) বিচার সমাপ্তি- চনা করা গেল সমাপ্তিচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রাচীনত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের রিপোর্ট হইতে আমরা মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ২১ নবেম্বর অবধি কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৩ সালের ১৩ মার্চ উহার কার্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটির অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদিগকে ৪৮ ঘণ্টার পূর্বে সংবাদ নিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫:১ পধ্যস্ত কমিটির অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে দিন সেক্টরীর নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন আঁতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরদের নিকটে প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটির হাতে অনেক কার্য থাকিছিল ও বিশেষ সমস্যা গণের সময় উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজের যে অনুরোধ হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অসম্মান করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অভিপ্রায় বা ক করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহারা প্রতিও বিশেষ অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া লিখি, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোৎপাদক হয় নাই। ইহা অনশ্রুই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটির নিকটে যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব গুরুত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসায় অতন্ত ত্বরান্বিত করা হয় নাই। এরূপ ত্বরান্বিত অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটির এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় বিষয়ে সাক্ষীর এজেন্টের ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটি যে এই ক্ষমতার আবশ্যিকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও মান্যবর জীবন্ত লেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের পরামর্শমতে পেট্রোও বিলি সম্বন্ধে কমিটিতে কয়েকজন বহুদলী জমিদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটির হস্তে পড়িয়া বিলের অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল সূত্র অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কোমর বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা জমিদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কৃষকগণ ক্ষুদ্রতর বিষয়ে জমিদার ও ভাণ্ড উভয়ের প্রতিই অপেক্ষাপাতি সুবিচার করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে যে রূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূমালিকগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমালিকগণ যাহার জন্য কমিটি এত চিন্তিত তাঁহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং উজ্জনা এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথা প্রবেশ করি না।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এই :-

১ম।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একনিক কতকগুলি স্বত্ব অপচয় করিতেছে ও অপন্যাসিত উক্ত আইনের বাস্তবচরিত্র কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যে রূপ বাখ্যা সম্পন্ন করা হইয়াছে তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণহীন ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্য প্রণালীর সরলতাপাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সুনিষ্ফল হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূমালিকগণ ও এজেন্টের মধ্যে বিবাদ ও বিলম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় দেশ প্রাদিত করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রত্যেক কৃষক (কৃষি জীবী) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমিদার ও এজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও জমিদারী কাগানির্বাছ ও রায়তদের কার্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্যকারককে মধ্য ও জিজ্ঞাসার স্থল করার ইহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানহীন আত্মনির্ভর শক্তিকে অক্ষয় করা হইবে, ও উহার মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অর্থ ন্যায্যতার বাস্তবতা করা হইবে। গবর্নমেন্টের পিতৃহানীর তাব বন্ধনুলকরা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিশ্চয় উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটি যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমরা যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধায়ে অধ্যায়ে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল সূত্র ও কলঙ্কী প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাই।

তালুকদার ।

যাঁহারা একদে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই হুতন শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাঁহাদের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্স বিলি করে (৩৭ ধারা) এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাঁহাদের যোতের সমস্ত দাবী দাখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোর্স বিলি করা আছে । এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে । (৫ ধারা ৫ প্রকরণ) । প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে । থাজানার দ্বারা দায়িত্ব ভিন্ন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাঁহাতে বর্ত্তিবে । শেষোক্ত শ্রেণীর প্রাণী তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে । প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে কোন্ বিচারে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে জয় করিবার স্বত্ব ও ফ্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্স বিলি করিয়াছেন বাণিয়া প্রজা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাঁহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না । ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায় হইবে । তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার নাই । এই সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলকণ রূপায়ণ দেওয়া হয় । প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও চস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী খোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উত্তর থাজানার হার মূল্য হইবে, ও উহা মতক্রম স্বত্ব ও ফ্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে । বাবদ্বাপক ও তাব লুতুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা কখনই এদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভূমিঃক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া কেহ তর্ক করিতে পারেন না । এই বিষয়ে ভূস্বামী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে ।

তালুকদারদিগের থাজানা রক্ষা সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলাম খরিদার ভাদায় করিবে তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে । “ যকঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির থাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির থাজানার হারে তথ্য গেল সে তালুকদারের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতী ভূমির উপস্থিত মূল্যে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের নামকর ও তালুক বুঝিয়া তাহা মীলার খরচা বহন উচিত হয় তাহা মিনায়া করিয়া যাহা বাকী থাকে তাহা এই যকঃসলী তালুকদারের জমা ঠাহরিবেক ” । ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের থাজানার ক্ষমতা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই । কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকট-নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদালতের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যায় এরূপ মীমাংসা পর্যাপ্ত রক্ষা করা না হইতে পারে (লীলু সাহেবের ডাঃজেন্ট দেখ) । আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “চলিত হারের” পরিবর্তে “দেশাচারীগত হার” লেখা হইয়াছে কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রায়মোক্তী নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন । আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার লাভ শতকরা ১০২ টাকার মত হইবে না । এই শতকরা দশটাকা আদায় আদায়ের নহে । আদায় বন্দিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝায় । সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লাভ নহে, মোট জমা হইতে কোল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের বুকিও বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে তাঁহার শতকরা দশটাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না । এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের বুকির জন্য বাদ পড়ে একথা আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই । পাবলিক ওয়ার্কস মেগ ও রোড মেসের হিসাবে প্রজাদের নিকট হইতে অনান্য টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না । অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাঁহার নহে । তাঁহারা বিনা বেতনে গবর্ণমেন্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র । এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল । কিন্তু এখনও সব ভয় নাই । বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের থাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের থাজানা পূর্ববর্ত্তী থাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে না । বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা রক্ষা হইবে তাহা একবারেই দিতে হইবে । কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে ৬.৫০ অংশে রক্ষা হইবে এবং সমস্ত রক্ষা পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে । বর্ত্তমান আইন অনুসারে থাজানা রক্ষার কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে । শেষোক্ত তিনটি বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং যে দাকন তালুকদারকে লোকে কোন কাজের মত বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে । পেটাও বিল হওয়ার করার এ উপায় কখনই প্রশস্ত নহে ।

অবধারিত হারের রায়ত ।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে সর্ব প্রথমে এই মন্তব্যের একটী আইনসম্মত অনুমান সন্নিবেশিত হয় যে কোন মোকদ্দমা আদালত হইবার পিছনতি ৫৯সর পূর্বে অবধি যদি কোন প্রজার থাজানা অপরিবর্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে থাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮১৯ সালের ১০ আইন পাশ করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যেসে প্রয়োজন নাই এতখানি কেহই অস্বীকার করিতে পারি বন না। রায়তদিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা রক্ষি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিল দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন ১৮১৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা রুদ্ধির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমিদারের সর্বনাশ হইয়াছে। মাল্যবতী জমিদার রেনল্ডস সাহেব খাজানা কমিশ্যামের পাণ্ডুলিপিসমূহ দেখে নতুন প্রাণ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহার সকলেই বলিয়াছেন যে “ইহা দ্বারা জমিদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, কারণ অনেক স্থলে সে পূর্ববর্তী জমিদারের জীবিত কাগজপত্রের দখল পায় না।” জমিদার রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছেন যে পুরির কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহান অতি অসুখ আছে এই অনুমান দ্বারা যাহার কুস্বাধীর স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই” এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া জমিদার রেনল্ডস সাহেব অনুপ্রোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্ব-বর্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া হলেই এই অনুমানের কার্যসীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সপক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়া ছিলেন যে এই অনুমান তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুপ্রোধ করার সময় জমিদার রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮১৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল কার্যতঃ তাহার কি কল দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত”। অনুমান দ্বারা জমিদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী দাখিল হইতে নিরস্ত করা হইয়াছে; না মাল্যবতী প্রকারে প্রকারে অবস্থার থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে প্রদান হইতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অনিকাংশস্থলেই যে প্রকার যৌত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগকারী করিয়া দাখিল হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য অভিপ্রায় অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থ এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেভাবে এই নিয়ম পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

জমিদার রেনল্ডস সাহেব তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি তাঁহার মত পূর্বেও যেমত ন্যায় ও বিচার সম্বন্ধে ছিল এখনও তেমনিই আছে। এইমতের উপর নির্ভর করিয়া জমিদার রেনল্ডস সাহেব পূর্বে যেমন প্রস্তাব করিয়াছিলেন আমি তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কমিটির অধিকাংশস্যব্দ আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন নাই, ইহা সপেক্ষা আরও পরিবর্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত কর হয়, উহাতে উপস্থিত পাণ্ডুলিপি পাশ হওয়ার তারিখের পূর্বে হইতে এই বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাহাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নির্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুমানিক নিম্নলিখিত স্বত্ব সমূহের উল্লেখ আছে।

২০ ধারা।—অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমিভোগী করে,

(ক) কোন ভালুকদার যে যে বিধানের নিয়মাবলি থাকেন যোড়ের স্বত্বের ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তাহারও সেই সেই বিধানের নিয়মাবলি থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর, যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তমতে এই আইন সত্ত্বে যে নিয়ম তন্ত্র করিলে, তাহাকে উল্লেখ করা বাইতে পারে, যে সেই নিয়ম তন্ত্র করিয়াছে এই যেহেতু তিন অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্বোক্ত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধে অনুমান একত্র করিলে, জমিদার মনে সত্যি এই ধারণা হয় যে, ইহা দ্বারা অনুমানের কল পাঠিতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রায়শঃ আশীনাগিকে অবধারিত হারদারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রলোভিত হইবে, এবং এইরূপে জমিদারকে তাহার স্বার্থস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমিদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমায় খরচা ও জালান না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করার ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, উহা দ্বারা যে সকল জমিদারের কিছু তাই সঙ্কেচনাট তাহার বেশ আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগকারী রায়তদিগের খাজানা না দাঁড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজিও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক আপত্তি সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকদ্দমাদার বা চিরস্থায়ী ভালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমিদারের প্রতি এই বিধানের ফল আশ্চর্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমিদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা দয়ালুতা বশবৎসর ধরিয়া খাজানা রুদ্ধ করেন নাই, তাহার যে রায়তের স্বত্বপূর্বক দাখিল গনি রক্ষা করিয়াছে তাহা ও অন্যান্যসেই আশীনাগের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরদিকে যে জমিদার কখনও এরূপ আস্থা ও সময়তাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়তাব খাজানা রুদ্ধ করিয়া প্রজাকে জালান করিতে ও উত্তর করিতে সক্ষম হইতে না তাহার নিশ্চয়ই বিলম্ব সুবিধা হইবে। ফল এই হইবে যে ভাল জমিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমিদারের ক্ষতি হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ।

সকলেই জানেন যে ১৮১৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এবিষয়ের বাস্তবস্থান পুনরুজ্জীৱিত করিতে ইচ্ছা করি না । স্বাধীন বৎসরের মিয়ন ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া মাড়া চাড়া করা ভাল দেখায় না । এবিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমীদার হুজুর করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের ব্যাঘাত ক্রান্ত পাবেন না । সকলেই স্বীকার করেন যে এক্ষণে অথবা বাজারায় প্রচলিত নাই । কিন্তু জীযুত সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত স্বাধীন বৎসর অনিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা তাহার অন্য থ জামা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব জন্মবে, যে নিজে অথবা তাহার পুত্র পুত্রবধূ নোন গ্রাম বা মহালে ১২ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে ” । আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে বিনা স্বত্বভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আনিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণ বলতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্বমান হইবে, এনিয়ম যে নির্দোষ এবং বিচারসম্মত এক্ষণে আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সজ্ঞরূপেই কার্য করিয়াছেন একথা কেহই স্বীকার করিতে পারবেন না । কোন ব্যবসায়ীর যদি তামাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তাহা ঘটনা হইবে তাহার পূর্বেই দেওয়ানদের মাঝে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাও যে রূপ ব্যক্তিবিক্রম এক্ষণে জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলাও যত সেইরূপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা হয় তাহা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় । তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এক্ষণে কার্যের শাস্তি বিধানকারে আমার মতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটি স্থির করিলেন যে যখন মহামহিমবর জীযুত সেক্রেটারী সাহেব এবিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরাবলম্বন করিতে তাঁহারা সর্ব্বমতেন । কিন্তু এখানে আমি একথা বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটি জীযুত সেক্রেটারীর নীমান্নার বাহা বলে তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন । অথবা পাল্লিপিভে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা ।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে তবে বিপরীত ভাবে চুক্তি থাকিলেও এবং ঐখান মধ্যকার সময়ের মধ্যে যাহা যে ভূমি এক্ষণে ভোগ করে তাহা ভিন্ন হইলেও ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

আবার

৪৭ ধারা ।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮১৯ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমোদন স্বীকৃতি করিয়াছেন বথা:—

১৫ ধারা—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামের বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮১৯ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

২৬ ধারা—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য নুষ্ঠানে ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে তাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূমি অধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমি অধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা তাহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন সময় ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামের বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উপাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে অথবা ঐ ব্যক্তি এই ধারার কার্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৫) কোন জমী ছুই বা তদধিক অংশীদার রাইটী যোক্তরূপ ভোগ করিলে, এই রাইটী কার্যপক্ষে এই জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রাইটরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রাইটরূপ জমী ভোগ করে ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রাইট থাকিবে।

(৭) যদি কোন রাইট ২৬ খারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রাইট রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আবার নিবেদন এই যে এই সমস্ত বিধান জীবুত ফেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ খারাম (২) প্রকরণে বেরূপ বিহিৎ হইয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বার বৎসর হইতে কমাল জীবুত ফেট-সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রাইটকেই দখলীশ্বরবিশিষ্ট বাসেন্দা রাইট বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে জীবুত ফেট সেক্রেটরী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে “বাসেন্দা রাইট” দখলীশ্বরবিশিষ্ট রাইট বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্ব উক্ত বিধান সকলে “বাস” কে দখলীশ্বর উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জীবুত ফেট সেক্রেটরী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীশ্বর উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রাইট তাহার ঘোত চাড়িয়া দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রাইট বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়ারকেই উক্ত স্বত্বের অগরিহায্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। চতুর্থতঃ জীবুত ফেট সেক্রেটরী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রাইট একবার ভূমি পরিভাগ করে এবং পরে কতিপয় দিন আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রাইট বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবুত ফেট সেক্রেটরী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীশ্বরের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রাইটরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সেট ভূমি,ত যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীশ্বরের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারদার হইলেও পরে সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীশ্বর গোপ্য পাইবে না। কিন্তু জমীদার যদি দখলীশ্বরবিশিষ্ট ঘোত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে দখলীশ্বর বিমুগ্ধ হইবে (২৮ খারাম)। তালুকদারকে ও ইজারদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন্ নিয়মে তাহা জমীদারকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পারফার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তালুকদার ও চিরহাঙ্গী স্বত্ববান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে সাধারণ খরিদারের যে স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাহসপূর্বক রেবেলিউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর জীবুত এচ, এল, ডাল্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালার ডাল্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের আদানিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সমস্যার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে দখলীশ্বরভাবে খাজনা কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ জয় বা অমোচ্যপারে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আনিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্তী কৃষিকর্ম বর্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুক ভুক্ত হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক বা অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অবাসেন্দা তালুকদার, এ জমী সর্বনিম্নবর্তী যে পোটাও তালুকের অন্তর্ভুক্ত তদুপরিস্থিত যে কোন তালুকের অধিকারী এরূপ স্বত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সম্মুখোক্তে যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্তিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও উহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমিদারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা বহু ব্যক্তির আবাসহিত অধীনে কোন প্রমাণ ভূমিভোগ করে,” অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে জীবুত সেক্রেটরী গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে ভূস্বামীর “যে চিরহাঙ্গী তালুকদারের আবাসহিত অধীনে রাইট ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার চীকা টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

দখলীশ্বরবিশিষ্ট ঘোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীশ্বরবিশিষ্ট ঘোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিকল্পে তর্কাতলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানেন। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রাইট উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটা মূল্যবান স্বত্ব অমায়িকরূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহার দর মহালে লক্ষণকীর লোকে প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রাইটের বেরূপ অবস্থা তাহাতে যে ঘোতের উপর তাহাদের প্রাণোচ্ছাদন নির্ভর করে তাহা অল্প দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহার মজুরের অবস্থার উপনীত হইবে। চিরহাঙ্গী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলীশ্বরবিশিষ্ট ঘোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট যখন প্রথমে দখলীশ্বরবিশিষ্ট ঘোত হস্তান্তরযোগ্য ক্রিয়ার প্রস্তাব করেন, তখন ভাড়াভারীর গবর্নমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত-

প্রদানার্থে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে আস্থান করা হয় এবং উক্ত অ্যাসোসিয়েশন খাজানার ডিক্রী টাকা গোধ করণার্থে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ফিক্স আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ নেন জমিদার এই উণ্ডায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইবে তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কার্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ ফ্রেটেরী রেনল্ড্‌স সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য একরূপে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপন লক্ষ্যেছেন। রেভিনিউ বোর্ডের পক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিম্নেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতই এই প্রস্তাবের অস্বীকৃতি এবং ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ কল উৎপন্ন হইত না, এবং যাহাদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিযেচনীয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তর স্বত্ব দ্বারা জমিদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমিদার প্রেরী সাদারগণতঃ হস্তান্তর কমতা প্রদানের অত্যন্ত বিরোধী। এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ঐযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার উচিত্য বিষয় বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এত জন্য পাণ্ডুলিপিতে জমিদারের অসুযোগক্রমে আদালতের ডিক্রীজারী মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।”

তাঁহার পর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং জমিদারের। ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব হারিয়া দিতেছিলেন তাহা স্থা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রসর করিয়া বিবরণ একটী নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তগুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাঁহাতে সর্বস্বাসী ভূমিাবাসীরা বা দাঁওঅধোগী লোকের জমিদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি জরাজিহ্ন বন্ধ করিতে পারে। জমিদারকে যে পূর্বকৃতের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আদালত কর্তৃক যে কার্যকালে তাহা সারবস্ত না হইয়া ছাড়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমিদার যে জমীর হুমারী ও যাহ আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার জন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যায় খরিদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বলিয়া উঠ তাহা হইলে তাঁহাকে খরচাপত্ত করিয়া মালিকের জন্য আদালতকে আনিইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমিদারের অনেক সংখ্যক রায়ত বিদ্রোহী হয় ও তাঁহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া তর দেখায়, তাহা হইলে জমিদারের যদি সমস্ত যোত কিনিার মত তাঁহারই টাকার থাকে, তাহা হইবে ঐ সমস্ত যোত দ্রুতম লোকের হস্তগত হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহারা কার্যতঃ জমিদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটী বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমিদারকে খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে সীমানসার বাধা নহে, কারণ ৩২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমিদার রায়তকে মূল্য গ্রহণ করিতে বলেন ‘রায়ত কর্তৃক ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় ঐ মূল্য উত্তম ভূমিধিকারীর নিকটে ঐ স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।’ অতএব জমিদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়্যার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বকৃতের স্বত্ব যদিও কার্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কোণস করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্বকৃতস্বত্বের নিয়ম তালুকদারের প্রতি ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অর্জেকের অধিক কোর্কাবিল করিয়া অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার হিরদংশ কোর্কাবিল করিয়া তৎক্ষণা তালুকদার-রূপে পরিণত হইয়াছে তাহাদের প্রতি বর্তিবে না।

খাজানা বৃদ্ধি।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমিদারের ক্ষতি করিয়া তাহা-দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮৬৯ সালের ১০ আইনসম্মত কখনই হয় নাই। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানারূপে সম্বন্ধে আমি দেখিতেছি যে একদে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার স্বগত হইয়া রহিয়াছে, এবং এত সম্বন্ধে জমিদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়াই নূতন ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আবার বোধ হইতেছে যে কমিটী যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে জমিদারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বর্জিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে জমিদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইচ্ছা হইতে পারে যে, যেখানে ইচ্ছামতে বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকার দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকার দুই আনার অধিক ও চার আনার অনধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে জমীদারের উপর বিষয় অক্ষমতা আরোপ করা হইল। যে স্থলে যৌকক্ষমা দ্বারা খাজানা রুদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা রুদ্ধির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিধিগত রায়তেরা নিকটবর্তী সেই প্রকারের ও উচ্চপন্থা বিধিগত ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত ভদ্রপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য রুদ্ধি হইয়াছে।

(গ) সুবাদিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অন্য দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কার্যাবলীতে খাজানা রুদ্ধি সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “প্রচলিতহার” পরিহার করা যায় না এবং এখন এ বিষয়ে যে সকল সমস্যা ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্য চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টে তাঁহার বিরোধী হন। আমার ভর এই যে দ্বিতীয় কারণ অলৌকিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গবর্ণমেন্ট কর্মকারকেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস করা যায় না। জানিয়াশুনিয়াও গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্বাসযোগ্য এমন পাওয়া যে নিতান্ত মুকঠিন, বিশেষ “সেই স্থানে বা চলিত বাজারে”, কমিটী তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজারে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কাছাকাছি অক্ষিগত করিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি সুন্দররূপেও কার্য হয় তাহাপি উহা কদাচ কখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কার্যকারক কর্তৃক খাজানা রুদ্ধি সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে তাহাতে কার্যতঃ সমস্ত বাণিজ্যই রাজস্ব কার্যকারকের বিবেচনামত সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয় অন্য রাজস্ব কার্যকারকের উপর তত্ত্বাহানে তদারকের উপদেশ আছে কিন্তু কি সত্ত্বে পরিয়া প্রচলিত হার নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কার্যকারক ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কার্য করিবেন। মূল্য রুদ্ধিহেতুক খাজানা রুদ্ধি করিবার এই বিধান আছে।—

(ক) জমীর গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সময়ান্তরে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত উৎপত্তি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং যৌকক্ষমা উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া নায্য ও কার্যকারক বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা রুদ্ধি করিবেন না যে বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি-আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে ও চারিয়ার নিয়মানুসারে সাবেক খাজানার সহিত বর্জিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কার্যকরণ বিষয়ে মূল্যের তালিকা উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্বের বলিয়াছি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গোলাগে উল্লিখিত সংগ্রহ করে এবং পোলীস যে বিষয়ে বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। আর সম্ভবতঃ যে থেকে ও খুজা বিক্রয়ের দর মিশ্রিত করা হইয়া থাকে সে কথা না ধরিলেও কোন দায়িত্ব-বিশিষ্ট সেবস্তার তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না এবং উহা হইতে ন্যায্যরূপে গড় হিসাব করা যায় না। যদি বিশেষ গড়পূর্বক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকা প্রতিই বন্ধিবে) এই সকল তালিকা বিচারালয়ে প্রকৃষ্ট ও নিষ্ঠুর প্রশ্ন দিলে গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আমার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পুরান মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আমি দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাজার চাউলের এবং বেহারে হুটী, যব ও গমের মূল্য পরি-
ণত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের নামোল্লেখ করার তার স্থানীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেন্টে বিবেচনামত সমস্ত ভিন্ন শস্যের নাম উল্লেখ করিতে পারেন। ডাল, ইক্ষু, ভুট্টা, আলু, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্ন প্রকারের বিষয় কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের চাইল্ডস কমিউশন আক্ট যে মূল সূত্রে অধিত এ নিয়মও সেই সূত্রানুযায়ী। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে দিল্লীর চাইল্ডসের সহিত বাজারের খাজানার কোন দোষাদোষ নাই; কারণ প্রথমোক্ত কস-
নের নির্দিষ্ট অর্থৎ মূল্য অংশ, আর শেষোক্ত উৎপাদের অংশ মূলক হইলেও এক্ষণে পুরাতন মিশ্রিত হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী চাইল্ডসের কখন রুদ্ধি হয় না কিন্তু আইনই বাজারের টাকায় দের

খাজানা রক্ষিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাউতে পারে যে যে মূল সূত্র টাকাকে টাকায় পরিণত করার সময় সুবিচার সম্ভব বলিয়া গৃহীত হয়, টাকায় দেয় খাজানা রক্ষি বিষয়ে সেই মূল সূত্র কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সম্ভব হইবে? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই সূত্র পরিচালনা করা যে রূপ কঠিন পাবেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূমাদিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানা রক্ষি সম্বন্ধে ও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্যক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভয় হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ রক্ষির আদায় দিবার সময় সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪৬ ধারার বলে যে আদায় দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন বুদ্ধিমান জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্রসর হইবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সহিত ব্রিটিশ চণ্ডিগ্রাম এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখি দ্বারা প্রক্টে এই স্থির হইয়াছিল যে কোন ক্ষেত্রে বর্তমান খাজানা দ্বিত্বের অধিক রক্ষি হইতে পারিবে না এবং একবার রক্ষি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্নমেন্টের পরামর্শবশত উক্ত নিয়মই পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা মূল্যবত্ব বশতঃ রক্ষির চেষ্ঠা হয় সেখানে খাজানা টাকায় আটকানার অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক রক্ষি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল্য রক্ষি বশতঃ খাজানা রক্ষির চেষ্ঠা হয় সে স্থলে বর্দ্ধিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকায় চারিআনা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা রক্ষি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্নমেন্টের নীতিই হুড়াস্ত হয় না। জমিদারেরা যতই অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার মূল্যবত্ব বশতঃ রক্ষি করিবার চেষ্ঠা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের সীমা পর্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শত করা পঞ্চাশ টাকা উচ্ছতন সীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যায় না। আমার যে স্থলে মূল্য রক্ষি বশতঃ খাজানা রক্ষির জন্য চেষ্টা করা হয় এবং অনুপাত ধরিয়া রক্ষি দিতে হইবে, সেখানে শত করা পঁচিশ টাকা উচ্ছতন সীমা নির্দেশ করা সুবিচার সম্ভব নহে।

শস্যে দেয় খাজানা টাকায় পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাজানো অপেক্ষা বেচারােই অধিক খাটে; এবং আমার বান্যবর সহযোগী মহিমামুণ্ড দ্বারতদ্বার বনারাজা নিশ্চয়ই এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই যে মূল সূত্র পরিবর্তনকার্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্বারা বর্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটি সূত্র এই—

(ক) দখলী সূত্র বিশিষ্ট রায়েতেরা নিকটই সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূমাদিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাট্টা থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না এইরূপ স্পষ্টে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়েত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন এবং ১৮১৯ সালের ১০ আইন এ উক্ত মতেই দখলীস্বত্বশূন্য রায়েতের সহিত কারবারে জমিদারের স স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলীস্বত্বশূন্য প্রজা ইচ্ছাধীন প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূমাদিকারী ও দখলীস্বত্বশূন্য প্রজার সম্বন্ধ বর্তল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি দখলীস্বত্বশূন্য প্রজা কোনমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক মুঠা বীজ হড়াইবার বোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলীস্বত্বলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে যে রূপ বলিয়াছি বাসেন্দা রায়েত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ কল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার বেরণ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্ট্রারী করা নিয়মত্র ব্যতীত খাজানা রক্ষি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রায়েতকে এরূপ নিয়মত্র দিতে সাইবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে প্রজা দূর করিবার জন্য মোকদমা কর্তৃক দিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখন ঐ যোক্তের কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসম্মত তাহা স্থির করিয়া দিবেন এবং আদালতের কৃপামত জমিদার প্রজাকে পঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার পূর্বেই রায়েতের দখলীস্বত্ব জথ্যে তাহা হইলে সে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্বত্ব অধিকার পাইতে স্বত্বাধীন হইবে। এইরূপে দখলীস্বত্বশূন্য প্রজা নাম মাত্রেই পথ্যবিস্তৃত হইবে। এই শ্রেণীর রায়েতের সহিত আপনাতঃ উচ্ছাদিত কারবার করিবার জমিদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমিদারকে আদালতের আঙ্গারুমে পঁচবৎসরের জন্য পাট্টা দিতে বাধ্য করা হইল। এতলে আমার বলা উচিত যে বিচারার্থীন পাট্টা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণহতুকই প্রজার উচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয়

প্রথমতঃ বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এদেশ অজ্ঞাত কতগুলি নূতন তাঁতের স্রষ্টা অনির্নিত ছিল। এপাটুলি'তে সেগুলি থাকিলে নূতন বিধানের মূল হইত। কিন্তু তাঁতার পরিবর্তে বিচার্যাদীন পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্তিত করায় জমিদারের প্রতিবিশেষ বিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে জমিদারেরা চিরকাল সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রায়তের সুবিধার জন্য বিচার্যাদীন পাট্টার ছুটিম দেওয়া হইল সে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে মন্দ পরামর্শ দিয়া চতুস্পার্শ্ববর্তী প্রজার পালকে কেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। ইহাও জমিদার অন্য প্রকার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে তাহা অপেক্ষা বেশী খাজানা পাইতে পারিতেন এবং হয়ত খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিভাব্য পাইতে পারিতেন। কিন্তু বিচার্যাদীন পাট্টার তাঁহা সুবিধা বা স্বাধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বহীন রায়ত সম্বন্ধীয় বিধান সকলে জমিদারের ভূস্বামী স্বত্ত্বের প্রতি আরো এক বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে প্রণীতরায়তের সুবিধার জন্য একরূপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু যাত্র মারানাই সুতরাং জমিদারের অগ্রহ পাইতে তাহাদের কিছু যাত্র ধর্ম্মতঃ দাবী নাই।

কোর্কা বিল ও কোর্কা রায়ত।

যে পাটুলিগি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাঁহার এক প্রধান ভৌগ এই যে, যদিও তাঁতে জমিদারের স্বত্ব ও অধিকার বিশেষরূপে খর্ব্ব করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্ষক, যাঁতার পরিচর্য্যই দেশে ধনাগম হয় ও সাধারণের এতিনিধিস্বরূপ গবর্ণমেন্ট ও ভূস্বামী ও পেটো ও ভূস্বামীর দল আঁতার প্রাপ্ত হন, তাহার কার্য্যতঃ অল্পট উপকার হয়। মদ্যবত্তী লোকের অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্কা রায়ত যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্ষক করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মদ্যবত্তী লোকের দয়ার উপর ফেলিয়া দেওয়া হইল।

এই বিধানে যেরূপ ইওর বিশেষ করা হয় কর্ম্মী তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছিলেন। এবং তাঁহার কোর্কা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানাবিধ উপায়ে প্রয়াস করিয়াছেন। তদনুসারে এই পাটুলিগিতে কোর্কা বিল নিরমিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আঁতার সম্বন্ধে এই যে এককন বিধান কায়েদ পূর্ব্ব হইবে না। প্রথমতঃ যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাঁতার যোতের অন্ধকের অধিক কোর্কা বিল করে সে, উহা রেজিষ্টারী হইবামাত্র, তালুকদাররূপে পরিণত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপে সুবিধাজনক। অতএব ইহাতে কোর্কা বিল বন্ধ হওয়া দূর থাকুক এবং উহার প্রয়োগ দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্কা বিল করে, তাঁহা হইলে কোর্কা পাট্টা দাত বৎসরের অধিক কালের জন্য মিল্ক হইবে না, এবং উহা ভূতকালেও কলবৎ হইবে। যে কোর্কা পাট্টা দিয়াছে তাঁতার অবস্থা ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাট্টা ব মিগান যত অল্প হইবে তাঁহার দাত তত অধিক হইবে। তৃতীয়তঃ কোর্কা রায়তের ভূমাদিকারীরেজিষ্টারী করা পাট্টাভলে নিজে যাত্র দিয়া থাকেন তাঁহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অনেক স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে স্থলে পর২ ২৫ শতাংশ মধ্যবর্তী লোক আছেন, (বাকরগঞ্জে পর২ ১৩ প্রণীর মদ্যবত্তী লোক আছে,) সেই স্থলে কিরূপে এই বিধানে কার্য্য চলিবে। প্রত্যেক মদ্যবত্তীই কি কোর্কা রায়তের নিমিত্ত হইতে তিনি আপন ভূমাদিকারীকে যাত্র দিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকার অধিক দাবী করিতে অসম্মত হইবেন। তাঁহা হইলে এই দলের সর্ব্ব পো ব্যক্তিরা, যে ব্যক্তি স্বহস্তে চাষ করে তাঁহার, দশা কি হইবে? চতুর্থতঃ ভূমাদিকারী কোর্কা রায়তকে কৃষি সম্বৎসরের শেষে ভিন্ন ও ৫ বৎসর শেষ হইবার ছয়মাস পূর্বে উঠিয়া যাইবার লিখিত নোটিস দান ভিন্ন রায়তকে উঠাইয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে উচ্ছিন্ন রায়ত অন্ধকের অধিক ভূমি কোর্কা বিল করিলে, তাঁহা তাঁহাই লইয়া উচ্ছিন্ন রায়তের সহিত কোর্কা রায়তের সর্ব্বদা বিবাদ হইবে, কল এই হইবে যে হয় কোর্কা রায়ত নিঃশেষে অত্যাচার সহ্য করিয়া যাইবে, না হয় সর্ব্বদা মোকদ্দমা খামলা হইবে। আর আমি যত দূর বিচার করিতে পারি তাহাতে যে সকল স্থলে উচ্ছিন্ন রায়ত তাঁহার যোতের অন্ধকের অধিক ভূমি কোর্কা বিল করিবে কেবল সেই সকল স্থলেই ৬২ খারানতে খাজানার সীমা নির্দ্ধারণ কাঁড়াকর হইবে। এই জন্য সে রায়ত আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও উচ্ছিন্ন রায়ত যদি আইন লঙ্ঘন করে, তাঁহা হইলে তাঁহাকে আদালতে আনয়ন কাহারও স্বার্থ নাই, কারণ আইন লঙ্ঘন করিলে কোনরূপ শাস্তিরই বিধান নাই। উচ্ছিন্ন রায়ত যে রায়ত তাঁতার নিজের শর্ত্তমত জমী লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়াই স্থির করিয়া রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্কা রায়ত এই শর্ত্ত স্বীকার করে সে আর আইনপ্রদত্ত উপকারের প্রত্যাশী হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি আর একজন রায়ত - উভয়েই নির্ণীত শর্ত্তে জমী লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি উচ্ছিন্ন রায়ত তাঁহাকে প্রচণ্ডই না করল তবে সে দাঁড়ায় কিম্বের আবে। অতএব কোর্কা বিল নিরমনার্থ বিধান সমুদয় অকার্য্যকর হইবে, না হয় অশেষ-প্রকার মোকদ্দমা খামলা উৎপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অধায়ে ভূমাদিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিবর্তন প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাঁহা না সর্ব্বমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্ত্তমান সময়ে ভূমি মালীরাই প্রায় ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাঁহাদের ভূমাদিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই অধায়ে বর্ণিত হইছে যে (১) যে রায়ত অবধারিত খাজানার ভূমিযোগ

করে সে আপন যোগ সম্প্রদায়ের নাম রূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাছিল তুমি দিকারী তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না। (২) যে স্থলে রায়তের মতলীসত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমিদিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক ঘোঁড় সযত্নে কোন কাজে হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্বত্ব থাকিবে। (৩) যে স্থলে মতলীসত্বশূন্য রায়ত আপন ঘোঁড় শোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিয়া অন্য ভূমি দিকারীর উপর এক নোটস দিবে। যদি ভূমিদিকারী তাহার অসুযোগ রক্ষা করিতে না পারেন অথবা অমানোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজেই উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এষ্ট বিধান সমুহের মর্ম এই যে উক্ত ভূমিদিকারীর ভূমী স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাহার এবিসয়ের মীমাংসাবিধার কাউন্সিলের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে এখন কল্যাণ ভূমিদিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিলে দেখিলে ভূমি দিকারীর অনেক মূলধন থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সুরক্ষা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা বৃদ্ধি করিয়া তাহার মূল্য তাহার নতবেশ এ আশঙ্কায় তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানাবৃদ্ধি দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে এ ভূমি খাজানা বৃদ্ধি দিতে সমর্থ তাহাই বৃদ্ধির আদেশ করিবেন। আমার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিচ্ছাদ্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া গাইবে। যাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার সাবধা নাট তাহাদের নিকটে উৎকর্ষসাধনের আশা করা, যাহাদের সাবধা আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে কিরূপ পাকা রাজনীতি তাহা আমার বুদ্ধি অগম্য। আমি এতাব করিয়াছিলাম যে কৃষি বিষয়ে পরীক্ষা, আদালতের প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি এখন বিষয়ে ভূমিদিকারীর অধিষ্ঠা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার এতাব গ্রহণ করা হয় নাই। আমাকে ভূমি এখন বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে বলা হয়।

অবিকৃত সম্পত্তির হস্তাবধারণ।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার জজকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি, ভূমিতে তাহার স্বত্ব না থাকিলে, আবেদন করিলে যদি তাহার বোধ হয় যে সাধারণের অসুবিধা বা ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের ক্ষতি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা ভাড়াতের সহাধিকারীগণকে তাহার হস্তাবধারণের ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে পারিবে। আমি শেষ দিনের কথাই প্রথম বলিব। সহাধিকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কাষাধিকার না থাকিলে রায়তদিগের কঠোর বিরক্তি হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কমিটী খাজানা আদালতের নিয়ম করিয়া এ অসুবিধার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেকগুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহাদিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের ক্ষমতা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় এজা টাকার জন্য উক্ত সহাধিকারীগণের একযোগে হস্তীদ পাইতে না পারে সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আদালত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহাধিকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ কাষাধিকার দ্বারা দরখাস্ত বা মোকদ্দমা করিয়া তাহা হইলে সহাধিকারীরা ক্রোকের দরখাস্ত অথবা বন্ধিত খাজানার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবে না। এতদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিকৃত মহালের রায়তদিগের সমস্ত যুক্তিযুক্ত ক্ষেত্রের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিকৃত ভাবে কোন মহালের হস্তাবধারণ হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিস্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তরূপ বলিতেছি, যদি সহাধিকারীরা রাজস্ব দিতে ক্রটি করে তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা দরকারী আবেদনক না করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বঙ্গদেশের রেজিষ্টারী বিষয়ক আইনের কাষা দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে এবং তাহাদের ক্ষতিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জজ সাধারণের অসুবিধা হইতেছে মনে করিলেই সহাধিকারীরা আপন সম্পত্তির হস্তাবধারণ হইতে কেনই বঞ্চিত হইবেন। পরিস্কার বুঝা যায় না। আমার নিবেদন এই যে যেসকল কারণের কখনই অস্তিত্ব নাই, তাহারই তান করিয়া ভূমিদিকারী ও মতলীদিগের সম্পত্তির হস্তাবধানের ভার অনেক প্রতি অর্পণ করিয়া, উহাদিগের পরিগ্রহ ও উৎকর্ষ সাধনের উত্তেজক কারণ অপমোদন করা প্রকৃষ্ট রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

স্বত্বের লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, ও হারের তালিকা।

ভূমিদিকারী নিজ অধী নিশ্চিত করণ।

ভারতবর্ষের যে সকল ভাগে নির্দিষ্ট সংখ্যক বৎসরান্তে ভূমির বন্দোবস্ত হয় তথায় অধুনা যে ভাবে ভূমির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলিও সেই ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রায়ই উৎসরূপে নির্দিষ্ট আছে, এবং এই অধ্যায় সকলের বিষয় সম্বন্ধে যে যে স্থলে প্রজা ও ভূমিদিকারীতে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্পর্কবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজ নিজ পক্ষের উপর আটনের কাষা নিভর করিতে দেওয়াই সহজজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই সকল অধ্যায়ের মর্ম এই যে, একদিকে ভূমিদিকারী ও প্রজা উভয়কেই, তাহাদের জন্য বিহিত উপায় অবলম্বন করিতে আদীনত দেওয়া হইয়াছে, অপনিকি স্থানীয় গবর্নমেন্টকে নিজের ইচ্ছামত সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অধ্যায়ে যে সকল বিধান আছে তাহাদের কাষা চলিতে আরম্ভ হইলে, আমার ভয় হয় যে দেশ মোকদ্দমা সাগরে ডুবেয়া যাইবে, ভূমিদিকারী ও প্রজার কুপুরুতি সমূহ উত্তেজিত হইবে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করণের দ্বারা একাধিকরূপে উদ্ঘাটিত হইবে, অধীনস্থ আমলারা অশেষরূপে অত্যাচার জঘন্য হইয়া যাইবে,

এবং কৃষিক্ষেত্রে কতি, বার ও বিপদের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকে নিজেই এসকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিবে, তখন উহা দেখিয়া লওয়া তাহানেরই কাজ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেবল যোগবর্ণমেন্টে দেশের লোকের উপরি-উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত প্রমাণ দেখিতে পাইতেছি না। আগামী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্ভিষ্ট কার্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্বোক্তাধিত কত বর্জিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরি বিরুদ্ধে নীলাম খরিদার নিজের অবগতির জন্য অসামান্য কষ্ট পাইবে না; স্বত্বের নিশি শুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়, যেখানে রায়তেরা স্বত্ব ঘটে করিয়া থাকেন; দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রায়তদের কর্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলে রাজস্ব খাজনার বন্দোবস্ত হয়; যেখানে অসামান্যেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই অসামান্যের মিল অস্বীকার রোজ দারী করা হয়; সেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা মাধ্যম ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে অসামান্য বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অসামান্যের লক্ষ্য বিপর্যয় রূপে বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার মেরুপ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইহা দ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলা যাউতে পারে যে, এবিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থানেই উহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রমূলক ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে সমুদায় হার বা এক সমান হার বা পূর্বে যাহাকে পরগনা হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রজা ও ভূমিকারী কাহারই একাধা হারা কিছুনা উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূমিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার গরত উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূমিকারী ও প্রজা কোন রূপ আবেদন না করিলেও স্বত্বের নিশি ও খাজনার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার গরত ভূমিকারী ও প্রজার বাড়ি চাপান হইবে। যে কাছাকাছি অবলম্বন করিলে ভূমি বিশিষ্ট প্রজার উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর সূতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূমিকারীর নিজ জমী নিশি বদ্ধ করণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহা দ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহিত করা হইয়াছে। ১৯৮ খ্রীঃ অব্দে,

১৯৮ খ্রীঃ। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূমিকারীর নিজ জমী বালিয়া নিশি বদ্ধ করিবেন।

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘোত বা কামাত বলিয়া ভূমিকারী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন বিধি বদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রাচীনাচার্যের ভূমিকারী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) জমী কোন জমী ভূমিকারীর নিজ জমী বলিয়া নিশি বদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমিকারীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া এই জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথাই প্রতিদৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যখন বিপরীত মর্শন না যায়, তাহা উক্ত জমী ভূমিকারীর নিজ জমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূমিকারীর নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই দ্বারা যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। আদালত যে পূর্বে বেহারের মধ্যের মালিকানা জমী এবং পূর্বে খাজনা ও মেদিনীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও জমী ভূমিকারীদের নিজের মালিকার ও খামার ও নিজ ঘোত ও গরত ভূমি উপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাগে প্রাজ ভূমির বহিষ্করণ] দাড়া সকলের বাহির আছে ইত্যাদি।

আইনের দ্বারা লিখিত পাণ্ডুলিপি তাহা ভুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিতা চাষকার শর্ত নির্দিষ্ট ছিল। পতিত ভূমি সম্বন্ধে একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত খাজনা ধাওয়া করার জমীদারের যে অপরিহার্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহাই পূরণার্থ উহা জমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

কোঁক'।

খাজনা আদায়ের সম্বন্ধে কোঁক' আইনের মহারাজ প্রজাভিনীর ও কার্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি বেহারে ইহার সত্যতা অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। ২৬ম কোঁক' আইনের সার এই যে ইহা দ্বারা শীঘ্র ও অব্যবহিত্য প্রাপ্ত হয় কিন্তু ভূমিকারীর শিরে সমস্ত সারিহ অর্পিত থাকে ক্ষমতার অব্যবহার করিলে তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে কোঁক' আদালত।

ছাড়া করিতে হইবে, উহার প্রতিপক্ষে মান্য প্রকার নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় ১২ বা ১৪ হইতে ১৮ জন মান্যব্রতী হইয়া গিয়াছে। উহার কার্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা দ্বারা আর শাস্ত্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং প্রতীকারই ক্রৌঞ্চ আইনের মর্ম্ম ওয়া উচিত। আবার ক্রৌঞ্চ করিতে গেলে ভূমিদানীর এই ব্যয় করিতে ও এত বিরুদ্ধ হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাতুলিণিতে যেজন ক্রৌঞ্চী আইনের বিধান চাইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হইয়া থাকিবে। এবং তাহাতে একদে শাস্ত্র প্রণালী আমায় করিবার বিষয়ে অসীমারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য প্রণালী।

গবর্ণমেন্ট যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতাপাদন করিবেন বলিয়া পুনঃ২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বারং বলিবার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজি পর্যন্ত এবিষয়ে আপমানের কল্পন্য গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আর উপরক্ত পাতুলিণির লক্ষ্য সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাপাদন ইহার একটি সুখ। উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদামুবাদের সময় কমিটিও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই নতুন বাদামুবাদে কল কার্গঃ আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পাতুলী কার্য প্রণালী (২) গবর্ণমেন্ট ও রাণীপুণালিও মহালে একদে যে কার্য প্রণালী চলে তাহা ও

(৩) বর্তমান কার্য প্রণালীর পরিবর্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা কল্প করিতে হইলে জমিদার বা খাজানাদারীজা অদা ওরাণী-বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবশ্যক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপতিতঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাঁহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সচরাচর সে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মন্তব্যের একটি বিধান করিতে পরামর্শ দিই—

“সাধারণতঃ সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টারী সিটি বায়া পাঠান্বা জারী করা হইবে। যদি কোনকারণ বশতঃ নিম্ন প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির নিত্যবাসস্থানে অথবা তাহার পুত্র বাইনের মধ্যে উহা লট্-কাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকাদারীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাকী খাজানা পাওনা, অথবা তদুপস্থিত অন্য কোন সদরজারগায় অথবা গ্রামের চৌকে বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ জন্য অবস্থিত তাহার অন্য কোন মুকাপ্রশস্তান লট্-কাইয়া দিয়া মোটিল জারী করা যাইতে পারে। যেখানে যেমন হয় গ্রামের চৌকিদার গ্রামের মওল, মাওর গ্রামের দুইজন সম্মুখ অধিবাসী, লাহর গ্রাম্য সব-রেজিষ্টারের নিকট হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য প্রণালীর অন্ততঃ দুইটি অবলম্বন করিতে হইবে। এক্ষণে সতর্কতার সহিত কার্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার একতরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবদাননের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে প্রাধ হইবে না।

সমনে এক্ষণে এক মোটিল থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকাও অন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাতঃ জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাকীকে নির্দিষ্ট দিনের মোটিল দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাতঃ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমস্ত সেই দিনই ইশু বাধ্য করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুদনি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন বাধ্য করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, তালুকদার বা দখলীস্বত্ববিধি রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী প্রতিক্রমে তাহার তালুক বা মোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে মোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আদায় করিয়া না দিলে আপীল প্রাধ হইবেন।

খাজানা-প্রতীজা প্রতীকত প্রাতিভাবাদিলে আদালতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অসুবিধি প্রাপ্ত হইবে।

কমিটীতে আমার অনেক মহানারী সহযোগীর আমার পরামর্শমত উপায়ে সমস্যাক্রান্তি অটুট বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য যে অধিকাংশ সভা আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্মরণ করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতির অপেক্ষে ও সরলতর পরিবার প্রতিষ্ঠায় যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধ্যতামূলক মতামত প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আমরা সমস্ত জারীকরণকারী ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমন্বয়িত হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনঘটিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

যাহাই হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূমাদিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে ক্ষতিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা সমুদ্র সাধা পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে প্রজা খাজানা বাসীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে প্রজা খাজানা আদালতে নিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে প্রকৃষ্টে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নীতিসূত্র প্রত্যাখ্যান করিয়া উপর জারী করাইবেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাসীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে খাজানা পাঠিলে বাসীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাঁহাকে বাতিল করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষেত্রে অনেকের মতে যে রায়ত আপন ভূমাদিকারীর স্বত্ব স্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অগ্রহণ হইলে সে রায়তের স্বত্ব নাজেয়র হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিহার হইত, আমি ইহা কমিটীকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে স্বত্বের মোকদ্দমা, বর্জিত হইবে বাকী খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক ডাক্তার বিনয় বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কাগজপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার বোধ হয় একপ করাও যাহা, এরূপের মীমাংসার ভার পরিহার করাও তাঁহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধান করিয়াছেন নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের নীতি সম্প্রদানের জন্য উহার পরিবর্তন করিতে সক্ষম।

আমার ভরসা আছে যখন আগামী নবেম্বরে কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন সভারা খাজানা আদায়ের বর্তমান কাগজপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা না থাকিলে ভূমাদিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকিলেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দানির টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলম্ব করিয়া দেন। যদি খাজানার আইন সফল, কোনবিধে সকলের মত একত্র, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি, ভূমাদিকারীদিগকে তাঁহাদের মতার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলম্ব নিমিত্ত হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূমাদিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কার্যতঃ রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।—

- (ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্বনিশ্চিত রায়তের স্বত্ব লাভ ২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা।
- (খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অধুসজ।
- (গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্বনিশ্চিত রায়তের খাজানা কমান্ডার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
- (ঘ) ৫৩ ধারা মতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমাদিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।
- (ঙ) নির্দিষ্ট হেতু ভিন্ন দখলী স্বত্বশূন্য ভাষ্যকে ও গোষ্ঠী রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ ৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা।
- (চ) গোড়ের ভূমি মিস্যি মাওয়াতে প্রজার খাজানা কমান্ডার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।
- (ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চতর অতি পুরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।
- (জ) ডিক্রিভারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উত্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই অবস্থার প্রস্তাবের বিলম্ব প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায় বন্দোবস্তের আইন সমুহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে একপ নহে, প্রকাশ্য ভাবে উহার উল্লাস দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী ঘর ক্ষেত

খোঁসাবিক্রয় বা বহুত বিচার সময়, তাঁহার ক্ষেত্র উৎপন্ন বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিবোগ করিবার সময় এবং জী-নের পতিতিন প্রয়োজনীয় সহস্র অন্য কাৰ্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেবল আপন ভূমিকারী সন্তি চুক্তি করিবার সময় তাঁহাকে কেন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনরায় বিবেচনা করিতে বসি।

মেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে মেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারাপিতা বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অনুমোদন, রাজস্ব কর্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহার অতিপ্রায় স্পষ্টই এই যে তাঁরতবর্ষের উত্তরাংশে যেসকল সব একসময় করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং বাহ্যিক প্রাথমিক মূলধান কাৰ্য্য প্রাথমিক বন্ধ হইয়াছে এবং পরিপ্রমের প্রদান শুকাইয়া আসিয়াছে, বাজার ও ভূমি-কোষের সের প্রণালী প্রবর্তিত করা হয়, আবার এই বোন। কিন্তু আমি ভ্রমণ করি যে আমরা বোধ প্রস্তুত বলিয়া প্রমাণ করিবে। শ্রমে যে খাজানা মুদ্রাক্ষেপে পরিবর্তিত হইত, স্বতন্ত্র লিপি অথবা খাজানার বন্দোবস্ত হইত, হারের লিপি প্রস্তুত বিষয়েই হইত, ভূমিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তদ্বাবধানই হইত, স্ফীত মাপের কাটি নিঃশেষ করণেই হইত, মূলের তালিকা প্রস্তুত করণেই হইত, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হইত, আমি যে বিষয় দেখিতে যাই দেখি যে রাজস্ব কর্মচারীকেই শ্রমবিশ্রু করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিরূপ অটোলিকার অধিকাংশ সেই শ্রমবিশ্রু উপর নিভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্মচারীকে কার্য্য নির্বাহক অথবা শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় কণ্ঠ্যকবক করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যসমূহকে শাসন কার্য্যসমূহকে গবর্নমেন্টের ইচ্ছামতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুই নয়। এই বিষয়ে ১৭৩৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেতুবাং লর্ড কাণ্ডালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“যে ভূমিরাজস্বের ও তাঁহা উত্তরের বিষয় সরকারের সন্তি ভূমিকারিদিগের যেখা গুরুত্ব এবং বাবতীয় ভূমিকারী ও ভূমিদিগের প্রজাবর্গের সঙ্গে যে সকল দায় ও বিরোধের মোকদ্দমা অন্যান্য মাল আদালতে উপস্থিত হইত তাহা ও তাঁহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা অনেক মতে মাল আদালতে বলিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাঁহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ডে রেভিনিউতে ও তথা হইতে জিযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরে মালের কোম্পেন্স হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিয়া থাকিলে মাল আদালতের পেরেস্তার দীপ্তি-নাম এই সকল কাৰ্য্য দৃষ্টে এই ক্ষেত্রে ভূমিকারিদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল কৃত অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয় নিচাপ্তই যন্থির রাখেবক না করণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিকল্পতে ও কখন যথার্থ ক্ষেত্রে ও কখন উভয়ের অপ্রত্যক্ষ প্রভাবতা বিনা প্রাপ্তিতে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই যথস্থ থাকিত। আর ইহাও সুস্মর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের নিগ হইতে ভূমির রাজস্ব কার্য্য ও তহসীলের মোকদ্দমার আইনের অন্যথায় তদনু হইলে অন্যায় প্রস্তাব আণা ভ্রমসার স্থান ছিল না যে বিপদ হইতে যে পীড়া পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বলিয়া যে তদনু মেন তাহাতে যে অন্যায় প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে মেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের নিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বাহ্য তদনু ভূমিকারিদিগের সন্তি তাহাদিগের তাবের প্রজা বর্গের বিবাদেও যথার্থ বিচার হইতে পারিত না; অতএব চাসের আধিক্যজন্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারি ও তহসীলট স্কল স্বত্ব টহুয়া কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। মেওয়ানী পতির কর্তব্য এই যে ভূমিকারিদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণে শক্তি ভাগ করেন এবং আদালতের সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্ব কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কাল সরকারের পাওনা মালগুজারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা ও সকল আদালতের অঙ্গ সাহেবদিগের যে একারে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জিযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কোম্পেন্সের হজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে অঙ্গ সাহেবদিগের স্বত্বের বিষয় না থাকে বরং সরকারের সন্তি ভূমিকারিদিগের ও ভূমিকারী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজাবর্গের বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনা গুরুপাতে করিতে সমোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আপনাদিগের অর্পিত বাবৎ কর্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার অঙ্গের আদালতে মেন এবং সরকারের প্রকৃত প্রাপ্ত বাহ্য কাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা এ হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত হার উপস্থিত হইবার যোগ্য হয়। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূমিকারিদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মধ্যদার কানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিরা অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারি ও কতর হইবেক এবং যে চাসের আধিক্য সরকারের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় তদিনিমিত্ত সকল লোকেই অস ও চেফা প্রার্থিত করিবেন।”

১৭৯৩ সালে গণেশচন্দ্র বসু সকল উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহা ১৮৮৩ সালে মনমোহন মল্লিক বাঁচু পণ্ডিতী জামুক।

কম্বোদারেরা এই পাণ্ডুলিপিতে পণ্ডিতী আইনের সম্মিলন সম্বন্ধে আপত্তি করেন। একপত্র পরিবারে কার্য নাহি তাঁহা নহে। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষাট বৎসর ধরিয়া এই আইনের প্রত্যেক কথা কটুশব্দেই এক প্রকার অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থই চাওয়া আসিতেছে; কম্বোদার, পণ্ডিতীদার, আদালত ও আমরা সকলেই উহা বেশ বুঝে। উদার ভাবের আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে যাঁহি বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এই বচনাম্বুসারে পণ্ডিতী আইনের বাক্য ও বাণী, যেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্বতোভাবে উচিত। আমিও এই মতের অনুমোদন করি এবং আমার ধৃষ্ট যে পণ্ডিতী অধ্যায় এই পাণ্ডুলিপির বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল স্মৃতি মরিয়া এই পাণ্ডুলিপি প্রদানঃ তাঁহা খত প্রহার পর আমার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি আমি ডাডাডাডীলিখিয়া ফেলিলাম। বিশেষতঃ সম্বন্ধে আপত্তি পরিবার সময় আমার নাই। অগামী নবম্বরে যখন কমিটির অনিবেশন হইবে, তখন আমি সেই সকল আপত্তি উত্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮৮ সাল ১৪ মাঠ।

কুমারদাস পাল।

প্রস্তাবিত প্রজাপ্রত্নবিষয়ক পাণ্ডুলিপির কড়কগুলি বিধানের উপর মিলেটে কমিটির অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্য লিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভানুকদার যে যে বিধানের নিয়মাবলী থাকেন, যাঁদের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার উভয়ই সম্পূর্ণ সেই সেই বিধানের নিয়মাবলী থাকিবে, এবং

(খ) তাঁহার সহিত তৃতীয় ভূমাদিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই আইনসম্মত যে নিয়ম প্রয়োগ করিলে তাঁহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম প্রয়োগ করিলেই উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

যে মখলীস্বত্ববিপ্লবিত রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাঁহাকে তাঁহার যোত সম্পত্তি সাধারণ মখলীস্বত্ববিপ্লবিত রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে নিজ যোত হস্তান্তর করে, তাঁহা হইলে ভূমাদিকারী পূর্বে প্রযুক্ত করিতে অসমর্থ হইবেন;

(খ) যদি সে নিজ অধী একরূপে ব্যবহার করে যে উহা প্রজাপ্রত্নের কাঁথের সম্পূর্ণ অধুপযোগী হয় তাঁহা হইলেও মখল হইতে উচ্ছেদের দায়ী হইবে না।

কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে মখলী স্বত্ববিপ্লবিত যোতের খাজানা অবধারিত, তাঁহার অধুপ সাধারণ মখলীস্বত্ববিপ্লবিত যোতের অধুপ হইতে স্বতন্ত্র হইবে। এবিষয়ে আমার মত অনাক্রম্য যদি একস্থলে অধীদারকে অগ্রসর স্বত্ব দেওয়া হয়, তাঁহা হইলে অপর স্থলেও তাঁহাকে ঐ স্বত্ব দেওয়া উচিত যদি একস্থলে সূমিকে প্রজার কাঁথের অধুপযুক্ত করা হয় রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দায়ী হইবে।

একস্থলে একরূপ হইবার অধুপে যত তর্ক উত্থাপিত করা যায় অন্য স্থলেও তাঁহা সমানরূপে খাটে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রসর স্বত্ব মহাস্বত্ব আইনের শাখা। দেবারের হিঙ্গরা পূর্বে ক্রয়ের স্বত্ব দাখ করিলে, উক্ত ব্যবস্থা দেশান্তরিত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূমাদিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মখলীস্বত্ব খরিনকরিতে পারে তাঁহার হস্ত হইতে ভূমাদিকারীকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সশিপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্বেক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে শ্রমজীর ক্ষেত্র ভূমাদিকারীকে যেরূপ ভরসাক অসুবিধার কেলিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ ক্ষেত্র লুপ্ত করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাঁহার পক্ষে এই স্বত্ব বেরূপ অনর্থক হইবে অপর স্থলেও সেইরূপ অনর্থক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে কল এই হইবে, ভূমাদিকারী উৎসর্গ বাহবে।

মখলই ভূমাদিকারী পূর্বেক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কাঁথ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

মখলই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে যাইবে অথবা যদিও ভূমাদিকারী পূর্বে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরপ্রতীক পূর্বেই পূর্বেক্রয়ের স্বত্ব করিয়া যত্ন নই আইনের চক্রে খুলি দিবার চেষ্টা করে তখনই ভূমাদিকারীকে বাধ্য হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ তর আছে যে যদি তিনি তৎক্ষণাৎ আপত্তি না করেন, তাঁহা হইলে সেই না করায় হস্তান্তরপ্রতীকার অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য সূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটি আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাইতেন এবং এই অব্যাহতির কাঁথ মোকরর, পাট্টাঘীন যোতে অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আমালতের ডিক্রীদ্বারা নিশ্চিষ্ট হইয়াছে তাঁহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাঁহা হইলে যদিও ভূমাদিকারীদিগের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগকে প্রত্যাপন করা হইত না, তথাপি অসুমান খাড়া করিয়া আইনের চক্রে খুলি প্রদান করিবার চেষ্টায় পোকের উৎসাহ দেওয়া যে হানিকার ফল উৎপন্ন হইতেছে তাঁহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৭ম অধ্যায়—কোকাবিলি নিয়ম।

কোকাবিলি সম্পূর্ণে কিরূপ বহা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়ের আমার মত বিচিন্ন।

কোকাবিলি বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোকাবিলি সম্বন্ধে বাধ্যজনক নিয়ম বিন্যাসের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে যে মখলীস্বত্ববিপ্লবিত রায়ত কোকাবিলি করে তাঁহাকে ভানুকদাররূপে পরিণত করিলে ভূমাদিকারীদিগের বিপ্লবিত আঁথের হানি হইবে।

অর্থাৎ বিশেষ এই যে, কতটা মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষতঃ রায়তদিগের মধ্যে অতি দরিদ্র শ্রেণী অর্থাৎ রায়তের রায়তদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, এই প্রশ্নালীকে উদ্ভাবয়নাদীনে আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্কা বিলির ক্ষমতা রায়তের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা উক্ত তাহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হইতে দেনাবজ্রাইয়া পড়িলে টহাদারা সে সেই দায় হইতে উদ্ধার পাঠিতে পারে।

যে সকল মজুর পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থ অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা সুস্থ অর্জন করিতে পারে।

ইহা আইনসম্মত। এতদিন কোর্কা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধ্যজনক নিয়ম ছিল না। আর যতই কেন বাধ্যজনক নিয়ম হউক না, কেহই কোর্কা বিলি পরিভ্রাণ করিবেন।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক শ্রেণীর লোক ভূমি পাঠিবার জন্য হা করির থাকিবে, যতদিন যাহারা একপল ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারে আর এক শ্রেণীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবন্ধ হইতে কোর্কা পাঠিবার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে নিক্ষেপ করিয়া না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্কা বাতিল চলিতে থাকিবে।

কোকাপাটাদারীদগকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে প্রশ্নালীকে কোন না কোন রূপে তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

এবিষয় শীঘ্রই এসত তাবে গবর্নমেন্টের গোচরে আসিবার উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার মীমাংসা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

৩। ২য় অধ্যায় — খাজানা রুজি।

মিলেট কমিটির নিকট বিপোর্টের জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার বিশাল অনুসার বর্জিত খাজানা ভূমি হইতে মোট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্বহারের উপর টাকায় চরখানা পর্যন্ত বর্জিত খাজানা প্রদানের জন্য ভূমিধিকারী প্রজার সহিত ঘরোয়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

অধিকতর তাহা প্রস্তুত কর তাহা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হীর অপেক্ষাকৃত এই কারণে, প্রজার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎপাদিত শক্তি বর্জিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের রুজি হইয়াছে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া জমিদার খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বর্জিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থানেই পূর্বতন খাজানার বিত্তনের অধিক না হয়।

উচ্চাধিকার খাজানা রুজি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা রুজি উত্তর স্থানেই বর্জিত খাজানা মূল্যবৎসরের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। মিলেট কমিটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিমত খাজানা রুজি কোন স্থানেই টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

তু আনার কম বা তু আনা পর্যন্ত হইলে উহা সাড় বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, তু আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন যেতেই খাজানানিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা অল্প এবং কাবলবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা রুজি হইলে উহা পূর্বতন স্থানের উপর লত করা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত রুজি হইতে পারে এবং মূল্যের চিরস্থায়ী রুজিবশতঃ হইলে শত তুরা পাঁচশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থানে কোন মোকদ্দমার ঘোষণা দেখিয়া বিচার হয় তাহাতে রুজি হউক আর নাই হউক হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উক্ত স্থানে পঞ্চমাংশের সীমা পরিভ্রাণ হইয়াছে।

আমি স্বীকার করি আইনমত খাজানা রুজি করা বর্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে কিন্তু আমার মনোভাবের নিবেদন এই যে, সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলই এত কথা স্বীকার করায় খাজানা রুজির সীমা পরিভ্রাণ করা হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সীমা সঙ্কোচ ও সময় রুজি করিয়া কমিটির অধিকাংশ সভা খাজানা রুজির উপর যে বাধ্যজনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রজাদিগকে যোত ভোগ করিবার ক্ষমতা স্থায়ীরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূমিধিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাঠিতে পারেন তখন তাহারা আদালতের বাতিরে অন্যায়গেই খাজানা রুজি দিতে স্বীকৃত হইবে।

প্রজা ও জমিদার নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের অন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠিয়া দেয় আমি সে রাজনীতি অনুমোদন করি না।

উচ্চাপূর্বক খাজানা রুজিহলে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তির খাজানা রুজি রেজিস্ট্রী করা করারপত্র দ্বারা কবিত্তে হইবে এবং ইহা দেখিতে হইবে যে এখা তাহাতে স্বীকৃত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে কাটা করিয়াছে ।

সোট চাকার একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল । সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত ।

উভয় ফলেই পঞ্চদশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট করায় ভূমিকারী তাঁহার যত পাওয়া তাহার এককড়া ও আদায় করিয়া লইতে চাহিতেন না । আমরা রক্ষা করিবার কোন পথ রাখি নাই ।

পঞ্চদশ বছরের প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে মোট ভোগ করণ হেতু খাজানা রুজির যে প্রচ্যুত নীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উচ্চায় লওয়া কেবলমাত্র আমাবই অভিপ্রায় ছিল । কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনার উপর ফেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত ।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা রুজি করিয়া দিবার কসড়া আদালতকে দেওয়া হইয়াছে । এ উভয় বিষয়েই আদালতের হস্ত পদ নষ্ট হইয়া নাই ।

৪। ৮ম অধ্যায়—মধ্যমী স্বত্ববিশিষ্ট রাইতদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের কথা ।

৮ম অধ্যায় (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রাইতের খাজানা পরিবর্তিত হয়
৮ম অধ্যায় (২) } নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানার সেই হারত ভূমি ভোগ করিবার
৮ম অধ্যায় (৩) } পারিবে প্রথমটীর এই মত ।

দ্বিতীয়টির মত এই যে, যি পক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রাইত মোকদমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী বৎসর ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে এক খাজানা রুজি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানার ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে ।

তৃতীয়টি দ্বারা ঐ নিয়ম দুইরূপে পরিণত খাজানাতে ও খাটিবে ।

এই পাণ্ডুলিপি উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মন্তব্য রাখিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিশদ পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সাংক্ষেপে কিছুই নহে ।

কমিসীতে এই বিষয় বাদানুবাদের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কম গৃহীত হইয়াছিল তৎসমর্থনার্থ একটুও যুক্তি বা চেষ্টা করা হয় নাই । উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষেই অগ্রসর করা হইয়াছে : এ উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই । এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই তাহাতে আমি আমার মন্তব্য যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত হই ।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাইতের ওপর এই যে উহা বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনার কমিসীকে প্রস্তাব করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ হয় নাই এবং কখন কখন করিয়া ও কি কি সঠিক রাইতকে ভূমির মূল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূমিকারীর পক্ষে যত কঠিন তাহা হইবে তত অধিক হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন ।

আমরা মোকদমাদিলাস যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুযায়িক আইনাবলীর কথাই এখন অভিপ্রায় ছিল যে মোকদমাদিলাস ও ইন্ডাস্ট্রিয়ার ভিন্ন অন্য কোন রাইত অধিকারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে ।

৮ম অধ্যায় বিশিষ্ট রাইতদিগের মধ্যে কোন প্রকার বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই একপ অস্তিত্ব ছিল না ।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন মধ্যমী স্বত্ববিশিষ্ট রাইতদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটী শ্রেণীর ভূমি দারকারী অমীদারদিগের ভূম্যধিকার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রাইতগণকে চিরদিনের জন্য অধিকারিত খাজানার ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূম্যধিকারকে আগুন আগুন মর্দনে বৎসরিক বাকিমোদী করিয়া তুলিয়াছে ।

কোন নির্দিষ্ট ও পরিবর্তন প্রাপ্ত কখনও কখনও পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রমাণ করায় ইচ্ছা দ্বারা ক্রমাগতই তত্ত্বন স্বত্ব অক্ষাণ্ডী নিতেছে ।

৮ম অধ্যায় অত্যন্ত পরোক্ষাচারে, ভিন্নভাবে ও অধিকার অর্জন করা রাইতের স্বার্থ, এবং উহার অধিকার দ্বারা অমীদারের স্বার্থ, অতএব উহাকে ক্রমাগত আগুন আগুন মর্দনে পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করায়, উভয়ের প্রত্যেকই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে । ইহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিত হইতেছে ।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ করা সুবিচার সঙ্কট হইয়াছে স্বীকার করিলে বর্তমান আইনের কাহা পেন দ্বারা যে সকল স্বত্ব অক্ষাণ্ডী তাহা উদ্বেগ করাও অসম্ভব ও কষ্টজনক হইবে স্বীকার করি ।

এ সকল বাক্যত একপ্রকার স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ পরিচালনা হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাগ্য চলিবে, একপ্রকার নতুন মোকদমা রুজি করিবার ২০ বৎসর পূর্ব হইতে নহে । আমার বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে যদি কমিসী আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রাইত অধিকারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং জমিদারদিগের প্রতিও প্রথম কিস্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়তের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসামান্যতা ও নিজেব কার্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠ্য করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্ব বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তীক্ষ্ণকোণে প্রত্যর্পণ করা সুবিচার সম্ভব।

অতীতকাল তিনি গণ্ডে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয় ভবিষ্যতে যাঁহাতে তাহার রক্ষা হয় তাহাও অত্যন্ত বরা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তমতে দেবল মাত্র মোকদ্দিমার ও ইশ্তমদারিয়ার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পাঠ্য, মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮১৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার বন্দেব দাবী করিলে দশ সাল বন্দোবস্তের বার ২২শ পূর্ব পর্যন্ত তাহার স্বত্ব গারান্টি করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহা কিছু আছে তাহার উপর তাহার স্বত্ব নির্ভর করিত না কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারের কার্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্মকের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোকদ্দিমার বা তালুকদার বা বন্দোবস্ত রায়ত, ইহাদের মখলজনা স্বত্ব জমিয়াছিল, আর পাট্টা পাইত বা ইজ্জাদীন প্রজা। ১৮২২ সালের মধ্য ১৮৪৯ সালের ১০ আইনেই সর্ব প্রথম পাট্টা পাইত মোকদ্দিমার চৌকী করা হয় অর্থাৎ তাহাদের বেলী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাঁহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। ভূম্যধিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আজ্ঞা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রমাণের ভর রায়তের উপর নিক্ষেপ করা কঠিন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে মত রায়তের মখলীস্বত্ব ছিল সকলে উপরই এক প্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হারে দিতে বাধ্য করা হইত।

১৮১৯ সালের ১০ আইন পাসের সম্বন্ধে মত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিমের জন এই আইনে এই সকল বিধান নিষ্কর হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে “যে সকল দেশীয় ভূমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহার ঐ হারে পাট্টা পাইতে স্বত্বান্বিত হইবে” লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বঙ্গবরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণের ভার আজিও ভূমিকারি রায়তের উপরই স্থাপিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের মত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও মধ্য জুয়ু ও ফ্রান্স সাহেবই রায়তের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় দাবী রাখিয়াছেন। তাহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর যুক্তির উপর স্থাপিত যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী” এরূপ একত্রতা বন্দোবস্ত নহে কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৭১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এই সকল দ্বারা খুলিয়া দেহিলে দেখা যাইবে যে প্রথমটী তালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়াটী কার্য চলন হইতে বোঝার যুক্তি হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূমি দিকাবীর বিরুদ্ধে বর্তমান আইন রক্ষা, যদি তাহা হইলে রায়তের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থল গেরূপ গিয়াছি মেরূপ বর্তমান আইন ছাড়িয়া দেওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলি হয় যে অনুমান খণ্ডন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে সহজ কিন্তু রায়তের পক্ষে স্বত্বস্বাদায় করা সহজমতে তাহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন সন্দেহই নাই। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রায়তের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাক্ষর প্রমাণ করা অতি সহজ কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল লোক লিখিতে জানেন না তাহাদের দেওয়া লিখ প্রমাণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। গত পুরান আইন আছে মতনই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়তের অনুকূলে দলীল লিখা দেওয়া রায়তের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য করিয়া দেয় নাই। বর্তমানে আইনে যেমতে রায়ত টাকায় খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থানের জনই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে তার এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এই নিয়ম মুজাফফ পরিণত খাজানা ও খাটাবার আভ্যাস হইয়াছে।

যদিও কমিটিতে আমিই একাকী এই বিষয়ের ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাস্তবীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের যত দূর নির্দিষ্ট করা উচিত আশঙ্কা এ বিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছে।
এপ্রকরণ বিধিবিধি করা ও যাঁহা আর যেসকল রায়ত শস্যে খাজানা দিত ও এক্ষণে টাকায় খাজানা
দেয়, তাঁহাদিগকে ভাবিয়াতে অবধারিত ও অননিবর্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়া
ও ঠিক তাহাষ্ট।

বর্তমান আইনেই ত এই সকল বিধান ভূমাদিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে উহা
আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

যখন পাট্টা কবুলিয়ত পাল্পার দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না তখন রায়ত যাকরে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে।

স্বত্বের নিষিদ্ধ প্রস্তুতকরণ ও হারের বন্দোবস্ত করণের অধীনে অমুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর
সকল খাজানা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল
বিধান অননিবর্তিত থাকিলে আদালত সকল মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় প্রাতিত হইয়া যাইবে ও ক্ষমী-
দারেরা উদ্ধত হইবে।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রাক্রমে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে
তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের
কুফলের অল্পতা সাধন করা যাইতে পারে।

হস্তান্তর ও অপ্রকৃত সংক্রান্ত প্রবরণের উপর এই সকল বিধানের কার্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

৪। ৯ম অধ্যায়। যোতের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ।

পাট্টা নিষিদ্ধ হইলে যে দখলী স্বত্বনিশিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তর
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া ন্যায় কার্য্যই করা হইয়াছে।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারীর বিকল্পে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

এত দিন পর্যন্ত হস্তান্তর করণের স্বত্ব দখলী স্বত্বনিশিষ্ট যোতের অনুসন্ধানের মধ্যে ছিল না, অতীত যুগে আদা-
লত ভূমিভোগের স্বত্ব দীর্ঘ হইলেও ভূমাদিকারীর ইচ্ছার বিকল্পে হস্তান্তর অসীতাকে তাহা প্রদান
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হস্তান্তর অসীতার স্বত্বের অমিশ্রতা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে
এপ্রদেশের প্রতি জিলাই দখলী স্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয়
হইতেছে।

কোন২ জেলায় ইহা একরূপ অবধারিত হইয়াছে, আইনবিকল্প হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে
যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে।

আইনবিকল্প হইলে ও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে
বাধ্য হইতেছেন।

এক্ষণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর
ভূমাদিকারীর বিকল্পে হইলে আইনবিকল্প বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসম্মত করার ফল মন্দ হইবে। ভূমাদিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের
পক্ষে আরও মন্দ হইবে। কিন্তু রায়তের কাঁচা ভূমাদিকারীর বিকল্পে অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের
বিকল্পে সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে এমন একটী অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এক্ষণে গবর্ণমেন্ট যে
কার্য্যপ্রণালীর মিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

ভূমাদিকারীর বিকল্পে অসিদ্ধ ও রায়তের বিকল্পে সিদ্ধ হইতে দেওয়ায় রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধা
হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে।

রায়তের যেমন টানাটানি হইলে ভূমাদিকারীর বিকল্পে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হস্তান্তর সে অর্জেক মূল্যে
তাঁহার যোতের এক২ খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে।

রায়তের খণ্ডঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারীর ও রায়ত উভয়েরই বিকল্পে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা।

ভূমাদিকারীকে একরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের উত্তরাংশ বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া।

ভূমাদিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অনুসারে যেকোন শর্ত ভঙ্গ করিলে তাহাকে
সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে একরূপ শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা।

শেষোক্ত অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে যুক্তি বিন্যাস করিয়াছিলাম।

৬। ১০ম অধ্যায়।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে ভূমাদিকারীর অনুমোদন, বহুসংখ্যক রায়তের অনুমোদন, অথবা
বিবাদ মিথ্যারূপে অন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন।

এই অধ্যায় যেকোন আছে তদনুসারে মহালের অধিবাসী স্থির বা নিশ্চয় করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের
জন্য ঠিক থাকিবে। কিন্তু কিছুতেই ভূমাদিকারীর খাজানা বন্ধ করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না।

১। যেহলে ভূমাদিকারী খাজানা বন্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বন্ধির অনুমতি হয়, ওখায় ইহা খাটিবে।

২। যেহলে আবেদন অগ্রাহ্য হয়, ওখায় ইহা খাটিবে।

- ৩। যেস্থলে ভূম্যধিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই তথায় ইহা খাটিবে।
- ৪। যেস্থলে কিস্তিসংখ্যক রায়তের অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল তথায় ইহা খাটিবে।
- ৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়তের খাজানা রক্ষা করিতে নয় জমীদার বাধা হইবেন, না কর, পনের বৎসর রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।
- ৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়তে পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহা এই ফল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।
- ৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল সত্ত্ব নাষ্ট তাঁহা অর্জুন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাগাদিগকে প্ররুতি দিবে। ইহার এদিক ওদিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ সময় ছিল তাহাই থাক; উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা রক্ষির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে এই অধ্যায় সেই স্থলেই খাটি উচিত।

ইহার দ্বারা দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ একটা অভ্যাস প্রয়োজনীয় অধ্যায় নামাবিধ অত্যাচারের যত্ন হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১১শ অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যেবিষয়ে আমি কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিস্ট্রী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলী যোত দায়মুক্ত করিয়া, বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দাওয়া করে, পাণ্ডুলিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন স্বার্থ রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটীর এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ার, মোকদ্দমার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় নামঞ্জুর করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেমাদারের, বা ফেতার কাছার কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পারিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র এক অংশে বর্ত্তিবে না; ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যিক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করায়, তাহার বাজার সম্ভ্রমের ক্ষতি করা হইয়াছে। সে স্থলে সে অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক সুদ দিতে হইবে।

টি, এম, গিভন।

প্রস্তাবিত প্রজ্ঞাপত্রবিষয়ক পাণ্ডুলিপি কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ

সভার সিদ্ধান্তসহিত ভিন্নমতের মন্তব্যলিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল একত্রে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সভার ন্যায় সম্মত সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত : কিন্তু আমার একথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনার কার্যকরী বিষয় প্রচার স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া গোচর হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানার ক্ষির পথটি সন্নিহিত করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়মে উৎপন্ন জবোর মূল্যের ক্ষির প্রমাণের আবশ্যকতা ছিল তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র দরপত্র প্রযুক্ত রক্ষ প্রস্তাব করায় আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূম্যধিকারীর অনেক বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিলেও আদিম বিলের ৭৫ (ঘ) ধারার শাসননীতি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়তের দেয় খাজানার তার প্রচলিত হার অপেক্ষা যাহা এই কথা খাজানার ক্ষির একটি হেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে : এবং বাসেন্দা রায়ত ভিন্ন অন্য রায়তকে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূম্যধিকারী বড় খাজানার দায়ী করিবেন তাহার কোন সীমা নির্দেশ করা হয় নাই, বাসেন্দা রায়তের মস্তকেও ভূম্যধিকারী পূর্ণতন খাজানার দায়ী করিয়া পঁচিশ টাকা রক্ষি দাখী করিলে পারেন। প্রজ্ঞা জমীনা ছাড়িয়া যতদূর পর্যন্ত খাজানা রক্ষি দিতে পারে তাহার চেয়ে সীমা পন্থায় খাজানা বাড়িয়া লইতে পারেন এমন বিষয় শক্তি এই সকল দ্বারা ভূম্যধিকারীর হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। কারণ, ক্রিয়াক্ষেত্র নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে ভূম্যধিকারীর হাতে পড়িলে এবং যখন তিনি এই সকল পৌত্র বিল করিবার সময় অবশেষে ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, স্পষ্টই বোঝা হইতেছে তখন প্রচলিত হার কমই বা হইয়া পাইবে, এবং এই হার দ্বারা যে চেপল হুতা বসান রায়তনিগেরই খাজানা নির্ণয় হইবে একথা নহে, সাধারণ প্রজ্ঞা সম্প্রদায় মাত্রেরই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজানা রক্ষির কারণে বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিনয়ন বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস এবং উহা পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় নাই।

এইরূপ আশঙ্ক্য বিবেচনায় যেহেতু ভূম্যধিকারী শস্যক্ষেত্রে দেয় খাজানা মুদ্রাক্ষর খাজানায় পরিণত করিয়া তাহা জবোরন করবেন সেহেতু প্রচার স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই দ্বারা এইরূপ বিধান প্রচলিত হইবে : কোন স্থানেই মুদ্রাক্ষর খাজানা ভূম্যধিকারীর পথকর হইবে যে যোতের যে খাজানার উল্লিখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূম্যধিকারী দশ বৎসর পরিয়া যে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার বড় মূল্য পরিয়া যদি মুদ্রাক্ষর খাজানায় পরিণত হয়, তাহা হইলে চাক্ষুষ সমস্ত ঋণ প্রজ্ঞা গ্রহণ করে এবিবেচনায় তাহা হইতে বিনয়ন দান দেওয়া উচিত। খাজানার কমিট্যান যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টে যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে একপাশ দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার পোষক্য পরিভাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় যেরূপে কথা গোছনা করা হইয়াছে, তাহাতে অপব্যবহারের দ্বার বিনয়নরূপে উদ্ঘাটিত হইবে। যখন রায়ত পরিভাগ করিয়াছে এই ওজরে তাহার কতকটা যোত হইতে বিনয়ন করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃ প্রাপ্তির জন্য যোতদমা কিছু পরিবার ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষমতা অর্পিত হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রযোজন থাকে, তবে উহার কাগজসমূহ খসড়া হইয়া রায়তের দখল হইয়া যোতদমী দক্ষ রাখা কর্তব্য। দখলীপত্রবিশিষ্ট যোতে উহা বিস্তারিত করা বিনয়ন অর্পণের কারণ নাই, কারণ এই সকল স্থলে বাকী খাজানার নিমিত্ত যেও বক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা ভূম্যধিকারীর খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৬৩ সাল ২৭ মার্চ।

এচ. জে. বেনসন।

এই প্রস্তাব প্রকাশ করে যে, "রায়তেরা ফসলের লক্ষ্যে যে স্থলে বিক্রয় করে সেই স্থল পরিয়া প্রধান শস্যক্ষেত্রে হইবে তাহা উৎপাদনের আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য যত হয়, বর্জিত খাজানা কোন স্থলে তাহার শতমাংশের অধিক হইবে না।

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কমিটির অধিকাংশ
ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে চিরমতাম্বলিপি।

পাণ্ডুলিপির মূলমন্ত্র।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রণয় হেতু মূল স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশীয় ভূমি-সংক্রান্ত
আইন একগুণে যেকোন ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এবং পাণ্ডুলিপি প্রণয়
১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপন-তদপেক্ষা দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর মনোবিশ্বাসনক ভিত্তির উপর
নীচ ২১ প্রকরণ। স্থাপিত হইতেছে না এবং ইচ্ছা হইতেছে বঙ্গদেশের সমস্ত কৃষক-একগুণে সম্বন্ধিত-
পত্র কৃষকদের হস্তে ভূমির চানক্যের বন্ধিত হইবে না, অপদা মনস্কর, বিপুল-
তার সুন্দররূপ রক্ষিত ও কেন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে সহায়তা হইবে না। আর যে
অভিপ্রায়েই লন্ডন হাউসিং বোর্ড সাহেবের মতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করণের ন্যায্যত প্রতীপাদন করা যায়
এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে গেইট অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না একগুণ নহে, ইচ্ছা হইতেছে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার
ও বর্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপে নূরন পথে যাতে হই
১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপন-তেছে। উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার গণতন্ত্র এক
গণতন্ত্র প্রকরণ। প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শনিবন্ধন হইবে নিম্না নিম্না করিয়াছেন।

ভূমিস্বিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বর্তমান আইন কিং মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্টে পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব
মতেন ইহা বুঝা যায় কঠিন দেখিতেছি, অভিপ্রায় ও হেতুগুণে বর্ণনা পত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির মত মনোবিশ্বাসতার
সত্যদের নিকট পাঠাষ্টব্য যুক্তি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৮২ সালের ১৭ আইন যদিও উপকার করিয়াছে
অধিকার করা যায়, তথাপি কোনও গুরুতর বিষয়ে উহা এতদূর বিদগ্ধ হইয়াছে যে বেচারে অভিযোগিতার
অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রতন্ত্রের স্থানে খাজানা লগ্ন হইয়াছে ও জমিদারদের কর্তৃত্বগত্যাচার বটিয়াছে, এবং পূর্বে রাজস্ব
জমিদারেরা আইনমতে যে খাজানা রক্ষি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা রক্ষি পাঠিতে পারেন নাই, এবং আপন
বৈধখাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ
করিতে পারি, একপক্ষে রাষ্ট্রতন্ত্রের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমিদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা
আপনমতে রক্ষি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য।

ঐযুক্ত ইলবার্ট সাহেব যেকোন বলেন, ১৮৮২ সালের ১৭ আইনের মূল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে
ইহা যদি দেখান যাইতে পারে। কিন্তু আমি বেচার সম্বন্ধে নির্ভরসংকল্পে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি
এস্থলে বিশেষ কথিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহা কোন প্রাণ দেওয়া হয় নাই। তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির নামে যে উদ্দেশ্য আছে বনিয়া, দেখা যায়, আমি পূর্বে বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধন
যে না যা উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূমিস্বিকারী বা রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে পারতেন না
এবং জমিদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে
ইহা আমি দেখিতেছি না। পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে
ভাল হইত, কিন্তু এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকতাবের
প্রকরণ পরস্পরা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত আইন প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূমিস্বিকারীদের
মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। সভ্যবটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এমন কথা কখন বলেন নাই
যে, তাঁহারা ভূমিস্বিকারীদেরকে তাঁহাদের নিরঙ্করিত স্বত্ব বঞ্চিত করিতে চাহেন। প্রকৃত তাঁহারা নিম্নত
নির্দেশ করিয়া ছন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিস্বিকারীদেরকে সেই নিরঙ্করিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্ণক
দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেই স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি নিম্নত
হইলে, কাগ্যতঃ এই নির্দেশ দাড়া বার্ষ্য কর হইবে।

কতিপুত্র না দিয়া এক প্রণীকে উন্নয়ন নিরঙ্করিত স্বত্ব বঞ্চিত করিয়া অন্য প্রণীকে সেই স্বত্ব দেওয়া
তাঁহারা উদ্দেশ্য একগুণ ব্যবস্থা আমার বিবেচনায় অসম্ভাব্য ভীরতবর্ষে বিধিবদ্ধ হয় নাই, এবং আমি বিবেচনা করি
যে একগুণ ব্যবস্থা কখনও বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। একগুণ মত ইংলণ্ডে কোনও উন্নত চিত্তাশীল ব্যক্তি
সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্বে একগুণ কোন মতের কথা শুনা যায়
নাই এবং ইংলণ্ডেও অত্যন্ত চিত্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে এদিকের বিলম্ব মতের আছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে,
তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিতে চাহেন; এবং যদিও গেট মেক্রেটরী সাহেব তাঁহারা পক্ষে বিশেষরূপে
স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সমাজের কোন প্রণীর নিরঙ্করিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা
তিনি তক্রপ ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপিতে যে অসম্ভাবন
অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপি হইতে ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও তত অল্প নাই।
মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যে স্বত্বাধীনে ব্যবস্থাপনকার্য্য করি বলিয়া অনুমান কর,
সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই স্বত্বের বিরুদ্ধ। আমি যে তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮২ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্ধিত ও বলবৎ হইয়াছে।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলমন্ত্র প্রথিত আছে, তাহাতে আমাদের বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকে তাহার মনেই সংশয় অবিশ্বাস ও অনসন্ধান জন্মিত পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল, ওখানি এই প্রস্তাব নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্তমানের প্রয়োজনের কথা উপর অধিক নির্ভর করে। এমন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্যকর ভাবে প্রতি অধিক-
তর মনোযোগ দিয়াছেন। ”

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্মুখীন করিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় যেন দৃষ্টি না করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এতদূর ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়তদের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজ্বাটিকায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, সুতরাং এই সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অভাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহা ভারতবর্ষীয় গণপরিষদের অতীত প্রতিজ্ঞানুসারে শীঘ্রই নহে কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্নমেন্টের মতানুসারে প্রণীত। এই ক্ষেত্রে বোধ হয় তিনি কেহই যাহা বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিদারদের নির্জীৱিত স্বত্ব অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তর, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অভাব অধিক স্বাক্ষর আছে, আমরা তদ্রূপ এক শ্রেণী; এবং স্বত্বভাবতঃ আমাদের স্বত্ব বিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুমান লওয়া উচিত এরূপ নহে এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত

কেহই বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক যুক্তির জন্যও স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্ণক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্য-
ধিকারীদিগকে “ উপদ্রব জন্ম কৃত পূরণ ” দিয়া তাহাদিগকে স্বত্ব ভাগ করিবার আশা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের যে পত্রে ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন নোদেখ হইতেছে, এবং যাহাতে সিলেটে কমিটির বিবেচনা কাগজে বিবেচনায় স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানে গল বলিয়া উক্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জুডিস মার্শাল যে সুন্দর মন্তব্য লিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্মুখে কোন ক্রমে তথ্য বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজনার কমিশানের হস্ত হইতে যখন বর্তীত হইয়াছে তদনধি বরাবর জমিদারেরা দলবদ্ধ ভাবে ইহার সম্মুখে আপত্তি করিয়াছেন। দেহার ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলার সভা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পাণ্ডুলিপির নিম্নোক্ত প্রকরণগুলির উপর যোষা রাখা করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান দেণাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত পুরাতন আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত মার্চ মাসে যখন রাজা শিবপ্রসাদ মস্ত্রিসভায় বলেন যে “ এইরূপ পাণ্ডুলিপি বিদ্রোহ হইলে লোভের বিশ্বাস ও প্রভাব বিচলিত হইবে ” তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের মনের ভাব পরিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই সকল মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়তদের সাক্ষিত যে দিন কোন নূতন জমীর বন্দোবস্ত হয় সেই দিনেই তাহাদিগকে দখলীস্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে তুল্য সুবিধা দিয়া না দি। স্বাধীন চুক্তির স্বত্ব সম্মুখে রায়তদের অক্ষুণ্ণ প্রথম এইবার নিষেধাত্মক নিষম স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূম্যধিকারীকে খাজনা রক্ষার আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার শতকরা পঁচিশ টাকা খাজনা রক্ষার উর্দ্ধসীমা করিবার প্রস্তাব। এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সীমার স্বত্ব কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেণাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে কাটা হইতেছে এরূপ নহে, জমীদারদের নির্জীৱিত স্বত্বও অক্ষত করা হইতেছে, জমীদারদের নিশ্চয়ই এইরূপ জ্ঞান হইবে। একটি শ্রী বলিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও দেহার জমীদাররা জীর্জীৱিত যাহার নীর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজতন্ত্র এবং ইংরাজ গবর্নমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রভাব স্থাপন করিয়া তাহারা সর্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন যে, কোন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে তাহাদের নির্জীৱিত স্বত্ব বর্জিত করিতে কিস্থা তাহাদের স্থায়ী দ্বির হইতে চাহিবেন না অথবা ইহা মনেও করিবেন না।

এরূপ অস্থায়ী গাছা চাইত আমি কিরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এরূপ এক সমস্যার স্মারকলিপি প্রকাশ করায় জমীদারদের স্বত্বভাবতঃ আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পত্রের মত প্রকাশ করিয়াছেন, গেই মত অধঃস্থল করিবার পূর্বে জমীদারদের স্বত্ব সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে অনুমান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, জমীদারেরা এমন কি কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাহারা এরূপ ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে এরূপ অর্ধগৃহ ও দিব্যক শূন্য জ্ঞান করেন তাহারা কি বাস্তবিক এইরূপ অর্ধগৃহ ও দিব্যক শূন্য যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রমাণ দেখাইবার রত্নাত্মক কোথায়? আমাদের মনে কি এমন কোন স্থিতিরীতি বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি দ্বাদশমাসের

প্রজাদের ভূমি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ হিত ও এরূপ কোন স্থিতিরূপে ঘটিত বিবরণ আছে কি বাহাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রাইতদের প্রতি এই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে উজ্জনা আমাদেবর ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত জম্য ক্ষতিপূরণ দিবার মত প্রণয়ন করা নায়াসুগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের গণকে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতার। ইহার কথা স্পষ্ট ও ভাবেন নাই? বস্তুগত। ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অভূতপূর্বরূপে খাজানা গ্রহণ ও অত্যাচার এত সাধারণ, যে উজ্জনা ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যিক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গণগণ্যেদের উল্লিখিতপূর্বরূপে যে রূপ প্রমাণ আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেরূপ অত্যাচারী ইহা দেখাবার স্থিতিরূপে ঘটিত বিবরণ প্রায় বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রামের সমুদয় জমিতে গ্রামবাসীদের দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমিদারেরা মিলে সে ভূমি চাষ করিতেন তদন্ত কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিনেট কমিটির হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয় যেহেতু বিষয়ে আমার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্ন দক্ষমতে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেই বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির বাদানুবাদে আশু সরকারী কাগজপত্রে একথা মিলিত প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রাইতদিগকে যে স্বত্ব প্রতিষ্ঠাপূর্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গণগণ্যেদের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমিদার ও রাইত ও গণগণ্যেদের মত লই একমত। এক্ষণে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এদিকের অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে যেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমিদারেরা প্রকৃতপক্ষে “ভূমির মালিক” এবং কেহ কেহ স্বরূপ সম্পত্তি কর্তব্য বোধ হয় এরূপ খাজানা সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন বাহার। ইহাও ছাড়াইয়া যান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে জমিদার শ্রেণী ছিল না, এই সময়ের পূর্বে তাঁহারা কেবল গণগণ্যেদের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল স্থানীয় উত্তরস্বরূপ আমি ইহার সঙ্গে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দুই খণ্ড সমস্তের অনুবাদ দিলাম মুসলমান সত্ৰাটের। দেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সময় দিরাছিল। এই দুইখণ্ডের মধ্যে এক খণ্ড হান ভোজপুরের বা ডোমরাটের রাজবংশকে ও অপর খণ্ড রাইতবার রাজবংশকে দেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোন জমিদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল একটা নহে, চারতরফের কোন স্থানে ইংরাজ গণগণ্যেদের স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তরূপে জমিদারদের প্রতি যেহেতু স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই বিধির আইন হইবে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাইতেছি না। এই অংশটি এই রূপ।—

“যদি প্রমাণিত হয় যে জমিদারদের সাধারণ জমিদারদিগকে হস্তান্তরিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং জমিদারদের এই স্বত্ব দিতে হইবে যে তাঁহারা যে জমি দিতে করার করিয়াছেন, তাহাতে কোন পরিবর্তন করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের ওয়ারিশগণ আইনমত উত্তরাধিকারিরা আপন মত ইচ্ছা দিয়া চিরকাল ভোগদখল করিতে পারিবেন। জমিদার গণগণ্যেদের জমিদার সাধারণ আদায় করেন যে ভূমি মালিকের। সরকারী জমি চিরকালে নির্দিষ্ট অবধারিত হওয়ায় তাঁহাদের যে উপকার হইল তাহা বুঝিয়া এইরূপ নিশ্চয় জানে আপনাদের ভূমি চাষ করিতে যত্ন করবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট কাষাধ্যক্ষতাব ও পরিচালনায় ফলকেবল নিজেরই ভোগ করিবেন। বিলম্ব বা ওজর না করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদের মালিকীত্ব প্রকৃষ্ট ও বাস্তবের প্রতি মতভা ও মতভা সহকারে বাবদার করা ভূস্বামীর। সকল সময়ে নিতান্ত কর্তব্য কথ্য এবং এক্ষণে সকল অজ্ঞানতা গেল, তাহা হইতে তাঁহারা যে উপকার প্রাপ্ত হইবেন উজ্জনা এই সকল কর্তব্য তাঁহাদের মত অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

সার জন শোর সাহেব আপনাদের মন্তব্যলিপিতে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

“আমি জমিদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জানি। তাঁহারা আপন মতের ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকার প্রদান এই ভূমি মালিক প্রাপ্ত হন, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজা নায়াসুগণে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকরূপে ভূমি লইয়া কার্য্য করিবার অধিকার এই সকল হইতে উদ্ধৃত, এবং আমরা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে এই অধিকারমতে জমিদারেরা কার্য্য করিতেন।”

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত, এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমিদারদিগকে “ভূমির মালিক” বলেন। আমার যে সেলেক্ট নম, পিট সাহেব এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি জীমুত ডাউস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পক্ষ লিখিয়া বলেন।

“আমি ইহা নিতান্ত আবশ্যিক বিবেচনা করিলাম যে, লর্ড অব কন্ট্রোল হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ধৃত হওয়া উচিত, আর এতদুত্তর ও বিবাদীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে আমার অংশী ভবিত যত্ন করা উচিত। এই নির্দিষ্ট তিনি অপর আমার সহিত টেম্পলডেন দশ দিন বন্ধ থাকিয়া কেবল এই কার্য্যের প্রতি মনোযোগ দিতে সম্মত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে—

কালকাল চালস গ্রাণ্ট সাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যবসায়গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া পিট সাহেব সম্পূর্ণরূপে আমাদের সঙ্গে একমত হইলেন, যেখানি আমিসঙ্গে হইল। এই নিমিত্ত আমাদের বেরণ ধারণা হইয়াছিল, তদনুসারে নিজাপনী স্থির করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট পাঠাইয়া।

স্বয়ং আমাদের স্বতন্ত্রস্বত্ব আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাহাদিগকে যে স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহারা যে স্বত্বভোগ করিত, সেই স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহারা আপন২ যোত হস্তান্তর করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমিদারদের সম্মতি বিনা অবধাষিত হারে স্বয়ংক্রিয় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী যে চাউল, গম ও অন্য সমস্ত শস্য খাদ্যকে কেবলমাত্র “প্রধান শস্য” বলিয়া সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য দ্বারা খাজানার হার নিয়মিত হইত।

আমি এস্থলে এই বিষয়ে সার ভগ্ন শোরেঁর লেখা হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।—

“কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, স্বয়ংক্রিয় বহুতাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় ও তাহা দিনকে উঠাইয়া দেওয়া বাইতে পারে না। কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পরিমাণে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র। যথেষ্ট চারি রাজার অধীন অন্যান্য স্বত্বের ন্যায় এই স্বত্বও অনিশ্চিত। জমিদারদের স্বত্বের আর কবিত্ব হইল লওয়া গেলে স্বয়ংক্রিয় স্বত্বের আধিক্য চাহিবার স্বত্বক্রমে তাহারা কার্য্য করিয়াছেন। ভূমির মালিককে কেবল জমিদারদের প্রতি ন্যস্ত আছে, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে স্বয়ংক্রিয় এই স্বত্ব ভূমিদারদের স্বত্বের প্রাপ্ত না হইলে, স্বয়ংক্রিয় অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

“বঙ্গদেশের যে কোন জিল য় বিধি লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় খাজানা গ্রহণ করা না হয়, তথায় ভূমির খাজানা জানা হারাদুসারে নিয়মিত হইয়াছে, এবং কোনও জিল/য় প্রত্যেক গ্রামের স্বত্ব হার আছে। বিধি প্রতি ভূমির উপর ধারিত। এই সকল হার স্থির হয়। কোনও ভূমিতে বৎসবে দুই কনল, কোনও ভূমিতে তিন কনল আছে। তুতগাছ, পাঁচ, তাবাক ও আঁধ প্রভৃতি অধিকতরলাভ জনক জন্ম হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্য হ্রাস হয়। এই সকল হার ভূমি মাপ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং ভোড়ল বনের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে এই আসনের উপর আব ওয়াব যোগ করা হয়, পরে মূল্য নির্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পরে বেরণ মাপ হইয়াছে, তদনুসারে হার তেদ হইয়াছে। জমী মাপ করা গেলে সাধারনতঃ ক্রিকেৎ বৃদ্ধির সহিত চলিত হার দৃঢ় করা হয়।”

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য শস্য খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শব্দের এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তামাক, তুত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান উপর প্রবোয় মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে আমি আর একজন উচ্চ কর্তৃপক্ষের লেখা হইতে একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটকাল্ফের উল্লেখ করিতেছি, ইহা সুবিদিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাহার বত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারদিগকে ভূমিতে মালিকীস্বত্ব দেওয়া হয়।—

“আমরা আইনের দ্বারা যে সকল ভূমিদার স্থিতি করিয়াছি, আদি তাহাদের সপক নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিবেচনা করি, তাহাদিগকে স্থিতি করা একটি বিষয় জাতি হইয়াছে ও তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাহাদিগকে স্থিতি করিয়া ও তাহাদিগকে ভূমি স্বীকারি বলিয়া নির্দেশ করিয়া আমি বিবেচনা করি আমরা গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বৃদ্ধিকরণান্তর যে সকল মালিকী স্বত্ব দিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বত্ব পূর্বে কাহারও ছিল না, সেই সকল আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি। পূর্বে হইতে অন্যের যে স্বত্ব ছিল, আমাদের নুতন স্বত্ব ভূমিদারদিগকে দিবার নিমিত্ত সেই স্বত্ব নষ্ট করিবার স্বত্ব আমাদের ছিল না। তাহা পূর্বে অন্যের ছিল এরূপ একটি ক্ষেত্রে তাহাদিগকে আইনমতে বা ন্যায়রূপে দিতে আমাদের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাহাদের জমিদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টের যে স্বত্ব ছিল, তাহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিতাম ও দিরাছিলাম। এবং স্বত্বী বন্দোবস্তক্রমে তাহাদের অন্যের স্বত্ব বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আদি সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রদান করিয়াছিলাম এইরূপ ক্রমে পুরাতন চাহীমালিক ও দখলীকারদের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদিও আমরা সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে স্বত্বান ও বাধ্য ও যদিও উহা রক্ষা না করাতে আমাদের আপনা-আপনি লজ্জিত হওয়া উচিত। তথাপি আমাদের এই ভূমিদার নিজ সম্পত্তি বলিয়া যে ভূমি নির্দেশ করা গিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাহী বসাইয়াছেন, সেই চাহী ও ভূমিদার পরস্পর যে নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মভঙ্গ করিয়া আমাদের মনোবৃত্ত অন্য নিয়ম নির্দেশ করিবার নিমিত্ত তাহাদের মধ্যবর্তী হইতে আমাদের কোন স্বত্ব নাই। * * * * * আমি আইনমত ভূমিদারকে তাহার সমুদয় ন্যায় স্বত্ব দিতে চাই। আমরা স্বত্ব ভূমিদারদিগকে স্থিতি করিয়াছি, তখন তাহারা যে কেবল রাজস্বের শতকরা ক্রিয়মূল্য পাওয়ার অধিকারী থাকিবেন, তখন এরূপ অতিপ্রায় থাকি সত্তবে না। এরূপ অতিপ্রায় ছিল যে, তাহারা প্রকৃত ভূমিদার হইবেন এবং যে স্থলে অন্যের পূর্বে স্বত্ব বিদ্যমান হয়, সেই স্থলে তাহারা ভূমিদার হইবেন ও তাহাদের ভূমিদার থাকি উচিত। কিন্তু যখন অন্যের স্বত্বভোগ করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ আইনমত ক্ষমতা আমাদের ছিল না, তখন এই সকল স্বত্বের কিছুই আমরা ভূমিদারদিগকে দিই নাই; এবং আমাদের স্বত্ব ভূমিদারদের বিরুদ্ধে পুরাতন ভূমিদারদিগকে ও স্বত্বীস্বত্বভোগাধিকারীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।”

আইন প্রতি এইরূপ বিবাদী প্রস্তাব সম্বন্ধে হাই কোর্টের জজদের, আডবোকেট জেনরল সাহেবের ও গবর্ণমেন্টের অন্য আইন সচিব কন্সটার্নেলের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যেমন স্থিতিরীতি বিষয়ে, তদ্রূপ এই বিষয়েও বিশেষরূপ সম্বাদাভাষ দেখিতে পাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের একটি প্রধান দাঁড়াইবার স্থল, এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্বোৎকৃষ্টত পাওয়া যাইতে পারে, নিম্নেই কমিটির তাহা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায়।—ভানুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ভানুকদারেরা রায়তি স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী স্বার্থের একাংশমাত্র নিজে। প্রকৃত ভানুকদারদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আমি কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। তাঁহাদের স্বত্ব যথোচিত পরি-
নাগে নিশ্চিত; এবং একটি শ্রেণীস্বরূপ তাঁহারা অল্প ৩: আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।
ভানুক ও পেটাও ভানুক সম্বন্ধে ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের বিধান রীতিমত পুনঃপ্রণয়ন করণ আমি বুঝিতে
পারিলাম; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবহার পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ বা ন্যায্যতা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার
মতে সমস্ত তৃতীয় অধ্যায়টি নুতন করিয়া লেখা উচিত, ১৮১১ সালের ৮ আইনের বিধান অখণ্ডাকারে রাখা উচিত,
এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার শ্রী ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি শুধু তুলিয়া লওয়া উচিত।
দখলীস্বত্ববিধিতে কোন কোন রায়তকে (অর্থাৎ যাহার কোর্সী দিলকরে ও যাহাদের দখলে একনত
বিষার অধিক অম্বা থাকে তাঁহা দগকে) ভানুকদারের পদে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে উন্নীত করায়, আমার
মান্যবর সহযোগীর বিস্তারিত বাখ্যামতে মূল ব্যবস্থা খটিত পরিবর্তনের অন্যায়তা অভ্যন্তরীণ হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়।—যে রায়তেরা অবদারিত হাণ্ডে ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ভূমির উপর গবর্ণমেন্টের নুতন কর নির্ধারণ অবশিষ্ট থাকি খাজানা আদায়ের সুবিধা করা জমাধিকারীরা যত
কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং নিম্নলিখিত খাজানা হক সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া
শ্রেণীবিশেষের জমাধিকারীরা যত কেন আবশ্যক জাম ককন না, আমি লিখে পারি বঙ্গদেশের ও বেঙ্গালের
জমিদারেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রকৃত বিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করা অপেক্ষা তাঁহারা বরং বর্তমান অসুবিধা
ও কষ্ট ভোগ করিতেও সম্মত। কিন্তু যদি আচল পরিবর্তন করিতে হয় তবে ইহা ন্যায্য ও বিচারসিদ্ধ যে ১৮১৯
সালের ১০ আইনের নুতন যে যে বিধানে উচ্চতম কর প্রণয়ন করা হইয়াছে। জমিদারদের অব্যাহতি
হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্তিত বা রহিত করা উচিত। খাজনার একরূপ হারে লিখ বৎসর ভোগ করিলে
প্রকার অনুসারে যে অনুমান হয় তাহার উদ্দেশ্য এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে বা যাইতে পারে; কারণ যে কোন
প্রকার উচ্চতর প্রতি দৃষ্টি থাকে, সে গত পঁচিশ বৎসর পরিমাণ কবজ চাঙ্গী লইতে ও তাহার রক্ষাকরণার্থ যত
করিতে সুযোগ পাইয়াছে। অন্য কোন কথা না থাকিলেও একরূপ হওয়াতে যত কাল একরূপ খাজানা দিলে

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩৩৪
ধারা দেখ।
একরূপ পরিবর্তন এই কারণে অত্যন্ত আশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে যে বর্তমান
আকারে এই অনুমান দগত: জমিদারদের নিশ্চিত ও অনুচিত ক্ষতি হইতেছে।

মান্যবর জিযুত রেনল্ডস সাহেব ১৮৮১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন মতবলিপি লিখিত যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,
মান্যবর ষায়া নাহাদুর তাঁহার লিখিত ভিন্নমতে পুর্বেই তৎপ্রতি যথোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। রেভিনিউ
বোর্ডের পদজ্যেষ্ঠ মেম্বর ও খাজানা সংক্রান্ত কমিশনার সভাপতি জিযুত ডাম্পিয়র সাহেবও তাঁহার ১৮৮১

বঙ্গদেশের জমাধিকারী ও প্রজা
সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত প্ৰ-
শোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের
রিপোর্টের ২ বালাঘের ১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠা।

সালের ১৯ মে তারিখের মন্তব্যে তদ্রূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;
এবং যদিও মান্যবর জিযুত রেনল্ডস সাহেব আপন মত পরিবর্তন করা
উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাম্পিয়র সাহেব যে সকল যুক্তি
উত্থাপন করেন, তাহার খণ্ডন হয় নাই। এই রূপ আইনমত অনুমানের
প্রকৃত মূল রক্ষণাত্মক হয় নাই, সজ্ঞাত হইয়াছে, অর্থাৎ যে “সকল স্বত্ব

আছে কিন্তু তাহার প্রতিপাদনার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ পাওয়া নাগেতে পারে না, কেবল তাহাই সাব্যস্ত না করিয়া
অধিকাংশ স্থলে নুতন স্বত্ব সৃষ্টি হইয়াছে, মান্যবর জিযুত রেনল্ডস সাহেব এই যে কেতু উত্থাপন করেন কেবল
যে তাহা পরিষ্কার জিযুত ডাম্পিয়র সাহেব অনুমান ঘটত নাগতি রক্ষণের

বঙ্গদেশের জমাধিকারী ও প্রজা
সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত প্ৰ-
শোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের
রিপোর্টের ২ বালাঘের ১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠা।

দোষ দিয়াছেন এমন নহে, তিনি সাধারণ রাজনীতি সঠিক এই হেতু পরিষ্কা-
রেন যে, “বলপূর্বক নীলাম দ্বারা নির্যাতী বিক্রয়কার নিকট হইতে কোন
খাজনার কোন মতল পাইলে অধিকাংশ ক্ষণেই খরিদার জমিদারী
কাগজপত্র পাঠতেপারে না বনিয়া উক্ত অনুমান দ্বারা কাগজত: ইচ্ছা
নির্দেশ করা হয় যে, কোন প্রজা খাজানা পরিবর্তন লিখা বিন বৎসর ভূমি

ভোগ করিলে অনধারিত হাণ্ডে চিরস্থায়ী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।” জিযুত ডাম্পিয়র সাহেব সাধারণ রাজনীতি
ঘটিত হেতু পরিষ্কার। এইরূপ আর একটি যুক্তি দিয়াছেন যে, “চূপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাতে চমিয়া
হায়” এই তরে উক্ত বিধানভেদক জমাধিকারীদের বিন বৎসর অন্তর খাজানা রক্ষি করিবার যৌক্তিকতা
উপস্থিত করিতে হয়।

পাণ্ডুলিপির ৫ম অধ্যায়।—দখলীস্বত্ব বিধিতে রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

এইবিষয়ের বিচার করিতে প্ররক্ত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মধ্যবর্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অসাম্য প্রভাব
আছে, ইহা আশ্রয় দেন রা। আবশ্যক। যাহাতে কৃষকের সৃষ্টি হইক ৩০, তাহাতে জাতীয় ও সমৃদ্ধির সহা-
য়তা হয়। কিন্তু চাষীকে নিম্পীড়ন করিয়া মধ্যবর্তী প্রজা যাহা আদায় করিতে পারেন, তাহারই উপর তাহার
সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং মধ্যবর্তী প্রজা সমাজের অন্যতম অঙ্গরূপ এবং তিনি যাহাতে কেবল অবতারণা
অসুবিধা রক্ষি হয়। প্রাচীন দেশাচারে কিম্বা পূর্ব কালের সরকারী কাগজপত্রে যে কিছু দয়া দেখান হয়,
তাঁহা কেবল ভূমির দাবীদের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু যাহা কৃষিকারের নিমিত্ত ভূমি দখল করিয়া
কৃষক ভূস্বামী হইয়া বসেন, ও আপনাদের মীমাংসক কার্যক্ষেত্রে জীদারী শালীর যত কিছু দোষ ও

অপব্যবহার সম্ভব, তৎসমুদয়ের সারসংগ্রহ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ দয়া দেখান হয় না। যদি আইনের মৌলিক পরিবর্তন করিতে হয়, তবে আমাদের কৃষিপ্রণালী হইতে এই শ্রেণীর লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ “দুর্ব্বলসহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সজ্জিগত কৃষকদল” সৃষ্টি পরিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শ্রেণীর লোকেরাই বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। কোন বিশেষ স্থানে কোর্কা বিলি সিদ্ধ হইতে দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে আমি বিশেষ সন্মত আছি, কিন্তু সেই গীমার বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থানে কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থানে প্রজা নিজে বা বেতমভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, দখলীশ্বত্ব এইরূপ নিয়মাদীন থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাৎসরিক রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে হস্তান্তর করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কমিটিতে যে সংশোধনের প্রস্তাব করি, তদ্ব্যতীত দুইটি এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। জীলোক ও লাবালগ প্রভৃতির বেলা সমুদয় যোত কোর্কা বিলি করিবার অনুমতি দান স্বতন্ত্র সংশোধননী বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাৎসরিক কৃষকে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই সম্বন্ধে অন্য সংশোধননী আছে হয় নাই।

এই ৭খার উত্তম প্রমাণ আছে যে কোর্কা বিলি করার কৃষকের সর্ব্বস্ব হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা

The Zemindari Settlement of Bengal নামক লিপিরূপে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত পুস্তকের ১ বালাখের ৩৫৫-৬০, ৬৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠায় ইহার একটি স্থান উদাহরণ দৃষ্ট হইবে। তাহাতে অনেক সরকারী ও বেসরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদিও গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যশ্রেণীর প্রজারা সর্ব্বাপেক্ষা দারী এবং যে রায়ত জমিদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্কা বা কলারত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকেই ভালুকদার ও খাগানাগ্রহীতার পক্ষে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রকারান্তরে দখলীশ্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্ত্তমান অসুবিধা অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে দখলীশ্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিষিদ্ধ জমিদার তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক একজমী হইতে অন্য জমীতে চালাই

করে (আমি বলি এরূপ ক্রীতি থাকিবে প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমিদারের স্বেচ্ছাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যিক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া গিলেট কমিটি রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাছেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহার ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহার অবশ্যই ১২ বৎসর ভূমি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিরুদ্ধ; কারণ যাহার উপর জমিদারদের কোন ক্ষমতা নাই, এরূপ নানা হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনে পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বৃহৎ নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নির্যাত শিকড়ী ও পরশু ঘটতেছে; এই প্রদেশের গীমাদল স্থানে সর্বত্র অন্য পি জঙ্গল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; সমাধিত জমী সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও ঘাসের জমীর উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রচা হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকত্ব কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাসার্থী না থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যোত হস্তগত করে; এই সকল কথার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বল গাইতে পারে যে, একজন অপক্ষপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, মোকদ্দমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্যকোন প্রমাণ না পাওয়া, প্রজা অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার ত্রিসংখ্য গত নার বৎসর দখল করিয়াছে?

সকল রায়তের দখলীশ্বত্ব আছে এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে একটি স্থলের উল্লেখ করিব, যে স্থলে রায়তের দখলীশ্বত্ব না থাকিলেও জমিদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান খণ্ডন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি —

১ম।—গবর্ণমেন্টের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যে স্থলে ভূমি-করী দখল পান, সেই সেই স্থলে যে বাকীদার জমিদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমিদার প্রায়ই স্বীকৃতঃ ক্রেতার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্ব সনে কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমিদার কিরূপে উক্ত অনুমান খণ্ডন করিবেন?

২য়।—যে স্থলে এক মহাল কৃষি ও মজুর পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে ঐ মহালের অন্য পত্তনী বা ঠিকা জামতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে খণ্ডন করিবেন?

কোন দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের গোড়ের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, যে মূতন জমি লইলে, যে দিন তাহার সহিত ঐ জামর বন্দোস্ত হয়, সেই দিন তাহাতে দখলীশ্বত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণে আমার প্ররক্ত হইতে হইতেছে। একজন রায়ত সূত্র এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বৃহৎ ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা যুক্তিই নহে। সে কেবল কোর্কা বিলি বা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

আবার “মহাল” শব্দ অত্যন্ত অসিদ্ধি। মহাল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বৃহৎ খণ্ড বুঝাইতে পারে। “গ্রাম” শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। এদের নির্দিষ্ট সীমা আছে ও তাহাতে বলাবাহুল বুঝায়।

দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাঁহা অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রায়ত বাসেন্দা

৩০ “ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহু কাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাঁহারা ভূমি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।” পোর সাহেবের ১৭৮৯ সালের ২৮ জুনের মতব্যনির্ণয়; হারিংটন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের ৩য় বালাদের ৪০০ পৃষ্ঠা।

হউক বা না হউক, তাহার রায়তি স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না। * দেশোচ্চারক্রমে না হইলে ভূম্যনিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারে না এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকেরা ও বিচারপতিরা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষের কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে, দেশোচ্চার

সর্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে স্থিতিরীতিগত বিবরণের মোহাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রামাণিক নহে, কারণ তাঁহাতে দেখায় না কত স্থলে হস্তান্তর হইবার পূর্বে বা পরে অমোদার সম্মতি দিয়াছেন।

এপ্রকারের কোন দেশোচ্চার এরূপ প্রসিদ্ধ হইবে যে, সকল জেলীর ও স্বার্থের সমস্তই অমোদার ইহা বিচারালয়ে প্রদান করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায়, এবং (২য়) যে দেশোচ্চার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে খরিদারদের অক্ষমতা। যেতুক দেওয়ানী আদালতে অবিচার্য্য প্রতিবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অনাবশ্যক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যেমন সম্পত্তি হইতেছে, তদনুসারে সর্বত্র দখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও গ্রাম্য সমাজ উভয়েরই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শীঘ্র ও তৈর্যতাগত রায়তদিগকে রাখা ভূস্বামীর স্বার্থ, আপন ভূমিতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা ইহাতে আর তাঁহাদের থাকিতেছে না, এবং যে মহাজনেরা বা বিরোধী জমীদারেরা রায়তদের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের অধীনে ভিন্ন জেলীর লোক বসাইয়া আঁধার বিবাদ, মোকদ্দমা ও সর্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মহাজন বা অমোদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দার উদ্ঘাটিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাই যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশোচ্চারক্রমে এরূপ সোত হস্তান্তর করিতে পারা যায় না। তাহাতে প্রাচীন সমাজের স্বার্থক্ষয় ও মঙ্গল হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে রাজাদের স্বার্থ ছিল না, তাঁহাদের তথার বলপূর্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ এই সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে স্বার্থ স্থাপন করিয়া আঁধার শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই দেশোচ্চারবলে বহুপরিমাণে নিবারণিত হইত।

দক্ষিণাপথের রায়তদের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে যে অনিষ্টজনক ফল চলিয়াছে; এবং যেমতাজমদদের হাতে সাঁওতালদের পড়ে, প্রমাণতঃ তাঁহাদের অত্যাচারেতুক সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিভঙ্গ ঘটে আঁধার মতের প্রতিপোষনার্থ আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিদ্রিষ্ট হইলে, আঁধার নিষ্ঠ ও অমোদার ভূস্বামীদের রায়তদিগকে মহাজন ও অন্য ভূমিাবসারীদের কণার উপর ফেলা যে ইহার স্বাভাবিক ফল হইবেক, তাহাও আমি আশঙ্কিত করিতে চাই।

সত্য বটে, মৃতদ হস্তান্তর স্বত্বদানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূস্বামীর নিজের স্বত্ব, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন, অগ্র্যে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে ভূস্বামীর সম্পূর্ণ উপকার হইবে, এবং আঁধার প্রস্তাব কর যে, এই স্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকারক্রমে না হইয়া রায়তী স্বত্বে যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা তেই এই স্বত্ব বর্তীতরা ইহা অধিকতর কার্যকর করা উচিত; এবং “তালুক” সম্প্রদায় উক্ত স্বত্ব বর্তীত হইতে পারিলে মহাজন প্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বত্ব কার্যকর সমস্তের বিধান করা হইবে, ইহাও সকল পক্ষের বিশেষ মঙ্গল। অগ্র্যে ক্রয় করিবার অধীক স্বত্বাধীনে, যাহার তাহার নিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব অপেক্ষা প্রকৃত বাসেন্দা কৃষকদের নিকট স্বামী ভাবে বিক্রয় এর আঁধার নিকট উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। কেনহে অনুমান করেন যে, দখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে দেশোচ্চার নীলকরণের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাঁহাদের মতাদ্রা এমন অনেক লোককে জানি, যাহারা এই প্রস্তাবে বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের নীলকরণ সম্পূর্ণরূপে ইহা বিরোধী।

খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এত কথা প্রথম বলিতে ইচ্ছা করি যে আঁধার মহালে ভাণ্ডারী বা লম্বাখানা খাজানা দেওয়া রীতি নহে; এবং আঁধার এমন নিগেচমাও করেন যে উহা মুদ্রারূপে খাজানা দেওয়ার ন্যায় এই সকল অঞ্চলে ভূস্বামী বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেহারে এমন অনেক স্থান আছে যথায় ভাণ্ডারী চলিত ও টাকার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের সবটুকু ভিন্নপ্রকার, এবং এই বিষয়ে যেমন সম্পত্তি হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সহসা প্রচলিত করা যায়, তাহা হইলে সকল জেলারই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতার দৃষ্ট হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গে শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপে প্রায়ঃ পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ বলপূর্বক এরূপ পরিবর্তন প্রবর্তিত করা আমি মোক্ষের বিষয় বলি।

এবিষয়ে আঁধার নিজের বড় একটা ক্ষতিবুদ্ধি নাই। কিন্তু আমার উচ্ছ্বাস যে দেশোচ্চার ভূস্বামীদের প্রতিবিধি স্বরূপ আমি তাঁহাদের মত প্রকাশ করি। আঁধার বিবেচনায় এই সকল মত বিশেষ বিবেচনা যোগ্য।

শস্যরূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃশব্দে খাজনা দিবার আদিম উপায়; এবং বেহারের অনেক অংশে উহা যে আজিও রক্ষিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্তমান অবস্থায় উহাতে নানা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানেন এদেশের লোক পুরান রীতি অনুসারে কাষা করিতেই অধিক ভাল বাসে। আবারের প্রদান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা ডোডরমল রায়তের খাজানা মোট উৎপন্নের একতৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দেশ করেন। আঞ্জীব রক্ষি করিয়া অর্দ্ধেক করিয়া তুগেন। জমিদারেরা বিচালির মূল্য নির্দ্ধারণ অত্যন্ত ছুফর বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপন্ন ১৫ ঘোলভাগের নয় ভাগ খাজানা অবধারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন।

যেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজ্ঞতার সময় উৎপন্ন যতই কম হউক না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা। আর একদিক দেখিতে গেলে যে প্রজা এক সমান মুদ্রারূপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূম্যধিকারীর অবধারিত টাকার দাবীর সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপ খাজানা দেয়, তাহা অপেক্ষা দুর্ভিক্ষ অধিক সহ্য করিতে সমর্থ।

দৃষ্টান্তরূপ এনবৎসর লও বাহাতে শস্য একবারেই জ্বয়ে নাই। ভাণ্ডারীরা আপন ভূম্যধিকারীকে সেবৎসর কিছুই দিবে না, যেক্টু তাহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হউক আর নাই হউক মুদ্রারূপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাকে হয় যে সময়ে তাহার বাজারসম্মত অত্যন্ত কম সেই সময়ে জ্বলা মুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূম্যধিকারী যৌকদ্দমা কক্ষুকরিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে। অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্তনের বিধান বাঙালীর নভে, কারণ উহাতে অজ্ঞতা ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে কেলিবার সম্ভাবনা।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ কসলের সময়ের সঙ্গে এক চওরার সচরাতরও দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেকস্থলে, যদিও এরূপ স্থল অতিবিশেষ, তাহাদিগকে অতি অস্পষ্টলো শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ সময়ে ভাণ্ডারী প্রজাকে কোন প্রকার কতি স্বীকরই করিতে হয় না।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তথায় প্রতি কসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিলক্ষণ হ্রাস রক্ষি হয়। এরূপ স্থলে জমিদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই ভাণ্ডারী প্রথায় খাজানার বন্দোবস্ত করার সুবিধা ও সুবিচার হয়।

আরও ভাণ্ডারী প্রথায়সারে বন্দোবস্ত জমিদার রায়তের সহিত ভাগ করার প্রতিবৎসরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপন্নের মূল্য রক্ষির কল পাঠিয়া থাকেন। যদি হ্রাস হয় তবে উভয়ের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। এজন্য কোন পক্ষেই বিশেষ অসন্তোষের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমিদারেরও খাজানা রক্ষির যৌকদ্দমা কক্ষু করিবার বিশেষ আশঙ্ক্যও থাকে না।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্তন সম্বন্ধে গেল। এই পরিবর্তন কার্যে পরিণত করা সম্বন্ধে রাজস্ব কর্মচারীই মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবধারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা দেখিয়া ও গত দশ বৎসরে জমিদার প্রকৃতপক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য্য করিবেন। এই সকল নিয়ম অত্যন্ত আলগা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভিন্ন কৰ্মচারীর মত অত্যন্ত ভিন্ন। আমার নিবেদনায় এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্মচারীকে তাহার নিজ মতলবময় মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমিদারের পক্ষহইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লওয়াই জমিদারের পক্ষে লাভ, কারণ রাখিতে ন্যাব তাহাকে কসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া কসলের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্তনে কাষ্যতঃ জমিদারের আর কোন হইবে, আমার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্ণমেন্টের যথার্থ অভিপ্রায়।

আমার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি ষটিভ সংবাদ দিতে পারিব। এই গুলি এখনও আঁম সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটি এই।—যে স্থলে ভাণ্ডারী প্রথা প্রচলিত আছে সে স্থলে জগৎপটন কার্যের জন্য আশঙ্ক্যকর দুই দিক সকল জমিদারকে নিভের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাক্ষ্যৎসম্মত পণত ইহার উপায় লান করে প্রাণি তাহাকে এসম্বন্ধে কোনরূপ খরচাব দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু যেমন টাকার খাজানা দিতে কসলের সময় জমিদার যাদ জল সচনকার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি রক্ষি করেন, রায়তকে খাজানা রক্ষি দিতে হয় এবং স্থানীয় প্রথা অনুসারে আশা করা যায় যে জৈবান দুর বাধ প্রভৃতি বেরানতে রাখার পরচ জমিদারকে ও তাহাকে বৎসর অনুসারে দিতে হইবে।

খাজানা হুকুম।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদার বিষয়ে জমিদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শদিক্ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণ বশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা হুকুম করার অসুবিধা আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের দায় বা পরিচয় বা ভীত উৎপত্তির মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হুকুম হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই দুই ধরিত্রী হুকুম দেওয়া নাযা, কিন্তু কাৰ্য্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ “হুকুম” আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা হুকুম এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। এই জন্য জমিদার দ্বারাও চুক্তি দ্বারা খাজানা হুকুম করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অসুবিধামুক্ত বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমিদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে হুকুম পাইতে পারেন না, তাহা দিতে রায়তের দ্বারা অসম্ভব।

যাহাউক, যে পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাজানা শস্যের মাপ, হিম্মতের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য হুকুম আদার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যহুকুম চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এরূপ করিলে জমিদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের শাসনামলে সাধারণতঃ হুকুম হয় এবং এক্ষণে খাজানা হুকুম কারণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে চচ্ছি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কম্পনা করা হইয়াছে অনেকস্থলে ভুলের অন্য কারণেও ভূমির উৎপাদিসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও হ্রস্ব প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই হুকুমসম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র দুই খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমর মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমিদাররা তাহার উপকার লাভ করিবে। একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সর জন শোর সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেও এরূপ দেশান্তর প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পান এবং অন্যান্য প্রকার শস্য ও যাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমিতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমিতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাদিসম্মত দেশান্তর পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া হইল।

বিবাদীর স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার ন্যায্য ও উচু হার দিবার যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতে ছাড়া এবং খাজানা হুকুম চার সীমাবদ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে যেরূপ অসুসঙ্গত লইতে হইত, তাহাতে কোন হার নাযা ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিশেষ সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার কমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উচ্চতর হার দেওয়া উচিত আদালতের ক্ষমতা এই বিধান অধিনেও টাকায় চারিআনার উচ্চতর হার দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যরাও খাজানা হুকুম সম্বন্ধে আবার বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে কোন বিচার স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যরাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা হুকুম পাওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে ভবিষ্যৎ বিবাদের জন্য কোনরূপ হিঙ্গ প্রাপ্তি এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়াৎ রেজিস্ট্রী করার সময় তদুযায়ী দারিত্ব সম্বন্ধে গোলযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বঞ্চার নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির উদ্ভাৱন।

সন্ত্রাস্তার উত্থাপিত আদম পাণ্ডুলিপির অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনায় ৯৭ দশক হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উক্ত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কাৰ্য্যধিকার নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৯ সালের ৫ আইনের কিয়দংশ ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারা অনুসারে কাৰ্য্য করা চূড়ান্ত হইয়াছে বলিয়া এ বিষয়ে আঁঠন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যে স্থলে এরূপ এজমালী ভূস্বামীদের ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেখানে এই সম্পত্তির অন্য কাৰ্য্যধিকার নিয়োগের কমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কাৰ্য্যপ্রণালী বিষয় আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কাৰ্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ শুধু কোমদারী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে কোমদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই অন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৩ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কাৰ্য্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে, সরকারী কাৰ্য্যকারকেরা ও অভিযোক্তাগণ প্রকৃতপক্ষে ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেম এবং তাহার কি বা কল হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটিতে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা বাইবে এবং

কোনোমতে এইবিষয়ে আর আমি কিছুই শুনি নাই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে বখন একটা আইন প্রচলিত বলিয়া যথানির্দিষ্ট প্রকারে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যিক। আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র অনুমান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও জেনীবা করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন সাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা বা বলিয়া এইবার তাগ করিয়া যাঁতে পারি তাহা যে আমার ও সামান্যদের বহুল প্রচারের সহিত রাষ্ট্রদিগের উপকারার্থ গবর্ণমেন্টের পিতৃভ্রাতার ভাব বন্ধ করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মর্মান ও ডালুকের ভূমাসংগণ এমন কি পাণ্ডুলিপির ক্ষুদ্র নূতন ডালুকদারেরাও কাগজদারের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আপীলশূন্য ভাবে জিলার জজর হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে মনচরিত্ত অসন্তুষ্ট হইবেন। এরূপ হলে অজ্ঞানদের ভুল শিক্ষিত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার শিক্ষাশুই চূড়ান্ত হইবে? অথবা অজ্ঞানরা তাঁহার অন্যান্য যে নানা মোকদ্দার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাহাতে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের দিমান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আত্মা হারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এতলে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বলিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধানের ব্যয় ও তত্ত্বাবধারাকর ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থানেই তত্ত্বাবধারার খরচ মাসালের মোট আয়ের শতকরা ১০ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থানে গবর্ণমেন্টের অধীন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানের ব্যয় মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

“দেশখণ্ডে দেশখণ্ডে হার তির তির, রাজশাহী ও কুচবিহারে শতকরা ১৫ টাকা হইতে (এই সকল স্থলে তত্ত্বাবধারার প্রণালীর পুনঃ গঠনের জন্য বিশেষরূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কার্যও আরম্ভ হইয়াছে) উড়িষ্যা শতকরা ৫-১ টাকা [বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা]”

এতদ্বারা আমি এই সার্থে আর এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অন্ততঃ একজন ভূস্বামী আবেদন মনু করিলে শাস্ত্রিতন্ত্রে কাগ্যাদ্যক নিযুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আদালতের মনচরিত্ত দেখা উচিত যে সমস্ত এজমালী মহালে ও যেস্থলে রাইডেরা জমিদারকে বিবর্ত করিবার জন্য শাস্ত্রিতন্ত্র অপরাধে কোজমারী মোকদ্দমা করু করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রজারা এজমালী কার্যাদ্যক প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা কোজমারী আদালত সূচকরূপে কার্য করিতে পারে, কারণ শাস্ত্রিতন্ত্র মিবারণার্থ কোজমারী আদালতের উপর যেরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে তাহা দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কার্যকর।

সিলেক্ট কমিটিতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্যাদ্যক সমস্ত এজমালী ভূস্বামীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে না। আমার মত এই যে, প্রাথমিক কার্যাদ্যকের সার্থ কিয়ৎকালের মিমি ও মাত্র, যে গবর্ণমেন্ট কার্যাদ্যক তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহার কার্য এত অধিক যে এইবিষয়ের তত্ত্বাবধানে মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবে না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রাষ্ট্রের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমিদারকে বাৎসরিক আর হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রাষ্ট্রদিগের নিকট কামত্বন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্যাদ্যকের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ তাহা নহে, যাঁহারা কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া এইবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, ভূমিসম্পত্তির তত্ত্বাবধানে যাঁহাদের কিছুমাত্র অতিজ্ঞতা আছে এবং যাঁহারা এইবিষয়ে রাজপুস্তক-দিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন নাই, তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপস্থলে গবর্ণমেন্টে কিরূপ লোকের মধ্য হইতে কার্যাদ্যক সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকরীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্ণমেন্টে যে জেনী হইতে আমীন ও পুলিশ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেই জেনীহইতেই কার্যাদ্যক নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিশ ইনস্পেক্টরই এদেশের একটা প্রধান বালাই। এরূপ চাকরিতে যেরূপ অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্ণমেন্টে কার্যাদ্যক করিবার জন্য উচ্চ জেনীর দেশীয় তত্ত্বালোক পাইবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ এজমালী ভূস্বামীদের আর অতি অল্প; আর আমি কালি শাস্ত্রিতন্ত্র ও পরামের কোজমারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্ণমেন্ট যে বহুসংখ্যক মহালের জন্য এক জন কার্যাদ্যক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাতে উপযুক্তরূপে অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্বদা বিধানী লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্যাদ্যকের ক্ষমতা ও তাঁহার সেৱস্তার খরচ সম্বন্ধে নিম্ন প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমিদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম প্রস্তাব আবশ্যিক। কিন্তু এই বিষয়ে আমি যত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেক্ট কমিটিতে তাহার এই মাত্র উত্তর পাইয়াছি যে হাই কোর্টকে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন সার্থ অনুমোদন করা হইবে। কিন্তু আমরা জমিদার, আমরা বলি যে কার্যাদ্যকের ক্ষমতা অনির্দিষ্ট থাকি উচিত নহে এবং বাৎসরিক মূল্যের স্পষ্টরূপে তাহা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত। যদি মত মতাই এরূপ বিবেচনা করা

হইরা থাকে যে ছাউ কোর্ট ব্যবস্থাপক সভা হইতে এবিধের অধিক অতিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিজ্ঞা পূর্বক নিশ্চয়রূপে জমিদারদিগকে প্রদত্ত আইনসমূহ স্বত্ব সম্বন্ধীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিবরণ সকলে হই কোর্টের সঙ্গে মিলিয়া করা হয় নাই কেন ?

পাণ্ডুলিপি ১২ অধ্যায়।—স্বত্বের লিপি।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমিদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখে না। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমিদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দোষ এবং যেখানে সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমিদার ও প্রজাকে জরীপের হাদীস সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

মাপের প্রাচীন প্রণালীতে সকল জমিদারই নিরবিচ্ছিন্ন সময়ান্তরে তাহাদের মহালের মাপ করেন এবং তাহাদের এক প্রকার না এক প্রকারের মোটা মোটি মাপের কাগজ আছে; অনেক আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইংরা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্নমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় আর সেইরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাহাদের কাগজপত্রে রায়তের যোড়ের সূক্ষ্ম পরিমাণ ও ঠিক আরগা ও জমীর গুণ ও মের খাজানার হার দেখাইয়া দেয়।

অতি অস্পষ্ট থাক জমিদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাহারা প্রত্যেক রায়তকে তাহার ক্ষেতের বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া খাতাবলীতে তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লয়। জমিদারের পক্ষে ইহা বড় সমস্ত ব্যাপার নহে। খাল মহালে গবর্নমেন্ট বন্দোবস্ত কার্যকারকের যেরূপ হাজির করণের কসড়া আছে, তাহার সে কসড়া নাই; সুতরাং তাহাকে বিস্তর ব্যয় করিতে হয় ও সুতরাং তাহার কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার আবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমিদারের নির্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাদিগকে আমার বিবেচনার অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যে সকল গ্রামে জমিদার ও রায়ত উভয়েই জরীপ হওয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উল্লিখিত দাত্ত দেওয়া উচিত; কি বিচারে যে বাহারা ঈচ্ছা করেন তাহাদের শিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আমি তাহা বুলিতে পারি না। জরীপে তাহাদের উপকার না হইরা অসন্ত মামলা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমিদারদিগকে স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। ইহাতে যে কি পরিমাণে মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। যেসকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপ স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এই আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক মোকদ্দমার এখনও মিষ্পত্তি হয় নাই, এমন অনেক জমিদার আছেন তাহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এরূপ মোকদ্দমার সুস্পরিহার্য চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে।

জমিদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শতকরা এক জন ও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে গিয়াই এই হইল।

যদি এত অস্পষ্ট থাক লোকের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে আট বৎসর কালও অস্পষ্ট সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহাহইলে প্রজার স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে কি তাহার দশগুণ অধিক সময় লাগিবে না? বাজালা ও বেহারের আর সমস্ত অধিবাসীও প্রজা। এবিধের যেরূপ অসুসজ্জানের প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘ সময় লাগিবে এই সমস্ত সময় খরসা মোকদ্দমা, ব্যয়, হরণাণ ও দুশ্চিন্তার কি সকল-প্রণীত লোকেরই ক্ষতি হইবে না?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্নমেন্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তন্মিত্ত অন্য গ্রামে জরীপ প্রবর্তিত করা অনাবশ্যক।

জমিদারের রেজিস্ট্রী।—খাজান বা নিজজমী।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাহার মতভেদপ্রকাশকালে এরূপ দক্ষতা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলি যে এবিধের তাহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাণ্ডুলিপি ১৩ অধ্যায়।—কোক ও খাজানা আদায়।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদায়ের পক্ষে এখন জমিদারদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও অস্বাভাবিক উপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থানে প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থানে বর্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর। সার্বভৌমত্বের ন্যায় প্রধান প্রামাণিক ব্যক্তি ও যে সকল মহালে “খাজানা দিব না” বলিয়া চীৎকার একবার উঠে, তথায় জমিদারের বিজ্ঞাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গভ জাহুরারী মাসের মন্তব্যালিপিতেও এরূপ প্রজ্ঞাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই জন্য আমরা (জমিদারবর্গ) স্মরণীয় যে এই উদ্দেশ্যে আমরাদিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা এবিধের অত্যন্ত নিরাশ হইরাছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাল হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

ধারণা হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের আইনসম্মত খাজানা আদায়ের সরাসরি ও বায়শূন্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্যতঃ যে ক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচার সম্মত ও বায়শূন্য কার্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিধান আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের জমিদারের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজত্বের অধীন নহে এবং এমন্যে সচক্ষেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারাপিতা অতিক্রম করিতে পারে এবং পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়াড়ার মত বিত্তীয় যে সকল বিত্তীয় ভূখণ্ডের প্রকারে অর্জ্য যাঁহাবর অবস্থার থাকে এবং এক ফসলের অধিক তাহা এক জারগার বাণ করে না, তদ্বার এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে বিস্তর হানি হয়, যদি রায়তের খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র তাঁহারা ত্রিদিনেরমত গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তদ্বিষয়ে ভূমি কারিগরগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কামচারীর ক্রোক করণার্থ সেই স্থানে পঁত্খিবার পূর্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে, এরূপ কার্যপ্রণালীতে যে জমিদারের উপর কেবল কোটকী ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার অন্য সূত্র ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও ফল এই হইবে যে এই যে সকল অর্জ্য যাঁহাবর প্রজা শস্য কর্তন হইবা মাত্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমিদারের কোন ক্ষমতা থাকে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা কছুকরাই তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিক্ষেপ মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমিদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেটে কমিটির হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে এরূপ করা দূরে থাকুক এখনও যে কট আছে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়।

জমিদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট এই রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে শুদ্ধ গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংগতি তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের যে কোন কোন গবর্ণমেন্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সূর্যাস্তের পূর্বে তাহারা গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নোণামের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিচুরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টকে হিতে এক দিনের অন্যথা হইলে যাহার জন্য এত গুরুতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয় রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

একদে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনসম্মত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগণের সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক যুক্তির জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমিদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার জমিদারেরাই গবর্ণমেন্টের সুবিচারের অর্থাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখার, গবর্ণমেন্ট নিজের খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকাঙ্ক্ষণী স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্যালোচনা করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমিদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭ খ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমিদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টাও আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি খণ্ডন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসম্মত করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ কারণ বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি চুক্তিতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহা কিছুমাত্র প্রমাণ দেখান হয় নাই। অথবা জমিদারেরা যে এইরূপ চুক্তির আদান-প্রদান অসম্মিহান কৃষক কুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এরূপ অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পরস্পরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেন্টের অনুমোদন অধুনা দর্শ্যমান যে বন্দোবস্ত ন্যায্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার এরূপ ভয়ানক ভীষাচূর্ণ করা না হয়।

জমিদার ও নায়কের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে রাস্তার ক্ষতি হইতেছে এই সিদ্ধান্তটী মরিচ নতুনাই ও জাতিতে সন্দেহাপন করা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে অসম্মত কারণ অনেক স্থান চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই নায়কের হিত সাধিত হয়। আরও জমিদারেরা যত কাজ করায় অমের উপকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্ভবতঃ কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু এখানে এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহত শীর্ষে এই সিলেট কমিটীর সীমান্তসায় আমার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আমার বিবেচনায় এরূপ গুরুত্ব বিষয়ে যাচাচার না হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আমরা এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও হুমাসিষ্টদের হানি কখনো উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যিক তাহা নহে, যাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আর্ডনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেন্টের আর্ডনের সভাসদ উহা উত্থাপিত করার সময় নিম্নেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্তমান কৃষক জ্ঞানীর উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এরূপ এক নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আবার তৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিবন্ধী আর একবার সময় দেশটাকে আন্দোলন ও কন্টে নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের প্রতিদ্বন্দ্বি সম্বন্ধে আমাদেব নিকট পরিষ্কার প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্দ্বন্দ্ব সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূমাসিকারী ও প্রজা সমৃদ্ধ নিরি ও তৎসময়ের সুবাবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যিক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে সম্পাদনা করিতে হইবে ও এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় সীমান্ত করিয়া দেয়।

আরও আমার মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ এখন ব্যতিরেকে সিলেট কমিটীতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সীমিত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ার এবং স্থিতিশীল বিষয়ক যথার্থ সংবাদ আমাদের নিকট না দেওয়ার, ও এই সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ার, আমাদের বানানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে সীমান্তসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ আপ্রেল।

স্বাক্ষর।

সনন্দের অনুবাদ।



মুখ্য বেতারের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আমল, জায়গীরদার, ক্রোড়ী কার্যকারক ও নিয়ামগণ বিদিত হউন। সমস্ত নোক যাহার আত্মিকারী সেই বাদশাহের আজ্ঞাক্রমে উক্ত বেতার সুবায় অধুগত মুজের সরকারের ধর্মপুত্র পরগনা ও ত্রিভুজ সরকারের দেহাত পরগনা আনুযজিত ইনাম রক্ষা প্রতি স্বত্বের সহিত রাজা মধু সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা মধু সিংহের জমিদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়া, তৎকালে এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল) নিয়ামগতের কারপদার ও কার্যকারকগণ এই রাজাকে তাঁহার রাজত্ব যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমিদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমিদারী স্বত্বে বজায় রাখে তাঁহার সমস্ত তলবে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজত্ব ও রাজত্বের হিতৈষী হন তবে ইহার পরামর্শ লইয়া কার্য করে, ইহা আবশ্যিক। আরও এই মহামান্য সনদের অনুগামী হইয়া তাহার ইহার আজ্ঞাগারে ঠিক ঠিক কার্য করিবে এবং বৎসরান্তর মনোজ্ঞ গমল দাখিল করার জন্য আজ্ঞা করিবে না।

অভিষেকের ৪২ বৎসরের ২৯ শাওরাল

ডি. ফিট্জগাটিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট



TUESDAY, MAY 6, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

CONTENTS.

	PAGE.	নির্ঘণ্ট।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	57—59	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৫৭—৫৯
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	431—449	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪৩১—৪৪৯
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও বেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	451—457	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহাস প্রভৃতি ...	৪৫১—৪৫৭
SUPPLEMENT ...	Nil.	পত্রিশিষ্ট গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—JUDICIAL.

Simla, the 21th April 1884.

No. 553.—The Honorable W. Macpherson, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, on the forenoon of the 8th instant.

No. 555.—The Honorable H. Beverley, c.s., took his seat as Officiating Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, on the forenoon of the 9th instant.

A. MACKENZIE,
Secretary to the Govt. of India.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATION.—POLITICAL.

Simla, the 19th April 1884.

No. 11097.—His Excellency the Viceroy and Governor General is pleased to confer upon Babu Noho Kristo Ghose, late an Assistant Superintendent of Police under the Government of Bengal, the title of " Rai Bahadur " as a personal distinction.

C. GRANT,
Secy. to the Govt. of India.

DEPARTMENT OF FINANCE AND COMMERCE.

NOTIFICATION.

Simla, the 25th April 1884.

No. 507 —Privilege leave for three months having been granted to Babu Rajanath Ray, Officiating Assistant Comptroller-General, and Mr. T. H. Biggs having been appointed to officiate as Assistant Comptroller-General in consequence, Babu Rajanath Ray made over and Mr. T. H. Biggs received charge of the duties of Assistant Comptroller-General after noon on the 5th April 1884.

No. 615.—Mr. R. H. Kelly having been appointed to officiate as Post Master, Calcutta during the absence, on privilege leave, of Mr. E. Hutson, assumed charge of the duties of his appointment after noon on the 14th April 1884.

D. M. BARBOUR,
Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন—ফিডিশ্যাল ।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন ।

৫৫৩ নম্বর ।—মান্যবর জীযুত ডবলিউ. মাকফরসন সাহেব, সি, এস, এই মাসের ৮ তারিখের পূর্বাহ্নে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের একটির জজস্বরূপ স্থায়ী আসন গ্রহণ করিলেন ।

৫৫৫ নম্বর ।—মান্যবর জীযুত এচ, বেনজী সাহেব, সি, এস, এই মাসের ৯ তারিখের পূর্বাহ্নে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের একটির জজস্বরূপ স্থায়ী আসন গ্রহণ করিলেন ।

এ, মাকেল্লি,

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

ফরিন ডিপার্টমেন্ট ।

বিজ্ঞাপন ।—পোলিটিকাল ।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন ।

১০৩৯ নম্বর ।—মহিমপুর জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধীন গোলাপপুর তৃতীয় আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রদান করিলেন ।

সি, গ্রাণ্ট,

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্যবিভাগ ।

বিজ্ঞাপন ।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৫ আশ্বিন ।

৫৫৭ নম্বর ।—একটি আসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলর জেনরল জীযুত বাবু রজনীনাথ রায়কে কলিকাতার অফিসে প্রেরণ হুজী দেওয়া প্রযুক্ত জীযুত টি, এচ, বিগস সাহেব আসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলর জেনরলের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হওয়াতে জীযুত বাবু রজনীনাথ রায় ১৮৮৪ সালের ৫ আগ্রিলের অপরাহ্নে জীযুত টি, এচ, বিগস সাহেবের প্রতি আসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলর জেনরলের কক্ষের ভার অর্পণ করিলেন, ও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন ।

৬১৫ নম্বর ।—জীযুত ই, ইটন সাহেবের অধীনের হুজী প্রযুক্ত অফিসস্থিত জীযুত আর, এচ, কেনী সাহেব কলিকাতার পোস্ট-মার্টের কক্ষ করিতে নিযুক্ত হওয়া ১৮৮৪ সালের ১৪ আশ্বিনের অপরাহ্নে আপন কর্মের ভার গ্রহণ করিলেন ।

ডি, এম, বারবর,

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY MAY 6, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ৬ মে

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিষ্কারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVEROR OF BENGAL.

No. 1980 A.

GENERAL.—*The 16th April 1884.*—Baboo Gunga Narain Roy, M.A., Temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Bogra district.

Baboo Hurry Pado Ghose is appointed temporarily to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Baboo Gunga Narain Roy, and is posted to the Chittagong Hill Tracts district for employment on survey and settlement work in that district.

Moulvie Azhurul Huq, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sewan, Sarun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Moulvie Mobaruck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is transferred temporarily to Sewan in that district, during the absence, on leave, of Moulvie Azhurul Huq, or until further orders.

Mr. C. F. Worsley, Officiating Magistrate and Collector, Chumparun, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 12th May next.

Mr. E. R. Henry, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chumparun, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on leave, of Mr. C. F. Worsley, or until further orders.

Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is allowed furlough for one year, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant.

The 17th April 1884.—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Hooghly, is transferred to the Bogra district.

In modification of the order of the 26th ultimo, Mr. A. C. Tute, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on deputation, of Mr. T. E. Coxhead, or until further orders, with effect from the 22nd idem.

The 21st April 1884.—The services of Mr. E. G. Colvin, Assistant Magistrate and Collector, 24-Pergunnahs, are placed temporarily at the disposal of the Government of India in the Home Department.

Baboo Grish Chunder Sircar, Sub-Deputy Collector, Julpigoree, is transferred to Rungpore, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 22nd April 1884.—Mr. J. Mouro, Commissioner of the Presidency Division, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 6th instant:—

Mr. H. L. Oliphant.

|

Mr. A. A. Wace.

Baboo Sheonundun Lal Roy, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for fifteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Mr. F. W. V. Peterson, District and Sessions Judge, Jessore, is allowed leave for three months, under the note under rule 2, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May 1884.

Mr. A. W. Mackie, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to act as District and Sessions Judge of Jessore, during the absence, on leave, of Mr. F. W. V. Peterson, or until further orders.

[*Government Gazette, 6th May 1884.*]

বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৯৮০ A মস্বর ।

সাধারণ ।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন ।—নদীয়ার কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়, এম, এ, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বগুড়া জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ;

জীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ রায়ের পরিবর্তে জীযুত বাবু হরিপদ ঘোষ কিয়ৎকালের নিমিত্ত চতুর্থ শ্রেনীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ জিলা অরীণ ও বন্দোবস্তের কার্যে নিযুক্ত হওয়ানার্থে উক্ত জিলায় অবস্থাপিত হইলেন ।

সারণের অন্তর্গত মেওয়ানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মোলবী আনকুল হক যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদনুসারে সিবিল কার্যকারদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীযুত মোলবী আনকুল হকের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সারণের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মোলবী মবারক আলি, কিয়ৎকালের জন্যে উক্ত জিলায় অন্তর্গত মেওয়ানে অবস্থাপিত হইলেন ।

চাম্পারনের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত সি, এক, ওর্সলী সাহেব সিবিল কার্যকারদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মে মাসের ১২ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীযুত সি, এক, ওর্সলী সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চাম্পারনের আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত ই, আর, হেনরি সাহেব উক্ত জিলায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত ই, আর, মিডলটন সাহেব সিবিল কার্যকারদের ছুটির বিধি ১০ অধ্যায়ের ১৩২ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি এক বৎসরের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন ।—জগদী, সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত জে, সি, লরড সাহেব বগুড়া জিলার প্রেরিত হইলেন ।

গত মাসের ২৬ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল । রাজকাছোপলক্ষে জীযুত টি ই, কল্লভেড সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দিনাজপুরের কিয়ৎকালীন আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত এ, সি, ট্রাট সাহেব উক্ত মাসের ২২ তারিখ অবধি উক্ত জিলায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন ।—২৪ পরগনার আন্সিফোর্টে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত ই, জি কলরিন সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন ।

মলপাইগুড়ির সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র সরকার রূপপুর জিলার স্বীয় কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন ।—ভারতবর্ষে পক্ষে মহিমবর জীযুত জেট্টে নেক্রেটরী সাহেব রাজধানী খণ্ডের কমিশনার জীযুত জে, মনরো সাহেবকে আর ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি দিরাছেন ।

নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ১ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বয়ং গমনের নিয়োগ করেন ।—

জীযুত এচ, এল, অলিফান্ট সাহেব । | জীযুত এ, এ ওয়েন সাহেব ।

পাটনার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু শিবমন্দনলাল রায়, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদনুসারে সিবিল কার্যকারদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে পনের দিনের ছুটি পাইলেন ।

যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জীযুত এক, ডবলিউ বি, পিটরসন সাহেব সিবিল কার্যকারদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ২ প্রকরণের তদনুসারে মন্তব্যমতে ১৮৮৪ সালের ৬ মে অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীযুত এক, ডবলিউ, পিটরসন সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, লোহারডগার একটিং আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত এ, ডবলিউ, মেন্ডার সাহেব যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্টে নেক্রেট । ১৮৮৪ । ১ মে ।]

Moulvie Sujat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

The 23rd April 1884.—Mr. G. C. Kilby, Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, is allowed furlough for 18 months, under sections 50 and 92 of the Civil Leave Code, with effect from the 29th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. Gordon Leith, Barrister-at-Law, is appointed to act as Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs under this Government, during the absence, on leave, of Mr. G. C. Kilby, or until further orders.

The 24th April 1884.—Mr. C. W. Bolton, Under-Secretary to the Government of Bengal, is appointed to act as Magistrate and Collector of Pubna, during the absence, on deputation, of Mr. E. G. Glazier, or until further orders.

This cancels the order of the 1st instant, appointing Mr. R. Cornish, Joint-Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, to act as Magistrate and Collector of Pubna.

Baboo Troylucko Nath Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Muddehpoorah Bhagulpore, is transferred to Jessore, and is appointed to have charge of the Bongong subdivision of that district.

Baboo Mohendro Nath Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bongong Jessore, is transferred to the sadder station of the district of Monghyr, with effect from the date on which he joined that district.

Munsbi Wajid Hossein, Temporary Sub-Deputy Collector, Hajeeperre, Mozufferpore, is allowed leave for one month, under section 138-2, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 28th April 1884.—Baboo Behary Lal Mukerjee, Sub-Deputy Collector, was on leave, without pay, from the 26th October to the 5th December last, inclusive.

Baboo Behary Lal Mukerjee is appointed to be a Sub-Deputy Collector of the fourth grade, *vice* Rai Wopendra Nath Dwardar, Bahadoor, retired.

Baboo Behary Lal Mukerjee will continue to be employed as a Special Deputy Collector under the Public Works Department, Railway Branch, of this Government, until further orders.

The 29th April 1884.—Baboo Upendra Chandra Moekerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is posted to the sadder station of the district of Purneah.

Mr. F. H. McLaughlin, Officiating District and Sessions Judge, Pubna, is appointed to be a District and Sessions Judge of the first grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. H. Muspratt, retired.

POLICE.—*The 16th April 1884.*—Mr. J. T. Rivett-Carnac, Assistant Superintendent of Police, acted as a District Superintendent of Police in Assam from the 26th June 1882 to the 14th November 1883, inclusive.

The 29th April 1884.—Mr. J. Cowie is appointed to officiate as an Assistant Superintendent of Police.

JAILS.—*The 16th April 1884.*—Surgeon E. G. Russell is appointed, under the provisions of section 12 of Act V of 1876, to be a member of the Board of Management of the Reformatory School established at Alipore for the reception and industrial training of juvenile offenders, *vice* Dr. Nicholson, transferred.

The 17th April 1884.—In supersession of the order of the 24th December last, the late Lieutenant-Colonel R. Beadon, Superintendent of the Alipore and Russa Jails, was on furlough in India, under the furlough rules of 1868, from the 26th December 1883 to the 6th March 1884, inclusive.

EDUCATION.—*The 23rd April 1884.*—Mr. J. Van Someren Pope, M.A., Officiating Inspector of Schools, Behar Circle, is confirmed in that appointment.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

মেদিনীপুরের অন্তর্গত ডমলুকের সব-ডেপুটী কালেক্টর জি. মৌলবী মুজাফ আলি আহম্মদ অমোদ্য প্রতি কর্মের ভারপ্রাপ্ত করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ আশ্বিন।—রাজকীয় মোকদ্দমার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও প্রয়োজক জি. সি. কিলি সাহেব এই মাসের ২৯ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারদের ছুটির বিধির ৫০ ও ৯২ ধারামতে আঠার মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন।

জি. সি. কিলি সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বারিফোর-আট-লা জি. সি. গডন লীথ সাহেব এই গবর্নমেন্টের অধীন রাজকীয় মোকদ্দমার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্টের ও প্রয়োজকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—রাজকাছোপলক্ষে জি. সি. গুজিয়র সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী জি. সি. ডবলিউ. বোলন্টন সাহেব পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. আর. কর্নিস সাহেবকে পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই মাসের ১ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

ভাগলপুরের অন্তর্গত মধুপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বাবু তৈলোকানাথ সেন, যশোহরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বনগাঁ মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত বনগাঁয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মুন্সের জিলার কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সেই জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

মজফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের কিয়েকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জি. মুন্সী ওরাজীদ হুসেন, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১১৮-২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—সব-ডেপুটী কালেক্টর জি. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় গত অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখ অবধি ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে ছুটি লইয়াছিলেন।

জি. বাবু উপেন্দ্রনাথ দ্বারদার, বাহাদুর, কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে জি. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ শ্রেণীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জি. বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, এই গবর্নমেন্টের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের রেলওয়ে শাখায় বিশেষ ডেপুটী কালেক্টররূপে নিযুক্ত থাকিবেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—ছুটি প্রাপ্ত একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পুরনিয়া জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

জি. বাবু এচ. মস্টার সাহেব কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে পাবনার একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ জি. বাবু এচ. মাকলখলিম সাহেব গত মার্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—পোলীসের আসিফাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. সি. রিবেট কার্ণাক সাহেব ১৮৮২ সালের ২৬ জুন অবধি ১৮৮৩ সালের ১৪ নবেম্বর পর্যন্ত আসামের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—জি. সি. কোই সাহেব পোলীসের আসিফাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জেলবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ আশ্বিন।—ডাক্তর জি. সি. নিকলসন সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে সর্জন জি. সি. ই. সি. রসল সাহেব ১৮৭৬ সালের ৫ আইনের ১২ ধারার বিধানমতে যুগ্ম অপরাধিদিগকে গ্রহণ করিবার ও শিকাদিবার জন্য আলিপুরে স্থাপিত চরিত্র সংশোধন বিদ্যালয়ের কার্যাব্যবস্থা করণার্থ বোর্ডের মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—গত ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। আলিপুর ও রসা জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভূতপূর্ব লেপ্টেনেন্ট কর্নেল জি. সি. আর. বীডন সাহেব ১৮৬৮ সালের নিয়মিত ছুটি বিষয়ক বিধিমতে ১৮৮৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর অবধি ১৮৮৪ সালের ৬ মার্চ পর্যন্ত নিয়মিত ছুটি লইয়া ভারতবর্ষে ছিলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৩ আশ্বিন।—বিহারচকের স্কুল সমূহের একটি ইন্সপেক্টর জি. সি. জে. বাস স্যেরনু গোপ সাহেব, এম. এ. সেই পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

FORESTS.—*The 25th April 1884.*—Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, Chittagong, is allowed privilege leave for three days, in extension of the leave granted to him under the order of the 15th January 1884.

CUSTOMS.—*The 23rd April 1884.*—Mr. S. J. Kilby, Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, is allowed furlough for six months, under section 132, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. J. A. P. Sneyd, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Superintendent of the Customs Preventive Service and Sulkea Salt Golahs, during the absence, on leave, of Mr. S. J. Kilby, or until further orders.

This cancels the order of the 4th instant, appointing Mr. Sneyd to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, *vice* Mr. W. D. Pratt, on leave.

PORT TRUST.—*The 29th April 1884.*—Captain G. O'B. Carew, Deputy Director of the Indian Navy, is re-appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870, to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta.

The following gentlemen are appointed, under the provisions of Act V (B.C.) of 1870, to be Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta:—

Mr. W. Crank, *vice* Mr. F. Prestage, resigned.

„ C. H. Moore, *vice* Mr. H. B. H. Turner.

MEDICAL.—*The 16th April 1884.*—Mr. F. J. Murphy, Medical Officer at the Sandheads, is allowed leave for one month, under section 138, rule 10, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 6th May next.

The 17th April 1884.—Surgeon R. Macrae, Civil Surgeon of Julpigoree, is allowed leave for two months and ten days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Brojo Nath Chowdhry, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the civil station of Julpigoree, during the absence, on leave, of Surgeon R. Macrae, or until further orders.

The 19th April 1884.—Surgeon J. Moorhead, Civil Surgeon of Mymensingh, is allowed furlough for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he avails himself of it.

Surgeon T. R. Macdonald is appointed to act as Civil Surgeon of Mymensingh, during the absence, on furlough, of Surgeon J. Moorhead, or until further orders.

MUNICIPAL.—*The 20th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Rampore Beaulah Municipality of Assistant Surgeon Chunder Nath Chowdree to be their Vice-Chairman.

Baboo Bani Kunto Deb is appointed to be a Commissioner of the Utterparah Municipality, in the district of Hooghly.

The 21st April 1884.—Pandit Horo Prasad Sastri is re-appointed to be a Commissioner of the municipality of Namatty, in the district of the 24-Pergunnahs.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the above municipality of Baboo Chandra Shikur Gupta to be their Vice-Chairman.

The 22nd April 1884.—Mr. G. Sam, District Traffic Superintendent, East Indian Railway is appointed to be a Commissioner of the Sahabgunge Municipality, in the Sonthal, Pergunnahs district.

[*Government Gazette, 6th May 1884.*]

বনবিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন ।—চট্টগ্রামের বনের একটি ডেপুটী বনরক্ষক জীযুত ডব্লিউ, এম. গ্রীন সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারির আজ্ঞাপত্রে যে ছুটি গান তদতিরিক্ত তিন দিনের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন ।

কচুম্বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন ।—কচুম্বের মাসুল চুরী নিবারণ কার্যের ও শালিখার মুনগোনার সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত এম. জে. কিল্লি সাহেব আগামী মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

জীযুত এম. জে. কিল্লি সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত জে. এ. পি. সুইড সাহেব, কচুম্বের মাসুল চুরী নিবারণ কার্যের ও শালিখার মুনগোনার সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জীযুত ডব্লিউ, ডি. প্রাট সাহেব ছুটি লওয়াতে জীযুত সুইড সাহেবকে ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করণার্থে নিযুক্তকালে বিসয়ক এইমাসের ৪ তারিখের আজ্ঞা প্রযোজ্য হইতে দেখা গেল ।

পোর্টট্রাফিক বিসয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন ।—ইন্ডিয়ান নেভির ডেপুটী ডেপুটী কমান্ডার জীযুত জি. ও' বি কার সাহেব ১৮৮৭ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের উৎসর্গসাধনার্থ কমিশ্যনরের পদে পুনর্নিয়ুক্ত হইলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের উৎসর্গসাধনার্থ কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

জীযুত এফ. প্রেস্টেজ সাহেব কর্ম ভাগ করিতে জীযুত ডব্লিউ, ফ্রেক সাহেব ।

জি. এচ. বি. এচ. টনার সাহেবের পরিবর্তে জীযুত সি. এচ. মুর সাহেব ।

চিকিৎসা বিসয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৩ আশ্বিন ।—গঙ্গাঈদেবের চিকিৎসক জীযুত এফ. জে. মর্ফি সাহেব বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দরের উৎসর্গসাধনার্থ কমিশ্যনরের পদে পুনর্নিয়ুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন ।—জলপাইগুড়ির সিবিল চিকিৎসক সর্জন জীযুত আর. মার্কে সাহেব আগামী মে মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

সর্জন জীযুত আর. মার্কে সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জলপাইগুড়ির আসিস্ট্যান্ট সর্জন জীযুত ব্রজনাথ চৌধুরী জলপাইগুড়ির সিবিল জেলার চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন ।—ময়মনসিংহের সিবিল চিকিৎসক সর্জন জীযুত জে. মুর হেড সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

সর্জন জীযুত জে. মুর হেড সাহেবের নিয়মিত ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সর্জন জীযুত টি. আর. মার্কেডনাল্ড সাহেব ময়মনসিংহের সিবিল চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

মুন্সিপাল বিসয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২০ আশ্বিন ।—রামপুর বোয়ালিয়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের আসিস্ট্যান্ট সর্জন জীযুত চন্দ্রনাথ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্নিয়ুক্ত করিতে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

জীযুত বাবু বানীকঠ দেব ভগলী জিলার অন্তর্গত উত্তরপাড়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন ।—জীযুত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত মৈহাটী মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্নিয়ুক্ত হইলেন ।

উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন ।—ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত জি. সায় সাহেব মৌতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Sital Singh.

|

Baboo Haridas Marwari.

ROAD CESS.—*The 18th April 1884.*—Mr. C. Ambler is appointed to be a member of the Monghyr District Road Committee.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette*:—

No. 106.—*The 14th April 1884.*—In consequence of the return to duty of Lieutenant-Colonel T. B. Michell, Deputy Commissioner, fourth grade, who is appointed to act in the second grade of Deputy Commissioners, the following officers reverted to the grades specified against their names, with effect from the 27th February 1884:—

To Deputy Commissioner, third grade, Mr. J. K. Wight, c.s., Officiating Deputy Commissioner, second grade.

* * * * *

To Assistant Commissioner, first grade, Mr. A. J. Primrose, c.s., Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, with effect from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, second grade, Mr. J. D. Anderson, c.s., Officiating Assistant Commissioner, first grade, from the 12th March 1884.

To Assistant Commissioner, third grade, Mr. R. S. Greenshields, c.s., Officiating Assistant Commissioner, second grade, from the 12th March 1884.

No. 107.—The following promotions are made in the Assam Commission with effect from the 1st March 1884, in consequence of the transfer of Mr. O. G. R. McWilliam, c.s., to Bengal, notified in Government of India notification, in the Home Department, No. 270, dated the 22nd December 1883:—

* * * * *

Mr. J. Knox Wight, c.s., Assistant Commissioner, first grade, to be Deputy Commissioner, fourth grade.

* * * * *

Mr. J. Kennedy, c.s., Supernumerary Assistant Commissioner, second grade, is absorbed in that grade.

No. 111.—*The 17th April 1884.*—In consequence of the departure, on leave, of Mr. A. J. Primrose, Officiating Assistant Commissioner, first grade:—

Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, second grade, to act in the first grade, with effect from the 23rd March 1884.

Mr. R. S. Greenshields, Assistant Commissioner, third grade, to act in the second grade, *vice* Mr. Anderson.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 18th April 1884.—Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 23rd January 1884, declaring the Lieutenant-Governor's intention to extend to the Bansberia Municipality, in the district of Hooghly, in accordance with the recommendation of the Commissioners made at a meeting, the provisions of sections 237, 238, 239, 240, 241, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 285, 286, 287 and 288 of Act V (B. C.) of 1876, and so much of section 235 as refers to drains only; and also to extend the provisions of section 236 of the Act to the Shahagunge and Trivaneer road situated within the said Municipality, and whereas no valid objection has been raised to the proposal, the Lieutenant-Governor, in the exercise of the powers conferred upon him by section 234 of the said Act, directs that the extension shall take effect from the 1st June 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Government of Bengal.

[*Government Gazette, 6th May 1884.*]

নিম্নলিখিত মহাপ্রেরা উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশনারের পক্ষে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

ক্রিয়ত বাবু শীতল সিংহ।

| ক্রিয়ত বাবু হরিদাস মাড়ওয়ারী।

পঞ্চম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ অপ্রিল।—ক্রিয়ত সি, আশ্বলাস সাহেব মুন্সের জিলার পঞ্চ-
কমিটির মেম্বরের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটকর্তৃক উদ্ধৃত করা গেল।—

১০৬ নং।—১৮৮৪ সাল ১৪ অপ্রিল।—চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটি কমিশনার সেকেন্ড-কর্নেল ক্রিয়ত
টি, বি, মিচেল সাহেব ডেপুটি কমিশনারদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে উক্ত
কর্ম প্রত্যাহার প্রযুক্ত নিম্নলিখিত কার্যকারকরা ১৮৮৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আপন
সালের পার্শ্বলিখিত শ্রেণীতে প্রত্যাহার করিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি ডেপুটি কমিশনার ক্রিয়ত জে, কে, ওয়াইট সাহেব, সি, এস, তৃতীয় শ্রেণীর
ডেপুটি কমিশনারের পক্ষে।

* * * * *

চতুর্থ শ্রেণীর একটি ডেপুটি কমিশনার ক্রিয়ত এ, জে, প্রিন্সেস সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪ সালের
১২ মার্চ অবধি প্রথম শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পক্ষে।

প্রথম শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত জে, ডি, আশ্বলাস সাহেব, সি, এস, ১৮৮৪
সালের ১০ মার্চ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পক্ষে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত আর, এফ, গ্রীনশিলডস সাহেব, সি, এস,
১৮৮৪ সালের ১০ মার্চ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশনারের পক্ষে।

১০৭ নং।—হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ১৮৮৩ সালের ২২ ডিসেম্বরের ২৭০ নং
বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত ক্রিয়ত ও, জি, আর, মাকউলিয়াম, সি, এস, সাহেবকে বঙ্গদেশে প্রেরণের
১৮৮৪ সালের ১ মার্চ অবধি আসাম কমিশনে নিম্নলিখিত পদবুদ্ধি করা গেল।

* * * * *

প্রথম শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত জে, নর ওয়াইট সাহেব, সি, এস, চতুর্থ শ্রেণীর
ডেপুটি কমিশনার হইবেন।

* * * * *

দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত জে, কেনেডি সাহেব, সি, এস, সেই
শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

১১১ নং।—১৮৮৪ সাল ১৭ অপ্রিল।—প্রথম শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত
এ, জে, প্রিন্সেস সাহেব, দুই লাইন গমন করিতে—

দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত জে, ডি, আশ্বলাস সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৩ মার্চ
অবধি প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিবেন।

ক্রিয়ত আশ্বলাস সাহেবের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর আসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রিয়ত আর, এস,
গ্রীনশিলডস সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিবেন।

এফ, বি, পীকল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ অপ্রিল।—জগলী জিলার অন্তর্গত বা পবেড়িয়া মুনিসিপালিটির সভাপতি কমিশনার-
দের অধিরোধক্রমে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইনের ১৩৭, ১৩৮, ২৩৩, ২৪০, ২৪১, ২৪৭, ২৪৮, ২৫১, ২৫২
২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৮১, ২৮৬, ২৮৭, ও ২৮৮ ধারার বিধান এবং ২৩১ ধারার যে অংশ কোম্পানি নির্মা-
নের পথের সঙ্গে সম্পর্ক রাখ সেই অংশ উক্ত মুনিসিপালিটিতে প্রচলিত করণার্থে এবং উক্ত মুনিসি-
পালিটির মধ্যে স্থিত শাহাঙ্গড় ও ত্রিবেণীর পথে উক্ত আইনের ২৩৬ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে
ক্রিয়ত সেকেন্ড-কর্নেল গবর্ণর সাহেবের আওতাধীন প্রকাশক এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারি
কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গেলেও সেই আওতাধীন মুকুতিসিদ্ধি কোন আপত্তি উল্লিখিত করা না
যাওয়াতে ক্রিয়ত সেকেন্ড-কর্নেল গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ২৩৪ ধারার অধীন কম-
পানীতে কার্য করিয়া তিনি ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি উক্ত প্রচলন কার্য হইবার আদেশ করিলেন।

ই, এম. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ৬ মে।]

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee, under bye-law No. 2 of the Bye-laws framed under Act IV (B.C.) of 1871, for the town of Gya, to assist the Magistrate and the Health Officer in carrying out the provisions of the Act within the said town :—

Official Members.

W. Rattray, Esq., Deputy Magistrate and Deputy Collector.

Baboo Pran Kumar Das, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

„ Bhup Sen Singh, Government Pleader.

Non-official Members.

Baboo Durga Sankar Bhattacharjee, Zeminder.

„ Ram Nath Singh, Zemindar.

„ Behari Lal Barik, Gyawul.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pooree Municipality, made at a meeting, to sanction the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on carriages and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, at rates not exceeding those specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also intends, in the exercise of the same power, to sanction the levy by the Commissioners, under section 154 of the Act, of a fee on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th April 1884.—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints Mr. J. E. Caithness to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhowanipore, *vice* Mr. W. Alexander.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th April 1884.—Under section 2, Act XXXVI of 1858, the Lieutenant-Governor appoints the Hon'ble R. Miller to be a Visitor of the Lunatic Asylum at Bhowanipore, *vice* Mr. H. Pratt.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 26th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. T. Jones of his appointment as a Commissioner of the Town of Calcutta.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette, 6th May 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা গঙ্গা নগরের মধ্যে ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান কার্যে পরিণত করণার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও স্যার ফকির সাহাবা করিবার জন্য উক্ত আইনমতে প্রণীত উপবিধির ২ ধারা অনুসারে উক্ত নগর কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকীয় পদধারি মেম্বর।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত ডাবলউ রাট্রে সাহেব।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীকুমার দাস।

গবর্নমেন্টের উীল শ্রীযুত বাবু ভূপ সেন সিংহ।

রাজকীয় পদধারি নহেন এত মেম্বর।

জমিদার শ্রীযুত বাবু চর্যাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

” ” বাবু রামনাথ সিংহ।

গঙ্গাল শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল বালিক।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১১ আশ্বিন।—নাগরিকের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গাইছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-নুসারে কার্য করিয়া এবং পুরী মুনিসিপালিটির সভাপতি কমিশনারদের অনুরোধক্রমে তিনি, উক্ত আইন-সংযুক্ত তৃতীয় তফসীলের নিখিত গাড়ী, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত আইনের ১০২ ধারামতে উক্ত কমিশনারদের দ্বারা উক্ত তফসীলের নির্দিষ্ট হারের অনধিক হারে ট্যাক্স শাস্তি হওয়ার অনুমতি দিতে কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব উক্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া উক্ত মুনিসিপালিটির মধ্যে যেকোন গরুর গাড়ী বা অন্য যন্ত্রণা বাহন হইতে উক্ত আইনের ১০৩ ধারামতে তাক্স রেজিষ্ট্রী করিবার নিমিত্ত ও উক্ত কমিশনারদের দ্বারা ১০৪ ধারামতে ফী আদায় করিবার অনুমতি দিতে কল্পনাও করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—শ্রীযুত ডাবলউ, আলেকজান্ডার সাহেবের পরিবর্তে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৫৮ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারামতে শ্রীযুত জে. ই. কেরনেস সাহেবকে ভবানীপুরস্থ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—শ্রীযুত এচ, প্রাট সাহেবের পরিবর্তে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৫৮ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারামতে মান্যবর শ্রীযুত আর, মিলর সাহেবকে ভবানীপুরস্থ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—শ্রীযুত টি, জোন্স সাহেব কলিকাতা নগরের কমিশনারদের পক্ষীয় পদ ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 27th April 1884.—Under section 6, Act IV (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints Mr. C. E. Buckland, c.s., to be a Commissioner of the town of Calcutta, vice Mr. T. Jones, resigned.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 28th April 1881.—Under section 18, Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor appoints the following gentlemen to be *ad interim* Commissioners of the Patna Municipality until the election of Commissioners is held under the new Municipal Act:—

Moulvie Khoda Bux Khan.	Syed Tajamul Hossein.
Rai Jai Kissen.	Syed Ali Mahamed.
Rai Kashi Pershad.	Syed Jaffer Hossein.
Baboo Guru Prosad Sen.	Syed Amir Hossein.
Syed Quazi Reza Hossein.	Baboo Lukhraj Bahadoor.
Syed Fuzalur Rahman.	„ Krishna Chunder Ghose.
Baboo Bal Kishoon Lall.	

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

The 27th April 1884.

From—Bombay.	To—Calcutta.
From—General Secretary.	To—Bengal.

EGERTON telegraphs from Cairo thus:—Quarantine imposed here on arrivals from Bombay.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1981 A.

The 15th April 1884.—Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure (Act X of 1882), the Lieutenant-Governor empowers Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate of Kooshtea, Nuddea, to take down evidence in criminal cases in the English language, with effect from the date on which he took charge of that sub-division.

The 16th April 1884.—Baboo Gunga Narain Roy, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Saroda Prosad Basu, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bagirhat, during the absence, on leave, of Baboo Koilash Chunder Mozumdar, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Saroda Persad Roy Chowdry of his appointment of Honorary Magistrate of the Kandi Bench, in the district of Moorshedabad.

Baboo Kunjo Behary Ghose is appointed to be an Honorary Magistrate for this Bench, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

[*Government Gazette, 6th May 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আপ্রিল।—ঐযুত টি, জোন্স সাহেব কন্মত্যাগ করিতে ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩ ধারামতে ঐযুত সি, ই, বকুলগুপ্ত, সি, এস, সাহেবকে কলিকাতা নগরের কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আপ্রিল।—নূতন মুনিসিপল আইনমতে যাবৎ কমিশ্যনরগণ মনোনীত না হন ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১৮ ধারামতে নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে পাটনা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত করিলেন।—

ঐযুত মোলবী খোদাবক্স খাঁ।	ঐযুত সৈয়দ উজ্জ্বল হুসেন।
„ রায় অয়কৃষ্ণ।	„ সৈয়দ আলি হুসেন।
„ রায় কালীপ্রসাদ।	„ সৈয়দ আলুর হুসেন।
„ বাবু গুরুপ্রসাদ সেন।	„ সৈয়দ আশির হুসেন।
„ সৈয়দ কাজি রেজা হুসেন।	„ বাবু লখরাজ বাহাদুর।
„ সৈয়দ কজলর রহমান।	„ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ।

ঐযুত বাবু বালকৃষ্ণ লাল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশ,
কলিকাতায়।

বোম্বাই
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ২৭ আপ্রিল।

ঐযুত ইগর্টন সাহেব কাইরোহইতে এইরূপ টেলিগ্রাম করিয়াছেন।—বোম্বাইহইতে বেশ কল আশঙ্ক আইনে, তাহার উপর এখানে কারান্ডাইন ধাৰ্য্য হইল।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশ্যল ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮১ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১৫ আপ্রিল।—নদীয়ার অন্তর্গত কুড়িয়ার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ঐযুত সৈয়দ মহম্মদ ইজ্জত যি তারিখে উক্ত বকুলগুপ্ত কায়েত তার গ্রহণ করেন ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি কৌশলদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩৫৭ ধারার শেষ প্রকরণমতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে তিনি সেই তারিখ অবধি তাঁহাকে কৌশলদারী মোকদ্দমার হইত্তেজী ভাবার সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার ক্ষমতা দিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ আপ্রিল।—বগুড়ার একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ঐযুত বাবু গঙ্গাধারায়ণ রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ঐযুত বাবু টেকলাসচন্দ্র মজুমদারের ছুটি প্রযুক্ত অফিসি হিভিকালে অথবা যাবৎ অন্য আদালত হয়, ঐযুত বাবু শারদাপ্রসাদ রায়, বি, এল, যশোহর জেলার মুনসেফের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া বাগীরহাটে স্বীয় কন্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সামান্যতঃ ৩০ দিন অবস্থাপিত হইবেন।

ঐযুত বাবু শারদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কান্দি বেঞ্চের অর্থেভনিক মাজিস্ট্রেটরূপ স্বীয় পদ ত্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান ঐযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

ঐযুত বাবু কুঞ্জবিহারী ঘোষ এই বেঞ্চ অর্থেভনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

The 17th April 1884.—Mr. G. C. Sconce (Barrister-at-Law), Fourth Judge, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Third Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. R. S. T. MacEwen, or until further orders.

Mr. T. Jones (Barrister-at-Law), Registrar and Chief Ministerial Officer, Court of Small Causes, Calcutta, is appointed to act as Fourth Judge of that Court, during the absence, on deputation, of Mr. G. C. Sconce, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen (Barrister-at-Law), Munsif of Sealdah, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Registrar and Chief Ministerial Officer, Small Cause Court, Calcutta, during the absence, on deputation, of Mr. T. Jones, or until further orders.

Mr. Rajkissen Sen is invested, under section 14 of Act XV of 1882 (the Presidency Small Cause Courts Act), with the powers of a Judge for the trial of suits in which the amount or value of the subject-matter does not exceed Rs. 20.

The 18th April 1884.—Baboo Narayan Chandra Naik, Tehsildar of Ungul, exercising powers of a Magistrate of the second class, is vested, under section 32, Act X of 1882 (The Code of Criminal Procedure), with the power to pass sentences of whipping.

The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Gurwah Bench, in the district of Lohardugga, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class :—

Baboo Runjeet Singh.
,, Dukhi Sahu.

Baboo Goburdhun Ram.
Sheik Neazan.

Dubey Gopidhur.

Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, is vested with the powers, under sections 110, 113, and 260, of the Code of Criminal Procedure.

The 21st April 1884.—Shah Mahomed Yakub is appointed to be an Honorary Magistrate for the Kharackpur Bench, in the district of Monghyr, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 28th April 1884.—Baboo Purna Chander Mitter, B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Halidar, or until further orders.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 25th April 1884.*—Baboo Mohim Chandra Sarkar Munsif of Barabazar, in the district of Manbhoom, is allowed leave of absence for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or from any date on which he may avail himself of it.

The 26th April 1884.—Baboo Jogendronath Deb, Additional Munsif of Gya, is allowed leave of absence for one month and a half, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, on half-pay, with effect from the date on which he may avail himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 14th April 1884.—It is hereby notified that the Chintaman, Hemtabad, and Patnitollah Munsifs, in the district of Dinagepore, shall henceforth be designated the Phulbari, Raigunge, and Balughat Munsifs respectively.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

১৮৮৪ সাল ১৭ আশ্বিন।—রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জি. সি. স্কস সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার ছোট আদালতের চতুর্থ জজ বারিফোর্ড আট-ল। জি. সি. স্কস সাহেব উক্ত আদালতের তৃতীয় জজের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জি. সি. স্কস সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় কলিকাতার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার ও প্রাথম আমলা বারিফোর্ড আট-ল। জি. সি. স্কস সাহেব উক্ত আদালতে চতুর্থ জজের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে জি. সি. স্কস সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ২৪ পরগনার অন্তর্গত শিৱালিগড়ের মুনসেফ বারিফোর্ড আট-ল। জি. সি. স্কস সাহেব জেন কলিকাতার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের ও প্রাথম আমলায় কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জি. সি. স্কস সাহেবের বিবাহবিবাহ বিষয়ের পরিমাণ বা দ্বারা ২০০ টাকার অধিক না হইলে সেই মোকদ্দমার বিচার করণার্থে রাজকাৰ্য্যোপলক্ষে ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১৫ আইনের ১৪ ধারায়তে জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রম কর্মকারী জজের তহনীলদার জি. সি. স্কস সাহেবের ন্যায় নারক ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩২ ধারায়তে কলিকাতা দণ্ডাঙ্গী করণের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা লোহারডগা জিলায় অন্তর্গত গড়ওয়া বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জি. সি. স্কস সাহেব।
" " জুখী সাহেব।

জি. সি. স্কস সাহেব।
" " শেখ মিয়াজাম।

জি. সি. স্কস সাহেব গোপীধর।

কটকের একটি আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি. সি. স্কস সাহেবের ন্যায় নারক ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০, ১১৩ ও ২৬০ ধারায়তে ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ আশ্বিন।—জি. সি. স্কস সাহেবের ন্যায় নারক ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০, ১১৩ ও ২৬০ ধারায়তে ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—জি. সি. স্কস সাহেবের ন্যায় নারক ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০, ১১৩ ও ২৬০ ধারায়তে ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটি।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—মাননীয় জিলায় অন্তর্গত বড় বাজারের মুনসেফ জি. সি. স্কস সাহেবের ন্যায় নারক ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০, ১১৩ ও ২৬০ ধারায়তে ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—গজার আডিশ্যামল মুনসেফ জি. সি. স্কস সাহেবের ন্যায় নারক ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০, ১১৩ ও ২৬০ ধারায়তে ক্ষমতা পাইলেন।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৪ আশ্বিন।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে মিনাজপুর জিলায় অন্তর্গত চিষ্টামন, হেমতাবাদ ও পত্নীটোলা মুনসেফী এই অবধি ক্রমাগত ফুলবাড়ী, রাইগঞ্জ ও বামুণাট মুনসেফী নামে খ্যাত হইবে।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 28th April 1884.

No. 179.—Leave.—Mr. W. deW. Peel, Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem*, and Under-Secretary in this department, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 16th April 1884.

No. 180.—Notification.—Mr. F. J. E. Spring, Executive Engineer, third grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is appointed to officiate as Under-Secretary in this department during the absence, on privilege leave, of Mr. W. deW. Peel.

No. 181.—Leave.—Mr. C. A. Mills, Executive Engineer, third grade, Second Calcutta Division, is granted three months' privilege leave, under section 73 of the Civil Leave Code, with effect from the 14th proximo, or from such date as he may avail himself of it.

RAILWAY.

The 28th April 1884.

No. 182.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Bilaspur, pergunnah Sarai Hamid, zillah Durbhunga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 18 beegahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the—

Plot 1.—North by the river Bagmati, also called Bakya; east by the holdings of Saikh Nabi, Mossamut Rahooari, Shaikh Sharuffuddin, and Shaikh Maddi; south by the aforesaid river; west by the holdings of Maddi, Shaikh Sharuffuddin, Nanku Mian, Mosahib Choudhri, Enayut Choudhri, Mohamad Salah Choudhri, and Mohamad Shah Choudhri.

Plot 2.—North, east, and south by the river Bagmati, and west by waste land of which the land required forms a part, is required within the aforesaid village of Bilaspur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 183.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for diverting the watercourse of the Bagmati river, as a protective work, near the Bilaspur Railway Station on the Tirhoot State Railway, in the village of Jagdispur, pergunnah Kharsar, zillah Durbhunga, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 24 beegahs 4 cottahs 7 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the holdings of Madhukur, Bhola, Reepan, Goghan, Jhumak, Keshwar Singh, Babulal Singh, Rashid Mian, Gobind Singh, Ram Nath Singh, and public road; east by the river Bagmati; south by the holdings of Bhagju Singh, Ghoghan, Babulal Singh, Chand Singh, Ram Lal Singh, Gobind Singh, Sahdaon Singh, and public road; west by the aforesaid river, is required within the aforesaid village of Jagdispur.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 184.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for public purposes, viz. for addition and alteration of locomotive sidings and turntable at Mokameh station, in the village of Mokameh, pergunnah Ghyaspore, zillah Patna, it is hereby declared that for above purpose one plot of land is required, as follows:—

Plot No. 1.—Measuring local 7 beegahs 16 cottahs, bounded on the north and east by the East Indian Railway Company's land; south by the adjoining land belonging to Kassey Sing, Toolsee Sing, Joomon Sing, and others; and west by Talabor Sing, Tahul Singh and Nilcomul Mitter's land.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[Government Gazette, 6th May 1884.]

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।

১৭৯ নম্বর।—ছুটি।—কিরংকালীয়া হারী তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়ার ও এই কার্য-বিভাগের ছোট সেক্রেটারী জ্যুড ডবলিউ, ডি, ডবলিউ, পীল সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৬ আশ্বিনের অপ-রাহ্ন অবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

১৮০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জ্যুড ডবলিউ, ডি, ডবলিউ, পীল সাহেবের অনুগ্রহের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিত কালে বাণারস-কটক রেলওয়ে সরবের তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জ্যুড এফ, জে, ই, স্প্রিং সাহেব এই কার্যবিভাগের ছোট সেক্রেটারীর কক্ষ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮১ নম্বর।—ছুটি।—কলিকাতার দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়ার জ্যুড সি, এ, মিলস সাহেব আগামি মাসের ১৪ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদ-বধি সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৭৩ ধারানুসারে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।

১৮২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভারতজা জিলার অন্তর্গত সরাই হামিদ পরগনার দিলাসপুর গ্রামে ত্রিভুজ স্টেট রেলওয়ের বিলাসপুর স্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জল স্রোত ফিরাইবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জ্যুড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত দিলাসপুর গ্রামে কতিমতে ন্যূনাত্মক ১৮৭৩৭৭ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এইরূপ,—

১ খণ্ড।—উত্তরসীমা বাগমতী নদী, (বকশাও বলে,) পূর্বসীমা সেখ নবি, মসজিদ রাহুয়ারি, সেখ শরফুদ্দীন ও সেখ মজিদ যোত, দক্ষিণ সীমা উক্ত নদী, পশ্চিমসীমা মজিদ, সেখ শরফুদ্দীন, মান্নু মিঞা, মোসাহেব চৌধুরী, ইনায়েৎ চৌধুরী, মহম্মদসাদা চৌধুরী ও মহম্মদশাহ চৌধুরীর যোত।

২ খণ্ড। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণসীমা বাগমতী নদী, এবং পশ্চিম সীমা পতিত জমি, ঐ জমির একাংশ প্রয়োজনীয় ভূমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভারতজা জিলার অন্তর্গত খারসার পরগনার জগদীশপুর গ্রামে ত্রিভুজ স্টেট রেলওয়ের বিলাসপুর স্টেশনের নিকট রক্ষাকারি কার্যস্বরূপ বাগমতী নদীর জল স্রোত ফিরাইবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জ্যুড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত জগদীশপুর গ্রামে কতিমতে ন্যূনাত্মক ২৪/৪১৬ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মধুকর, ভোলা, রীপণ, গোবিন্দ, কুমক, কেশওয়ার সিংহ, বাবু লাল সিংহ, রশিদ মিঞা, গোবিন্দ সিংহ, ও রামনাথ সিংহের যোত এবং সরকারী পথ, পূর্ব সীমা বাগমতী নদী, দক্ষিণ সীমা ভাগজু সিংহ, ঘোষান, বাবু লাল সিংহ, চাঁদ সিংহ, রামলাল সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, সাহুদাওন সিংহের যোত ও সরকারী পথ, পশ্চিম সীমা উপরোক্ত নদী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৮৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত ঘায়াসপুর পরগনার মোকামা গ্রামে মোকামা স্টেশনে লোকোমটিব সাইডিং এবং টর্গটেবলের সংযোগ ও তৎপারিবর্তন করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জ্যুড লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন।

১ নং খণ্ড।—স্থানীয় মাপের ৭৮১ কাঠা পরিমিত, তাহার উত্তর ও পূর্ব সীমা ইন্ড ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির জমি, দক্ষিণ সীমা কাশী সিংহ, তুলসী সিংহ ও জুমন সিংহ প্রভৃতির নিকটেবর্তী জমি, এবং পশ্চিম সীমা তালেবর সিংহ, টেল সিংহ ও নীলকমল মিত্রের জমি।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

CIVIL BUILDINGS.

The 28th April 1884.

No. 185.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for a burial ground in the village of Bania Khamar, pergunnah Khalispur, in the district of Khoolna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 beegahs 5 cottahs 4 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the newly-planted garden of Haran Das, on the east by the house of Machim Shaikh, on the south by the land of Machim Shaikh and Kasi Nath Kundu, and on the west by the Bania Khamar Road, is required within the aforesaid village of Bania Khamar.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 186.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the purpose of making the boundary of the Government estate English Bazar, as well as the premises of the Government circuit-house, permanently compact and uniform, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring 2 beegahs, more or less, of standard measurement, and situated in mouzah Mukdompore, mehal Khana Alampore, pergunnah Bhatiagopalpore, zillah Maldah, bounded on the north by the Government compound land, on the south by the Government compound wall and the Government English School Street, on the west by the Mukdompore Street, and on the east by the school tank is required within the aforesaid mouzah Mukdompore.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

The 29th April 1884.

No. 187.—Notification.—Mr. J. R. Swinden, Assistant Engineer, first grade, is appointed, as a temporary measure, to hold charge of the Buxar Division, during the absence, on privilege leave, of Mr. J. P. Scotland, with effect from the forenoon of the 10th instant.

No. 188 —Notification.—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department :—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. A. J. Oldham ...	Executive Engineer, fourth grade.	Executive Engineer, third grade.	14th March 1884	<i>Sub. pro tem.</i>
„ J. A. Price ...	Ditto ...	Ditto ...	16th ditto	<i>Ditto.</i>
„ A. E. Behrmann...	Ditto (temporary rank).	Assistant Engineer, first grade.	27th February 1884	Reversion.
„ A. E. Behrmann...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	14th March 1884	Temporary.
„ A. E. Behrmann...	Executive Engineer, fourth grade (temporary rank).	Assistant Engineer, first grade.	9th April 1884	Reversion.
„ J. R. Swinden ...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	10th April 1884	Temporary.

No. 189.—The following transfers are made in the interests of the public service :—

Name.	Rank.	From	To
Mr. J. T. Boase ...	Assistant Engineer, first grade.	Dacca Division ...	Sono Circle.
Baboo Aghore Nath Mookerjee	Ditto ...	Burdwan Division...	Dacca Division.

No. 191.—Transfer.—Mr. C. A. White, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Hazaribagh to the Arrah Division.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,

Under-Secy to the Govt. of Bengal, P. W. D.

[Government Gazette 6th May 1884.]

সিভিল অটোমলিক বিবরণক ।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন ।

১৮৫ নম্বর ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ খুলনা জিলার অন্তর্গত খালিসপুর পরগনার বামিয়া খামার গ্রামে কবর স্থানের জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত বামিয়া খামার গ্রামে কতিমতে স্থানান্তরিত ২০০ হুটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা হুতন রোপিত হরদাসের বাগান, পূর্ব সীমা মচিম সেখের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা মচিম সেখ ও কাশীনাথ কুণ্ডুর জমি, এবং পশ্চিম সীমা বামিয়া খামার পথ ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

১৮৬ নম্বর ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইংরাজ বাজার গবর্ণমেন্ট ইন্সপেক্টর ও গবর্ণমেন্টের-দাওয়াঘরের সীমা স্থায়ীরূপে দৃঢ় ও একীকরণ করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে মালদহ জিলার অন্তর্গত ডাট্টিয়া গোপাল-পুর পরগনার মহলখানী আলমপুরের মকদুমপুর মৌজায় স্থিত কতিমতে স্থানান্তরিত ২/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গবর্ণমেন্টের হাটার জমি, দক্ষিণ সীমা গবর্ণমেন্টের হাটার প্রাচীর ও গবর্ণমেন্টের ইংরেজী স্কুল ট্রীট, পশ্চিম সীমা মকদুমপুর ট্রীট, ও পূর্ব সীমা স্কুলের পুকুরিণী ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন ।

১৮৭ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—জিহুত জে, সি, স্ট্রাংগ সাহেবের অনুগ্রহের দ্বারা প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত জে, আর, সুইগেন সাহেব এই মাসের ১০ তারিখের পূর্বেক্ত অবধি ক্রিয়াকালের নিমিত্তে বঙ্গার খণ্ডের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার সিরিশতার নিম্নলিখিত পদবর্ণি ও পদে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা করিলেন ।—

নাম ।	যে পদ হইতে ।	যে পদে ।	তারিখ ।	পদ স্থানান্তরিত ।
জিহুত এ, জে, ওল্ডহাম সাহেব	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	তৃতীয় শ্রেণীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ১৪ মার্চ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী ।
.. জে, এ, প্রাইস সাহেব	এ	এ	এ ১০ মার্চ ।	২
.. এ, ই, বেহরান্দ সাহেব	কিয়ৎকালীন এ	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ২৭	পদে প্রত্যাগমন ।
.. এ, ই, বেহরান্দ সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ১৪	কিয়ৎকালীন ।
.. এ, ই, বেহরান্দ সাহেব	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ২	পদে প্রত্যাগমন ।
.. জে, আর, সুইগেন সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	চতুর্থ শ্রেণীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ার	১৮৮৪ সাল ১০	কিয়ৎকালীন ।

১৮৯ নম্বর ।—রাজকার্যের স্বার্থের নিমিত্তে নিম্নলিখিত স্থানান্তর প্রেরণ করা গেল ।

নাম ।	পদ ।	যে স্থান হইতে ।	যে স্থানে ।
জিহুত জে. টি. বোহান সাহেব	প্রথম শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	ঢাকা খণ্ড	সোন চক্রে ।
.. বাবু অম্বারনাথ মুখোপাধ্যায়	এ	বর্তমান খণ্ড	ঢাকা খণ্ডে ।

১৯১ নম্বর ।—স্থানান্তরে প্রেরণ ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত সি, এ, ওয়াইট সাহেব রাজকার্যের স্বার্থের নিমিত্তে হাজারীবাগ খণ্ড হইতে আর্য খণ্ডে প্রেরিত হইলেন ।

সি, এক, ই, এস, মীন, মেজর, এস, এস, সি ।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৬ মে ।]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 6, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস বন্ধ।

ইন্ডিয়ায় প্রকৃতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইজারা।

জিলা চট্টগ্রাম।—ইজারাদার নাম। কাছারি কালেক্টরি।

ইজারাদার সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ১ আইনের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম অনুসারে নিম্নের লিখিত ভাণ্ডার ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বর্গাস্ত পূর্বান্ত দাক্ষিণাত্য রাস্তা ও রোডেছে ও পদলিক ওয়ার্ক ছেহ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালী ২৮ জ্যৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে দিন। ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ।

কাস্তাবাজার সব-ডিবিমেনের এলাকায়।

ভুক্তির নম্বর।	ভালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য
			রাজস্ব।	ছেহ।	ছেহ।	রাজস্ব।	ছেহ।	
২২১ ২৫১	মৌঃ ইনলী থানে টেকনাক ভালুক নছরত আলি সৌঃ খাদ	...	৮২৭/০	২০৫৬	৪৩৮/৬	৪৩৮/৬	৪৩৮/৬	সম্পূর্ণ ভালুক নিলাম হইবে।
৪৪ ১৩৬:	মৌঃ টেকনাক থানে টেকনাক তাঃ জিনতী খাউ চৌঃ	খাদ	১২১৭৭	৭৯/০	৬:৩৭	৬:৩৭	৬৩৯/৬	ঐ
১৫৫ ১৩৮	মৌঃ রাজাঃকুল থানে রাজু ভালুক সেরমন্ত খাঁ ...	দেওয়ান বিবি ও দরদুল আলি গং।	১১০১/৬	১৫৮/১	৩০৩/৬	৩০৩/৬	৩৪৭/৬	ঐ
২০৪ ৪১৯	মৌঃ মিঠাছরি থানে রাজু ইজারা জিমতী নতিফা ... খাতুন নাবালগের পক্ষে আহাদ আলি খাঁ।	নিঃ আহাদ আলি খাঁ।	১১৮৩/০	১১০/৬	৪২০৭	৪২০৭	৪৫৭/৬	ঐ
২৯৯ ২৮৬	মৌঃ বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাঃ বিবি ইসত্রাক ...	নিঃ দেওয়ান আলি সদাগর।	৬৮৭/৩	২৯৪৬/	৪৩০৭	৪৩০৭	৬২৬/০	ঐ
৩৩৪ ১৪৬০	মৌঃ পেকুরা থানে চকরিয়া ভালুক ফজল আলি ...	খাদ	২৫১২৭	১০৯/৬	২০৪২৭	২০৪২৭	২১১৪৬/০	ঐ

(৪৫২)

[PART VIII.

C. A. SAMUELS, Offg. Collector, Chittagong.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আদায়পত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আঠের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সাল ২১ মেই মোং ১২৯১ সালের ৯ ট্যাক্স বুখবার তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একাধা নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৩। ৭ এপ্রিল।

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	টেক্ষিৎ।
১৬ নং	পং নশিরুজ্জাহান জমিদারি হিসাব। ১০ আনা ময় বেজাবেরা ডালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২৫২	৮২২৫০৯	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ঐ ১৮৭৩। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দী (১৮৮৮) কাগ হিসাব।	জানন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গর- রহ।	১৫৫০	•	•
	ঐ ঐ ঐ কি চান্দীনা কান্দী হিসাব (১০০০) ডিলা তপে রণভাওহাল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গররহ ...	৫০	•	•
১১৬ নং	তাং নেওয়াজআলী হিসাব ৫০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র গায় চৌধুরী গররহ।	১২৭১৫০	৪২৫৮	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে বন্যামণ্ডল গররহ ৩৩ মোজার ১০ আনা হিসাব।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮৩	•	•
	ঐ ঐ ঐ ...	প্রসন্নকৃষ্ণ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮৩	•	•
	ঐ ঐ ঐ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮৩	•	•
	ঐ ঐ ঐ ...	কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৮৩	•	•
	তপে হাজরাদি।				
১২৪ নং	পাট্রাঙ্গাংগ হিসাব ৮৮৮৮ - ক্রান্তী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমচন্দ্র দায় চৌধুরী, দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	১৪৩৩৫০	১২৮৮	এজমালি অংশ নিলাম হই- বেক।
	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাট্রাঙ্গাংগ ৮০ আনা নগর হাজরাদির ১৮১৩ গণ্ডা।	জগত কিশোর আচার্য্য চৌ- ধুরী নাবালগ।	২২৫৮৫০	•	•
	ঐ ঐ চাকলে পাট্রাঙ্গাংগ ৮০ গণ্ডা ও নগর হাজরাদির ৮১৩ গণ্ডা ও বীর মন্ডার ৫৫০ আনা। তপে সীংধা দরজিবাঁজুর মোতাংক ১৫১ নং জমিদারি। তপে হাজরাদি।	হরিকিশোর রায় চৌধুরী ...	১৬৩৫০	•	•
	ঐ ঐ চাকলে পাট্রাঙ্গাংগ ৮০ গণ্ডা ও নগর হাজরাদির ৮১৩ গণ্ডা ও বীর মন্ডার ৫৫০ আনা। তপে সীংধা দরজিবাঁজুর মোতাংক ১৫১ নং জমিদারি। তপে হাজরাদি।	হৈমদ আনবুল্লাহ অধ্যক্ষপকে জামিনা আকর খাতুন।	২১৭৩৫০	১২৮৮	অম্পূর্ণ মণ্ডাব নিলাম হই- বেক।
১২২ নং	তাং কুজরাম দত্ত গররহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৩৩২৫৮৫	•	•
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ৮১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাস্যা ...	২৫০৫৮০	৪৩৮০	খারিজ হিসাব নিলাম।
	ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গররহ।	১০১৪৮৭	•	•

নং কোর্ড।	বাস বহান।	নাম মালিক।	সময় জমা।	বাঁকী।	টেকনিং।
--------------	-----------	------------	-----------	--------	---------

দ্বিতীয় মেনীর বহান।

নং কোর্ড।	ভোগ রণভাওয়াল।	নাম মালিক।	সময় জমা।	বাঁকী।	টেকনিং।
৫০৭১ নং	৮৭ চারিপাড়া স্বর্ণপুর ওরফে কাঁদারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গর- রহ।	৭৪৭৫১০ পাঁই	১১১১০	সম্পূর্ণ বহান নিষায় হই- বেক।
৫০৮৫ নং	৭৫ বরবনসিংহ বীল চন্দ্রী ...	রাজা হরিশচন্দ্র চৌধুরী গররহ।	৫৮০৭	২০১১০	৫
৫১৭৪ নং	৭৫ হুশেনবাড়ী চর ভেলুয়াবারি...	মীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	৫
৫২৪৯ নং	পবনগমে পুখুরিয়া চর গাবুয়া ...	রামসখী দেবী চৌধুরানী পতির নাম দুর্গাচন্দ্র বাঁ ও মহারানী শরৎচন্দ্রী দেবী গররহ।	৫৯১৮৫০ মালিকানা ৬৫৮৭	১৪২৫১০ মালিকানা ১৩৭৭	৫

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Govern-
ment officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds*
at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following
rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin,
Rs. 16, ans. 8.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*,
at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*;
per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to
the foregoing rates.

গবর্নমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

উক্ত কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর
বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্নমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি
স্বল্প মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।।০
টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।।০ টাকা;
৮ আউন্স টিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাদের নিকটেও পাওয়া যায়
উপরের লিখিত মূল্য বাতিল প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে
২০ বার আনা, ডাকমাসুল দিতে হইবে।

অন্নশাক দানাবাক্সা সিন্ধুকোনা।

লাল সিন্ধুকোনা ছাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুতম ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। বাহার দানা বাক্সে না, এরূপ সামান্য অন্নশাক সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪২ টাকায় এক পাউণ্ড হিাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২ টাকায় এক পাউণ্ড হিাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অভিরিক্ত ৫০ বার আলা ডাক দানুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his Country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., L.L.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিট যন্ত্রাণয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আর্ট-ল। ও জিউমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্বিসে নিযুক্ত বর্জমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশানের মেম্বর, ইনর টেম্পলের জিউত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের জিউত লেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের জুমাদিকারী ও প্রজাবিবয়ক আইন সংহিতা।

একখ খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পীচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিটের আকৌন্টেন্টের নিকট একখ খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পীচ আলা পাঠাইবেন।

বক্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৬ মে।]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>				Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal							
...	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—							
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি :—বঙ্গদেশের গভর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমানুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে প্রদত্ত হইবে :—

মকঃমানে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর	১০৭
ডাকমানুল	...	"	২/১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)			
ডাকমানুল	...	"	৪৭
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	...		১০
ডাকমানুল	...		১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)			
	...		১০
ডাকমানুল	...		১০
	...		১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃমানে সমান মূল্য; কলিকাতায় কেবল ডাকমানুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গভর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

Rb.

Full page, per issue	20
Half	10
Casual advertisements —4 annas per line.							

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূলা অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া
 যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্ত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ
 করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কাগজালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কাগজালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি প্রথম কার্যে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে চাহবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবশিষ্ট বাজার সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টাণ্টের নিকট অস্ত্র মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় দ্বিগ্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদ দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ১০১৬ নং টকী

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মূল্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার দ্বার এই।—				টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	২০/-
আধ পৃষ্ঠা " " "	১০/-
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক বার পণ্ডি	১০/-

রাজকার্যোগলক্ষে বঙ্গদেশের মহাসম্ভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট টাউনহালের হাভায়াক্ত বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপন কাযাবিভাগের আপিলে রেজিষ্টারের দ্বারা শশুরোদ্যোগ দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আর্টনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রিন্সে, প্রাকার শ্রিত কোম্পানির বাটীতে জর
দ্বিভে পাওয়া যায় ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৬ মে ।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বস্থানমে গবর্নমেন্টের জমো জীযুও এডউইন মরিস লুইস সাহেব
কর্তৃক মজিত ও প্রকাশিত হইল।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৬ মে।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

Dated the 1st May 1884.

To—Calcutta.

To Bengal.

From—Bombay.

From—General Secretary.

GOVERNMENT of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Bombay. Letter follows.

A. P. MacDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১ মে।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

বোম্বাই হইতে যে সকল জাহাজ যায়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে এদনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারাণ্টাইন বিধি প্রবণ করিবার অনুমতি দিরাছেন।

এ, পি, মাকডনেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটী সেক্রেটারী ।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

যজ্ঞলবার, ১৮৮৪ সাল, ৬ মে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত ।]

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক দ্বিরীকৃত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের ঐচ্ছিক গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিসভায় ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয় ।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত ব্যক্তি আদালতের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাসত্ত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থ অর্পিত হইয়াছিল । আমরা ঐ পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত কাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃলীর রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি ।

২ । আমরা পাণ্ডুলিপিখানি সূতন করিয়া গঠন করণ এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আদালতের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্মত করিয়াছি । কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আমাদের পোষ হয় । আগামি নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্যে পুনর্বার প্রবৃত্ত হইব । আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে ঘেরপ পরিবর্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আদালতের পরামর্শ ।

৩ । এই রিপোর্টখানি প্রথমতঃলীর বলিয়া কমিটীর কর্মকর্তা সভ্য যত দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিসভায় অর্পিত না হয় ততদিন কোনও বিষয় সম্বন্ধে আদালত মত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন । কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেই এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি ।

৪ । এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে তির্যক শ্রেণীর প্রচার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানার ভূমিভোগকারি রায়তদিগকে ঘেরপ তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যতর শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে । ইহাও দেখা যাইবে যে “সামান্য রায়ত” এই কথার পরিবর্তে “দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে । প্রযোজ্য কথাটি অন্যত্রক নাম বলিয়া ইহার প্রতি লক্ষ্য; অপতি উল্লেখিত হইয়াছে । পরিশেষে

Bengal Tenancy Bill.

ইচাও দুইটাই যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোড়ের অন্তর্গত নহে এরূপ বাস্তবতার সত্যত্বের উল্লেখ নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেনও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সম্ভাব্য জ্ঞান আবশ্যক আপাততঃ আমাদের তত দূর জ্ঞান নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এতদেশের ভিন্ন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের ষোড় সম্বন্ধে নিয়মের এত দূর বিভিন্নতা আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে হইলে তদন্তগত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সম্ভাব্য নীতি পর্যালোচনা করিয়া কি আকারে এই সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদের উদ্দেশ্য যে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আবশ্যক সম্ভাব্য জ্ঞান জন্মাইবেন।

৫। তালুকদার ও দারভাগিগের মধ্যে প্রভেদবিষয়ক ধারাটিতে আমরা এই প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে যত্ন পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমারেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিহিত ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার স্মৃতি হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬। অধ্যায়িত হারে জমী ভোগ করিবার স্বত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ের কথা বলিবার সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে। যে সকল জিলার তিরুৎকালীন বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তদন্তগত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশাচারক্রমে যে স্থলে তালুকের খাজানা বৃদ্ধির বিধান করা হয় না, আদালত সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারার তাহা নির্দিষ্ট করিয়াছে। আমরা এই উপধারার বহুল পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল, আদালত তালুকদারকে লভ্যের শতকরা দশভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময়ে যে অবস্থায় তালুকের স্থিতি হয়, তালুকের অধিকারী যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যে খরচ ও সুবিধা হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বর্জিত খাজানা পূর্বের খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দশবৎসর অপরিবর্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পর্শ করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় পত্তনী তালুকের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপক্রমণিকা অধ্যায়ের মাধ্যমে এবং সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত ৪২ ধারাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাভিন্ন পত্তনী তালুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ত্রয়টি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

(১) ১৫ ধারার (১) উপধারায় একটি বর্জিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে তালুকের হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) মূল পাণ্ডুলিপির ২৭ (২) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা বর্জিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে তালুকদারকর্তৃক কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], তাহার ২৭ টাকার ফী দিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

(৩) ১৬ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তর কি উত্তরাধিকারক্রমে কোন তালুকের স্বত্বদান হইলে যাবৎ এই হস্তান্তর কি উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাহাৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কাৰ্য্যবুস্তান দ্বারা খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

(৪) এবং রেজিস্ট্রী বীর লেখার সকল প্রদান বিষয়ক ধারাটি (একনংকার ২১ ধারা) সংশোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এক আনার অস্থান বা এক টাকার অনধিক যে ফী ধাওয়া করেন প্রত্যেক ২০ বৎসর দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা ভানুসঙ্গারদের প্রতি যে নিয়ম বর্ণিত তাহা অবধারিত হারে ভূমিভোগকারী বাসেন্দারায়তের প্রতিও বর্তাবে ইহা বিধান করিয়া এই নিয়মগুলির সমতা বিধান করিয়াছি। এই শ্রেণীর রায়তদিগকে (ক) রেজিস্ট্রী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ত এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ত এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে ভানুসঙ্গারদের সহিত ও শেষোক্ত শ্রেণীর রায়তদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়তের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়মগুলির কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। ক্ষুদ্র বিবরণের পরিবর্তনের মধ্যে আবারও ফল যেগুলির কথা এলা আদালত তাহাই বলা যাইবে।

বর্তমানের মহারাজা প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের যেরূপ সুরত্ব মহাল আছে, সেইরূপ কএকটি মহালের সমুদায় অংশই বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অনুবিধি ঘটিতে পারে, তৎ প্রতি আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের আরতনের পরিবর্তে রাজস্ব সংক্রান্ত কি শাসন কার্যসম্বন্ধীয় কোনরূপ সুবিধিত লেশখণ্ড থাকিলে সুবিধা হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এমত বিবেচনা করেন কি না জানিতে বাধ্য করি।

১২। এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য লাভ পক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে “১৮২৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি” কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারা হইলে বাটওয়ারা সত্ত্বেও মূল মহাল একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে, ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতিশোধার্থে মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। উল্লিখিত তারিখ হ্রস্ব করিবাদ কারণ এই যে, আর এই সময়াবধি বাটওয়ারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজপত্রাদি পাইবার ব্যাকসমস্তরূপ আশা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্বে কোনসময়ে এই তারিখ হ্রস্ব করা যাইবে তাহা বিবেচনা করিবার বিবেচনা আবশ্যিক, সুতরাং যে কএকটি কথাতো এই সময় স্থচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়তের লক্ষণ নির্দেশক ২৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই যদি ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যাহা বিপরীত দর্শান না হয়, তাৎ এই ধারার কার্যপক্ষে এই ব্যক্তির ও সে যে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমিভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ হইবে। ইহাতে মৌকদ্দমার কার্যের সরলতা বিধান করিবে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না থাকিলে ভূম্যধিকারী অনায়াসে ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অধিক কালের জন্য কোন গ্রাম কি মহালের অন্তর্গত কোন খোড় হইতে বেদখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়তের স্বত্ব হারাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (৬) ধারা] মর্ম্ম অব্যাহত রাখিয়াছি এবং ইতোতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম্ম এই ২৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ৬৬ দফার মধ্যে] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনরায় দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দারায়তস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্বত্বনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাহাতে ব্যক্তিগত ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের ভূম্যধিকারী ক্রয় করিয়া বা প্রকারান্তরে উক্ত রায়তের স্বার্থপ্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথার অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিষয় হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দামক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এক ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং এই পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারার বাধ্যতাপ্রাপ্ত শব্দের অর্থ মধ্যে যে শ্রেণীর জমা

গণ্য তাহাতে দখলীস্বত্ব লাভ বিষয়ক এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিয়াছি।
শেষোক্ত ধারায় সন্ধান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল জমীর জমী মিস্ত্রানী পাট্টা ক্রমে কিম্বা
সন বসন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব ভবিষ্যে ন।

১৭। তাহাতে ভূমি প্রজাস্বত্ব সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী ন। হইয়া রায়ত এরূপে ভূমি ব্যবহার
করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নিষিদ্ধ করিয়া বলিয়াছি [৩০ ধারা, (ক) প্রকরণ] যে তিনি মেলাচা-
রের বিক্রেতা এই ভূমিহীন রূপে কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূমিধিকারীর অগ্রের ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি এক্ষণে “ হস্তান্তর বিষয়ে নিয়-
মের কথা ” এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারা] বিধান
করিয়াছি যে ভূমিধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যনিয়ম হইবার কি আদায়িত কর্তৃক
ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আরো
এই ধারায় কএকটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎকালে ভূমিধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত
ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা এই ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে
কোন রায়ত এই ধারার বিধান উলঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূমিধিকারীর বিক্রেতা
বিক্রয় বার্থ হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উলঙ্ঘন দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপি ৫৫ ধারাক্রমে ভূমিধিকারীর প্রতি
তাহা অগ্রের ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদের বিধান এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উলঙ্ঘন
করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদের বিবেচনায় কেবল
শেষোক্ত জমীর দান সম্বন্ধেই ভূমিধিকারীদের হিতার্থে কোন ন। কোন সংরক্ষণোপায়ের
প্রয়োজন। রেজিস্ট্রী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অবি-
লম্বে ভূমিধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাহার বিবাস করিবার কোন
হেতু থাকিলে তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদের বিবেচনায় পূর্বোক্ত-
রূপ বিধান করিলে ভূমিধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিচার বিষয়ে নিম্ন
সম্পর্কের কোন ব্যক্তির আদি মুসলমান কর্তৃক দান হলে এই দান পূর্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি,
কারণ তৎকাল দান সচরাচর উলঙ্ঘনক্রমে দানে পরিবর্তিত করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। বিশেষে বক্তব্য এই যে অগ্রের ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূমিধিকারী, চিরস্থায়ী
তালুকদার ও তাহার অম্মা যে তালুকদারদিগকে এই স্বত্বস্বার্থী কার্য করিতে অনুমতি দেন
তাঁহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদের
বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বার্থবিশিষ্ট উপস্থিত ভূমিধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিয়ৎকালীন
কোন তালুকদার পূর্বোক্ত স্বত্বস্বার্থী কোন কার্য করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে।
এই অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপি ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে,
ভূমিধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত এই ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার
দখলীস্বত্ব আদ্য। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উত্তরাধি-
কারক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে সে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদের বিবে-
চনায় ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম “ কোর্টারিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা ”। এই পরি-
চ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তির তাহাতে লাভাশয়ে দখলীস্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশ্যে এবং
রায়তের কোর্টারি রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত কএকটি প্রস্তাব অবলম্বন
করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত
হইল শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্টারি রায়তের সম্বন্ধীয়
এই অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীঘ্রই বলি যাইবে।

২৬। এই অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রদান।

১ম:—কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনায় যোতের যে অংশ কোর্টারি দিয়া করে, তাহা
ওদীর যোতের অর্ধেকের অধিক হইলে, তালুকদারদের রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত
স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব
করেন, সেই আইনযতে এই রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রীতে আপনায়
রেজিস্ট্রী করিলে তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার ফল এই
হইবে যে এই রায়তের কোর্টারি রায়তেরও বর্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্ব
অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২৪।—কোন রায়ত আপনায়োঁত কি যোতের কোন অংশ কোর্সি বিনি বরিলে এইরূপ বিনি করিবার দরপাটী সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না। (৩৮ ধারা) এই বিধানগুলি উপর কএকটি বিধানের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি প্রধান।

১৪।—কোন রায়ত বরস হেতুক বা জীলোক বলিয়া বা পীডাবশতঃ বা দুর্ভিক্ষক্রমে কি নির্দিষ্ট কএকটি কারণে কিংকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায় চাঁদ বরিতে অক্ষম হইয়া আপন যোঁত কোর্সিবিনি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার এই কার্ণের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না, ও

২৪।—যদি কোন রায়ত পূর্বেকৃতমতে তালুকদারের পরিত্রিত হয়, তবে এই ব্যক্তি দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেহেতু ও যেহেতু নিরক্ষরীনে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিত একপেও যেহেতু ও নিরক্ষরীনে তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূমিধিকারীর স্বত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

২৭। এই বিধানগুলি লইয়া বিলম্বন মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূমিধিকারীর সহিত ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্সি প্রজার সহিত রায়তের যে সকল আইনবিহিত সম্বন্ধ আছে তাহার নিজের কৃত কার্যক্রমে এই সম্বন্ধের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে দিলে যে অসুবিধা হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্তন আবার যে নিম্ন অসুসরণ করিয়া স্ফুটিত হওয়া আবশ্যক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অবস্থা বিবেচনায় অনেক স্থলেই এই নিম্ন না খাটিবার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্বন জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্সি বিনি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্ন-লিখিত উপায়োপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোঁত কোর্সি বিনি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে এই যোঁত তালুকদারের ন্যায় সর্বাঙ্গী নীলামক্রমে বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্সি প্রজার দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্সি বিনি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কনোপধারীরূপে নিবারণ করা যে অসম্ভব কঠিন, এই সকল বিধান হইতে তাহার সম্পত্তি উপলব্ধি হইবে। ইহা স্মৃতি হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিত্রিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বিনি তাহার খাজানা রুজি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোঁত যে রূপ সর্বাঙ্গীমতে নীলাম হইতে পারে ও তাহাদের যে রূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরও তাহাই থাকিবে। ভূমিধিকারী অর্থেক্রয় করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় মুক্ত থাকিবেন। কিন্তু যাহা এই রায়তের নাম রেজিস্ট্রী করা যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদের বিবেচনায় দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিত্রিত হইলে যে সকল ভটিম সম্পর্ক স্মৃতি হয় সামান্য খাজানার বোকাধারীর আদালতের ও তাহা এই সকল অবধারণবিরূপে তাহার অর্পণ করিলে অতীব কষ্টকর হইবে। কেবল স্থানীয় গবর্নমেন্টই এই সকল সম্পর্ক মিলয় করিয়া রেজিস্ট্রী করিলে এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্নমেন্টও ইহা করিতে স্মৃতি হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা রুজি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারগত ও বস্তুগত বহুল পরিবর্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা রুজি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে এই অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে মোকদ্দমা করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা রুজি করা যায় এই স্থলে কেবল তাহারই কথা বলা যাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সম্বন্ধে এই চুক্তি রেজিস্ট্রী করা না হইলে রুজি করিতে পারা যায় না। ৩১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি উক্ত চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

(১)—খাজানা এরূপে রুজি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্বে দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্র অনুসারে সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্ত্তিত খাজানা পূর্বের বা সাধার খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ১২।১০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্র অনুসারে পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(৪)—রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারায়ত চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ওরায়ত আদালতের তালিকা করিতেছে এইরূপ কথা জানিয়া লইবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন করার এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইহা বুঝিয়া লইবার পরিদর্শে এক্ষণে কেবল ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৪২ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে জমী মুল্যরূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে আয়ের বা মহালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দা রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা রক্ষি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্বে প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত রায়ত প্রজার জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোক্ত বিধি বহিবে।

৩১। ন্যায়ক্রমে খাজানা রক্ষি বিষয়ে আদালতের উদ্দেশ্য এই ভূমিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তুতঃই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কার্যপদ্ধতি নির্দেশ করিতে হইবে তাহাতে বিচার্য বিষয় সম্বন্ধে বহুবিধ ও সুকঠিন সন্দান জানিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকাতাই খাজানারক্ষিসংক্রান্ত বর্তমান আইনটি ভূমিকারীদিগের হস্তে অকর্ণণ যন্ত্র স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই অতিপ্রায়ে যেহেতুতে খাজানারক্ষিসংক্রান্ত ন্যায়ক্রম উপস্থিত করা যাইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলান (৪৩ ধারা)।—

(ক)—দণ্ডীয়ত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকটই সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থান বা চলিত বাজারে প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য রক্ষি হইয়াছে।

(গ)—ভূমিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হইয়াছে।

(ঘ)—রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে ঐ শক্তির রক্ষি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানারক্ষিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আদালতের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানারক্ষির আইনসম্মত এই হেতুটি এককালে ভাগ করণ প্রতি জমীদারেরা আপত্তি করেন, এবং ইহা পূর্বে প্রচলিত আইনের অন্যতম বিধান ছিল বলিয়া রক্ষিত হইল। এই হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে যে স্থলে ভূমিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন বশতঃ উৎপাদিকা শক্তির রক্ষি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিস্ট্রী করণকার্যের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্বারা ঐ খাজানা রক্ষি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির রক্ষি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে, আদালতের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অসুবিধা বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে কিরূপে ছিল তাহার প্রমাণ-ভাবে খাজানারক্ষির এই হেতুটি কার্যকর হইত না, এইকণেও সেই অসুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যরক্ষির হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কার্যের বিশেষ সহায়তা হইবে। এতদ্বারা ইহা বলা উচিত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের মূল্যের তালিকার যে ভূমির খাজানা লইয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন ফলস্বরূপ আশঙ্কা তাহা গণ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ রক্ষি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে হইবে। জর্ডিন প্রিন্সিপাল সাংসদ রূপ আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৫০ ও ২৫১ পরবর্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ উৎকর্ষ ও গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিয়া উৎকর্ষ শস্যের দণ্ডসংশ্লিষ্ট পরিবর্তে মুদ্রাসংকেপে মেরু কর দ্বারা করা যায় এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য করিতে হইবে ইহাই আদালতের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্যরক্ষিতে অনুপাতের বিধি অনুসারে কার্য করিতে হইলে, মূল্যরক্ষিসম্মত আদালত করিবার পরে রক্ষি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ডাড়িয়া দেওয়া উচিত। আশঙ্কিতঃ আমরা এই বিষয়ে রায়তকে রক্ষা করিবার ভার খাজানারক্ষিসংক্রান্ত অন্য যে সকল নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৪৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলান। ঐ ধারায় বিধান এই—যাহা ন্যায়ক্রমে অবস্থা বদলে যায় অনুপযুক্ত। অন্যায় বোধ হয় আদালত কোন ন্যায়ক্রমে এরূপ খাজানা রক্ষির ডিক্রী দিবেন না। কিন্তু এই অধ্যায়ে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ কর্তৃক সমালোচিত হইলে এই বিষয়টি অধিকতররূপে বিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইবার হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ পক্ষে যে অনুরোধ করা হইয়াছে, বর্ধিত খাজানা গড় বাৎসরিক মোট উৎপাদনের এক পঞ্চাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অনুরোধ সনতাবে অনুমত হয়। কনিষ্ঠের অধিকাংশ নাজিরই মত এই যে প্রত্যেক ফসলেই গড় বাৎসরিক মোট উৎপাদন অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতিও গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (ঘ) ধারার পূর্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিয়াছি ও তৎপরিবর্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিয়াছি। পূর্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করিলে টাকাক্রটি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারে যাইবে না; ২য় কথা ৪র্থ হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি করিলে টাকাক্রটি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন ফসলেই অনুপযুক্ত বা অনাস্থ্য বোধ হইলে, খাজানাবৃদ্ধির ডিক্রী দিবেন না, আমরা এই সকল বিধান করিলাম।

৩৬। একই প্রণীত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্যন্তই খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ২০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যেহেতু দেশাচারমতে রায়তের আভিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেইহেতু ফসলের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন বিধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্যন্ত খাজানা বৃদ্ধি করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপাদনের মূল্য যতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পাড়িয়াছে;

(৩) উৎকর্ষসাধন কার্যে লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে;

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্বের কথা লইয়া কঠোর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারা] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানাবৃদ্ধি দিবেন না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃঢ় হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যিক সকল সংবাদই উপযুক্তমতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বস্যাচারী ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হেতুতে খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে মূলবিশিষ্ট প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধির মর্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূম্যধিকারী ভূমির উৎপাদনের নিম্নে বৃদ্ধির মূল্যের অর্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) একত্রে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিনা মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বর্জ্যে; পরন্তু এই নিয়মটি একত্রে খাজানা বৃদ্ধির যে মোকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজানা বৃদ্ধির ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এই উভয়ের প্রতি বর্জ্যে, ও একবার খাজানাবৃদ্ধি করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে না। পূর্বে দশ বৎসর গত হইলেই খাজানাবৃদ্ধি করা যাইতে পারিত।

৪০। যে ২ হেতুতে খাজানা কমাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যোতের জমী রায়তের দোষ বাতিরেকে বালি জমা হইয়া বা এই রূপ অন্য কোন দুর্ভটনা ঘটিয়া স্থায়িকরূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—ঐ স্থানে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক ফসলেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের আনান্দিক তালিকা প্রস্তুত করণ সহজীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ ধারাটি মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কতক বিবয়ে বিভিন্ন। এতলে কেবল একটি পরিবর্তনের কথা বলা আবশ্যিক, অর্থাৎ এই মূল ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্বে ও বর্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গত বার বৎসর নিয়মিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আনিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যাদির মূল্য সম্বন্ধে উহাদিগকে দিখাইয়া লিখিত প্রমাণস্বরূপ করিয়া ভূমিতে পারিলে, মূল্যবৃদ্ধির হেতুতে খাজানা বৃদ্ধি করণ সময়ে আদালতের কার্যের বিশিষ্টরূপ সরলতা সাধিত হইবে।

৪২। পশুচারণ ভূমির খাজানা হক্কি বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৮০ খারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশুচারণের নিমিত্তে প্রত্যাশিতব্যকে ভূমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীব বিরল, সুতরাং এই বিষয়ে বিধি প্রয়োজন নাই।

৪৩। দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট প্রজা শসারূপে বা কসল অনুসারে বেখাজানা দিবেন তাহার সীমা নির্দেশকারী মূল পাণ্ডুলিপির ৮১ খারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল; কারণ, এবিসরে স্থানীয় রীতি অতিশয় তটিল দৃষ্ট হইল। কসল বিভাগ করিবার পূর্বে নানা উপলক্ষ করিয়া উহা হইতে সচরাচর অনেক অংশ বাস দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কোন দৃঢ় ও অনড়্য বিধি নির্দেশ করিলে আশা-মতের আশি ঘটনা অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

৪৪। শসারূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) খারাটি মধ্য প্রদেশের প্রজাশ্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ১৬ খারা অবলম্বনে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বৈধগ দাঁড়াই-রাছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নির্দিষ্ট কএক জন কর্তৃপক্ষের নিকটে খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকটে প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও সুজাবোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন খারা অপেক্ষা নূতন খারার বিবেচনামত কার্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে প্রজাখাজানা নির্ণয় করণ-কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

(ক) দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রাইতেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে সুজারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রকারে যে খাজানা গাইরা থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীশ্বত্বশূন্য রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। মূল পাণ্ডুলিপির ৮২ খারায় এই বিধান ছিল, প্রজাশ্বত্ববিশিষ্ট "সামান্য রাইত" অর্থাৎ দখলীশ্বত্বশূন্য রাইত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মানুসারে সময়ে যে খাজানা ধার্য হয় ১১৯ খারার বিধান অর্থাৎ তাহার দেয় অতুল্য খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রাইতদের খাজানা হক্কি স্থলে এইপ্রকার অতুল্য খাজানা ধার্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তরুণ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীশ্বত্বশূন্য রাইতের খাজানা ধার্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এরূপ কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রাইত উভয়েই এই বিষয়ে স্বাধীন রহিলেন। কেবলমাত্র (৫৭ খারায়) এই বিধান করা গেল কোন দখলীশ্বত্বশূন্য রাইতকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র দ্বিধা কিম্বা এই অধ্যায়ের যে একটি খারার কথা শীঘ্রই বলা যাইবে তদুপস্থিত প্রকারে না হইলে প্রজাশ্বত্ববিশিষ্ট হক্কি করা যাইবে না।

৪৬। যেহেতু ধরিয়া কোন দখলীশ্বত্বশূন্য রাইতকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ক ৫৮ খারার অন্তর্গত একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। প্রকরণানুসারে উক্ত রাইতকে প্রথমবার রেজিষ্টারী করা পাটাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাটীর বিরাদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্তী (৫৯) খারায় বিধান করিয়াছি যে বিরাদ অতীত হইবার অন্তিম ছয় মাস থাকিতে রাইতের উপর উঠিয়া যাইবার মোটাস আদৌ করা না গেলে পাটীর বিরাদ অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার শৌকদ্দম উপস্থিত করা যাইবে না, এবং বিরাদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৭। আমরা দখলীশ্বত্বশূন্য রাইতকে উচ্ছেদের নিমিত্ত অতিপূরন দিবার বিধান সম্বন্ধীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিবর্তে (৬০ খারায়) এই বিধান করিয়াছি যে বর্জিত খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীশ্বত্বশূন্য কোন রাইতের নামে উচ্ছেদ করণার্থ শৌকদ্দম উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য করিবেন। প্রজাশ্বত্বের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার অধিকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাটীর বিরাদ অতীত হইলে যেহেতু নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীশ্বত্ব না অন্তিলে সেইহেতু নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায় ।

কোর্কী রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি ।

৬৮। কোন মখলীখত্বনিশিষ্ট রাইত আপন বোতের অর্দ্ধেক কোর্কী বিলি করিতে তালুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাঁহার কোর্কী প্রজারা রায়তদের স্বত্ব ও বিধি ভোগ করিবার অধিকারী হইবে আদর্শ পূর্বেই (২১ ও ২৭ ধারার) পাণ্ডুলিপি অন্তর্গত এই নূতন বিধানের উল্লেখ করিয়াছি। যে কোর্কী রায়তেরা এই বিধানের উপকার অধিকারী নহে, উপস্থিত অধিকারক্রমে তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ সাধিত হইবে।

৬৯। রাইত বিধান এই যে নুতনরূপে খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কী রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাঁহার ভূমিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাঁহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিস্ট্রারী কোর্কী পাট্টা ও নিয়মপত্রক্রমে কোর্কী রায়তদের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা, ও

(খ) অন্য কোন ক্ষেত্রে, শতকরা পঞ্চাশ টাকা।

আর ৬৩ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে কোন ভূমি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তর ছয় মাস থাকিতে নিশ্চিষ্ট প্রকারে কোন কোর্কী রায়তের উপর উক্ত খাজানার নোটিশ জারী করা না গেলে পর তদীয় ভূমি বিক্রীত হইলে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায় ।

খাজানা বিবরণ সাধারণ বিধান ।

৮০। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও রায়তদের অবশ্যিক হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে। এই বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এখানে বলণ আবশ্যক। ৬৪ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারার একটি প্রকরণ সংশোধন করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি স্মিত্যায়ী তালুকদার অবশ্যিক হারে ভোগ করণ প্রজ্ঞাপন রেজিস্ট্রারী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যেসকল প্রজ্ঞাপন নিশ্চিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রারী করা না হয়, তাহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ ব্যতিত সুবিদিত অস্থানটি বাতিল হইবে না। আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্নমেন্টের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার পূর্বেই তাবের রেজিস্ট্রারী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে শীঘ্রই আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে। যদি এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রকৃত পূর্বেই অস্থানের কথাটি অপরিবর্তিত থাকিতে ভূমিকারীদের যে কষ্ট হয় বলিয়া তাহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন এই আইন ও পূর্বেই প্রকরণক্রমে অন্তর্গত অবশ্যিক হারে ভোগ করণ প্রজ্ঞাপনসম্বন্ধে সেই কষ্টের উত্তমরূপে আতিকার হইবে। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত হইবার পরেও এই অনুমান আর থাকিবে না (পরবর্তী ৭৭ নং ধারা দেখ)।

৮১। কোন তালুকদার অন্তর্গত ভূমির সমস্ত ভূমি যোজিত হওয়াতে এই তালুকদার খাজানার টাকা বোণ করিবার সময়ে লভ্য, ভূমি ও আদায়ের খরচা বলিয়া শতকরা ত্রিশ টাকা ধরিয়া দিতে হইবে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অসংখ্য এই বিধিটি তুল্যভাবে ৬৬ (২) ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আদর্শ কেবল এই নীতি বিধান করিয়া দিবে, তালুকদার আদায়ের তালুকদার খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাঠিতে স্বত্বান আদায় ও ভোগের দৃষ্টি রাখিবে।

৮২। আদর্শ খাজানার নিয়ম বিবরণ (৬৭) ধারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ ধারা সংযুক্ত করিয়া পরিমানে জটিল উপস্থিতি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৮৩। আমরা ৬৮ ধারার একটি প্রকরণ সংশোধন করণ স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছি যে তাঁহার পরীক্ষার প্রজ্ঞাপন প্রণয়নের মধ্যে খাজানা দিবার সময় দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আদর্শগিরে বিবেচনার টাকা দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধা জনক বোধ হইতে পারে।

৮৪। আমরা ৭০ ও ৭১ ধারার প্রজ্ঞাপন প্রণয়নের খাজানার কবজ ও হিসাবে যে সকল বিষয় লিখিত হইবে তাহা দৃঢ়রূপে নিশ্চয় না করিয়া তখনোই এই মর্মে পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৮৫। আমরা ৭০ (৪) ধারার মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত তুল্য ভাবে [১০০ (৪) ধারা] বিধানের দৃঢ়তা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক কবজ সারতঃ আদেশসম্মত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দায়ের সম্পূর্ণ নিশ্চিষ্টপত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া “বিপরীত দর্শন না গেলে” এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আশ্রয়িত করা গেলে তাহা কিরাইরা। মইবার আর্থদাপরে বাহাতে কোর্ট কী
না লাগে তাহা বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ আদালতগকে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ হওয়া
আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষসিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার
কমতা আছে বলিয়া তাঁহাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে মোত হস্তান্তর করা বাইতে না পারে, ঐকী খাজানা নিমিত্ত সেই মোত হইতে উল্লেখ করিবার বিধান বিবরণ (৭৮) প্রারম্ভ একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়িয়া দিতে পারিবে, আদালতের প্রতি এই কর্তব্য প্রদান করিলাম।

৫৭। ভাঙলী বোতের টংগর সসল বিভাগ বা বাচাই করণার্থ কালেক্টর সাহেব কোন কর্মচারী
 প্রেরণ করিতে পারিবেন, তাঁহান প্রাতি আশ্রয় এই কমতা প্রদান করিলাম। আর্থবিশিষ্ট অন্যতর
 নাকের প্রার্থনামতে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিগার বা বহুকুমার সাজিষ্টেট সাহেবের সঙ্গে ঐক্লপ
 কার্ষা করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে
 পারিবেন। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে কর্মচারীকে প্রেরণ করা যার তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল ক্ষেত্রে যে আত্মা ন্যায় দোষ করেন সেই আত্মা প্রতিবেদন, তাঁহার প্রতি আত্মা এই কর্মতা প্রদান করিয়া এই বিধান করিলেন যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাঁহার আত্মা চূড়ান্ত হইবে ও ভিক্টর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। ৮২ (৪) ও (৫) খার। মূল পাণ্ডুলিপিক্রমে পক্ষদ্বয়কে প্রথম ক্ষেত্রে উপকার লাভার্থে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাহা আদালতের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৯৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ খারার পরিবর্তে আনরা পাণ্ডুলিপি ৫ খারাটি সন্নিবেশ করিরাহি

৮৩ ধারা। (১) উৎসব কল বাঁচাই করিও খাজানা লওয়া গেলে, লব্ধ কল
সম্পদে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(২) উৎপন্ন কলম বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলেন
যাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ লবণ কলম দখলে
রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।

(৩) যেভাবে কোনও ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনও কাজে অসহযোগিতা করে, তাহলে তাহাকে কোনও পদক্ষেপে বাধ্য করা হবে না।

(৪) যদি প্রজা কলমে কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে স্থানান্তর করেন, বা হাতে লিখাকালে ভাষার বাচাই বা বিভাগ কবিবান বাধা হয়, তবে শস্য সংগ্রহের সময়ে দিকটক্ সেই প্রকারের ভূমিতে সেই প্রকারের শস্য লক্ষ্যপেত্র। পূর্ণ পরিমাণে বত বাচাই হয়, কলম তত হইরাছিল বলিয়া জ্ঞান করা বাইবে।

বেহুলে উৎপন্ন
বাচাই বা বি-
ভাগ করিয়া
খাজানা নওরা
যার, সেহুলে
কসমের দখল
সহজে ভূমি-
কারী ও প্রকার
স্বত্ব ও দারের
বিষয়ে এই ধা-
রা দ্বারা সংক্ষেপে
অকুন্টরূপে বিধা-
নকরা গিয়াছে।

মূল গাঁওলিগির ১১৭ খাতার দণ্ড বিষয়ক বিধানটি এইভাবে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ নং অধ্যায়ের (২২০ ধারা) মধ্যে দণ্ড বিষয়ক মাদারিং যে প্রকরণ সন্নিবেশ করা গিয়াছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট বিধান দৃষ্ট হইবে।

ନବ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ভূম্যাধিকাংশী ও প্রজা বিয়তক বিবিধ বিধান ।

৬০। আমরা একটি নতুন ধারা (৮৮) সন্নিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, রায়ত অবধারিত খাজানার তিহা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূস্বামিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য দিতে পারিবেন না।

৩১। জবিরী ৮৯ (৩) ধারার অধীনস্থাপিত রায়ত ও তদীয় কৃষিকারীর মধ্যে

(କ) ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓକର୍ଷନାଧନ କରିବାର ଅଢ଼ ମନ୍ତ୍ରଣେ ଓ

(খ) কোন বিশেষ কার্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন দিবান উপস্থিত হইলে কাগজের সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার কদত্ব
প্রদান করিয়াছি।

৬৩। উৎকর্ষসাধন ঘটিত দিবাংগের সহজে নিশ্চিতি হইতে পারিবার নিমিত্ত আদর্শ যথা প্রদেয়ের প্রজ্ঞাপত্র বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (৯০) প্রণয়ন করি যাহা। এই ধারা বিধান এই যে কোন ভূম্যধিকারী কি প্রজ্ঞা যে উৎকর্ষসাধন করা যাইবার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীর দ্বারা প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পরে যে কোন আর্থনৈতিক কার্য হয় তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ যথোচিত হইতে পারিবে। ৩৭ দফার বিধান ৩৭৯ ভূম্যধিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়াও আদর্শ একটি ধারা (৯১) প্রণয়ন করিলাম।

৬৪। মূল পাণ্ডুলিপি ১০৯ (৪) ধারার বিধান এই ছিল, যদি ইচ্ছা দেখান না যায়, যে ভূম্যধিকারী রাজস্ব উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করেন এবং আপন তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আদর্শ একটি উপধারা [১০৯ (৪) ধারা] সরিয়ে দিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বর্জিত হইবার পক্ষে ইচ্ছা হইয়াছে হইবে।

৬৫। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে কতিপয় ন্যূনতম যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত-কর্তৃক বৎসর বিষয় বিবেচিত হইবে, আদর্শ ৯৪ ধারার কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। নূতন যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের কল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহা বিবেচনার এই উৎকর্ষসাধনের অন্তর্গত প্রতি এবং “ভূমি কৃষি কার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অসঞ্চিত খাজানার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন” সেই কালের প্রতি আদালতের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬৬। যথা প্রদেয়ের প্রজ্ঞাপত্র বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আদর্শ প্রজ্ঞা কর্তৃক ইচ্ছা করণ বিষয়ক (৯৫) ধারাটি নূতন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোমর নোকে এই বিষয়ে একটি আন্তঃসংস্কার আভে বলিয়া তাহার দুরীকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্টরূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপন গোড় ইচ্ছা করিলে, ভূম্যধিকারী এই যোতে প্রবেশ করিয়া উক্ত কোন প্রজ্ঞাকে অমীমাংসিত করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাব করণার্থ লইতে পারিবেন।

৬৭। আপাততঃ দেখিলে যোগ হয় যে রায়ত আপন গোড় পরিভাগ করিয়াছে কিন্তু এই যোত যে পরিভাগ করিয়া ১৩ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূম্যধিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা বৎসর দেখা গিয়াছে ইচ্ছা পরিভাগের কথা। হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাগী ভাগ নির্বিঘ্ন রূপে করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন যোত আর চাব ধরিতা লইতে না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে এরূপ ভাগ করিয়া যায়, ও চাব করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর জমীত হইবার পরে যে কোন সময়ে ভূম্যধিকারী এই যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজ্ঞাকে অমীমাংসিত করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাব করণার্থ লইতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিভাগ জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, এই নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দশলক্ষ বৎসর রায়ত হইলে, চরমায় অতীত না হওয়া পর্যন্ত এই রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে বেসকল ব্যক্তি কতিপয় হয় তাহাদের কতি পূরণ সময়ে আদালত যেতপ (যদি কোন) লজ্জা না হয়) বোধ করেন, সেই লজ্জা দখল করিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অনুবিধা অনুভূত হয় আদর্শ পাণ্ডুলিপি ১০৯ ধারা প্রণয়ন করিয়া, তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

৬৮। কোন ভূম্যধিকারী পূজার সম্মতি দিয়া কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি দিয়া, বৎসরে একবারের অধিক ভূমি বাণ করিতে পারিবেন না এই বিষয়টি ৯৯ ধারার আদর্শ নিম্নলিখিত হল বর্জিত হল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকড়ী কি ঠৈগড়ী ছেতুক বৎসর ২ পরিবর্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাবের ভূমির পরিমাণ বৎসর ২ পরিবর্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাবের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূমাদিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্যপ্রকারে পরিবর্তন এবং পরিদ্রব্যে মূল্য পরিবার ভারি অর্থ দৃষ্ট বৎসরে অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮। মাপের দৃষ্টি বিষয়ক ১০১ ধারার আয়রা একটি উল্লেখ্য পরিবেশ করিয়া স্থানীয় গণপরিষদের প্রতি স্থানীয় তদন্ত লেখক পত্র কোন স্থানে যে এ বৈধ মাপের ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দেশ করিয়া লিপি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে এবং প্রকৃষ্টে যে নির্দেশকণার তাহা পরিবর্তন দর্শান ম গোলা শুদ্ধ বলিয়া অঃ মাপ হইতে এই বিধান প্রিয়াছে। আদালতের বিবেচনার উদ্দেশ্যে মূল পাণ্ডুলিপির ১৩৮ ধারার আবেদন প্রকৃষ্টে না, অতঃপর এই ধারাটি আয়রা উঠাইয়া গিয়াছে। ভূমি মাপের বিষয়ক অন্যান্য বিধান প্রকৃষ্টে লিপিবদ্ধকৃত ১০৮ অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা ভাস্কর মতাদেশের পক্ষে কার্য্য করণার্থে কাঁচাখাক নির্দেশ দিয়া এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পরিদ্রব্যে আয়রা একটি ধারা (১০৯) সংযোগ করিয়া হাই কোর্টের প্রতি কাঁচাখাকের ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

৭০। স্বত্বনিমজ্জম বিষয়ক ধারাটি আয়রা ভাগ করিয়াছে। এই ধারাটি থাকিলে মখলীসত্ব ভূমাদিকারীর মধ্যে রক্ষিত হওয়ার তদীয় প্রজাদিগকে কোর্টের আদেশের অবস্থায় পণ্ডিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের মাধ্যমে বিশেষ লক্ষ্য স্থল তদ্বিবোধের এই ধারাটি আদালতের মধ্যে বিশেষ আপত্তিযোগ্য। আয়রা এই ধারাটি প্রকৃষ্ট হইলে উপস্থিত কাণ্ডে না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির এই ধারা ক্রমে সম্প্রদায়ক্রমে আইনের অধীনস্থ হইবার প্রকৃষ্ট ও বর্ণিত ক্ষমতা থাকে। এই অধিকাংশ প্রভাবের সত্যতা হইবার সত্যতা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলেও এই ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে।

আদালতের বিবেচনার এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রণেতৃজন মখলীসত্বসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের মধ্যে পরিবেশিত (১০৮) ধারার নিধানক্রমে প্রকৃষ্টে সাধিত হইবে। এন ধারার কথা পূর্বেই (১৫ মফায়) আসিয়া বলিয়াছে। মানাবর জিস্ট্রিস জুডিসিয়াল সাহেব এই বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ইতিমধ্যে বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আদালতের এই সংস্কার হইয়াছে যে স্বত্বনিমজ্জমবিধি প্রকৃষ্টে কিরংপরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায় অবিকারের হইবে।

১০ম অধ্যায়।

অর্থের লিপি ও খাজনার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটি বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটি অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়টির অর্থাৎ অর্থের লিপি বিষয়ক কথা প্রথমে বলা আসিয়া স্থানীয় বোধ করলাম।

৭২। অর্থের লিপি না থাকায় জন সাধারণের কষ্ট, বিশেষতঃ কোন মহাল কি ভাস্কর বীলানক্রমে মূলপূর্বক বিক্রয় করা গেলে যে ক্ষতি তাহা ক্রয় করেন তিনি যে অসুবিধা অনুভব করেন, আদালতের নোদেয় হয় যে ১১২ সংখ্যক নূতন ধারাক্রমে তাহা দূরীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটি নিয়মাদীর্ঘে ভূমাদিকারী কি ভাস্করদ্বারা প্রাপ্তসংক্রান্ত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অর্থের লিপি প্রকৃষ্ট করিতে পারিবেন।

৭৩। উহা দৃষ্ট হইবে যে অর্থের লিপি প্রকৃষ্ট করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটা পরিবর্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ১২৯ অধ্যায়ের সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপির মধ্যে যে কথা ধরিতে হইবে তাহা লেখক পত্র না থাকুক, সরাসরি কার্যবিধান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল-স্থলেই একই কল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গেলেই তাহা দৃষ্টিবাক্ত হইত বলিয়া অনুমান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে অর্থের লিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিবার অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গিয়া থাকিলে কি পরিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারীকে দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কার্যপদ্ধতি অনুসারে এই বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত হইতে হইবে এবং তাহার কৃত নিষ্পত্তি দ্বিতীয় ন্যায় প্রণয়ন হইবে। বিশেষতঃ অত্র তদন্ত সকল আপীল লিপিবার দ্বিতীয় নিষ্পত্তি হইবে। নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাহারই নিষ্পত্তি আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাদীর্ঘে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করণের পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিত মতে যাবৎ বিপরীত দর্শান না যায় তাবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য্য বহু বিস্তারে সংঘটিত হইবে বিবেচনার এবং অর্থের লিপি প্রকৃষ্টেই এক নিত হইবে না বৈশ্বাধ্যুত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাহার সম্বন্ধে এই লিপির মধ্যে

যে কথা ধরা যায় তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিবাব সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিপির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি যত দূর আনানিক হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি ভদ্রপেক্ষা অধিকতর আনানিক বলিয়া নির্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৪। যে কার্য্যকে “খাজানার বন্দোবস্ত” বলা হইয়াছে তাহাতে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করণ এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা ও ভূমিকদারেরা অবধারিত খাজানার না হইয়া অন্যপ্রকারে ভূমি ভোগ করিলে ভূমিকারী বা প্রজা উক্তবে সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আর্থনা করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা যাউতে পারে কি না এবং করা যাউতে পারিলে কত টাকা তাহার নিরূপণ করিতে হইবে এইগুলি বড় জটিল ভাবের প্রশ্ন এবং দুইটি বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তির উপর স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজা সম্বন্ধে অস্তিত্ব, ভূমির পরিমাণ প্রজার স্বত্ব ও যে নিয়মে তিনি ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়সমূহ প্রজাদের উপর পূর্বেকৃত প্রশ্নগুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। এই প্রশ্নের মধ্যে আইনসমূহিত এমন নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সন্তোষজনক ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উক্তজন বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এই প্রশ্নগুলির অর্থনীতি-যুক্তি অনেক বিষয়ের সহিত অর্থাৎ ভিন্ন সময়ে প্রচলিত দর, ও এবং উৎপাদনসাধনের কল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত যুক্তি সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থলেই হউক আর আপীল ক্রমেই হউক স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য্য বিষয়ে বিশেষ অস্তিত্ব যুক্তি ভিন্ন এই সকল বিষয় লইয়া বখাযথ কার্য্য করা যাইতে পারে না। পূর্বেকৃত দুইটি বিষয় স্বতন্ত্র করিয়া যাহাতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কতক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃষ্ট বিধান করা যাইতে পারে ইহাই আমাদের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৬০ ধারায় দৃষ্ট হইবে। স্বত্বের লিপি সংক্রান্ত কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্তনের পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এবং অনেক বিশেষতঃ বিচারপট ও স্থানীয় কৃষিকার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী বিশেষ জ্ঞানরূপ নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্বেকৃত প্রশ্নের অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর পাইবার পক্ষে সহায়তা হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যায় কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যার তৎসম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী স্বত্বের লিপির অন্তর্গত কোন কথা-যুক্তি বিবাদের ন্যায় উক্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করিবে, ও পরে এই সময় বিষয়ের আপীল বিশেষ জজের নিকট হইতে পারিবে এবং স্বত্বের লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনার খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাই কোর্ট দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপস্থাপিত বিশেষ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা না করিলে এই নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে তাই কোর্ট নুতন করিয়া খাজানা নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবে, কিন্তু জমাবন্দীর লিখিত অন্যান্য খাজানাদৃষ্টে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক অত্যল্প করিয়া থাক্য্য করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই তাই কোর্ট দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবে না কিন্তু আইনসমূহিত বিষয়ে বুঝিবার ভুল হইয়াছে বলিয়া, যখন বিশেষ জজ কোন যোতের মধ্যে প্রকৃতই যত জমী আছে তদপেক্ষা অধিক কি অল্প জমী আছে ধরিয়াছেন এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যার বলিয়া দ্বিতীয় আপীল কর গেলে ও আপীলকারী কৃতকাঙ্ক্ষ হইলে, তাই কোর্ট খাজানার হার পরিবর্তন না করিয়া স্থলবিশেষে খাজানা কমাইয়া দিতে পারিবে।

৭৫। আমরা ১২০ ধারায় বিধান করিয়াছি যে পূর্বে কএক ধারা ক্রমে কোন যোতের খাজানার টাকা ধার্য্য করা যার নিমিত্ত কোন ভূমিকারীর আর্থনা করিবার স্বত্ব থাকিলে, যোতের যে খাজানা তাঁহার আর্থনামতে ধার্য্য হয় কিম্বা নির্ণীত হয়, ভূমিকারীর উৎপাদনসাধন দিয়া যোতের পরিমাণ হ্রাস হইলে, পনের বৎসর কাল মধ্যে তাহার হ্রাস করা যাইবে না।

৭৬। প্রচলিত হইবার বিধান বিষয়ক ১২১ ধারাটি এক্ষণে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানার বন্দোবস্ত করণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বর্ত্তান গেল।

৭৭। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থাৎ ১১০ সংখ্যক নুতন ধারাটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যিক। বিধানটি এই। কোন প্রজার যত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে অবধারিত খাজানায় বিশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন তাহা আর থাকিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

৭৮। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের স্বত্বাধিকারের অধি-প্রাণীসমূহের কার্য্য করিয়াছি। যে সকল তদন্তলব্ধ হইয়াছে তদ্ব্যবহিত বোধ হয় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেক স্থলেই কোন বৃহৎ দেশখণ্ডে থাকিতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কতক খাজানার সাধারণ

যদ্যবধি করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্তৃক বিশেষত্ব হামের নিমিত্ত হারের উত্তরণ ভানিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টে এইরূপ বিবেচনা করেন। প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অংশে যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় বাইরা বিবাদে নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ রূপান্তর অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেইগুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিরূপিত সাধারণ রূপান্তর গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব হুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিরাছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার বেরপ গুরু ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজজমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির সীমানা করিতে গিয়া আমরা হুইটি বিভিন্ন কার্য্যপদ্ধতির বিধান করিরাছি।—অধ্যায়—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কর্তৃক উক্ত ভূমির জমী ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বার্থযুক্ত ভূস্বামিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে ভদ্রত্ব লওন।

বহুবিস্তৃত দেশে সর্বত্র এই বিবরণটির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি ও লইয়া বিবাদ থাকিলে ঐবিবাদস্থলে খাটিবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে হুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই প্রণীত ভূমির বর্ণনার আমরা বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিরাছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোনও প্রণীত ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারী ভূস্বামিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে স্থল স্পষ্টতঃই পূর্বোক্ত প্রণীত অন্তর্গত নহে সেই স্থলে কার্য্য কণার্থে একটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইরাছি। যে ধারা এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি।

১০৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, মিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজ আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বা বৎসর চাষ করিরাছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রমাণাচারক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, মিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজজমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ঐ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথাই প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু বাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আবাদিগের নতুন নোবোঁগ আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী থাকানা আদায়ের নিমিত্ত বোঁকদমা করিতে হইলে যে কোর্ট কী দিতে হয় ক্রোকের নতুন খাতিয়ে তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(গ) বাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্নশস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোনও স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪১ (৩) ও (৪) ধারা]

- (ব) যে কসল গোলাজাত করা বাইরে পারেন, তাহা কেহে থাকিতে বিক্রয় করা বাইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার লগ্নে বিধান করা গিয়াছে ।
- (গ) কোন ব্যক্তির সম্পদে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৫ ধারায় অপরাধ করা গেলে, বিশেষ ২ মূলে এই ব্যক্তির অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এই বিষয়ের বিধান সংক্রান্ত এপাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে ।
- (চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকারীদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার লগ্নে বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৪৮ ধারার ইহা লগ্নে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলে এবং এমতে এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায্যরূপে না বর্তিলে তিনি যে ব্যক্তির তাহার বিক্রে আদালতকে চালিত করিয়াছিল তাহাঙ্গির বিক্রে মোকদ্দমা করিয়া উক্ত অনিষ্ঠের প্রতিকার করিতে পারিবে ।
- (ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এই অধ্যায়ের কার্য হগিত রাখিতে পারিবে; এই ধারাটি ভাগ করা গিয়াছে ।

১৪শ অধ্যায় ।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি ।

১১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অবধি ১৯৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আনয়ন মণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও তুমির মঞ্চল করিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা মুক্ত করিয়াছি ।

১২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আনয়ন এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৫৯ সংখ্যক একটি ধারা সরিবেশ করিয়াছি । এই ধারাক্রমে হাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূমিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমার দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্তিবে না কি বিশেষ কোন নিয়মাবলী বর্তিবে ইহা প্রকাশ করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে । নুতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে কিরূপ কার্য চলে এই বিষয়ে তুরোমর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতানুসারে এরূপ ভাবে কার্য করা যাইতে পারিবে, যাহাতে কার্যপদ্ধতির অধিকতর সরলতা লাভিত হইবে, ইহাই আদালতের বিধান ।

১৩। আদালতকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য-পদ্ধতি স্বল্পতর ও সরলতার করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আনয়ন উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধিত ঘটনার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না । বিশেষতঃ আনয়ন সমন কারীকরণকার্য ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনকারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদির বিক্রে আইনবর্তিত কোন অনুমান করিতে দিতে অসম্মত ।

১৪। পরন্তু খাজানা সংক্রান্ত মোকদ্দমার ভূমিকারীর স্বত্বাধিত কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আনয়ন ১৬৪ ধারার একটি গুরুতর পরি-বর্তন করিয়াছি । এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রমাণ স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টীকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা দানীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে । স্বত্বাধিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আদালতের উদ্দেশ্য । অতএব আনয়ন এইবিধান করিয়াছি যে এরূপে টীকা দেওয়া গেলে আদালত এই টীকা দিবার নোটিশ এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবে; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে দানীর বিক্রে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া এই টীকা প্রমাণ নিবেদন করণার্থে আসা না পাইলে দানির প্রার্থনামতে এই টীকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে ।

১৫। আনয়ন আরও ১৬৫ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার মোকদ্দমার প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে দানীর টীকা পাওনা আছে কিন্তু বর্ত টীকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ বর্ত টীকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টীকা আদালতে দিতে আদেশ করিবে ।

১৬। আনয়ন ১৭৩ ধারায় বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অনধিকার প্রবেশকারীকে উদ্দেশ্য করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বিক্রে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবে যে, প্রতি-বাদির মঞ্চলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যার ।

১৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানক্রমে ভূমিকারী কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের ভাব ও অনুবন্ধ নিরূপণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে । ইহার পরিবর্তে আনয়ন ১৭৪ ধারার, পক্ষদিগের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবে, এই

অধিকতর সরল ও সুগত কাঁচাপ্রণালী নির্দেশ করিয়াছি। এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি কনভা প্রদান করিয়াছি যে উচিত বোধ করিলে এই আদালত রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লইবার নিমিত্ত আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী নীলামের বিধি।

১৮। আমরা ভূমিধিকারীদের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পতনী ভানুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই, কেবল আকার লইয়া ও ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি একত্রে তুলনীয় হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত করা গেল। এই বিধানগুলি ইহা এই এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

১৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। এই ধারার বিধান এই যে, পতনী ভানুক ভিন্ন কোন ভানুক সরকারী রেজিষ্টারে রেজিষ্টারী পরিদায়ক বিধান আইনে করা গেল, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেরূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল ভানুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

২০। ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির খাজানাদা কতদূর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত তাহা নির্ণয় বিষয় সম্পর্কে এই চুক্তির প্রশস্তির মাধ্যমে পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই বিষয় সম্বন্ধীয় ধারায় দৃষ্ট হইবে (খাজানা ধার্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্ববর্তী ২৯, ৩০, ও ৪৮ দফা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার কনভা সংশোধিত করণার্থে যে নিয়ম করা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির মতে আবশ্যিক, আমরা তাহার অনেকগুলি এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারায় সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম।

যেহ বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

- (ক) বাসেন্দা রায়ভের ও দখলীশ্বত্ববিধিষ্ট রায়ভের স্বত্বলাভ (২৪, ২৫, ও ২৬ ধারা)।
- (খ) ৩১ ধারার নিম্নলিখিত দখলীশ্বত্বের অধুসঙ্গ।
- (গ) ৫১ ধারায় দখলীশ্বত্ববিধিষ্ট রায়ভের খাজানা কমানিবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
- (ঘ) ৫৩ ধারায় কসলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূমিধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।
- (ঙ) নিম্নলিখিত কেহু ব্যক্তিরকে দখলীশ্বত্বপূর্ণ্য রায়ভেরে ও কোর্সী রায়ভেরে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে এই পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।
- (চ) মোতেব্বুজি কয়িয়া যাওয়ার প্রজার খাজানা কমানিবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।
- (ছ) রায়ভের উৎকর্ষনাশন করিবার ও তজ্জ্ব্য ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৬৮, ৬৯, ৭০, ও ৭১ ধারা)।
- (জ) ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৭৮ ধারা)।

২১। স্থায়ী কোর্সরী পাট্টা দিবার প্রশস্তি সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ২১১ সংখ্যক একটি নুতন ধারা সংনিবেশ করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চট্রাভে সেই মহালে ভূমিধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কার্যেয়ী মকররী পাট্টা দিতে ভূমিধিকারীর বাবা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

২২। আমাদের যোগাযোগের মধ্যে সর্বদলেই সীমিত করা গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা নেওয়া যায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগকৃতভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উঠবন্দী ও হাল হাসিলী প্রথা কমে গুলীত ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আবশ্যিক। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আমাদের নিকট আবশ্যিক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের পঞ্চাৎলিখিত তিনটি ধারায় দৃষ্ট হইবে।

২৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করণার্থ কোন চুক্তির ব্যাধাত হইবে না।

২৪। ২১৩ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে, যে রায়ভ চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে ভূমি ক্রমাগত বারবৎসর ভোগ না করিলে এই ভূমিতে দখলীশ্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ এই দখলীশ্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূমিধিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া তার গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২৫। পরিশেষে ২১৪ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে “উঠবন্দী” প্রণালী ও “হাল হাসিলী” প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীতে কোন ভূমি ভোগ করা গেল, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে এই ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাধাত হইবে না।

৯১। ৪ দফার পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে স্থলে কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের অংশ না হইয়া বাস্তবিক ভোগ করে সেই স্থলের বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপি ৭ম অধ্যায়টি আনয়ন করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপির মধ্যে তদ্রূপ প্রস্তাবের উল্লেখ না থাকিলে লোকের বুঝবার তুল হইত পারে বলিয়া আনয়ন ২১১ সংখ্যক একটি ধারা সরিবেশ করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা ভাল বোধ করিলাম যে পূর্বোক্তরূপ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত দেশাচার ধারা নিরাসিত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

বিবাদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

৯৭। মখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত যে অমী তাহার আপন যোতের অন্তর্গত সেই জমীর পুনর্বার মখল পাঠবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে মিরাদের কাশ মুক্তিসম্বন্ধে অঙ্গ করিয়া ধাওয়া করা উচিত, আনয়ন এইরূপ বিবেচনা করি। মধ্য প্রদেশের প্রস্তাববিষয়ক ১৮১ সালের আইনের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে তারিখে তদ্রূপ প্রস্তাবে উল্লেখ করা যার তদবধি দুই বৎসর কাল মিরাদের কাল ধাওয়া করিয়াছি। যে মোকদ্দমা পূর্বেই তামাদি হইয়া গিয়াছে, বাহাতে তাহার হেতু পুনরাপত্ত না হয় এই জন্য একটা উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৮। আমরা ভূম্যধিকারীর প্রতি আপন কর্মকারক দ্বারা কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান কিরূপ পরিমানে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নিম্নলিখিত "ভূম্যধিকারী" শব্দের লক্ষণ সত্ত্বেও কোন ২ ব্যক্তির এই বিষয়ে আশঙ্কি থাকিতে তাহা অপসাদন করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে দুই বা তদধিক ব্যক্তি একজামী ভূম্যধিকারী হইলে, তাহার উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া কার্য্য করিবেন কিন্তু তাহার সকলে একত্র হইয়া যে কর্মকারককে নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা কার্য্য করা হইবে।

৯৯। আমাদিগের বাঁদাফবাদ কালে এমন অনেক কথা উঠিয়াছিল বাহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতি হইল যে আমাদিগের নিকট অর্পিত কাগজপত্রাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদনুসারে অধিকতর সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কাগজগুলির যথোপযুক্ত বীমাংশ করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব।

প্রধান কথাগুলি এই—

- (১) ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে জল সেচনের নিমিত্ত নানা কাটাছবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কি না, ও বাঞ্ছনীয় হইলে কিরূপ বিধান করিতে হইবে।
- (২) খাজানীগঞ্জকৃত মোকদ্দমার বিচার বাহাতে শীঘ্র হয় এই অতি প্রায়ে বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কোন পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় কি না, বিশেষতঃ যে স্থলে অধিকসংখ্যক রায়ত কেহ তাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূম্যধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্রক্রমে তাহাদের বিকল্পে বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কি না।
- (৩) একতরফা ডিক্রী দেওয়া গেলে, পুনর্বার বিচার হইবার দাওয়া করিবার যে স্বত্ব আছে, তাহার সংশোধন করণার্থে অনিষ্ট উপাদান না করিয়া কোন বিধান করা বাইতে পারে কি না। প্রতিবাদীর নিকট সমন পঠিতে নাই কিবা কোন বিশিষ্ট হেতুবশতঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে নাই কোন বিচারপতি অস্বাভাবিক ইচ্ছাবশতঃ না পারিলে তিনি পুনর্বার বিচার হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন আমরা ইহা অবগত আছি; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনভারী অস্বীকার করাই এক্ষণে প্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকৃত পূর্বোক্ত আপত্তি সহজেই গ্রাহ্য করেন। বিলম্ব সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূম্যধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কাণ্ডের উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কার্য্যেরই প্রায় দেওয়া হয়।

প্রতিবাদী ডিক্রীর টাকা আদায় না করিলে একতরফা মোকদ্দমার পুনর্বার বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জামা ছিল তদ্বশতঃ ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অতিপ্রায় প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মান্যবর জজ সাহেবদের বিবেচনার প্রস্তাবটি অর্পিত হউক।

- (৪) আমাদিগের নিকট প্রায় একরূপ তাবের আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই— বাকীখাজানার মোকদ্দমার প্রতিবাদীর বিকল্পে ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রীর টাকা আদায় না করিলে ঐ ডিক্রীর বিকল্পে আপীল করিতে পাইবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

- (৫) যে সকল স্থানীয় তালুকদার রাজস্ব গবর্ণমেন্টের সহিত সাক্ষাৎসম্মুখে বন্দোবস্ত হইলেও ঐ তালুকদার অধিকারীরা জমীদারদের দ্বারা ঐ রাজস্ব সেন, সেই সকল তালুকদারকে সরাসরী নীলাম সংক্রান্ত কার্যপ্রণালী গাটিতে পারে কিনা এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাউতেছে যে ঐ সকল তালুকদার কখন সরকারী রেজিষ্টারে নাই। গতানুগতিক সংশোধিত কার্যপ্রণালী উক্ত সকল তালুকদার প্রতি বর্জমান হউক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।
- (৬) খাজানা মুক্ত তালুকদার অধিকারীদের নিকট পঞ্চকর ও পাবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় কবনসম্মুখে পূর্বেই কার্যপ্রণালী বহুইবার নিমিত্ত এইরূপ ভাবে একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অপণ করিব স্থির করিয়াছি।
- (৭) যেহে নিয়মাদীনে দাস্তখুমি ভোগ করা যায় তৎসম্মুখে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্যকতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। (পৃষ্ঠা ৪ দেখ)।
- (৮) আমরা উঠবন্দী ও জালদাসিলী জমা সম্মুখে দেশাচারানুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষমতে বহুইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত তদ্রূপ জমা সম্মুখেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কিনা এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে ভূমি ভোগ করা যায় তৎসম্মুখেও বিশেষমতে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কিনা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (৯) আরও জাঙ্গা ও গোরা বোতের কল্যাণরযোগ্য দখলীস্বত্বের ন্যায় অন্য কোন স্বত্ব অগ্র্যেক্রম করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কিনা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (১০) পরিশেষে গত বারবৎসর কালের মধ্যে যে সকল মূল্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেইগুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষনাধন করা যাইতে পারে কিনা এবং প্রাধানতঃ ঐ সকল মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া খাজানা রক্ষির নিয়ম করিলে কি কল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

ইংরেজী ভাষায়।

গেজেট।	তারিখ।
ইণ্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।
কলিকাতা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।

দেশীয় ভাষায়।

প্রদেশ।	ভাষা।	তারিখ।
বঙ্গদেশ	বাঙ্গালী	১৮৮৩ সাল ২৪ অপ্রিল।
	হিন্দী	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
	উড়িয়া	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্বেই বলিয়াছি একজনকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনর্যায় প্রকাশ করা উচিত ইহাই আমাদের মত।

এস, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিবন।*
রিবর্স টমসন।	আমীর খান।
সি, পি, ইলবার্ট।	ডবলিউ, ড সিউ, হট্টর।
জি, এচ, পি, ইব্রাহিম।	এচ, রেনলডস।*
জে ডবলিউ, কুইটন।	

কমিটির মন্তব্যের ফল এই রিপোর্টে যথানথরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইচ্ছাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তদনুগত অনেক কথার প্রতি আমার আপত্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লিখিলাম।

বৃন্দাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সম্বন্ধে প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মান্যবর বীর জীৱত কৃষ্ণাঙ্গ পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মাদীনে ও তিনি অনুসারে এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

হারভর্ড।

১৮৮৪ সাল ১৫ই মার্চ।

* কোনও বিষয়ে আপত্তি থাকিল।

তকসীল।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১ নং ডারিখের ৪৮৪—১১৬ R. নং আকিসের আরকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই জুলাই ডারিখের ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ই জুলাই ডারিখের ১৮৭৬—৩৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে জুলাই ডারিখের ১৯২৮—৬৯৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই আগস্ট ডারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৪শে আগস্ট ডারিখের ৪৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ডারিখের ৬৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র] ।

মানাবর জীযুত টি, এম, গিবন সাহেবের মন্তব্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র] ।

পূর্ব বাঙ্গালার ভূম্যধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ডারিখের আবেদন ও তৎসহিত মন্তব্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র] ।

দীর্ঘাশুভিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ডারিখের ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ডারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ডারিখের ৯৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১লা অক্টোবর ডারিখের ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৭ই অক্টোবর ডারিখের ১০৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজপত্র] ।

রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর ডারিখের ১০৪ R. নং আকিসের আরকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই অক্টোবর ডারিখের ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই অক্টোবর ডারিখের ১১৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৮ই অক্টোবর ডারিখের পত্র [১৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ২৭শে অক্টোবর ডারিখের ১২৯৯ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ৩রা নবেম্বর ডারিখের পত্র [২০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর ডারিখের ২০২১—৪৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর ডারিখের ২০৮৯—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর ডারিখের ২০৯৫—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র] ।

- উরিয়ার জনসাধারণ সভার কমিটির ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২৪ নং কাগজপত্র] ।
- উত্তরাঞ্চীর ঐযুক্ত বাবু রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৫নং কাগজপত্র]
- ত্রিছতের ভূম্যধিকারীদের সভার অর্নৈতিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র]
- ঐযুক্ত বাবু কিশোরী লাল গবকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গ ও বেঙ্গালদেশের ভূম্যধিকারীদের সদর কমিটির ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৮ নং কাগজপত্র] ।
- রাজস্ব ও কৃষিক্ষেত্র কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৬৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র] ।
- বরেনসিহ জিলায় অন্তর্গত সেরপুরের কএকজন অধিদার, তালুকদার, ও মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারীদের ১৮৮৩ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র]
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২৬৭০—২৬৪৪ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩১ নং কাগজপত্র]
- ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র] ।
- রাজশাহীর ভূম্যধিকারীদের কমিটির সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র] ।
- ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [৩৪ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ J. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৫নং কাগজপত্র]
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]
- ভালাঙ্গা শাখা ইণ্ডিয়ান আলোনিয়োসনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্ধারণাবলি [৩৭ নং কাগজপত্র] ।
- ভাগলপুরের ভূম্যধিকারী সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৮নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৩৮ J. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২০১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪০ নং কাগজপত্র] ।
- ত্রিছতের ভূম্যধিকারীদের সভার অর্নৈতিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪১ নং কাগজপত্র]

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাপত্র বিষয়ক ১৮৮৪ সালের
আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম।
আরম্ভ।
স্থানীয় ব্যাপ্তি।
- ২। রহিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থকরণের কথা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রণী বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের প্রণী বিষয়ক কথা।
- ৫। তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।
খাজানা বৃদ্ধি কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াবধি যে তালুক
ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোনও স্থলেমাত্র
তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিবার
কথা।
- ৭। তালুকের খাজানা বৃদ্ধির শীকার কথা।
- ৮। বর্জিত খাজানা মালিক খাজানার বিত্তের
অধিক না হইবার কথা।
- ৯। খাজানা কমণঃ বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে
পারিবার কথা।
- ১০। খাজানা একবার বর্জিত হইলে দশ বৎসর পরি-
বর্তিত হইতে না পারিবার কথা।
তালুকের অন্যান্য অনুচ্ছেদ কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার-
স্বত্ব কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না
পারিবার কথা।
পতনী তালুকের কথা।
- ১৩। পতনীস্বত্বের পেটাও বিলি করিবার কম-
তার কথা।
- ১৪। পতনী তালুকের ভূমালিকার হস্তান্তরক্রমে
এহীতার স্থানে আমল চাহিবার স্বত্বের
কথা।
রেজিষ্ট্রী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্ট্রী
করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী-
ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি-
ষ্ট্রী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৭। খাজানার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা
কিন্মা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে
রেজিষ্ট্রী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিষ্ট্রী না করিবার ফলের কথা।
- ১৯। ভূমালিকাকে রেজিষ্ট্রী করিতে বাধ্য করি-
বার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার
কথা।
- ২০। রেজিষ্ট্রী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূমালিকার
প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূমালিকার রেজিষ্ট্রী বহীর লেখার নকল
দিবার কথা।
- ২২। রেজিষ্ট্রী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে
পারিবার কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে
তাঁহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ২৩। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অনু-
মতের কথা।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।
সাধারণ।

- ২৪। বর্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রায়তের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার
কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।
- ২৭। গ্রাম ও মাঠ শব্দের অর্থকরণের কথা।
- ২৮। ভূমালিকার দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার
ফলের কথা।
- ২৯। এজমালী মালিক ও ইজারাদারদের সম্বন্ধে বিশেষ
বিধানের কথা।
- ৩০। খামার জমী সংক্রমণের কথা।
- ৩১। দখলীস্বত্বের অনুমতের কথা।
হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩২। দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূমালি-
কারির অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূমালিকার
অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৪। উচ্ছাদ করিবার স্বত্ব বাতিল করা গেলে ভূমালি-
কারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার
স্বত্বের কথা।
- ৩৫। দখলীস্বত্বদান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্বে কথক ধারার কাব্যপক্ষে ভূমালিকার
শব্দের অর্থের কথা।
কোর্কী বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৩৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্কী বিলি
করে, তাহাদের তালুকদারে পরিবর্তিত
হইবার কথা।
- ৩৮। দরপাটার আদলের নিয়মের কথা।

ধারা।

খাজানা হুজির কথা।

- ৩৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথা।
- ৪০। যুদ্ধরূপ খাজানা হুজির বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৪১। রেজিস্ট্রী করা চুক্তিক্রমে খাজানা হুজির করিবার কথা।
- ৪২। পুনর্নির্ভার বিলি করিবার বেলা খাজানা হুজির কথা।
- ৪৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা হুজির করিবার কথা।
- ৪৪। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৫। মূল্য হুজির হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৬। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির বিষয়ক বিধি।
- ৪৭। বন্যাজনিত উৎপাদিকাশক্তির হুজির হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৮। খাজানা হুজির উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথা।
- ৪৯। ক্রমঃ খাজানা হুজির করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
- ৫০। ক্রমাগত খাজানা হুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথা।
- খাজানা কমাইবার কথা।
- ৫১। খাজানা কমাইবার কথা।
- মূল্যের অর্থাৎ দরের তালিকার কথা।
- ৫২। প্রধানতঃ মূল্যের তালিকার কথা।
- খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- ৫৩। শাসনরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।
- বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।
- ৫৪। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৪ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৫৫। এই অধ্যায় খাটিবার কথা।
- ৫৬। দখলীস্বত্বশূন্য রাইতের প্রথমস্থলীর খাজানার কথা।
- ৫৭। খাজানা হুজির নিয়মের কথা।
- ৫৮। যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
- ৫৯। পাট্টার মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬০। খাজানা হুজির দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
- ৬১। “দখল দেওয়া” শব্দের অর্থ।

৩৫ অধ্যায়।

কোর্টার রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৬২। কোর্টার রাইতের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথা।
- ৬৩। কোর্টার রাইতদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।

ধারা।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

- ৬৪। খাজানা অবধারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথা।
- ৬৫। খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথা।
- পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- ৬৬। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।
- খাজানা দিবার কথা।
- ৬৭। খাজানার কিস্তির কথা।
- ৬৮। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথা।
- ৬৯। টাকা বেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কথা।
- কবজ ও হিসাবের কথা।
- ৭০। ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রচার কবজ পাইবার স্বত্বের কথা।
- ৭১। বৎসরের শেষে প্রচার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অবিকারের কথা।
- ৭২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে দণ্ডের কথা।
- খাজানা আমানত করিবার কথা।
- ৭৩। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আমানত করিবার দরখাস্তের কথা।
- ৭৪। যে খাজানা আমানত করা যায় রাজকীয় কক্ষচারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ কি নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথা।
- ৭৫। আমানত পাইবার নোটিসের কথা।
- ৭৬। আমানতী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথা।

বাকী খাজানার কথা।

- ৭৭। খাজানা হস্তান্তরযোগ্য হোতের প্রথম দার হইবার কথা।
- ৭৮। যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথা।
- ৭৯। বাকী খাজানার সুদের কথা।
- ৮০। ব্যক্তিনিজ কারন বিনা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যরূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হানিপূরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
- কসলী বা ডাউনী খাজানার কথা।
- ৮১। কসল বা চাউ বা বিভাগ করিবার বিধিত আজ্ঞার কথা।
- ৮২। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ৮৩। শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথা।

ধারা।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার
দায়ের কথা।

- ৮৪। হস্তান্তরের নোটিশ না পাঠিয়া পূর্ব ভূম্যধিকা-
রীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তজ্জন্য
ভূম্যধিকারির আর্থপ্রার্থীতার নিকট প্রচার
দায়ী না হইবার কথা।
আইনবিরুদ্ধ কর প্রত্যাখ্যাত কথা।
- ৮৫। আবণ্ডার প্রভৃতি আইনবিরুদ্ধ হইবার
কথা।
- ৮৬। দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রচার হানে
ভূম্যধিকারী অন্যান্য করিয়া লইলে দণ্ডের
কথা।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।
উৎকর্ষ সাধনের কথা।

- ৮৭। "উৎকর্ষসাধন" শব্দের অর্থ।
- ৮৮। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎ-
কর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।
- ৮৯। মধ্যলীম্বত্বলিপি যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯০। মধ্যলীম্বত্বনা যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।
- ৯১। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করি-
বার কথা।
- ৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করি-
বার আর্থপ্রার্থীর কথা।
- ৯৩। রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।
- ৯৪। যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার কথা।
ইন্তকা ও পরিভাগ করিবার কথা।
- ৯৫। ইন্তকা করিবার কথা।
- ৯৬। পরিভাগের কথা।
যোতের অংশ করিবার কথা।
- ৯৭। যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার
কথা।
উচ্ছেদের কথা।
- ৯৮। ডিক্রীজারীকমে না হইলে উচ্ছেদ না
হইবার কথা।
ভূমি মাপ করিবার কথা।
- ৯৯। ভূম্যধিকারির ভূমি মাপিবার স্বত্বের কথা।
- ১০০। প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে,
আদালতের এরূপ আঁজা করিতে পারি-
বার কথা।
- ১০১। মাপের ক্ষতির কথা।
কার্য্যাদায়দের কথা।
- ১০২। কেন সহাধিকারীগণ এক জন সাধারণ কার্য্য-
দায়ক নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শা-
ইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ
করিতে পারিবার কথা।
- ১০৩। কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যদায়ক
নিযুক্ত করণার্থ তাহাদিগকে আঁজা দিতে
পারিবার কথা।
- ১০৪। আঁজা পালিত না হইলে কার্য্যদায়ক নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

- ১০৫। পূর্ব ধারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৬। কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাদায়কতা সম্বন্ধে
খাটিবার কথা।
- ১০৭। কার্য্যাদায়কের প্রতি যে ২ বিধান বর্ত্তিবে
তাহার কথা।
- ১০৮। সহাধিকারীগণকে কার্য্যাদায়কতা ভার প্রত্যর্পণ
করিবার ক্ষমতার কথা।
- ১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।
স্বত্বের লিপির কথা।

- ১১০। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আঁজা দিতে
পারিবার কথা।
- ১১১। যে ২ বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে
তাহার কথা।
- ১১২। ভূস্বামির বা ভানুকদারের আর্থপ্রার্থিতে রাজস্ব
কর্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে
পারিবার কথা।
- ১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।
- ১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্য-
প্রণালীর কথা।
- ১১৫। রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপী-
লের কথা।
- ১১৬। এই লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে
তাহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য
হইবার কথা।
খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।
- ১১৭। খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি
আঁজা করিতে পারিবার কথা।
- ১১৮। খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
- ১১৯। যে সময়ে খাজানার পরিবর্তন কলং হইবে
তাহার কথা।
- ১২০। ধার্য্য করা খাজানা যত কাল অপরিবর্তিত থাকি-
বে তাহার কথা।
অতিরিক্ত বিধানের কথা।
- ১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যকর্ত্তানে যে খরচ পড়ে
তাহার কথা।
- ১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধারিত
খাজানাসম্বন্ধীর অনুমান না খাটিবার কথা।

১১ম অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

- ১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।
- ১২৪। তালিকার যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
- ১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে
হইবে তাহার কথা।
- ১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।
- ১২৭। রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে
পারিবার কথা।

ধারা।

- ১২৮। তালিকা উদ্ধৃত্তন রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।
 ১২৯। তাহা হইলে রেভিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩০। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।
 ১৩১। তালিকা যত কাল প্রবল থাকিবে তাহার কথা।
 ১৩২। তালিকা সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবার কথা।
 ১৩৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেরূপে দিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৩৪। যেখানে তালিকা প্রবল থাকে সেখানে খাজানার দ্বিতীয় মোকদ্দমার কথা।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১৩৫। ভূস্বামীর নিজ জমী জরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।
 ১৩৬। ভূস্বামীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষমতার কথা।
 ১৩৭। নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩৮। ভূস্বামীর নিজ জমী নিয়ম করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

- ১৩৯। যেহেতু ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
 ১৪০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৪২। ক্রোক করিবার আদালতের হইবার কথা।
 ১৪৩। দাবীপত্র ও বিবরণ আদালতের হইবার কথা।
 ১৪৪। শস্যাদি কর্তন প্রতি করিবার স্বত্বের কথা।
 ১৪৫। দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার কথা।
 ১৪৬। নীলাম হইবার স্থানের কথা।
 ১৪৭। ক্ষেত্রস্থল্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।
 ১৪৮। যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।
 ১৫০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।
 ১৫১। ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
 ১৫২। নীলামের উপর টাকা যেরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৫৩। কোন কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।
 ১৫৪। নীলামের পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে দাবীপ্রণালীর কথা।
 ১৫৫। পেটাত প্রজা আপন পাটাদাগার অন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১৫৬। উদ্ধৃত্তন ও অধস্তন ভূস্বামিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিশেষের কথা।
 ১৫৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।
 ১৫৮। অন্য় ক্রোকের নিমিত্ত কতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

- ১৫৯। ভূস্বামিকারী ও প্রজার মোকদ্দমায় হুজুমেতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।
 ১৬০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে চিরাবিপত্যের কথা।
 ১৬১। মায়ের বা গোমস্তার স্বীকৃত মোক্তার হইবার কথা।
 ১৬২। মোকদ্দমার বিশেষ রেজিট্রারের কথা।
 ১৬৩। খাজানার মোকদ্দমায় কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৬৪। তৃতীয় দফার নিকটে যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৫। ভূমিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৬। কিস্তির টাকা দিবার বিধানের কথা।
 ১৬৭। আদালতের রসিদ দিবার কথা।
 ১৬৮। খাজানার মোকদ্দমায় আদালতের কথা।
 ১৬৯। খাজানার দিক্তি যে তারিখ অবধি কাল-বৎ হইবে তাহার কথা।
 ১৭০। সম্পত্তি হইবার প্রতিকারের কথা।
 ১৭১। যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায় অমায় ও বসনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।
 ১৭২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে প্রসঙ্গের দায়ের নিষ্পত্তি হইবার কথা।
 ১৭৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ব্যাঘা খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।
 ১৭৪। প্রজাস্বত্বের অনুব্রজ নিরূপণ করিবার প্রার্থনার কথা।

১৫শ অধ্যায়।

দাবী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি।

- ১৭৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।
 ১৭৬। সংরক্ষিত স্থানের কথা।
 ১৭৭। “দায়” ও “রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ।
 ১৭৮। যোক্তের নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।
 ১৭৯। নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনশ্লোক ঘোষণাপত্রের কথা।
 ১৮০। রেজিস্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত ভালুক বিক্রয়ের ও তাহার ফলের কথা।
 ১৮১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ভালুক বিক্রয় করিবার ও তাহার ফলের কথা।

ধারা।

- ১৮২। অসাধারণ হারের বোতের প্রতি পূর্ন কএক ধারার বিধান বর্জিতার কথা।
- ১৮৩। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সঞ্চিত মালীশ্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার কলের কথা।
- ১৮৪। পূর্ন কএক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য-প্রণালীর কথা।
- ১৮৫। মখলীশ্বত্ববিশিষ্ট যোত পূর্ন কএক ধারামতে তালুক বলিয়া গণ্য হয় এরূপ আত্মা দিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে উদ্ভিদক বিধির কথা।
- ১৮৭। খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই যোত ক্রোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।
- ১৮৮। নীলাম সম্বন্ধে আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোনরূপে উক্ত যোতের বন্ধকী ঋণ হইবার কথা।
- ১৮৯। অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানাহইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।
- ১৯০। নীলামে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আক্টের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারার কার্য না হইবার কথা।
- ১৯২। দায়স্থিতিকারী কোনরূপ নিদর্শনপত্র রেজি-স্ট্রী করিবার কথা।
- ১৯৩। ভূমিধারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৬শ অধ্যায়।

- বাণী খাজানার নিষিদ্ধ সরাসরী নীলামের বিধি।
পতনী তালুক নীলামের কথা।
- ১৯৪। ভূস্বামীর সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনীদারের খামে ঢাকী খাজানা আদায়ের কথা।
- ১৯৫। বৎসরের প্রারম্ভে নীলামের দরখাস্ত করিবার কথা।
- ১৯৬। নোটিস জারী করিবার কথা।
- ১৯৭। বৎসরের মাঝখানে নীলামের দরখাস্তের কথা।
- ১৯৮। তালুকদার ভলবসম্মুখে আপত্তি করিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ১৯৯। বাণীটাকা প্রদান করিয়া না গেলে তালুক নীলাম হইবার কথা।
- ২০০। নীলাম হইলে যেই নিয়ম নানিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০১। নীলামের কার্য যেক্রমে চালাইতে হইবে, তাহার কথা।
- ২০২। খরিদারের স্বত্বের কথা।
- ২০৩। খরিদারকে দখল দিবার কথা।
- ২০৪। নীলাম বন্ধ করিতে যে আফিসের অর্থ থাকে সেই আফিসের আমানত করা টাকা আদায় করিবার কথা।
- ২০৫। নীলাম অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।
- ২০৬। নীলাম হওয়ার পরে বাণীর অর্থ অসিদ্ধ হইতে পারে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

ধারা।

- ২০৭। নীলামের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাচা করিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০৮। রবিবার ও বঙ্গোপন দিন বিষয়ক বিধানের কথা।
অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।
- ২০৯। অন্যান্য রেজিস্ট্রীকরা তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকিবার কথা।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

- ২১০। চুক্তির বিক্রয় ঘে২ বিধান কলবৎ হইবে তাহার কথা।
- ২১১। কায়েনী মকররী পাটের কথা।
- ২১২। কৃষিকার্যোপযোগী কলনের চুক্তির কথা।
- ২১৩। চর ও দেয়াড় জমীর কথা।
- ২১৪। উঠবন্দী ও চানহাসিলী প্রণালীর কথা।
- ২১৫। চাকরান তালুক সম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২১৬। বাস্তব ভূমির কথা।
- ২১৭। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

১৮শ অধ্যায়।

মিরাদ বা তামাদি বিষয়ক বিধি।

- ২১৮। ৪ তকসীলমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের মিয়াদের কথা।
- ২১৯। তারতবর্ষীয় মিরাদ বিষয়ক আইনের কির-দংশ কে মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না থাকিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

- ২২০। কলনে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।
- ভূমিধারীদের কর্মকাণ্ড ও প্রতিনিধিদের কথা।
- ২২১। ভূমিধারীর কর্মকারকদ্বারা কার্য করিবার কথা।
- ২২২। এজমাঈ ভূমিধারীদের একত্রে বা সাধারণ কর্মকারকের দ্বারা কার্য করিবার কথা।
রাজস্ব কর্মচারীদের ক্ষমতার কথা।
- ২২৩। কর্মচারীদের কার্যপ্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
বিধির কথা।
- ২২৪। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্যপ্র-ণালীর কথা।
- বেং জিলায় ট্রিকিউলান্ট বন্দোবস্ত ন্যাকোতৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।
- ২২৫। যে জিলায় ট্রিকিউলান্ট বন্দোবস্ত হয় না, সে জিলায় যে ভূমি ভোগ হয় তৎসম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২২৬। রাজস্বের ভূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।
যাকব প্রভৃতি দণ্ডের কথা।
- ২২৭। যাকব ও বাকব প্রভৃতি স্বত্বের কথা।
বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।
- ২২৮। বিশেষ আইন সংরক্ষণের কথা।

তকসীল।

প্রথম।—ঘে২ আইন রহিত হইল।

দ্বিতীয়।—১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুনা হইতে উদ্ধৃত।

তৃতীয়।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।

চতুর্থ।—মিরাদ।

বঙ্গদেশের জিহুত সেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক একটা আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

বঙ্গদেশের জিহুত সেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক একটা আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে ।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমিকা ।

১ ধারা । (১) এই আইন “ বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন ” নামে খ্যাত হইতে পারিবে ।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদ্বারা যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে । অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে ।

(৩) কলিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং স্থানীয় ব্যাপ্তি । তৎসমীলে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তৎসমীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দিষ্ট তৎসমীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের জিহুত সেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে যৎকালে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্নমেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্তাইতে পারিবে ।

২ ধারা । (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্তে, সেই সেই দেশে রহিত হইবার কথা । ইহার প্রথম তৎসমীলের নির্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল ।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্তান যাহ, তৎকালে ঐ সকল অঙ্গনের মধ্যে য যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্তান গেলে, তৎপ্রযো যে যে আইন ঐ অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে ।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিপর্যক এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জ্ঞান করিয়া অব্যবহৃত হইবে ।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব অধিকার পুনর্জীবিত হইবে না ।

অব্যবহৃত কথা ।

৩ ধারা । বিষয় বিবেচনার বা পূর্বাগত কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালিকানাধীন ভূমির ও লাখেরাজ ভূমির যে যে সাধারণ রেজিস্ট্রার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই রেজিস্ট্রারের কোন রেজিস্ট্রারে একই দফার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, “ মহাল ” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে ।

কিন্তু ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন ভূমির রেজিস্ট্রারী করা গেলে, তাহা এই লক্ষণের সম্মানার্থে মহাল বলিয়া গণ্য হইবে না ।

(২) “ ভূম্যধী বা জমিদার ” শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার নিকট ঐ ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী কিম্বা বিশেষ চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিত, “ প্রজা ” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ ভূম্যধিকারী ” শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা দখল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার যাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “ খাজানা ” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে “ দেওয়া ” “ দিতে ” ও “ দেওন ” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “ অর্পণ করা ” “ অর্পণ করিতে ” ও “ অর্পণ করণ ” ইত্যাদি বুঝাইবে ।

(৭) এক পাটাক্রমে বা এক প্রহসিনয়নের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেহ ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “ যোড ” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৮) “ কৃষি বৎসর ” বলিতে যেখানে বাঙ্গালী সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফসলী বা আমলী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে কৃষিকার্য্যার্থ অন্য কোন সন চালিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে ।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালী বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, “ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ” বলিতে তাহা বুঝাইবে ।

(১০) “ ইচ্ছাসূত্র ” শব্দে ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দান বুঝাইবে ।

(১১) “ উত্তরাধিকার ” শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্রাব্যাপ্তি অর্থাৎ উইল বিনা ও উইলমত উত্তর প্রকার উত্তরাধিকার বুঝাইবে ।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারিতে চেষ্টা করিলে, “ স্বাক্ষর ” শব্দে “ ডেরা ” মতী করা ” বুঝাইবে । এই শব্দে পূর্বেকৃত ব্যক্তির নামের “ মোহরস্বাক্ষর ” ও বুঝাইবে ।

(১৩) “ নির্দিষ্ট ” শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট বুঝাইবে ।

(১৪) “ কালেক্টর ” শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা ঐ আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতাসূচী কাছা করবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কাছাকারক বুঝাইবে ।

(১২) এই আইনের কোন নিধানে “রাজস্ব কর্ম-চারী” শব্দ থাকিলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট উক্ত বিধানবত রাজস্ব কর্মচারীর কর্মভাষ্যপারে কার্য করিবার নিমিত্ত বেকর্মচারীকে নিযুক্ত করেন উক্ত ক্ষেত্রে সেই কর্মচারী বুঝাইবে।

(১৩) “পত্তনী তালুক” শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেই তফসীলের উল্লিখিত সরপত্তনী ও অন্যান্য তফসীল তালুকও তদন্তগত।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রাণী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের প্রাণী বিষ- ৪ ধারা। এই আইনের
য়ক কথা। কার্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক
প্রাণীর প্রজা থাকিলে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটাও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোফা রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষা সম্বন্ধে রায়তের অধীনে ভূমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত কএক প্রাণীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে,—যাহারা অবধারিত খাজানার কিসা অবধারিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করে, এই কথার তাহাদিগকে বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্বনিষ্ঠ রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়ত-দের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ যে রায়তদের এরূপ দখলী স্বত্ব নাই।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার তালুকদার ও রায়ত কোন তালুকদারের স্থানে বা অন্য স্থানে জুখানির স্থানে বা অন্য স্থানে কোন তালুকদারের স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, “তালুকদার” বলিতে বুঝায়: সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাহারা এরূপ স্বত্ব পাঠিয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীদিগকে ও যাহারা ৩৭ ধারামতে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইবেন সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের, বা দেহনভোগী চাকরদারী কিম্বা অনশী-দের সাহায্যে ভূমির চাষ করিবার নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ করিয়াছেন, “রায়ত” শব্দে বুঝায়: সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তির প্রাপ্ত ভূমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীরাও ৩৭ ধারার নিয়মা-ধীনে এই শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা তালুকদারের আবাসস্থিত অধীনে ভূমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দেশাচারের প্রাতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনাদের বোতের অর্ধেকের অধিক কোঁকি বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধীয় ৩৭ ধারার বিধানের প্রাতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাবৃত্তের ভাবের প্রাতি, অর্থাৎ, এই স্বত্ব খাজানা আদায় করিবার বা ভূমি চাষ করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রাতি।

(৫) কোন বোতের পরিমাণ কমিবে ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা অংশের কোন অংশ বিলি করা গেলে, যাহা বিপণ্য দর্শান না যায়, তাহা প্রজা তালুকদার বলিয়া অনুমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা বৃদ্ধির কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে বাকের সম্ভাব্য যে সমস্ত ভূমি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, ভোগ হইয়া আসিতেছে, নিম্নলিখিতরূপে প্রমাণ ব্যতি- কোন স্থলেমাত্র তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করা পারিবার কথা। যাহাতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) যে ভূম্যধিকারীর অধীনে এই তালুক ভোগ করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে, কিম্বা যে যে নিয়মের অধীনে এই তালুক ভোগ কর তদনুসারে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে সম্মত, অথবা

(খ) এই তালুকদার আপনার খাজানা কমাইয়া লইয়া দানীকৃত বর্জিত খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং ভূমি হইতে এই খাজানা তোলা যাইতে পারে।

(২) শিকন্তী তওয়াতে কিম্বা রাজকীয় কাণ্ডের নিমিত্ত বা কোম্পানীদের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধান-মতে ভূমি গ্রহণ হইতে কোন তালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেলে, এই কমান এই ধারার সম্ভাব্যায়ী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে উভয় পক্ষের সন্মত কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া এই খাজানা নিকটস্থ তফসীল তালুক যাহারা ভোগ করেন, তাহারা দেশাচারানুগত যে হারে খাজানা দেন সেই হারে পর্যাপ্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(২) যেস্থলে তফসীল দেশাচারানুগত হার নাই, সেই স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আপনাতঃ বা উপযুক্ত ও মাথা জ্ঞান করেন, সেই গণনা পর্যাপ্ত খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

(৩) যাহা উপযুক্ত ও মাথা হয়, ইহা নির্ণয় করি-বার সময়ে আদালত তালুকদারের মোট যত খাজানা পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভা দিবে না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থার তালুকের সৃষ্টি হয়, যথা, তালুকের অন্তর্গত ভূমি কিম্বা তাহার অধিকাংশ তালুকদারের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারীদের দ্বারা বা খরচে প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারীরা কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও সুকি।

(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপন মতল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানায়ুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানার দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানার দ্বিগুণের অধিক না হইবার কথা।
রুদ্ধি করা যাইতে পারে, সেই স্থলে পূর্ব ধারামতে যে বর্দ্ধিত খাজানা ধাওয়া যায়, তাহা পূর্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে এতদ্বারা খাজানা ক্রমশঃ হ্রাস করিবার আশা করিতে পারিবার কথা।
খাজানা রুদ্ধি করিলে কয় হইবে, তবে আশা করিতে পারিবেন, যে, খাজানা রুদ্ধি ক্রমেঃ করা যাইবে, অর্থাৎ ১৮৭৫ খাজানা রুদ্ধির উক্ত সীমার উপস্থিত হওয়ার না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমেঃ ১৮৭৫ বৎসর খাজানা রুদ্ধি হইবে।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে রুদ্ধি করা গেলে, যে তারিখে রুদ্ধি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর মশ বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আর রুদ্ধি করিবেন না।
খাজানা একবার বর্দ্ধিত হইলে দশ বৎসর পৰিবর্তিত হইতে না পারিবার কথা।

তালুকের অন্যান্য অনুবঙ্গের কথা।

১১ ধারা। এতোক চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাদীনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।
চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উইল-কাণ্ডির কথা।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারী এই উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্তক্রমে এই আইনের বিধান-সম্মত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হেতু দ্বারা উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।
পত্তনী তালুকের কথা।

১৩ ধারা। পত্তনী তালুকদার এই আশ্রয়ের বিধান পত্তনীসাবেক পেট ও মানিয়া আপনার তালুকের ন্যায় করিবার শর্তে তাহার কোন অংশের অন্তর্গত ভূমির বিল করিতে পারিবেন।

১৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-মত সরাসরী নীলাম দ্বারা পত্তনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অর্দ্ধ ২৫

সরের খাজানা পরিমিত মাত্রার জামিন হস্তান্তরক্রমে এইভার নিকটে চাহিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূম্যধিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে জামিন চান, এবং চাহিবার তারিখ অবধি এক মাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূম্যধিকারী হস্তান্তরক্রমে ঐ ভাণ্ডকে বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক ক্রোক করিয়া মতল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ক্রোক থাকিবার কালে ভূম্যধিকারী পেট ও তালুকদার কিম্বা ব্যরতদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনার পাওনা খাজানা কাটিয়া লওয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে ন্যায্য স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) এক্ষেপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূম্যধিকারীর ঐখা খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা ন্যূন হয় ততদ্বারা ক্রেতা দায়ী থাকিবেন, এবং ভূম্যধিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাহার বিক্রেতা কাপাছুতাল করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরক্রমে এইভা যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূম্যধিকারী তাণ্ড অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরক্রমে গৃহীত অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশসূচক আশ্রয় পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রস্তাবিত জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এক্ষপ আশ্রয় করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আশ্রয় করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আশ্রয় উপর আপীল চলিবে না।

রেজিষ্টারী করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরক্রমে ও হস্তান্তরক্রমে এইভা একত্র কিম্বা স্থানবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থন পত্রা-দ্বিধিক্রমে কী দেন, তবে ভূম্যধিকারী পত্তনী তালুক হইলে পূর্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে, ভূম্যধিকারী যদি উচিত ঘোষ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাপত্রে যে কী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, যথা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা কী দিতে হইবে। কিন্তু এক্ষপ কোন কী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে, দুই টাকা কী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবেন; এবং তিনি তাঁহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য খাজানার ডিক্রী ভাড়া অন্য ডিক্রীভাৱীক্ৰমে নীলাম করা গেল, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১২ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বোক্তেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রী করণের কী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে কী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেল, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিস্ট্রী করণের কী পাওনা গিয়াছে, এবং রেজিস্ট্রী করা হইলে চাক্ষুসমাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রী ভাৱীক্ৰমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এতদর্থে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলও, ও কোন কী দেওয়া না গেলও, উক্ত হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী ভাৱীক্ৰমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্তাকে ও হস্তান্তরক্ৰমে এহীতাকে হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও পণ্ডিত দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিস্ট্রী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্ৰমে কোন চিরস্থায়ী ভালুকের স্বত্বান হন, তিনি ভালুকদায়িত্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ক্রোক বা অন্য কার্যাবলী দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্বক এক ধারামতে ভূম্যধিকারী যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাহা রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্তা বা হস্তান্তরক্ৰমে এহীত কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিস্ট্রী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। এ নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিস্ট্রী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেল, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আদেশস্বত্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেল, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ন্যায় কল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেল, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীভাৱীক্ৰমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, পূর্বক এক ধারামতে যাহা রেজিস্ট্রী হইবার নোঙ্গা এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর হয় মাসের মধ্যে যদি রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত কী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিস্ট্রী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি কী দিবেন না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেল, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্ৰমে এহীতার কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেল, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ন্যায় কল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে কী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে বিক্রিতে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে এই নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব জর করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব জর করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারীও তদর্থে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক ধার্য্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত ছয় এই মূল্য বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্থায়ী দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বর্তমান আদেশের উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য ধার্য্য করিবার নিমিত্ত উক্ত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আদেশের যোগ্যতা ও নির্বাচনপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলীস্বত্ব নীলাম ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূম্যধিকারীর কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা কম করিবার স্বত্বের ও তদুপরে এক জন ভূম্যধিকারী হন, তবে এই ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করা গেলে ভূম্যধিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার স্বত্বের কথা।
থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবে, ভূম্যধিকারীকে বাদির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিবেন এবং ভূম্যধিকারীর অনুমুখে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যে রূপ কল হইত সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিস্ট্রী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দখলীস্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমিগত দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিস্ট্রী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট ফী দেওয়া না গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিস্ট্রী করা গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটেবে না।

৩৬ ধারা। পূর্বে চারি ধারার কার্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল
পূর্বে বাক ধারার কার্যপক্ষে ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থের কথা।
(ক) যে ভূম্যধিকারীর অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূম্যধিকারীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক হইলে উক্ত ভালুকদার ভূম্যধিকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূম্যধিকারী কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী ভালুকদারের স্থানে এই ধারার কার্যপক্ষে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্ম করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনাতঃ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে যোতের যে অংশ কোর্কা বিলি রায়তের কোর্কা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের করে, তাহাদের ভালুকদারের পক্ষে অধিক হইলে, ভালুকদারের পক্ষে হইবার দায়ের রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত যে কোন আইন বিধি-বদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রী আপনাকে রেজিস্ট্রী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বন্ধ (ক) বয়স হেতুক, জ্বীর্ণোৎক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, চূর্ণটনাক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গাছখা চাকরীতে বা তীর্থ-যাত্রায় যাওয়াতে কিংকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাষ করিতে অক্ষম হইয়া আপনাতঃ অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতির কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবে; এবং তিনি তাহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শত টাকার জনশ্রিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন, তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য ডিক্রীভাৱীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদমার কার্যপ্রণালীনিষয়ক আইনের ৩১০ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বে ক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রী করণের ফী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ২২ ধারামত বিধিক্রমে আর যে ফী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখিল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিস্ট্রী করণের ফী পাওনা গিয়াছে, এবং রেজিস্ট্রী করা হইলে চাহিদামাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভালুক উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীভাৱীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, ভূম্যধিকারী এতদর্থে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন ফী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রী ভাৱীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভালুকের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকর্তাকে ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিস্ট্রী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামত বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভালুকের স্বত্বান হন, তিনি ভালুকদায়স্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদমা, ক্রোক বা অন্য কার্যামুত্থান দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্ব কএক ধারামতে ভূম্যধিকারী ভূম্যধিকারীকে রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থন করিবার কথা। যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাঁহা রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরকর্তা বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের নিকট বলপূর্বক রেজিস্ট্রী করাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যান্য পক্ষকেও নোটিস দিতে পারিবেন। এই নোটিসে তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে, উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিস্ট্রী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আদেশস্বরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ন্যায় ফল হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীভাৱীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া পূর্ব কএক ধারামতে যাহা রেজিস্ট্রী হইবার যোগ্য এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর হয় মাসের মধ্যে যদি রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত ফী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদিগকে কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিস্ট্রী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি ফী দিবেন না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কিম্বা স্থল বিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত ফী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ন্যায় ফল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ফী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্নমেন্টে সময়ে বিধিক্রমে যে আদেশের আদেশ করেন, সেই আদেশে এই নোটিস অবিলম্বে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি হয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারী রায়তের হাট দখলীস্বত্ব কর করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূম্যধিকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব কর করা যাইবে, অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত হয় সপ্তাহের মধ্যে ভূম্যধিকারীও তদর্থে দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য ধার্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূম্যধিকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত হয় এই ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি হয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্নমেন্টে সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি অগ্ৰসর করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্নমেন্টে বতরান আদেশের উপযুক্ত বোধ করেন, এই ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য ধার্য করিবার নিমিত্ত তত জন আদেশের সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আদেশের দের যোগ্যতা ও নির্দোষতা প্রমাণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব নীলাম ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূম্যধিকারীর কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা অন্য করিবার স্বত্বের ও তদ্ব্যতীত এক জন ভূম্যধিকারী হয়, তবে এই ডাক ভূম্যধিকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে তৎসম্বন্ধে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূম্যধিকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা নোকদমার বাদিকে দিবে, ভূম্যধিকারীকে বাদির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিবেন এবং ভূম্যধিকারীর অনুমত উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূম্যধিকারী বন্ধকগ্রহীতা ও নোকদমার বাদী থাকিলে, যেরূপ কল হইত সেইরূপ কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্টারী করা নিদর্শনপত্রক্রমে দখলী স্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমিগত নিয়মের কথা। দখলীস্বত্বদান ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিষ্টারী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট কী দেওয়া না গেলে, রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ এরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্টারী করিবেন না।

(৩) এরূপ কোন দান রেজিষ্টারী করা গেলে, রেজিষ্টারী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিষ্টারী করণের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটবে না।

৩৬ ধারা। পূর্ব চারি ধারার কার্যক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী শব্দে কেবল পূর্ব এক ধারার কার্যক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী শব্দের অর্থের কথা। (ক) যে ভূম্যধিকারীর অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূম্যধিকারীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী তালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই তালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক হইলে, উক্ত তালুকদার ভূম্যধিকারী বা কোন চিরস্থায়ী তালুকদারের অব্যবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূম্যধিকারী কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী তালুকদারের স্থানে এই ধারার কার্যক্ষেত্রে ভূম্যধিকারীর স্বত্বক্রমে কর্ম করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনাদেব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে যোতের যে অংশ কোর্কা বিলি রায়তের কোর্কা বিলি করে, তাহা তদীয় যোতের করে, তাহাদের তালুক-অধিকারের অধিক হইলে, তালুকদারের পরিবর্তিত হইবার দারদেব রেজিষ্টারী করিবার কথা।

নিমিত্ত যে কোন আটন বিধিবদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত তালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিষ্টারে আপনাকে রেজিষ্টারী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী তালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) বরস হেতুক, জীপোক বলিয়া, পীড়াদায়ক, দুর্ভটমাক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গাছখ্য চাকরীতে বা জীর্ঘ-বাক্রায় বাওরতে তিরস্কালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, যে কোন ব্যক্তি চাহ করিতে অক্ষম হইয়া আপনাদেব অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করে, তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার বলে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত থাকিলে, যেহেতু ও যেহেতু নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা হুজি হইতে পারিত, সেইহেতু ও সেইহেতু নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা হুজি হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার বলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্স বিলি করা অংশ ঐ যোতের অর্জেকের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্তিত হয় না।

৩৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপ-
নার যোত বা তাহার কোন
অংশ কোর্স বিলি করিলে,
এরূপ বিলি করিবার দরপাটী
সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রদল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বরসভেতুক, জীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গার্হস্থ্য চাকরীতে কিম্বা ভৌখ্যাত্রায় বাওরাতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাব করিতে অক্ষম হইলে, আপনার অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে দরপাটী দেওয়া গেলে, এই ধারার কার্য পক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি সাতবৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা হুজির কথা।

৩৯ ধারা। যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়তের বৎসকালে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দেওয়া যাইবে, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

৪০ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রারূপ (নগদী) খাজানা দিলে, তাহার মুদ্রারূপ খাজানা হুজি খাজানা এই আইনের বিধান-বিধির নিয়মের কথা। ২৫৩ নং হইলে, একরাস্তারে হুজি করা যাইবে না।

৪১ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিষ্টরী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাবলীতে হুজি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা এরূপে হুজি করিতে হইবে না যে, তাহা রায়তের পূর্বদেয় খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি দিমার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) বর্জিত খাজানা পূর্ব বা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সক্ষম ও তাহার মন্য বুলে, রেজিষ্টরী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারামত চুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিবার পূর্বে এইরূপ খাজানা আনিয়া লইবেন।

৪২ ধারা। (১) যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে প্রজার বা মজালের অন্তর্গত তথাকার কোন বাসেন্দার রায়তকে বিলি করা গেলে, খাজানা হুজি করিয়া দিবার রেজিষ্টরী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ব প্রজা যে খাজানা দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উক্ত প্রজা খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বধারার বিধান বর্ত্তিবে।

৪৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত মুদ্রা যোগে খাজানা দিয়া যে যোত মোকদমা দাখল খাজানা রেজিষ্টরী করে, সেই যোতের ভূস্বত্বিকারী এই আইনের বিধান-নিয়মাবলীতে নিম্নলিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া খাজানা হুজি করিবার মোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেতু প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রধানত খাদ্য দ্রব্যের গড় মূল্য হুজি হইয়াছে।

(গ) ভূস্বত্বিকারীর দ্বারা বা তাহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হুজি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বনাদি দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৪৪ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা হুজি করিয়া খাজানা রেজিষ্টরী করা যাইবে।

(ক) বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনার দ্বারা তদন্ত ব্যতিরেকে খাজানার প্রচলিত হার সন্তোষজনকরূপে জানা যাইতে না পারে, তবে তদন্তে বিধি করিয়া জানার গবর্ণমেণ্টে যে রায়ত কর্মচারীকে ক্ষমতা দেন, তাহা দেওয়ানী মোকদমার কার্যপ্রণালী বিবরণ আইনের ২৫ অধ্যায়মতে জানার তদন্ত লওয়া হয় আদালত এইরূপ খাজানা করিতে পারিবেন।

(গ) কোন রায়তের যে হারে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারামতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ইহা প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচার-ক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতিবিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়তেরা অনুকূল হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে, তবে দেশাচার অনুসারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতুক যত টাকা খাজানা হুজি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীনে লইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য হুজি হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির দা-
ওয়া করা গেল,—

মূল্য হুজি হেতু ধরিয়া (ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের খাজানা হুজিসম্বন্ধীয় আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সমরীঃের বিধি। যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পাঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া স্যাধ্য ও কাঙ্ক্ষকর বোধ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এক্ষণে খাজানা হুজি করিবেন না যে, বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মাধীনে ও ৪৮ ধারার নিয়মাধীনে সাবেক খাজানার সহিত বর্জিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

৪৬ ধারা। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির দাওয়া করা গেল,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিষ্টারী করা না গলে, আদালত খাজানা হুজি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা হুজি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনদ্বারা যতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হুজি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;

(৩) এই উৎকর্ষসাধন কাঁচো লাগাইতে হইলে, চাষ করিতে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্তের খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মাধীনে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক কল না কলিলে, ডিক্রী পুনরাবলোচনা ও পুনর্বিবেচনা লাপেক্ষ রাখিতে পারিবেন।

৪৭ ধারা। বন্যাজনিত উৎপাদিকা শক্তি হুজি হেতু ধরিয়া খাজানা হুজির দাওয়া করা গেল,—

(ক) যেহুজি কিরংকালীন বা টেমিন্ডিক যাহ, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উপযুক্ত ও স্যাধ্য বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা হুজি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা এক্ষণে হুজি করিবেন না। যাহাতে ভূমির উৎপাদনের নিট হুজির মূল্যের অর্ধেকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার খাজানা হুজি উপযুক্ত ও স্যাধ্যরূপে হইবার কথা। অবস্থা বিবেচনার অনুপযুক্ত বা অন্যর বোধ হয়, আদালত

কোন মোকদ্দমার এক্ষণে খাজানা হুজির ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানা হুজির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে অবি-
করিবার আজ্ঞা করিতে লম্বে ডিক্রী প্রবল করিলে পারিবার কথা।

রায়তের কষ্ট হইবে, তবে আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে এই হুজি ক্রমেই করা যাইবে, অর্থাৎ, যত দূর খাজানা হুজি করিবার ডিক্রী হয়, বৎসরক্রমে খাজানা হুজি করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসরে ততদূর হুজি করা যাইবে।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই-
ক্রেমাগত খাজানা হুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করি-
বার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করি-
বার কথা।

হেতু ধরিয়া, কিম্বা মূল্য হুজি হেতু ধরিয়া কোন যোতের খাজানা হুজির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী পনের বৎসরের মধ্যে ১৮৩ সালের মাচ্ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে এই যোতের খাজানা হুজি করা গিয়া থাকে, কিম্বা যদি উক্ত পনের বৎসরের মধ্যে ৫০ ধারামতে খাজানার রূপপরিবর্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমতে পূর্বোক্ত কোন হেতু বা তত্বা কোন হেতু ধরিয়া খাজানা হুজি করিবার কিম্বা দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে এই মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানের কোন বিষয় হইবে না।

খাজানা কমাইবার কথা।

৫১ ধারা। (১) মুজারপ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন মখলীসদ্বিধিযুক্ত রায়ত খাজানা কমাইবার নিম্নলিখিত হেতু ধরিয়া আপ-
নার খাজানা কমাটবার মোক-
দ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যোতের ৩৩ী কম হইয়া গেল, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের মত ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না। অর্থাৎ,

৫২ ধারা। (১) মুজারপ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন মখলীসদ্বিধিযুক্ত রায়ত খাজানা কমাটবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং যোতের ৩৩ী কম হইয়া গেল, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের মত ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না। অর্থাৎ,

(ক) যোডের জন্য রায়তের মোট ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐরূপ অন্য কোন দ্রব্যটনা ঘটনা হারি-রূপে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারামতে কোন যোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আদালত যত দূর উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মূল্যের অধীঃ দরের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে ২ যে যে প্রধান ২ শস্যের মূল্যের স্থান নির্দেশ করেন, সেই ২ স্থানে যে ২ প্রধান খাদ্য শস্য জমিয়া, প্রত্যেক জিলার কাল-

েক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদর্থে বৎসরের যে বা যে ২ সময় ধায়া করেন, সেই বা সেই ২ সময়ে সেই ২ শস্যের কসলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত তাহা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেন্টে অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল সম্বন্ধে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উক্তরূপে প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্যে সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন মূল্যের তালিকা রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে সচরাচর মোটিন যেরূপে প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার যিকঙ্কে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়ত শস্যরূপে দেয়খাজানা কোন যোডের নিমিত্ত শস্য-রূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশ রূপান্তরিত করিবার কথা।

শের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া কিম্বা শস্যভেদে ভিন্ন ২ হারে অথবা কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়ৎপরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রায়ত বা ভূমীর ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপে খাজানার পরিবর্তিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মহকুমার কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়মতে যে কোন কর্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাহার নিকট, কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত অন্য কোন কর্মচারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে যত টাকা মুদ্রারূপে খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্মচারী ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং এই আজ্ঞা করিবেন। যে, রায়ত শস্যরূপে বা পূর্বোক্তরূপে অন্য প্রকারে আপনায় খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহা নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্মচারী এই ২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকটেই সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধানিগিটে ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্বে দশ ১৫ সেরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাইয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আজ্ঞা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যে ২ হেতু ধরিয়া করা যায়, ও যে সম্ভাব্য উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং রাজস্ব কর্মচারীরা অন্য যে ২ আজ্ঞা করেন, তাহার উপর যে প্রকারে আপীল হইতে পারে, ঐ আজ্ঞার উপরও সেই প্রকারে আপীল হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্মচারী হেতু নিষিদ্ধ করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে ২ মন্ত্রিগতাবিধিত বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।
উক্ত গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যে কর্মচারীরা ৫২ ধারামত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কার্যপক্ষে কোন-কোন খাদ্য শস্য প্রধান শস্য বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারামতে যে কার্যকারকেরা চুক্তি রেজিস্ট্রী করেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬৪ অধ্যায়।

দখলীশ্বত্ব শূন্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রায়তদের দখলীশ্বত্ব না থাকে, ও এই অধ্যায় বাটবার দখলীশ্বত্ব শূন্য রায়ত বলিয়া এই আইনে বাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে বাটবে।

৫১ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজানার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

৫২ ধারা। রেজিস্ট্রী করা নিয়মপত্র কিম্বা ১০ ধারা-খাজানা স্থগিত নিয়ম-মত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা স্থগিত করা যাইবে না।

৫৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্ন-যে যে হেতু ধরিয়া লিখিত এক বা অধিক হেতু কোম দখলীস্বত্বশূন্য ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে রায়তকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে, প্রকারান্তরে নহে।—
(ক) সে নাকী খাজানা দেয় নাই, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিতেছে, যাহাতে উহা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় কাণ্ডের অঙ্গপযোগী হয়, অথবা সে এই অঙ্গনসম্বন্ধে এরূপ কোন নিষেধ করিতেছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাঁহার ও তাঁহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিস্ট্রী করা পাটাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাটাক্রমে মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ১০ ধারামতে নাগা ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধায়া হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে, কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে দখল-বান, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৫৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্তর ছয় মাস পাটাক্রমে মিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথা।
গাফিলতে, রায়তের উপর উঠিয়া যাবতীর নোটিস জারী করা না গেলে, পাটাক্রমে মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৬০ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী বঞ্চিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত বোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা স্থগিত দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করিবার বোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে

স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে আদালত বা কার্যকারকে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট প্রকারে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং তজ্জন্য ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার বোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ যোক্তর যে খাজানা উপযুক্ত ও নাগা হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ মাসের কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিতে স্বত্ববান থাকিবে; কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্বদারার লিখিত নিয়মামুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐরূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও নাগা, ইহা নিগম করিতে হইলে, আদালত নিকটস্থ সেই প্রকারের ও ওজপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তের নিকট যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু সাবেক খাজানার উপর টাকার আটজানার অধিক স্থগিত দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

৬১ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ "দখল দেওয়া" শব্দের দখল চলিবার নিমিত্ত পাটাক্রমে দাখিল দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেলে, পাটাক্রমে এই মর্মেয় কথা লেখা থাকে, তথাপি এই

অধ্যায়ের কার্যপক্ষে এই পাট্টাক্রমে তাহাকে দখল দেওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা

কোর্কা রায়তদের স্থানে রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূম্যধিকারী নিজের যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরা অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টরী করা পাট্টা বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা রায়তের দের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে

কোর্কা রায়তদিগকে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অন্তিম ছয়মাস থাকিতে নির্দিষ্ট একাধারে কোন কোর্কা রায়তের উপর উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত নোটিস জারী করা না গেলে পর, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও

খাজানা অবধারিত ঠাহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমস্তাবধি ঠাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হইয়াছে এই হেতু বিনা ঐ খাজানা বা খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও ঠাহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারীরা বাহা মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশবৎসর মধ্যে পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানায় বা খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনমতে কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্যে ঠাহার প্রমাণ হইলে, যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমস্তাবধি ঐ খাজানায় বা খাজানার হারে ঠাহার উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে প্রজ্ঞাপ্ত বা কোন প্রণীত প্রজ্ঞাপ্ত থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা তৎক্রমে নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্টরী করিতে হইবে, তবে ঐ স্থানে যে কোন প্রজ্ঞাপ্ত বা স্থল বিশেষে উক্ত প্রণীত যে কোন প্রজ্ঞাপ্ত রেজিষ্টরী করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ঐ তারিখের পর পূর্বোক্ত অনুমান খাটিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপত্তির অবধারিত অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানারূপে দিয়া থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর নিতির হইয়াছে বলিয়া কিস্তি রায় ও ভূম্যধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধারিত টাকা খাজানারূপে ধাওয়া করা গিয়াছে বলিয়া কেবল এই কারণে ঐ খাজানা বা খাজানার হার পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে নোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত করা গেলে, যোতের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার কার্য হইবার কোন প্রভাব হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিয়াদে ভূমি ভোগ হইলে কিস্তি ভূম্যধিকারীর প্রজ্ঞাপ্তে প্রজ্ঞাপ্ত শেষ হইতে পারিলে, এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে

কিস্তি কোন কৃষি বৎসরে খাজানার পরিমাণ ও সে যেই নিয়মে ভূমিভোগ ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রস্তাব অনুমানের কথা।

উল্লিখিত হইলে, অব্যবহিত পূর্ববর্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যেই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শন না গেলে, সেই খাজানা দিয়া সেইই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রজা

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ হইলে খাজানার পরি- ভূমির অন্য খাজানা দিয়াছেন, বর্তনের কথা। মাপ করিয়া তদধিক যত ভূমি থাকি প্রমাণ হয়, তত ভূমির অন্য ঠাহার অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ কম হইলে, উক্ত প্রজা খাজানা কমাতে স্বত্ববান হইবেন; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নষ্ট ভূমি টেপবস্তীক্রমে বা প্রকারান্তরে ঠাহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং এরূপ যোগ হওয়াতে খাজানা বৃদ্ধি করা যায় নাই, তবে এই বিধি খাটিবে না।

(২) খাজানায় যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই প্রণীত প্রজ্ঞাপ্তের যে হারে খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং তালুকদারের বেলা তিনি আপনায় তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্ববান তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত ভাগ বটে, তাহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়, খাজানার যত টাকা কমাতে হইবে, তাহা পূর্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে, কিস্তি নষ্ট ভূমির বার্ষিক মূল্যের সমস্তাবজনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরিমাণ ভাগ হয়, তাহা যোতের পূর্ব পরিমাণের যে অংশ খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বদেয় খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা ।

৩৭ ধারা। (১) ভালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যেসকল নিয়ম থাকে, খাজানার কিস্তির কথা । তদ্রূপ কিস্তিক্রমে তদ্রূপ তারিখে ভালুকদারের দেয় মুজারূপ খাজানা দেওয়া যাইবে ; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিক্রমে ও তারিখে দেওয়া যাইবে ; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদ্ব্যতীত কোন স্থানের নিষিদ্ধ যেহেতু কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিক্রমে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে ।

(২) কোন রাজত্বের বা কোর্পোরেশনের যে মুজারূপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিধিক্রমে বার্ষিক খাজানার অংশস্বরূপ যেহেতু কিস্তি ও বৎসরে চারিবার অনধিক যেহেতু তারিখ নির্দেশ করেন, সেই কিস্তিক্রমে ও সেই তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধির বিধানাধীনে দেওয়া যাইবে ।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, কসলের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অতীত তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে ।

৩৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় হয়, সেই তারিখের স্বর্গাস্ত খাজানা দিবার সময় হইবার পূর্বে প্রজা এই কিস্তির টাকা দিবেন ।

(২) এই আইনমতে যেহেতু প্রজা আপন খাজানা আদায় করিতে পারে, সেইহেতু প্রজা ভূম্যধিকারীর আদায় কাছারীতে কিম্বা তদ্ব্যতীত ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে ।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পোস্টাল মনিঅর্ডারক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্বে যথানিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে ।

৩৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে টাকা যেরূপে জমা দিতে হইবে, তাহার কিস্তি যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে এই টাকা জমা দিতে হইবে ।

(২) প্রজা প্রকৃত কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন ।

কবজ ও হিসাবের কথা ।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীকে টাকা দিলে প্রজা কবজ পাইবার যত্নেব কথা ।

ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাত্ পাইতে তাঁহার স্বত্ব আছে । (২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন ।

(৩) এই আইনের ৩য় ডফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিষিদ্ধ অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজ ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

(৪) যে প্রত্যেক কবজ সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত দর্শন না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পধ্যস্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে ।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রজার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইরাছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, এই বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে এই প্রজা দিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্রস্বরূপ কবজ পাইবার অধিকারী হইবেন ।

(২) ভূম্যধিকারী এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিআনা দিলে এই বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের ৩য় ডফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রজার মোকদ্দমার নিষিদ্ধ অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যেহেতু বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসমস্ত হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন ।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাওও প্রকৃত বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাঁহাকে ৭০ ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা সম্বলিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি

হয় মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অধিক আদায় যত্ন উচিত বোধ করেন সেইরূপ দ্বিগুণ টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিষিদ্ধ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

(২) যদি ভূম্যধিকারী প্রজ্ঞাপন দাওয়াতে ৭১ ধারার নিষিদ্ধি কোম বৎসরের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্ররূপে কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজ্ঞা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিবা থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদালত যত টাকা উচিত বোধ করেন, তত মণের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজ্ঞা পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোম ভূম্যধিকারী উক্ত কোম ধারার আদেশ-মত কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদায় করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদায় করি-
বার বরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজ্ঞা খাজানার

নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব

করেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা

লইতে বা তজ্জনা কবজ দিতে

অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজ্ঞা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহা লইতে বা তরিসিত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সহায়শীলদিগকে সংস্কৃ-
তাবে দিতে হয়, এবং প্রজ্ঞা তরিসিত সহায়শীলদের
সংস্কৃ কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোম ব্যক্তি
তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া
থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন্ ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার
অধিকারী এবিষয়ে প্রজ্ঞার প্রকৃত সন্দেহ থাকে;
সেই স্থলে

যেহেতু যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত
এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে যে কর্মচারীকে
নিযুক্ত করেন, প্রজ্ঞা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা
তাঁহার আকিলে আদায় করিবার অধিকার পাইবার
নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে
তাঁহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে লেখ-
বার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও এক্ষণে যে বা
যে ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের
নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজ্ঞা স্বাক্ষর করিবেন,
অথবা মোকদ্দমার রূপান্তর তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি
জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাঁহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং
স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে বিধিক্রমে আট আনার
অনধিক যে কী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই কী তৎসঙ্গে
পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্মচারীর নিকট পূর্বধারা-

যে খাজানা আদায়
করা যায় রাজকীয় কর্ম-
চারী তাহার দলীয় দিলে
ঐ রসীদ নিষ্কৃতিপত্র
হইবার কথা।

মত দরখাস্ত করা যায় যদি

তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্ত-

কারী উক্ত ধারামতে খাজানা

আদায় করিবার অধিকারী,

তবে খাজানা লইয়া তরিসিত

আপন সরকারী মোহরযুক্ত

রসীদ দিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা
লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি
স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা
প্রজ্ঞার দেয় যে খাজানা পূর্বোক্তরূপে আদায় করা
যায় তৎসম্বন্ধে নিষ্কৃতিপত্ররূপে কার্যকর হইবে। উক্ত
খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির
নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁহাকে
খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে
সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃতা-
বহাংশীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা
পাইবার অধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই
প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কার্যকর হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্মচারী আদায় লন তিনি
তাহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস
আদায় পাইবার আপন আকিলের কোম সূত্র-
নোটিসের কথা।
কাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া
দিবেন। ঐ নোটিসে সমুদয় প্রয়োজনীয় রূপান্তর বর্ণনা
থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া
দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে
পরবর্তী ধারামতে আদায়ের টাকা কাহাকেও দেওয়া
না গেলে, যে প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার
দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্মচারী বিশ্বাস
করিবার কারণ দেখেন, সেই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিনা
ধরচায় আদায় পাইবার নোটিস জারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মচারীর
আদায় টাকা দিবার বিবেচনায় আদায়ের টাকা
বা কিরাইয়া দিবার কথা। পাইবার অধিকারী বলিয়া
বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ
টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে যে
ব্যক্তির এরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী
আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে
পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আদেশ করিলে, পোষ্টাল
অফিসের করিয়া ঐ টাকা দেওয়া বাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদায় করা যায় সেই
তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই
ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদায়-
কারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্মচারীর নিকট খাজানা
আদায় করা যায় তাঁহার দল রসীদ কিরাইয়া দেন, তবে
দেওয়ানী আদালতের বিপরীত তাবের আজ্ঞা না থা-
কিলে আদায়ের টাকা আদায়কারীকে কিরাইয়া
দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব কএক ধারামতে আদায় গ্রহণকারী
কোন কর্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের
পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জম্বুত ফেট সেক্রেটারী সাহেবের

বিকল্পে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করা যাইবে না ; কিন্তু এই ধারামতে ঐরূপ কোন আদালতের টাকা যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ঐ টাকা পাইবার অধিকারী কোন ব্যক্তির উহার স্থানে ঐ টাকা আদায় করিবার কোন বাধা এই ধারার কোন কথাক্রমে হইবে না।

বাকী খাজানার কথা।

খাজানা হস্তান্তরযোগ্য
যোড়ের প্রথম দায় হইবার
কথা।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তান্তরযোগ্য যোড়ের খাজানা উহার প্রথম দায়ের মধ্যে গণ্য হইবে।

(২) ভূম্যধিকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রী জারীকরণে প্রচার স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ নীলাম করিলে, উক্ত প্রচার স্থানে ভূম্যধিকারির যে খাজানা পাওনা থাকে, উক্ত নীলামের উৎপন্ন টাকা হইতে ভূম্যধিকারী প্রথমে তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু (১) প্রকরণমতে ভূম্যধিকারীর যে দাবী থাকে, এই স্বত্বক্রমে তাহার কোন বিষয় হইবে না।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যোড় হস্তান্তর করা যাইতে না পারে তৎসম্বন্ধে যেখানে বাজালা মন চলিও থাকে সেখানে ঐ মনের শেষে, কিম্বা যেখানে কসলী বা আমলী মন চলিত থাকে সেখানে জৈষ্ঠ মাসের শেষে বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে, ভূম্যধিকারী উক্ত বাকী খাজানা আদায় করিবার ডিক্রী পাইয়া থাকুন বা না থাকুন এবং কোন চুক্তির শর্তক্রমে উক্ত প্রজাকে বাকী খাজানা নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্বত্বান হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদির পক্ষে ডিক্রী দেওয়া গেলে তাহাতে বাকী খাজানার টাকা ও তদুপরি সুদ পাওনা হইবে ঐ সুদ নির্দিষ্ট থাকিলে, এবং ডিক্রীর তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে, কিম্বা পঞ্চদশ দিনে আদালত বন্দ থাকিলে আদালত যে দিনে পুনর্বার খোলে সেই দিনে উক্ত টাকা ও মোকদ্দমার খরচ আদালতে দেওয়া গেলে, ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার লিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। বাকী খাজানার সুদের হার ধার্য করিবার বাকী খাজানার সুদের সময়ে আদালত প্রচলিত প্রচার ও পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মিয়ম হইয়া থাকিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ; কিন্তু কে কৃষি বৎসরে বাকী পড়ে, সেই বৎসরের অবসানাবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করণ পর্যন্ত সামান্যতঃ বৎসর শতকরা বার টাকা হারে সুদের ডিক্রী দিবেন।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আদালত কোন মোকদ্দমায় যদি যুক্তিসিদ্ধ কারণ বিনা খাজানানা দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যরূপে প্রতিবাদির নামে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে, হানিপুরণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা। ও খরচা বলিয়া যত টাকা ডিক্রী হয় তদতিরিক্ত আদালত

যত টাকা খাজানার ডিক্রী হয় তাহার শতকরা ২৫ টাকার অনধিক যত হানিপুরণ উপযুক্ত বোধ করেন বাদির তত হানিপুরণের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে হানিপুরণের আজ্ঞা হইলে, সুদের ডিক্রী হইবে না।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আদালত কোন মোকদ্দমায় যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুরণ-স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কসলী বা ভাণ্ডালী খাজানার কথা।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত (ক) সেই স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত সময়ে যদি ভূম্যধিকারী বা প্রজা স্বয়ং বা কর্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উপেক্ষা করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন কসলের পরিমাণ বা মূল্য বা বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদায় করিলে, ঐ কসল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ আজ্ঞা করিলে শাস্তিভঙ্গ নির্ধারিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ প্রার্থনা না হইলেও উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, যাদং যাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ আজ্ঞাদ্বারা কসল হানাস্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

৮২ ধারা। (১) কালেক্টর পূর্ব ধারামতে কোন কর্মচারীকে নিযুক্ত করিলে, আপন বিবেচনামতে উক্ত কর্মচারীর প্রতি এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে আদেশস্বরূপ আপনায় সহিত লন এবং আদেশস্বরূপ লওয়া গেলে উক্ত আদেশস্বরের সংখ্যা, যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রণালী সম্বন্ধে এবং যাচাই বা বিভাগ করণ কালে যে কার্য প্রণালী অবলম্বন

জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, যাহা উক্ত গোতের উপযোগী
এবং উক্ত যে উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে
সম্মত, এবং যাগ গোতের উপর করা না গেলেও
সাক্ষাৎসম্বন্ধে উক্ত উপকারার্থ করা যায়, কিম্বা করি-
বার পর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ যোতের উপকারজনক করা
যায়, সেই কার্য বলাইবে।

(২) বিপরীত দর্শন না গেল, মনুলিখিত কার্য
গুলি এই ধারার মর্মানুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনু-
মান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্যের মিলিত কিস্তি কৃষিকার্যে নিয়ম
মুয্যের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান
বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কিস্তি
পতিত ভূমি আবাদ করা যাইতে পারে, তাহার জল-
সিঃসরণ কিস্তি নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ,
কিস্তি জনপ্রাণ হইতে রক্ষা করণ, কিস্তি জলজনিত
ক্ষয় বা অন্য ভাঙ্গি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থ ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ
কিস্তি তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পূর্বেই কোন কার্য নুতন করিয়া বা পুন-
রাবৃত্ত করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন
করা; ও

(চ) আবশ্যক বাহিরের যত্ন সমেত রাস্তা ও ভূমির
পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নিৰ্মাণ।

(৩) কিন্তু রায়ত কোন যোতে যে কার্য করেন,
তদ্বারা স্বীয় ভূমাদিকারীর মহালের বা ভাণ্ডারের মূল্য
বিশেষরূপে কম হইয়া পড়িল, এই কার্য এই আইনের
অধিগ্রহণমত উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮৮ ধারা। রায়ত অনধারিত খাজ নার কিস্তি অব-
ধারিত হারে ভূমি-ধারিত খাজনার হারে
ভোগ করা গেলে উৎকর্ষ-ভূমিভোগ করিতে, তদীয় ভূমা-
সাধন করিবার যত্নের দিকারী তাহার যোতের সম্বন্ধে
কথা।

কোন উৎকর্ষসাধন করিতে
তাঁহাকে ভূমাদিকারীররূপে বাধা দিতে পারিবেন না।

৮৯ ধারা। (১) কোন রায়তের যোতে তাহার
দখলীস্থ থাকিলে, রায়ত বা
দখলীস্থবিলিষ্ট যোত ভূমাদিকারী নিজ উৎকর্ষ-
সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন সাধন করিতে সম্মত আছেন,
করিবার যত্নের কথা। এই হেতু বিনা রায়ত বা ভূমা-
দিকারীররূপে উক্ত যোত

সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে
পারিবেন না।

(২) যদি রায়ত ও ভূমাদিকারী উভয়েই একই
উৎকর্ষসাধন করিতে চান, তবে উক্ত ভূমাদিকারীর
অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্বারা স্পষ্ট না
হইলে, রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রাধিকার
থাকিবে।

(৩) রায়ত ও তাহার ভূম দিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্বসম্বন্ধে, কিস্তি

(খ) কোন বিশেষকার্য উৎকর্ষসাধন কিস্তি, এতৎ-
সম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হইলে,

কালেক্টর নাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই
বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাহার
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৯০ ধারা। (১) দখলীস্থভূমি কোন রায়ত
আপনার ও স্বীয় পরিবারের
দখলীস্থভূমি যোত নিমিত্ত আবশ্যক বাহিরের
সম্বন্ধে উৎকর্ষ সাধন করিবার যত্নের কথা। যত্ন সমেত উপযুক্ত বাসগৃহ
প্রস্তুত করিতে পারিবেন, কিন্তু

উক্ত যোতে কিস্তি পঞ্চাঙ্গিধিঃ বিধানমতে না হইলে
আপনার যোতসম্বন্ধে স্বীয় ভূমাদিকারীও অ মতি না
লইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) স্বীয় ভূমাদিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না
থাকিলে, যে দখলীস্থভূমি রায়ত আপন যোত
সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন করিতে পারিতেন তিনি উক্ত
উৎকর্ষসাধন করিতে চানিল, যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে
এ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূমাদিকারীর প্রতি
আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধপত্র দিতে বা তৎপরা-
ইতে পারিবেন, এবং ভূমাদিকারী এই অনুরোধ পালন
করিতে অক্ষম হইলে, বা তৎপরা করিলে, আপন এই
উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূমাদিকারী আইনমতে
ভূমাদিকারীর উৎকর্ষ-যে উৎকর্ষসাধন করেন, কিস্তি
সাধন রেজিষ্ট্রী করি-যাহা আইনমতে তাহার খরচে
বার কথা। করা যায়, কিস্তি যাহা করিতে
তিনি প্রত্যেকে সাফায়া করি-

য়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজি-
ষ্ট্রী করাইতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিক্রমে যেকোন আদেশ
করেন, প্রার্থনাপত্র সেইরূপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও
তাঁহাতে সেইরূপ সঙ্গান থাকিবে, ও সেই প্রকারে
স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যতা
নির্ণয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,

(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উৎকর্ষ
সাধন হইলে, এই আইন প্রচলিত হইবার সম্ভাব্য,

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষ-
সাধন হইলে, উক্ত কার্য সমাপ্ত হইবার তারিখ অবধি,

১২ মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা
অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৯২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূমাদিকারী বা প্রজা
উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন
প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবার করা যায় তাহার প্রমাণ লিপ-
প্রার্থনার কথা। বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাইলে,
কোন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট

প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি
এরূপ বিবেচনা না করেন যে, এই প্রার্থনা করিবার
যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাট, অথবা এরূপ দেখা না যায় যে,
এ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে রহি-
য়াছে, তবে উক্ত কর্মচারী উত্তর পক্ষের সম্বন্ধে প্রমাণ
লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা
গেলে, ভূমাদিকারী ও প্রজার মধ্যে কিস্তি তাঁহাদের
অধীন দাওয়াদার বাহিরের মধ্যে পরে যে কোন
আমুষ্ঠানিক কার্য হয়, তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ
মধ্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

৯৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

যে সকল উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য পূর্বে কতিপূরণ দেওয়া না হইয়া থাকিলে, উক্ত রায়ত কতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন আদালত কোন রায়তকে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিলে, যদি এই ধারামতে উক্ত রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কতিপূরণ দেয়া হয়, তবে ঐ কতিপূরণের টাকা নিকপণ করিবেন, এবং রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাদীনে উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী বা আজ্ঞা করিবেন।

(৩) যেখানে কোন বিশেষ সুবিধা পাটবেন বলিয়া রায়ত কতিপূরণ বিনা উৎকর্ষসাধন করিতে চুকি করিয়া, বা পাট্টা লইয়া তদনুসারে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে ঐ ধারামতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কতিপূরণ পাইবার দাওয়া করা যাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ঐ ধারামতে যে কতিপূরণের আঞ্জা করিতে হইবে, সেই কতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়ার্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যত জন আসেসর উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আসেসর আপন সম্মেলনের নিমিত্ত আদালতের প্রতি আঞ্জা করিয়া এবং আসেসরদের যোগাভা ও নির্দোষপ্রণালী স্থির করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্বে ধারামতে যে কতিপূরণ দিবার আঞ্জা করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে, এই ২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—

(ক) যোতের জমার মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্নের মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে, সেই পরিমাণের প্রতি;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অস্ত্রের প্রতি ও তাহার ফল যত দূর স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিশ্রম ও মূল্য লাগে তাহার প্রতি;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূমিকারী কোনরূপে খাজানা দ্রাস বা ক্ষয় করিলে বা রায়তকে অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তাহার প্রতি; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সোচত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যতদূর অবধিত খাজানার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) কতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইলে, ভূমি-দিকারী ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে মুজাযোগে প্রদত্ত না হইয়া, উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে প্রদত্ত হইবে।

ইস্তফা ও পরিভাগ করিবার কথা।

৯৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাট্টা বা অন্য নিয়মপত্রক্রমে অবধারিত ইস্তফা করিবার কথা। কালের নিমিত্ত বাধা না থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন যোতের স্বত্ব ও স্বার্থ ইস্তফা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইস্তফা করিলেও যদি সে ইস্তফা করিবার অন্তর তিন মাস থাকিতে ইস্তফা করিবার আপন অভিপ্রায়ের লিখিত নোটিস আপন ভূমিকারীকে না দিয়া থাকে, তবে ইস্তফা করিবার তারিখের পরবর্ত্তী কৃষি-বৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত যোতের খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, উক্ত নোটিস ঐরূপে দেওয়া হইয়াছিল, এই ধারার কাগিপক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরে সেই ভূমিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নূতন যোত পয়;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইস্তফা করা হয়, সেই বৎসর শেষ হইবার অন্তর তিন মাস থাকিতে যদি রায়ত ইস্তফা করা যোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে আর বাস না করে;

(গ) যদি ইস্তফা করিবার পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের কোন সময়ে ভূমিকারী নিজে অন্য কোন এককোণে ঐ যোত বা উহার কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা চাষ করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ যে আদালতের বিচারালয় স্থানে থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করাইতে পারিবেন।

(৫) কোন রায়ত আপন যোত ইস্তফা করিলে ভূমিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন একজাকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূমিকারীকে নোটিস না দিয়া ও খাজানা পরিভাগের কথা। যেমন চেনা হয়, তাহা দিবার

বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ভাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তিকারী আপন যোত আর চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে ঐরূপ ভাগ করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর অর্ন্তত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূমিকারী ঐ যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন একজাকে জমা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাষ করণার্থ লইতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন গোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট নিম্নক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠ নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পণ্ডিত জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন গোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস পাচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলী পত্ৰশূনা রায়ত হইলে, ছয় মাস অর্থাৎ দুই বৎসর পর্যন্ত ঐ রাসত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থাপন করিতে পারিবে। তাহা হইলে য সকল বাকী কৃষিকাজ হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত বাধ্য করেন, সেই শর্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যেতের অংশ করিবার কথা।

৯৭ ধারা। যে প্রজার যোত হস্তান্তরযোগ্য, এই আইনের কোন ক্রমে সেই যোতের অংশ হস্তান্তর-যোগ্য না হইবার কথা। প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনার যোতের অন্তর্গত ভূমি কিয়দংশমাত্র একপে হস্তান্তর বা উইন করিতে পারিবেন না, যাঁহাতে হস্তান্তর বা উইনক্রমে এতীত ঐ অংশ পৃথক যোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

৯৮ ধারা। ডিক্রী জারীক্রমে না হইলে কোন ডিক্রী জারীক্রমে না প্রজাকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ না হইবার উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

৯৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন ভূম্যধিকারীর ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদর্থে তাঁহার স্থানেক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাপ করিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এই নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী টেবল্টী ছেতুক বৎসর পরিতর্জন হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর চাষের ভূমির পরিমাণ পরিতর্জন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরক্রমে বা হইয়া অন্য প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি গণনা করা যাইবে, ঐ মাপ এই আইন প্রচলিত হইবার ময়ের পূর্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্বধারামতে

প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিলে, আদালতের এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে, ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেওয়ানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা

উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির সীমা দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কার্য করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির সীমার ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, পরিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে

কোন মোকদ্দমায় বা আনু-মাপের কষ্টের কথা।

কোন মোকদ্দমায় বা আনু-মাপের কষ্টের কথা। কানুনকারগো কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কর্ম-কারীর আশ্রয়ক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, তাহা যে মাপে কষ্টমত এক বিষাতে ১৪,৪০০ বর্গ ফুট হয়, সেই গবর্ণ-মেন্টের মাপ অনুসারে হইবে।

(২) উভয় পক্ষের স্বত্ব ভিন্নরূপ কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেন্টের মাপ উক্ত মোক-দ্দমার কাগজপত্রে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা গেহ মামদগু ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট স্থানীয় তনসু লইবার পর তাহা নির্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং এরূপে যে নির্দেশ করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্য্যধাফদের কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধি-

কেন সহাধিকারিগণ কারিগণ যদি তাঁহার কার্য্য-এক জন সাধারণ কার্য্য-ধাক্তা সম্বন্ধে একমত না হন,

গ্যাক নিযুক্ত করিবেন না এবং সেই কারণে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ করিতে পারি- (ক) সাধারণের অসুবিধা

বার কথা। (খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের

হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা তালুকে যাঁহার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্যধাক্তা নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশস্বত্ব নোটিস তাঁহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ তাঁহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে তাঁহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রারী করা না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

১০৩ ধারা। যদি পূর্বে ধারামত নোটিস জারী হইবার পর এক মাসের মধ্যে উক্ত সহ-
কার্যদর্শন বা গেলে একজন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

একজন সাধারণ কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করিবার আদেশসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন; এবং ঐ আজ্ঞা দিবার পূর্বে যে কোন সহকারী উপস্থিত হন নাই, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপর জারী করা বাইবে।

১০৪ ধারা। পূর্বে ধারামত আজ্ঞা হইবার পর এক মাসের অন্তর যে সময় জিলার জজ সাহেব এতদ্বারা কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

অথবা উক্ত ধারার আদেশমতে উক্ত আজ্ঞা জারী করা হইয়া থাকিলে, ঐরূপ জারী করিবার পর ঐরূপ সময়ের মধ্যে যদি সহকারীগণ একজন সাধারণ কার্যাব্যাহক নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ সাহেবের অবগতি নিমিত্ত ঐ নিয়োগের সম্বাদ না দেন, তবে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে সম্ভাষণজনক বন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা তালুকের কার্যাব্যাহকতা ভার লইতে সম্মত হন, সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহালের বা তালুকের কার্যাব্যাহকতা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিম্বা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহা-

পূর্বে ধারার (খ) প্রকরণমতে সকল স্থলে কার্যাব্যাহকতা কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

পূর্বে ধারার (খ) প্রকরণমতে সকল স্থলে কার্যাব্যাহকতা কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস ১৮৭২ সালের আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাহকতা সম্বন্ধে খাটিবার কথা।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস ১৮৭২ সালের আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাহকতা সম্বন্ধে খাটিবার কথা।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ে-
যে-বিধান বর্ত্তিবে কার্যাব্যাহক পদবিধিকল্পণে তাহার কথা।

যে-বিধান বর্ত্তিবে কার্যাব্যাহক পদবিধিকল্পণে তাহার কথা।

(২) জিলার জজ সাহেব যে-বিধান বর্ত্তিবে কার্যাব্যাহক পদবিধিকল্পণে তাহার কথা।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, সহকারীগণ সংস্কার-ভাবে যে সকল ক্ষমতামুসারে কার্য করিতে পারিতেন, তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কার্যাব্যাহকতা নিমিত্ত সেই সকল ক্ষমতামুসারে কার্য করিতে পারিবেন, এবং সহকারীগণ ঐরূপ কোন ক্ষমতামুসারে কার্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞামুসারে লভ্য লভ্যা কার্য করিবেন ও তাহা বর্ডন করিয়া দিবেন।

(৫) তিনি রীতিমত হিসাব রাখিবেন, এবং সহকারীগণকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব দেখিতে ও উহার নকল লইতে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে পাঠের আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ে ও সেই পাঠে আপনাবি হিসাব পাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১২ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা করিতে পারিতেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে, প্রকারণস্বরে নহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব-
ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাহকতায় সহকারীগণকে কার্যাব্যাহকতা প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

যদি জিলার জজ সাহেবের এইরূপ হুদ্যোগ জন্মে, যে সাধারণের অনুবিধা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি বিনা সহকারিদের দ্বারা কার্যাব্যাহকতা চলিবে, তবে তিনি যে কোন সময়ে সহকারিদিগকে উক্ত মহালের বা তালুকের কার্যাব্যাহকতা ভার প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। হাই কোর্ট সময়ে পূর্বে কএক ধারামত কার্যাব্যাহকদের ক্ষমতা ও কর্তব্য বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা রাখিবে।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বত্বের লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।
যন্ত্রিসভাধিস্থিত জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক এবং পক্ষান্তরিত কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারি কর্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের বা কোন শ্রেণীর প্রজাদের স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করা যাইবে।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে যন্ত্রিসভাধিস্থিত জীবিত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্বক গ্রহণ না করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূমিধিকারী কিম্বা ভূমিধিকারীদের বা প্রজাদের অমেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাঠ্যবান প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশমত টাকা আদায় করেন, সেই স্থলে ;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধারণতঃ প্রজা ও ভূমিধিকারীদের মধ্যে যে বিরোধ দিবার আছে, বা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ হইতে পারে, সেই স্থলে ; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস যাকার মালিক বা কার্যাব্যাহক, ঐরূপ কোন মহালের বা ভানুকের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামত কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজকীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহা উক্ত আজ্ঞা যথা-বিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১১ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় তাহার কথা।
যে সে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় তাহার নির্দেশ করা যাইবে, ও নিম্নলিখিত সমুদয় বা কতকগুলি তন্মধ্যে থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম ;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভানুকদার কি অবস্থারিত হারে ভূমি ভোগকারি রায়ত কি দখলীস্বত্বধিকারি রায়ত কি দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত কি কোর্কা রায়ত ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও মীমা ;

(ঘ) তদীয় ভূমিধিকারির নাম ;

(ঙ) দেয় খাজানা ;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধার্য হইয়া থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমঃ রুদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে সময়ে ও যে ক্রমে রুদ্ধি হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ করিলে তাহা।

১১২ ধারা। ভূমিধিকারী বা ভানুকদার প্রার্থনা করিলে

ভূমিধিকারী বা ভানুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব কর্মচারীর বিশেষকথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবার কথা।
ও যত টাকা খরচ দিবার আদেশ হয় তাহা আদায় করিলে, এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে কোন রাজস্ব কর্মচারী কোন মহাল বা ভানুক বা ভাগার কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী ঐ লিপি সম্পূর্ণ লিপি প্রকাশ করিবার ক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল প্রকাশ করিবার আদেশ দেন, সেই প্রকারে ও ততকাল ঐ লিপির পাণ্ডুলেখা ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন, এবং উক্ত কালমধ্যে ঐ লিপির কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে স্থির করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিদিতরূপে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত ঐ স্থানে প্রকাশ করাইবেন ; এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা গিয়াছে ঐরূপ প্রকাশ করণই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১৪ ধারা। পূর্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে লিপির লেখা সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার পূর্বক কোন বিবাদ হইলে কাহা-সময়ে রাজস্ব কর্মচারী প্রণালীর কথা।
তাহাতে কোন কথা লিখিবার প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হয়, তবে রাজস্ব কর্মচারী ঐ বিবাদ প্রণয়ন করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্যপক্ষে সেই কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং তাহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব ধারামত রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আপীল দিবার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এক বা একাধিক বাস্তবিক বিশেষ অঙ্গ বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

(২) পূর্ব ধারামত রাজস্ব কর্মচারীর নিষ্পত্তির উপর বিশেষ তজ্জের নিকট আপীল হইতে পারিবে ; এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সকল বিধান আছে, তাহা উক্ত আপীলসম্বন্ধে যতদূর পাটিতে পারে খাটিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ অঙ্গ হাই কোর্টের অধীন আদালত হইলে যে রূপ হইত, উক্ত অধ্যায়ের বিধানের নিয়মানুযায়ী তাহার নিষ্পত্তির উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত কর যার তাহাতে যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ আছে ও যে যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই, ইহা পৃথক করিয়া নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

খাজানা ধাৰ্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে উচিত বোধ করিলে, পঞ্চাঙ্গিধিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশস্বত্বক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় প্রজাতি বা কোন শ্রেণীর প্রজাতি খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদর্থ সময়ে যেরাজস্ব কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের দ্বারা ধাৰ্য্য হইবে।

কিন্তু ঐরূপ আজ্ঞা করা বাঞ্ছনীয়, স্থানীয় উদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এইরূপ প্রস্তাব না জমিলে, উক্ত গবর্ণমেন্টে ঐরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাউতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে স্বতন্ত্র লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রাপ্ত আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সম্বন্ধে রাজস্ব ধাৰ্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজস্বীয় গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথাবিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা ঐরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল ঐরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজাদের সম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইন-মতে উক্ত প্রজাদের কাহারও খাজানা রাজি বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়-মতে খাজানা ধাৰ্য্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১১ ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে অন্য কোন কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) (১) প্রকরণমতে লিপিতে উক্ত কর্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা নিমিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে, পঞ্চাঙ্গিধিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান থাকিবে।

(৩) যে ভালুকের খাজানা পরিবর্তিত হইতে পারে সেই ভালুক হইলে, কিন্না দখলীস্বত্ববিধিষ্ট রাজত্বের যোত হইলে, ভূম্যধিকারীর বা প্রজার আর্থনামতে উক্ত কর্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধাৰ্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায় এই কার্যের নিমিত্ত তিনি বর্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধাৰ্য্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপদেশার্থ এই আইনে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণমতে সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত কর্মচারী, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধি মানিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্যে তাঁহার নিষ্পত্তি ক্ষীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) ঐরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১৫ ধারামতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমতে দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়া কোন যোতের খাজানা ধাৰ্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কথা সম্বন্ধে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট ঐ যোতের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধাৰ্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধাৰ্য্য করিবার বেলা একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই শ্রেণীর অন্যান্য যোতের যেরূপ খাজানা এই ধারামতে নির্ণীত বা ধাৰ্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধাৰ্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধাৰ্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাণ্ডুলেখা প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধাৰ্য্য করিলে যত টাকার খাজানা ধাৰ্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার সন্মতকারী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে যেরূপ খাটিত, এই ধারামতে প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাটিবে এবং এই ধারার (১) প্রকরণমতে ঐরূপ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা খাটিবে।

১১৯ ধারা। পূর্বে ধারামতে কোন খাজানা পরি-বর্তন করা গেলে, জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ পরিবর্তন বলবৎ হইবে।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোতের খাজানার টাকা ধাৰ্য্য করাইবার নিমিত্ত কোন ভূম্যধিকারীর আর্থনা করিবার শ্রদ্ধ থাকিলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন কিন্না যোতের পরিমাণ পরিবর্তন হেতুক

না হইলে এই অধ্যায়মতে যোতের যে খাজানা নির্ণীত বা ধার্য হইবে, তাহা অমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে হুজি করা যাইবে না।

৬. অতিরিক্ত বিধানের কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূম্যধিকারীর, কিম্বা অনেক ভূম্যধিকারীর ও প্রজার প্রার্থনামতে, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে গুরুতর বিবাদ নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে, এই অধ্যায়মতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, কেবল এই অধ্যায়ের বিধান সফল করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা আপন রাজকীয় কর্মসম্বন্ধে উক্ত বিধান সফল করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে ২ ধার্য করেন, সেই অংশ সমেত উক্ত বিধান কোন স্থানে সফল করিতে গবর্ণমেন্টের যে সমুদয় খরচ গড়ে, তাহা ঐ স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের খাজানা এই অধ্যায়মতে ধার্য বা নির্ণীত হয়, তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় খেয়াল হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারীমতে দিবে; এবং কোন ব্যক্তির ঐরূপ খরচের যে হারহারীমত অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার দেবা বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

১২২ ধারা। কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১১১ ধারার লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, অবশ্যিতি খাজানা পরীক্ষায় অনুমান বা খাতিয়ার কথা।

(খ) প্রকল্পের লিখিত বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে পর ৬৪ ধারামত অনুমান তৎসম্বন্ধে খাটিবে না।

১১ শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোন রাজস্ব কর্মচারীকে এতদর্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত আসেসরদের সাহায্যে কোন স্থানের জন্য এইরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারিবেন, যাহাতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতের দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

তালিকার যাবৎ লেখা থাকিবে তাহার কথা।

১২৪ ধারা। উক্ত তালিকার এই এই কথা লেখা থাকিবে, যথা,

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও উক্ত অন্য়ান্য বিষয় বিবেচনায় যে কএক শ্রেণীর ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার ধার্য করা আবশ্যিক হয় তাহা; এবং

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমি যে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রাইতেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে তাহাদের দেয় খাজানার হার।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারায় যে বিধি অনুসারে মতে কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার ধার্য করিতে হইবে তাহার নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি হুজি রাখিতে হইবে, —

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতেরা সাধারণতঃ যে হারে খাজানা দিয়া থাকে, তাহা প্রতি;

(খ) যে সময়ে হার ধার্য হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য সহজে জানা যাইতে না পারিলে, অন্য যে সময় তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্যকর বোধ হয়, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য থাকে তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য হ্রাসিত হইত কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার হ্রাস করা যায়, তবে পূর্ক গড় মূল্যের সহিত বর্দ্ধিত গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত নূতন হারের তদনুপাত উক্ত অনুপাত থাকিবে না, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত ধার্য করা হার বর্তমান হার অপেক্ষা টাঁচার চারি আনার অধিক হইবে না।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্মচারী ঐ তালিকা প্রস্তুত করিলে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয় হয়, সেই স্থানের প্রচলিত মেনীয় তামার তিনি, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে ২ যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত স্থানে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখাসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে তিনি ঐরূপ রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি প্রকাশ করিবার পর এক মাস মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন; এবং রাজস্ব কর্মচারী আসেসরদের সাহায্যে ঐরূপ আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং তালিকা পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি করা না গেলে অথবা আপত্তি করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি হইলে পর, রাজস্ব কর্মচারী খণ্ডের কমিশনার সাহেবের দ্বারা রেভিনিউ বোর্ডে উক্ত তালিকা অনুমোদনের নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্যবিবরণ, প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার হেতু লিখিয়া রিপোর্ট ও যে ২ আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

তাহা হইলে যেমিনিষ্ট
বোর্ডের কাব্যপ্রণালী
কথা ।
পাঠান যার বা পরে যে কোন আপত্তি
সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা
অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত মোকদ্দমা কিরাইয়া
দিতে পারিবেন ।

১৩০ ধারা। বোর্ড হারের তালিকা অনুমোদন করিলে, উহা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রেরিত হইবে। উক্ত গবর্ণমেন্ট যে কোন লিখিত আপত্তি প্রাপ্ত হইল, তাহা নিবেচনা করিয়া দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উহা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ করিলে এইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন, যে উক্ত তালিকা বৎসংশোধিত তালিকা হইতে স্থানে বর্ত্তিবে সেই স্থানের নির্দেশ সহিত রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

১৩১ ধারা। কোন স্থান সংক্রান্ত ডালিকা পূর্ন
পারানো যে তারিখে ঐরূপে
ডালিকা বহু কাল
এবল থাকিবে তাহার
কথা।
অবধি এবল হইবে, এবং
প্রকাশ করিবার সময়ে স্থানীয়
গবর্নমেন্ট পনের বৎসরের অস্থায়ী বা ত্রিশ বৎসরের
অনধিক বহু কাল এবল থাকিবার আদেশ করেন, তত
কাল এবল থাকিবে।

১৩২ খারগ। ১৩০ খারগতে তালিকা প্রকাশ করা
গেলে তাহা এই আইনমত
তালিকা নিম্নোক্ত প্রমাণ
বহিঃস্থ কথ্য।
হইবে, অর্থাৎ,—

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কাগজ এই আইন অনু-
সারে বর্ণান্বিত করা হইয়াছে ; এ২২

(২) এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক প্রেক্ষীর ভূমির নিদিষ্ট তালিকার যে তার দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত তালিকা যে স্থানে বসে, সেই স্থানের অন্তর্গত ঐ প্রেক্ষীর ভূমির জন্য দখলীঅধিবিধিষ্ট রায়তদের দ্বারা উপযুক্ত ও ন্যায্য হার।

১৩৩ ধারা। কোন স্থানের মিস্ত্রিত হাবের তালিকা-
মাত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত
তালিকা প্রস্তুত করিতে
যে খরচ পড়ে তাহা বে-
রুপে দিতে হইবে তাহার
কথা।
সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং
যে সকল কর্মচারীরা আপন
স্বাক্ষরী কর্ম্মতিরিক্ত উপা
প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন
তাঁহাদের বেতনের যেরূপ
অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েই নিরূপণ করেন, সেইরূপ
অংশ সমেত এই তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেন্টের যে
খরচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েই বেরণ
হারহাতিমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহাতিমতে
উক্ত স্থানের মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রায়ভেরা ও জুয়াখি-
রীরা দিহেন; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত খরচের হারহাতি-
মত যে অংশ দিতে হইবে, তাহা তাহার নো বাকী ভূমির

রাজবের ন্যায় তাঁহার হানে আগ্নেয় করা হইতে পারিবে।

১৩৪ ধারা। পূর্বে কএক ধারামতে কোন স্থানে কোন
 তালিকা প্রবল থাকিলে, উক্ত
 যেখানে তালিকা প্রবল
 থাকে সেখানে খাজানা
 বৃদ্ধির বোকদ্দমার কথা।
 স্থানের অন্তর্গত যে যোঁত কোন
 দখলী স্বত্বাবলিষ্টে রায়ত মুহা-
 ররূপ খাজানা দিয়া ভোগ করে,
 সেই বোতের ভূস্বাদিকারী তৎকালে দেয় খাজানা এই
 বলিয়া বৃদ্ধি করিবার বোকদ্দম উপস্থিত করিতে পারি-
 বেন, যে তালিকার নির্দিষ্ট হারে যে খাজানা দেয়
 হয় উহা তদপেক্ষ কম। তাহা হইলে আদালত তালি-
 কার নির্দিষ্ট হারানুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু

১৫।—রাস্তা কিসা তাঁহার স্বাৰ্ধগত পূৰ্ব্বাধি-
কারী ভূমি ভোগ করিতে আরম্ভ করিবার পরে ভূমিতে
যা ভূমিস্বত্বকে যে পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে, ভূমি-
মিত্র যদি যোক্তের অন্তর্গত কোন ভূমির খাজানা এই
ধারায়তে উচ্চতর ভাবে ধাৰ্য্য করিতে হয়, এবং উক্ত
পরিবর্তন না ঘটিলে যদি তাকা এই ধারায়তে নিম্নতর
হারে ধাৰ্য্য করা বাহত, তবে নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে.
যথা,—

(ক) যদি কেবল রাইতের বা তদীয় স্বার্থগত শুল্কসিকারির পরিপ্রেক্ষে বা পরে এই পরিদর্শন ঘটিল থাকে, তবে আদালত নিম্নতর হারে ঐ ভূমির খাজনা ধার্য্য করিবেন ;

(খ) যদি অংশতঃ ভূমাদিকারির কিস্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারির পরিপ্রায়ে বা খরচে, এবং অংশতঃ রায়েভের কিস্বা তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারির পরিপ্রায়ে বা খরচে ঐ পরিবর্তন ঘটয়া থাকে, তবে আদালত মোকদ্দমার সমুদয় ভারগতিক বিবেচনায় যাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, উচ্চতর হার ও নিম্নতর হারের মধ্যবর্তী এরূপ হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধায়া করিবেন; এবং

(গ) ভূমিধিকারি বা রায়তের কিম্বা তাঁতাদের কাছারও স্বাধীনত পূর্নধিকারির পরিভ্রমে বা ধরতে উক্ত পরিভ্রম ঘটিলক্ষে, যদি ইহার প্রমাণ না হয়, তবে আদালত উক্ত ভর ও নিম্নতর হারের অমুরের অর্ধেকের সহিত নিম্নতর তার যোগ করিয়া সেই হারে উক্ত ভূমির খাজানা ধাৰ্য্য করিবেন।

৩য়:—এই ধারাদ্বারা যে হার খাটে, চুক্তি বা দেশা-
চারক্রমে কিম্বা কোন ন্যায় কারণে রায়ত ভদ্রলোক
নিম্নতর হারে ভোগ করিবার অধিকারী ইহা প্রদান
করিলে, আদালত নিম্নতর হারে খাজানা ধার্য্য
করিবেন।

৩য়।—এই ধারামতে খাজানাহক্কির যে সকল ভিক্টরী হয়, তাৎপ্রতি ৪৯ ধারা বর্ত্তিবে; এবং খাজানা প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই হেতু কিস্তী মূল্যাহক্কি হেতু ধরিয়। ৫ অধ্যায়মত খাজানাহক্কির মোকদ্দমা হইলে যেদফ হইত, সেইরূপ এই ধারামত সমুদয় খাজানাহক্কির মোকদ্দমার প্রতি ৫০ ধারা বর্ত্তিবে।

উদ্ভিদ ১

(ক) কোনও প্রকারের জমির জন্য তালিকার এইরূপ
হার লিখিত আছে,—

କୂଳ ହରିତେ ତୁଷିତେ ଜନନେତ୍ର କରା

গেলেন

... একর প্রতি ৪ টাকা ।

একশে জনগেছক করা যা গেলে... একশ প্রতি ২ টাকা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইত আশ্রয়, বলরাম, চন্দ্র ও দীপ-
বাথের যোত, এই প্রকারের ভূমি। এই যোতের অন্তর্গত ভূণ
হইতে ভাণ্ডে জলসেচন হয়।

আশ্রয়ের যোতের ভূণ পুরাতন, প্রজাপত্নীস্বত্বের পূর্বে
হইতে আছে। বলরামের যোতের ভূণ প্রজাপত্নীস্বত্ব হইবার পূর্বে
ভূমিধিকারী প্রস্তুত করাইয়াছেন। চন্দ্রের যোতের ভূণ বারত
প্রস্তুত করাইয়াছেন। দীপবাথের যোতের ভূণ ভূমিধিকারী
ও রাইত প্রত্যেক পরিবার ও বালিশালার কিয়দংশ ভিন্ন
প্রস্তুত করাইয়াছেন। আশ্রয় ও বলরামের যোতের
খাজানা একর প্রতি ৪২ টাকা করে, চন্দ্রের যোতের খাজানা
একর প্রতি ২২ টাকা করে, এবং দীপবাথের যোতের খাজানা
২২ টাকা ও ৪২ টাকা এই উভয়ের সম্যবতী যে হাব
আদানভ উপযুক্ত ও ব্যাঘ্য বিবেচনা করেন, সেই করে
ধার্য করিতে হইবে।

(খ) কোষ এক প্রকারের ভূমির বিশিষ্ট ভালিকার যে
ধার নিখিত আছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :—

কোষ মণীর শাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জল সেচন করা গেলে ... একর প্রতি ৪২ টাকা।

এরূপে জল সেচন করা না গেলে ... একর প্রতি ২২ টাকা।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইত দেশায় ও বানবের যোতের ভূমি
উক্ত প্রকারের, এবং তাহাতে চন্দ্র বৎসর পূর্বে এই ভূণ জল
সেচন করা যাইত না, কিন্তু এই সময়ে মিঃ টম্ব একটা মণীর
গতি পরিবর্তন হওয়াতে এই যোতের পার্শ্বে নূতন একটা
বটীশ খা হয়। দেশায় পঞ্চাশ বৎসর আগবার যোত দখল
করিয়াছেন, বানব ত্রিশ বৎসর যাত্র। দেশায়ের যোতের
খাজানা ৫২ টাকা করে এবং বানবের যোতের খাজানা ৪২
টাকা করে ধার্য করিতে হইবে।

১২শ অধ্যায়।

ভূমিধিকারী নিজ জমী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

১৩৫ ধারা। ভূমিধিকারী গবর্ণমেন্ট সময়ে এইরূপ আদালত-
সূচক আবেদন করিতে পারিবেন

ভূমিধিকারী নিজ জমী
ভরণ ও লিপিবদ্ধ
করিবার আবেদন হইতে ভা-
নী গবর্ণমেন্টের কর্মচার
কথা।

যে, কোন নির্দিষ্ট স্থানে ৩০
ধারা। যম্মাখারী ভূমিধিকারী
নিজ জমী বলিয়া যে সকল জমী
থাকে, কোন রাজস্ব কর্মচারী
তাহা ভরণ করিয়া লিপিবদ্ধ
করেন।

১৩৬ ধারা। ভূমিধিকারী নিজ জমী বলিয়া কোন জমী
কথিত হইলে, উক্ত জমীর ভূমি-
ধিকারী বা কোন প্রকার প্রাধিকার-
মতে ও খরচের ব্যয় টাকা কাঁদ-
শাক হয়, তিনি সেই টাকা
আদান করিলে, কোন রাজস্ব
কর্মচারী এতদর্থে স্থানীয় গব-
র্ণমেন্টে যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও
তদনুসারে উক্ত জমী ভূমিধিকারী নিজ জমী কি না, হওয়া
নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

ভূমিধিকারী বা প্রকার প্রা-
ধিকারিতে নিজ জমীর
কথা লিপিবদ্ধ করিতে
রাজস্ব কর্মচারীর কর্ম-
চার কথা।

কথিত হইলে, উক্ত জমীর ভূমি-
ধিকারী বা কোন প্রকার প্রাধিকার-
মতে ও খরচের ব্যয় টাকা কাঁদ-
শাক হয়, তিনি সেই টাকা
আদান করিলে, কোন রাজস্ব
কর্মচারী এতদর্থে স্থানীয় গব-
র্ণমেন্টে যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও
তদনুসারে উক্ত জমী ভূমিধিকারী নিজ জমী কি না, হওয়া
নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১৩৭ ধারা। কোন রাজস্ব কর্মচারী পূর্বে দুই ধারার
কোন ধারায় কার্য্যার্থী হইয়া
করিলে, ১১৩, ১১৪, ১১৫ ও ১১৬
ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

নিজ জমী লিপিবদ্ধ
করিবার কার্য্যার্থী হইয়া
কথা।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম-
চারী নিম্নলিখিত জমী ভূমি-
ধিকারী নিজ জমী বলিয়া লিপি-
বদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাড, মের, নিজ, নিজ যোত
বা কামাত বলিয়া ভূমিধিকারী নিজে আদান সরঞ্জাম
ধারা বা আদান চাকর ধারা বা মেওনতোগী মজুর ধারা
এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে ক্রমাগত
বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই
জমী, এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রাধিকারক্রমে ভূমিধিকারী
খামার, জেরাড, মের, নিজ, নিজ যোত বা কামাত জমী
বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূমিধিকারী নিজ জমী বলিয়া লিপি-
বদ্ধ করা উচিত কি না, হওয়া নিরূপণ করিতে হইলে,
উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের
মার্চ মাসের ৩ তারিখের পূর্বে ভূমিধিকারী নিজ জমী বলিয়া
বিবেচন করিয়া এই জমী জমা মেওন হইয়াছিল কি না
এই কথা প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যাবৎ বিপরীত
দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূমিধিকারী নিজ জমী
নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূমিধিকারী নিজ জমী কিনা, এবিষয়ে
দেশানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব
কর্মচারীর কাগজপত্র প্রদর্শন করিবে এবং ধারার
যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তাৎপ্রতি দৃষ্টি
রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

কোক করিবার বিধি।

১৩৯ ধারা। কোন রাইতের বা কোর্কা রাইতের
ভূমিধিকারী বা কামাত
যে ২ বৎসর কোকের
প্রথাগত করা যাইতে
পারিবে তাহার কথা।
পাওনা হইলে, ও এক বৎসরের
অধিক কাল পাওনা হইয়া না
থাকিলে, এবং তৎক্ষণাত ভূমি-
ধিকারী কোন আদান না লইয়া থাকিলে, উক্ত ভূমিধিকারী
আদানহতে অন্য যে প্রতিকার পাঠিতে পারেন, তদাতি-
রিক মেওনানী আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া এই
প্রার্থনা করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত এই কু-
কের দখলে রাখা আছে,

(ক) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমি অন্য উৎপন্ন
এ যোতে কাটা বা ভোগা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোন শস্য বা ভূমি অন্য উৎপন্ন
উক্ত যোতে অধিকাংশ, এবং কাটা বা গোলা গিয়া এই
যোতে বা শস্য অধিকার স্থানে, কিবা (ক) দুই হইতে
(বা তিন) শস্য মাড় হই প্রকৃত করিয়া স্থানে
রাখ হইয়াছে,

তাহা কোক করিয়া উক্ত বা কামাত আদান
করেন।

কিন্তু

(১) জমি রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৬
সালের আইনসমত অর্থকরণাধিকারী ভূমিধিকারী
বা কার্য্যার্থীর কথা তদীয় বন্ধকগ্রহীতার নাম ও যে

তুমি সম্বন্ধে বাকী খাজানা পাওনা হয় সেই ক্ষেত্রে তাঁহার আর্থের পরিমাণ যদি উক্ত আইনের বিধানমতে রেজিস্ট্রী করা না হইয়া থাকে, তবে ডেপুটি কমিশনার

(২) পূর্বে কৃষি বৎসরে যোতের নিমিত্ত দেয় খাজানার অতিরিক্ত যে কোন টাকা লিখিত চুক্তিতে কিম্বা এই আইনমত বা এতদ্বারা রহিত করা কোন আইনমত কার্যক্রমে দিতে না হয়, সেই টাকা আদায়ের নিমিত্ত; কিম্বা

(৩) যোতের যে কোন অংশ প্রজা ভূস্বামিকারীর লিখিত সম্মতি লব্ধ পটীও বিনি করিয়াছে, সেই অংশের উপর সম্বন্ধে,

এই ধারামতে দরখাস্ত করা যাইবে না।

১৪০ ধারা। (১) পূর্বে যে পাঠ্যদ্রব্য লিখিত হইবে তাহার কথা। ধারামতে প্রত্যেক দরখাস্তে এই এই বিশেষ কথা লিখিত থাকিবে,—

(ক) যে যোত সম্বন্ধে বাকী খাজানার দায়িত্ব হয় তাহা এবং তাহার সীমা অথবা তাহা বাহাতে চেনা যায় এরূপ অন্যান্য রূপান্তর;

(খ) প্রজার নাম;

(গ) যে কালের বাকী খাজানার দায়িত্ব হয়, তাহা;

(ঘ) যত টাকা বাকী খাজানা এবং তাহার উপর যত দায়িত্ব থাকিলে, সেই মুদ্রা এবং পূর্বে কৃষি বৎসরে প্রজার দেয় খাজানা অথবা অধিক টাকা দায়িত্ব করা গেল, যে চুক্তি বা স্থল বিশেষে, আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে এই টাকা দেয় হয়, তাহা;

(ঙ) যে উপর ক্রোক করিতে হইবে, তাহার তার ও আনুমানিক মূল্য;

(চ) যে স্থানে উহা পাওয়া যাইবে, তাহা কিম্বা উহা চিনিবার নিমিত্ত অন্য যে রূপান্তর হয়, তাহা; এবং

(ছ) উহা জমিতে থাকিলে বা সংগ্রহ করা না গিয়া থাকিলে, যে সময়ে উহা কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, সেই সময়।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আদেশ আবেদনপত্রে যত্নে স্বাক্ষর করিতে ও সভাপাঠ লিখিতে হয়, পূর্বোক্তরূপ প্রত্যেক দরখাস্তে সেইরূপ স্বাক্ষর করিতে ও সভাপাঠ লিখিতে হইবে; এবং প্রকৃত সভাপাঠ দরখাস্তে যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহা সভাপাঠকারী ব্যক্তি দিয়া বনিয়া আসেন বা বিশ্বাস করেন, কিম্বা যাহা সভা বলিয়া আসেন না বা বিশ্বাস করেন না, তবে দিয়া সাক্ষা দিবার বা প্রত্যাহার করিবার দায়িত্বক বৎসরে বা আইন প্রণয়িত থাকে সেই আইনের বিধানানুসারে এই ব্যক্তির দায়িত্ব হইতে পারিবে।

১৪১ ধারা। (১) দরখাস্তকারী পূর্বে ক্রোক ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করিবার সময় দরখাস্তের কার্য পক্ষে সাক্ষররূপ কোন দলীল আবেদন বিবেচনা করিলে, তাহা উক্ত আদালতে দাখিল করিতে পারিবে।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে দরখাস্তকারিকে পুনীকৃত করিতে পারিবে, ও যত দূর সাধ্য কম বিলম্ব করিয়া দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিবে, কিম্বা তাহার প্রতিপোষণার্থে অধিকার সাক্ষা দিবার নিমিত্ত দরখাস্তকারীর প্রতি অসম্মতি দিতে পারিবে।

(৩) আদালত (২) প্রকরণমতে দরখাস্ত অগ্রাহ্য গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে না পারিলে, যদি উচিত বোধ করেন, দরখাস্তের লিখিত শর্ত ক্রোক করিবার আদেশ জারী হইবার কিম্বা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবার অপেক্ষায় এই শর্ত স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ করিতে পারিবে।

(৪) যে সময়ে ডেপুটি শাস্য কাটা বা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা, তাহার অনেক কাল পূর্বে এই শর্ত ক্রোক করিবার আদেশ করা গেলে, আদালত যত কাল উচিত বোধ করেন তত কাল এই আদেশ জারী করণ দ্বারা রূপান্তরিত পারিবে, এবং উচিত বোধ করিলে ক্রোকের আদেশ জারী হইবার অপেক্ষায় এই শর্ত স্থানান্তর করা নিষেধ করিয়া আর এক আদেশ করিতে পারিবে।

১৪২ ধারা। পূর্বে ধারামতে দরখাস্ত গ্রাহ্য করা গেলে, আদালত তালিমিত্ত উক্ত ক্রোক করিবার আদেশ পরামর্শাদি অথবা প্রস্তাবাদির জারী হইবার কথা। অংশ উচিত বোধ করেন, সেই অংশ ক্রোক করিবার নিমিত্ত একজন কর্মচারী প্রেরণ করিবেন; এবং এই উপর শাস্যাদি যেখানে থাকে, উক্ত কর্মচারী সেই স্থানে গিয়া আদালত প্রদত্ত আদেশ বা আদেশের পক্ষে তাহা অন্য কোন ব্যক্তির জিহ্মান রাখিয়া এবং হাই কোর্ট সেই সময়ে যে দিহ্য করেন, তদনুসারে ক্রোকের বিজ্ঞপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই উপর শাস্যাদি ক্রোক করিবেন।

কিন্তু যে উপর শাস্যাদির তার বিবেচনার তাহা সঙ্কট বা দরখাস্ত রাখা যায় না, সেই শাস্যাদি কাটিবার বা সংগ্রহ করিবার গোণ্য হইবার পূর্বে বিশ দিনের নূন কোন সময়ে এই ধারামতে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

১৪৩ ধারা। (১) ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোক করিবার সময়ে পাওনা বাকী দায়িত্ব ও হিসাব খাজানার ও ক্রোক করিবার খরচের দায়িত্ব লিখিত বাকীদারের উপর জারী করিবেন এবং যেহেতু ক্রোক করা যায়, তাহা দর্শাইয়া এই সময়ে এক হিসাব দিবে।

(২) যে স্থলে ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন, যে বাকীদার হাজী অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোককৃত সম্পত্তির মালিক, সেই স্থলে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপরও দায়িত্বের ও হিসাবের নকল জারী করিবেন।

(৩) দায়িত্ব ও হিসাব সাধ্য হইলে যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে, নিজ তাহা কই দেওয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে সেই ব্যক্তি পলাইলে বা গোপনে থাকিলে, কিম্বা অন্য কারণে তাহাকে পাওয়া যাইতে না পারিলে, তখন সত্বেও যে ব্যক্তি বাদ করেন সেই ব্যক্তি বিচারে উক্ত কর্মচারী উক্ত দায়িত্বের ও হিসাবের নকল লাগাইয়া দিবে।

১৪৪ ধারা। (১) এই ধারায় ক্রোক হইলে তাহাতে কোন শস্যাদি কাটিতে বা ভুলিতে বা গোলাজাত করিতে কিম্বা তাহা উপযুক্ত-রূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কাণ্ড করা আবশ্যিক হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তির বাধা হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পূর্বোক্ত কাণ্ড করিবার স্বত্ব থাকে, যথাকালে সেই ব্যক্তির ক্রটি হইলে, ক্রোককারী কর্মচারী ক্রোককৃত ক্ষেত্রস্থ কসল বা অসংগৃহীত শস্যাদি পাঠিলে কাটাইবেন বা সংগ্রহ করাইবেন, এবং গোলা প্রভৃতি যে স্থান হ্রদর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, উদ্ধার কিম্বা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানান্তরিত হইলে এই কসল প্রভৃতি সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন, কিম্বা তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু আবশ্যিক হয় তাহা করিবেন।

(৩) উক্ত স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারীর জিম্মায় কিম্বা তিনি এতদর্থে অন্য যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

১৪৫ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা সমেত দাবীর টাকা অবিলম্বে দাবী শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি ক্রোককারী কর্মচারী যোষণা-পত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে ক্রোককৃত সম্পত্তির বিশেষ বৃত্তান্ত এবং যে দাবীর জন্য উক্ত ক্রোক করা যায়, তাহা লেখা থাকিবে, এবং এত সম্বন্ধ দেওয়া যাইবে, যে তিনি ক্রোক করিবার পর তিন দিনের কম না হয় কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোককৃত শস্যের বা প্রবোর ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারিলে কিছু সঞ্চিত না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপে ধার্য্য করিতে হইবে যাহাতে এই দিনের পূর্বে এই শস্যাদি সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির বাকী খাজানার দায়িত্ব হয়, সেই ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন সুপ্রকাশ্য স্থানে এই যোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করা প্রত্যয় যেখানে থাকে সেই স্থানে নীলাম করা যাইবে, কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্মচারীর এরূপ ন্যস্ত হয়, যে নিকটস্থ সাধারণের সমাগমস্থানের স্থানে নীলাম হইলে, অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে নীলাম হইবে।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন প্রবোর ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহা কাটিয়া বা ভুলিয়া সঞ্চিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইবে না।

(২) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন প্রবোর ভাব বিবেচনায় তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, সেই সকল কসল প্রভৃতি কাটিবার বা ভুলিবার পূর্বে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রেতা নিজে কিম্বা এতদর্থে তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া এই কসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে ও তাহা কাটিতে বা ভুলিতে গেলে, যাহা কিছু আবশ্যিক হয়, তাহা করিতে স্বত্ত্বান হইবেন।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কর্মচারী বাহা পরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান করেন, তদ্রূপ এক বা অধিক লটে উক্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে; এবং ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমেত দাবীর টাকা উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, তৎকালে অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি বিক্রয় সঞ্চিত থাকি, নীলামকারক কর্মচারীর বিবেচনায় তাহার ন্যায্য মূল্য ডাক না হয়, এবং এই সম্পত্তির মালিক অথবা তাঁহার পক্ষে কাণ্ড করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্য্যন্ত কিম্বা নীলামের স্থানে হাট হইয়া থাকিলে, পরবর্তী হাটের দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিবার আর্থনা করেন, তবে উক্ত দিন পর্য্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য ডাক হউক না কেন বিক্রয় কাণ্ড সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক লটের মূল্য নীলামের সময়ে, ক্রেতার টাকা দিবার কিম্বা নীলামকারক কর্মচারী তৎপরে যত শীঘ্র দিবার আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে; এবং এরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৫১ ধারা। সমস্ত ক্রেতার টাকা দেওয়া গেলে, ক্রেতাকে যে সর্টিকিকেট দেওয়া যাইবে তাহার ক্রেতাকে এক সর্টিকিকেট দিবে। ক্রেতা যে সম্পত্তি ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য দিলেন, এই সর্টিকিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে নীলামকারক কর্মচারী ক্রোকের ও নীলামের খরচ দিবে। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে দিহি প্রণয়ন করিবেন, সেই বিধির নির্দিষ্ট খরচের হারানুসারে উক্ত খরচ করা যাইবে।

(২) যে বাকী খাজানার জন্য ক্রোক হয়, নীলামের দিন পর্য্যন্ত তাহার সুদ সমেত সেই বাকী খাজানা শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা এরোগ করা যাইবে; এবং কিছু উত্তর থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয় সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

১৫৩ ধারা। এই আইনমতে সম্পত্তি নীলামকারক কর্মচারীগণকে এবং তাঁহাদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্মচারীদের নীলাম করা কোন সম্পত্তি নিজে বা অন্যের দ্বারা ক্রয় করিবেন না।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করিবার পক্ষে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম হইবার পক্ষে কোন সময়ে যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বাকীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আদেশ দেন, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্মচারীর হস্তে ১৫৩ ধারামতে আরী করা দাবীপত্রের নির্দিষ্ট টাকা ও উক্ত দাবীপত্র আরী করা গেলে পর যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আদানত করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ আদালত পাইলে, উহা তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বাকীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বাকী খাজানার জন্য পরদত্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধতার প্রতিবাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ হানি পূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আদানত করিবার তারিখ অবধি এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আদানতী টাকা হইতে তাহার পাওনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টাকা আদানত করিলে, ভূম্যধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাহার প্রজার যোক্তা তাহার কোন অংশ পেটীও বিলি করিতে সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৫৫ ধারা। (১) উক্তন প্রজার ক্রটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্বে ধারামতে কোন টাকা দিলে, তাহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূম্যধিকারী বাকীদার না হইলে, তিনি তাহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে এরূপে উক্ত টাকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পর্যন্ত না পড়ে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্বে ধারামতে কোন টাকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টাকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন নাই, বাকীদারের হানে তাহা আদান করণার্থ তাহার যে মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটীও বিলি করা গেলে, যদি উক্তন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা। একই সম্পত্তিক্রোককারী উক্তন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায়মতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে উক্তন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে দত্ত ক্রোকের আদেশ এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের দত্ত আদেশ। এই উভয়র মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আদেশ প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আদেশক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম করা গেলে, নীলামের উপর উক্ত টাকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আদেশ দেন, সেই আদালতের অনুমতিবিনা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত অন্যরক্রোকের নিমিত্ত যে কোন আদেশ করেন, তাহার কতিপূরণের মোকদ্দমার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেহেতু ১৫৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অনুমতি নাই সেই হেতু ১৪০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়াতে যাণ্ডার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কতিপূরণ পাহারার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সাক্ষীর কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫৯। (১) তাই কোর্ট সময়ে২ স্থানীয় গবর্ণ-ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমার বতাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পণ্ডিত করিবার ক্ষমতা রাখা। যে কোর্টের অনুমোদনক্রমে এরূপ আদেশনুচক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিধি কোন অংশ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা বলিয়া কোন মোকদ্দমার প্রতিক্রিয়া এরূপ বিশেষ কোন অন্যর মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে না, কিম্বা বিধির নির্দিষ্ট পরিবর্তন সহকারে বর্ত্তিবে।

(২) এরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাদীনে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাদীনে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন এরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে।

১৬০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার দখল পাইবার মোকদ্দমা প্রচল করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাহার চেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারধীন স্থানের মধ্যে উল্লিখিত ভাড়া হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আত্ম-স্বীকৃত ক্ষমতাপূর্ণ হইলে, এই যোতের মতল পাঠানোর মোকদ্দমা গৃহণ করিতে যে আদালতের ক্ষমতা থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১৬১ ধারা। কোন ভূম্যধিকারীর যে কোন নায়েব বা গোবস্তা ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপূর্ণক্রেত্রে এতদর্থ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত ভূম্যধিকারীর স্বীকৃত যোত্রার বলিয়া গণ্য হইবে। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচারধীন স্থানের মধ্যে উক্ত ভূম্যধিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার বিশেষ মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ রূপান্তর উক্ত ধারার নির্দিষ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিস্টারে না লিখিয়া বিশেষ এক রেজিস্টারে লিখিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদর্থ সময়োপযোগী নিদেশ করণ, সেই পাঠ প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত এই বিশেষ রেজিস্টারে রাখিবে।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় করিবার মোকদ্দমার নিম্নলিখিত বিধি খাটিবে।—

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ পর্যন্ত ধারা এরূপ কোন মোকদ্দমার খাটিবে না।

(খ) জাবানামাপত্র দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিখিত বিশেষ কথাগুলি অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত ভূমির অবস্থান ও মাপ ও পরিমাণ ও সীমা লিখিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ বা সীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল তিনু খায়া করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপর সমন আরী করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন প্রকারে আরী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে প্রতিবাদীর নামে শিরোনামা দিয়া ও তারওবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইনের ৩য় খণ্ডমতে রেজিস্টারী করিয়া পত্রদ্বারা ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা আরী করা হইতে পারিবে।

(ঙ) আদালতের অসুস্থতি বিনা বর্ণনাপত্র দাখিল করা যাইবে না।

(চ) আপীলের অসুস্থতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৯ ধারার সাক্ষীদের সাক্ষাৎ লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা খাটিবে।

(ছ) দাকীয়াখানার নিমিত্ত উল্লেখ করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে এই ডিক্রী আরী করিবার আত্মা দিতে পারিবেন।

(জ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২০২ ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন ভূম্যধিকারী বা দাকীয়াখানার যে ডিক্রী পান, সেই ডিক্রী যোগ্যে প্রত্যাহার করিয়া দেওয়া যায়, তাহার প্রতি ভূম্যধিকারীর সুবিগত স্বার্থ বজ্জিত না থাকিলে তিনি এই ডিক্রী আরী করিবার পরখাত করিবেন না।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে বাদীর নিকট আছে, তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট এই খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ মেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ এই উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ঐরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ অবিলম্বে এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর আরী করাইবেন।

(৩) এই তৃতীয় ব্যক্তি নোটিশ প্রাপ্ত হইবার তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিকল্পে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এই টাকা প্রদান বিবেচ্য করণার্থ আত্মা না পাঠিলে, বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

(৪) যদি কে (৩) প্রকরণমতে যে টাকা দেওয়া যায়, তাহার স্থানে তাহা পাঠানোর ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এই স্বত্বের বিষয় হইবে না।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানার বাবদ তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে, কিন্তু উত্তর দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার পাওনা হইয়াছে, তবে আদালত, যাবৎ প্রতিবাদী আদালতে ঐরূপ মেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাবৎ এই উত্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৬৬ ধারা। পূর্বে দুই ধারার কোন ধারামতে কোন প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিতে পারী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে এই টাকা কিস্তিক্রমে দিবার আত্মা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উত্তর গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন আদালতের রসীদ প্রতিনিয়মিত আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিনিয়মিত রসীদ দিবেন; এবং বাদী বা দলবিশেষে তৃতীয় ব্যক্তি রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাকী খাজনার নিমিত্ত বিক্রয় হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে বিক্রয় হইবে।

১৬৮ ধারা। কোন স্থানে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বিক্রয় দাওয়াবিশিষ্ট পক্ষদের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রশ্নের খাজনা রক্ষি বা পরিবর্তন করিবার স্বত্ব সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডিশ্যনাল জজ কিম্বা সর্ভিসেন্ট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এই ধারামতে চূড়ান্ত বিচারাপত্যক্রমে কার্য্য করিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে খাজনা পাইবার নিমিত্ত ভূমি-কারী মোকদ্দমার উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমার প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কার্য্য-কারকের আশ্রমমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তাহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়া-ছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে গিয়া বে-আইনীমতে বা গুরুতর অনিয়মসহকারে কার্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সম্বন্ধে এই ধারা থাকে, কোন মোকদ্দমায় পূর্বেক্রমণ কোন বিচার-সম্পর্কীয় কার্য্যকারক তদ্রূপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী ফলব করিতে পারিবেন; এবং যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আটমাস মধ্যে যে খাজনার ডিক্রী কোন মোকদ্দমার উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমার এই আইন-মতে খাজনার রক্ষি করিবার ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পর-বর্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলবৎ হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ চারি মাসে যে কোন মোক-দ্দমার উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলবৎ হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলবৎ হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পরেও সেই তারিখ নির্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

১৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা এক্ষণে ভূমি ব্যবহার করিতে, তাহাতে তাহা প্রজা-সম্পত্তি দণ্ড হইবার স্বত্বসংক্রান্ত কাগজের অনুপ-প্রতিকারের কথা।

গোষ্ঠী হয়, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম প্রজ করিয়াছে, তাহাভঙ্গ হইলে, ভূমিধিকারির সচি-তাচার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত অনু-সারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এত হেতু ধরিয়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিমিত্তকরণ, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূমিধিকারী ঐ প্রতি-কার করিবার নিমিত্ত প্রজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত হানি বা নিমিত্তকরণের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত প্রজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ করা যাইবে, নতুবা নহে।

(২) এইরূপ কোন মোকদ্দমার ভূমিধিকারীর অনু-কূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিয়মভঙ্গ অন্য যুক্তিসিদ্ধমতে বাদীকে যে হানিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকা পরিমাণ এবং আদালতের বিবেচনার উক্ত হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য কি না এই কথা প্রকাশ থাকিবে, এবং প্রতিবাদী যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে দিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিয়ম-ভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন, উক্ত ডিক্রীতে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়েই রক্ষি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সম-য়ের বা (দলবিশেষে) বর্জিত সময়ের মধ্যে যদি প্রতি-বাদী ডিক্রীর লিখিত হানিপূরণের টাকা দেন, এবং হানি বা নিয়মভঙ্গ প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের ক্ষমতামতে সেই হানি বা নিয়মভঙ্গের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে প্রত্যেক রায়তকে কোন গোত হইতে উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে।—

(ক) উক্ত রায়ত ঐ যোতের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপ-নার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে শস্য বপন বা রোপণ করিয়া থাকিলে, তিনি ভূমিধিকারীর ইচ্ছামতে, হয় উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থ ঐ ভূমি দখলে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নয় উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আশ্রয়মতে ঐ পস্যের মূল্য ভূমিধিকারীর হানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে আপন যোতের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আশ্রয়মতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

ভাটার যে পরিমাণ ও মূল্য লগিয়াছে, ভাটার মূল্য ও ঐ মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ মূল্য তিনি উক্ত ভূম্যধিকারীর কাছে পাইতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূম্যধিকারী কোন রাষ্ট্রের উচ্ছেদ নিষিদ্ধ আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রাষ্ট্র স্থানীয় রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারামতে উক্ত ভূমি দখলে রাখিতে কিম্বা তৎক্ষণাৎ টাকা পাইতে অত্বান ইহা বৈধ নহে।

(ঘ) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রাষ্ট্রকে কোন ভূমি দখলে রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি দখলে রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও দখলকরণার্থ উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালত বেরূপ খাজানা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রাষ্ট্রত ঐ ভূম্যধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উচ্ছেদ করিবার সময় মোকদ্দমার ও আনুষ্ঠানিক কার্যে

উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের দাওয়ার নিষ্পত্তি হইবার কথা।

এই আইনমতে প্রজা ও ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রজার বিরুদ্ধে ভূম্যধিকারীর কিম্বা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে প্রজার যে সকল দাওয়া থাকে, আদালত ভাটার অত্বান লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রজাকে ভূম্যধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূম্যধিকারী বলিয়া ভূম্যধিকারীকে প্রজার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আজ্ঞা হইলে, ও ঐ অতিরিক্ত টাকা দিবার সময়ে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উক্ত আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আজ্ঞার সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিবেন; এবং

উক্ত টাকা ঐরূপে দেওয়া না গেলে, আদালত প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অনন্যকারপ্রবেশকারীকে

উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোপ করেন তবে বিরুদ্ধে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর

দখলে যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নিয়ম উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রজার ভোগকৃত ভূমির দখল যিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা

নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূম্যধিকারীর বা প্রজার

প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিরূপণ করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও সীমা;

(খ) তিনি যে জমীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি তালুকদার কি অবস্থারিত হারে ভূমি ভোগকারী রাষ্ট্রত কি দখলীস্বত্বাধিকারী রাষ্ট্রত কি দখলীস্বত্বশূন্য রাষ্ট্রত কি কোফা রাষ্ট্রত, এবং তালুকদার হইলে, তাহার খাজানা হক্কি করা যাইতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনার ইহার মধ্যে কোন বিষয় স্থানীয় তদন্ত বিনা সন্তোষজনকরূপে নিরূপণ করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্মচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিবরণ আইনের ২৫ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত লন।

(৩) এই ধারামতে কোন প্রার্থনার উপর যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারবে।

১৫শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত ডিক্রীমতে বিরুদ্ধের বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য বোত তাহার বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে দার অসিদ্ধ করণ বিরুদ্ধ করা গেলে “সংরক্ষিত সম্বন্ধে জেতার দাওয়ার ক্ষমতার কথা।” বলিয়া এই অধ্যায়ে সেই সংরক্ষিত নির্দেশ করা গেল সেই সংরক্ষিত মানিয়া এবং “দার” বলিয়া এই অধ্যায়ে যে সংরক্ষিত নির্দেশ করা গেল, তাহা অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, জেতা ঐ বোত গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমতে রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দার ঐরূপে অসিদ্ধ করা যাইবে না;

(খ) অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কার্য করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত সংরক্ষিত বার্ষিকের কথা।

সংরক্ষিত বার্ষিকের কথা।

(ক) যে কোন পেটাত তালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাত তালুক কোন চলিত কিয়ৎকালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত বন্দোবস্তের মিয়াদ পর্যন্ত অবস্থারিত খাজানা দায়ী তালুক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা, কিম্বা অনারূপ স্থায়ী ইमारতাদি নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খাল, তল, লয়, শূশান বা গোরহাল করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাট্টাই স্বত্ব;

(ঘ) দখলী স্বত্ব;

(৬) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে বাণ্য মাধ্যম ও ব্যক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিধিষ্ট কোন রায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(৮) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত দিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিংবা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বাধিকারী যাহা স্ফুট করিতে প্রত্যেক স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অনু-মতি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব তা' স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্যপক্ষে,

“দায়” ও “রেজি-
ষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত
দায়” শব্দের অর্থ।

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে
“দায়” শব্দ ব্যবহৃত হইলে,
প্রজা আপন যোতের উপর
কিন্তু আপন স্বার্থ সঙ্কোচ

করিয়া যে কোন দায়, পেটা ও প্রজাস্বত্ব, স্বাহ্ম্য-
ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব বা স্বার্থ স্ফুট করিয়া থাকেন,
ও যাহা পূর্বে ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা
বুঝাইবে।

(খ) দেশবাকী খাজানার ডিক্রী জারীকমে
যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত
সম্বন্ধে “রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” এই শব্দ
ব্যবহৃত হইলে, রেজিষ্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্ট্রী করা
গিয়াছে, এবং যাহার নকল বাকী খাজানা পাওনা
হইবার পূর্বে অস্থান তিন মাস থাকিতে পশ্চাত্তিথিত
বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই
নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় স্ফুট করা হইয়া থাকে,
সেই দায় বুঝাইবে।

১৭৮ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বাকী
খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী চাইলে, এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক
আইনের ২৩৫ ধারামতে ডিক্রী জারীকমে উক্ত
যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত
যোতের বার্ষিক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চির-
স্থায়ী তালুক হইলে, ওয় অধ্যায়মতে রক্ষিত রেজিষ্ট্রের
যে অংশ এই তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল
মাখিল করিবেন।

১৭৯ ধারা। (১) পূর্বে ধারামতে কোন প্রার্থনা-
পত্রক্রমে কোন যোতের নীলাম
হইবার আজ্ঞা হইলে, দেও-
য়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী
বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারা-
মতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার
উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার
অতিরিক্ত এইরূপ কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে
যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত
তালুক প্রথমে রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত
নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায় সম্বলিত বিক্রীত
হইবে; নতুনা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন
দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলাম করা যাইবে, এই দিনের নোটিস যথাবিধি দিতে
হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্ববিধিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায়
অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত বিক্রীত হইবে।

(২) উক্ত আইনের ২৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে
এ ঘোষণা করা যাইবে। তদ্বির স্থানীয় গবর্ণমেন্ট
এতদর্শে সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই
প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ ধারা। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার
রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত
তালুক বিক্রয়ের ও তাহার কলের কথা।
নীলাম পূর্বে ধারামতে দেওয়া
গেলে, উহা রেজিষ্ট্রী করা ও
বিজ্ঞাপিত দায় সম্বলিত নীলামে
চড়ান যাইবে, এবং নীলামের
খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার

টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত
তালুক এরূপ দায় সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামখরিদার উক্ত তালুকের
উপর রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় তিন যে কোন
দায় থাকে, তাহা ১৮৪ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ
করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ ধারা। (১) পূর্বে ধারামতে যে কোন তালুক
নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিস্তৃত
যত টাকা পর্যান্ত ডাক হয়,
তাহাতে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও
খরচার টাকা দিতে যদি না
কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি

ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই
তালুক বিক্রয় করিতে চাঠেন, তবে নীলামকারী কর্ম-
চারী নীলাম স্থগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার
কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে সূতন
ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা আদান
হইবে, যে নীলাম স্থগিত করিবার তারিখ অবধি পনের
দিনের কম না হয়, ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই
ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমু-
দয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়
দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামতে নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ ধারা। যে যোতের অবধারিত খাজানা বা
অবধারিত হারের যো-
তের প্রতি পূর্বে কএক
ধারার বিধান বর্ত্তিবার
কথা।
খাজানার হার থাকে, তাহা
তালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্বে
কএক ধারা ঘেরণ বর্ত্তিত
সেইরূপ বর্ত্তিবে।

১৮৩ ধারা। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ব
বিধিষ্ট যোতের নীলাম হই-
বার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে,
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার
ক্ষমতাসহিত উহা নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করি-
বার ক্ষমতাসহিত দখলী-
স্বত্ববিধিষ্ট যোত বিক্রয়
করিবার ও তাহার কলের
কথা।

(২) এই ধারামতে নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির পূর্বে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এই দায় অসিদ্ধ করিতে চাহিলে, তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিয়া দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্মের নোটিশ দায়-ধারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদর্থে রেবিনিউ বোর্ড যে কী ধার্য্য করেন, উক্ত নোটিশ জারী করিবার নিমিত্ত সেই কী এরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিশ জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নির্দিষ্টমতে কোন কালেক্টরের নিকট করা গেলে, তিনি তদনুসারে নোটিশ জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে এই নোটিশ জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিস্তী বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা খাজনার ডিক্রীজারীকমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসিদ্ধ নীলামে চড়াইবার পূর্বে রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং এরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত কিস্তী, স্বত্ববিশেষ, উক্ত বিশেষ শ্রেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ের পূর্বে কএক ধারামত নীলামের কার্য্যপক্ষে সর্ব্বোত্তমভাবে ভালুকের দায় গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাণ্ড প্রণালীবিশেষক আর্ডিনের ২২৫ ধারার নির্দিষ্ট বিধির পরিবর্তে নিম্ন-লিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) এই যোত বিক্রয় করাইতে ডিক্রীদারের যে খেচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খেচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর সে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীকমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা গোধ হইয়াও উদ্ধৃত থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত তিন বার মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি হয় মাসের অনধিক কাল পর্য্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, এই উদ্ধৃত টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উদ্ধৃত থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণার্থে দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাতক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাঠবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুলা বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী থাকা সময়ে ডিক্রী খাজানার ডিক্রীজারীকমে এই টাকা আদালতে দেওয়া যোত জোক করা মেনে, তৎপরেই কিস্তী ডিক্রীদার সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার শোধ হইয়াছে স্বীকার কিস্তী প্রণালী বিষয়ক আইনের করিলেই, যোত জোক ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্য্যন্ত ধারা হইতে মুক্ত হইবার কথা। খাটিবে না।

(২) এরূপ কোন ডিক্রীজারীকমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম ধরিতার ডাক গ্রাহ হইবার পূর্বে ডিক্রীমত খেচা ও নী-ম করিবার খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিস্তী আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোন করা হইয়াছে, এই হেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত জোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়মতে কোন যোত নীলাম করা গেলে, এই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার প্রণালী কথাক্রমে তাহার বিস্ম হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই যোতে যদি কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা এরূপ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) এরূপে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শতকরা ১২২ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তৎক্ষণাৎ উক্ত যোত তাঁহার নিকট বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় ছাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুদসম্মত শোধ করা না হয়, ভাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ উক্ত যোতের দখল লইতে ও উহা দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) এরূপ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাঠবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার বিস্ম হইবে না।

১৮৯ ধারা। বাকীদার উক্ত প্রকার বিক্রে ডিক্রী-
অধস্তন প্রজা আদালতে
টাকা দিলে তাহা খাজানা
হইতে কাটিয়া লইতে
পারিব।

আরীকমে এই অধ্যায়মতে
কোন যোত নীলাম হইবার
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং
নীলাম হইলে যে অধস্তন
প্রজার স্বার্থ অসিক্ত হইতে
পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিয়মার্থ আদালতে
টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতি-
কারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাহার নিজ ভূমাদিকা-
রীকে তাহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি
এরূপে প্রদত্ত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমাদিকারী বাকীদার-
না হইলে, তিনিও এরূপে তাহার নিজ ভূমাদিকারীকে দেয়
খাজানা হইতে এরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে
পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পছন্দ না পছন্দ
হইবে এইরূপ চলিবে।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
প্রণালী বিষয়ক আইনের ২২৪
ধারায় প্রকারান্তরের বিধান
থাকিলেও, যে ডিক্রীআরীকমে
এই অধ্যায়মতে কোন যোত
নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার
আদালতের অসম্মতি বিনা এ যোত ডাকিতে বা ক্রয়
করিতে পারিবেন।

(২) এরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতক
তাহা ডাকিবেন না বা ক্রয় করিবেন না।

১৯১ ধারা। দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষ-
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬
ধারায় কার্য না হইবার
কথা।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ
ভাগে প্রকারান্তরের বিধান
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন
যোতের উপর যাহাতে দায়
স্বষ্টি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং
উক্ত রেজিস্ট্রী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিস্ট্রী
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কাব্য-
কারকের নিকটে রেজিস্ট্রী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,
তবে তাহা উক্ত আইনমতে রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত
গৃহীত হইবে।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রজার
সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে
ভূমাদিকারীকে দায়ের
নোটিস দিবার কথা।
উক্ত যোতের উপর কোন দায়
স্বষ্টি হয়, কোন কার্যাকরক এই
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র
রেজিস্ট্রী করিলে, উক্ত প্রজার প্রার্থনামতে কিম্বা যে
ব্যক্তির অনুকূলে এ দায় স্বষ্টি হয়, সেই ব্যক্তির প্রার্থনা-
মতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদ্বারা যে কী দাখিল
করেন, তাহা তাহার স্থানে পাইলে, ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী

করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সমন
জারী করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে
ভূমাদিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল জারী
করাইয়া তাহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পতনী ডালুক নীলামের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত পতনী
ডালুকের পাওনা খাজানা
দিতে অসম্মতি হইলে, ভূস্বামী
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার
দায়ের স্থানে বাকী
খাজানা আদায়ের কথা।
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত
এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত
কএক ধারায় যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত ডালুকের
সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে,
বৎসরের প্রারম্ভে
নীলামের দরখাস্ত করি-
বার কথা।
অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা
বাকী হয়, তাহার পরবৎস-
রের প্রারম্ভে, ভূস্বামী কাল-
ক্টরের নিকটে দরখাস্ত দিতে
পারিবেন। পূর্বে ধারায় যে ২ ডালুকের উল্লেখ হইল,
তাঁহাদের সমুদয় বা কোন ডালুক সম্বন্ধে অত্রিক বৎসরের
কিসাবে ভূস্বামীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, এ
দরখাস্তে তাহা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর
কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও
ভৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া
হয়, তাহা বৈশাখ মাসের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া
না গেলে, বাকীদারদের ডালুক ঐ টাকা শোধ
করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা
যাইবে।

(৩) ভূস্বামী এরূপ আদায় এক খান নোটিস আপন
সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবেন, এবং স্থলবিধে
নোটিসের যে অংশ থাকে, সেই অংশের নকল বা উক্ত
নিম্নলিখিত যে কাছারীতে ঐ ডালুকের প্রধান কাব্য
চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের ডালুকের
অনীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তথায় উক্তরূপে
প্রচার করা যাইবে।

(৪) এই ধারামতে যে ২ নিয়ম নির্দিষ্ট হইল,
তাঁহাদের পালন নিমিত্ত কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন।

১৯৬ ধারা। (১) যকঃসঙ্গে যে নোটিস পাঠাইবার
আজ্ঞা হইল, তাহা এতদনু-
সারে নোটিস জারী করিবার
পেরাণ যাইয়া জারী করিবে।
এ পেয়াদা ভবিষ্যত উক্ত
বাকীদারের কিম্বা তাহার কার্যাব্যাহকের রসীদ লইয়া
আসিবে; অথবা তাহা পাইতে না পারিলে, ঐ নোটিস
ঐ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষাৎ-
স্বরূপ ভবিষ্যৎকালে স্থানবাসী তিনজন বাতকর
লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

(২) উক্ত প্রায়ের লোকে স্বাক্ষরপত্র আপ-
নাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার
করিলে, উক্ত পেরাদা নিকটস্থ মুন্সেফের আফিসে
কিন্তু মুন্সেফ না থাকিলে, নিকটস্থ পোলীস থানায়
যাইবে, এবং এই নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত
হইয়াছে, এবিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্বক শপথ করিবে।
এই মর্মে এক সর্টফিকেটে উক্ত কার্যকারকেরা স্বাক্ষর
ও মোহর করিয়া এই পেরাদাকে দিবে।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়া যদি
দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন
সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্তিক মাসের
১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন
বৎসরের মাঝখানে নী- মাসের শেষপর্ষ্যন্ত চলিত সনের
মাসের দরখাস্তের কথা। খ. আনার হিসাবে যে বাকী
টাকা পাওনা থাকে, তাহার
বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবে, এবং
বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে
প্রচার করা হইতে পারিবে। যত টাকা বাকী থাকিবার
ইস্তাহার দেওয়া যায়, যদি অগ্রহায়ণ মাসের ১ তারি-
খের পূর্বে তৎসমস্ত দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক
মাসের তলবসময়ে ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়,
যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্তিক মাসের শেষ
দিন পর্যন্ত কিস্তিবন্দী অনুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের
চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম
হইবে।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী
খাজানা পাওনা আছে বলিয়া
তালুকদার তলবসময়ে কথিত হইলে, তৎসমস্ত পূর্ব
আপত্তি করিলে কার্য- কএক ধারায়তে নোটিস দেওয়া
প্রণালীর কথা। গেল, উক্ত তালুক নীলামের
নিমিত্ত এই নোটিসে যে তারিখ ধার্য থাকে, সেই তারি-
খের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা
কোন অংশ সমস্তে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট
দরখাস্ত দিতে পারিবে।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণমতে দরখাস্ত পাইলে,
ভূস্বামীর নিকট সমস্ত দিবে, তাহাতে সমস্তের
নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম
কেন হুগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন
তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে
ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কালেক্টর সাধা
হইলে উভয় পক্ষের কথা কিন্তা ভাষায়া হাজার উপস্থিত
থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মধ্যে যে
বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে
তাঁহার সমাধান করিবেন।

(৩) নীলামের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে যদি
কালেক্টর এইরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া
হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি
ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন
যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা
নাই, তবে তিনি তদনুসারে তলব কমাইয়া দিবে; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কার্যানুষ্ঠান পক্ষে
চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণে
নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর
করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ যৌকদম
উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর
করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৯৯ ধারা। পূর্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে
বাকী টাকা আশ্রয়িত তালুক সম্বন্ধে পূর্ব কএক ধারা-
করা না গেলে তালুক মতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে,
নীলাম হইবার কথা। সেই তালুক নোটিসের নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম করা যাইবে;
কিন্তু পূর্ব দিনের সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে তলবের টাকা
অথবা পূর্ব ধারায়তে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই
কমান টাকা ভূস্বামীর দ্বারা দিবার নিমিত্ত বাকীদার
বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আশ্রয়িত
করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ ধারা। (১) পূর্ব কাছারীতে যে নোটিস
নীলাম হইলে, যে লাগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের
নিষ্পত্তি মানিতে হইবে, সময়ে তাহা নামায়া কেলিতে
হইবে, এবং লাটগুলি নোটিসে
যে ক্রমে লেখা থাকে, সেই
ক্রমানুসারে পর২ টাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইস্তাহার দেওয়া যায়
তাঁহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্যন্ত যে
টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের
সহিত ও মফঃসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ
দেওয়া যায়, তাহার রসীদ বা সর্টফিকেট সহিত
ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবে।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা
দোখয়া লওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের
বাকী টাকা নির্ণয় করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস
নিবার রসীদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট
নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম
হয়, তৎসমস্তে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে
এই সকল নিষ্পত্তি চাইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া
যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ
পর্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা
দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও
দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে,
নীলাম হইবে না।

(৫) এইরূপে যে সকল কাগপত্র দেখাইতে হইবে,
তাঁহার শুদ্ধতা ও অনন্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী
থাকিবেন; এবং যে কার্যকারক নীলাম করেন, তিনি
নীলাম নামা ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার
উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যে বিধি নির্দেশ করা গেল
তাঁহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী
থাকিবেন না।

২০১ ধারা। (১) এই
নীলামের কার্য যে- অধ্যায়মতে তালুকের সমস্ত
রূপে চালাইতে হইবে' নীলাম সরকারী কাছারীতে
হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্কাপেক্ষা উক্ত ডাক হয়, তিনি তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাণীদার হাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাটের ডাক মঞ্জুর হইবার পর ক্রেতার টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কার্যকারক নীলামের কার্য চালান, তাঁহার ক্রোধমতে যাবৎ প্রত্যয় না অগ্রে যে, যত টাকা আদায় করিতে হইবে তাহা তদন্তে হাতে আছে কিম্বা দুই ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করা যাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রহণ করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে শতকরা পনের টাকা নগদ দেওয়া না গেলে কিম্বা ততুলা মূল্যের গবর্ণমেন্টে সিকুরিটি দাখিল করা না গেলে, উক্ত লাট ঐ দিনেই পুনরীকর নীলাম করা যাইবে।

(৬) ক্রেতার টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের দুই প্রহরের মধ্যে দেওয়া না গেলে, জিলার সদর মোকদ্দমার বাজারে টেডরা নিয়া নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম অবশিষ্ট নবম দিবসে পুনরীকর নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাট প্রথম খরিদারের মুকিতে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরীকর নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিদার শতকরা পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়াছিলেন তাহা দণ্ড হইবে এবং দ্বিতীয় দার নীলাম করিয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ন নীলামের টাকা অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তত টাকার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী প্রাপ্তি করিবার যে প্রণালী আছে, সেই প্রণালী-মতে ঐ কম টাকার আদায় করা যাইবে।

(৮) আদায়িত করা যে টাকা দণ্ড হয়, তাহা হইলে নীলামের খরচ দেওয়া যাইবে; এবং যাহা উদ্ধৃত্ত থাকে তাহা গবর্ণমেন্টে জমা দেওয়া যাইবে।

২০২ ধারা। (১) এই অধ্যায়ে কোন ডালুকের খরিদারের ক্ষেত্রে গদ্যস্ত টাকার দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিবার সার্টিফিকেট দিবেন।

(২) তাহা হইলে ডালুকের কিম্বা তাঁহার আর্থগত পূর্নায়িত্বীদের মধ্যে কেহ কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের অধীন কোন দাওয়াদার ঐ ডালুকের উপর যে সকল দার, দাওয়ী, পেটাত্ত প্রজামত, আত্মদাত্তোগ স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা স্বার্থ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৩ ধারায় যে প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীমতে অসিদ্ধ করিবার সমস্ত সন্নিবিষ্ট খরিদার উক্ত ডালুক প্রাপ্ত হইবেন। নিম্ন-লিখিত কএকটি সত্বসম্বন্ধে এই বিধি খাটিবে না,—

(ক) মজলী স্বত্ব;

(খ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেট সময়ে তাহা ন্যায্য ও মুক্তিযুক্ত থাকিবে, সেই প্রণালী দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব মজলীস্বত্বনিশিষ্ট কোন রাস-তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিদর্শনপত্ররূপে ডালুকের সন্নিবিষ্ট হয়, তাহাতে স্পষ্ট থাকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেই ক্ষমতাক্রমে সন্নিবিষ্ট কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

২০৩ ধারা। এই অধ্যায়ে কোন ডালুকের খরিদার তৎসম্বন্ধে পূর্ন খরিদার সার্টিফিকেট পাঠিলে, এবং তৎসম্বন্ধে প্রমাণ প্রদান করিলে, তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে ডালুকের মজল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে ডালুকের মজল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী-আরীক্রেমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে মজল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই ক্ষমতামুসারে কার্য করিবেন।

২০৪ ধারা। এই অধ্যায়ে কোন ডালুক নীলাম হইবার ইচ্ছা করিয়া দেওয়া গেলে যদি কোন ব্যক্তি ঐ ডালুককে এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে এবং তিনি নীলাম নিবারণার্থ ১৮৩ ধারামতে আদালত টাকার কালেক্টরী কার্যক্রমে আদায় করেন, তবে ১৮৮ ধারার শর্তানুযায়ী; এবং যদি ঐ ব্যক্তি ডালুকের মজল প্রাপ্ত হন, তবে ১৫ অধ্যায়ে যে মোকদ্দমার নীলাম হইবার বিজ্ঞপন দেওয়া যায়, উক্ত ডালুক সেই মোকদ্দমার হইলে এবং নীলাম নিবারণার্থ উক্ত টাকা আদায় হইলে দেওয়া গেলে, ১৮৯ ধারার বিধান যেক্রমে প্রযোজ্য, সেইরূপে প্রযোজ্য হইবে।

২০৫ ধারা। (১) এই অধ্যায়ে নিদানের আশ্রয়ে কোন ডালুক নীলাম করা গেলে, কিন্তু উক্ত নীলাম এই সকল বিধানক্রমে সিদ্ধ না হইলে, তাহাতে যে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত, যে ভূস্বামী প্রার্থনামতে নীলাম হইবার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(২) ডালুকের খরিদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তদন্তে তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ভূস্বামীর হানে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

২০৬ ধারা। এই অধ্যায়ে কোন ডালুক বিক্রয় করা গেলে, ঐ ডালুককে যে কোন ব্যক্তি এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা খরিদার ২০৩ ধারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম দ্বারা তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার নিমিত্ত নীলামের তারিখ অবধি দুই মাসের মধ্যে বা কালেক্টরকে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিন্তু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রকার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওয়া থাকিলে, ঐ প্রজা এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিত বাহা ২ করিতে লিখিতমতে কাঁচা করিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান ফলবৎ করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত মেরুতা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলাওয়ার নিমিত্ত শতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্নমেন্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (মুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উদ্ধৃত থাকিলে, যে কার্যাকারক নীলাম কাছা চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারামতে যাহারা ক্ষতিগ্রস্তের ডিক্রী পান, তাঁহাদের দাওয়া শোধ করিবার নিমিত্ত ঐ উদ্ধৃত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে ঐ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, বাৎ ঐ সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাৎ উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উদ্ধৃত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের বিক্রেত ডিক্রী হওয়া থাকিলে, ঐ ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উদ্ধৃত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে ঐ টাকা হার-হারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উদ্ধৃত টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিণতি যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্নমেন্ট সিক্যুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা ভাঙ্গার কোন অংশ কিরাইয়া লইতে পারিবেন। শেষ যে গবর্নমেন্ট গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিক্রীদারের না প্রিমিয়মের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিক্যুরিটী লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বৃহস্পতি দিন হইলে, ঐ দিনে এই অধ্যায়মতে কাঁচা কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বৃহস্পতি দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা যাইতে পারে, তন্মিত্ত কোন তালুক সরকারী রেজিষ্টারে রেজিষ্টারী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট বিধিক্রমে সময়ে ২ বৎসর পরিবর্তন নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে ঐ সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্টারী করা তালুক সম্বন্ধে থাকিবে।

১৭ শ অধ্যায়।

চুক্তি ও মেনাটার বিষয়ক বিধি।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিক্রেত যে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে এই আইন-বিধান ফলবৎ হইবে, সে বিধান ফলবৎ হইবে, তাহার কথা। যথা,—

(ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিধি রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের সমুদয়।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিধি রায়তের খাজানা কমান্ডার দাওয়া করিবার স্বত্ব।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে ফসলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু বিনা দখলীস্বত্বহীনা রায়তকে ও কোর্পা রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমান্ডার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চনা ক্ষতিগ্রস্তের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯১ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীকমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে লম্বদর প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন মিলন হয়, সেই মিলনানুসারে কারেবী মকররী পাতি দিতে ভূম্যধিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত
কৃষিকার্যোপযোগীকরণ ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী কর-
ণের চুক্তির কথা। নার্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা
থাকিলেও, যে প্রকারের জমী
চর ও দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত,
কথা। অর্থাৎ সামান্যতঃ দখল দ্বারা
যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ
সাধন হইতে পারে, সেস্বরূপ সেই ভূমি ভোগ করে,
সেইস্বরূপ তাত্ত্বিক্রমগত দার বৎসর ভোগ না করিলে
ঐ ভূমিতে দখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ
দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহার ও ভূম্যধিকারীর
মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূম্যধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে
আদালত নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই
ধারার অর্থমত চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আর গণ্য
হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত
জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২১৪ ধারা। “উঠবন্দী” প্রণালী ও “তাল হাসিলী”
প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালী-
উঠবন্দী ও তাল হাসিলী মতে কোন ভূমি ভোগ করা
প্রণালীর কথা। গেলে, দেশাচারানুগত বা
প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে
ঐ ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে
সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে কোন খাট-
চাকরণ তালুক সম্বন্ধে ওয়ালী বা অন্য চাকরণ তালু-
ক কোন অনুসঙ্গের ব্যাঘাত
না থাকিবার কথা। হইবে না, বিশেষতঃ এই আইন
বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে যে চাকরণ তালুক হস্তান্তর
করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পাওয়া যাইত না, তাহা
হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব এখনও
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রাইত রাইতস্বরূপ আপন যোতের
অংশ না হইয়া বাস্তব ভূমি
বাত্ত ভূমির কথা। ভোগ করিলে, ঐ বাস্তবভূমির
অজ্ঞানত্বের অনুবঙ্গ দেশাচার
ধারা নিয়মিত হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত
দেশাচার সংরক্ষণের স্বত্ব এই আইনের বিধানসমূহ
কথা। সহিত অঙ্গভূত না হইলে অপরা
এই আইনের বিধানক্রমে
স্পষ্টতঃ বা আবশ্যিক অনুমানানুসারে পরিষ্টিত বা
বিস্তৃত না হইলে, এই আইনের কোন কথাক্রমে তাহার কোন
ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোর্কী রাইত কোনও অবস্থায় দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশা-
চার এই আইনের বিধানের সহিত অঙ্গভূত নহে, এবং এই আই-
নের বিধান দ্বারা স্পষ্টতঃ বা আবশ্যিক অনুমানানুসারে পরি-
বিস্তৃত বা বিস্তৃত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন
স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম
হইবে না।

১৮শ অধ্যায়।

মিয়াদ বা ভাষাদি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ তফসীলের
নির্দিষ্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং
৪ তফসীলমত মোক- প্রার্থনা বা দরখাস্ত তহুৎ অন্য
দ্দমা, আপীল এবং ঐ তফসীলের নির্দিষ্ট সময়ের
প্রার্থনা বা দরখাস্তের মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে
মিয়াদের কথা। হইবে; এবং ঐরূপ মিয়াদ
কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা
যায়, তাহা মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা
গেলেও অগ্রাহ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত
পূর্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত
বারিত হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-
দ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার
স্বত্ব পুনর্জীভিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয়
ভারতবর্ষীয় মিয়াদ মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
বিষয়ক আইনের কিয়- আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা
দংশ ই মোকদ্দমা প্রত্- ২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমা
তিতে না থাকিবার কথা। বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য
কসমে বে-আইনীমতে যে কোন আইনমতে লেবৎ
হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের থাকে, সেই আইন অনুসারে
কথা। না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার যোতের কসল ক্রোক করে
কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিষিদ্ধরূপে যে ক্রোক করা
যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিষিদ্ধ-
রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বল-
পূর্বক বা গোপনে স্থানান্তর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন
যোতের কসল কাটিতে, সংগ্রহ করিতে, সন্নিবেদিত
স্থানান্তর করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য
করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কার্য করিতে সহায়তা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিবার সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিষিদ্ধের কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে

ভূম্যধিকারীর কর্মকারক কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত দ্বারা কার্য করিবার কথা। ইহা, প্রার্থনা করিবার বা কোন কার্য করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ একা রাষ্ট্রের আজ্ঞা না করিলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্রক্রমে এতদর্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকও ঐ সকল কর্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক মোটিম ভূম্যধিকারীর উপর জারী করিবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার দ্বারা স্বীকার করিতে বা তাহা লইতে পূর্বোক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকের উপর জারী করা গেলে, কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিজ ভূম্যধিকারীর উপর তাহা জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে যেরূপ ক্ষম হইত, এই আইনের কাৰ্য্যক্ষেপে সেইরূপ ক্ষম হইবে।

(৩) কর্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহাকে ক্ষমতা দিবার নিদর্শনপত্র দ্বারা যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা সর্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যিক, তাহা এতদর্থ ক্ষমতা প্রাপ্ত ও দলীল কোন কর্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সর্টিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। দুই বা তদধিক ব্যক্তি একত্র ভূম্য-

ধিকারী হইলে, যাহা কিছু করিতে এই আইনমতে ভূম্য-
ধিকারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি আছে, তাঁহা তাঁহারা উভয়ে বা সকলে একত্র হইয়া

করিবেন কিম্বা তাহাদের উভয়ের বা সকলের পক্ষে কর্ম করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্মচারীদের ক্ষমতার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্মচারীদের উপর এই আইনের

ধারা বা এই আইনমতে যে কর্মচারীদের কার্য-
প্রণালী ও ক্ষমতা সং-
ক্রীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

কোন ক্ষমতার তার অর্পিত হয়, সেই কর্ম সম্পাদনায় তাঁহাদের যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান করণার্থ স্থানীয় গবর্নমেন্ট সংশ্লিষ্ট রাজস্ব গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনসম্মত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐ বিধি দ্বারা প্রাপ্ত কোন কর্মচারীর প্রতি

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন ক্ষমতাসূচী কার্য করিতে পারেন এরূপ কোন ক্ষমতা, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বুঝিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ক্ষমল কাটিবার ও কাড়িবার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও প্রচলিত করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।
বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা-
প্রাপ্ত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলেখা, যে ব্যক্তি-
দের তদ্বারা স্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্নমেন্টের বা হাইকোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, উক্ত গবর্নমেন্টের বা কোর্টের বিবেচনায় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সম্মান দিবার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে ঐ বিধি প্রকাশ করা যাইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু প্রত্যেক পাণ্ডুলেখা রাজস্ব গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলেখার সহিত একটি মোটিম প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলেখা প্রাপ্ত যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে, ঐ মোটিমে সেই তারিখ নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) ঐ নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে উক্ত পাণ্ডুলেখা সংক্ষেপে কোন ব্যক্তি যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন নিম্নরাজস্ব গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, ঐ প্রকাশ পরগই উক্ত বিধি যথাক্রমে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

যে২ জিলার জিয়ংকালীন বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধীয় বিধানের কথা।

২২৫ ধারা। যে মহালের জিরখানী বন্দোবস্ত কখন

হয় নাই, কোন ভানুকের অধ-
গত ভূমি সেই মহালের মধ্যে থাকিলে, এই আইনের কোন কথাক্রমে, রাজস্বের জিয়ং-
কালীন বন্দোবস্তের জিয়াদ ফুরাইলে, খাজানা হক্কির বাগা

হইবে না। কিন্তু কোন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ গবর্নমেন্টের

জ্ঞানে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তে কার্যাব্যুষ্ঠান যথোপযথো বন্দোবস্তের বিরাম অতীত হইবার পর অবশ্যম্ভাব্য হাটন খাজানা, দিয়া ভোগ করিবার অল্প স্পষ্টে বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকিলে, স্বতন্ত্র কথা।

২২৬ শাখা । সাহা
বাঁজের মূতন বন্দো-
বস্ত হইলে থাকানা
পরিবর্তন করিতে পারি-
বার কথা ।

কারী পাঠ্য পিঠে কিসা অলা কোন চুক্তি করিলে, এবং
পাঠ্য বা চুক্তি বলবৎ থাকিতে

(ক) ভূমির রাজস্ব উক্ত বৃদ্ধির সম্বন্ধে প্রথম দের
হইলে, কিয়।

(খ) তৎসম্বন্ধে ভূমির রাজস্ব পূর্ণোন্নয়ন চেষ্টা থাকিলেও ভূমির রাজস্বের নূতন বন্টন করা গেল।

উক্তর পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে একরায়ত্বের কথা
সত্ত্বেও, কোমরাজ্যের কর্মচারী ভূমিগিরির বা এজার
প্রাচীন মতে আত্মাক্রমে এই আট নর বিদান অমুসায়ে
উক্ত ভূমির উপায়ুক্ত ও ন্যায় প্রজ্ঞানী দ্বারা করিতে
পারিতেন।

ସାମକର ଅନୁକ୍ରମ ସଂପର୍କର କଥା ।

১১৭ খরিদ। বাকী খাজানা আদায় করণার্থ মোকদ-
দায় এই কাউন্সেলের দে সকল
মাসকে ও বনকর মাহুতি
বিধান থাকিবে, কোন মাসকর,
বনকর, জগদর প্রভৃতি দত্ত
সম্বন্ধে বাহ্য কিছু নিতে বা অর্পণ নাহিবে হয়, তাহা
আদায় করিবার মোকদদার। বত দূর সম্বন্ধ সেই সকল
বিধান থাকিবে।

विष्णुस्य आश्रितेन गुरुकृतेन कथा ।

২৮ শাখা। এই আর্ডিনেন্স কে মঞ্জুর—

(ক) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করিত যে কোন আইন
বিস্তার আইন মত-
রক্ষণের কথা।
কর্মের,

(খ) গবর্ণমেন্টের মহালের কিস্তি কোর্ট অব কমন্ডমেন্ট
বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অধিকৃত্যধীন মহালের খাজানা
আদায়ের কাছা প্রণালীর বিধান করা যে কোন আর্টিকেল,

(ग) गार्दनः एण्डर बाकी उ जल्द निरन्तर भीम, व
बारा अजायब अमिक्करण गज्जासुकेन काउटेन,

(খ) 'পানজেরী' খামির বাটেশ্রী 'সংক্র' শু কোম
অধিনের, কিস্ত

(ঙ) এই আইনের দ্বারা স্পষ্টীকৃত বা পরিষ্কার প্রদান-
নামাজুদারে যেখানে বা স্থানীয় অন্য আইন রক্ষিত
করা না যায়, তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

ପ୍ରଥମ ତରଫର ।

(૨ પ્રશ્ન દેખો)

যে২ আটন বহিও কইল।

दक्षमेधेः अचलित अतिन ।

সাল ও নম্বর ।	যে বিষয়ের আইন ।	যতদূর করা গেল ।
১৭২৭ সালের ৮ আইন ।	সুবেজী বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমীদার ও হুদুদীতালুকদার প্রভৃতি ভূদা- মিকাগিদিগের সহিত সরকার- ের মালজমদারীর অর্থে দশ- সতী বন্দোবস্তের বিষয়ে যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৮২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ও তাহার পর যে ২ তারিখে মির্জি হুই- য়াছে তাহার পরিবর্তে পবি- কন ও চরিত্ত কবিবার আইন ।	১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪

১ম তফসীল—(চলিতেছে।)

সাল ও নং।	যে বিষয়ের আইন।	বর্তমান রহিত করা গেল।
১৮৮০ সালের ১ আইন।	যদি জমীদারের বাকী ভাড়া তা- লুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদার তালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায়, তবে সেই নীলাম ইংলী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে হইবার নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৫ সালের ১১ আইন।	৪২২২ কি কোম নদী কি ল মুজ্জান তাগ করণ প্রযুক্ত যে ভূমি পাওয়া যায় সেই ভূমির দাওয়ার নিষ্পত্তি যেহেতু যেতে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবেক সেইহেতু প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আইন।	৪ ধারার ১ প্র- করণে "এবং ইহা হইবে অধি বহু কোন প্রধান মহীলকারের পেটীর কোন মহীলকারের দখলের ভূ- মিতে সংলগ্ন হয়" এই কথা মুছে প্র- করণের শেষ পাঠ্য।

বঙ্গদেশের স্বতন্ত্রতার প্রণীত আইন।

সাল ও নং।	যে বিষয়ের আইন।	বর্তমান রহিত করা গেল।
১৮৬২ সালের ৬ আইন।	১৮৬১ সালের ১০ আইন অনুযায়ী কোর্ট ইলিয়াম রাজধানীর অ- ধীন বঙ্গদেশের মধ্যে খাজানা আদায় করণের আইন সংশোধ- ন করণের আইন) সংশোধ- ন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৮ আইন।	আগত পত্রের কিয়ৎ প্রচলিত দেশী আইন বলে যে পেটী তালুক বিক্রয়দার কি প্র- কারে হস্তান্তরিত হইতে পারে উৎসাহকীর বাকী খাজানা আদায় করণোপলক্ষে তা বিক্রয় করণের ব্যবস্থা সংশোধন আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	স্বতন্ত্রতা বিজিত বঙ্গদেশের জীবিত লেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহে বের প্রচলিত ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ব্যাখ্যা ও সং- শোধন করণের এবং কোন বিচার সিদ্ধ করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬২ সালের ৮ আইন।	ভূমি অধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে মোকদ্দমা হয় তাহার তাহা- প্রণালী সংশোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭২ সালের ৮ আইন।	বঙ্গদেশী কার্যকারকদের ক- মতা নিষ্কাশিত ও নীতিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

স্বতন্ত্রতা বিজিত ১ম জীবিত গবর্নর জেনারেল সাহেবের
প্রণীত আইন।

সাল ও নং।	যে বিষয়ের আইন।	বর্তমান রহিত করা গেল।
১৮৫০ সালের ২৫ আইন।	১৮১২ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা সংকাবে জরুর করণের আইন।	যে পর্যন্ত র- হিত হয় নাই সেই পর্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৬৩ আইন।	বঙ্গদেশে পত্তনী ভাটকের নীলামের নিমিত্তে যে বি- চার আদেশ্যক আছে তাহা প্রচলিত আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫০ সালের ৬ আইন।	মালিকানাধীন বাকী বিষয়ের সরাসরী মোকদ্দমা এবং প- ত্তনী তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং খাজানার বিষয়ের সরাস- রী ডিক্রীজারী করণার্থে ভূমির নীলামের বিধি আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫২ সালের ১০ আইন।	কোর্ট ইলিয়াম রাজধানীর অ- ধীন বঙ্গদেশে খাজানা আদায় করণের আইন সং- শোধন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

দ্বিতীয় তফসীল।

[৩ (১৬) ধারা দেখ।]

১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

“মঙ্গলসালা বঙ্গদেশের তালুকদারেরা আপনাদিগের
ইজারা ইত্যাদি দিতে উচ্ছাহুতা ক্ষমতা আছে
দেখিয়া নতুন করদারদের সৃষ্টি করিয়াছে ও এখনও
তাহা উচ্ছাহুতের রাজ্য জমীদারীতে প্রকাশ হইয়াছে
একদে অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকাশ
এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছামত জনিতে
তালুক দেয় ও তাহার মূল্য যে ব্যক্তি তাহা লয়
তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিগণের পাওনা সর্বকা-
লের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে মাল
জামিন ও কেলার জামিন পত্তনী ও তাহা লওয়ার ক্ষমতা
আপনি রাখে কেন না যদি তালুকদারকে জামিন দেওন
হইতে থাকে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়-
দির হার; যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াতে পারে না
বরং তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইহা এইক্ষণকার
রেশম অর্থাৎ চলনমতে জানি গেল।

“তাহার দস্তাবেজেতে নিয়মের মধ্যে ইহা লেখ
থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমীদার তাহা
বিক্রয় করিতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর
সংখ্যা যত তত না হয় তবে বাহা বাকী থাকে তাহা
তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহার
মাল আনওয়ার বিক্রয় হইতে পারে।

“এ সকল এমত অর্থাৎ অধিকারকে পত্তন তালুক
বলে ও তাহা লওনিয়া অনেক লোক এই সকল নিয়ম ও
নির্দেশে তাহা অন্য লোককে দেয় ও তাহার দর
পত্তনীদার কল্যাণ ও দরপত্তনীদার অন্যের দেয় ও
ক্রমে এইমত। ও ইহার নিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক
মুহুরে হয়।”

কবজের পাঠ।

- ১। বছর _____
- ২। সাল _____
- ৩। গ্রামের নাম _____ থানা _____
- ৪। গ্রামের নাম _____
- ৫। তাহার বোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) _____
- নগরী বিঘা _____ টাকা _____
- ভাওলী বিঘা _____ বন _____ বণী টাকা _____
- সারের { বনকর _____ টাকা।
জলকর _____ টাকা।
ফসলকর _____ টাকা।
- সর্বস্বম্ভেদকর কর ... { পথকর _____
পূর্তকার্যের কর _____
- ৬। বাহার মারকতে দেওয়া গেল _____
- ৭। দিবার তারিখ _____
- ৮। বক্ত টাকা দেওয়া গেল (পূর্তে বিবরণ) _____ টাকা।
- ৯। দুখানীর বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকারকের স্বাক্ষর _____

বঙ্গদেশের প্রজাপ্রব বিবরণ ১৮৮৪ সালের আইনের ১৯ ধারার নিম্নলিখিত বিধান আছে।—

“৩৯ ধারা। (১) কোন গ্রাম খাজনার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে কিয়ৎ যে বৎসরে যে কিয়ৎ উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে টাকা যেসঙ্গে জমা দিতে হইবে তাহার কথা। পারিবে এবং তদনুসারে এই টাকা জমা দিতে হইবে।”

“(২) গ্রাম প্রাপ্ত কোন নির্দিষ্ট জমা করিলে, দুখানিকারী যে বৎসরে যে কিয়ৎ উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরে সেই কিয়ৎ হিসাবে এই টাকা জমা দিতে পারিবেন।”

কবজের পাঠ।

- ১। বছর _____
- ২। সাল _____
- ৩। গ্রামের নাম _____ থানা _____
- ৪। গ্রামের নাম _____
- ৫। তাহার বোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি) _____
- নগরী বিঘা _____ টাকা _____
- ভাওলী বিঘা _____ বন _____ বণী টাকা _____
- সারের { বনকর _____ টাকা।
জলকর _____ টাকা।
ফসলকর _____ টাকা।
- সর্বস্বম্ভেদকর কর ... { পথকর _____
পূর্তকার্যের কর _____
- ৬। বাহার মারকতে দেওয়া গেল _____
- ৭। দিবার তারিখ _____
- ৮। বক্ত টাকা দেওয়া গেল (পূর্তে বিবরণ) _____ টাকা।
- ৯। দুখানীর বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকারকের স্বাক্ষর _____

তৃতীয় শুকসীল ।—কবছ ও হিসাবের পাঠ ।

[illegible][illegible]

हिमावन्न पाठ ।

[illegible]

চতুর্থ উকসীল।

মিয়াদ।

(২১৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১। যে নিয়ম লয়কে একপক্ষ এক বৎসর নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।		
২। বাকী থাকা আদায়ের মোকদ্দমা— (ক) ৭৩ ধারামতে ঐ মোকদ্দমার থাকা আদায়ের নিমিত্ত আদায় করিবার পক্ষে বাকী পড়িয়া থাকিলে।	ছয় মাস।	আদায়ের তারিখ অবধি।
(খ) স্থলাভিষেক	তিন বৎসর	বাকী থাকা আদায়ের তারিখ অবধি।
৩। বাকী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট স্থান দখল করিলে, উক্ত স্থান দখল করিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	দুই বৎসর	দখল হইবার তারিখ অবধি।

২ খণ্ড।—আপীল।

আপীলের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর জিলায় জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর আপীল হয় তার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালেক্টরের কোন আজ্ঞার উপর কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজ্ঞার উপর আপীল হয় তার তারিখ অবধি।

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্র।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৬। যে স্থলে ডিক্রীমত স্থান দখল বা বসে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই স্থলভিষেক এই আইনমত কিংবা এই আইনমত দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজ্ঞা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাদে কিংবা ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০০ শতকের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি; কিংবা (২) আপীল করা গেলে, আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি কিংবা (৩) বিচার সমালোচনা করা গেলে, সমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটীর অধিকাংশ সভার রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ১১ নবেম্বর অবধি কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ উহার কার্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটীর অধিবেশন হইত। কোন দিবসে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভ্যদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সংবাদ দিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অবধি ৫১ পর্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে দিন সেক্রেটারীর নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকটে প্রেরিত হইত। এইরূপ নতুন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটীর হাতে অনেক কার্য বাকী ছিল ও সময়লা গমনের সমস্যা উপস্থিত আশ্রয় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিম্নের ২ যে অনুরোধ হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অম্যায় করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অতিপ্রায় ব্যক্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদামুবাদ তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ ফলোপধায়ক হয় নাই। ইহা অস্বীকার করিতে হইবে যে কমিটীর নিকটে যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শিষ্টতা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসার অভ্যন্তর ত্বর করা হইয়াছিল। এরূপ ত্বর অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটীর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাক্ষীর এজাহার গ্রহণের ক্ষমতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটী যে এই ক্ষমতার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও, মান্যবর জ্যোত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটীতে কয়েকজন বহুদর্শী জমীদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটীর হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল সূত্র অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কোমর বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে যে রূপ ছিল তদপেক্ষা জমীদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষুদ্র বিষয়ে জমীদার ও রায়ত উভয়ের প্রতিই অপকপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে যে রূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূমালিকারোগণের বিলক্ষণই মাত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিকরক, যাহার জন্য কমিটী এত চিন্তিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং উজ্জ্বল এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এইঃ—

১ম।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কঠকগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরদিকে উক্ত আইনের ব্যতিক্রমী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যে রূপ ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদায় ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্যপ্রণালীর সরলতাপাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূমালিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্বাদ উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমার মোকদ্দমার দেশ প্লাবিত করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষান (কৃষিক্ষমজীবী) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমীদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও জমীদারী কার্যনির্বাহ ও রায়তদের কার্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজস্বসংক্রান্ত কার্যকারককে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার স্থল করায়, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্মণ্য করা হইবে, ও উহার মেকদণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্যের বাধাত করা হইবে, গবর্নমেন্টের পিতৃস্থানীয় ডাব বদ্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটী যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটরও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যায়ে অব্যাহতি বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল সূত্র ও কএকটি প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাহি।

তালুকদার ।

বাঁহারা একত্রে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই বৃত্তন শ্রেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত তাহাদের যোতের অর্ধেকের অধিক অংশ কোর্স বিলি করে (৩৭ ধারা), এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাহাদের যোতের সমস্ত বা কিয়দংশ কোর্স বিলি করা আছে । এরূপ স্থলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজ্ঞাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে (৫ ধারা ৫ প্রকরণ) । প্রথমোক্ত ব্যক্তির নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে । খাজানার দায়িত্ব ভিন্ন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব তাহাতে বর্জিত । শেষোক্ত শ্রেণীর প্রজ্ঞা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে । প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে কোন্ বিচারে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্ধেকের অধিক ভূমি কোর্স বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না । ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায্য হইয়াছে । তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজ্ঞার নাই । ঐ সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলক্ষণ দুপয়সা দেওয়া হয় । প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজানার হার মূলতঃ হইবে, ও উহা অগ্রক্রয় স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে । ব্যবস্থাপক সভার হুকুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন ও বর্তমান ভূমিসংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ তর্ক করিতে পারেন না । এই বিষয়ে ভূস্বামী শ্রেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে ।

তালুকদারদিগের খাজানা রক্ষি সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলাম্বরদিদার আদায় করিবে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে । “ মকঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেলে সে তালুকদারের জমার বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবত ভূমির উৎপন্নের যুগে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের মানকর ও তালুক বুঝিয়া তহমীলের খরচা বত উচিত হয় তাহা মিনাট হইয়া যাত্রা বাকী থাকে তাহা ঐ মকঃসলী তালুকদারের জমা ঠাহরিবেক ” । ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানার সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই । কিন্তু আদালতের সীমাংশ অনুসারে নিকটবর্ত্তি তৎসদৃশ তালুকদার অধিকারী কর্তৃক প্রদেয় চলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যায় এরূপ সীমা পর্য্যন্ত রক্ষি করা যাইতে পারে (ফীল্ড সাহেবের ডাটাজেট দেখ) । আদালতের এই সীমাংশ এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “ চলিত হারের ” পরিবর্ত্তে “ দেশাচারানুগত হার ” লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্তটি নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন । আদালতের সীমাংশায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাহার লভ্য শতকরা ১০২ টাকার ন্যূন হইবে না । ঐ শতকরা দশ টাকা আবার আদায়ের নহে । আদায় বলিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝায় । সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লভ্য নহে, মোট জমাইতে কেবল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের সুঁফিও বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশ টাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না । এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের সুঁফির জন্য বাদ পড়ে একথা আজিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই । পবলিক ওয়র্ক সেম ও রোড সেমের হিসাবে প্রজ্ঞাদের নিকট হইতে অনানায়ী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না । অথচ সেটাকা দেওয়ার দায়ী তাহারাই নহেন । তাঁহারা বিনা বেতনে গবর্ণমেন্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র । এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল । কিন্তু এখনও সব হয় নাই । বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে রক্ষি করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্জিত করা যাইতে পারিবে না । বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা রক্ষি হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে অর্ধেক অর্ধেক রক্ষি হইবে এবং সমস্ত রক্ষি পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে; বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা রক্ষির কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে । শেষোক্ত তিনটি বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দাক্ষিণ্যাস্ত আইনমতে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাঁহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের ময় বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে । পেটাও বিলি হওয়ার করার এ উপায় কখনই প্রশস্ত নহে ।

অবধারিত হারের রায়ত ।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে সর্ব প্রথমে এই মর্ম্মের একটি আইনসম্মত অনুমান সন্নিবিষ্ট হয় যে, কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার) বিংশতি বৎসর পূর্ব অবধি যদি কোন প্রজ্ঞার খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

হইবে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাশ করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যেসে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়ভদ্রিগের বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা রক্ষি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিল দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ১৮৫৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা রক্ষির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমীদারের সর্বস্বাধীনতা হইয়াছে। মান্যের জীযুত রেনল্ডস সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাতুলিপিসমূহকে যে নস্তুবা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহার সাক্ষাতে বলিয়াছেন যে “উহাদ্বারা জমীদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “নীলাম খরিদারের পক্ষে উহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, কারণ অনেক স্থানে সে পূর্ববর্তী জমীদারের জমীদারী কাগজপত্রের দখল পায় না।” জীযুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিবার কালেক্টরের বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কাবণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বঙ্গদেশে এমন মহান অতি অসঙ্গত আছে, এই অনুমান দ্বারা তাহার কুস্বাস্থ্য-পত্রের ক্ষতি করা হয় নাই” এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া জীযুত রেনল্ডস সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্ব-বর্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া হইবে এই অনুমানের কায়াসীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সমক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিতে চাহিয়া ছিলেন যে এই অনুমান তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় জীযুত রেনল্ডস সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৫৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহাতে তাহার কি কল দাঁড়াইয়াছে প্রদানতঃ তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত”। এ অনুমান দ্বারা জমীদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণতঃ নিরস্ত করা হইয়াছে; না ন্যায়ালয়ে প্রচার যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থানে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই সে প্রকার যৌত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, তাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আসিতেছে, কেবল মাত্র তাহাদেরই জন্য অভ্যুত্থিত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, যেরূপে এই নিয়ম পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

জীযুত রেনল্ডস সাহেব তাহার মত পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু উত্থাপিত তাহার মত পূর্ণেও যেমত ন্যায় ও বিচার সম্বন্ধে ছিল এখনও তেমনিই আছে। এই মতের উপর নির্ভর করিয়া জীযুত রেনল্ডস সাহেব পূর্বে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আঁখি তদনুযায়ী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কামতীর অধিকাংশমত্যা আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উহাতে উপস্থিত পাতুলিপি পাশ হওয়ার তারিখের পূর্বে হইতে এই বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভা তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পাতুলিপিতে নির্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুমানিক নিম্নলিখিত যতনমূলের উল্লেখ আছে।

১৭ ধারা।— অবশ্যিক খাজানায় বা অবশ্যিক খাজানার হারে যে রায় ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোম ভালুকদারের যে যে বিধানের নিয়মাবলী থাকিতে হয়, তাহাও আপন ঘোড়ের হাতের ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাবলী থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সম্বন্ধে তদীয় ভূমিাদিকারী যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্তমতে এই আইন সম্বন্ধে যে নিয়ম তন্ত্র ক্রমে তাহাকে উল্লেখ করা বাইতে পারে, সে সেই নিয়ম তন্ত্র করিয়াছে, এই হেতু ভিন্ন অন্য কারণে তদীয় ভূমিাদিকারী তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্বোক্ত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, আমার মনে মত এই ধারণা হয় যে, উহাদ্বারা অনুমানের কল পাইতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রকারে আপনাদিগকে অবশ্যিক হারদারী রায়ত নামিয়া প্রকাশ করিতে প্রলোভিত হইবে, এবং এইরূপে জমীদারকে তাহার স্বার্থ ক্ষত হইতে বাধ্য করিবে। জমীদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমায় খরচা ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্ব রক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যাধি প্রবর্তিত করায় ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, উহাদ্বারা যে সকল জমীদারের কিছুতেই সঙ্কেচনাট না হইবে যেন আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমি ভোগকারী রায়ভদ্রিগের খাজানা না দাঁড়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু আজিও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক ন্যাপটে সমস্ত দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদ্রকে মোকদ্দমাদার বা চিরস্থায়ী ভালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমীদারের প্রাতঃ এই বিধানের কল আশ্চর্যরূপে পূরক হইবে। যে স্থলে জমীদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সঙ্কুচিত অথবা দয়াপ্রযুক্ত বৎসর পরিত্যক্ত খাজানা রক্ষি করেন নাই, তাহার যে রায়ভদ্রা যত্নপূর্বক দাখিল গুলি রক্ষা করিয়াছে তাহাও অনারামেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরক যে জমীদার কখনও এরূপ আশ্রয় ও সদয়তার প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়ে খাজানা রক্ষি করিয়া প্রজাকে জ্বালাতন করিতে ও উত্তর করিতে সঙ্কুচিত হন না, তাহার নিশ্চয়ই বিশেষ সুবিধা হইবে! কল এই হইবে যে ভাল জমীদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমীদারের লাভ হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ।

সকলেই জানেন যে ১৮৪৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি । কিন্তু আমি এ বিষয়ের বাদানুবাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না । স্বাদশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করা নাযা বা বিচার মত নহে । এবিসয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমীদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের ব্যাঘাত করিতে পারেন । সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাজালায় প্রচলিত নাই । কিন্তু জীমুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অধিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্ত করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজানা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব অধিবে, যে নিজ অথবা যাহার পূর্বে পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে ” । আমি এই বিধান যে সুবিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না । একজন লোক যে দিন স্বত্বে ভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বার বৎসর ধরিয় ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণ বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্ববান হইবে, এনিয়ম যে নির্দোষ এবং বিচারসম্মত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না । যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সম্মতরূপেই কার্য্য করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । কোন ব্যবসাদার যদি তামাদি আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তামাদি ঘটনা হইবে তাহার পূর্বেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাও যেরূপ যুক্তিবিকল্প এরূপ জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলাও ঠিক সেইরূপ । যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কার্য্যের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত । কিন্তু কমিটি স্থির করিলেন যে বখন মহামহিমবর জীমুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব এবিসয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরুত্থাপন করিতে তাঁহার সমর্থ নহেন । কিন্তু এস্থলে আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটি জীমুত স্টেট সেক্রেটারীর নীমাংসায় যাহা বলেন তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । প্রথম পাণ্ডুলিখিত বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল ।—

৪৫ ধারা ।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং এককাল মধ্যে ভিন্ন সময়ে সেই ব্যক্তি যে ভূমি এক্ষণে ভোগ করে তাহা ভিন্ন হইলেও ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

আবার

৪৭ ধারা ।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমোদনের সৃষ্টি করিয়াছেন । যথা:—

১৫ ধারা ।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে ।

২৬ ধারা ।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাট্টাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যযুষ্ঠানে ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তবৎ এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূমি অধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমি অধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে ।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

(৪) কোন ব্যক্তি সে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৫) কোন জমী ছুট বা তদধিক অংশীদার রায়তী যোক্তস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কার্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, উক্তকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ ধারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার নিবেদন এষ্ট যে, এই সমস্ত বিধান জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার (১) প্রকরণে যে রূপ বিহিত হইয়াছে কোন স্থলেই সেক্ষেপ দখলের সময় দার বৎসর হইতে কমান জীবুত স্টেট-সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীস্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে “বাসেন্দা রায়ত” দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্বে উক্ত ২৬ বিধান সকলে “বাস” কে দখলীস্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীস্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার মোত ছাড়িয়া দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়ারকেই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিভাগ করে এবং পরে ক্ষতিপূরণ দিয়া আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের মীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীস্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তি সেই ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীস্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারাদার হইলেও পার সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূমাদিকারী যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও ইজারাদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন নিয়মে তাহা ভূমাদিকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তালুকদারও চিরস্থায়ী স্বত্ববান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে খরিদারের যে সাধারণ স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা অশিষ্ট ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাইন্সপূর্বক বেবেমিউ বোর্ডে প্রদান যেশ্বর জীবুত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গালার ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের প্রাণনিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে দখলীস্বত্বভোগ খাজ কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ এর বা অন্যোপায়ে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আগিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্তী কৃষি-কর্মবর্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পার্শ্ববর্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুক ভুক্ত হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হউক বা অনুপস্থিতই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অবাসেন্দা তালুকদার, এ জমী সর্বনিম্নবর্তী যে পেটোও তালুকের অন্তর্ভুক্ত তদুপরিস্থিত যে কোন তালুকের অধিকারী এরূপ স্বত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্বশেষে যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্তিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমাদিকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা ততো ব্যক্তির আবাবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমিভোগ করে,” অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে জীবুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা “যে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী তালুকদারের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার ঠীকা টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় প্রশ্ন তর করিয়া বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিকল্পে ওর্কাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানেন। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটা মূল্যবান স্বত্ব অনায়স্রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুশক্তির গোপন প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যে রূপ অবস্থা তাহাতে যে যোতের উপর তাহাদের প্রামোদন নির্ভর করে তাহা অল্প দিবসের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহারা মজুরের অবস্থায় উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট যখন প্রথমে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত

প্রদানার্থে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে আস্থান করা হয় এবং উক্ত অ্যাসোসিয়েশন খাজানার ডিক্রী টীকা শোধ করণার্থে দখলীস্বত্ববিধিগত যোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দে জমীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিধিগত যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালু হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কার্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন কারণ সেক্রেটারী রেনল্ডস সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অস্বাভাবিক দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া লইতেছেন। রেভিনিউ বোর্ডের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মত এই প্রস্তাবের অনুকূল এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ ফল উৎপন্ন হইত না, এবং যাহাদের ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিপ্রেত নয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাহার বিপরীত এই যে এরূপ হস্তান্তর দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর ক্ষমতা প্রদানের অত্যন্ত বিরোধী এবং যন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করায় উচিত্য বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অনুরোধক্রমে আদালতের ডিক্রীজারী মতে দখলীস্বত্ববিধিগত যোত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।”

তাঁহার পর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব ছাড়িয়া দিতেছিলেন তাহা বুঝা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিধিগত যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রসর বিষয়ক একটি নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছু নাই যাতে সর্বস্বামী ভূমিাবসায়ী বা দাঁওঅধ্বামী লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয়বিক্রয় বা করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আবার তরহ যথেষ্ট কার্যকালে তাহা সারবস্ত না হওয়া ছাড়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর ভূস্বামী ও যাহা আইন অনুযায়ী কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার জন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্য খারদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বিনিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহার খরচান্ত করিয়া শালীনীর জন্য আদালতকে আনা হইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেও তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেকসংখ্যক রায়ত বিদ্রোহী হয় ও তাঁহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া তর দেখায়, তাহা হইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত তাঁহার টাকার আশংকা থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত যোত দুইমাস লোকের মধ্যে হস্তান্তর হওয়া কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাঁহারা কখনো জমীদারের সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটি বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমীদারের খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু রায়ত সে মীমাংসায় বাধা নহে, কারণ ১২ দারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য প্রদান করিতে বলেন “রায়ত হয় এ ভূমি বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূমি স্বত্বাধিকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।” অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কাহারো সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কোশল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্বক্রয়স্বত্বের নিয়ম ভালুকদারের প্রতি বর্ত্তিবে না ও যে সকল দখলীস্বত্ববিধিগত যোত যোতের অধিকার অধিক কোর্স বিলি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার ক্রয়দংশ কোর্স বিলি করে, তাহাকে ভালুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

খাজানা রক্ষা।

ভালুকদারদিগের খাজানা রক্ষার কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহা-দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত ভাণ্ডারের যে স্থানের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিত্রদ্বারা বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮১৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় না। দখলীস্বত্ববিধিগত যোতদিগের খাজানারক্ষা সম্বন্ধে আমি বলিতে চাহি যে একদো খাজানা রক্ষা করা একপ্রকার স্বাগত হইয়া গিয়াছে এবং এই সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতে নতন ব্যবস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাও সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে কামটা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে জমীদারদিগের প্রতি সুবিচার না হইয়া এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা বহুশ্রম হ্রবাব অধিকতর সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা রক্ষা সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক রক্ষা হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক রক্ষা হইলে অন্ততঃ মাত্র ১০০০ সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চারি আনার অনধিক রক্ষা হইলে অন্ততঃ পনের ১৫০০ সময়ের জন্য বন্ধ হইবে। আদালতের বাহিরে

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে অবদানের উপর বিষয় অক্ষমতা আরোপ করা হইল। যে ক্ষেত্রে যৌকদ্দমা দ্বারা খাজানা রক্ষা করিবার চেষ্টা হয়, সে ক্ষেত্রে যে সকল কারণে খাজানা রক্ষার জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) দখলীসত্ববিশিষ্ট রায়ভেড়া নিকটবর্তী সেই প্রকারের ও তদ্রূপা সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত রায়ভেড়া তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের বচমূল্য রক্ষা হইয়াছে।

(গ) জুমাধিকারীর দ্বারা বা তাঁহার পরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রায়ভেড়ার ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রক্ষা হইয়াছে।

(ঘ) রায়ভেড়ার ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অন্য দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

আমি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কারণাবলীতে খাজানা রক্ষা সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “প্রচলিতহার” পরিহার করা যায় না এবং এখন এ বিষয়ে যে সকল সমস্যা ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এই বিষয় বিশদ করার জন্যে চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভয় এই যে দ্বিতীয় পদে অলৌকিক প্রতীক্ষা হইবে। কারণ গবর্ণমেন্ট কাম্বাকারকে যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু মাত্র বিশ্বাস করা যায় না, ইহা আনিয়াশুনিয়া গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিশ্বাসযোগ্য প্রধান পাওয়া যে নিত্যমু মুকঠিন, বিশেষ “সেই স্থানে বা চলিত বাজারে”, কনিষ্ঠা তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজার কে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল লব্ধ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কাহাতে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। চতুর্থ কারণ অনুসারে যদি লক্ষ্যরূপেও কাহা হয়, তাহাপি উহা কদাচ কখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কাগ্যকারক কর্তৃক খাজানা রক্ষা সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে, তাহাতে কাহাতে সমস্ত বাণীরই রাজস্ব কাগ্যকারকের বিবেচনামত সম্পন্ন হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়জন্য রাজস্ব কাগ্যকারকের উপর তত্তৎস্থানে তদারকের উপদেশ আছে; কিন্তু কত স্তর ধরিয়া প্রচলিত হার নির্ণয় করিলে তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় না। কল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কাগ্যকারক ভিন্ন ভিন্ন দ্রোতিতে কাহা করিবেন। মূল্য রক্ষা হইতুক খাজানা রক্ষা করিবার এই বিধান আছে।—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আত্মকমে নিয়মিত সময়করে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং যৌকদ্দমা উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্বেই তাঁহা পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর ভূমীর নিমিত্ত লওয়া মাথা ও কাগ্যকারক বাব হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এরূপে খাজানা রক্ষা করিবেন না যে বর্জিত খাজানা যাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি-আনার অধিক হয়।

(গ) ভূমীর নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ-বৎসরের গড় মূল্যের সম অন্তর্যাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে ও ৪৮ বারীর নিয়মানুসারে যাবেক খাজানার সহিত বর্জিত খাজানার সেই অন্তর্যাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অনুসারে কাগ্যকারক বিষয়ে মূল্যের তালিকার উপর অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক তালিকাভা গোজেন্ডে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। পোলীসে উদ্ধারবরণ সংগ্রহ করে এবং পোলীস যে এবিষয়ে বড় সতর্ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। আর সমুদায় থোকে ও মুজরা বিক্রয়ের দর মিশ্রিত থাকায় উল্লিখিত ন্যায়রূপ গড় হিসাব করা যায় না যে খাজানা পরিলেও কোন দায়িত্বাবলিও সেরেস্তার তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না। যদি বিশেষ সতৃপ্তকর তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুধু ভাবিয়া তালিকার প্রতিই বর্জিত) — এই সকল তালিকা চিঠিগ্রামের প্রকৃত ও সিন্ধু অঙ্গাণ বালিয়া থাকে হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আমার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পূর্ব মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আমি দৃষ্টান্তে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাজারচাউদের ও বোয়ার চুত্চা, এবং গবের মূল্য পরি-
ণত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের নামোঙ্কেষ করার তার স্থানীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেন্ট বিবেচনামত সমস্ত ভিন্ন শস্যের নাম উল্লেখ করিতে পারেন। তামাক, তুফ, তুফ, আনি, পাট প্রভৃতি স্থানীয় উৎপাদিত বস্তুর এবং কোন বিশেষ বস্তুরও কথা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যায় যে যে হস্তের তাইবস কমুটেশন আকৃষ্ট যে মূল মূল্যে অধিক এ নিয়মও সেই সুপ্রায়স্। কিন্তু আমি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে বিলাতের চাইদের সহিত বাজারের খাজানার কোন মৌমাধুগ্য নাই; কারণ আনন্দোক্তী কম-
লের নিদ্রীক অথবা মনয় অংশ, আর মেমোক্তী উৎপাদিত অংশ মূল্য হইলেও একদে পুরাতন নিরিখ হইতে অনেক দূরে আগিয়া গিয়াছে। চাইদের নাম রক্ষা হয় না, কিন্তু তাইবসে বাজারের টাকার দেয়

খাজানা রুজিযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে মূল মূল টাইমকে মুদ্রায় পরিণত করার সময় সুবিচার সম্বন্ধে বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার দের খাজানা রুজি বিষয়ে সেই মূল মূল কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সম্বন্ধে হইবে? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই মূল মূল করিয়া কার্য করা বৈধ পদ্ধতি নয় ও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সম্ভব হইবে না। ভূমিধিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতু খাজানা রুজিসম্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ দ্বারা কার্যক্ষেত্র এক সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভর হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ রুজির আদায় দিবার সময় আদালতের সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪৬ পারার বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর কারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অনিশ্চিত, তখন কোন্ বুদ্ধিমান জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে আগ্রহ করিবে? টাকার দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না চিকিৎসা বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখি দ্বারা পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন ক্ষেত্রে বর্তমান খাজানা হিচনের অধিক রুজি হইতে পারিবে না এবং একবার রুজি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্নমেন্টের পরামর্শমতে উভয় নিয়মই পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা স্থানীয় বশতঃ রুজির চেতা হয় সেখানে খাজানা টাকার আটমানার অথবা শত করা পঞ্চাশ টাকার অধিক রুজি হইবে না, এবং যে স্থানে মূল্য রুজি বশতঃ খাজানা রুজির চেতা হয় সে স্থানে বদ্ধিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিআনা অথবা শত করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা রুজি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্নমেন্টের মীমাংসা এখনই চূড়ান্ত হয় না। জমীদারেরা যতটুকু অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে, যে স্থানে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার স্থানীয় বশতঃ রুজি করিবার চেতা হয় সে স্থানে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের নীচা পড়ায় বদ্ধিত হওয়াই উচিত। কেন যে এরূপ স্থলেও শত-করা পঞ্চাশ টাকা উচ্ছতন সীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যায় হইতেছে না। আমার যে স্থানে মূল্য রুজি বশতঃ খাজানা রুজির জন্য চেতা করা হয় এবং অনুপাত ধরিয়া রুজি দিতে হইবে, সেখানে শতকরা পঁচিশ টাকা উচ্ছতন সীমা নির্দেশ করা সুবিচারসম্মত নহে।

অসো দেয় খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাঁজানো অপেক্ষা বেশারেষ্ট অধিক খাটে; এবং আমার মান্যবর সহযোগী মহোদয় ডায়রেক্টর মহোদয় (মিস্টার) এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলে চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই, যে মূল মূল ধরিয়া পরিবর্তনকার্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তাহারা বর্তমান খাজানা কম হইয়াই সম্ভাবনা। ঐ দুইটি মূল এই—

(ক) দখলী মূল্য বিশিষ্ট ভায়ডেরা নিকটই সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যে মূল্যরূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূমিধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাঠিয়া থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উত্থাপিত হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না, এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলী মূল্য দ্বারা।

ব্রিটিশ বন্দোবস্তের আইন ১৮১৯ সালের ১০ আইন এ উক্ত নতুন দখলী মূল্য দ্বারা রাইতের সহিত কারবারে জমীদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলী মূল্যই প্রকৃত ইচ্ছাধীন প্রমাণ হইয়া আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূমিধিকারী ও দখলী মূল্যের প্রভার সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি দখলী মূল্যই প্রকৃত কোলমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক মুঠা বীজ ছড়াইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলী মূল্য বদ্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে যে রূপে বলিয়াছি বাসেন্দা রাইত সম্বন্ধে যে আইনমতে অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আসিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার বৈধ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্ট্রী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানা রুজি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমীদার রাইতকে এরূপ নিয়মপত্র দিতে যাইবেন সে উচ্চ আদায় করিতে পারে। তাহা হইলে জমীদারকে প্রকৃত দূর করিবার জন্য নৌকদমা কক্ষ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আদালত তখন ঐ মোহের কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসম্মত তাহা স্থির করিয়া দিবেন, এবং আদালতের জ্ঞানমত জমীদার প্রকৃত পঁচবৎসরের জন্য পাঠা দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাঠার নিয়ম অতীত হইবার পূর্বেই রাইতের দখলী মূল্য অথবা তাহা হইলে সে দখলী মূল্য বিশিষ্ট প্রভার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র অপিকার পাঠাতে যত্নবান হইবে। এইরূপে দখলী মূল্যই প্রকৃত নাম মাত্রেই পর্যাবসিত হইবে। এই প্রণেয় রাইতের সহিত আগনার ইচ্ছাবৃত্ত কারবার করিবার জমীদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমীদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পঁচবৎসরের জন্য পাঠা দিতে বাধ্য করা হইল। এখানে আমার বলা উচিত যে বিচারধীন পাঠা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণ হেতুকই প্রভার উচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয়

প্রথমবার বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এদেশে অজ্ঞাত কতগুলি নূতন তাঁতের সূত্র অন্তর্নিহিত ছিল। এপাটুলিনিতে সেগুলি থাকিলে নূতন বিন্যাসের মূল হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্তে বিচারাদীন পাট্টা প্রদত্ত করার অধীনতার প্রতিবেশে অবিচার করা হইয়াছে। যে বিষয়ে অধীনতার চিরকাল সম্পূর্ণরূপে অধীনভাবে কার্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁতাদেশে হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রায়ের সুবিধার জন্য বিচারাদীন পাট্টার হুকুম দেওয়া হইল, সে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে বন্দ পদার্পণ দিয়া চতুষ্পাশ্ববর্তী অজ্ঞান পালকে কেপাইয়া দিতে পারে এবং অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তরত অধিনার অন্য প্রকার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী শাসনোপায়ী হইতে পারিতেন এবং তরত খাজানা আদায়ের ভাল প্রতিভা পাঠতে পারিতেন। কিন্তু বিচারাদীন পাট্টার তাঁতের সুবিধা বা অধীনতা রহিল না। দখলীস্বত্বের রায়ত সম্বন্ধীয় বিধান সকলে অধীনতার ভূমায় অস্ত্রের প্রতি আরো এক বিধানে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে প্রণীত রায়ের সুবিধার জন্য এরূপ আক্রমণ হইতেছে অধির উপর তাহার কিছু নাই মারা নাই সুতরাং অধীনতার অতুষ্ণ হইতে তাহাদের কিছু নাই ধর্মতঃ মারি নাই।

কোর্কা বিল ও কোর্কা রায়ত।

যে পাটুলিনি প্রথম উপস্থিত করা হয় তাঁহার এক প্রধান লক্ষণ এই যে, যদিও তাঁতে অধিনারের সূত্র ও অধিকার বিশেষরূপে ধর্ম করা হইল, তথাপি যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্মক, তাহার পরিচরিত দেশে ধনাগম তর ও সাধারণের প্রতিবিধিস্বরূপ গদগমেটে ও ভূমায়ী ও পেটো ভূমায়ীর দল আচার প্রাপ্ত হন, তাহার কার্যতঃ অল্পই উপকার করা হয়। যদ্যবর্তী লোকের অবস্থা বিশেষরূপে উন্নত করা হইল। কিন্তু কোর্কা রায়ত, যে প্রায়ই প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকর্মক করে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে মধ্যবর্তী লোকের দয়ার উপর কেনিয়া দেওয়া হইল। এই বিধানে যেমন উত্তরবিশেষ করা হয় করিণী জাতি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিলেন, এবং তাঁহারা কোর্কা রায়তের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য নানানিধি উপায়ে প্রস্তাব করিয়াছেন। তদনুসারে এই পাটুলিনিতে কোর্কা বিল নিয়মিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে, এসকল বিধান কার্যে পরিণত হইবে না। প্রথমতঃ যদি দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার যোতের অধিকারের অধিক কোর্কা বিল করে, সে, উহা রেজিষ্টারী হইয়া যাত্র, তালুকদাররূপে পরিণত হইবে। তালুকদারের অবস্থা বিশেষরূপে সুবিধাজনক। অতএব ইহাতে কোর্কা বিল বন্ধ হওয়া দূর থাকুক, বরং উহার প্রাথমিক দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্কা বিল করে, তাহা হইলে কোর্কা পাট্টা সাত বৎসরের অধিক কালের জন্য গিল্প হইবে না, এবং তাঁহা ভূতকালেও ফলবৎ হইবে। যে কোর্কা পাট্টা দিয়াছে তাহার অর্থ ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ পাট্টার বিক্রয় যত অল্প হইবে তাহার সাত তত অধিক হইবে। তৃতীয়তঃ কোর্কা রায়তের ভূমাবিকারী রেজিষ্টারী করা পাট্টা হইলে নিজে যাত্রা দিয়া থাকিলে তাহার উপর শতকরা ৫০ টাকার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না এবং অন্য স্থলে শতকরা ২৫ টাকার অধিক পাইবেন না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে স্থলে পর২ বহুসংখ্যক মধ্যবর্তী লোক আছেন, (বাকরগঞ্জে পর২ ১৩ প্রণীত মধ্যবর্তী লোক আছে) সেই স্থলে কিরূপে এই বিধানে কায্য চলিবে। প্রত্যেক মধ্যবর্তীই ইহা কোর্কা রায়তের নিষিদ্ধ হইতে তিনি আপন ভূমাবিকারীকে যাত্রা দিয়া থাকিব তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকা অধিক দাবী করিতে স্বত্বান্বিত হইবেন? তাহা হইলে এই সালের সর্ব শেষ ব্যক্তির, যে ব্যক্তি অস্ত্রস্তে চান করে তাঁহার, দেখা দিইবে? চতুর্থতঃ ভূমাবিকারী কোর্কা রায়তকে কুবি সন্তৎসরের শেষে তির ও বৎসর শেষ হইবার ছয়মাস পূর্বে উঠিয়া যাত্রার লিখিত শোচিস দান ভিন্ন উঠিয়া দিতে পারিবেন না। আমার ধারণা এই যে উক্ত রায়ত অধিকারের অধিক ভূমি কোর্কা বিল করিয়াছে কিনা তাহাট লইয়া উক্ত রায়তের সহিত কোর্কা রায়তের সন্তৎসর বিবাদ হইবে, ফল এই হইবে যে হয় কোর্কা রায়ত নিঃশেষে অজ্ঞাতার লজ্জা করিয়া যাইবে, না হয় সন্তৎসর মোকদ্দমা মামলা হইবে। আর আমি যত দূর বিচার করিতে পারি তাহাতে যে সকল স্থলে উক্ত রায়ত তাহার যোতের অধিকার অধিক ভূমি কোর্কা বিল করিবে কেবল সেই সকল স্থলেই ৬২ খাজানার খাজানার সীমা নির্ধারণ কায্যের হইবে। এই জন্য সেই রায়ত আইনের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রেতি আপনাকে সাবধানে এই সীমার মধ্যে রাখিবে। আরও উক্ত রায়ত যদি আত্মন লজ্জা করে, তাহা হইলে তাহাকে আদালতে আনায় কাহারও স্বার্থ নাই, কারণ আত্মন লজ্জা করিলে কোনরূপ লাভিই বিধান নাই। উক্ত রায়ত যে রায়ত তাঁহার নিজের শর্তসত্তা অধীন লইতে স্বীকার না করিবে, সেইরূপ রায়তকে ভূমি না দেওয়া ই স্থির করিয়া রাখিবে, এবং যখন কোন কোর্কা রায়ত এই শর্ত স্বীকার করে সে অপর আইনপ্রসঙ্গ উপকারের প্রত্যাশী হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি আর একজন রায়ত আইনের নিমিত্ত শর্তে অধীন লইতে ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু যদি উক্ত রায়ত তাহাকে প্রচণ্ডই না করিল তবে সে দাঁড়ায় কিসের জোরে। অতএব কোর্কা বিল নিয়মনাথ বিধান সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হইবে, না হয় অশেষ-প্রকার মোকদ্দমা মামলা উৎপাদন করিবে।

উৎকর্ষসাধন।

উৎকর্ষসাধন অধ্যায়ে ভূমাবিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে পরিবর্তন প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্তমান সময়ে ভূমাবিকারীরাই আর ভূমির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহার ভূমাবিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন লইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই অধ্যায়ে বলিতেছে যে (১) যে রায়ত অধিনারিত খাজানার ভবিষ্যৎ

করে সে আপন যাত সঙ্কে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে ভূমাদিকারী তাহাকে বাধ্য দিতে পারিবেন না। (২) সে স্থলে রায়তের মখলীসত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমাদিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক যোত সঙ্কে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র পদ থাকিবে। (৩) যে স্থলে মখলীসত্বশূন্য রায়ত আপন যোতে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবার জন্য ভূমাদিকারীর উপর এক নোটিস দিবে। যদি ভূমাদিকারী তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারেন অথবা অমনোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজেই উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এই বিধান সমূহের বর্ণন এই যে উচ্চাঙ্গে ভূমাদিকারীর ভূমালীসত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কাচার এবিষয়ের যীমানসীমতার কালেক্টরের চক্ষে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিগত হয়, তাহা হইলে প্রথম কক্ষে ভূমাদিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের তাঁর দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূমাদিকারীর অনেক মূলধন থাকার তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে দোস্তার কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা রক্ষি করিয়া তাহার মূল্য ফুলিয়া লইবেন এ আশাসন তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানারূপে দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে ভূমি খাজানারূপে দিতে সমর্থ তবেই রক্ষির আদান করিবেন। আবার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপনোদন কণ এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। বাহাদুর উৎকর্ষসাধন করিবার সামর্থ্য নাহি তাহাদের নিকটে উৎকর্ষসাধনের আশা করা, এ যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া সে নিরূপণ পাঁকা রাজনীতি তাহা আবার বুদ্ধির অগম্য। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা, আদালতের প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূমাদিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আগার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আমাকে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন দেওয়া দেখিতে বলা হয়।

অবিভক্ত সম্পত্তির উদ্ভাবধারণ।

পাণ্ডুলিপিগে জিলার অজকে সমস্ত দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা বার্ষিকান যে কোন ব্যক্তি ভূমিতে তাহার স্বত্ব না থাকিলে, আবেদন করিলে যদি তাহার বোধ হয় যে (ক) সাধারণের অনুরোধ বা (খ) ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের ক্ষতি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা জায়গার সহাদিকারীদিগকে তাহার উদ্ভাবধারণের স্বত্ব হস্তে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। আমি শেষ বিষয়ের কথাই প্রথমে বলিব। সহাদিকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কায্যার্থক না থাকিলে রায়তদিগের মধ্যে ও বিরুদ্ধ হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কামতী খাজানা আদানতের নিয়ম করিয়া এ অনুরোধের প্রতিবিধান করিয়াছেন। ৭৩ খারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেক গুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহা-দিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের সময় বিশেষ কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় প্রজা টাকার জন্য উক্ত সহাদিকারীদিগের একযোগে সমীপ পাঠিতে না পারে সে স্থলে উক্ত মহাল খাজানা আদানত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহাদিকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ কায্যার্থকের দ্বারা দরখাস্ত বা মোকদ্দমা করিয়া করে তাহা হইলে সহাদিকারীরা কোর্টের দরখাস্ত অথবা বন্ধিও খাজানার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবেন। এতদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিভক্ত মহালের রায়তদিগের সমস্ত সুকৃষ্ণ কক্ষের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিভক্ত ভানে কোন মহালের উদ্ভাবধারণ হইলে সাধারণের যে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি, যদি সহাদিকারীরা রাজস্ব দিতে ক্রটি করে, তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আটম অধিকর করে অথবা সরকারী আদেশমত কাৰ্য্য করিতে অসারগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দারিত্বের কথা বঙ্গদেশের বেজিওরী বিষয়ক আইনের কথা দৃষ্টে অনুমান করা হইতে পারে এবং তাহাদের শাস্তিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জমীদার সাধারণের অনুরোধ হইতেছে মনে করিলেই সহাদিকারীরা আপন সম্পত্তির উদ্ভাবধারণ হইতে কেনই বঞ্চিত হইবেন, পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমার নিবেদন এই যে যেসকল কারণের কখনই অস্তিত্ব নাই, তাহারই তদন করিয়া ভূমালী ও মখলীদিগের সম্পত্তির উদ্ভাবধারণের ভার জনার প্রতি অর্পণ করিয়া, উহাদিগের পরিজন ও উৎকর্ষসাধনের উৎসাহ কারণ অগণনীয় করা, প্রকৃষ্ট রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

স্বত্বের লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, হারের ভাণ্ডিকা, ও ভূমালীর নিজ জমী
লিপিবদ্ধ করণ।

ভারতবর্ষের যে সকল ভাগে নির্দিষ্ট সংখ্যক মজদুর দ্বারা বন্দোবস্ত হয় তাহার অধুনা যে ভাবে ভূমির বন্দোবস্ত করা থাকে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কে অসম্মত মতের সেই ভাবে লিপিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ভাবে ভূমির সম্পত্তিগত স্বত্ব ও স্বার্থ প্রায়শ উক্তরূপে নির্দিষ্ট আছে, এবং এই অধ্যায় সমস্তের বিষয় সম্বন্ধে যে বক্তব্য প্রমাণ ও ভূমাদিকারীর বিচার হইবার সম্ভাবনা, সেই বক্তব্যে সম্পত্তিগত স্বত্ব সম্পত্তিগত স্বত্ব নিজ নিজ আয়ের উপর আদানতের কাৰ্য্য নির্ভর করিতে দেওয়াই সঙ্গতজননীয়। কিন্তু এত সকল অসম্মত মতের হয় এও যে, একদিকে ভূমাদিকারী ও প্রজা দোস্তকেই তাহাদের জন্য বিস্তৃত উপায় অবলম্বন করিতে সাধনতা দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে জমীদার গণকেই মজদুর উদ্ভাবত দোস্ত উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এত সকল অধ্যায়ে যে সকল বন্দোবস্ত আছে তাহাদের কাৰ্য্য লিখে আরম্ভ হইলে, আমার ভয় হয় যে দেশ মোকদ্দমা শাসনোপায়ী হইবে, ভূমাদিকারী ও প্রজার কুপ্রভৃতি সমূহ উদ্বেজিত হইবে, বিবাদ শাস্তি ও জাল করণের দ্বারা একান্তরূপে উদ্বেজিত হইবে, অসম্মত ভাবলগ্না অশেধরূপে প্রতাপ জমল হইয়া যাইবে,

এবং কৃষিকীর্ষি কতি, ব্যয় ও নিগমের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক জরীপে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকে নিজেই এই সকল বিষয় বলবৎ করার জন্য আবেদন করিলে, তখন তাহা দেখিয় লওয়া তাহাদেরই কাজ। কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন নাভিষ্ট হইলে কেন যে গবর্ণমেন্টে হাইদ্রা দেশের লোকে উপরি উক্ত অনিষ্ট সংঘটন করিবেন আশি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধ কার দেখিতে পাইতেছি না। আপামী ভূমি তিন পুরুষ মধ্যে উদ্ভিষ্ট কার্য সমাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্বোক্ত প্রকৃত বর্জিত হইবে থাকিবে। যে স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরী বিক্রয়ে নীলাম খরিদার নিজের অবগতির জন্য অব্যবহারী কাঞ্চন পান না, অথবা নিশি শুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়; যেহেতু রাইয়েরা ধর্ম্মঘট করিয়া থাকেন; দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রাইদের কর্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজনার বন্দোবস্ত হয়; যেহেতু জমীদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই জমীদারের নিজ জমীর রেজিষ্টারী করা হয়; নেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা মান্য ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে অশীম বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অসাধারণ লক্ষ্য বিষয় বেরূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার সেরূপ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইংছারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বলি যাতে পারে যে, এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থলেই উহা নিষার করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রমত ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই আয়ের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে নমুনা হার বা এক সমান হার বা পূর্বে যাহাকে পংগন হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। প্রজা ও ভূম্যধিকারী কাহারই একাধা দ্বারা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূম্যধিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার খরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূম্যধিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও অথবা মিথি ও খাজনার বন্দোবস্ত সম্প্রদায় বিধান সকল বলবৎ করিবার খরচ ভূম্যধিকারী ও প্রজার বাড়ি চাপান হইবে। যে কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমি বণিটে শ্রেণীর উপর অশেষ অগকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর হুতন কর বদান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূম্যধিকারীর নিজ জমী নিশিবদ্ধ করণ সম্বন্ধে আমায় বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আদর্শে নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহা দ্বারা সমস্ত পণ্ডিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ১৩৮ খ্রীঃ অব্দে,

১৩৮ খ্রীঃ। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূম্যধিকারী নিজ জমী বলিয়া নিশিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘাত বা কামাত বলিয়া ভূম্যধিকারী নিজে আপন সম্প্রদায় দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন নিশিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই জমী; এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রামাচারক্বে ভূম্যধিকারী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজঘাত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূম্যধিকারী নিজ জমী বলিয়া নিশিবদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মাচ্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূম্যধিকারী নিজ জমী বলিয়া নিশিবদ্ধ করিয়া এই জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথাই প্রতিদৃষ্টি রাখিবেন কিন্তু যাহা বিপরীত দর্শন না যায়, তাহা উক্ত জমী ভূম্যধিকারী নিজ জমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূম্যধিকারী নিজ জমী কিনা, এ বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই দ্বারা যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তাহা প্রতিদৃষ্টি রাখিবেন।

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। জানিবে যে সুবে বেহারের মধ্যে বালিকান জমী এবং সুবে বাখলা ও মেদিনীপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারীদের নিজের নানকায় ও খামার ও নিজ ঘাত ও রহ ভূমি উপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাভোন্মুক্ত ভূমির বিবরণ] দাড়া সকলের বাহির আছে, ইত্যাদি।

আইনের তাহার সহিত পাণ্ডুলিপি ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে জমীদারের খামার জমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিয়া চাষ করার শর্ত নির্দিষ্ট ছিল না। পণ্ডিত ভূম্যধিকারী একথা সকলেই জানে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত খাজনা খায়া করার জমীদারের যে অপরিহার্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা জমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্রোক।

খাজানা আদায়ের সম্বন্ধে ক্রোকের আইনের সহায়তা প্ৰয়োজনীয় ও কার্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি বেহারে ইহা সমগ্রতা অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্তমান কোন আইনের সার এই যে ইংছারা শীঘ্র ও অগত্যা করিয়া হয়, কিন্তু ভূম্যধিকারীর নিজ সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত থাকে। ক্ষমতার অব্যবহার করিলে তাহাকে বিলক্ষণ ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি আদায়ের কোন আদায়ের

দ্বারা করিতে হইবে। উহার প্রতিপক্ষে নানা পক্ষের নিষেধাত্মক নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জাণী হইবার সময় ৩৩ মাঠ হইতে শস্য অনাবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। উহার কার্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা দ্বারা আর শীঘ্র প্রতিবাদ পাওয়া অসম্ভব। সত্ত্বর প্রতিবাদই ক্রোড় আইনের মর্ম্ম ওয়া উচিত। আবার ক্রোক করিলে গেলে জুমানিকাধীরা এক বায় করিতে ও এত বিস্তৃত হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আবার এইরূপ বোঝ হইতেছে যে এত গাণ্ডুলিপিতে যেরূপ ক্রোকী আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্য্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে জমীদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্য্যপ্রণালী।

গবর্ণমেণ্টে যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতা আদান করিবেন বলিয়া পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমানদার বলিবার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজি পর্য্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কদম্ব গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়া আনিয়াছেন। আর উপস্থিত গাণ্ডুলিপির পথম সূচনী হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতা আদান হইবার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদানুবাদের সময় কমিটীও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাদানুবাদের কল কান্তঃ আমানদাকে নিরাশ করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম

(১) পত্তনী কার্য্যপ্রণালী (২) গবর্ণমেণ্ট ও রাজাপালিত মহালে এক্ষণে যে কার্য্যপ্রণালী চলিতেছে ও

(৩) বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা কল্প করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা অংশায়ণীরা বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আদায়ক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আদায়কমত প্রমাণ দিয়া আপত্তিঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাঁহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জাণী হয় নাই বলিয়া সতরাচর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মন্তব্যের একটি বিধান করিতে পরামর্শ দিই—

“সামান্যতঃ সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টারী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোনকারণ বশতঃ নিজ প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে ঐ ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির মরতঃ বাস্তবজ্ঞানে অথবা তাহার পুত্র মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। ঐ ভূমির মালকাজীতে, অথবা যে ভূমির জন্য বাকী খাজানা পাওনা, তাহার অথবা তদ্ব্যবস্থিত অন্য কোন সদর জায়গায় অথবা গ্রামের নোটে বা গোপালে, অথবা যে গ্রামে ঐ জায়গা অবস্থিত তাহার অন্য কোন সুকোপ্রশস্তান লটকাইয়া দিয়া নোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে যেমন হয় গ্রামের চৌকিদার, গ্রামের মণ্ডল, ন্যায় গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, ন্যায় গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের নিম্ন হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপবাবহার বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই উপরি উক্ত কার্য্যপ্রণালীর অধঃস্থ হইটি আলম্বন করিতে হইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার এক তরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবেদলের যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

সমনে এরূপ এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ জারীর তুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাকীকে নির্দিষ্ট দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইস্তিমাফ করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনানি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন বাধ্য করিয়া দিবেন। ঐ দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, ডালুকদার বা দখলীস্বত্ববিধিকে রায়ত হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীকালে তাহার ডালুক বা ঘোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ঘোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া না দিলে জাণীল গ্রাহ্য হইবেন। খাজানাগ্রহীতার তিমত প্রতিভাযা দিয়া আমানতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অসুবিধা প্রাপ্ত হইবেন।

কমিটীতে আমার অনেক মহামান্য সভ্যসঙ্গীরা আমার পরামর্শমত উপায়ে সমস্যাক্রান্তি আরে বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভ্য আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতি স্বল্পতর ও সরলতর পরিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যথাস্থিতি স্থবিচারের বাধা ও ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আদালত সমন জারীকরণকাণ্ড ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসাহিত হইলেও সমনজারীকরণকাণ্ড ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনযুক্তি কোন অনুমান করিতে দিতে অক্ষম।

যাহাই হউক, কমিটী নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বঘটিত কোন কথা উপস্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে তাহা যতদূর সম্ভব পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বঘটিত যে কথা লইয়া বিবাদ তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উপস্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে প্রকৃষ্ট টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিস এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আদালত পাঠিলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষুদ্র জনের মধ্যে যে রায়ত আপন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অধীকার করে আদালতে তাহার কথা প্রমাণ হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এহাটি প্রমাণ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিষ্কার হইবে, আমি মত কমিটীকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটী যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্র, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্যে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা, বর্জিত হইবে মাত্র; খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক উহার বিলম্বও নিবন্ধ পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটী হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার বোধ হয় এরূপ করাও যাহা, এরিমধ্যে সীমান্তের ভার পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিদ্রোহ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্র সম্পাদনের জন্য উপর পরিবর্তন করিতে সমর্থ।

আমার ভ্রমসা আছে যখন আগামি নবেম্বরে কমিটীর অধিবেশন হইবে, তখন সভার খাজানা আদায়ের বর্তমান কার্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পারমাণে কার্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা না থাকাই ভূম্যধিকারীদিগের বিশেষ কন্টের কারণ এবং ইহা না থাকিতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দায়িত্ব টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলম্ব করিয়াছেন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত এক হয়, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের যথার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলম্ব নন্দা হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কার্যতঃ বহিত করা হইয়াছে। যেসকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটী তাহা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।—

- (ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)
- (খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুসঙ্গ।
- (গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমাটীবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
- (ঘ) ৫৩ ধারামতে কসলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।
- (ঙ) নির্দিষ্ট হেতু তিন দখলী স্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোমল রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)
- (চ) গোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমাটীবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।
- (ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উজ্জ্বল কৃতি পুরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।
- (জ) ডিক্রীকারী ক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উপস্থাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই অবনতির প্রস্তাবের বিলম্ব প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন সমূহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী, ঘর, ফেঁদ

খোঁসাবিক্রয় বা বন্ধন দিবার সময়, তাঁহাদের ক্ষেত্রে উপস্থিত বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিয়োগ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সমস্ত অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কেবল আপন ভ্রাতৃদিকারীর সহিত চুক্তি করিবার সময় তাহাদের কোন অন্তর্য্য বন্নিয়্য হইতে পারে না। আমি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনর্বার বিবেচনা করিতে বসি।

মেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে মেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচারার্থিতা বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গভর্ণমেন্টের অনুমোদন, রাজস্ব কর্মচারীর উপর যে নিষ্পত্তি ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অতিপ্রায় স্পষ্টই এই যে তাঁহাদেরই উত্তরাংশে যেহেতু সব একসময় করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং বাধ্যকারী এই অঞ্চলে মূলধানের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে এবং পরিপ্রায়ের প্রদর্শন শুকাইয়া আসিয়াছে, বাজার ও ভূমির মূল্যবোধের সেই প্রণালী প্রদর্শিত করা হয়, আশ্রিত এই বোঝা। কিন্তু আমি ভ্রমণ করি যে আমার বোধ প্রমত্তক বলিয়া প্রমাণ হইবে। শস্যের খাজানা মুদ্রাক্ষেপের পরিবর্তনই হউক, স্বত্বের লিপি অথবা খাজানার বন্নিয়্যের হউক, হারের কালিকা প্রস্তুত বিষয়েই হউক, ভূমিগিরী ও প্রজ্ঞা সংঘা চুক্তির তত্ত্বাবধানেই হউক, ন্যূনতম মাপের কাটি নির্দেশ করণেই হউক, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হউক, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হউক, আমি যে বিষয় দেখিতে যাই দেখি সে রাজস্ব কর্মচারীকেই দ্বিবিবন্ধ করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিগণ অটোমিকার কথিতাংশ সেই দ্বিবিবন্ধ উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্মচারীকে কার্য্য-নির্বাহক অথবা শাসন কার্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্যকারক করা হইত, তাহা হইলে আমার আশঙ্কিত ছিল না, কিন্তু তাহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এমিয়ে গিলকন আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যকারকে শাসনকার্য্যনির্বাহক গভর্ণমেন্টের ইচ্ছিতমতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের যত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেতুবাং লর্ড কার্ণওয়ালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিচ্ছি।

“যে ভূমির রাজস্বের ও তাহার উত্তরাংশের বিষয় সরকারের সহিত ভূমিগিরীদিগের সেবা গুরুত্ব এবং স্বাধীন ভূমিগিরী ও তাহাদিগের প্রজ্ঞাবর্ণের সঙ্গে যে সকল দায় ও বরোদেয় যোকদা অদ্যাবধি মাল আদালতে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা অনেক মতে মাল আদালতে বসিয়া যে সকল যোকদার বিচার করেন ও তাঁহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত যে কলকার আপীল বোর্ড রেবিনিউতে ও তথা হইতে জ্যেষ্ঠ গভর্ণর জেনরল বাহারের হজুর মালের কৌন্সিলে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জিয়া থাকিবে মাল আদালতের নেরেস্তার দীপ্তিমান এই সকল কারণ দুটো এই ক্ষেত্রে ভূমিগিরীদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল ক্ষতি অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয় নিগন্তই মনস্তির রাখবে না করণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া যোকদমা কখন বিকল্পমতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উভয়ের অধ্যতক্ষে এতদভাবে বিনা বাজিরীতে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক যোকদমাই গবস্থা থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য ও তহসীলের যোকদমার আইনের অন্যথার জুকুম হইলে অন্যায় প্রস্তাব আণা ভরসার স্থান ছিল না যে বিপক্ষ হইতে যে পক্ষ পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে জুকুম দেন তাহাতে যে অন্যায় প্রস্তাব হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে মেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবদিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বাহুল্য জনা ভূমিগিরীদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজ্ঞা বর্ণের বিবাদের যথার্থ বিচার হইতে পারিত না অতএব চাসের আধিক্যজন্য উক্ত যে উপবে লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত ও তৎসম্বন্ধিত সকল স্বত্ব টেক্ষণ কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। মেওয়ানী পতিকর্তব্য এই যে ভূমিগিরীদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণে শক্তি জাগ করেন এবং আদালতের সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্বের কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি মা থাকে এবং যে কালেক্টর সরকারের পাওনা মালজারীর আপত্তি উপস্থিত হইত তাহা যে সকল আদালতের অত্র সাহেবদিগের যে একত্রে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জ্যেষ্ঠ গভর্ণর জেনরল বাহারের কৌন্সিলের হজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে অত্র সাহেবদিগের স্বেচ্ছান্বয়ের বিষয় না থাকে বরং সরকারের সহিত ভূমিগিরীদিগের ও ভূমিগিরী প্রভৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজ্ঞাবর্ণাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে করিতে ন্যোনিবেশ রাধেন এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আপনাদিগের অর্পিত রাবৎ কর্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাধেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার অত্র ব আদালতে দেন এবং সরকারেরও প্রকৃত প্রাপ্তবা ছাড়া তাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা এই হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত হয়ে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমন হইলে যে শক্তিক্রমে ভূমিগিরীদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মধ্যদার হামি হইতে পারে তাহা না হইতে পারি। অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারিত ও কৃত হইবেক এবং যে চাসের আধিক্য সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অধিকার হয় তদ্বিত্ত সকল গোড়েই প্রস ও চেষ্টা ব্যাখ্যচিত্ত করিবেন।”

১৭৯৩ সালে গবর্ণমেন্টে যে সকল উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৪ সালে দলপুত্র অধিক ঘাটে।
পতনী তালুক।

অমোদারের এই পাণ্ডুলিপিতে পতনী আইনের সন্নিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন একপা করিবার যে কারণ নাই
কীর্ণ নহে। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষাট বৎসর ধরিয়া এই আইনের অনেক কথা কতৃপক্ষকর্তৃক এক প্রকার
অপাতিত কাণ্ডে ও সেই অর্থেই চলিয়া আসিতেছে; অমোদার, পতনীদার, আদালত ও আমলা সকলেই উচা
বেশ বুঝে; উদার ভাষার আধুনিকত্ব সম্পাদন করিতে গেলে সাইট বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও
পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব হাত না দিলে ভাল, এই বচনামুসারে পতনী আইনের দাফা ও ব্যাখ্যা
সেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্বতোভাবে উচিত। আমল এই মতের অনুমোদন করি
এবং আগার কক্ষ যে পতনী অম্যায় এই পাণ্ডুলিপির বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল পুত্র দারয় এই পাণ্ডুলিপি প্রদানঃ লিখিত ভাষায় উপর আমার প্রধান প্রধান আপত্তিগুলি
জামি তাফাভাড়া লিখিয়া ফেলিলাম। কারণেবাবসর সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আমার নাই। আগামী
নবেম্বরে যখন কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন আমি সেই সকল আপত্তি উপস্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮০ সাল ১৪ দীর্ঘ।

কৃষ্ণদাস গাল।

প্রত্যাহিত প্রজ্ঞাপনবিষয়ক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিষয়ের উপর সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত হইতে তিন মতের সম্মতালিপি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বিধান আছে যে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভালুকদার যে যে বিধানের নিয়মাবলি থাকেন, যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাবলি থাকিবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই যে নিয়ম তল করিলে তাহাতে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে সেই নিয়ম তল করিলেই উচ্ছেদের দারী হইবে।

যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার বোত সম্বন্ধে সাধারণ মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে নিজ বোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী অগ্র্যে ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন;

(খ) যদি সে নিজ অন্য একরূপে ব্যবহার করে যে উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের কার্যের সম্পূর্ণরূপে অমুণ্যবোধী হয় তাহা হইলেও মখল হইতে উচ্ছেদের দারী হইবে না।

কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা অবধারিত, তাহার অমুণ্যবোধী সাধারণ মখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অমুণ্যবোধী হইতে অন্তর্ভুক্ত হইবে। এবিষয়ে আমার মত অন্যরূপ।

যদি একস্থলে ভূম্যধিকারীকে অগ্র্যে ক্রয় স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর স্থলেও তাহাকেই স্বত্ব দেওয়া উচিত। যদি একস্থলে ভূমিকে প্রজ্ঞাপন কার্যের অমুণ্যবোধী করার রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরস্থলেও সে উচ্ছেদের দারী হইবে।

একস্থলে একরূপ হইবার অমুণ্যবোধী মত তর্ক উত্থাপিত করা যায়, অন্য স্থলেও তাহা সমানরূপে থাকিবে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্র্যে ক্রয় স্বত্ব মখলীর আইনের শাখা। যেহেতু হিন্দুরা পূর্বে ক্রয়ের স্বত্বের দাবী করিলে, উক্ত ব্যবস্থা দেশান্তরিত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে মখলীস্বত্ব খরিনকরিতে পারে, তাহার মত হইতে ভূম্যধিকারীকে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই সর্বপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্বে ক্রয়ের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল।

একস্থলে শ্রমজীবীর ক্ষেত্র ভূম্যধিকারীকে যেরূপ ভরানক অনুবিধায় কেনিতে পারে, অপর স্থলেও সেইরূপ; ক্ষেত্র মতে করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একস্থলে তাহার পক্ষে এই স্বত্ব বেরূপ অনর্থক হইবে অপর স্থলেও সেইরূপ অনর্থক হইবে।

এই সকল বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ করিলে কল এই হইবে, ভূম্যধিকারী উৎসন্ন বাইবে।

যখনই ভূম্যধিকারী পূর্বে ক্রয়ের স্বত্ব অনুসারে কার্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের বোত বলিয়া আপন বোত হস্তান্তর করিতে বাইবে অথবা যদিও ভূম্যধিকারী পূর্বে ক্রয় করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরপ্রস্তুত পূর্বেই পূর্বে ক্রয় স্বত্বের তর করিয়া যখনই আইনের চক্রে ধূলি দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূম্যধিকারীকে বাধা হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ তর আছে যে যদি তিনি তৎক্ষণাত্ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সেই না করাই হস্তান্তরপ্রস্তুত অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটি আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাঠিতেন এবং এই অধ্যায়ের কার্য মোকদ্দমী পাট্টাধীন বোতের অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রত্যাশন করা হইত না, তথাপি অসুস্থ খাড়া করিয়া আইনের চক্রে ধূলি প্রদান করিবার চেষ্টার লোককে উৎসাহ দেওয়ার যে হানিকর ফল উৎপন্ন হইবে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৫ম অধ্যায়—কোর্কা বিলির নিয়ম।

কোর্কাবিলি সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটি অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়ে আমার মত বিভিন্ন।

কোর্কাবিলি বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোর্কাবিলি সম্বন্ধে বাধ্যজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোর্কাবিলি করে তাহাকে ভালুকদাররূপে পরিণত করিলে ভূম্যধিকারীদের বিশিষ্ট স্বার্থের হানি হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতকটা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার জন্য, বিশেষতঃ রাষ্ট্রভিগ্নের মধ্যে অতি দরিদ্র জ্ঞেয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভিগ্নকে রক্ষা করিবার জন্য, এই প্রণালীকে উদ্ভাবনকারীরা আনিবার আবশ্যকতা আছে।

কোর্কা বিলির ক্ষমতা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্র হঠাৎ দেশের অড়াইরা পড়িলে উদ্ধারের সে সেই দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

যে সকল ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থে অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ভূমি অর্জন করতে পারে।

উহা আদর্শমত। এতদিন কোর্কা বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাজনক নিয়ম ছিল না। আর বড়ই কেন বাধাজনক নিয়ম হউক না, কখনই কোর্কা বিলি পরিচালিত হইবে না।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক জ্ঞেয় লোক ভূমি পাওয়ার জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকিবে, যতদিন যাহারা একগুণে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা ভালরূপ ব্যবহার করতে পারে এমন এক জ্ঞেয় লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবদ্ধ হইতে কোর্কা পাট্টার বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে সন্নিবিষ্ট করিয়া না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্কা বিলি চলিতে থাকিবে।

কোর্কাপাট্টাধারীদেরকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এমন লোকের কোন না কোন রূপ উদ্ভাবনে আনিতে হইবে।

এ বিষয় শীঘ্রই এমনভাবে গবর্নমেন্টের গোচরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার মীমাংসা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

১। ৫ম অধ্যায়—খাজানা রুজি।

সিলেটে কমিটির নিকট রিপোর্টের জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার বিধান অনুসারে বর্জিত খাজানা ভূমি চত্রে যেট উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্নভারের উপর টাকার চরখানা পর্যন্ত বর্জিত খাজানা গ্রহণের জন্য ভূস্বামীকারী প্রচার সহিত যত্রাণ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন।

অধিক অন্য যে চার প্রদত্ত কর তাহা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রচার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্জিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের রুজি হইয়াছে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া ভূস্বামীকারী খাজানা বাড়িয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাহার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বর্জিত খাজানা উৎপন্ন প্রধান শস্যের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থলে পূর্নতম খাজানার দিগ্গন্তের অধিক না হয়।

উচ্চাধিকার খাজানা রুজি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা রুজি উত্তর স্থলেই বর্জিত খাজানা কম বৎসরের বর্জিত থাকিবার কথা ছিল। সিলেটে কমিটির সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে চুক্তিবদ্ধ খাজানা-রুজি কোন স্থলেই টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

হু আনার কম বা হু আনা পর্যন্ত হইলে উহা সাত বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, হু আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন যেতের খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা রুজি হইলে উহা পূর্নতম হারের উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হ্রাস হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী রুজিবশতঃ হইলে শতকরা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত হ্রাস হইতে পারে।

যে স্থলে কোন মোকদ্দমার দোষগুণ দেখিয়া বিচার হয়, তাহাতে রুজি হউক আর সাই হউক, হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উত্তর স্থলে পঞ্চমাংশরূপ সীমা পরিচালিত হইয়াছে।

আনুষঙ্গিক করি আইনমত খাজানা রুজি করা বর্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সস্তা ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু আমার বিনীতভাবে বিবেচন এই যে, সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এই কথা স্বীকার করায় খাজানারুজির সীমা পরিচালিত করা হইয়াছে, বলিয়া সীমা সঙ্কট ও সময় রুজি করিয়া কান্টার অধিকাংশ সস্তা খাজানারুজির উপর যে বাধা জনক নিয়ম স্থাপন করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রণালীকে যত ভোদ করিবার প্রত্ন দ্বারীরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূস্বামীকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অন্যারাসেই খাজানা রুজি দিতে প্রীকৃত হইবে।

ভূস্বামীকারী ও প্রজা নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে রাজনীতিতে সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠাওয়া দেয় জানিবে রাজনীতি অনু-মোদন করি না।

ইচ্ছাপূর্বক খাজানা রক্ষিত হইবে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তির খাজানা রক্ষি রেজিস্ট্রী করা করায়ত্ত দ্বারা করিতে হইবে এবং উক্ত রেজিস্ট্রীতে হইবে যে এখা ভাড়াতে বীজ্য হইতে গিয়া খাজানা-ভারে লাগা করিয়াছে।

টাকার একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উক্ত সল্ট পল্লীসমূহ বৎসর সীমা নির্দেশ করায় ভূমিধিকারী তাঁহার যত পাওনা হয় তাহার এক কড়াক আদায় করিয়া লইতে চাহিতেন না। আমরা একা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

অতঃপর কামীর প্রতি সুবিচারের জন্য একটা বলা আদেশকে যে নিম্নোক্ত স্থানে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যোগ্য ভোগ করণ হইত খাজানা রক্ষির যে প্রকায় নীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কেবলমাত্র আমায় আশ্রয় ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় খাজানা-বিনোদনের উপর কলিমা রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা রক্ষি করিয়া কামীর ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উত্তর বিষয়ের আদালতের হস্ত পদ বন্ধন না করাই উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়—দখলী স্বত্বাধিকারি রায়তদিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অস্তিত্ব কথা।

৬৪ ধারা (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রায়তের খাজানা পরিবর্তিত হয়
এ " (২) } নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানার সেই রায়ত ভূমি ভোগ করিবে
এ " (৩) } পারিবে প্রথমবার এক বৎসর।

দ্বিতীয়টির মর্ম এই যে, নিম্নে প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানার ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানার ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টি ধারা এ নিম্নে সুস্পষ্টরূপে পারম্পরিক খাজানাভোগ আদিবে।

এই পাণ্ডুলিপি উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি যে মন্তব্য রাখিল করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার তিরস্কৃত লিখিয়া রাখিয়া ছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সাংগতঃ কিছুই নহে।

কামিতে এই বিষয় বাঁদ্যুবাণের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই সকল কথা কেন গৃহীত হইয়াছিল তাৎপর্যবাহক একটু ব্যক্তি বা চেষ্টা করা হয় নাই; উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পতনের অভিক্রম করা হইয়াছে, এ উক্তির অভ্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই তাহাতে আমি আমার মন্তব্য যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্রবৃত্ত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাখিবার ওজর এই যে উহা বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনবাহক কমিটিকে প্ররোচিত করে পাঠের এমন কোন যুক্তিপূর্ণবন্দোবস্ত প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কখন করিয়া ও কি কি শর্তে রায়তকে ভূমির মূল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূমি ধারীর পক্ষে যত কঠিন রায়তের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রমাণ করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা দেখাইয়াছিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুযায়িক আইনাবলীর কখনই এমন অভিপ্রায় ছিল না যে মোকদ্দমাদার ও ইত্তমরাদার ভিন্ন অন্য কোন রায়ত অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কোন জ্ঞেয় যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই একপা আশ্রয় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটা জ্ঞেয় স্বত্ব করিয়া অমীমারদিগের ভূম্যধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং রায়তগণকে চিরদিনের জন্য সমধারিত খাজানার ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূম্যধিকারকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক রক্ষিভোগী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দিষ্ট তারিখের পরিবর্তে মোকদ্দমা কড় হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করায় ইহা দ্বারা ক্রমাগতই নূতন স্বত্ব জন্মাইয়া দিতেছে।

এ অধিকার অত্যন্ত অস্বাভাবিক। ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জন করা রায়তের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জনে বাধা দেওয়া জমিদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্তমান আকারে পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করার, উত্তরের স্বার্থেরই বিশেষ অতি হইতেছে। ইহাতে ক্রমাগতই দ্বিবিদ্য বাধিত হইতেছে।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বাহিরে করা সুবিচারসম্মত হয় নাই স্বীকার করিলেও বর্তমান আইনের কাব্য চল দ্বারা যে সকল স্বত্ব জন্মাইয়াছে তাহা উচ্ছেদ করা ও কঠোর হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রায়ত এইরূপে স্বত্ব অর্জন করিয়া তেলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন অবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাগ্য চলিবে, একপকার মায় মোকদ্দমা কড় করিবার ২০ বৎসর পূর্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, যদি কামী আমার পরামর্শ গ্রহণ করতেন, যে সকল রায়ত অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং জমিদারদিগের প্রতিও প্রথম কিস্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। ভবিষ্যতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায়; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়ভের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসদ্ব্যবহারে এ নিজের কার্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাতিল হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি পাঠ করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্ব বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচারসঙ্গত।

অতীতকালে তিনি যাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, ভবিষ্যতে তাহাতে তাঁহার রক্ষা হয় তাহাও অন্ততঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তমতে কেবল মাত্র মোকররীদার ও ইন্তেমারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্বনিশিষ্ট রায়ত তাহা পায় না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবধারিত হারে বা খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশ-সালী বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত তাহাদের স্বত্ব সনাক্ত করিতে বাধ্য হইতে হইত। অন্যথা তাহাদের স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গাফিলত কিম্বা অন্য কোন কারণে তাহাদের উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারের কার্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্ষকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা তাহা দার বাসেন্দার রায়ত, ইহাদের দীর্ঘকাল দখলজন্য স্বত্ব আনুগাচ্ছিল, আর পাটেকদার রায়ত বা ইচ্ছাধীন প্রজা। ৬৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই সর্ব প্রথম পাটেকদার রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয়। অন্ততঃ তাহাদের বেশী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এমন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূম্যধিকারীকে অনুমান খণ্ডনের আশা করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রদানের তার রায়ভের উপর নিক্ষেপ করা কর্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়ভের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই এক প্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে আশী করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাঠের সম্বন্ধে যত কাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য এই আইনে এই সকল বিধান নিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রণীত হয় তাহাতে “যে সকল বংশীয়ক্রমিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা এই হারে পাটেকদার হইতে স্বত্ববান হইবে” লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে য ১০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদানের তার আজও দাবিকারি রায়ভের উপরই স্থাপিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবন্ত স্কোজ সাহেবই রায়ভের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণস্বত্বের বাস্তববাদ করিয়াছেন। তাহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর সূক্তির উপর স্থাপিত যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী, এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে” কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। এই সকল ধারা খুলিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে প্রথমতঃ তালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়তঃ কার্য চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর বিকল্পে বর্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়ভের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে যে রূপ গিয়াছি সে রূপ বর্তমান আইন হাড়াইয়া যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলা হয় যে অনুমান খণ্ডন করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়ভের পক্ষে অসম্ভবাস্য করা তত সহজমতে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন জ্ঞানোদয় নাই। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রায়ভের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাক্ষর প্রমাণ করা অতি সহজ, কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল লোকলিখিতে জানে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রমাণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বর্তমান আইন আছে সর্বত্রই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়ভের অক্ষুণ্ণ দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূম্যধিকারীর অক্ষুণ্ণ দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়ভের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্তমান আইনে যেখানে রায়ভ টাকার খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থানের জন্য ই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে আর এক পদ অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এই নিয়ম সুস্পষ্টরূপে পরিণত খাজানার ও খাটোঁদার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কমিটিতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাস্তবীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিকল্পে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের যত দূর বিধি বন্ধ করা উচিত আমরা এবিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি ।
এপ্রকরণ বিধিবদ্ধ করাও যাঁহা আর যেসকল রায়ত নসো খাজানা দিত ও এক্ষণে টাকার খাজানা
দেয়, তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগের স্বত্ব দেওয়াও
ঠিক তাহাই ।

বর্তমান আইনেই ও এই সকল বিধান ভূমাদিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিগাছে, ভবিষ্যতে তাহা
আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে ।

যখন পাট্টা কবুলিয়াত পাল্পর দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না, তখন রায়ত থাকে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে ।

স্বত্বের লিপি প্রস্তুতকরণ ও নথীভুক্ত করণের অধার অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের উপর
যে সকল ক্ষমতা অপিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল
বিধান অপরিবর্তিত থাকিলে আমানত সকল যৌকদ্দমায় যৌকদ্দমায় প্রাবিত হইয়া যাইবে ও জমী
দারেরা উৎসন্ন থাকিবে ।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান লোপাবদ্ধ করিয়া এবং যে
তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের
কুলের অল্পতা সাধন করা যাইতে পারে ।

হস্তান্তর ও অগ্রকৃত সংক্রান্ত প্রকরণের উপর এই সকল বিধানের কার্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

৫। ৯ম অধ্যায়।—যোতের অধস্তর বিভাগ ।

পাণ্ডুলিপিতে বলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতক হস্তান্তর
যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া বাধ্য কাঁধ্যই করা হইয়াছে ।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারীর বিক্রেত্ব অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে ।

এত দিন পর্যন্ত হস্তান্তর করণের ক্ষত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অনুমতির মধ্যে ছিল না। অতীত ছিলে আমা-
নত ভূমিভোগের স্বত্ব ইহাও ভূমাদিকারীর ইচ্ছার বিক্রেত্ব হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান
করিতে অস্বীকার করিয়াছেন । হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের আনন্দচরিতা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে
এপ্রদেশের প্রতি জিলাতেই দখলীস্বত্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডকুমেন্ট বিক্রয়
হইতেছে ।

কোন জিলায় ইহা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, আইন বন্ধ হইলেও তাহা । এত বহুল পরিমাণে চণিতেছে,
যে দেশাচার এক্ষণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে ।

আইনবিকল্প হইলে ও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্ণমেন্টে ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে
বাধ্য হইতেছেন ।

এক্কে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর
ভূমাদিকারীর বিক্রেত্ব হইল আইনাবিকল্প বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইন সম্মত করার ফল মন্দ হইবে । ভূমাদিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের
পক্ষে আরও মন্দ হইবে । কিন্তু রায়তের দ্বারা ভূমাদিকারীর বিক্রেত্ব অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের
বিক্রেত্ব সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রম ধর্ম একটী প্রবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এক্ষণে গবর্ণমেন্টে যে
কার্যপ্রণালীর সিদ্ধা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া
প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন ।

ভূমাদিকারীর বিক্রেত্ব অসিদ্ধ ও রায়তের বিক্রেত্ব সিদ্ধ হইতে দেওয়ার রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধা
হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে ।

রায়তের সমস্ত টানাটানি তাই ভূমাদিকারীর বিক্রেত্ব ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হয়ত সে অর্ধেক মূল্যে
তাঁহার যোতের একাংশ বিক্রয় করিতে থাকিবে ।

রায়তের ঋণশঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূমাদিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিক্রেত্ব অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা ।

ভূমাদিকারীকে এইরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া ।

ভূমাদিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অনুসারে যেরূপ শর্ত বন্ধ করিলে তাঁহাকে
সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এরূপ শর্ত বন্ধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা ।

শেষোক্ত অত্যন্ত কার্যকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে যুক্তিবিদ্যাস করিয়াছিলাম ।

৬। ১০ম অধ্যায় ।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে ভূমাদিকারীর অনুমোদন, বহুসংখ্যক রায়তের অনুমোদন, অথবা
বিবাদ নিবারণের জন্য সমস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন ।

এই অধ্যায় যেরূপ আছে তদনুসারে মহালের অমাবলী হ্রাস বা নিষ্কাশ করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের
জন্য ঠিক থাকিবে । কিন্তু কিছুতেই ভূমাদিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না ।

১। যেহলে ভূমাদিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বৃদ্ধির অনুমতি হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

২। যেহলে আবেদন অগ্রাহ হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

- ৩। যেহেতু ভূমিাদিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই, তদ্বারা ইহা খাটিবে।
- ৪। যেহেতু কিয়ৎসংখ্যক রায়তের অনুরোধে বন্দোবস্ত হইল, তদ্বারা ইহা খাটিবে।
- ৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দখলীস্বত্বের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়তের খাজানা রুদ্ধি করিতে হয় : অসী-
নার বাধ্য হইবেন, না। তর. পনের বৎসর রুদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।
- ৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বহীন উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার
এই কল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।
- ৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব নাই তাণী অর্জনে করিতে পারিবেন বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী
করিতে তাণাদিগকে প্ররুতি দিবে। ইহার এমিক ওমিক হইতে দিবে না।

পাণ্ডুলিপিতে যেসকল সময় ছিল তাহাষ্ট থাকা উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর ইওরা উচিত।

যে সকল স্থলে ভূমিাদিকারী খাজানা রুদ্ধি অথবা প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা
সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধার সেই সকল স্থলেই খাটি উচিত।

ইহার দ্বারা দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। দিলে
একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অধার অত্যাচারের যত্ন হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১ম অধার—দায়।

অবশেষে যেবিষয়ে আমি কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত তিথ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রার্থনা
করি। তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী প্রযুক্তি কোন তালুক বিক্রয় হয়,
তখন প্রথমতঃ উহা রেজিস্ট্রী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট
যোত দায়বদ্ধ করিয়া বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অনশ্যই নী। যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দায়ী করে, পাণ্ডু-
লিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া
আপন স্বত্ব রক্ষা করিবার অনুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটীর এইরূপ বিবেচনা।
আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ার, মোকদ্দ-
মার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি তোগের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় দায়বদ্ধ
করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলী-
স্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেবাদারের, বা ফেডার কাহার
কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একঅংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ
করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করার, তাহার বাণীর সমস্ত মের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে
স্থলে সে অংশ সূদে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক সূদ দিতে হইবে।

টি, এম, গিবন।

একাদিত একাধিকবিধক পাণ্ডুলিপির কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ
সভ্যের সিদ্ধান্তহইতে ভিন্নমতের মন্তবালিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল একত্রে যে রূপে সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের ন্যায়
আমিও সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু আমার একথা বলা আবশ্যিক যে আমার বিবেচনার
কয়েকটি বিষয়ে এতদূর পর্য্যাপ্ত উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানার
বন্ধের সুবিধা কতিপয় বিষয়ে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়ম উপর্য উপর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার
পরিবর্তে কেবলমাত্র চরিত্র প্রযুক্ত রক্ষিত প্রস্তাব করিয়া আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূমিকার
অনেক সুবিধা করিয়া সিলেক্ট মূল পাণ্ডুলিপির ৭৫ (ঘ) ধারায় শাসননী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।
রাষ্ট্রের দেয় খাজনার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা মূল এই কথা খাজনার
একটি ভেদে বালগী রাখা হইয়াছে ; এবং বাসেন্দা রায়ত তির অন্য রাষ্ট্রকে যখন প্রথম ভূমির মূল দেওয়া হয়, তখন ভূমিকার
দাবী করিবেন পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন মীমাংসিত করা হয় নাই, বাসেন্দা রাষ্ট্রের মধ্যস্থ
ভূমিকার পূর্জতন খাজনার শতকরা পঁচিশ টাকা রক্ষা দাবী করিতে পারেন। প্রজা
ভী ন চাতিয়া বড় বড় পর্য্যাপ্ত খাজনা
রক্ষি দিতে পারে তাহার চরম সীমা পয়স খাজনা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিষয়
লকি এই সকল ধারায় ভূমিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কখন, কখনো
নিষ্করই কোন না কোন সময়ে ভূমিকারীর হাতে পড়িলে এবং যখন তিনি
এই সকল নীতি বিল করিবার সময় অবধি বড় ইচ্ছা খাজনা লইতে পারেন, তখন
স্পষ্টতঃ বোধ হইতেছে প্রচলিত হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, এবং এই হার দ্বারা
যে কেবল মূল বসান রায়ত-দিগেরই খাজনা নিয়মিত হইবে
এরূপ নহে, সাধারণ প্রজা সম্প্রদায় রাষ্ট্রেরই খাজনা নিয়মিত হইবে। এই
কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজনা রক্ষির কারণ বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে
বিলক্ষণ বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং
উহা পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় নাই।

এইরূপ আমার বিবেচনা যে যখন ভূমিকারী শস্য রূপে দেয় খাজনা
মুদ্রারূপে খাজনার পরিণত করিবার আবেদন করিলে সেখানে প্রজার
পার্য উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই ধারায় এইরূপ বিধান
যাচা উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থানেই মুদ্রারূপে খাজনা ভূমিকারীর
পথকর বিধানে প্রযোজ্য খাজনার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা
অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ভূমিকারী মনবৎসর
ধরিত্রা কে খাজনা লইয়া আসিতেছেন তাহার গড় মূল্য ধরিত্রা
যদি মুদ্রারূপে খাজনা দিবে হয়, তাহা হইলে ঐ
ঐক্যের সমস্ত বুলি প্রজা গ্রহণ করে এবিবেচনার তাহা
হইতে বিলক্ষণ বাদ দেওয়া উচিত। খাজনার কমিশন
যে প্রজা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের
গবর্ণমেন্ট যে পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন, তাহাতে
এরূপ বাদ দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার বোধ হয় পরিভাগ করণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির
৯৬ ধারায় যে রূপে কথা বোঝানো করা হইয়াছে,
তাতে আমার বোধ হয় অপব্যবহারের দ্বারা বিলক্ষণরূপে
উদ্ধৃতি হইবার সম্ভাবনা। যখন রাষ্ট্র পরিভাগ
করিয়াছে এই প্রজা তাহাকে তাহার যোত হইতে
বঞ্চিত করা হয়, তখন তাহাকে মূল প্রাণিত অন্য
মোকদমা কড় বরিবার ক্ষমতা দেওয়ার কল অতি
অসঙ্গত হইবে। যদি এই ধারায় কোন প্রয়োজন থাকে,
তবে উহার কাগজের মধ্যস্থতায় রাষ্ট্রের মূল্য যোত
সীমাবদ্ধ রাখা কর্তব্য। মধ্যস্থতাবিনাশিত যোত
উহা বিস্তার করণ অতি অসঙ্গত কারণ নাই,
কারণ এত সকল স্থলে বাকী খাজনার
নিমিত্ত যোত বিক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা ভূমিকারীর
খাজনা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৪ সাল ১৭ মার্চ।

এচ. জে. রেমন্ডস।

* এই প্রকরণে প্রকাশ করে যে, "রাষ্ট্রের কালের সময় যে মূল্য বিক্রয় করে সেই মূল্য ধরিত্রা প্রদান
অন্য যোগে ভূমির যোত উপর্য উপর আনুমানিক গড় বার্ষিক মূল্য যত হয়, তদ্রূপে খাজনা কোন
স্থানে তাহার প্রকরণের অধিক হইবে না।"

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রত্যাশত্ববিধায়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেট কমিটির অধিকাংশ
ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নমতাকলিপি।

পাণ্ডুলিপির মূলমন্ত্র।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রাপ্ত হেতুগুণে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশের ভূমিসংক্রান্ত
আইন এক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপির দ্বারা
১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপ-
নীর ২১ প্রকরণ।

তদপেক্ষা দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সম্ভোষণক ভিত্তির উপর
স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে হ্রাসের সজ্জ করিতে সক্ষম এক্ষণে সজ্জি-
তার সুন্দররূপ রক্ষিও কোন কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা হইবে না। আর যে
অভিপ্রায়েই লন্ডন হার্টিংটন সাহেবেরমতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়,
এই পাণ্ডুলিপিতে কেলে যে সেই অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না; এক্ষণে নতুন, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার
ও বর্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপে নতুন পথে যাঁতে হই-

১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞা-
পনীর ২১ প্রকরণ।

তেছে। উক্ত বর্তমান প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার বশতঃ এক্ষণে
প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শনিষ্ঠ নহে বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

ভূমিস্বিকারী ও প্রত্যাশত্ব সংক্রান্ত বর্তমান আইন কিং মূলমন্ত্রে অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্টে পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব
করেন, ইহা বুঝা আমি কঠিন দেখিতেছি। অভিপ্রায় ও হেতুর যে বর্ণনাপত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যন্ত্রিসভার
সভ্যদের নিকট পাঠাইবার রীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৮২ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে
স্বীকার করা যায়, তথাপি কোনও প্রকরণ বিষয়ে উহা এতদূর নিষ্ফল হইয়াছে যে বেচারে প্রতিযোগিতার
অভ্যুদয় হইতে রায়ভদ্রের স্থানে খাজানা লওয়া হইয়াছে ও জমিদারের কর্তৃত্ব অত্যাচার ঘটাইয়াছে, এবং পূর্বে বাদ্যলার
জমিদারেরা আইনমতে যে খাজানা রক্ষি করিবার অধিকারী, সেই খাজানা রক্ষি পাইতে পারেন নাই, এবং আপন
বৈধ খাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ
করিতে পারি, একপক্ষে রায়ভদ্রের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমিদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা
আইনমতে রক্ষি করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য।

জিহুত ইলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে
ইহা যদি দেখান যাঁতে পারে (কিন্তু আমি বেচারে সম্বন্ধে নির্ভরসহকারে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি
এতদূর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহা কোন প্রাণ দেওয়া হয় নাই।) তাহা হলে প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির নামে যে উদ্দেশ্য আছে বলিয়া দেখা যায়, আমি পূর্বে বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ
যে ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোন ভূমিস্বিকারী বা রায়ভদ্র ৩০মধ্যকে কোন আশঙ্কিত করিতে পারিতেন না,
এবং জমিদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আশঙ্কিত উৎপাদিত হইয়াছে
তাহা আমি দেখিতেছি না।

পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যপ্রতি দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু
এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া গিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনকভাবে প্রকরণপরম্পরা
সম্বন্ধিত হইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূমিস্বিকারীদের
মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা জন্মিয়াছে। সত্য বটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এমন কথা কখন বলেন নাই
যে, তাঁহারা ভূমিস্বিকারীদেরকে তাঁহাদের নিষ্কারিত স্বত্ব বঞ্চিত করিতে চাহেন। প্রকৃত তাঁহারা নিরন্তর
নির্দেশ করিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিস্বিকারীদেরকে যে নির্ধারিত স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক
দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেই স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা
হইলে, কার্য্যতঃ এই নির্দেশ বাস্তব করিয়া হইবে।

কতিপূরণ না দিয়া এক প্রণীতে তদীয় নির্ধারিত স্বত্ব বঞ্চিত করিয়া অন্য প্রণীতে সেই স্বত্ব দেওয়া
যাহার উদ্দেশ্য এক্ষণে ব্যবস্থা আদায় বিবেচনায় অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিরুদ্ধ হয় নাই, এবং আমি বিবেচনা করি
যে এক্ষণে ব্যবস্থা কখনও বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে মত ইংলণ্ডে কোন উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি
সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্বে এক্ষণে কোন মতের কথা শুনা যায়
নাই এবং ইংলণ্ডেও অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে এবিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ আছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্রে বলেন নাই যে,
তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিতে চাহেন; এবং যদিও স্টেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপে
স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সমাজের কোন প্রণীর নির্ধারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা
নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইবার নিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি হইতে যত অসম্ভাব ও
অনিশ্চয়তা জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পর্কীয় কোন পাণ্ডুলিপি হইতে ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও তত অশ্রু নাই।
মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যে স্বত্বাধিকারের ব্যবস্থাপনকাণ্ড করি বলিয়া অনুমান কর,
সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই স্বত্বের বিরুদ্ধ। আমি যে ভাবের উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮২ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এক আশঙ্কিত প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও বলবৎ হইয়াছে।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিরে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলমন্ত্রে অধিক আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার মনে ইসহাৎে অবিশ্বাস ও অন্তর্ভাব জন্মিতে পারে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল, তথাপি এই প্রস্তাব নিমিত্ত ইতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্তমানের প্রয়োজনের কথা উপর অধিক বিচার করে। এজন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ইতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্যকর ভাবে প্রতি অধিক-তর সমন্বয় দিয়াছেন। ”

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় যেন দৃষ্টি না করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব এখানে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়াছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়ভদ্রের স্বত্বও, ইতিহাসিক গবেষণার কুজ্ঞাটিকার অঙ্গপটে দৃষ্ট হয়, সুতরাং এই সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অভাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের অতীত প্রতিক্রিয়াসমূহের প্রণীত নহে, কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্নমেন্টের মতানুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহ যাহা বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিদারদের নির্জীৱিত স্বত্ব অবহেলা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহাদের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা উদ্ধৃষ্ট এক প্রণী; এবং স্বতাবতঃ আমাদের স্বত্বাবিরুদ্ধে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত।

কেহ বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক সুহৃদের জন্যে স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্যধিকারীদেরকে “ উপদ্রব জন্য ক্ষতি পূরণ ” দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ভাগ করিবার আজ্ঞা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের যে পত্রে ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন বোধ হইতেছে, এবং যাহাতে সিলেটে কমিটির বিবেচনা কাগজে বিশেষত্বের স্থাপিত হইয়াছিল, সেই পত্রে যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের কল বলিয়া উক্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জুডিস মার্শাল যে সুন্দর মন্তব্যলিপিতে এবিষয়ের সমুদয় আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তাহা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্মুখে কোন ক্রমে লোপ্য বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজানার কমিশনারের হস্ত হইতে যখন বর্ণিত হইয়াছে তদন্থি বরাবর জমিদারেরা মনবদ্ধ ভাবে ইহার সম্মুখে আপত্তি করিয়াছেন। দেওয়ান ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলার সভা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পাণ্ডুলিপির বিপরীত প্রচারণা ও উপর দোষারোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ কথিত হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান দেশাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত সপ্তাহ মাসে যখন রাজা শিবপ্রসাদ মল্লিকভায় বলেন যে “ এইরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে ” তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের বনের ভাব পরিস্ফুটন করিয়াছিলেন।

এই দফার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, মধ্যমীয়াত্ববিশিষ্ট রায়ভদ্রের সচিব বেদিত কোন নূতন অমীর বন্দোবস্ত হয় সেই দিনেই তাঁহাদিগকে মধ্যমীয়াত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে ভুলার সুবিধা করিয়া না দিয়া অসীম ভুক্তির স্বত্ব সম্বন্ধ রায়ভদ্রের অন্তর্ভুক্ত প্রথম এইবার নিষেধাত্মক নিবন্ধ স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূম্যধিকারীদের খাজানার স্বত্বের আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম প্রস্তাবের পত্রের পাঁচশ টীকা খাজানার স্বত্ব উদ্ধৃষ্টীয়া করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ স্বত্ব কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক ভিন্ন পথে যাওয়া হইতেছে এরূপ নহে, জমিদারদের নির্জীৱিত স্বত্বও অঙ্গ করা হইতেছে, জমিদারদের নিশ্চয়ই এইরূপ জ্ঞান হইবে। একটি প্রণী বলিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও দেওয়ানের অমীর রায় শ্রীমতী মহারানীর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজতন্ত্র এবং ইংল্যান্ড গবর্নমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রত্যয় স্থাপন করিয়া তাঁহারা সর্বিদ বিশ্বাস করিয়াছেন যে কোন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্জীৱিত স্বত্ব বর্জিত করিতে চিন্তা তাঁহাদের নথায় বর্ণিত হইতে চাচিবেন না অথবা ইহা মনেও করিবেন না।

এরূপ অবস্থার সাহা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট এরূপ এক সরকারি স্মারকলিপি প্রকাশ করার জমিদারদের স্বত্বাতঃ আশঙ্কা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পত্রে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত অনুসরণ করিবার পক্ষে জমিদারদের স্বত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি আশঙ্কিতা করিতে চাই, জমিদারেরা এমন কি কাজ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা এইরূপ ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে যে রূপ অর্থগুণ ও বিবেক শূন্য জ্ঞান করেন তাঁহারা কি বাস্তবিক সেইরূপ অর্থগুণ ও বিবেক শূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রমাণ দেখাইবার প্রত্যন্ত কোথায়? আমাদের মনে কি এমন কোন স্থিতিরীতি বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে এতি মাদেশবৎসরে

প্রজাদের ভূমি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন স্থিতিরীতি ঘটতি বিবরণ আছে কি বাহাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে তজ্জন্য আমাদের ব্যবস্থাপক সভার উপস্থাপিত জম্য কতিপূরণ দিবার মত গ্রহণ করা ন্যায়ানুগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতারা ইহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই? বস্তুগত ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অভ্যুত্থানে খাজানা গ্রহণ ও অত্যাচার এত সাধারণ, যে তজ্জন্য ভূস্বামীদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যিক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের উল্লিখিতপত্রে যে রূপ বর্ণনা আছে, অমিদারেরা বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারী ইহা দেখাইবার স্থিতিরীতি ঘটতি বিবরণ প্রায় বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে বাহাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে গ্রামের সমুদয় জমীতে রায়তদের দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমিদারেরা নিজে যে ভূমি চাষ করিতেন তন্মিত্র কোন ভূমিতে তাঁহাদের ভূস্বামীর স্বত্ব ছিল না।

সিলেট কবিরী হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় যে বিবরণে আশার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্ন দিকান্তে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির বাদানুবাদে আদ্যন্ত সরকারী কাগজপত্রে একথা নিরন্তর প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রায়তদিগকে যে স্বত্ব প্রতিজ্ঞাপূর্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমিদার ও রায়ত ও গবর্ণমেন্ট সকলেই একমত। এক্ষণে এই প্রস্তাবের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই সকল স্বত্ব কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কেমন করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমিদারেরা প্রকৃতপক্ষে “ভূমির মালিক” এবং কেহ কেহ যে রূপ কল্পনা করেন বোধ হয় সে রূপ খাজানা-সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন বাহারা ইহাও ছাড়াইয়া যান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে জমিদার প্রেরী ছিল না, এই সময়ের পূর্বে তাঁহারা কেবল গবর্ণমেন্টের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল ধারার উত্তরস্বরূপ আমি ইহার সঙ্গে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ছুই খানিও সন্দেহের অনুবাদ দিলাম। মুসলমান সম্রাটেরা বেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সন্দেহ দিয়াছিলেন। এই দুইখানির মধ্যে এক খান ভোজপুরের বা ভোমরাঁওর রাজবংশকে ও অপর খান হারিভদ্রার রাজবংশকে দেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোন জমিদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল এরূপ নহে, ভারতবর্ষের কোন স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে জমিদারদের প্রতি দেয় স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই বিষয়ের আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাইতেছি না। এই অংশটি এরূপ।—

“মন্ত্রিসভাধিকৃত জীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেব জমিদারদিগকে জম্মীভালুকদারদিগকে ও ভূমির অন্যান্য প্রকৃত মালিকদিগকে এই সংবাদ দিতেছেন যে তাঁহারা যে জম্মী দিতে করার করিয়াছেন, তাহাতে কোন পরিবর্তন করা যাইবে না, বিস্তৃত তাঁহারা ও তাঁহাদের ওয়ারিশান ও আইনমত উত্তরাধিকারিরা আপন সমস্ত জম্মী দিয়া চিরকাল ভোগদখল করিতে পারিবেন। জীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেব আশা করেন যে ভূমির মালিকেরা সরকারী জম্মী চিরকালের নিমিত্ত অবসারিত হওয়ার তাঁহাদের যে উপকার হইল তাহা সুনিয়া এইরূপ নিশ্চয় জানেন আপনাদের ভূমি চাষ করিতে যত্ন করিবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট কাষাধিকর্তার ও পরি-
শ্রমে কলকেবল নিজেই ভোগ করিবেন। বিলম্ব বা ওলটনা করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদের সাক্ষী ভালুকদার ও রায়তদের প্রতি সন্তোষ ও মর্জী সহকারে ব্যবহার করা ভূস্বামীদের। সকল সময়ে নিতান্ত কঠোর কন্ড এবং এক্ষণে যে সকল আঁজা করা গেল, তাহা হইতে তাঁহারা যে উপকার লাভ হইবেন তজ্জন্য এই সকল কঠোর ঠিক পালন করা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।”

সার জন শোর সাহেব আপনাদিগকে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

“আমি জমিদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জানি। তাঁহারা আপন সমস্ত ব্যবস্থানুসারে উত্তরাধিকার স্বত্ব এই ভূমির স্বত্ব প্রাপ্ত হন, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজা ন্যায়রূপে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকরূপে ভূমি লইয়া কার্য করিবার অধিকার এই স্থল পর্যন্ত হইতে উদ্ধৃত এবং আমবা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে এই অধিকারমতে জমিদারেরা কার্য করিতেন।”

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত, এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমিদারদিগকে “ভূমির মালিক” বলেন। আবার যে সেলোক নয়, পিট সাহেবও এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোড অব কন্ট্রোলের সভাপতি জীযুত ডগলাস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পত্র লিখিয়া বলেন।—

“আমি ইহা নিতান্ত আশঙ্কিত বিবেচনা করিলাম যে, বোর্ড অব কন্ট্রোল হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ধৃত হওয়া উচিত, আমি এবং অধিকতর ও বিবাদীরা ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে আমার তৎপরী কবিত্তে যত্ন করা উচিত। এই নিমিত্ত তিনি যত্ন আমার সহিত উন্মূলভণে দশ দিন বন্ধ থাকিয়া কেবল এই কার্যের প্রতি মনোযোগ দিতে সম্মত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে—

কাংগাল চার্জার্ট সার্ভে আঁমাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যথোযোগপূর্বক বিবেচনা করিয়া পিট সার্ভে সম্পূর্ণরূপে আঁমাদিগের সহিত একমত হইলেন, দেখিয়া আঁমি সন্তুষ্ট হইলাম। এই নিমিত্ত আঁমাদের বেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তদনুসারে বিজ্ঞাপন দিইয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট পাঠাইলাম। "

রায়তদের স্বত্বসম্বন্ধে আঁমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাঁহাদিগকে যে স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাঁহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাঁহারা যে স্বত্বভোগ করিত, সেট স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন, বস্তুতঃ যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ভূমিতে তাঁহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাঁহারা আপন স্বত্ব হস্তান্তর করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, জমিদারের সম্মতি বিনা অবধারিত হারে রায়তের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী যে চাউল, গম ও অন্য শস্তা খাদ্য শস্যকে কেবলমাত্র "প্রধান শস্য" বলিয়া সংজ্ঞা নিদেশ করিয়াছেন, তাঁহার মূল্য দ্বারা খাজানার হার নির্দিষ্ট হইত।

আঁমি এখানে এই বিষয়ে সার জন শোরের লেখা চাইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।—

"কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহুকাল দখল করিলে ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাঁহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া বাইতে পারে না। কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাঁহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পরিমাণে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে সত্যতঃ। যথেষ্টাচার্য্য রাজার অধীন অন্যথা স্বত্ব ন্যায় এই স্বত্বও অনিশ্চিত। জমিদারদের স্থানে জোর করিয়া হস্ত লওয়া গেলে রায়তদের স্থানে ঐ রকম চাহিবার স্বত্বক্রমে তাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন। ভূমি মালিককে কেবল জমিদারদের প্রতি ন্যস্ত আছে, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তাঁহা হইলে রায়তেরা ঐ স্বত্ব ভূমিধারীর স্থানে প্রাপ্ত না হইলে, রায়তদের অনুকূলে আঁমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

"বঙ্গদেশের যে কোন জিল য় বিধি লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় খাজানা গ্রহণ করা হয়, তথায় ভূমির খাজানা আঁমরা হারানুসাবে নিয়মিত হইয়াছে, এবং কোনই জিলায় প্রত্যেক গ্রামের স্বত্ব হার আছে। বিধি প্রতি ভূমির উপর ধারিয়া এই সকল হার স্থির হয়। কোনই ভূমিতে বৎসরে দুই কসল, কোনই ভূমিতে তিন কসল জম্মে। তুতগাছ, পাঁচ, ডামাক ও আঁধ প্রভৃতি অধিকতর লাভজনক জম্ম হইলে, সেই পরিমাণে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার ভূমি মাপ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং চৌড়ল বলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পাবে। কালক্রমে ঐ আসলের উপর আবওয়াব বোঁগ করা হয়, পরে মূল্য নির্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পরে যেরূপ মাপ হইয়াছে, তদনুসারে হার তেদ হইয়াছে। জম্ম মাপ করা গেলে সাবান্যতঃ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি সহিত চলিত মাপ দৃঢ় করা হয়।"

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য শস্তা খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শব্দের এইরূপ অর্থ করা হয় না। পশুপাল্যে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তাঁহারা, ভূত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবানু উপপন্ন জীবের মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে আঁমি সার জন অর্জন্স উক্ত কর্তৃপক্ষের লেখা চাইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আঁমি লড মেটকাল্ফের উল্লেখ করিতেছি, ইহা স্মরণিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসাকারী ছিলেন না। আঁমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাঁহা তৎকালে ইহা স্মরণিত রাখা যাইবে। কিন্তু তাঁহার মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা জমিদারদিগকে ভূমিতে মালিকীস্বত্ব দেওয়া হয়।—

"আঁমরা আইনেরদ্বারা যে সকল ভূমিধারী সৃষ্টি করিয়াছি, আঁমি তাঁহাদের সশঙ্ক নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আঁমি বিবেচনা করি, তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করা একটী বিষয় স্মরণিত হইয়াছে ও তাঁহাতে কোন উপকাণ্ড হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া ও তাঁহাদিগকে ভূমিধারী বলিয়া নিদেশ করিয়া আঁমি বিবেচনা করি আঁমরা গবর্ণমেন্টের রাজস্ব রক্ষাকল্পে নতুন যে সকল মালিকীস্বত্ব দিবার ক্ষমতা আঁমাদের ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বত্ব পূর্বে কাহারও ছিল না, সেই সকল আঁমরা তাঁহাদিগকে দিয়াছি। পরে ইহাতে অন্যান্য যে আঁমি ছিল, আঁমাদের নূতন সৃষ্টি ভূমিধারীদিগকে দিবার নিমিত্ত সেই আঁমি নষ্ট করিবার স্বত্ব আঁমাদের ছিল না। বাঁহা পূর্বে অন্যের ছিল এরূপ একটী ক্ষেত্রও তাঁহাদিগকে আঁমাদের বা ন্যায়ক্রমে দিতে আঁমাদের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের জমিদারীর অস্তিত্ব পূর্বেই গবর্ণমেন্টের যে স্বত্ব ছিল, তাঁহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিতাম ও দিরাছিলাম। এবং স্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে যাহাতে অন্যের আঁমি বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আঁমরা সম্পূর্ণ আঁমি প্রদান করিয়াছিলাম। এইরূপ করিতে পূর্বাভাস চাহিমালীক ও দখলকারদের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদিও আঁমরা সেই সকল স্বত্ব বন্ধ করিতে স্বত্বান ও বাঁহা ও যদিও উহা বন্ধ না করাতে আঁমাদের আপনা আপনি সজ্জিত হইয়া উঠিত, তথাপি আঁমাদের ঐ ভূমিধারীর নিজ সম্পত্তি বলিয়া যে ভূমি নিদেশ করা গিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাহী বসাইয়াছেন, সেদ চাহী ও ভূমিধারী পরস্পর যে নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মভঙ্গ করিয়া আঁমাদের মনোমত অন্য নিয়ম নিদেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যবর্তী হইতে আঁমাদের কোন স্বত্ব নাই। * * * * * আঁমি অধিকন্তু ভূমিধারীকে তাঁহার সমুদয় বাঁহা স্বত্ব দিতে চাই। আঁমরা যখন ভূমিধারীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তখন তাঁহারা যে কেবল রাজস্বের শুল্ককা কিয়দংশ পাঠিবার অধিকারী থাকিবেন, কখন এরূপ অধিকার থাকি সন্দেহ নাই। এরূপ অধিকার ছিল যে তাঁহারা প্রকৃত ভূমিধারী হইবেন এবং যে স্থলে অনেক পুরুষেরা বিস্তারিত হয়, সেই স্থলে তাঁহারা ভূমিধারী গাছেন ও তাঁহাদের ভূমিধারী থাকাই উচিত। কিন্তু যখন অনেকের স্বত্বভোগ করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ আঁমাদের ক্ষমতা আঁমাদের ছিল না, তখন ঐ সকল স্বত্ব কিছুই আঁমরা ভূমিধারীদিগকে দিই নাই; এবং আঁমাদের সৃষ্টি ভূমিধারীদের নিকটে পূর্বাভাস ভূমিধারীদিগকে ও স্থায়ীস্বত্বভোগীদিগকে রক্ষা করিতে বাঁহা।"

আঁমি স্মরণিত এইরূপ সিদ্ধান্তীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে চাই কোর্টের জজদের, আডবোকেট জেনারল সাহেবের ও গবর্ণমেন্টের অন্য আঁমি সংক্রান্ত কল্পচারণীদের এবং দেশের প্রধান আঁমি ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাতে যেরূপ দ্বিত্বীয়ত বিবরণ, তদ্রূপ এই বিষয়েও বিশেষরূপ সন্দেহজনক দেখিতে পাঠ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের একটী প্রধান দাঁড়াইবার স্থল, এবং এই বিষয়েও আঁমি সংক্রান্ত যে সর্কীয়রূপে মত পাওয়া যাইতে পারে, সিলেক্ট কমিটীর ভাষা পাঠের নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপি ওর অধ্যায় ১—ভালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ভালুকদারেরা রাইতি আঁর্ষ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী আঁর্ষের একাংশদ্বারা নিবদ্ধ। প্রকৃত ভালুকদারদের অন্য একশে ব্যবস্থা করিবার আনি কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। তাঁহাদের স্বত্ব যথোচিত পরিমাণে নিশ্চিত; এবং একটি জমীদারপত্ৰীণী অন্তঃ আপনাদেও আঁর্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। ভালুক ও পেটীও ভালুক সম্বন্ধে ১৮৮৯ সালের দ্বিতীয় আইনের বিধান রীতিমত পূর্ণপ্রাপ্ত করণ আনি বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ বা কারণ তা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মতে সমস্ত ভূমির অধিকারিণী হুতন করিয়া পেটী উচিত। ১৮৯৯ সালের ৮ আইনের বিধান অধ্যাকারে রাখা উচিত এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৮৯ সালের ৮ আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি শুধু তুলিয়া লওয়া উচিত।

দখলীস্বত্ববিধিতে কোন কোন রাইতকে (অর্থাৎ যাঁরা কোর্সী মিলিকরে ও বাহাদুরের মত একশত বিঘার অধিক জমা থাকে তাঁগাদিকে) ভালুকদারের পক্ষে, সাক্ষী বা পরাম্পরাভাব উন্নীত করার, আমার মান্যবর সহযোগীর বিস্তারিত পাখানায় ল ব্যবস্থা বটিক পত্রবৎ মর সাহায্যে অভ্যস্ত হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপি ওর অধ্যায় ১—যে রাইতেরা অবধারিত হাভে ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ভূমি উপর গবর্ণমেন্টের হুতন কর নিষিদ্ধকরণ অবধি বাণী খাজানা আদায়ের সুবিধা করা জমাধিকারীরা বহু কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকেন না, এবং নিম্নবঙ্গদেশে খাজানা হুতন সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া জমীদারদের জমাধিকারীরা বহু কেন অত্যাবশ্যক জ্ঞান করেন না, আনি বলিতে পারি বঙ্গদেশের ও চোটারের জমীদারেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রকৃত বিত্ত ব্যবস্থা প্রাপ্ত করা অপেক্ষা তাঁহারা বহু বড়মান সম্বন্ধে ও কষ্টে ভোগ করিতেও সম্মত। কিন্তু যদি আগল পরিবর্তন করিতে হয় তবে উহা নানা ও বিচার সিদ্ধ যে ১৮৮৯ সালের ১০ আইনের নুতন যে যেসিগারে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষেরা যোগ্য করিয়াছেন জমীদারদের অন্যান্য কতি হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্তিত বা রহিত করা উচিত। খাজনার প্রকরণ হারে দিয়া বৎসর ভোগ করিলে প্রত্যেক অরুদুসে যে খাজানা হয় তাহার উদ্দেশ্য একশে সিদ্ধ হইয়াছে বা তাহাতে গাঁওর, কামর যে কোন প্রকার উহার প্রতি দৃষ্টি থাকে, সে গত পঁচিশ বৎসর দিয়া কবজ চাকিয়া লইতে ও তাহার রক্ষাকরণ বহু করিতে সুযোগ পাউয়াছে। অন্য কোন কথার থাকিলেও প্রকরণ হইয়াছে বহু কাল একরূপ থাকা পিলে

১৮৮৯ সালের ১০ আইনের ৩৩৪ ধারা দেখ।

এইরূপ পরিবর্তন এই কারণে অসম্ভব আশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে যে জমীদার আকারে এই অনুমান বলাও জমীদারদের নিশ্চিত ও অসুচিৎ ফল হইবে।

মান্যবর জি. হুত রেনল্ডস সাহেব ১৮৮১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন নতুনালিপিভে যে দস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মান্যবর ঐর পাহাড়ুর তাঁহার লিখিত ভিত্তিতে পূর্বেই তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদোচ্চতম মেয়র ও খাজানা সাক্ষ্য কমিশনারের সভাপতি জি. হুত ডাব্লিউ সাহেবও তাঁহার ১৮৮১

বঙ্গদেশের জমাধিকারী ও প্রজা নংকাত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত মনোপাধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের রিপোর্টের ১ বালার ১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠা।

সালের ১৯ মে তারিখের মন্তব্যে অজ্ঞা মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং যদিও মান্যবর জি. হুত রেনল্ডস সাহেব আপন নতুন পরিবর্তন করা উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাব্লিউ সাহেব যে সকল যুক্তি উপস্থাপন করেন, তাহার মধ্যেই মত। এই রূপ আইনমত অনুমানের প্রকৃত মূল রক্ষণার্থে হয় না, স্বজনীয়ক হইয়াছে, অর্থাৎ যে “সকল স্বত্ব

আছে কিন্তু বাহার প্রতিপোষনার সম্পূর্ণরূপে অমান্য পাওয়া নাহতে পারে না, কেবল তাহাই সাব্যস্ত না করিয়া অধিকাংশ স্থলে হুতন স্বত্ব স্থিতি হইতে” বা মনোপূর্ণ হুতন সাহেব এট যে হেতু উপস্থাপন করেন কেবল

বঙ্গদেশের জমাধিকারী ও প্রজা নংকাত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত মনোপাধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের রিপোর্টের ১ বালার ১৮১ ও ১৮২ পৃষ্ঠা।

যে তাহা করিয়া জি. হুত ডাব্লিউ সাহেব অনুমান ঘটত পাঁচটি রকমের গোপনিতাছেন এমন মত, তিনি সাধারণ রাজনীতি বটিক এই হেতু করিয়াছেন যে, “পূর্বে” নীচের দ্বারা গির্দারী বিক্রয়ার নিকট হইতে কোন পরিমাণ কোন বস্তু পাইলে অধিকাংশ স্থলেই পরিমাণ জমীদারী কাগজপত্র পাঠাতে পারে না বলিয়া উক্ত অনুমান দ্বারা কার্যতঃ ইহাই নিশ্চিত করা হয় যে, কোন প্রকার খাজানা পরিবর্তন দিয়া বিন বৎসর ভূমি

ভোগ করিলে অবধারিত হাভে চিরস্থায়ী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।” জি. হুত ডাব্লিউ সাহেব সাধারণ রাজনীতি দৃষ্টিতে হেতু দিয়া এইরূপ আর একটী যুক্তি দিয়াছেন যে, “চূপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাঁচ চাকরা চার” এই ভয়ে উক্ত বিধান হেতুক জমাধিকারীদের বিন বৎসর অন্তর খাজানা হুত করিবার নৌকদার িপনিত করিতে হয়।

পাণ্ডুলিপি ওর অধ্যায় ১—দখলীস্বত্ববিধিতে রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

এইবিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে প্রকৃত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মধ্যবর্তী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অসাম্য প্রভেদ আছে, ইহা আঁর্ষের মনে রাখা আবশ্যক। যাহাতে কৃষকের সমৃদ্ধি হুত হয়, তাহাতে জাতীয় সমৃদ্ধির ও সহায়তা হয়। কিন্তু চাষীকে নিম্নোক্তন করিয়া মধ্যবর্তী প্রজা যাহা আঁর্ষ করিতে পারেন, তাহারই উপর তাঁহার সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং মধ্যবর্তী প্রজা সমাজের অনাবশ্যক অস্বরূপ এবং তিনি থাকিতে কেবল অবহাগত অস্ববিধা হুত হয়। প্রাচীন দেশাচার কিম্বা পূর্বে কালের সরাসরী কাগজপত্রে যে কিছু মত দেখান হয়, তাঁকা কেবল ভূমির মালিকের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু বাহার কৃষিকার্যের নিশ্চিত ভূমি দখল করিয়া কৃত জমাদারী হইয়া পদমন, ও আপনাদের সীমাবদ্ধ কার্যক্ষেত্রে জমীদারীপ্রণালীর বহু কিছু দোষ ও

অপব্যবহার সম্ভব, তৎসমুদয়ের গারিসংগ্রহ দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ দণ্ড দেখান হয় না। যদি আইনের শৌলিক পরিবর্তন করিতে হয়, তবে আদালতের কৃষিগণালী হইতে এই শ্রমীর লোকদিগকে চাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ “দুর্ব্বৎসর সহ্য করিতে সক্ষম, এরূপ যে সঙ্গতিপন্ন কৃষকদল” স্ফুটী পরিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শ্রমীর লোকেরাই বৃহত্তম প্রতিবন্ধক। কোনও বিশেষ স্থলে কোর্কা বিলি নিদ্ধহইতে দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে আমি বিলম্বন সম্মত আছি, কিন্তু সেই গীয়ার বাহিরে আমি যাইতে চাহি না। যে সকল স্থলে কৃষিকার্য্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থলে প্রজা নিজে বা বেতনভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, দখলীশ্বত্ব এইরূপ নিয়মাবলী থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসেন্দা রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে হস্তান্তর করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাহি না। আমি কঠিনভাবে বেসংশোধনের প্রস্তাব করি, তদ্ব্যতীত দুইটি এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। প্রীলোকও মাঝামাঝি প্রকৃতির বেলী সমুদয় যোত কোর্কা বিলি করিবার অনুমতি দান হইতক সংশোধনটি বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দা কৃষকে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই বর্ষের অন্য সংশোধনটি প্রায় হয় নাই।

এই কথার উত্তর প্রদান আছে যে, কোর্কা বিলি করার কৃষকের সর্ব্বস্বত্ব হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অবস্থা

The Zemindari Settlement of Bengal নামক স্পষ্টরূপে জমীদারদের বিরুদ্ধে লংকলিড পুস্তকের ১ বালাবের ৩০৫-৬০, ৩ ৮ ৩ ১ পৃষ্ঠার ইহার একটি স্থানর উদাহরণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক সরকারী ও বে-সরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদিও গোলগোংগ সম্বন্ধে মধ্যশ্রমীর প্রচার্য সর্ব্বাপেক্ষা দারী এবং যে রায়ত জমীদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্কা বা কলারত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দলকেই ভাসুকদার ও খাঁজানাগ্রহীতার পক্ষে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে দখলক্রমে বা প্রকারান্তরে দখলীশ্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্ত্তমান অনুবিধা অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে মাত্র। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে দখলীশ্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিষিদ্ধ যে জমীদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক একজনী হইতে অন্য জমীতে চালায় করে (আমি বলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমীদারের খেজাচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া নিলেই কঠিন রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চায়েন যে যেহেতু এক্ষণে তাহার ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহার অবশ্যই ১২ বৎসর প্রকৃতি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিকৃত; কারণ যাহার উপর জমীদারদের কোন ক্রমতা নাই, এরূপ নানা হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনে পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বৃহৎ নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিরন্তর শিকড়ী ও পরড়ী ঘটিতেছে; এই প্রদেশের সীমান্তল স্থানে সর্ব্বত্র অদ্যাপি জলন কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যস্থিত জিলা সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও ঘাসকর জমীর উপর চাবের আক্রমণ হইরাছে ও প্রতাহ হইতেছে; এরূপ বহুসংখ্যক পাইকল কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাধ্যবাধী না থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপযুক্ত হেতুতে পুরাতন রায়তেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যোত ইচ্ছা করে; এই সকল কথার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপকপাতী ও যুক্তিযুক্ত বিচারক, মৌকদমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া, প্রজা অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিবে যে উক্ত প্রজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার তিরসংল গড় বার বৎসর দখল করিয়াছে?

সকল রায়তের দখলীশ্বত্ব আছে, এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে কএকটি স্থলের উল্লেখ করিব, যেহেতু রায়তের দখলীশ্বত্ব না থাকিলেও জমীদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান থগন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি :—

১ম।—গবর্ণমেন্টের রাজস্বের নিষিদ্ধ বলপূর্ব্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যেহেতু ভূমি-কারী দখল পান, সেই সেই স্থলে যে বাজীদার জমীদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমীদার প্রায়ই স্বভাবতঃ ক্রেতার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্বসনের কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমীদার কিরূপে উক্ত অনুমান থগন করিবেন?

২য়।—যে-স্থলে এক মহাল দুই কিম্বা তদধিক পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে ঐ মহালের অন্য পত্তনী বা ঠিকা অধিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার কিরূপে থগন করিবে?

কোন দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তের যোতের পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, সে ক্ষুদ্র জমি লইলে, যে দিন তাহার সচিব ঐ জমির বন্দোবস্ত হয়, সেই দিনই তাহাতে দখলীশ্বত্বপ্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক্ষণে আমার প্রস্তাব হইতে হইতেছে। একজন রায়ত ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বলিয়াই সে বৃহৎ ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে, ইহা বুদ্ধিই নহে। সে কেবল কোর্কা বিলি বা বিক্রয় করিবার নিষিদ্ধ ভূমি লইতে পারে।

আবার “মহাল” শব্দ অত্যন্ত অনির্দিষ্ট। মহাল শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের বৃহৎ খণ্ড বুঝাইতে পারে। “গ্রাম” শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। গ্রামের নির্দিষ্ট সীমা আছে ও তাহাতে বিশেষ ক্রম বৃদ্ধায়।

মখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাহা অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা বাইতেছে যে, এ দেশের জমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রায়ত বাসেন্দা,

“ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়তেরা বহু কাল মখন করিলে জমিতে মখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া বাইতে পারে না, কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাঁহারা জমি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।” পোর সাহেবের ১৭৮০ সালের ২৮ জুনের বক্তব্যানুসারে; বারিংটন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের ৩য় খণ্ডের ৪৩৪ পৃষ্ঠা।

হউক বা না হউক, তাহার রায়তি স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না। * দেশাচারক্রমে না হইলে ভূস্বামিকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা বাইতে পারে না এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকেরা ও বিচারপতিরা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষের কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে, দেশাচার

সর্বত্র চলিয়াছে, কিন্তু যে দ্বিত্বিত্বীভিগত বিবরণের দোহাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রামাণিক নহে, কারণ তাহাতে দেখায় না কত দূরে হস্তান্তর হইবার পূর্বে বা পরে অসীমার সম্মতি দিয়াছেন।

এপ্রকারের কোন দেশাচার এরূপ প্রসিদ্ধ হইবে যে, সকল জমীদার ও স্বার্থের সম্বন্ধে অমাইয়া ইহা বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায়, এবং (২য়) যে দেশাচার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অক্ষর ১৭ চতুর্থ দেওয়ানী আদালতে বিচার প্রতিবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, সর্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অসম্ভব বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে বেরূপ কল্পনা হইতেছে, তদনুসারে সর্বত্র মখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও প্রাচীন সমাজ উভয়েরই অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শীঘ্র ও মৈত্র্যভাবাপন্ন রায়তদিগকে রাখা; ভূস্বামীর স্বার্থ, আপন জমিতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা ইহাতে আর তীব্ররূপে থাকিতেছে না, এবং যে মহাজনেরা বা বিরোধী জমীদারেরা রায়তদের স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের জমীতে ভিন্ন জমীদার লোক বসাইয়া প্রাচীন বিবাদ, মোকদ্দমা ও সর্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মহাজন বা জমীদারদের দ্বারা রায়তদের উচ্ছেদ হইবার দার উদ্ঘাটিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাহি যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে এরূপ যোত হস্তান্তর করিতে পারা বাইত না তাহাতে প্রাচীন সমাজের নির্দিষ্টতা ও মজল হইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে যাহাদের স্বার্থ ছিল না, তাহাদের তথ্য বলপূর্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ এই সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে স্বার্থ স্থাপন করিয়া প্রাচীর শান্তি ও সমৃদ্ধি সৃষ্টি করা এই দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারণিত হইত।

দক্ষিণাংশের রায়তদের মধ্যে হস্তান্তরকরণস্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে যে অসিদ্ধজনক ফল কলিয়াছে; এবং যে মহাজনদের হাতে সাঁওতালদের পড়ে, প্রধানতঃ তাহাদের অভ্যাসের দৃষ্টান্ত সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিজনক বটে আশার মতের প্রতিপোষনার্থ আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আশার মিত ও অমোর জমীদারীর রায়তদিগকে মণ্ডল ও অন্য ভূমিাবলারীদের কক্ষার উপর ফেলা যে ইহার আভাবিক ফল হইবে, তদ্বিকল্পে আমি আপত্তি করিতে চাই।

সত্য বটে, সূতন হস্তান্তরস্বত্বদানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূস্বামীর নিজের আছে, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন? অগ্রে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে ভূস্বামীর অস্পষ্ট উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব করি যে, এই স্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকারক্রমে না হইয়া রাষ্ট্রীয় স্বত্বের যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা তেই এই স্বত্ব বর্তাইয়া ইহা অধিকতর কার্যক্ষম করা উচিত; এবং “ভাস্কর” সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্তাইতে পারিলে মধ্যবর্তী প্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বত্ব কার্যক্ষম বস্তুর বিধান করা হইবে, ইহাতে সকল পক্ষের বিশেষ মঙ্গল। অগ্রে ক্রয় করিবার অধিক স্বত্বাধীনে, যাহার তাহার দিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব অলোকা প্রকৃত-বাসেন্দা কৃষকদের দিকট স্বামী তাহা বিক্রয় বরং আশার দিকট উৎকৃষ্টরূপে বোধ হয়। কেহই অনুমান করেন যে, মখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেটারের মৌলকরদের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে এমন অনেক লোককে জানি, যাহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের মৌলকরগণ সম্পূর্ণরূপে ইহার বিরোধী।

খাজানা মুজাররুপে পরিবর্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা প্রথম বলিতে ইচ্ছা করি যে আশার মহালে ভাণ্ডারী বা শস্যরূপ খাজানা দেওয়া রীতি নহে; এবং আশার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মুজাররুপ খাজানা দেওয়ার দ্বারা এই সকল অঞ্চলে জমীদার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেহারে এমন অনেক স্থান আছে যথেষ্ট ভাণ্ডারীই চলিত ও টাকার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের অবস্থা ভিন্ন প্রকার, এবং এই বিষয়ে বেরূপ কল্পনা হইতেছে তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সহসা প্রবর্তিত করা যায়, তাহা হইলে সকল জমীদারই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতার দৃষ্ট হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতির সঙ্গেই শস্যরূপে দেয় খাজানা মুজাররুপে প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ বলপূর্বক এরূপ পরিবর্তন প্রবর্তিত করা আমি মোক্ষের বিষয় বলি।

এবিষয়ে আশার নিজের বড় একটা ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু আশার ইচ্ছা যে বেটারের জমীদারদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বরূপ আমি তাহাদের মত প্রকাশ করি। আশার বিবেচনায় এই সকল মত বিশেষ বিবেচনায়োঁগ্য।

মুদ্রারূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃসন্দেহ খাজানা দিবার আদিত উপায়; এবং বেহারের অনেকস্থানে ওলি যে আদিত রক্ষিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্তমান অবস্থার উহাতে শাখা প্রণায়ে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানেন এদেশের লোক পুরান রীতি অনুসারে কার্য্য করিতে অধিক ভাল বাসে। আকবরের প্রধান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা ডোডরমল রায়তের খাজানা মোট উৎপন্নের একতৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দেশ করেন। আকবরী রীতি করিয়া অর্জিত করিয়া তুলেন। জমিদারেরা বিচারির মূল্য নির্ধারণ অত্যন্ত চুকের বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপন্নের ১৫ বোলভাগের নয়ভাগ খাজানা অবদারিত করেন এবং বিচারির সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন।

যেখানে দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবসারান্তর অবলম্বনের কোন উপায় নাই, সেখানে অজন্মার সময় উৎপন্ন বতই কম হইত না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা। আর একদিক দেখিতে গেলে যে প্রজা এক সমান মুদ্রারূপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূম্যধিকারীর অবদারিত টাকার দাবীর সমান হয় না। এইরূপ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্য দেয় সে, যে মুদ্রারূপ খাজানা দেয়, তাহার অণেকা দুর্ভিক্ষ সহ্য করিতে অধিক সমর্থ।

মুদ্রারূপে এক বৎসর লগ্ন বাহাতে শস্য একেবারে ক্ষয় নাই। তাওলীদার আপন ভূম্যধিকারীকে সে বৎসর কিছু দিতে না, যেহেতু তাহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই। কিন্তু শস্য উৎপন্ন হইক আর নাই হইক। মুদ্রারূপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাকে হয় যে সময়ে তাহার খাজানাসম্বল অত্যন্ত কম সেই সময়ে জমা মুদ্রা টাকা খার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূম্যধিকারী বোকদম্বা কজুকরিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে। অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্তনের বিধান বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ উহাতে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে কোমিবার সম্ভাবনা।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ কসলের সময়ের মধ্যে এক তওয়ার সচরাচর দুই হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেক স্থলে, যদিও এরূপ ভগ্ন অতিবিরল, তাহানিগতে অতি অস্পষ্টমো শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ সময়ে তাওলী প্রজাকে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকারই করিতে হয় না।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তাহার অতি কসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বিলক্ষণ হ্রাস পড়িত হয়। এরূপ স্থলে জমিদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই তাওলী প্রজার খাজানার বন্দোবস্ত করার সুবিধা ও সুবিচার হয়।

আরও তাওলী প্রজানুসারে বন্দোবস্ত জমিদার রায়তের সহিত ভাগ করার প্রতিবৎসরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধির ফল পাওয়া যাকেন। যদি হ্রাস হয় তবে উভয়ের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয়। প্রজা কোন পক্ষেই বিশেষ অগত্যের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমিদারেরও খাজানা বৃদ্ধির বোকদম্বা কজু করিবার বিশেষ আশঙ্কতাও থাকে না।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্তন সম্বন্ধে গেল। এই পরিবর্তন কার্য্য পরিণত করা সম্বন্ধে রাজস্ব কর্মচারীই মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবদারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাতুনিগিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা দেখিয়া ও গন্ত দল বৎসরে জমিদার প্রকৃত পক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য্য করিবেন। এই সকল নিয়ম অত্যন্ত আলগা, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে তির্যক কথচারীর বক্তব্য অত্যন্ত ভিন্ন। আমার বিবেচনার এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্মচারীকে তাহার নিজ বতসম্বল বীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয়। জমিদারের পক্ষহইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লওয়াই জমিদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের ন্যায় তাহাকে কসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না। তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া কসলের সময় বাজারে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্তনে কাঙ্ক্ষিত জমিদারের আর কদাম হইবে, আমার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্নমেন্টের যথার্থ অভিপ্রায়।

আমার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এবিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি ঘটিত সংবাদ দিতে পারিব। এই ভূমি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে। রায়তের পার্শ্বের জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটি এই।—যে স্থলে তাওলী প্রজা প্রচলিত আছে সে স্থলে জলসেচন কার্য্যের জন্য আবশ্যক পুর বীধ সকল জমিদারকে নিজের খরচে রক্ষা করিতে হয়, যদিও সাধারণসম্বন্ধে রায়ত ইহার উপকার লাভ করে, তথাপি তাহাকে এসম্বন্ধে কোনরূপ খরচার দাবী হইতে হয় না। কিন্তু যেখানে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেখানে জমিদার যদি জলসেচনকার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করেন, রায়তকে খাজানা বৃদ্ধি দিতে হয় এবং তাহার প্রজা অনুসারে আশা করা যায় যে বর্তমান পুর বীধ প্রকৃতি বেরানতে রাখার পথ জমিদারকে ও তাহাকে অংশ অনুসারে দিতে হইবে।

খাজানা রুজি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদার বিষয়ে জমিদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণ দশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা রুজি করার অধুমতি আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের বাস বা পরিজন ব্যতীত উৎপন্নের মূল্য অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুজি হইয়াছে। সত্বে স্বীকার করিবেন যে এট প্রকৃত ধরিত্রী রুজি দেওয়া ন্যায্য, কিন্তু কার্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ “রুজি” আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত ত্রুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা রুজি এক প্রকার বন্ধই হইয়াছে। এই জন্য জমিদার যরাও চুক্তি দ্বারা খাজানা রুজি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অসম্ভবসাধ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমিদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে রুজি পাইতে পারেন না, তাহা দিতে রায়তেরা নিতান্ত অনিচ্ছুক।

বাণাহউক, যে অবধি গবর্ণমেন্টে গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য রুজি করার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যরুজির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমিদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের শঙ্করচনা সাধারণতঃ রুজিত হয় এবং এক্ষণে খাজানা রুজির কারণ যেরূপ নিয়মবদ্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কম্পনা করা হইয়াছে অনেকস্থলে তদ্বিপর্যয় অন্য কারণেও ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও হ্রস্ব প্রমাণ করা হ্রস্ব, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এইরুজি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র মূল্য খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আমার মতে উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমিদারেরা তাঁহার উপকার লাভ করিবে, একথা সমস্ত পুরান আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সার জন শোর সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তথায় যে কেবল খাদ্য শস্যের উৎপন্ন নির্ণয় করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পান এবং অন্যান্য প্রকার শস্যও বাচাই করা হয়। অন্যান্য ভিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উৎপন্ন হয় তাহাদের খাজনার হার সম্বন্ধে বিবেচ্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার “নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাদিসম্মত দেশাচার পরিভাষা করিয়া যাওয়া হইল।”

বিবাদীর স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজনার ন্যায্য ও উপযুক্ত হার নির্ধারণ যে ভার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না এবং খাজনারুজির দ্বারা জমিদার করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাও না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অসুসঙ্গত লগতে হইত, তাহাতে কোন হার ন্যায্য ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিলম্ব সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উচ্চতর হার দেওয়া উচিত আদালতের ক্ষমতাসমত এই বিশ্বাস জন্মিলেও টাকার চারিআনার উচ্চতর হার দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যরাও খাজনারুজি সম্বন্ধে আমার ক্ষেপা এই যে, এরূপ স্থলে কোন বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যরাও বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা রুজি পাওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে তবিশ্যৎ বিনামের জন্য কোনরূপ ছিন্ন থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়াৎ রেজিস্ট্রী করার সময় তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোলাযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

মন্ত্রিসভার উত্থাপিত আদির পাণ্ডুলিপির অতিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার ১৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উক্ত অংশ সকল হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কাৰ্য্যধক্ষ নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের কিয়দংশ ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৩ ধারা অনুসারে কার্য্য করা হুইট হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আঁঠন প্রায়শঃ করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরান আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেস্থলে এরূপ এজমালী ভূস্বামিদের ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেস্থলে ঐ সম্পত্তির অন্য কাৰ্য্যধক্ষ নিয়োগের ক্ষমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন কোজদারী মোকদ্দমার কাৰ্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কাৰ্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ গুরুতর কোজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে কোজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কাৰ্য্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে, সরকারী কাৰ্য্যকারকেরা ও অতিযোজ্ঞাগণ প্রকৃতপক্ষে ততদূর ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা কল হইয়াছে এবিষয় অনুসন্ধান করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটিতে একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অনুসন্ধান করা বাইবে এবং

অমানুষি এবিষয়ে আর আমি কিছুই শুনি নাই। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে যখন একটা আইন প্রচলিত ও বলিষ্ঠ গণ্যবিহিত একাধারে রহিত করা হইল, তখন উহা পুনরুজ্জীবিত করণের প্রস্তাব করার পূর্বে ইহার স্থিতিরীতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আবশ্যিক। আইন দিখিবদ্ধ করার প্রস্তাবের পূর্বে কেবল মাত্র অনুমান বা সাধারণ সংস্কারের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। উত্তমরূপে প্রমাণ করা ও প্রণীত করা ঘটনাবলিই কেবল আইন প্রণয়ন সাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে।

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ত্যাগ করিয়া যাউতে পারিতেছি না যে, দিয়ার ও সামান্যদের বহুল প্রচারের সহিত রায়ভাদিগের উপকারার্থ গবর্নমেন্টের পিতৃহান্য ভাব রক্ষা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহাল ও ভানুকের ভূস্বামিগণ এমন কি পাণ্ডুলিপির ক্ষুদ্র নূতন ভানুকমারোও তাপনাদের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার আপীলশ্রম্য ভাবে জিলার জজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। এরূপ স্থলে জজ সাহেবের ভুল সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা অতস্বরূপ তাঁহার অনান্য যে নানা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাহাতে আইনে তাঁহার দিয়ার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া হাই কোর্টে আপীলের বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এখানে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

যখন এই বিষয়েই বসিতেছি তখন আমি বোধ হয় একথা বলিতে পারি যে তত্ত্বাবধানের বাব ও তত্ত্বাবধারকের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কোন স্থলেই তত্ত্বাবধানের খরচ মহালের মোট আয়ের শতকরা ১০ টাকার অধিক হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার কারণ এই যে কোন কোন স্থলে গবর্নমেন্টের মদীন কোর্ট অবওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানের বাব মোট আয়ের শতকরা ২০ টাকার অধিক হইয়াছে।

“দেশখণ্ডে দেশখণ্ডে ছান ভিন্ন ভিন্ন ডি. রাশনাগী ও কুচবিহারে শতকরা ১৫ টাকার হইতে (এই সকল স্থলে তত্ত্বাবধানপ্রণালীর পুনঃগঠনের জন্য নিশ্চয়রূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কাশ্মীরে আরও কইয়াছে) উড়িষ্যা শতকরা ৫.১ টাকার বিজ্ঞপ্তির বার্ষিক নিষ্পত্তি, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা।”

এতদ্বারা আমি এই মর্মে আরও এক প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে সকল বা অন্ততঃ একজন ভূস্বামী আবেদন না করিলে শাস্তিভঙ্গকর্তৃ কাগ্যাদ্যক নিযুক্ত করা হইবে না। আমার এরূপ প্রস্তাব করার কারণ এই যে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে এরূপ নিয়ম স্থাপিত না করিলে আমাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত যে সমস্ত প্রজানী মহালে ও যেখানে দায়তেরা জমীদারকে বিবদ্ধ করিবার জন্য শাস্তিভঙ্গ অপরাধে ফৌজদারী মোকদ্দমা করিয়া হারিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থলে প্রজানী প্রজানী কার্যাদ্যক প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। এরূপ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত অপেক্ষা ফৌজদারী আদালত সুীকরূপে কার্য্য করিতে পারে, কারণ শাস্তিভঙ্গ নিবারণার্থ ফৌজদারী আদালতের উপর যেরূপ অমর্ত্য দেওয়ানী আদালতের উপর এক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কার্য্যকর।

মিলেটে কমিটিতে আমার তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্যাদ্যক সমস্ত প্রজানী ভূস্বামীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনমতে শাস্তি না কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, গ্রামে কার্যাদ্যকের স্বার্থ কিয়ৎকালের নিমিত্ত থাকে, যে সময়ের মধ্যে কার্যাদ্যক তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহার কার্য্য এত অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধানে মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবেন না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রায়হের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমীদারকে বার্ষিক আয় হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রায়ভাদিগের নিকট কমিশ্যন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্যাদ্যকের সম্মতি সুনিশ্চয় হইবে। কেবল আমার মত যে এরূপ ভাড়া নহে, তাহারা কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া এবিষয় আশোচন্য করিয়াছেন, ভূমিসম্পত্তির তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের কিছুমাত্র অতিজ্ঞতা আছে এবং তাহারা এবিষয়ে রাজপুরুষদিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন না, তাহারাও আমার সহিত একমত হইবেন। এরূপস্থলে গবর্নমেন্ট কিরূপ মোকের মধ্য হইতে কার্যাদ্যক সংগ্রহ করিতে পারেন? এরূপ চাকীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্নমেন্ট যে প্রণী হইতে আমীন ও পুলিশ ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করেন সেই প্রণী হইতেই বার্ষিক নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমীন ও পুলিশ ইন্সপেক্টরই এদেশের একটা প্রধান দালাল। এরূপ চাকীর বেতন বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্নমেন্ট কার্যাদ্যক করিবার জন্য উক্ত প্রণীর দেশীয় হস্তলোক পাঠবেন এরূপ ভরসা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ প্রজানী ভূস্বামীদের আয় অতি অল্প; আর আজি কালি শাস্তিভঙ্গ অপরাধের ফৌজদারী দণ্ড এত অধিক যে গবর্নমেন্ট যে বহুসংখ্যক মহাল লর জন্য এক জন কার্যাদ্যক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপে অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্বদা দণ্ডনীয় লোক নিযুক্ত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্যাদ্যকের ক্ষমতা ও তাঁহার সেরস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমীদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে এরূপ নিয়ম আবশ্যিক। কিন্তু এবিষয়ে আমি যত প্রস্তাবই করিয়াছি, মিলেটে কমিটিতে তাহার এই মাত্র উত্তর পাঠিয়াছি যে হাই কোর্টে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়নার্থ অনুমোদন করা হইবে। কিন্তু আমি জমীদার, আমার বলি যে কার্যাদ্যকের ক্ষমতা অনির্দিষ্ট থাকা উচিত নহে এবং বন্দোবস্তকার স্ফুর্তিতে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সত্য গতাই এরূপ বিবেচনা করা

হইয়া থাকে যে হাই কোর্ট বাবস্তাপক সভা হইতে এবিসয়ে অধিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিষ্ঠা পূর্বক নিশ্চয়রূপে জমিদারদিগকে প্রদত্ত আইনসম্বন্ধে স্বত্ব স্বস্বীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে হাই কোর্টের সঙ্গে মতুণী করা হয় নাই কেন?

পাণ্ডুলিপির ১২ অধ্যায়।—স্বত্বের লিপি।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমিদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখে না। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমিদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দোষ এবং যোগ্যতায় সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল লোকেই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমিদার ও প্রজাকে জরীপের হাঙ্গাম সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

মাপের প্রাচীন প্রণালীতে সকল জমিদারই নিয়মিত সময়ান্তরে তাহাদের মহালের মাপ করেন এবং তাঁহাদের এক প্রকার না এক প্রকারের মোটা মোটি মাপের কাগজ আছে; অনেক আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইহারা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ মকশা প্রস্তুত হয় প্রায় সেইরূপেই মকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। তাঁহাদের কাগজপত্রে রায়তের মোতের সুক্ষ্ম পরিমাণ ও ঠিক আয়গা ও জমীর গুণ ও দেয় খাজানার হার দেখাইয়া দেয়।

অতি অস্পষ্ট থাকে জমিদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন। তাঁহারা প্রত্যেক রায়তকে তাঁহার ক্ষেতের বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া থাকে। তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লন। জমিদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। খাস মহালে গবর্ণমেন্ট বন্দোবস্ত কার্যকারকের যেরূপ হাঙ্গির করণের ক্ষমতা আছে, তাঁহার সে ক্ষমতা নাই; সুতরাং তাঁহাকে বিস্তর দায় করিতে হয় ও সুতরাং তাঁহার কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত দেশটা জরীপ করার অবশ্যকতা আছে? অন্ততঃ যে সকল জমিদারির নির্দোষ কাগজপত্র আছে তাহাদিগকে আমার বিবেচনায় অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যে সকল গ্রামে জমিদার ও রায়ত উভয়েই জরীপ করিয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উচ্চাতে তাত দেওয়া উচিত; কি নিচাতে যে যাহারা ইচ্ছা করেন না তাহাদের শিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আমি তাহা বুঝিতে পারি না। জরীপে তাহাদের উপকার না হইয়া মনঃমাসনা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে।

১৮৭৬ সালে জমিদারদিগকে স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয়। উচ্চাতে যে কি পরিমাণে মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। যে সকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপে স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এই আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক মোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। এমন অনেক জমিদার আছে যাহাদের সম্পত্তিতে গতদূর সমুদ্র উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এরূপ মোকদ্দমার তুষ্টিপ্রসূত চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচা করিতে হইয়াছে।

জমিদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শত্রুতা এক জন ও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে গিয়াই এই হইল।

যদি এত অস্পষ্ট থাকে লোকের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে আট বৎসর কালও অস্পষ্ট সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহাহইলে প্রজার স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে কি তাহার দশগুণ অধিক সময় লাগিবে না? বাজালা ও বেহারের প্রায় সমস্ত অধিবাসীত এজা। এবিসয়ে যেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘ সময় লাগিবে এই সমস্ত সময় ধরিয়া মোকদ্দমা, দায়, হারগাণ ও চুক্তিস্থায় কি সকল শ্রেণীর লোকেই ক্ষতি হইবে না?

এই সকল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কবিশিষ্টলোকে গবর্ণমেন্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তদ্বিষয়ে অগ্রায়ে জরীপ প্রবর্তিত করা অবশ্যক।

জমিদারের রেজিস্ট্রী।—খামার বা নিজজমী।

আমার সুযোগ্য সহযোগী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাঁহার মতভেদ প্রকাশকালে একদম ক্ষমতা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিসয়ে তাঁহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক।

পাণ্ডুলিপির ১৩ অধ্যায়।—ক্রোক ও খাজানা আদায়।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদায়ের পক্ষে এখন জমিদারদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও স্বার্থ উপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে প্রজারা পক্ষপাতি করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর। ম্যার জেমস কেরাউর ল্যায় প্রধান প্রাথমিক দাপ্তরিক যে সকল মহালে “খাজানা দিব না” বলিয়া চীৎকার একবার উঠে, তথায় জমিদারের বিক্রাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গত জামুয়ারী মাসের মন্তব্যলিপিতেও এরূপ প্রজাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

এই জন্য আমরা (জমিদারবর্গ) স্বভাবতঃই ভরসা করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা এবিসয়ে অভ্যুত নিরাশ হইয়াছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাস হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

খারাপ হইয়া পড়িলে। কারণ আমাদের আইনসম্মত খাজানা আদায়ের সরাসরি ও বাধ্যন্য উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কাঁচাঃ যেক্রোক একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারসম্মত ও বাধ্যন্য কার্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিনাম আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদের বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ক্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের জজদারগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ রাজের অধীন নহে এবং এজন্য সহজেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারাপত্তা অতিক্রম করিতে পারে এবং পুণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিয়াড়ার মত বিস্তীর্ণ যে সকল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রজারা অর্জ যোগ্যের অন্তর্গত থাকে এবং এক ফসলের অধিক কাল এক জায়গার বাস করে না, তথায় এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে নিস্তর হানি হয়। যদি রায়তের খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ক্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া কেলিয়া মাত্র তাহার ত্রিদিনেরমত গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তাবিষাতে ভূম্যধিকারীগণের প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ক্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কন্মচারীর ক্রোক করণার্থ সেইস্থানে পঁছছিবার পূর্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কার্যপ্রণালীতে যে জমীদারের উপর কেবল কোটকা ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার জন্য সূচন ও অতিরিক্ত খরচার তার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও ফল এই হইবে যে এই যে সকল অর্জ যোগ্যের প্রজাশস্য কর্তন হইবা মাত্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমীদারের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা কজু করা ই তাহার একমাত্র অতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিক্ষেপে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আদর্শক, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমীদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকাশ্য উদ্দেশ্য, সিলেক্ট কমিটির হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে এরূপ করা হুবে থাকুক এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন সে একটি উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য গোচর হয়।

জমীদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট এই রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে স্বল্প গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংগ্রহিত তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেন্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সূর্য্যাস্তের পূর্বে তাহারা গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নীলামের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিদূরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টকে দিতে এক দিনের অনাথা হইলে তাহার জন্য এত গুরুতর শাস্ত অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয় রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

একনে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগণের সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বহিস্কৃত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মালিকগণ হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার দ্বারা আমার এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমিদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার জমীদারের গবর্ণমেন্টের সুবিচারের সত্য হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখার, গবর্ণমেন্টে নিজেই খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকার্যকরতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পরীবেক্ষণ করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমীদারগণের অধিকাংশেরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

১৭শ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি যখন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসম্মত করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলি হয়, তাহার কিছুটা প্রশমন দেখান হয় নাই; অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির অসমতা ব্যবহারদ্বারা অসম্মান কৃষক-কলের ক্ষতি করিয়াছেন তাঁহাও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতক্ষণ এরূপ অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পরস্পরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্ণমেন্টের অনুমোদন অনুসারে বর্তমান যে সন্দেহমুক্ত ন্যায়রূপে উৎপন্ন হইয়াছে, বেন তাহার এরূপ ভয়ানক ভীষাচূরা করা না হয়।

জমীদার ও রাষ্ট্রের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাঁহার সমস্তই রাষ্ট্রের ক্ষতি হইতেছে এই সিদ্ধান্তটী ধরিয়া লইয়াই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে অসম্মত কারণ অনেক স্থান চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই রাষ্ট্রের সুবিধা হয়। বার্ষিক জমীদারের কথামত কাজ করার অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এরূপ চুক্তিতে সম্ভবমত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এই সিলেক্ট কমিটীর মীমাংসার আশার যে বিশেষ আপত্তি আছে, তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আমাং বিবেচনার এরূপ গুরুতর বিষয়ে যাচাখাচা নায়া সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আমরা এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলি হইল, যাঁহাদের জন্য কেবল যে গবর্ণমেন্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ভূমিস্বত্বের হানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যক তাহা নহে, যাঁহাদের জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্ণমেন্টের আইনের সত্যাসত্য উল্লংঘন করিবার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্তমান কৃষক জমীদার উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাঁহাদের লোণ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এরূপ এক কৃত্রিম কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আদার উৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের এক পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিরোধার্থ আর এক বার সমস্ত দেশটাকে আন্দোলন ও কয়েক নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের ভিত্তি সম্বন্ধে আমাংদের নিকট পরিষ্কার প্রশ্ন দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্বিকার সত্বেও বলিতে চাহি যে যদি ভূমিস্বত্ব ও প্রজা সম্বন্ধে নির্ণয় ও তৎবিষয়ের সুব্যবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ পাণ্ডুলিপি এরূপ ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে ও এরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে যে ভবিষ্যতে গোলযোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের মত এবিষয় মীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আমাংর মত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ ব্যতিরেকে সিলেক্ট কমিটীতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে রীতিমত বিচার করা অসম্ভব হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ার এবং মিথিলাবিধি বিষয়ক মতার্থ সংবাদ আমাংদের নিকট না দেওয়ার, ও যে সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ার, আমাংদের বাদানুবাদ সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ আশ্বিন।

দ্বারভঙ্গা।

সনন্দের আবুদাদ।

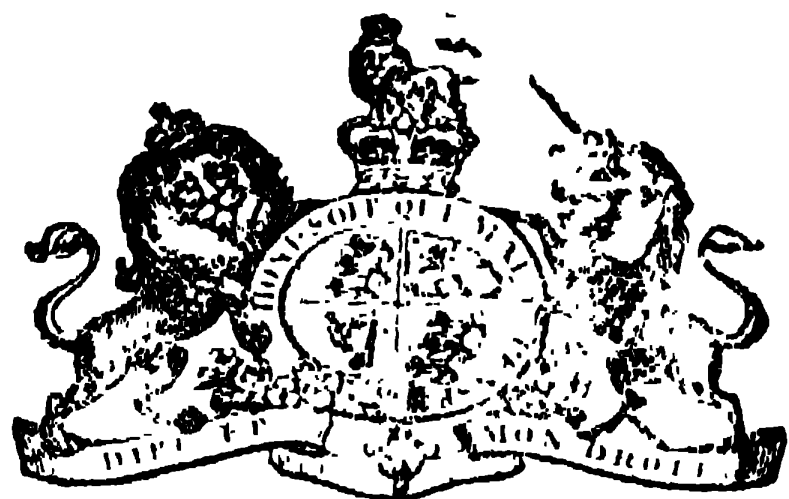
মোহর।

সুবা বেচারের বক্তৃতা ও কনিষাভের সমস্ত আশিষ, আয়ত্তীরদার, ক্রোড়ী কার্য্যকারক ও নিআমগণ বিদিত হউন। সমস্ত লোক মীমাংসার রাজ্যকারী সেই বাদনাভের আজ্ঞা ক্রমে উক্ত বেচার সূত্র অরুণত হৃদয়ের সরকারের ধরমপুর পরগনা ও ত্রিহুও সরকারের দেহাত পরগনা আনুসঙ্গিক ইমাম রহম প্রভৃতি স্বত্বের সহিত রাজ্য মধু নিঃস্রবকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা মধু সিংহের জমীদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ায়, তঁহা এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল) নিআমভের কারপারদাজ ও কার্য্যকারকগণ ঐ রাজাকে তাঁহার রাজত্ব যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমীদারী স্বত্বে বজার রাখে তাঁহার সমস্ত তলবে টাকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজত্ব ও রাষ্ট্রের হিতৈষী হন তবে ইহার পরামর্শ লইয়া কাছ্য করে, ইহা আবশ্যক। আরও এই মহামান্য সনন্দের অনুগামী হইয়া তাহারাই ইহার আজ্ঞাসূত্রে ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে এবং বৎসরান্তর নবীকৃত সনদ দাখিল করার জন্য আহ্বান করিবে না।

অভিষেকের ৪০ বৎসরের ২৯ শাওরাল।

ডি. সিট্জগাটিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট



TUESDAY, MAY 13, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

CONTENTS.

	PAGE.	নির্ধারিত।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India	Nil	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয়, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	নাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal	451—469	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয়, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	৪৫১—৪৬৯
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রস্তাবনা	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council	3—4	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৩—৪
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের প্রস্তাবনা	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সার্বজনীন আদেশাদি	নাই।
PART VIII.—Advertisements	459—477	অষ্টম খণ্ড।—ইংলিশ ভাষায় প্রকাশিত	৪৫৯—৪৭৭
SUPPLEMENT	Nil.	পরিবর্তিত গবর্ণমেন্ট গেজেট	নাই।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নিষ্ক্রিয়, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1989 A.

GENERAL.—*The 17th April 1884.*—Mr. W. O'Reilly, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district.

Baboo Bhubotosh Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Baboo Shital Nath Bose.

Baboo Gobind Mohun Ghose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore, is appointed to perform the functions of a Collector under section 4 of Act VII (B.C.) of 1880 in that district, *vice* Mr. H. A. D. Phillips.

The 19th April 1884.—Mr. R. M. Waller, Officiating Magistrate and Collector of Mymensingh, is allowed furlough for eight months, under section 50, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he availed himself of it.

The 21st April 1884.—Mr. F. E. Pullard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sonthal Pergunnahs, is transferred to Rajmehal in that district, with effect from the date on which he joined his appointment.

The 22nd April 1884.—Baboo Nilkanto Sarkar, M.A., Lecturer in the Kishnaghur College, is appointed to act, until further orders, as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of the Furrædpore district.

The 24th April 1884.—Baboo Radhica Lal Shome, Temporary Sub-Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for thirty-five days, under sections 127-7 and 134, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

The 25th April 1884.—Baboo Gopal Chunder Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Monghyr, is transferred to Rajshahye, and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Pran Kumar Dass, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Monmotho Coomar Bose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Gya, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Pran Kumar Dass, or until further orders.

The 28th April 1884.—Mr. F. W. R. Cowley reported his departure from India, on furlough, on the 28th March 1884.

POLICE.—*The 21st March 1884.*—Mr. J. Lambert, C.I.E., Deputy Commissioner of Police, Calcutta, is allowed privilege leave for three months, with effect from the date on which he may avail himself of it.

The 24th April 1884.—Mr. C. S. Murray, Officiating Assistant Superintendent of Police, Rungpore, was on leave from the 29th July to the 5th August 1883, under section 134, chapter X of the Civil Leave Code.

The 28th April 1884.—Mr. C. Jennins reported his departure from India, on furlough on the 6th instant.

The 1st May 1884.—Mr. O. S. Stack, District Superintendent of Police, Midnapore, is appointed to act as Deputy Inspector-General of Police, during the absence, on leave, of Mr. E. B. Baker, or until further orders.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

১৮৮২ A নম্বর ।

সাধারণ ।—১৮৮২ সাল ১৭ আশ্বিন ।—মুন্সেবের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত ডবলিউ, ও'রাইলী সাহেব উক্ত জেলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জীযুত বাবু শীতলনাথ বসুর পরিবর্ষে বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু ভবভোষ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত জেলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

জীযুত এচ. এ. ডি, ফিলিপ্স সাহেবের পরিবর্ষে ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ উক্ত জেলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৪ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৯ আশ্বিন ।—ময়মনসিংহের একটি মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত আর, এম, ওয়ালর সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদনুসারে সিভিল কায্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারামতে আট মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১১ আশ্বিন ।—মৌণ্ডতাল পরগনার একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত এফ, ই, পিফোর্ড সাহেব উক্ত জেলার অন্তর্গত রাজনহালে দায় কর্ম গ্রহণের তারিখ অবধি তথায় প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন ।—কুমিল্লার কালেক্টর উপাধিকার জীযুত বাবু মীলকান্দ সরকার, এম, এ, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া ফরীদপুর জেলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন ।—বাথরগঞ্জের ক্রীতকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু রাধিকা-লাল লোম, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদনুসারে সিভিল কায্যকারকদের ছুটির বিধি ১০ অধ্যায়ের ১২৭—৭ ও ১৩৪ ধারামতে পর্য্যাপ্ত দিনের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন ।—মুন্সেবের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু গোপাল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজনাহিতে প্রেরিত হইয়া সেই জেলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

গব্বার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু প্রাণকুমার দাস অনেকের প্রতি কর্মের ভারপর্ণ করিবার তারিখ অবধি সিভিল কায্যকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন ।

জীযুত বাবু প্রাণকুমার দাসের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু মম্বথকুমার বসু, গব্বার প্রেরিত হইয়া সেই জেলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন ।—জীযুত এফ, ডবলিউ, আর, কোলী সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

পোলীস বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২১ মাঘ ।—কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী কমিশনার জীযুত জে, লাম্বার্ট সাহেব, সি, আই, ই, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদনুসারে তিন মাসের অসুঅহের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন ।—রঙ্গপুরের পোলীসের একটি অসিস্টেণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত সি, এস, মেরে সাহেব সিভিল কায্যকারকদের ছুটির বিধি ১০ অধ্যায়ের ১৩৪ ধারামতে ১৮৮৩ সালের ২৯ জুলাই অবধি ৫ আগস্ট পর্য্যন্ত ছুটি লইয়া হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন ।—জীযুত সি, জেনিঙ্গ সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ৬ তারিখে ভারতবর্ষহইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

১৮৮৪ সাল ১ মে ।—জীযুত ই. বি, সেকার সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেনিনীপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত ও, এস, ফোক সাহেব, পোলীসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[সর্বমোট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

ECCLIASTICAL.—*The 26th April 1884.*—Mr. Arthur Jenson, a Missionary of the Baptist Mission at Comillah, in the district of Tipperah, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872 to grant certificates of marriage between persons who are Native Christians.

REGISTRATION.—*The 25th April 1884.*—Baboo Mohesh Chunder Bose, Special Sub-Registrar of Burrisal, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Banamali Roy, Rural Sub-Registrar of Nalchiti, in the district of Backergunge, is appointed to act as Special Sub Registrar of Burrisal, during the absence, on leave, of Baboo Mohesh Chunder Bose, or until further orders.

The 26th April 1884.—Moulvie Moharuck Ali, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Saran, is appointed to be *ex-officio* Special Sub-Registrar of Chuprah, in that district, during the absence, on leave, of Puadit Debi Prosad, or until further orders.

The 28th April 1884.—Baboo Pran Kissen Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pooree, is appointed to be also Sudder Sub-Registrar of Pooree, with effect from the 22nd October 1883.

Chowdhury Syed Uddin Ahmed is appointed to be Rural Sub-Registrar of Teghra (Phulwari), in the district of Monghyr, *vice* Moulvie Abdul Wahab, resigned.

EDUCATION.—*The 23rd April 1884.*—Mr. C. B. Clarke, Officiating Inspector of Schools, Presidency Circle, is confirmed in that appointment.

MEDICAL.—*The 22nd April 1884.*—Assistant Surgeon Bepin Behary Gupta, in charge of the charitable dispensary at Doomraon, is allowed leave for ten days, under section 128 chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 20th February last.

The 24th April 1884.—Assistant Surgeon Rajmohun Banerjee, Second Demonstrator of Anatomy, Calcutta Medical College, is appointed to be Senior Demonstrator of Anatomy in that institution, *vice* Assistant Surgeon Gobind Chunder Chatterjee.

Assistant Surgeon Debendro Nath De is appointed to be Second Demonstrator of Anatomy in the Calcutta Medical College, *vice* Assistant Surgeon Rajmohun Banerjee.

The 26th April 1884.—Assistant Surgeon Debendro Nath Roy, Officiating Teacher of Medicine, Campbell Medical School, Sealdah, is appointed to be Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence in that institution, *vice* Rai Kanye Lall Dey, Banadoor, retired.

The 27th April 1884.—Baboo Umbica Churn Dutta, Second Munsif of Nelphamaree, is appointed to be a member of the Committee for the management of the Nelphamaree Dispensary, in the district of Rungpore.

The 2nd May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the charitable dispensary at Julpigoree :—

Baboo Nirmal Chunder Shingha, M.A., B.L. | Baboo Mohesh Chunder Chukerbutty.

ZOOLOGICAL GARDENS.—*The 28th April 1884.*—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. F. Schiller of his appointment as member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

MUNICIPAL.—*The 20th April 1884.*—Baboo Ram Chunder Mukerji, Government Pleader, is re-appointed to be a Commissioner of the Krishnaghur Municipality.

The 24th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Krishnaghur Municipality of Baboo Prosunna Coomar Bose, M.A., B.L., to be their Vice-Chairman.

Mr. T. Kenoy is appointed to be *ad-interim* Vice-Chairman of the Darjeeling Municipality.

Mr. F. Prestage is appointed to be a Commissioner of the Darjeeling Municipality.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

ধর্মকার্যসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিউনিস্ট বাপ্টিস্ট মিশনের মিশনারী জীযুত আর্থার জেনসন সাহেব খ্রীষ্টসম্মেলন এদেশীয় ব্যক্তিদের নিবাহের সার্টিফিকেট দিতে ১৮৭২ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণমতে ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিস্ট্রীকরণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—রিশালের বিশেষ সদ-রেজিষ্ট্রার জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র রায় যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি মিউনিসিপাল কাযাকারকদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ে ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র রায় ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অম্মা আজ্ঞা না হয়, তদন্তরায় জিলার অন্তর্গত নলছিড়ীর আমা সদ-রেজিষ্ট্রার জীযুত বাবু বনমালী রায় বরিশালের বিশেষ সদ-রেজিষ্ট্রারের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—জীযুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদপুর ছুটি প্রযুক্ত অসুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অম্মা আজ্ঞা না হয়, তারনের একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মোলবী মণিরক আলি স্যায় পদোপলক্ষে উক্ত জিলার অন্তর্গত চাপবাস বিশেষ সদ-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—পূর্বী ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু আশুপুত্র রায় ১৮৮৪ সালের ২২ অক্টোবর অম্মি পুরীর সদর সদ-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জ্যো. মোলবী আবদুল ওয়াহেদ কন্ম ত্যাগ করিতে জী. মৌদুদী টেনসদ উকীন আবদুল মুজের জিলার অন্তর্গত ডেবরার (ফুলবাড়ী) আমা সদ-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৭ সাল ২৩ আশ্বিন।—পূর্বী চক্রে ফুল সমূহের একটিং ইনিম্পেষ্টর জীযুত সি. বি. কাকি সাহেব সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২২ আশ্বিন।—ভূমরাওনগর দাতা বা ষ্টেশনারের কাণোর অশক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আর্সিটোটে মর্জন জীযুত বিপিনচন্দ্রা ষ্ট্রু মিলি কাযাকারকদের ছুটির বিধি ২০ অধ্যায়ে ১২৮ ধারামতে গত চেকুয়াবি মাসের ২০ তারিখ অম্মি ১০ দশ দিনের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—আর্সিটোটে মর্জন জীযুত গো. বি. চক্রে চটে পাশায়ের পূর্বী কলি-কাটার মেডিকাল কালেক্টর বদলে দিবার জী. মৌদুদী টেনসদ উকীন আবদুল মুজের জীযুত রাজমোহন বন্দোপাধ্যায় উক্ত কালে জ. বদলে দিবার পদক্ষেপ চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হইলেন।

আর্সিটোটে মর্জন জীযুত রাজমোহন বন্দোপাধ্যায় পরিবর্তে আর্সিটোটে মর্জন জীযুত দেবেন্দ্রনাথ দে, কলিকাতার মেডিকাল কালেক্টর বদলে দিবার দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন।—জীযুত বাবু কালীচন্দ্র দে, দাতার কন্ম হইতে অম্মর যত্ন করিতে শিয়ালদহ কাম্পেন মেডিকাল স্কুল বঙ্গদেশ জিলার একটিং মাজিস্ট্রেট আর্সিটোটে মর্জন জীযুত দেবেন্দ্রনাথ রায় উক্ত স্থলে ক্রিমীয় বিচার ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বাধ্যতা বারিশক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ আশ্বিন।—নেলফামারীর দ্বিতীয় মুনসিফ জীযুত বাবু অম্মিচরণ দত্ত বঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত নেলফামারীর ওয়ালারের কাযা নিম্নাঙ্ক কমিটির মেম্বার পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা অসুপস্থিতি দাতা ওয়ালারের কাযা নিম্নাঙ্ক কমিটির মেম্বার পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীযুত বাবু বিশ্বনাথ সিংহ, এম. এ., | জীযুত বাবু মহেশচন্দ্র চক্র ভৌ।
ও বি. এল।

পশুপক্ষাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—জীযুত এফ. শিল. সাহেব জালিপুর পশুপক্ষাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যানের কাযা নিম্নাঙ্ক কমিটির মেম্বাররূপে স্যায় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

মুনিসিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ আশ্বিন।—গবর্নমেন্টে উকীন জীযুত বাবু রামচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় কুমসগর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—কুমসগর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের জীযুত বাবু প্রমথকুমার বসু, এম. এ. ও বি. এলকে আপনানের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনরায় মনোনীত করায় জীযুত লেফ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

জীযুত টি. কেনর সাহেব ক্রিয়াকালের নিমিত্ত দার্জিলিং মুনিসিপালিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত এফ. প্রেস্টেজ সাহেব দার্জিলিং মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bhuboah Municipality, in the district of Shahabad :—

Baboo Kani Ram. | Baboo Purmanund.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Moheshpore Municipality, in the district of Jessore, of Moulvie Afsar Uddin Khan Chowdhry to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry. | Baboo Chundra Bhusan Mukerjee.
 „ Modhusudan Roy Chowdhry. „ Kali Kishore Roy Chowdhry.

The Sub-Inspector of Police, in charge of the Moheshpore Police Station (*ex-officio*.)

The 25th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Kotrung Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Womesh Chandra Mittra to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Deoghur Municipality of Baboo Jagat Durlabh Bysack, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 26th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the municipality of Comillah :—

Baboo Rajkrishna Mukerjee, Special Sub-Registrar. | Baboo Girish Chandra Sen
 Munshi Ali Ahmed.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Comillah Municipality of Mr. H. M. Weathral to be their Vice-Chairman.

The 28th April 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Shahebgunge Municipality, in the district of the Sonthal Pergunnahs, of Baboo Hem Chundra Mookerjee to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye, of Moulvi Fuzlur Rahman Khan Chowdhury to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality :—

Moulvi Russid Khan Chowdhury, Khan Bahadoor. | Baboo Beharee Lal Sanyal.
 „ Kedar Nath Chowdhury.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Kandi Municipality, in the district of Moorshedabad :—

Baboo Mohendra Gopal Roy. | Baboo Khettra Mohun Mittra.

Baboo Basanta Lal Bajpayee is re-appointed to be a Commissioner of the above municipality.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Sherepore Municipality, in the district of Bogra, of Baboo Bhoirub Chunder Moitra to be their Vice-Chairman.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভূবরা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত কাণাইরাম বাবু ।

| শ্রীযুত পরমানন্দ বাবু ।

মহেশ্বর জিলার অন্তর্গত মহেশপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত মোলদী আকসর উদ্দীন খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী ।

| শ্রীযুত বাবু চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ।

„ „ মধুসূদন রায় চৌধুরী ।

„ „ কালোকিশোর রায় চৌধুরী ।

মহেশপুর পোলীস থানার কার্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীসের সব-ইন্স্পেক্টর (স্বীয় পদোপলক্ষে ।)

১৮৮৩ সাল ১৫ আশ্বিন ।—হুগলী জিলার অন্তর্গত কোতর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু উঃমশচন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

মেওয়ার মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অগন্ধুর্লভ বসাককে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২৬ আশ্বিন ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কমিল্লা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বাবু রাজ-
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ।

| শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন ।
„ মুন্সী আলি আহমদ ।

কমিল্লা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত এচ. এন. ওয়েদরফেল সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৫ সাল ২৮ আশ্বিন ।—সাঁওতাল পরগনা জিলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত মোলদী ফজলুর রহমান খাঁ চৌধুরীকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নাটোর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত মোলদী রসীদ খাঁ চৌধুরী, খাঁ
বাহাদুর ।

| শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল সান্নাল ।
„ „ কেশারনাথ চৌধুরী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কাঁদি মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু মহেশজগোপাল রায় ।

| শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মিত্র ।

শ্রীযুত বাবু বসন্তলাল বাজপোয়ী উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

বগুড়া জিলার অন্তর্গত শেরপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু টেভরচন্দ্র টেব্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করার শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

Baboo Ambica Churn Mukerjee is appointed to be a Commissioner of the Rajpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Jagadishar Bhattacharjee. | Baboo Saroda Prosad Mukerjee.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the above municipality of Baboo Nohin Chand Ghose to be their Vice-Chairman.

The 29th April 1884.—The following officers are appointed to be *ex-officio* members of the Committee for carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879, in the town of Gurbetta, in the district of Midnapore :—

The Sub-Inspector of Police in charge of the Police Station.

The Civil Hospital Assistant in charge of the Gurbetta Dispensary.

The 30th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the municipality of Chattra, in the district of Hazareebagh :—

Munshi Goodial Sing.		Baboo Jai Narain Sarkar.
„ Mukbul Hossein.		„ Agbore Nath Chatterjee.
Baboo Poresb Chunder Datta.		„ Randial Ram Marwari.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Bhuddessur Municipality, in the district of Hooghly, of Baboo Rajkissen Banerjee to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Durbhanga Municipality :—

Baboo Brij Behary Prosad.		Baboo Mohamaya Pershad.
Mr. Harry Stuart, Examiner of		Munshi Behari Lal
Tirhoot State Railway Accounts.		

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Burdwan Municipality of Baboo Jagaubundhoo Mitra to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS — *The 21th April 1884.*—Mr. F. Prestage is appointed to be a member of the District Road Committee, Darjeeling.

The 2nd May 1884.—Baboo Saroda Prosad Sarkar, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Commissioner of the Jessore Municipality, *vice* Baboo Shyama Kumad Mukerjia.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 5.—*The 21th April 1884.*—Mr. J. D. Anderson, Assistant Commissioner, made over charge of the South Sylhet sub-division to Baboo Ishan Chandra Patranavis, Extra Assistant Commissioner, and availed his self of privilege leave in the afternoon of the 3rd April 1884.

No. 7.—Mr. A. J. Primrose, Assistant Commissioner, reported his departure from India, on furlough, on the 6th April 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette* 1st May 1884.]

শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত রাজপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য। | শ্রীযুত বাবু শারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু নবীনচাঁদ ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত কাঞ্চাকারকেরা স্বয়ং পদোপলক্ষে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়োতানগরে ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধান কার্যে পরিণত করণার্থ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

গোলীস থানার কাঞ্চাকার অধ্যক্ষ ও তার প্রাপ্ত পোলীসের সব-ইন্স্পেক্টর।

গড়বেড়া ভূমধ্যালয়ের কাঞ্চাকার অধ্যক্ষ ও তার প্রাপ্ত গিলি হাম্পাতাল অফিসট্যান্ট।

১৮৮৪ সাল ১০ আশ্বিন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত চাওরা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত যুগলী প্রসাদসিং সিংহ।

” ” মকবল ভট্টসেন।

” বাবু গিরেশচন্দ্র দত্ত।

শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ সরকার।

” ” অম্বোদেব চট্টোপাধ্যায়।

” ” রাম যাদবাম বাড়ওয়ারী।

ভূগলী জিলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দ্বারভঙ্গা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত বাবু অজবিহারী প্রসাদ।

ক্রিডার ফেটে রেশমওয়ার হিসাব পরীক্ষক

শ্রীযুত হারি কুমাট সাহেব।

শ্রীযুত বাবু মহামায়া প্রসাদ।

” যুগলী বিহারী লাল।

বর্দ্ধমান মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু জগদ্বন্ধু মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পঞ্চকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—শ্রীযুত এফ. প্রেজেজ সাহেব দাক্ষিণি জিলার পঞ্চ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—শ্রীযুত বাবু শ্যামাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শারদা প্রসাদ সরকার যশোর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত নিষ্পাদন আদেশ গেজেট কর্তৃক উদ্ধৃত করা গেল।—

৫ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন।—আসিষ্টান্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত জে. ডি. আণ্ডারসন সাহেব অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত বাবু কেশবচন্দ্র পত্রাবিধের প্রতি দক্ষিণ আইটেম করুমার কাঞ্চাকার ভাড়াপণ করিয়া ১৮৮৪ সালের ৩ আশ্বিনের অপরাহ্নে অফিসের ছুটি অংশ করলেন।

৭ নম্বর।—আসিষ্টান্ট কমিশ্যনর শ্রীযুত এ. জে. প্রিমরোস সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮২ সালের ৬ আশ্বিনে ভারতবর্ষেইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করলেন।

এফ. বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

ERRATUM.

The 24th April 1884.—In the third line of the bye-law published at page 250, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 30th January 1884, for “houses” read “hours.”

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th April 1884.—It is hereby notified for general information that the following gentlemen have been elected to be Commissioners of the Burdwan Municipality for the wards noted against their names :—

Baboo Gunga Narain Mittra, Medical Practitioner	...	For Ward A.
„ Annoda Prosad Mookerjee, Medical Practitioner	...	For Ward B.
„ Ram Lall Mookerjee, Pleader	...	} For Ward C.
Munshi Abdool Gafoor	...	
Baboo Bani Madhub Ghose	...	For Ward D.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 234 of Act V (B.C.) of 1876, and on the recommendation of the Commissioners of the Bali Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor extends the provisions of sections 235 to 245, 247 to 256, 261 to 277, 283 to 288, and 294 of Part VII, Chapter II of the said Act to that municipality. The operation of section 256 will be limited to 50 feet on either side of the Grand Trunk road, wherever there is a bazar or a collection of houses, and to other parts of the municipality where there is a bazar.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 30th April 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of Act III (B.C.) of 1881 (The Bengal Municipal Act), the Lieutenant-Governor is pleased to direct that the said Act, III (B.C.) of 1881, shall come into force on the 1st August 1884.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 78 of the Bengal Municipal Act, V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to sanction the levy by the Commissioners of the Bishenpore Municipality, in the district of Bankoora, under sections 78 and 134 of the Act, of a fee not exceeding Rs. 4 per annum on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the municipality, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

অনুশ্রবণ।

১৮৮৪ সাল ২৪ অপ্রিল।—১৮৮৪ সালের ৫ মেম্বরারি তারিখের বাজলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠার প্রকাশিত উপবিধির দ্বিতীয় পংক্তিতে “বাড়ী” শব্দের পরিবর্তে “ঘণ্টা” পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ অপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নিম্ন-লিখিত মহাশয়েরা আপন২ নামের পার্শ্বলিখিত পঞ্জীতে বঙ্গীয় মুনিসিপালিটীর কমিশনারের পদে মনোনীত হইয়াছেন।

চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু গজানারায়ণ মিত্র	A. পঞ্জীতে।
” ” ” অন্নদাশ্রমাদ মুখোপাধ্যায়	B. পঞ্জীতে।
উকীল ” ” রামলাল মুখোপাধ্যায়	C. পঞ্জীতে।
শ্রীযুত যুগলী আনন্দুল গঙ্গুল	
” বাবু বেণীমাধব ঘোষ	D. পঞ্জীতে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৭ অপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইনের ২৩৪ ধারা মতে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কার্য করিয়া ও বালি মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনারদের অনুমোদনক্রমে তিনি উক্ত আইনের ২ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ২৩৫ অবধি ২৪৫ পর্যন্ত ও ২৪৭ অবধি ২৫৬ পর্যন্ত ও ২৬১ অবধি ২৭৭ পর্যন্ত ও ২৮৩ অবধি ২৮৮ পর্যন্ত এবং ২৯৪ ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিলেন। বাজার বা অনেকগুলি ঘর একত্র থাকিলে উত্তর-পশ্চিম দেশে মাইদার পথের প্রত্যেক পার্শ্বে ৫০ ফুট পর্যন্ত স্থানের মধ্যে এবং মুনিসিপালিটীর অন্যান্য যে স্থানে বাজার থাকে তথায় ২৫৬ ধারা কার্যকর হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ অপ্রিল।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইন নামক ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কার্য করিয়া তিনি এই আজ্ঞা করিলেন যে, ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় উক্ত আইন ১৮৮৪ সালের ১ আগষ্ট অবধি প্রবল হইবে।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—সাধারণের অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বাকুড়া জিলায় অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপাল বিধায়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় আইনের ২৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাসূত্রে কার্য করিয়া তিনি, উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুরগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় উক্ত আইনের ১৩৩ ধারামতে তাঁহা রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত উক্ত কমিশনারদের দ্বারা উক্ত আইনের ৭৮ ও ১৩৪ ধারামতে বৎসর ৪৭ টাকার অমদিক ফী আদায় করিবার অনুমতি দিতে কল্যাণ করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—The declaration published at page 1293, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 19th December last, authorizing the acquisition of a plot of land by the Dinagepore Municipality for burying night-soil, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 20th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chittagong Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a municipal road in the villages of Thamakumandi, Madarbari, and Shujakatgar, in the town of Chittagong, it is hereby declared that for the above purpose four pieces of land, measuring in all, more or less, 2 bigahs 13 cottahs 11½ dhoores of standard measurement, are required

The four plots of land are bounded as follows:—

Plot (a).—On the north and south by the paddy-fields of mouzah Thamakumandi; on the east by the Henderson's Folly road; and on the west by the Thamakumandi road.

Plot (b).—On the north by the Strand road; on the south by the Karnafuli river; on the east by the godown belonging to Mr. Determes; and on the west by the garden belonging to Nityananda Rai.

Plot (c).—On the north by the municipal land and noabad; on the south by the lands of Dag No. 49.3; on the east by the river Karnafuli; and on the west by the municipal road and lands of dag No. 49.1.

Plot (d).—On the north by the Strand road; on the south by the river Karnafuli; on the east by Mr. Determes' godown; and on the west by the godown of Shariatulla.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal

DECLARATION

The 30th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a pucca drain along the new Chowk road in the city of Patna, pergunnah Azimabad, in the district of Patna, it is hereby declared that for the above purpose six plots of land, measuring, more or less, 2 cottahs of local measurement, are required.

The boundaries of the plots are as follows:—

Plot No. 1.

On the North.—A lane;

On the South.—Plot No. 2;

On the East.—The house of Mallicjee Moharaj; and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 2.

On the North.—Plot No. 1;

On the South.—A lane;

On the East.—The house of Mokoond Lal and Gocool Chand; and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 3.

On the North.—A lane;

On the South.—Plot No. 4;

On the East.—The waste land of Gocool Chand; and

On the West.—The new Chowk road.

[*Government Gazette 13th May 1884.*]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২ মে ।—দ্বিতীয় পুতিয়ার জমীয়া মিনিসিপালিটি কর্তৃক এক খণ্ড ভূমি গ্রহণের আদেশসূচক যে বিজ্ঞাপন গত ১৫ ডিসেম্বরের মাদ্রাসা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ১২০৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহা এতদ্বারা রহিত করা গেল ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২০ আপ্রিল ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম নগরের অন্তর্গত থমকুমতি মাদারবাড়ী ও শুজাকাটগড় গ্রামে মুনিসিপাল পথ করিবার জন্য চট্টগ্রাম মুনিসিপালিটির অর্থবাহু গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আদেশাক, বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিমতে স্থানীয় ২১।৩ কাঠা ১১।। ধুর পরিমিত চারি খণ্ড ভূমির প্রয়োজন ।

উক্ত চারি খণ্ড ভূমির সীমা এইরূপ,—

A খণ্ড ।—উত্তর ও দক্ষিণ সীমা থমকুমতি মৌজার ধানোর ক্ষেত, পূর্ব সীমা ছেতুরসনের ফলি পথ এবং পশ্চিম সীমা থমকুমতি পথ ।

B খণ্ড ।—উত্তর সীমা মদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলি নদী, পূর্ব সীমা ডিটরমেন সাহেবের ওদাম, এবং পশ্চিম সীমা নিত্যানন্দ রায়ের বাগান ।

C খণ্ড ।—উত্তর সীমা মুনিসিপাল জমি ও নয়াবাদ, দক্ষিণ সীমা ৪৯৯৩ নং দাগের জমি, পূর্ব সীমা কর্ণফুলি নদী, ও পশ্চিম সীমা মুনিসিপাল পথ ও ৪৯৯৪ নং দাগের জমি ।

D খণ্ড ।—উত্তর সীমা মদীর ধারের পথ, দক্ষিণ সীমা কর্ণফুলি নদী, পূর্ব সীমা ডিটরমেন সাহেবের ওদাম ও পশ্চিম সীমা নারায়ণ ব্রহ্মব ওদাম ।

উক্ত চারি খণ্ডের সম্পর্ক থাকে ভাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আক্টোবর ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৩০ আপ্রিল ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগনার পাটনা শহরে নূতন চকের পথের ধারে পাকা মসজিদ করিবার জন্য পাটনা মুনিসিপালিটির অর্থবাহু গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আদেশাক, বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে স্থানীয় দাগের নুমাখিক ১/২ কাঠা পরিমিত ছয় খণ্ড ভূমির প্রয়োজন ।

উক্ত কএক খণ্ডের সীমা এইরূপ,—

১ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—এক গলিপথ ।

দক্ষিণ সীমা ।—২ নং খণ্ড ।

পূর্ব সীমা ।—মালিউজী মহারাজের বাড়ী, এবং

পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

২ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—১ নং খণ্ড ।

দক্ষিণ সীমা ।—এক গলি পথ ।

পূর্ব সীমা ।—মুকুন্দলালের ও গোকুলচাঁদের বাড়ী, এবং

পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

৩ নং খণ্ড ।

উত্তর সীমা ।—এক গলি পথ ।

দক্ষিণ সীমা ।—৪ নং খণ্ড ।

পূর্ব সীমা ।—গোকুলচাঁদের পতিত জমি । এবং

পশ্চিম সীমা ।—নূতন চকের পথ ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

Plot No. 4.

On the North.—Plot No. 3 ;

On the South.—Plot No. 5 ;

On the East.—The houses of Luchoo Baboo, Bulakee Lal Must, Jankey, Nathnee, and Rampersad ; and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 5.

On the North.—Plot No. 4 ;

On the South.—A bye-lane ;

On the East.—The waste land of Munnee ; and

On the West.—The new Chowk road.

Plot No. 6.

On the North.—A bye-lane ;

On the South.—Ditto ;

On the East.—The house of Rahmntoolah ; and

On the West.—The new Chowk road.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land required is filed in the office of the Commissioners for public inspection.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 3rd May 1884.

From—Bombay.

From—General Secretary.

To—Calcutta.

To—Secretary.

RESIDENT, Aden, telegraphs. Telegram begins :—A telegram to the following effect has been received from the British Consul-General, Cairo, on account of plague near Baghdad.—Quarantine of observation in Egypt for 24 hours on all arrivals from Bussorah, with prohibition to embark in Egypt personal effects, manufactures, rugs, and carpets. Disinfection obligatory for all susceptible merchandise. Telegram ends. Resident further telegraphs :—B quarantine rules will be enforced against Persian Gulf, pending sanction.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 7th May 1884.

To—Calcutta.

To—Bengal.

From—Bombay.

From—General Secretary.

My telegram, 3rd May. Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against vessels from Persian Gulf. Letter follows.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 7th May 1884.

To—Calcutta.

To—Bengal.

From—Bombay.

From—General Secretary.

RESIDENT, Aden, telegraphs. Message begins :—A telegram to the following effect has been received from British Consul-General at Cairo. Telegram begins :—Singapore, Point

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

৪ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা —৩নং খণ্ড।

দক্ষিণ সীমা। —৫নং খণ্ড।

পূর্ব সীমা। —লচু বাবু, বলাকিলাল মল্ল, জামকী, নাথনী ও রাধাশ্রীমতের বাড়ী। এবং

পশ্চিম সীমা। —নূতন চকের পথ।

৫ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা। —৪নং খণ্ড।

দক্ষিণ সীমা। —এক উপগলি পথ।

পূর্ব সীমা। —মল্লির পতিত জমি। এবং

পশ্চিম সীমা। —নূতন চকের পথ।

৬ নং খণ্ড।

উত্তর সীমা। —এক উপগলি পথ।

দক্ষিণ সীমা। —এ

পূর্ব সীমা। —রহমতুল্লাহর বাড়ী। এবং

পশ্চিম সীমা। —নূতন চকের পথ।

ইহাতে যাহাদের সম্পদ থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ দ্বারা বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এয়োজনীয় ভূমির নকশা সাধারণের দেখিবার জন্য কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই, এন, বেগার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর,
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।

এদনের রেসিডেন্ট সাহেব তারফে এইরূপ খবর দিয়াছেন।—“বোম্বাইয়ের নিকট প্লেগ হওয়ায়, কাইরোস্থ ব্রিটিশ কন্সল জেনরল সাহেবের স্থানে নিম্নলিখিত মর্মের টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে।—বোম্বাইতে যে সকল জাহাজ আইসে, মিসরে সেই সকল জাহাজের উপর ২৪ ঘন্টার নজরবন্দী কারান্টাইন স্থাপিত হইয়াছে, এবং মিসরে সঞ্চার জিনিষ, শিল্প দ্রব্যাদি, রং ও গালিচা প্রভৃতি উঠাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ের সকল বাণিজ্য দ্রব্যের বোম্বাইয়ের নিকট বিবরণ করিতে হইবে।” রেসিডেন্ট সাহেব আরো টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে অনুমতির অপেক্ষায় পারস্য উপসাগর হইতে আগত জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করা যাইবে।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর,
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।

আমার ৩ মে তারিখের টেলিগ্রাম দেখ। পারস্য উপসাগর হইতে যে সকল জাহাজ আইসে তাহাদের গবর্নমেন্ট এদনে সেই সকল জাহাজের বিরুদ্ধে B চিহ্নিত কারান্টাইন বিধি প্রবল করার অনুমতি দিয়াছেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর,
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।

এদনের রেসিডেন্ট সাহেব তারফে এই খবর দিয়াছেন।—“কাইরোস্থ ব্রিটিশ কন্সল, জেনরল সাহেবের স্থানে পাঠান্নিখিত মর্মের টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে। “এদনে যেরূপ ব্যবস্থা করা

[গবর্নমেন্ট মেজেষ্ট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

Galle, Colombo, and Persia in quarantine here till they take measures as at Aden. Saigon declared in quarantine as infected. Telegram ends. B rules will be enforced against the ports named. Message ends.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1990 A.

The 22nd April 1884.—Baboo Nilkanto Sarkar Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 25th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Moulvie Naziruddin Mohamed of his appointment of Honorary Magistrate of the Hooghly Municipal Bench.

The 30th April 1884.—Moulvie Syed Mahomed Israil, Deputy Magistrate, Kooshtea, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS — *The 2nd May 1884.*—Baboo Suresh Chundra Ghose, Munsif of Meherpore, in the district of Nuddea, is allowed leave for one month, under section 73, rule 1, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 3rd May 1884.—Baboo Srigopal Chatterjee, Munsif of Jhenidah, in the district of Jessore, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

F. B. PEACOCK,

Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 6th May 1884.

No. 193.—Mr. R. S. J. Routh, Assistant Engineer, first grade, Tirhoot State Railway, passed the Lower Standard Examination in Hindustani on the 3rd March 1884.

No. 194.—Mr. J. C. Wyatt, Assistant Engineer, first grade, Dacca and Mymensingh State Railway, reported his return, on the forenoon of the 23rd ultimo, from the privilege leave granted him in notification No. 152 of the 31st March 1884.

No. 195.—*Promotion.*—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department —

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. M. J. J. P. Norman.	Executive Engineer, fourth grade.	Executive Engineer, third grade.	24th April 1884.	<i>Sub. pro tem.</i>
Mr. A. E. Behrmann...	Assistant Engineer, first grade.	Executive Engineer, fourth grade.	24th ditto ...	Temporary.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

হইয়াছে, যাবৎ সিদ্ধাপুর, পাইন্ডে ডি গলে, কলম্বো ও পারমা দেশে ভ্রমণ ব্যাপ্ত করা হয় তাবৎ এই সকল স্থানের িক্কে এখানে কারান্টাইন ঘাট হইল। রোগাক্রান্ত রোগী দেশান্তর সম্বন্ধে কারান্টাইন নির্দেশ করা গেল যে বন্দরের উল্লেখ হইল, তাহাদের বিক্কে B 'চিকিৎসা' এখানে করা যাইবে।"

এ, পি, মাকডনেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট।

১৯২০ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ২০ আশ্বিন।—করীদপুরের একটিং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কাস্টের জিহুত বাবু জীলকান্ত সরকার জুডীস জেনীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৫ আশ্বিন।—জিহুত মোলবী মাজিস্ট্রেট মফস্সদ জগলী মুন্সিফাল বেঞ্চের অটোড-সিক মাজিস্ট্রেটরূপে স্বীয় পদ ভোগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন।—কুষ্টিয়ার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জিহুত মোলবী টেনসন মফস্সদ ইয়াইন কোজদারী মোকদ্দার কাগা প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৬০ ধারার লিখিত অপরাধের সরানরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

মুমসেফাদর দুটী।—১৮৮৪ সাল ১ মে।—মদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুরের মুমসেফ জিহুত বাবু শুরেশচন্দ্র ঘোষ অন্যের প্রতি কর্মের তারাপন করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের দুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ে ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের দুটী পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।—দুগাছুর জিলার অন্তর্গত মাদিনহের মুমসেফ জিহুত বাবু জিগোপাল চট্টো-পাখার, অন্যের প্রতি কর্মের তারাপন করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের দুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ে ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে দুই মাসের দুটী পাইলেন।

এফ, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।

১৯৩ নম্বর।—ত্রিহুত স্টেট রেলওয়ের প্রথম জেনীর আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত আর, এস, জে, রুথ, সাহেব ১৮৮৪ সালের ৩ মার্চ নিম্নতর কন্ট্রিভে হিন্দুস্তানী ভাষায় পরীক্ষাভোগ হইয়াছেন।

১৯৪ নম্বর।—ঢাকা ও ময়মনসিংহ স্টেট রেলওয়ের প্রথম জেনীর আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জিহুত জে, সি, ওয়াটসেট সাহেব ১৮৮৪ সালের ৩১ মার্চের ১৫২ম বিজ্ঞাপনমতে যে অনুগ্রহের দুটী পান তাহা হইতে গত মাসের ২৩ তারিখের পূর্বাঙ্কে স্বীয় প্রত্যাগমনের রিপোর্ট করেন।

১৯৫ নম্বর।—পদবুদ্ধির কথা।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার সিরিশ্চায় নিম্নলিখিত পদবুদ্ধি করিলেন।

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ বুদ্ধির তার।
জিহুত এম, জে, জে, পি, মফস্সদ সাহেব	চতুর্থ জেনীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ারের	তৃতীয় জেনীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন	কিরংকালীন স্বাধীন।
জিহুত এ. ই, বেহরাম্ সাহেব	প্রথম জেনীর আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেনীর একসেকি-টিব ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৪ সাল ২৪ আশ্বিন	কিরংকালীন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

No. 196.—Leave.—Mr. H. O. Walling, Assistant Engineer, second grade, Chittagong Division, is granted three months' leave to study the native language, under chapter II, para. 27 of the Public Works Code, with effect from the 15th instant, or from such subsequent date as he may avail himself of the same.

No. 197.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the head cut, section II of the Sarun Canal scheme, in the villages of Tewari Matihania and Sapia, pergunnah Kuari, district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose additional strips of land, varying from 45 to 105 feet in width, and situated between the fifth and sixth miles of the said cut, and measuring, more or less, 43 bigahs 6 cottah and 13 dhoors of the standard measurement, are required within the aforesaid villages.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 198.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that extra land is required to be taken up by Government at the public expense, viz. for construction of embankments for the newly constructed Dhanai sluice, at the village of Dewapur, pergunnah Dhuugsi, district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose two strips of land measuring, more or less, 1 bigah 13 cottahs and 5 dhoors of the standard measurement, are required within the aforesaid village.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

CIVIL BUILDINGS.

The 6th May 1884.

No. 199.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the site of the Small Cause Court building at Munshigunge, in the village of Munshigunge, thana Munshigunge, zillah Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 18 cottahs 8 chittacks of standard measurement, bounded on the north by the site of the double Munsif's Court and a tank, on the east and south by the khal, and on the west by the Keedu Sing's garden, is required within the aforesaid village of Munshigunge.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 202.—Posting.—With reference to Government of India, Public Works Department, notification No. 104 of the 2nd instant, Mr. F. K. Cunliffe, Storekeeper, class III of the Superior Revenue Establishment of State Railways, is posted to the Tirhoot State Railway

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. D.

১৯৬ নম্বর।—ছুটী।—চট্টগ্রাম খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জীযুত এচ, ও, ওয়ালিং সাহেব এদেশীয় ভাষাভাষি করণার্থে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি পাবলিক ওর্কস বিল্ডিংস্‌কেব ২ অধ্যায়ের ২৭ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৯৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত কুয়ারি পরগনার ভেওয়ারী মাটিতানরা ও সপায়া গ্রামে সারণ খাল প্রণালীর দ্বিতীয় ভাগের প্রধান নালার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে এই গ্রামে উক্ত নালার পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাইলের মধ্যস্থিত ৪৫ অর্থাৎ ১০৫ ফুট পর্যন্ত প্রান্ত অর্থাৎ কতিমতে ক্রাফটিক ৪৩।১ কাঠা ১৩ ধুর পরিমিত আর কএক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

১৯৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত ধঙ্গসি পরগনার দেবপুর গ্রামে নূতন প্রস্তুত বনাষ্ট্র জল কপাটের বাধ প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত গ্রামে কতিমতে ক্রাফটিক ১১।০ কাঠা ৫ ধুর পরিমিত দুইখণ্ড ভূমি প্রয়োজন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

সিভিল অট্টালিকা বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৬ মে ।:

১৯৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ থানার মুন্সীগঞ্জ গ্রামে মুন্সীগঞ্জের ছোট আদালতের বাড়ী করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল, পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত মুন্সীগঞ্জ গ্রামে কতিমতে ক্রাফটিক ২৮৩।৮ টাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্তভূমির উত্তর সীমা দুই মূলসেফের আদালত বর ও পুফরিণা, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা খাল, এবং পশ্চিম সীমা কাছ নিংহের বাগান।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২০২ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের এই মাসের ২ তারিখের ১০৪ নম্বর বিজ্ঞাপন উল্লিখিত ছোট রেলওয়ে সমূহের সুপিরিসর রেভিনিউ ফোর্সিগমেন্টের তৃতীয় শ্রেণীর টোয় কৌপর জীযুত এক, কে, কনলিফ সাহেব ব্রিহৎ ট্রেট রেলওয়েতে অবস্থাপিত হইলেন।

জি, এক, ই, এস, মীল, মেজর, এস, এস, সি।

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।

পঞ্চম খণ্ড ।

রাজ্যীয় বা-স্থাপন সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

মহাসভাসিদ্ধি বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত সাল সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৭ মার্চ তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ১০ অপ্রিল তারিখে মহাশয়ের জীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৮৪ সালের ২ আইন ।

কলিকাতার ট্রামওয়ে বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন ।

১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নির্দিষ্ট নগরের স্থানসীমার মধ্যে কলিকাতার যে অংশ নাই, তদ্বশেষে ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া ও তাঁহার কার্য চালাইবার ব্যবস্থা করা এবং তাহার সাধারণ কার্যাদি, তদ্ব্যবধান ও কর্তৃত্বের উপযুক্ত বিধান করা বাঞ্ছনীয়; এবং পূর্বোক্ত এই কার্যের নিমিত্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে

বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন সংশোধন করা আবশ্যক । অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।—

১ ধারা । এই আইন “ কলিকাতার ট্রামওয়ে বিষয়ক আইনের অধিকরণ ও ১৮৮০ সালের আইনের ” মর্মে পঠিত ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে ।

আর এই আইন যে তারিখে জীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহিত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে ।

২ ধারা । “ কলিকাতা ” শব্দে বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উই-
“ কলিকাতা ” শব্দের লিয়ম রাজধানী হাট পৌরসভা
অর্থ । নিয়মিত প্রথমস্থানীয় দেওয়ানী
বিদ্যালয়সমূহের স্থানীয় সমা-
ন্তর্গত সমুদয় স্থান বুঝাইবে ; কিন্তু কোর্ট উইলিয়ম টার্গের
মধ্যে যে স্থান পরা গিয়াছে তাহা বুঝাইবে না ।

৩ ধারা । কলিকাতার মধ্যে যে সকল ট্রামওয়ে
প্রস্তুত করা গিয়াছে, কিন্তু যাহা
নগরের স্থানসীমার বাহিরে ট্রামওয়ে প্রস্তুত
করা গেলে, তাহা স্থানীয়
গবর্ণমেন্টের অধীন হই-
বার কথা ।

কলিকাতার যে অংশ নাই, তদ্বশেষে ট্রামওয়ে প্রস্তুত করি-
বার সুবিধা করিয়া দেওয়া ও তাঁহার কার্য চালাইবার
ব্যবস্থা করা এবং তাহার সাধারণ কার্যাদি, তদ্ব্য-
বধান ও কর্তৃত্বের উপযুক্ত বিধান করা বাঞ্ছনীয়; এবং
পূর্বোক্ত এই কার্যের নিমিত্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে
বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধানমতে সমবায়িত

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

Act No. II of 1884.

সমাজ যে সকল স্বত্ব, ক্ষমতা, কর্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য্য করিতে ন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদ্ব্যতীত সেই সকল স্বত্ব, ক্ষমতা, কর্তব্য ও শক্তিক্রমে কার্য্য করিবেন।

৪ ধারা। ১৮৭৬ সালের কলিকাতার মুনিসিপাল আইনসংগ্রহ নামক আইনের নিম্নলিখিত নগরের সীমার বাহিরে যে কোন ট্রামওয়ে বা ট্রামওয়ের যে কোন অংশ প্রস্তুত করা যায়, তৎসম্বন্ধে সমবায়িত সমাজকে কোনরূপ কর্তৃত্ব, ক্ষমতা বা শক্তি দেওয়া যাহাতে হয়, এরূপ ভাবে এই আইনের কোন কথার অর্থ করিতে হইবে না।

৫ ধারা। উক্ত কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধায়ক ১৮৮০ সালের আইনের ৪ ধারামতে যে কোন মোটর প্রকাশ করা আবশ্যিক তাহা প্রকাশ করিতে কোন ক্ষতি বা অনিয়ম হইলেও, এই আইন প্রবল হইবার পূর্বে যে কোন ট্রামওয়ে প্রস্তুত করা গিয়া থাকে, সেই ট্রামওয়ে সম্বন্ধে এই আইনের ও কলিকাতার ট্রামওয়ে বিধায়ক ১৮৮০ সালের আইনের বিধান থাকিবে।

সি, এচ, রাইলী,
ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,

Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 13, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস খণ্ড।

ইন্ডিয়া প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই ২ জেলাতে ১৮৮৪ সালের আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

৮০ তোলাব সেরের হিসাবে

সদর।	জিলা।	গম।			যব।			ডাল চাউল।			সামান্য চাউল।			কমু ও বাজরা			চোলম ও জোয়ার।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গ ও বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গ ও বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গ ও বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গ ও বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গ ও বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গ ও বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন

বঙ্গদেশ। পশ্চিমদিকস্থ জিলা।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১ বর্ধমান ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
২ বীরভূম ...	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
৩ মেদিনীপুর	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৪ হুগলী	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
৫ বাঁকড়া	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪

মধ্যস্থলের জিলা।

	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৬ কলিকাতা ...	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
৭ ২৪ পরগণা	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
৮ মদীয়া	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
৯ মুন্সী	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১০ বরিশা	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১১ মুরশিদাবাদ	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১২ দিখাঙ্গপুর	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১৩ রাজশাহী	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১৪ জগদীশপুর	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১৫ বগুড়া	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১৬ পাবনা	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১৭ দাখিলিঙ্গ	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১৮ কলকাতা ইণ্ডি	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩

ক। বর্ধমান লবণের খুজরা দর টাকায় এই ২।—কালিয়ায় ১৩ সের, কাঁটওয়ার ১৩ সের এবং রাণাঘাটে ১৩ সের।

খ। মকসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৩ সের অবধি ১৩ সের পর্যন্ত।

গ। মকসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের অবধি ১০ সের পর্যন্ত।

দ। মহম্মদিয়া লবণের খুজরা দর টাকায় এই ২।—খাটালে ১৪।১ সের এবং কাঁটিতে ১০।১ সের।

ঙ। ঐ ঐ ঐ—আরামপুরে ১৩ সের, জাহানাবাদে ১৩।১ সের।

চ। ঐ ঐ ঐ—শাহীঘাটে ১৩ সের, কল্যাণীতে ১৩ সের ও বাঁকপুরে ১২।৫ সের।

ছ। ঐ ঐ ঐ—কুষ্টিয়ায় ও চুয়াডাঙ্গায় ১৩ সের, মেহেরপুরে ১৩।১ সের, এবং রাণাঘাটে ১২।৫ সের।

অবধি তুলুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকায় বড পাওয়া যায়।

৪০ সেরের মণের
থেকে বিক্রয়ের দর।

রাণীগঞ্জ মাড়ওয়া ও চৌমা।			জবেরা।			চৌমা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ			লবণ।			জিলা
এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	

বঙ্গদেশ।															পশ্চিমদিকস্থ জিলা।			
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
...	১২	১১	১২	৩৭	৩৭	৩৭	১৩১	১৩১	১২	২৬০০	২৬০০	৩৭	বর্ধমান
...	১৮	৫০	৫৯	৮	১০৬	৮	৮৭	৮৭	৮৭	১২৬	১২৬	১২	৩০০	৩০০	৩০৬	বাঁকুড়া।
...	১৬	৬	১১১	৪৭	৪	৪	১২	১২	১২	৩০৩	৩০৬	৩১৩	বীরভূম।
...	১৬	১৭	১৭	৩৫৩	৩৫৩	৩৫৫	১২৬	১২৬	১৩	২৬০০	২৬০০	২৭০০	মেদিনীপুর
...	১৮	৮	১২	২৭	১০	৩৭	১৩১	১৩১	১৩১	২৬০০	২৬০০	২৬০০	ভূগলী।
...	১০	১৭৬	১১	২৭	২	২৭	১৩	১৩	১৩	৩৭	৩৭	৩৭	হাবড়া।

মধ্যস্থলের জিলা।																		
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
...	১২	১০১	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	২৬০	২৬০	২৬০	কলিকাতা
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৩৭	৩৭	২৬০০	২৪-পারগ
...	১০১	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৩৭	৩৭	৩০	বদায়ী।
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	খুলনা।
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	বরিশাল
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	চাঁদীয়া
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	রাঙ্গামাটি
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	রাজশাহী
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	রাজপুর
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	বগুড়া
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	পাবনা
১২	১২	১২	১২	১২	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৪১০	৪১০	৪১০	দার্জিলিং
...	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	জলপাই

- অ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—গাতকৌণায় ও বাগীরহাটে ১১ সের।
 ঙ। —নিম্নদিক, মাগুরা ও নড়াইলে ১২ সের এবং বনগাঁয়ে ১৩ সের।
 ঞ। —লালবাগে ১১ সের, জঙ্গিপুর্বে ১০১ সের ও কান্দিতে ১২ সের।
 ট। রাণীগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের ও নীতপুরে ১০ সের।
 ঠ। নাটোর ও নৌগাঁ মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।
 ড। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইরূপ—নিলকামারিতে ১২ সের, কুড়িগ্রামে ১৩ সের ও গাইবান্ধায় ১৪ সের।
 ঢ। শেরাজগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৩ সের।
 ণ। কশিয়াজে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৮ সের এবং শিলীগুড়িতে ১০ সের।

৪০ সেরের মনের
থাকুক বিজয়ের দর।

[illegible]

किन्ना ।

[illegible]

বেহার ।

...	115	115	12	115	115	12	210	210	300	101	10	101	250	250	30	পাটবাঁ।
...	110	115	110	810	810	810	15	15	12	30	30	30	গজ।
...	115	115	-	118	118	116-112	30	30	310	12	12	121	30	30	30	পাটবাঁ।
..	112	115	...	1050	50	1150	110	118	810	810	810	120	120	15	30	30	30	বাইতজ।
...	115	110	115	110	110	110	310	310	310	12	12	12	30	30	30	যজ্ঞরপূর।
110	118	115	115	110	110	110	110	110	80	80	80	15	15	15	30	30	30	সিদ্ধ।
...	115	112	115	110	110	110	151	151	151	30	30	30	চাঁদার।
...	112	110	115	115	115	115	30	30	30	12	12	15	30	250	30	মুজ্ঞর।
...	110	110	115	110	110	110	80	80	80	12	12	12	30	30	30	ভাগসপূর।

য। হাজীপুর মঠকুশায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের।

মঃ । নবকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় এইর ।—বাঁকায় ১২ সের, মকেপুরায় ১০ সের ও মৃণোলে ১৫ সের।

[গদ্যশ্লোকে গণ্যে ১৮৮৪ । ১৩ ধ্যে ।]

৮০ ডোলাব সেরের হিসাবে

খণ্ড	জিলা।	গহ।		ঘর।		ডাল চাউল।		গাখাখ চাউল		কয়ু ও বাজরা।		চোন্দর ও জোরার।	
		এই সস্তা-চের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সস্তা-চের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সস্তা-চের রিটর্ন	এই সস্তা-চের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সস্তা-চের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সস্তা-চের রিটর্ন	এই সস্তা-চের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সস্তা-চের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সস্তা-চের রিটর্ন	এই সস্তা-চের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সস্তা-চের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সস্তা-চের রিটর্ন

বেহার।

		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা
৩৫	পূরনিয়া ..	১৬	১৮	১৮	১৩	১৩	১৬	১৪	১৪	১৭
৩৬	মালদহ ..	১০	১২	১৮	১১	১১	১৪	১৪	১৪	১৭
৩৭	সীতাবন পর- গমা।	১৬	১৬	১৪	১৩	১২	১৬	১৬	১৬	১২

উড়িষা।

৩৮	কটক	১২।১০	১২।১০	১৫।৫	১৩।০	১৩।০	১৫।৫	১২।১০	১২।১০	১৬।০
৩৯	পুরী ...	১৩।০	১৪।০	১৩।০	১৫।৫	১৫।৫	১৬।৫	১২।১০	১৩।০	১২।০
৪০	বালেশ্বর ...	৮	৮	১৪	১১	১১	...	১৬	৮	১৬	১১।৫	১১।৫	১২

ছোট নাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।

৪১	হাজারীবাগ...	১৪	১৪	১৮	১৫	১৬	১০	১০	১০	১৪	১৪	১৭
৪২	লোহাডগা ...	১৬	১৬	১৭	১০	১০	১৪	১৪	১০	১৮	১৮	১৪
৪৩	সিংহভূম ...	৮	৮	১৪	১৪	১৪	১২	১০	১০	১২	১৪	১৪	১৬
৪৪	মহাভূম ...	১৪।১	১৪	১৫	১৪	১৬	১৮	১৬	১৬	১৮	১০।১	১১	১৭

* মফঃসলে সামান্য চাউলের খুজরা দর টাকায় ১১ সের অবধি ১১।১ সের পর্য্যন্ত।

ঘ৫। কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমায় সবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের, ও অররিয়া মহকুমায় অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ১২ সের।

ঘ৬। রাজমহল ও গোবিন্দপুরে সবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের।

কলিকাতা।

১৮৮৪ সাল, ১ মে।

টাকায় যত পাওয়া যায়।

রাসী বা মাড়ওয়া ও চীমা।			জমেরা।			ছোলা।			জালখিকাত।			লবণ।			৪০ সেরের মণের খোঁকে বিক্রয়ের দর।		
এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন	এই সস্তা হের রিটন	ইহার পূর্ক সস্তা হের রিটন	গত বৎসরের এই সস্তা হের রিটন

জিনা।

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	৮	৯	১০	৮	৮	৮	১০	১০	১০	১০	৩১০	৩১০	৩১০	পুরণিরা।
...	১৪	১২	১২	৮	৮	৩১০	১১	১১	১১	১১	৩১০	৩১০	৩১০	মালদহ।
...	১২	৮	১০	৮	১১	১০	৮	৮	৮	১০	১২	১১	১১	৩১০	৩১০	৩১০	সাঁওতাল পদগমা।

উড়িষ্যা।

১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	১০১	২	২	২	১৪	১৪	১৪	২১০	২১০	২১০	কটক।
...	১১	১১	১১	২১০	২১০	২১০	১৬	১৬	১৬	২১০	২১০	২১০	পুরী।
...	১৩	১৪	১৪	৩	৩	৩	১০	১০	১০	৩১০	৩১০	৩১০	বালেশ্বর।

ছোট মাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।

১০	১০	১১	১৩	১৬	১১	১৬	১৬	১৮	৮	৮	৬	১০	১০	১১	৩১৬	৩১৬	৩১৬	হাজারীবাগ।
১৮	১৮	১০	১৮	১৮	১৬	১৬	১৬	১৫	৩	৩	৩	১০	১০	১০	৩১০	৩১০	৩১০	সোহাগডাঙ্গা।
...	১৫	১৫	১৪	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	সিহচড়মা।
...	১৮	১১	১৮	৩	৮	৩	১০	১০	১০	৩১০	৩১০	৩১০	বাঁকড়া।

য৭। ভরুকে লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের।

য৮। হুজুর লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের ও খরকদিয়ায় ১১ সের।

য৯। রঘুনাথপুরে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের ও বড়বাজারে ও গোবিন্দপুরে ১১ সের।

সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের আশ্বিন মাসের ৩০ তারিখের পূর্বে

৪০ সেরের

নং	বঙ্গদেশ	গম			ময়			ভাল চাউল			সাধারণ চাউল			কম ও মজরা		
		এই মণ্ডাঘরের রিটর্ন			এই মণ্ডাঘরের রিটর্ন			এই মণ্ডাঘরের রিটর্ন			এই মণ্ডাঘরের রিটর্ন			এই মণ্ডাঘরের রিটর্ন		
		টাকা	পয়সা	ফা	টাকা	পয়সা	ফা	টাকা	পয়সা	ফা	টাকা	পয়সা	ফা	টাকা	পয়সা	ফা
১	কলিকাতা ...	২ ১০	১ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	১ ১০	৪ ১০	৫ ১০	৩ ১০	৫ ১০	৫ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
২	শেরাজগঞ্জ ...	২০	১ ১০	১ ১০	৪ ১০	৪ ১০	৫ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৩	ঢাকা ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	১ ১০	৩ ১০	৫ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৪	বারিগঞ্জ	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৫	চট্টগ্রাম ...	১ ১০	১ ১০	১ ১০	৩ ১০	৩ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৬	পাটনা ...	১ ১০	১ ১০	২ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০	২ ১০
৭	বালেশ্বর ...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	৩ ১০	৩ ১০	...	২ ১০	২ ১০	২ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০
৮	পুরী	১ ১০	১ ১০	১ ১০
৯	কটক ...	১ ১০	১ ১০	২ ১০	৩ ১০	৩ ১০	২ ১০	১ ১০	১ ১০	১ ১০

কলিকাতা,
১৮৮৪ খ্রিঃ ৬ মে।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জালানি কাঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার দর ।

বনের দর ।

ভৌমিক ও জোয়ার ।		রাগী বা দাঁড়ওয়া ও চীষা ।		অমের ।	ছোলা ।	জালানি কাঠ ।		লবণ ।		বক্র ।	
এই সপ্তাহের দিউর্ণ		এই সপ্তাহের দিউর্ণ		এই সপ্তাহের দিউর্ণ		এই সপ্তাহের দিউর্ণ		এই সপ্তাহের দিউর্ণ			
ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইহার পূর্বে সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ		
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা		
২১	২১	১৮০	২১	১১৬০	২৬০	২৬০	কলিকাতা ।	
...	২৬০	২৬০	২৬০	শেরাজঙ্গ ।	
...	২৬০	২৬০	২৬০	চাঁক ।	
...	২৬০	২৬০	২৬০	বারাহাঙ্গা ।	
...	২৬০	২৬০	২৬০	চট্টগ্রাম ।	
...	১১৬০	১১৬০	১৬০	১১১	১১৬০	পাটবা ।	
...	২৬০	২৬০	২৬০	১০	১০	বালেশ্বর ।
...	২৬০	২৬০	পুরী ।
...	৩১৬০	৩১৬০	৩৬০	১১১	১১১	১১১	১১১	১১১	কাঁক ।

সাধারণের অবগত্যার্থে প্রকাশ করা গেল ।

ই, এন, দেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

दुर्निविद्यक
देखाइय।

ইহাঙ্গারী সংগঠন নেওয়া সহিতই যেমন ১৮৯৮ সালের ৭ জুন ও ১৮৭১ সালে ২ আইনের বিধানমতে ১৮৯৯ সালের ১ জুলাইর মধ্যকার নিষিদ্ধ তালুকানি
১৮৮৪ সালের ৩৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ পূর্ণাপ্রাপ্ত বয়স্ক ও যোড়হাজ ও পাবলিক ওয়ার্ক ছেজ আদায়ের নিষিদ্ধ ১৮৮৪ ইং ২ জুন মোতাবেক ১৯০১ বাঙ্গালি ১৮ জ্যৈষ্ঠ যোজ
সোমবার চট্টগ্রামের কলেজের কাছাকাছিতে বিনা ওজরে একশা নৈলামে ধরা যায়েক। ইতি মনে ১৮৮৪ ইং তারিখঃ।

কৌশলবাজ্যায়ু সর্ব-ডি'ব'শেনক এলাকাধীন।

(846)

[PART VIII.

C. A. SAMUELS, Offg. Collector, Chittagong.

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

ইহার বাকী নম্বর দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্য ভৌ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৭ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আইনের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাউক এবং তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৭ সাল ২১ মেই মোং ১৩২১ সালের ৯ টেক্সট বুবার তারিখ এই জিলায় কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একাধারে নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮৭। ৭ এপ্রিল।

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	মদর জমা।	বাকী।	টেক্সট।
২৬ নং	৭৭ নশিরুজ্জোহাল জমিদারি হিসাব। ১০ আনা ময় বেজাবোতা তালুক ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গর- রহ।	৭১২১৭	৮২২৭৬৯	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ এ ১৮৭১। ৭ আইনের ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দী ৩৮৮৮ কাগ হিসাব।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গর- রহ।	১৬৬০	.	.
	এ এ এ কি চান্দীনা কান্দী হিসাব ৩০০০০। ডিল। তপে রণভাওয়াল।	জয়চন্দ্র চক্রবর্তী গররহ ...	৫০	.	.
১১৩ নং	৩৭ নেওয়াজখালী হিসাব ১০ আনা। ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী গররহ।	১২৭১৬০	৪২৫৬	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
	এ ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে কনামগুল গররহ ৩০ মোজার। ১০ আনা হিসাব।	বেগুনচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৭৩	.	.
	এ এ এ ...	প্রসন্নকৃষ্ণ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৭৩	.	.
	এ এ এ ...	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৭৩	.	.
	এ এ এ ...	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৫৭৩	.	.
	তপে হাজরাদি।				
১২৪ নং	পাশ্চাত্যেগ হিসাব ৫০/৬১ = কাজী ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী. দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	১০০৩৫০	১২১/৮	এজমালি অংশ নিলাম হই- বেক।
	এ এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে চাকলে পাটুরাভাঙ্গা ১০ আনা নগর হাজরাদি ১৮১৩ গণ্ডা।	জগতকিশোর আচার্য্য চৌ- ধুরী নাবালগ।	২১৫১৬০	.	.
	এ এ চাকলে পাটুরাভাঙ্গা ১৫ গণ্ডা ও নগর হাজরাদির ১৯ গণ্ডা ও বীর মস্তুরার ৫০ আনা। তপে দীপ্তা দরজিবাড়ুর মোডালক ১৫১ নং জমিদারি। তপে হাজরাদী।	চন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ...	১১৬৫৭	.	.
		হৈয়দ আবদুল্লাহ অধ্যক্ষপদে জামিনা আকর খাতুন।	২১৭০৫৬০	১২১/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
১১২৯ নং	৩৭ কুসরাখ দত্ত গররহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গররহ।	৩৩৯৫৭	.	.
	এ ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ৫১০ আনা।	বিশ্বেশ্বরী দাসা ...	২৪০৫৭০	৪৩১০	খারিজ হিসাব নিলাম।
	এ ১৮৭২ সালের ১১ আইনের ১০। ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গঙ্গোপাধ্যায় গররহ।	১০১৪১৬৭	.	.

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাঁকী।	কৈফিয়ত।
-------------	-----------	------------	----------	--------	----------

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫০৭১ নং	উপে রণভাওয়াল। চর চারিপাড়া স্বর্ণপুত্র ওরফে কাঁথাবিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	৭৪৭৫১০ পাই	১১১।৬০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
৫০৮৫ নং	পং মহেশনসিংহ বীল ছলঙ্গী ...	রাজা হবিশচন্দ্র চৌধুরী গয়রহ।	৫৮৩৭	২০।১০	৫
৫১৭৪ নং	পং হুশেনশাহী চর ডেলুয়াবাঁরি ...	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৮৭৪৭	২২৭৭	৫
৫২৪০ নং	পরগনে পুখরিয়া চর গাবগরা ...	রামসখী দেবী চৌধুরাণী পতির নাম দুর্গাশ্যাম ধা ও মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী গয়রহ।	৫৯১৮৫০ মালিকানা ৬৫৮৭	১৪২৫।০ মালিকানা ১৮৭৭	৫

G. E. MANISTY,

Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানাইতেছি যে ১৮৮৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৮৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত ডালুক ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ও আবাদ রোজ সোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি মম ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওয়াবাদ।

নং নাকেল	নং ডালুক।	নাম ডালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাঁকী।			মতব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩১ ২৮৫৭৮	খানে মজীকছুরি। মোজা কাঞ্চনমগর ডালুক রণু দেবী।	মিঃ অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮৯০৫৮	১৪৮।১৬	৩৩৪৭	৪৯।১০	৩৮৮।১০	সম্পূর্ণ ডালুক নিলাম হ- ইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3th May 1884.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

C. A. SAMUELS,

Offg. Collector.

জিলা খুলনা।

সম ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীর জেলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ১৩ জুন বোতাবেক ১৯৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওচরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ভৌজ নম্বর।	মহাল ও পর- গনার নাম।	মালিকের নাম।	মোট মদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের মদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগর- পাড়া কিসমত অগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৩৬২।৬৬	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে মতদ্বয় হিসাবের ১ হি- স্যা। সুব্রহ্মনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৬/ আনা।	১৩৫৬।৬২	৩।৩
২৮	পং হিলকি কিং কেড়াগাছি।	রাজমোহন রায় চৌধুরী দিগর।	৫৮৩।৮	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮৩।৮	১৭৩৮।০৬
২৯	পং খালিমখালি কিং খালিমখালি	কৈলাসকামিনী দেবী দিগর।	৮৯৭।১১	২ ...	৮৯৭।১১	১৩০।৬১
৩৪	পং হিলকি কিং মকরপুর।	সুব্রহ্মনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২৩।১৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন মোহনবকম ১২ গুণ।	১২৬।০	৩৩।১১
৬৭	পং তালিবপুর কিং তালিবপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দি- গর।	৫৩২।৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪।১	১১৩।৮
৭২	পং দাতিয়া কিং কিং দাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...	৪৭৩২২।৬।	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২।৬।	১২০৬।২।
১০৮	পং বুড়ুন কিং বাবুলিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	৫১১৫।৬	৩ হিস্যা মুনশী আগা- বদীন আহম্মদ বকম ১২ গুণ।	৫১১।০	৩।৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী দিগর।	২১২১।১।১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী বকম ৮৬৫ দণ্ড।	৫৮২।৮	১।৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং বৈকুণ্ঠ।	খাকমণি চৌধুরী দিগর	৭১২।৬।১৬	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২।৬।১৬	৩৩।৬।৭৬
১১৭	পং ভালুকা কিং ভালুকা।	রাজকুমার ঘোষ দিগর...	১৪৯৫৩৬।৮	১ হিস্যা দেহেন্দ্রউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ১৮৬/১১/১৫	৮৫৩।৮	২৫৬/৭।১
১৩২	পং বুড়ুন কিং ভাঙ্গিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২০৩২২।৬	২ হিস্যা ২৭।০ আনা...	১০১৩১।৯	১।৫
১৩২	পং মলই কি মলই।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৯২।১।১১।	২ হিস্যা দেহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৯৭।৬	৮৭৬।৬।৪
১৫৬	পং সপরাঙ্গপুর কিং রামভাঙ্গা।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪২৬।৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার ২৭।০ আনা।	১৩৭।৬।৫	৩১।০।১
১৬৬	পং সুন্দরন কিং ১৬৫ নং লোট আম্বনি রমজান নগর।	জহিরদি সরদার দিগর	১৮৮৪২	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪২	১৪০০।৬
১৯১	পং মলই কিং হা- জরাকাঠি।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮৯০।১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর লাং সাভিয়া।	৮৯৮	৩২।০।১

KHOLNA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৩ মে ।]

F. H. BARROW,

offg. Collector.

কালেক্টরী জেলা রংপুর ।

বাকীর কর্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর লাগাএন কিস্তী ফালগুন মৌতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএন কিস্তী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মার্চ স্বর্ধ্যান্ত পর্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জেলার কালেক্টরীর হুতী দ্বারা আদায় হইয়া যাওয়া বাকী আছে তাহা ১৮৮৪ । ২১ জুন মৌতাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছাবিতে প্রকাশ্যরূপে মিলাত হইবেক, ইতি ।

ভৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা।	মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরি- মাণ।	বৃত্তব্য।
৫৭	খড়াবাড়ী ও গয়রহনৌজা চাকলে কাছির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামীন্দ্রনাথ দাস্যা কুজুসোহন চাকি, ভাণ্ডারি দাস্যা চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫১১০	১৭১০	বামীন্দ্রনাথ দাস্যার ১২৮৫০৯ পাই সদর জমার অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১৩৭	রাইনগর মৌজা চাকলে কাছির হাট	মৌদামিনী দাস্যা	১৩৪১৫১	৪২৮১৪	
২২১	খোদাঘুরাদপুর ও গয়রহন মৌজা পং পএরাবন্দ	জমকীবরুত সেন, আছরা বেগম, রাহতমেছা ছাবেয়া খাতুন, ও ছবিয়ল আলম আবুল হে. সেন চৌধুরী ওরফে ভোয়া মিঞা ও দুলা মিঞা।	২৫৩২৫১১	৫৩০১১৮	
২২০	খামাব কুরমা ও গয়রহন পং পএরাবন্দ।	খাজে এনাএতুল্লা চৌধুরী, অছিমমেছা চৌধুরাণী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী।	২৫০৫৫১১	১৮২ ১২	খাজে এনাএতুল্লা চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক বাহার সদর জমা ১০২৬ ১/৬ পাই ৫ অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪২	চক হুগাঁপু ও গয়রহন মৌজা পং সরহাট।	খএরমেছা বিবি চৌধুরাণী এনাএতুল্লা মিঞা বাউরানী বিবি চৌধুরাণী, জিনা- তুল্লা চৌধুরী খুলিরমেছা বিবি জউন বিবি চৌধু- রাণী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বৈল ক্যানাথ লাহিড়ী ম্যানেজার মেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহা- ম্মদ চৌধুরী, আমিরমেছা বিবি শরৎ ও অলিউছি পক্ষে আবদুললতিক চৌধুরী নাবালগ।	১৮২২৫৮	১৪১১৮	গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাধীনের অংশ বাহার সদর জমা ৪৩১১/৬ পাই ৩ বাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বাদে অপরাপর অংশ বাকী।
৩২৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্যী চৌধুরাণী, জশানচন্দ্র চৌ- ধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী বৈলোক্যনাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোণ্ডর চন্দ্রকিশোর রায় নাবা- লগ, কামারী চৌধুরাণী কুড়ামু সরকার।	৫২৮১৫১১	২০৫১৪	কুড়ামু সরকারের নিজাংশ ১০ ভিন আনা ৫ অংশ বাকী

RUNGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 13th May 1884.]

H. J. NEWBERRY,

offg. Collector.

বাকী খাজানার আদায়ের নীতি।

জিলা দিবাঙ্গপুরের কালেক্টরি।

ইহার দ্বারা সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামুতাবে জিলা দিবাঙ্গপুরের বখাবত্তী বিমুলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং অমাল্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ব্যয় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় বিমিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিমা ওজরে ৩ প্রকাশ্য খীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম খ্রীষ্টীয় ইলুমুরারি অমাল্য বওয়া মহাল।

নম্বর খ্রীষ্টীয়।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য খীলাম হইবেক।	বক্তব্য।
১৩০ নং	খোঁজে চারখণ্ডা গরুরহ পরগমে গিলাহবাড়ী।	কাত্যায়নী দেব্যা, জয়কিশোর চৌধু- রীপ্রভৃতি।	১৬২১৮৬৮	২২২৮১	পুরা মহাল খীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	খোঁজে দৌতপুর গরুরহ পরগমে রাজমগর।	ভারকমাথ চৌধুরী, অরেশ্বরী চৌধু- রানী উছি পক্ষে সোহমলাল চৌধু- রীপ্রভৃতি।	৪৬৬০/১১	৪৮৩১৮	এই মহালের মধ্যে লালমোহম চৌধুরীর ৮০ আমা অংশ বাকীর ৪৮২১/১০ আমা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা- মুতাবে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮৮০ আমা অংশ বাকীর ৪০৭৭৮১/১ পাই সদর জমা হয় এই একমালী অংশ বাকী পড়ার তাছাড়া খীলাম হইবেক।
২৩৩ নং	খোঁজে গোবিন্দ- পুর গরুরহ পর- গমে বোড়াখাট।	দীনমাথ মজুমদার ও গোলোকমাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭২৬/৮৩	২৫১৮৭	খোঁজে কেশুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকমাথ মজুমদারের ৮ = ক্রান্তি অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামতে হিসাব পৃথক হইয়া ৫১০৮৫ পাই সদর জমা ধার্য আছে এই অংশ বাকী পড়ার খীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১৮১	এই মহাল দীনমাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকি ৮ = ক্রান্তি অংশের ৫১০৮৫ পাই জমা ধার্য আছে এই অংশ বাকী পড়ার খীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১৮৩	এই মহাল কালীমুন্সারী দেবীর ৮ = ক্রান্তি অংশ পৃথক হিসাব হই- য়া ৫১০৮৫ পাই জমা ধার্য আছে এই অংশ বাকী পড়ার খীলাম হইবেক।
৩৭৬ নং	খোঁজে দাউদপুর গরুরহ পরগমে গিলাহবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুদ্ৰকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৪৮৮/১১	১৫৭৮	পুরা মহাল খীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	খোঁজে মাজিরপুর গরুরহ পরগমে সমুদ্র।	ভগিরথী চৌধুরানী	৬৬২/১১	৪৬৪৮	পুরা মহাল খীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

A. C. TUTE,

offg. Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪১।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮১।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬১।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫১।০ টাকা, ৮ আউন্স টিন ১০১।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০১।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ৬০ বার আনা, ডাক মাশুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্স সিন্‌কোনা ।

মাল সিন্‌কোনা ছাট হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহার দানাবাক্স না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪১ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সরকারীভাবে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২১ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৬০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. *Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.*

*. The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[*Government Gazette, 13th May 1884.*]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 6 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিস্টার-আট-লী ও জিজ্ঞাস্তার বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্তমানের ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজ ও রেণ্ট-কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের ক্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি, সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ক্রীযুক্ত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূস্বামিকারী ও প্রজাবিবয়ক আইন সংহিতা।

একত খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট একত খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১০ পঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1893.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.			Rs. A. P.			
Entire Gazette	10	0	0 per annum.
Postage	2	8	0 „
Parts III, IV, V. and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	4	0	0 „
Postage	1	0	0 „
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0
Postage	0	1	0
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0 for 4 sheets or under
						with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[সর্বশেষ গেজেট। ১৮৮৪। ১১ মে।]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মকঃসল ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	৬৭সর	১০৭
ডাকমাশুল	...	"	২১।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভা. ভ. বৈর ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	"	৪৭
ডাকমাশুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	...		১০
ডাকমাশুল	...		১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...		১০
ডাকমাশুল	...		১০

৪ পৃষ্ঠার উপর যত
অধিক হয় তাহার
প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি
আর একর আনা ।

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিকে ছোট সেক্রেটারী ।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal,

The 12th December 1882

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—1 annas per line.	

[Government Gazette, 13th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম করাইতে চাহিলে তরমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আর্কিভার্টের নিকটে অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাচের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বাদ দিবার জন্য টাকার উপর আর ১০ এক ধান্য পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বস্কেন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

যত্নব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—

টাকা।

পূরা এক পৃষ্ঠা এক২ বার প্রকাশ করণের	২০২
অংশ পৃষ্ঠা	১০৭
কখন২ ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক২ পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকাষ্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট টৌনহালের ভাড়াপত্তিও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শরোনানা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাগীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৩ মে।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দীদেয় গবর্ণমেন্টের জন্য জীযুত এডউইন বরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



অতিরিক্ত গবর্ণমেন্ট গেজেট ।

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল, ১৩ মে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত ।]

সিলেক্ট কমিটী কর্তৃক দ্বিগীকৃত পাণ্ডুলিপি সমেত উক্ত কমিটীর নিম্নলিখিত রিপোর্ট আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের ঐক্য গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মন্ত্রিসভার ১৮৮৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে উপস্থিত করা হয়।—

সিলেক্ট কমিটীর নিম্নলিখিত বাক্তি আশাদিগের নিকট বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি বিবেচনার্থ অপিত হইয়াছিল। আমরা এই পাণ্ডুলিপি ও এতৎসংযুক্ত তফসীলের উল্লিখিত তাগজপত্রাদি বিবেচনা করিয়া প্রথমস্থলীয় রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছি।

২। আমরা পাণ্ডুলিপিখানি সূতম করিয়া গঠন করত এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আশাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তির মতে যে সকল পরিবর্তন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছি। কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলিয়া আশাদিগের মত হয়। আগামি নবেম্বর মাসে আমরা এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কার্যে পুনর্বার প্রবৃত্ত হইব। আমরা পাণ্ডুলিপি খানিকে গেরূপ পরিবর্তিত করিয়াছি তাহা এই সময়ের মধ্যে অধিকতর সমালোচনের নিমিত্তে পুনঃ প্রকাশিত হয়, ইহাই আশাদিগের পরামর্শ।

৩। এই রিপোর্টখানি প্রথমস্থলীয় বলিয়া কমিটীর ককজন সভ্য যত দিন এই পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত শেষ রিপোর্ট মন্ত্রিসভার অর্পিত না হয় ততদিন কোনও বিষয় সম্বন্ধে আশাদিগের মত প্রকাশ করিবেন না এই কথা লিপিবদ্ধ থাকে এইরূপ ইচ্ছা করেন। কমিটীর নিষ্পত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলে সাধারণতঃ কমিটীর অধিকাংশ ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২য় অধ্যায় ।

প্রজাদের শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৪। এই পাণ্ডুলিপি খানিতে যে তির্য শ্রেণীর প্রজার কথা আছে তাহাদিগের বর্ণনা করিবার নিমিত্তেই এই অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে মূল পাণ্ডুলিপিতে অবধারিত খাজানার ভূমিভোগকারি রায়তদিগকে গেরূপ তালুকদার শ্রেণীর অন্তর্গত অন্যতর শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা গিয়াছিল তাহা না করিয়া এক্ষণে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা গিয়াছে। ইহাও দেখা যাইবে যে “সামান্য রায়ত” এই কথার পরিবর্তে “দখলীস্বত্বপূন্য রায়ত” এই কথা প্রয়োগ করা গিয়াছে। প্রথমোক্ত কথাটি ভ্রমাত্মক নাম বলিয়া ইহার প্রতি সার্ব; আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। পরিশেষে

Bengal Tenancy Bill.

ইহাও দুইটা যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে মধ্যমীয়াভূমিটি যোড়ের অন্তর্গত নহে এরূপ বাস্তবতার রাস্তাও দেখানো নাই। অধিকতর বিবেচনার পর পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের সম্বন্ধে কোন বিধান সন্নিবেশ করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এই সকল প্রস্তাব মীমাংসা করিতে হইলে যত দূর সম্ভাব্য জানা আবশ্যক আপাততঃ আমাদের তত দূর জানা নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে একদেশের তিন ২ অংশে এই শ্রেণীর প্রজাদিগের বোঁও সম্বন্ধে নিয়মের এত দূর বিভিন্নতা আছে, যে মূল পাণ্ডুলিপির ৭ম অধ্যায় রক্ষা করিতে চাইলে তৎসংগত কএকটি বিষয়ের সংশোধন করা আবশ্যক হইত। কিন্তু অধিকতর সম্ভাব্য না জানা পর্য্যন্ত আমরা কি আকারে এই সংশোধন করিতে হইবে ইহা বলিতে সমর্থ নহি। আমাদের তরঙ্গ বোঁ স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আবশ্যক সম্ভাব্য জানাইবেন।

৫। ভানুকদার ও তারতমিগের মধ্যে প্রভেদবিষয়ক ধারাটিতে আমরা এই প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্দেশ না করিয়া বরং তাহাদিগের বর্ণনা করিতে বড় পাইয়াছি। যে সকল স্থল উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদসূচক সীমারেখার নিকটে অবস্থিত, সেই সকল স্থলে আদালতসমূহের পথ প্রদর্শনার্থে বিধি প্রণয়ন করা বিচিত্র ইহা স্বীকার করিলেও, আমাদের মত এই যে ইহার কোন শ্রেণীর দৃঢ় রূপে লক্ষণ নির্দেশ করার চেষ্টা করিলে অসুবিধা দূর না হইয়া বরং তাহার স্বাধীনতা হইবার সম্ভাবনা।

৩য় অধ্যায়।

ভানুকদারদের সংস্কার বিধি।

৬। অবশ্যিকতার জন্য জমী ভোগ করিবার স্বত্ব বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির (১৪—১৭) ধারাদ্বারা স্থানান্তরিত করিয়া সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৮ম অধ্যায়ে মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে; এই অধ্যায়ে কথার বিনিময় সময়ে তাহাদিগের বিশেষ উল্লেখ করা নাগবে। যে সকল জিলার তিয়ৎকালীন বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে তৎসংগত স্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ২০ ধারাটিকে অতিরিক্ত বিধিবিষয়ক অধ্যায়ে স্থাপন করা গিয়াছে।

৭। চুক্তি কি দেশান্তরক্রমে যে স্থলে ভানুকদের খাজানা বৃদ্ধির বিধান করা হয় নাই, আদালত সেই স্থলে যে বিধি অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিবেন ৭ ধারার অন্তর্গত ৩ উপধারায় তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এর উপধারার বড়ল পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছি। এক্ষণে কেবল এই বিধান করা গেল, আদালত ভানুকদারকে লোকের শক্তকরা দলভাগের কম দিবেন না এবং খাজানা নির্ণয় করিবার সময়ে যে অবস্থায় ভানুকদের সন্নিবেশ, ভানুকদের অধিকারী সে উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন ও আদায় করিবার যোগ্য ও হুঁকি কর তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। বৃদ্ধিত খাজানা পূর্বদেয় খাজানার দ্বিগুণের অধিক হইবে না এবং দলবৎসর অপরিবর্তিত থাকিবে, এই বিধানটি আমরা স্পষ্ট করি নাই।

৮। ৩৬ ধারায় পানী ভানুকদের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে উপক্রমণিকা অধ্যায়ের মধ্যে এবং নতুন নীতিমূল সংক্রান্ত ৪০ ধারাটি যে অধ্যায়ে এই বিষয়ের কথা আছে তাহার মধ্যে সন্নিবেশ করা গিয়াছে। এই দুইটি ধারাতত্ত্ব পানী ভানুক বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির সমস্ত বিশেষ বিধানই এই অধ্যায়ের অন্তর্গত করা গেল।

৯। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত ভানুকদের সম্ভাব্য ও উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমরা যে সকল পরিবর্তন করিয়াছি তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে।

- (১) ১৫ ধারার (১) উপধারায় একটি বৃদ্ধিত বিধি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিধিক্রমে ভূম্যধিকারী খাজানা বাকী থাকিলে ভানুকদের হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।
- (২) মূল পাণ্ডুলিপি ২৭ (১) ধারার (খ) প্রকরণক্রমে রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা করিতে বিলম্ব হইলে দণ্ডস্বরূপ যে অতিরিক্ত ফী দেয় হইত তাহা বৃদ্ধিত করা গিয়াছে এবং যে স্থলে ভানুকদারকর্তৃক কোন খাজানা দেয় না হয় [১৫ (২) ধারা], তথায় ২৭ টাকার ফী দিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা হইয়াছে।
- (৩) ১৬ ধারায় একটি উপধারা যোগ করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে কোন ব্যক্তি হস্তান্তরিত উত্তরাধিকারক্রমে কোন ভানুকদের হস্তান্তর হইলে যাবৎ এই হস্তান্তরিত উত্তরাধিকারী রেজিস্ট্রী করা না হয় কিম্বা ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাহাৎ অথমোক্ত ব্যক্তি মোকদ্দমা, জৌক বা অন্য কাহাণীমুঠান দ্বারা খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।
- (৪) ১৭ রেজিস্ট্রী বোর্ড লেখার সকল প্রদান বিষয়ক ধারাটি (একনকার ২১ ধারা) সংশোধন করা গিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আকার অনুমতি বা এক টাকার অনধিক ফী দিয়া করেন প্রত্যেক খণ্ড নকশা দিবার জন্য সেই ফী দিতে হইবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়ভেরা ভূমি ভোগ করে তাহারের সম্বন্ধীয় বিধি।

১০। হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা ভালুকদারদের প্রতি যে২ নিয়ম বর্জ্য তাহা অবধারিত হারে ভূমিভোগকারী বাসেন্দা রায়ভের প্রতিও বর্তাবে ইহা বিধান করিয়া এই নিয়মগুলির সমস্তা বিধান করিয়াছি। এই অধীনে রায়ভদিগকে (ক) রেজিস্ট্রারী করা পাট্টাক্রমে কি আদালত কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার বলে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এবং (খ) আইনবিহিত অনুমানক্রমে ভূমি ভোগকারী রায়ভ এই দুই উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমোক্ত অধীনে রায়ভদিগকে ভালুকদারদের সহিত ও শেষোক্ত অধীনে রায়ভদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদের সহিত সমান করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু আদালতের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদের সম্বন্ধীয় বিধি।

১১। রায়ভের স্বত্ব ও দখলীস্বত্ব লাভসম্বন্ধে এই অধ্যায়ের মূল নিয়মগুলির কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। কিন্তু বিবরণের পরিবর্তনের মধ্যে আদালতের কেবল যেগুলির কথা বলা আবশ্যিক তাহাষ্ট বলা যাইবে।

বর্তমানের মচাঁরাঙ্গী প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের মেরুপ সুরকৎ মচাঁল আছে, সেইরূপ কএকটি মচাঁলের সমুদায় অংশই বাসেন্দা রায়ভের স্বত্ব প্রচলিত করিলে যে অন্তর্নিহিত সত্তিতে পারে, তাহা প্রতি আদালতের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এইরূপ সকল বিশেষ স্থলে মহালের আয়তনের পরিবর্তে রাজস্ব সংক্রান্ত কি লাসন কাগজসম্বন্ধীয় কোনরূপ সন্নিবেশিত মেরুপগুলিতে সন্নিহিত হইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এমত বিবেচনা করেন কিনা জানিতে পারা যায়।

১২। এই অধ্যায়ের শ্রেণীভুক্ত লাভপক্ষে মহাল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে “১৮২৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি” কোন সময়ের মধ্যে বাটওয়ারী হইলে বাটওয়ারী সত্ত্বেও মূল মহাল একই মহাল হিসাবা গণ্য হইবে। ২৭ ধারার (খ) প্রকরণের এই বিধানের প্রতিমাত্রার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে উদ্ভূত। উল্লিখিত তারিখ প্রভৃতি করিবার কারণ এই যে, আর এই সময়াবধি বাটওয়ারী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কাগজপত্রাদি গাইবার যুক্তিসঙ্গতরূপ আণা আছে, এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক পূর্বে কোনসময়ে এই তারিখ স্থির করা যাইবে তাহা নিয়ে অসিকতর বিবেচনা আবশ্যিক, সুতরাং যে কএকটি কথাতে এই সময় সূচিত হয় তাহার নিম্নে একটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে আমরা এই আদেশ করিলাম।

১৩। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে আমরা বাসেন্দা রায়ভের সম্বন্ধে নির্দেশক ২৬ ধারার (২) সংখ্যক একটি উপধারা সংযোগ করিয়াছি। এই উপধারার বিধান এই দাঁদি ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়ভস্বরূপ ভূমিভোগ করে, তবে যখন বিপরীত প্রমাণ না হয়, তাহা এই ধারার কাগজপত্র এই ব্যক্তির ও সে যে ভূমিভোগকারীর কথনে ভূমিভোগ করে সেই ভূমিভোগকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে এই ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়ভস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে। বঙ্গপ্রভৃতি দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। ইহাতে মোকদ্দমার কার্যের সরলতা বিধান করিলে, অথচ কোন স্থলে ইহা ঠিক না থাকিলে ভূমিভোগকারী অন্যায়মতে ইহার প্রত্যাখ্যান করতে পারিবেন।

১৪। কোন ব্যক্তি একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কোন প্রমাণ কি মচাঁলের অন্তর্গত কোন ভোগ হইতে বেন্দখল থাকিলেই যে বাসেন্দারায়ভের স্বত্ব করাইবে না আমরা মূল পাণ্ডুলিপির এই বিধানের [২৬ (১) ধারা] সম্মত অধ্যায়ের রাশিগাতি এবং ইহাতে একটি [(৭) উপধারা] প্রকরণ যোগ করিয়াছি। উপধারাটির মর্ম এই ২৬ ধারাক্রমে [এই ধারার কথা পরে ১৬ ধারায় দেখ] যদি সেই ব্যক্তি কোন জমীতে পুনর্বার দখল প্রাপ্ত হয়, তবে একবৎসরের অধিক কাল বেন্দখল থাকিলেও বাসেন্দারায়ভস্বরূপ গণ্য হইতে থাকিবে।

১৫। যে কারণে স্মৃতিসম্মত বিষয়ক অধ্যায়টি পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে। উক্ত অধ্যায়টি উঠাইয়া দেওয়াতে যাহাতে ব্যতিক্রম ভুল না হয়, এই নিমিত্তে আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি ধারা (২৮ ধারা) সন্নিবেশ করা পাণ্ডুলিপির বোধ করিলাম। এই ধারার বিধান এই যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়ভের ভূমিভোগকারী ক্রম করিয়া না প্রকারান্তরে উক্ত রায়ভের স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে দখলীস্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু এই বিধানের কোন কথায় অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৬। মূল পাণ্ডুলিপির ৪৮ ধারায় দানক্রমে দখলীস্বত্বলাভের বিধান ছিল, আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিয়াছি, এবং এই পাণ্ডুলিপির ৪৯ ধারার বাগ্যাত খামার শব্দের অর্থমধ্যে যে২ অধীনে জমী

গণ্য তাহাতে দখলীস্বত্ব লাভ বিবরণ এই ধারাটির পরিবর্তে আর একটি ধারা (৩০ ধারা) দিরাছি। শেযোক্ত ধারায় সামান্যতঃ এই বিধান করা গিয়াছে যে উক্ত সকল শ্রেণীর জন্য মিন্নাদী পাট্টাক্রমে কিম্বা সন বসন পাট্টাক্রমে ভোগ করা গেলে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলীস্বত্ব ভবিবে ন।

১৭। যাহাতে ভূমি প্রজাপ্রত্ব সংক্রান্ত কার্যের অনুপযোগী না হয় রায়ত একপে ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমরা ইহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিরাছি [৩১ ধারা, (ক) প্রকরণ] যে তিনি দেশাচারের বিকল্পে এই ভূমিপ্রত্ব রূপ কাটিতে পারিবেন না।

১৮। ভূম্যধিকারীর অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি একপে “ হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা ” এই শীর্ষকের নিম্নে স্থাপিত হইল। আমরা এই পরিচ্ছেদে [৩২ (৪) ধারা] বিধান করিয়াছি যে ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে মূল্যনিয়ম হইবার ক্রি আদালত কর্তৃক ধার্য হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিবার প্রস্তাব করিবেন। আমরা আরো এই ধারার একটি কথা যোগ করিয়াছি, তৎকালে ভূম্যধিকারী ক্রয় করিবার দাওয়া করিলে রায়ত ইচ্ছা করিলে এই ভূমি নিজে রাখিতে পারিবেন।

১৯। আরো আমরা এই ধারায় (৫) সংখ্যক একটি উপধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত এই ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা পাইলে ভূম্যধিকারীর বিকল্পে এই বিক্রয় বার্ষ হইবে।

২০। দখলীস্বত্ব উইলক্রমে দান করা গেলে মূল পাণ্ডুলিপি ৫৫ ধারাক্রমে ভূম্যধিকারীর প্রতি তাহা অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিরাছি।

২১। দখলীস্বত্ব দান সম্বন্ধে আমাদিগের বিধান এই যে অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দান উইলক্রমে করা হইবে অথবা প্রকৃত বিক্রয় দান বলিয়া কল্পনা করা হইবে। আমাদিগের বিবেচনার কেবল শেযোক্ত শ্রেণীর দান সম্বন্ধেই ভূম্যধিকারিদগের হিতার্থে কোন না কোন সংরক্ষণোপায়ের প্রয়োজন। রেজিস্ট্রী করা দলীলক্রমে দান করিতে হইবে এবং এই দলীলের এক খণ্ড প্রতিলিপি অবিলম্বে ভূম্যধিকারীকে দিতে হইবে। তাহা হইলে দান প্রকৃত নহে বলিয়া তাহার বিস্থান করিবার কোন হেতু থাকিলে তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইবেন। আমাদিগের বিবেচনার পূর্বোক্তরূপ বিধান করিলে ভূম্যধিকারীর যথেষ্ট সংরক্ষণোপায় হইবে। পরন্তু আমরা বিবাহ বিষয়ে নিম্নলিখিত সম্পর্কের কোন ব্যক্তির প্রতি মুসলমান কর্তৃক দান হলে এই দান পূর্বোক্ত বিধান হইতে মুক্ত করিয়াছি, কারণ উক্ত দান মচরাচর উইলক্রমে দানের পরিবর্তে করা হইয়া থাকে (৩৫ ধারা)।

২২। পরিশেষে বক্তব্য এই যে অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্ব আমরা কেবল ভূম্যধিকারী, চিরস্থায়ী ভালুকদার ও তাঁহারা অন্য যে ভালুকদারদিগকে এই স্বত্বানুযায়ী কার্য করিতে অনুমতি দেন তাহাদিগের প্রতিই প্রদান করিয়া একটি ধারা (৩৬) যোগ করিয়াছি। কারণ আমাদিগের বিবেচনায় ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বার্থবলিষ্ট উপস্থিত ভূম্যধিকারীর বিনা অনুমতিতে কিয়ৎকালীন কোন ভালুকদার পূর্বোক্ত স্বত্বানুযায়ী কোন কার্য করিলে অনেক অসুবিধা ও গোলযোগ ঘটিতে পারে। এই অসুবিধা ও গোলযোগ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৩। মূল পাণ্ডুলিপি ৫৬ ধারার প্রতি বিশেষ আপত্তি করা হইয়াছে। ইহার বিধান এই যে, ভূম্যধিকারী কোন ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে পরে যদি কোন রায়ত এই ভূমি লয় তবে তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব অগ্নাবে। আমরা এই ধারাটি উঠাইয়া দিরাছি।

২৪। আমরা ৫৭ ধারাটিও উঠাইয়া দিরাছি। ইহাতে এই বিধান ছিল যে, কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারক্রমে ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিলে সে বাসেন্দা রায়তের স্বত্ব লাভ করিবে। আমাদিগের বিবেচনার ২৬ (৪) ধারাক্রমে এই ধারার উদ্দেশ্য যথেষ্টরূপ সাধিত হইবে।

২৫। এই অধ্যায়ের পর পরিচ্ছেদের নাম “ কোর্ফাবিল সম্বন্ধে নিয়মের কথা ”। এই পরিচ্ছেদটি নূতন। কৃষক নহে এরূপ ব্যক্তির যাহাতে লাভাশয়ে দখলীস্বত্ব ক্রয় না করে এই উদ্দেশ্যে এবং রায়তের কোর্ফা রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের কৃত একটি প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া ইহা প্রণীত হইয়াছে। আমাদিগের বক্তব্য এই যে এই স্থলে যে সকল বিধান সন্নিবেশিত হইল শেযোক্ত উদ্দেশ্যটি তদ্বারা কেবল অংশতঃ সাধিত হইতে পারে। কোর্ফা রায়তদের সম্বন্ধীয় ৭ম অধ্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্যান্য বিধান দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ের কথা শীঘ্রই বলি যাইবে।

২৬। ৫ম অধ্যায়ের এই পরিচ্ছেদের মধ্য নিম্নলিখিত বিধানগুলিই প্রদান।

১ম।—কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আশনার ঘোড়ের যে অংশ কোর্ফা দিবি করে, তাহা ওদীর ঘোড়ের অর্ধেকের অধিক হইলে, ভালুকদারদের রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় গবর্ণমেন্টে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপকসভার যে আইন উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করেন, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রীতে আপনাকে রেজিস্ট্রী করাইলে ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার কল এই হইবে যে এই রায়তের কোর্ফা রায়তেরও বর্তমান কিম্বা ভাবী দখলীস্বত্বের অধিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে। (৩৭ ধারা)

২২।—কোন রায়ত আপাতঃ যোগ্য কি মোড়ের কোন অংশ কোর্স দিলি দিলে ঐরূপ দিলি করিবার দরপাট্টা সাত বৎসরের অধিক নালের নিমিত্ত প্রদত্ত থাকিবে না। (৩৮ ধারা)
এই বিধানগুলি উপর কএকটি বিশেষণের দ্বারা সংকোচিত হইয়াছে। সেমোক্ত বিশেষণের মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি প্রধান।

১৮।—কোন রায়ত বহুসংখ্যক বা জীলোক পরিয়া বা পীতাদেশঃ বা দুর্গভাঙ্গাম নি নিষ্কিন্ত কএকটি কারণে কিংকালের নিমিত্ত গৃহে উদ্ভিত বা থাকায় পিস করিতে অক্ষম হইয়া আপন যোত কোর্সবিলি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার ঐ কার্যের প্রতি উক্ত সকল বিধান বর্ত্তিবে না, ও

২২।—যদি কোন রায়ত পূর্বে দিতে তালুকদারের পরি বৃত্তি হয়, তবে ঐ চুক্তি দখলীস্বত্ব-বিলিষ্ট রায়ত থাকিলে, যে শর্তে ও যে নিয়মাদীনে তাহার খাজানা হুকি হইতে পারিত এক্ষণে ও সেই শর্তে ও নিয়মাদীনে তাহার খাজানা হুকি হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার ভূমিধিকারীর স্বত্ব অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

২৭। এই বিধানগুলি লইয়া বিলম্ব মতভেদ হইয়াছিল। এক পক্ষে ভূমিধিকারীর অধিক ও অপর পক্ষে তাহার নিজের কোর্স প্রচার সম্বন্ধে রায়তের যে সকল আইনবিরুদ্ধ সংস্কার আছে তাহার নিজের কৃত কার্যক্রমে ঐ সংস্কারের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে দিলে যে অসম্বোধ হইবে আমরা তাহা অবগত আছি। এই পরিবর্তন আবার যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া সূচিত হওয়া আবশ্যক, তাহা সুনির্দিষ্ট নহে এবং তাহা অবধারণ করা কঠিন। আবার কৃষকদিগের অন্তর্ভুক্তির অনেক স্থলেই ঐ নিয়ম সঙ্গী খাটিবার বিধান আছে, সুতরাং বিষয়টি বিলম্ব জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কোর্সবিলি বিষয়ক প্রথাটি সীমাবদ্ধ করণোপলক্ষে নিম্নলিখিত উপায়পত্রের কোন উৎকৃষ্টতর উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে এই প্রথাটি এক কালে নিষেধ করা অসম্ভব। কোন রায়ত আপন যোত কোর্স দিলি করিলে যদি তাহার খাজানা বাকী পড়ে, তবে ঐ যোত তালুকদারের ন্যায় সর্বস্ব নীলাম্রুত বিক্রয় হইতে পারিবে এবং কোর্স প্রচার দখলীস্বত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ বিধান করা গেল। কোর্সবিলি প্রথা একবার প্রচলিত হইলে তাহা কলোপধারীরূপে নিবারণ করা বে অসম্ভব কঠিন, এই সকল বিধান হইতে তাহার স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইহা স্মৃত হইবে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলেও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তাহার খাজানা হুকি হইতে পারিবে, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তালুকদার বলিয়া গণ্য হওয়াতে তালুকদারদের যোত যেরূপ সর্বস্ব নীলাম্রুত হইতে পারে ও তাহাদের যেরূপ অন্য দায় ও স্বত্ব থাকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদেরও তাহাই থাকিবে। ভূমিধিকারী অগ্রেকের করিতে পারিবেন এই বিধান হইতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরাও তালুকদারদিগের ন্যায় মুক্ত থাকিবেন। কিন্তু যাহা ঐ রায়তের নাম রেজিস্ট্রী করা না যায় এই সকল বিধানের মধ্যে কোনটিই বলবৎ হইবে না। আমাদের বিবেচনার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত তালুকদাররূপে পরিবর্তিত হইলে যে সকল ভটিস সম্পর্ক সৃষ্ট হয় সামান্য খাজানার বোকাধারীর আদালতের ওহি এই সকল অবধারণকরিবার ভার অর্পণ করিলে অসম্ভব হইবে। কেন্দ্রস্থানীয় গবর্নমেন্টই ঐ সকল সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিয়া রেজিস্ট্রী করিলে এই অসম্বোধ দূর হইতে পারে। স্থানীয় গবর্নমেন্টও ইহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

২৮। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা হুকি বিষয়ক বিধানগুলির আমরা আকারণত ও বস্তুগত বহুল পরিবর্তন করিয়াছি।

আমরা হারের তালিকা অনুসারে খাজানা হুকি বিষয়ক বিধানগুলি স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সংনিবেশিত করিয়াছি। স্বতন্ত্র লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত বিষয়ক অধ্যায়ের পরে ঐ অধ্যায় স্থাপন করা গেল। চুক্তিক্রমে বা আদালতে যৌকদ্দমী করিয়া সাধারণতঃ যে রূপে খাজানা হুকি করা যায় এই স্থলে কেন্দ্রস্থানেই কথা বলা যাইতেছে।

২৯। উপস্থিত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা চুক্তি সম্বন্ধে ঐ চুক্তি রেজিস্ট্রী করা না হইলে হুকি করিতে পারা যায় না। ৪১ ধারাক্রমে নিম্নলিখিত বিধিগুলি উক্ত চুক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।—

(১)—খাজানা একরূপে হুকি করিতে হইবে না যে তাহা রায়তের পূর্বে দেয় খাজানা অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হয়।

(২)—চুক্তিপত্রে অনুমান সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(৩)—বর্জিত খাজানা পূর্বে বা সাধে খাজানা অপেক্ষা টাকায় দুই আনার অর্থাৎ শতকরা ২২।১০ টাকার অধিক হইলে, চুক্তিপত্রে অনুমান পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া দিতে হইবে।

(৪)—রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এই ধারায়ত চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ওয়ায়ত আদীনভাবে তালি করিতেছে এইরূপ কথা জানিয়া লইবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ধারাটি সংশোধন করায় এক্ষণে এই দাঁড়াইয়াছে যে রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুমোদন করিবার ও তাহা উচিত ও ন্যায্য ইহা বুঝিয়া লইবার পরিবর্তে এক্ষণে কেবল ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত।

৩০। ৪২ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে জমী মুল্যরূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে প্রাথমিক বা মধ্যম অস্তিত্ব তথাকার কোন বাসিন্দা দ্বারা যত্নে বিলি করা গেলে, খাজানা রক্ষি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্বে প্রজা যে খাজানা দিতেন উক্ত দ্বারা এ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চতর খাজানা দিতে বাধ্য হইবেন না এবং তদ্রূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বোক্ত বিধি বহির্ভূত।

৩১। মোকদ্দমাক্রমে খাজানা রক্ষি দিয়া যে আদালতের উদ্দেশ্য এই ভূমিকারী ও প্রজা উভয়ের প্রতি বস্তৃত হই ন্যায্য হয় এইরূপ কতকগুলি বিধি প্রণয়ন করিয়া একটি কাগজপত্র নিৰ্দেশ করিতে হইবে যাহাতে বিচার্য বিষয় সম্বন্ধে বহুবিধ ও সুকঠিন সাক্ষ্য আনিবার প্রয়োজন হইবে না। এই প্রয়োজন থাকে তাই খাজানা রক্ষিসংক্রান্ত বর্তমান আইনটি ভূমিকারীদিগের হস্তে অকর্ষণীয় স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই অভিপ্রায়ে গের হেতুতে খাজানা রক্ষিসংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইতে পারিবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম (৪৩ ধারা)।—

(ক)—মধ্যমীস্বত্বনিষ্ঠার প্রাথমিক নিকট সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত দ্বারা তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ)—সেই স্থানে বা চলিত ধারায় প্রদত্ত খাজানা শস্যের গড় মূল্য হ্রাস হইয়াছে।

(গ)—ভূমিকারীর দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে দ্বারাভের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ)—দ্বারাভের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বন্যা দ্বারা বর্জিত হইয়াছে।

৩২। অনুসন্ধানক্রমে অবগত হওয়া গিয়াছিল যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্তই হারের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে যে সংবাদ অবগত হইতে পারিলে ঐ শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া আদালত খাজানা রক্ষিসংক্রান্ত বিধি খাটাইতে পারেন, আদালতের নিকট সেই সংবাদ উপস্থিত করণার্থ আমাদিগের নিকট অন্য কোন সাধারণ উপায়ের উল্লেখ করা হয় নাই। খাজানা রক্ষির আইনসম্মত এই হেতুটি এককালে ভাগ করা প্রতি জমিদারের আশঙ্কিত করেন, এবং ইহা পূর্বে প্রচলিত আইনের অন্যতর বিধান ছিল বলিয়া বোধ হইল। এহু হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে যে স্থলে ভূমিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন বশতঃ উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, যে অনুসন্ধান ও রেজিস্ট্রী করণকাণ্ডের বিধান পরে করা গিয়াছে তদ্বারা ঐ খাজানা রক্ষি করণ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে। কিন্তু বন্যা দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে এই হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে, আমাদিগের আশঙ্কা এই এতাবৎকাল যে অসুবিধা বশতঃ অর্থাৎ ভূমির উৎপাদিকা শক্তি পূর্বে কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণ-ভাবে খাজানা রক্ষির এই হেতুটি কাব্যকর হইত না, এইক্ষণেও সেই অসুবিধা বিদ্যমান থাকিবে।

৩৩। পক্ষান্তরে মূল্যরক্ষির হেতুতে খাজানা রক্ষি করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মূল্যের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিলে, ঐ কাণ্ডের বিশেষ সহায়তা হইবে। এক্ষণে ইহা বলা উচিত প্রদান প্রদান খাজানা শস্যের মূল্যের তালিকায় যে ভূমির খাজানা লওয়া বিবাদ তাহাতে যে বিশেষ কোন ফসল জমিয়াছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া মূল্যের সাধারণতঃ বৃদ্ধি কি হ্রাস সূচিত হইতেছে ইহাই দেখিতে হইবে। জড়িত অশুদ্ধ কিন্ড সাংগে কৃত আইন সংগ্রহ পুস্তকের ২৫০ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠায় যে রূপ বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ ইংলণ্ডে গড় মূল্যের যে নিয়ম ধরিয়া উৎপন্ন শস্যের দশমাংশের পরিবর্তে মুদ্রাযোগে দশ কর স্থির করা যায় এখানেও মূল্যের তালিকা লইয়া সেই নিয়মে কার্য করিতে হইবে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

৩৪। কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে শস্যের মূল্যরক্ষিষ্টলে অসুপাতের বিধি অনুসারে কার্য করিতে হইলে, মূল্যরক্ষিজন্য আবাদ করিবার খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কতক টাকা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। আশাভাঃ আমরা এই বিষয়ে দ্বারাভকে রক্ষা করিবার ভার খাজানা রক্ষিসংক্রান্ত অন্য যে সকল নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে তাহার প্রতি, বিশেষতঃ ৪৮ ধারার প্রতি, অর্পণ করিলাম। ঐ ধারার বিধান এই—যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অনুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হয় আদালত কোন মোকদ্দমায় এরূপ খাজানা রক্ষির ডিকী দিবে না। কিন্তু এই অধায়ে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহা জনসাধারণ কর্তৃক সনাক্তচিত হইলে এই বিষয়টি অধিকতররূপে বিবেচিত হইবে।

৩৫। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইবার হেতুতে খাজানা হ্রাস করণ পক্ষে যে অনুরোধ অস্বীকৃত হয়, বর্জিত খাজানা গড় বাৎসরিক মোট উৎপাদের এক পঞ্চাংশের অধিক হইবে না এই প্রস্তাবেও সেই অনুরোধ সনদভাবে অনুমত হয়। কমিটির অধিকাংশ ব্যক্তিরই মত এই যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গড় বাৎসরিক মোট উৎপাদ অর্থাৎ প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের পরিমাণ অবধারণ করা একরূপ অসম্ভব। এই প্রস্তাবটির মূল নিয়মের প্রতিও গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই কারণে মূল পাণ্ডুলিপির ৭২ (খ) ধারার পূর্বোক্ত ভাবের বিধানটি উঠাইয়া দিয়াছি ও তৎপরিবর্তে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত আর একটি নিয়মের দৃঢ়তা রক্ষা করিয়াছি। পূর্বোক্ত প্রথম হেতুতে খাজানা হ্রাস করিলে টাকা প্রতি আট আনার অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকার অধিক হ্রাস করা যাইতে পারা যাইবে না; ২য় কথা ৪র্থ হেতুতে খাজানা হ্রাস করিলে টাকা প্রতি চারি আনার অর্থাৎ শতকরা ২৫ টাকার অধিক হ্রাস করা যাইতে পারিবে না; এবং (৪৮ ধারা) আদালত কোন ক্ষেত্রেই অসুপযুক্ত বা অন্যায় বোধ হইলে, খাজানা হ্রাসের ডিক্রী দিবেন না, আমরা এত সকল বিধান করিলাম।

৩৬। একই প্রণীত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা প্রচলিত যে হারে খাজানা দেয় সেই হারের সীমা পর্যন্তই খাজানা হ্রাস করা যাইতে পারিবে, এই সম্বন্ধে আমরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০ ধারা অবলম্বন করিয়া ৪৪ ধারায় একটি প্রকরণ (গ) সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণে, যেহেতু দেশাচারমতে রায়তের আভির বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেহেতু স্থানের বিধান করা হইয়াছে।

৩৭। ভূম্যধিকারীকৃত উৎকর্ষসাধন হেতুতে খাজানা হ্রাস সম্বন্ধে আমরা দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য কোন সিদ্ধি প্রণয়ন না করিয়া কেবল এই মাত্র বিধান করিলাম যে [৪৬ (খ) ধারা] কতদূর পর্যন্ত খাজানা হ্রাস করিতে দেওয়া যাইবে ইহা নিরূপণ করণার্থে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ—

- (১) উক্ত উৎকর্ষসাধন দ্বারা ভূমির উৎপাদের মূল্য যতদূর হ্রাস হইয়াছে;
- (২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পড়িয়াছে;
- (৩) উৎকর্ষসাধন কাথো লাগাইতে হইলে চাষ করিতে কত খরচ পড়ে;
- (৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উচ্চতর খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

বহুকাল পূর্বের কথা লইয়া কঠোর অনুসন্ধান পরিহারার্থে আমরা [৪৬ (ক) ধারা] বিধান করিয়াছি যে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে অর্থাৎ ৯ম অধ্যায়ের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানা হ্রাস দিবেন না। উক্ত বিধি সকল এরূপ ভাবে প্রণীত হইয়াছে দৃঢ় হইবে যে তৎক্রমে আবশ্যিক সকল সংবাদই উপযুক্তমতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৮। বন্দ্যাবাদী ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হেতুতে খাজানা হ্রাস সম্বন্ধে খাজানা সংক্রান্ত কমিশ্যন যে মূলবিশির প্রস্তাব করেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদিগের গৃহীত বিধিটি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধির মর্ম এই যে [৪৭ (গ) ধারা] ভূম্যধিকারী ভূমির উৎপাদের নিট হ্রাসের মূল্যের অর্ধেকের অধিক পাইবেন না।

৩৯। ক্রমাগত খাজানা হ্রাসের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করণ বিষয়ক মূল পাণ্ডুলিপির ৭৮ ধারাটি (৫০ ধারা) এক্ষণে প্রচলিত হার অপেক্ষা কমহারে খাজানা দেওয়া হইতেছে কিনা মূল্য হ্রাস হইয়াছে এতদ্বারা যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রতিই বর্তিবে; পরন্তু এই নিয়মটি এক্ষণে খাজানা হ্রাসের যে মোকদ্দমা দোষ গুণ বিচারের পর ডিসমিস হইয়াছে ও যে মোকদ্দমায় খাজানা হ্রাসের ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে এত উভয়ের প্রতি বর্তিবে, ও একবার খাজানা হ্রাস করা গেলে পনের বৎসর গত না হইলে আবার খাজানা হ্রাস করা যাইতে পারিবে না। পূর্ব দশ বৎসর গত হইলেই খাজানা হ্রাস করা যাইতে পারিত।

৪০। যেহেতুতে খাজানা কমান্বার নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (৫১ ধারা) তাহা নিম্নলিখিতরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অর্থাৎ

(ক)—যোতের জমী রায়তের দোষ ব্যতিরেকে বালি জমা হইয়া বা এইরূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটয়া স্থানিক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং

(খ)—এ স্থানে প্রধান খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

ইহার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদালত যত দূর উপযুক্ত ও ন্যায্য বোধ করেন, তত দূর খাজানা কমান্বার আদেশ করিতে পারিবেন।

৪১। মূল্যের আঞ্চলিক তালিকা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৫২ ধারাটি মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত উক্ত বিষয় সংক্রান্ত ধারা হইতে কএক বিষয়ে বিভিন্ন। এখানে কেবল একটি পরিবর্তনের কথা বলা আবশ্যিক, অর্থাৎ এই হুতন ধারাক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্ন ও বর্তমান উভয় কালের নিমিত্তই মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গত বার বৎসর নিম্নলিখিতরূপে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া উক্ত মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই তালিকা গুলি সংশোধন করিয়া কোন স্থানের শস্যাদির মূল্য সম্বন্ধে উদ্ভাদিগকে বিশ্বাসযোগ্য লিখিত প্রমাণস্বরূপ করিয়া তুলিতে পারিলে, মূল্য হ্রাসের হেতুতে খাজানা হ্রাস করণ সময়ে আদালতের কাছের বিশিষ্টরূপ সরলতা সাধিত হইবে।

৪২। পশুচারণ ভূমির খাজানা হুক্তি বিষয়ক স্থল পাণ্ডুলিপির ৮০ খারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল, কারণ পশুচারণের নিমিত্তে প্রাণবিশেষকে ভূমি খাজানা করিয়া দেওয়া অতীব বিবুল, সুতরাং এই বিষয়ে বিধির প্রয়োজন নাই।

৪৩। দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট প্রাণী সমারূপে বা কসল অনুসারে যে খাজানা দিবে তাহার সীমা নির্দেশকারী স্থল পাণ্ডুলিপির ৮১ খারাটি উঠাইয়া দেওয়া গেল; কারণ, এদ্বারা সীমার সীতি অতিশয় স্পষ্ট দৃষ্ট হইল। কসল বিভাগ করিবার পূর্বে নামা উপলক্ষ করিয়া উঠা হইতে সচরাচর অনেক অংশ খান দেওয়া হইয়া থাকে। এক্ষণে স্থলে কোন দৃঢ় ও অসন্দেহ্য বিধি নির্দেশ করিলে আদালতের আন্তি ঘটিয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

৪৪। সমারূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করণ বিষয়ক (৫৩) খারাটি মধ্য প্রদেশের প্রজাপত্রে বিষয়ক ১৮৮৩ সালের আইনের ১৬ খারা অবস্থানে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ভূম্যধিকারী কিম্বা প্রজার মধ্যে যে কেহ নির্দিষ্ট কএক জন কর্তৃপক্ষের নিকট খাজানা রূপান্তরিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত যে কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় তিনি তাহার প্রতিবাদ করা গেলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। আরও সুপ্রাযোগে কত খাজানা দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করণার্থে পুরাতন খারা অপেক্ষা নূতন খারার বিবেচনামত কার্য করিবার অধিকতর অবসর প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল এই বিধান করা গিয়াছে যে এই খাজানা নির্ণয় করণ-কালীন পূর্বোক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থাৎ,

- (ক) দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তেরা নিকটস্থ সেই প্রকারের ও তরুণ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও
- (খ) পূর্বে দশ বৎসরে ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রকারে যে খাজানা পাইয়া থাকেন তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীশ্বত্বমূল্য রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৫। স্থল পাণ্ডুলিপির ৮২ খারায় এই বিধান ছিল, এই পাণ্ডুলিপির অতিথিত “সাধারণ রায়ত” অর্থাৎ দখলীশ্বত্বমূল্য রায়ত তদীয় ভূম্যধিকারীর সহিত কৃত নিয়মানুসারে সময়ে যে খাজানা ধার্য হয় ১১৯ খারার বিধান অর্থাৎ তাহার দশ অতুল্য খাজানা মোট উৎপন্নের গড় বার্ষিক মূল্যের পাঁচ আনার অধিক হইবে না এই বিধান প্রবল মানিয়া সেই খাজানা দিবে। আমরা যে কারণে দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের খাজানা হুক্তি স্থলে এইপ্রকার অতুল্য খাজানা ধার্য করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছি, এই স্থলেও সেই কারণে তরুণ প্রস্তাব ত্যাগ করিবার মানস করি। দখলীশ্বত্বমূল্য রায়তের খাজানা ধার্য করিবার চুক্তি সম্বন্ধে অন্য কোন নিয়ম করা কর্তব্য কি না এক্ষণে ইহাই কথা হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এইরূপ কোন নিয়ম নির্দেশ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব সংশোধিত পাণ্ডুলিপিক্রমে ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই এই বিষয়ে সন্মত হইবেন। কেবলমাত্র (৫৭ খারায়) এই বিধান করা গেল কোন দখলীশ্বত্বমূল্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে রেজিষ্টারী করা নিয়মপত্র তির্যকিম্বা এই অধ্যায়ের যে একটি খারার কথা শীঘ্রই বল্য হইবে তদুপস্থিত প্রকারে না হইলে এই রায়তের খাজানা হুক্তি করা যাইবে না।

৪৬। যেহেতু ধরিয়া কোন দখলীশ্বত্বমূল্য রায়তকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারে তদ্বিষয়ক ৫৮ খারায় আমরা একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়াছি। এই প্রকরণানুসারে উক্ত রায়তকে প্রথমবার রেজিষ্টারী করা পাটাক্রমে ভূমির দখল দেওয়া গেলে পাটাক্রম দ্বিতীয় অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা বাইতে পারিবে। কিন্তু আমরা পরবর্তী (৫৯) খারায় বিধান করিয়াছি যে দ্বিতীয় অতীত হইবার অন্তর ছয় মাস থাকিতে রায়তের উপর উঠিয়া বাইবার মোটিস জারী করা হইলে পাটাক্রম দ্বিতীয় অতীত হইয়াছে এইহেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং দ্বিতীয় অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৪৭। আমরা দখলীশ্বত্বমূল্য রায়তকে উচ্ছেদের নিমিত্ত অতিপূরণ দিবার বিধান সম্বন্ধীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিতে স্থির করিয়াছি এবং তৎপরিবর্তে (৬০ খারায়) এই বিধান করিয়াছি যে নির্দিষ্ট খাজানা দিতে অসম্মত এইহেতু ধরিয়া দখলীশ্বত্বমূল্য কোন রায়তের নামে উচ্ছেদ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য করিবেন। এই রায়তের পাঁচবৎসর কাল উক্ত খাজানায় ভূমি ভোগ করিবার তথাকার থাকিবে এবং তাহার পর প্রথম পাটাক্রম দ্বিতীয় অতীত হইলে সেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারিত ইতিমধ্যে তাহার দখলীশ্বত্ব না অধিলে সেই নিয়মে তাহাকে উচ্ছেদ করা বাইতে পারিবে।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কী রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬৮। কোন মখলীসত্ববিশিষ্ট রায়ত আপন বোতের অর্ধেক কোর্কী বিলি করতে তালুকদাররূপে পরিণত হইলে, তাহার কোর্কী প্রজারা রায়তদের স্বত্ব ও সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবে। আদর্শ পূর্বকই (২৬ ও ২৭ নম্বর) পাণ্ডুলিপি অনুসৃত এই নুতন বিধানের উল্লেখ করিয়াছি। যে কোর্কী রায়তেরা এই বিধানের উপকারের অধিকারী নহে, উপস্থিত অধ্যায়ক্রমে তাহাদের ক্রিয়াপরিমাণে রক্ষণোপায় লভিত হইবে।

৬৯ খারার বিধান এই যে সুস্কারপ খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কী রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার ভূস্বাদিকারী নিজে যে খাজানা দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত শতকরার অধিক খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ,

(ক) রেজিষ্টারী করা পাটী বা নিরবশ্যক্রমে কোর্কী রায়তদের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার।

আর ৬৯ খারার এই বিধান করা গিয়াছে কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে এবং উক্ত বৎসর গত হইবার অতীত হয়। যাহা থাকিলে নির্দিষ্ট প্রকারে কোন কোর্কী রায়তের উপর উত্তীর্ণ বাইবার নোটিশ জারী করা না গেলে পরবর্তী ভূস্বাদিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিবরণ সাধারণ বিধান।

৭০। এই অধ্যায়ের প্রথমেই তালুকদার ও রায়তদের অবশ্যিক হারে ভূমি ভোগ করণবিষয়ক স্বত্ব সম্বন্ধে বিধান আছে। এই বিধানগুলি তালুকদার সম্বন্ধীয় মূল অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল পরিবর্তন করা গিয়াছে তাহার একটির কথা এখানে বলা আবশ্যিক। ৬৪ খারার অন্তর্গত (২) উপধারার একটি প্রকরণ সংযোগ করা গিয়াছে। ইহার বিধান এই যদি স্মরণীয় তালুকদার অবশ্যিক হারে ভোগ কর্তব্য প্রজাস্বত্ব রেজিষ্টারী করিতে হইবে বলিয়া পরে কোন আইন প্রণীত হয়, তবে যে সকল প্রজাস্বত্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিষ্টারী করা না হয়, তাহার প্রতি বিশ বৎসর ভোগ বড়ি সুবিদিত অনুমানটি বাড়িবে না। আমরা অবগত হইয়াছি স্থানীয় গবর্নমেন্টের বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকসভার পূর্বোক্ত ভাবের রেজিষ্টারী করণ প্রথা প্রচলিত করণার্থে সীক্রই আইনের এক খানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে। যদি এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থা প্রক্রে পূর্বোক্ত অনুমানের কথাটি অপরিবর্তিত থাকিতে ভূস্বাদিকারীদের বেকসই হয় বলিয়া তাহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন এই আইন ও পূর্বোক্ত প্রকরণক্রমে অন্ততঃ অবশ্যিক হারে ভোগ কর্তব্য প্রজাস্বত্বসম্বন্ধে সেই কঠোর উত্তমরণ প্রতিকার হইবে। অতএব লিপি প্রস্তুত হইবার পরেও এই অনুমান আর থাকিবে না (পরবর্তী ৭৭ নম্বর দেখ)।

৭১। কোন তালুকের অন্তর্গত ভূমির সহিত ভূমি যোজিত হওয়াতে এই তালুকের খাজানার টাকা ভোগ করিবার সময়ে লভ্য, বৃদ্ধি ও আদায়ের খরচা বলিয়া শতকরা ত্রিশ টাকা ধরিয়া দিতে হইবে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৬ খারার উল্লিখিত দৃঢ় ও অলঙ্ঘ্য এই বিধিটি তুল্যভাবে ৬৯ (২) খারা হইতে উঠাইয়া দিয়া আদর্শ কেবল এই নাজ বিধান করিলাম যে, তালুকদার আপনায় তালুকের খাজানা সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে স্বত্বাব্যবস্থাপনতঃ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৭২। আদর্শ খাজানার কিস্তি বিবরণ (৬৭) খারা হইতে মূল পাণ্ডুলিপির ৯৮ খারা সংযুক্ত ক্রিয়াপরিমাণে জটিল উপবিধিটি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছি।

৭৩। আদর্শ ৬৮ খারার একটি প্রকরণ সংযোগ করিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে তাহার পরীক্ষার্থে প্রজাকে পোটাল মনিঅডরক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আদানিগের বিবেচনার টাকা দিবার এই প্রণালীটি কোন কোন স্থলে সুবিধা জনক বোধ হইতে পারে।

৭৪। আদর্শ ৭০ ও ৭১ খারার প্রজাকে দেয় খাজানার কবজ ও হিসাবে যে সকল বিবরণ লিখিতে হইবে তাহা দৃঢ় রূপে নিরূপণ না করিয়া তখনোই এই দলীলের পাঠ দিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের প্রতি সুবিধা বোধ হইলে তাহা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৭৫। আদর্শ ৭০ (৪) খারার মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত তুল্য ভাবে [১০০ (৪) খারার] বিধানের দৃঢ়তা লিখিল করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে এই বিধান করা গেল, যে প্রত্যেক কবজ সারতঃ আদেশনত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে তাহা যে তারিখে দেওয়া যায় সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দাঁটার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া গণ্য না হইয়া “বিপরীত দর্শন না গেলে” এইরূপ অনুমান হইবে।

৫৫। খাজানা আদায় করা গেলে তাহা কিরাইরা লইবার প্রার্থনাপত্রে বাহাতে কোর্ট কী না লাগে তাহার বিধান করিবার নিমিত্তে কেহ আদালতকে পরামর্শ দিরাছেন। এইরূপ হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বোধ করি; কিন্তু শাসনকার্যসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদিগের এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাহাদিগের হস্তেই ইহার ভার রাখা হইল।

৫৬। যে যোক্ত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে, বাকী খাজানার নিমিত্ত সেই বোত হইতে উদ্বেষ করিবার বিধান বিস্ময়ক (৭৮) ধারার একটি উপধারা সংযোগ করিয়া আমরা, বিশেষ কারণ থাকিলে আদালত খাজানা দিবার নির্দিষ্টকাল বাড়াইয়া দিতে পারিবে, আদালতের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

৫৭। ডাঙলী বোতের উৎপন্ন কলম বিভাগ বা বাচাই করণার্থে কালেক্টর সাহেব কোন কর্তৃপক্ষী প্রেরণ করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিলাম। আর্থবিশিষ্ট অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে এবং অন্য যে কোন স্থলে জিলাস বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট সাহেবের ন্যূনতম একরূপ কাছা করিলে শান্তিভঙ্গ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে পারিবে। [৮১ (২) ধারা]

৫৮। যে কর্তৃপক্ষীকে প্রেরণ করা যার তাহার প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কালেক্টর সাহেব সকল ক্ষেত্রে যে আত্মা নাশ্য বোধ করেন সেই আত্মা করিতে পারিবে, তাহার প্রতি আমরা এই ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই বিধান করিলাম যে পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে তাহা মেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্ত অর্পণ করা উপযুক্ত বিবেচনা না করিলে তাহার আত্মা চূড়ান্ত হইবে ও ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করা যাইতে পারিবে। [৮২ (৪) ও (৫) ধারা] মূল পাণ্ডুলিপিক্রমে পক্ষদিগকে প্রথম স্থলেই উপকার লাতার্থে মেওয়ানী আদালতে গাইতে হইত, এক্ষণে যে কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইল তাহা আদালতের বিবেচনার অধিকতর সরল ও সুবিধাজনক।

৫৯। মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার পরিবর্তে আমরা পাণ্ডুলিপি ৩ ধারাটি সরিবেশ করিয়াছি

৮০ ধারা। (১) উৎপন্ন কলম বাচাই করিয়া খাজানা লওয়া গেলে, লব্ধ কলম সম্বন্ধে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
 (২) উৎপন্ন কলম বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া গেলে বাবৎ উহা বিভাগ করা না হয়, তাবৎ লব্ধ কলম সম্বন্ধে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে।
 (৩) উক্তর স্থলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষি কার্যের নিরখিতকালে কলম কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবে, কিন্তু বাহাতে যথাকালে উপযুক্ত বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে কলমের কোন অংশ আদায় করিতে পারিবে না।
 (৪) যদি প্রজা কলমের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে আদায় করেন, বাহাতে যথাকালে তাহার বাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে অন্য সংশ্লিষ্ট সময়ে সিকটক সেই প্রকারের ক্ষমিতে সেই প্রকারের অন্য সন্ধানলক্ষ্য পূর্ণ পরিমাণে যত বাচাই হয়, কলম তত হইয়াছিল বলিয়া জান করা যাইবে।

যেহেতু উৎপন্ন বাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া যায়, সেহেতু কলমের সম্বন্ধে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব ও দায়ের বিষয়ে এই ধারার সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বিধান করা দিরাছে

মূল পাণ্ডুলিপির ১১৭ ধারার দশ বিস্ময়ক বিধানটি এইস্থলে গৃহীত হইল না, কারণ ১৯ নং অধ্যায়ের (২০০ ধারা) মধ্যে দশ বিস্ময়ক সাধারণ যে প্রকরণ সমিবেশ করা দিরাছে তাহাতেই উক্ত বিষয়ের সম্বন্ধে বিধান দৃষ্ট হইবে।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিস্ময়ক বিবিধ বিধান।

৬০। আমরা একটি মূতন ধারা (৮৮) সরিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে, ঋষি ও অর্থবিশিষ্ট খাজানায় শিষ্টা অবস্থাপ্রিত খাজানার হারে ভূমি ভোগ করিলে, তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে কোন উৎকর্ষসাধন করিতে বাধ্য হিতে পারিবে না।

৬১। আমরা ৮৯ (৩) ধারার সংশ্লিষ্ট অধ্যায়-১৮-এর ও তদীয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে

- (ক) তাহাদের উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে ও
- (খ) কোন বিশেষ কার্য উৎকর্ষসাধন কি না এতৎ সম্বন্ধে,

কোন বিবাদ উদ্ভূত হইলে কালেক্টর সাহেবের প্রতি তাহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলাম।

১২। উৎকর্ষসাধন ঘটক বিবাদের সহজে নিষ্পত্তি হইতে পারিবার নিমিত্ত আমরা যথা প্রদেপের প্রজ্ঞাপন বিবরণ ১৮৮৩ সালের আইনের ৮০ ধারা অবলম্বন করিয়া একটি ধারা (১২) প্রণয়ন করি যাহা। এই ধারার বিধান এই যে কোন ভূস্বামিকারী কি প্রজা যে উৎকর্ষসাধন করা যায় তাহার প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে কোন রাজস্ব সংক্রান্ত কৰ্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয় এরূপ লিপিবদ্ধ করা গেলে পক্ষদের মধ্যে পরে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য হয় তাহাতে এই লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ মধ্যে গ্রহণ হইতে পারিবে। ৩৭ দফার লিপিত বহু ভূস্বামিকারী কৃত উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করিবার বিধান করিয়াও আমরা একটি ধারা (১১) প্রণয়ন করিলাম।

১৩। মূল পাণ্ডুলিপির ১২২ (৪) ধারার বিধান এই ছিল, যদি ইহা দেখান না যায়, যে ভূস্বামিকারী রায়তকে উৎকর্ষসাধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং আপনি তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা চইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারার পরিবর্তে আমরা একটি উপধারা [১৩ (৪) ধারা] সংবিবেশ করিয়া বিধান করিলাম যে ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অর্থাৎ উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখ ও এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষসাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে কোন উৎকর্ষসাধন করা গেলে এই ধারা তাহার প্রতি ভূতকাল সম্পর্কে বর্জিত পক্ষে ইহাতে বাধা হইবে।

১৪। উৎকর্ষসাধনের নিমিত্তে অতিপূরণস্বরূপ যে টাকা দেয় হয় তাহা নিরূপণকালে আদালত কর্তৃক যে ২ বিষয় বিবেচিত হইবে, আমরা ১৪ ধারার কিয়ৎপরিমাণে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। নূতন যে কথাগুলি সংযোগ করা গিয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি গুরুতর অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের কল নত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তদ্বিবেচনার এই উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি এবং “ভূমি কৃষি কার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা অসেচিত ভূমি সেচিত ভূমিতে পরিণত করা গেলে, রায়ত যত কাল অবস্থিত থাকিবার উৎকর্ষসাধনের লাভ ভোগ করিয়াছেন” সেই কালের প্রতি আদালতের নৃতি রাখিতে হইবে।

১৫। যথা প্রদেপের প্রজ্ঞাপনবিবরণ ১৮৮৩ সালের আইনের ৩৩ ধারা অবলম্বন করিয়া আমরা প্রজ্ঞা কর্তৃক ইচ্ছা করণ বিবরণ (১৫) ধারাটি নূতন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছি এবং কোন ২ নোটের এই বিষয়ে একটি আনু সংস্কার আভে বলিয়া তাহার ভূমিকরণার্থে একটি উপধারা (৫) যোগ করিয়া স্পষ্ট-রূপে বিধান করিয়াছি যে কোন রায়ত আপনি যোত ইচ্ছা করিলে, ভূস্বামিকারী এই যোতে প্রবেশ করিয়া উহা কোন প্রজ্ঞাকে অবা করিয়া দিতে কিম্বা নিজে চাব করণার্থ লইতে পারিবেন।

১৬। আণীততঃ দেখিলে বোধ হয় যে রায়ত আপনি যোত পরিভাগ করিয়াছে কিন্তু এই যোত যে

১৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপনি ভূস্বামিকারীকে নোটিস না দিয়া ও বাজানো যেমন দেবা পরিভাগের কথা। হয়, তাহা দিবার বন্দোবস্ত না করিয়া যদি আপনি বাসী ভাগ করে, ও নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা আপনি যোত আর চাব না করে, তবে রায়ত যে ভূমি বৎসরে ঐরূপ ভাগ করিয়া যায়, ও চাব করিতে বিবস্ত হয়, সেই ভূমি বৎসর অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূস্বামিকারী এই যোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন প্রজ্ঞাকে অবা করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজে চাব করণার্থ লইতে পারিবেন।
(২) কোন ভূস্বামিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় সর্জনসেট বিবিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পরিভাগ জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।
(৩) কোন ভূস্বামিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, এই নোটিস প্রচার করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা দশমৌরসমূহ রায়ত হইলে, চরমাস অতীত না হওয়া পর্যন্ত এই রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে বেলকল ব্যক্তি কতিপয় হয় তাহাদেব অতি পূরণ সহজে আদালত এরূপ (যদি কোন) নত ন্যায় বোধ করেন, সেই নত দখল করিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অনুবিধা অনুভূত হয় আমরা পার্শ্বলিপিত ধারা প্রণয়ন করিয়া তাহা নিরাকৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

১৭। কোন ভূস্বামিকারী পূজার সম্মতি দিলে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অনুমতি বিনা মল বৎসরে একবারের অধিক ভূমি মাগ করিতে পারিবেন না এই বিষয়টি ১৯ ধারার আমরা নিম্নলিখিত মূল বর্জিত মূল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিক্তী কি টপান্ডীহেতুক বৎসর ২ পরিবর্তন হইতে পারে ও দেয় খাজানা এই পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে চাষের ভূমির পরিমাণ বৎসর ২ পরিবর্তন হইতে পারে এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূমালিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরকমে না হইয়া অন্যপ্রকারে পরিবার হন এবং পরিদ্রুমে দখল করিবার ভারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

৬৮। মাপের কঠি বিষয়ক ১০১ ধারার আশ্রয় একটি উপধারা সন্নিবেশ করিয়া স্থানীয় গণপন মেম্বের প্রতি স্থানীয় তদন্ত লইবার পর কোন স্থানে যে বা বৈত মাদনও ব্যবহৃত হয় তাহা নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি এবং ঐরূপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে এই বিধান করিয়াছি। আশ্রয়দিগের বিবেচনার ইচ্ছাতে মূল পাণ্ডুলিপির ১০৮ ধারার আর প্রয়োজন থাকিতেছে না, অতএব এই ধারাটি আশ্রয় উঠাইয়া দিলার। ভূমি মাপ করণ বিষয়ক অন্যান্য বিধান স্বত্বের লিপিসম্বন্ধীয় ১০ম অধ্যায়ের মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

৬৯। কোন মহাল কিম্বা তালুকের মহাধিকারীদের পক্ষে কাহা করণার্থে কাহাধ্যক্ষ নিয়োগ বিষয়ক এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পরিচ্ছেদে আশ্রয় একটি ধারা (১০৯) সংযোগ করিয়া হাই কোর্টের প্রতি কাহাধ্যক্ষদের ক্ষমতা ও কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি।

৭০। স্বত্বনিমজ্জন বিষয়ক ধারাটি আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছি। এই ধারাটি থাকিলে দখলীস্বত্ব ভূমালিকারীর হস্তে রক্ষিত হওয়াতে তদীয় প্রজাদিগকে কোণা রাস্তার অবস্থার পণ্ডিত হইতে হয়, সুতরাং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রণেতৃগণের হাচা বিশেষ লক্ষ্য স্থল তদ্বিবেচনায় এই ধারাটি আশ্রয়দিগের হস্তে বিশেষ আপত্তিবোধ। আবার এই ধারাটি রক্ষিত হইলে উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও যে কোন ব্যক্তির এই ধারা ক্রমে সম্প্রতিসংক্রান্ত আইনের অটলতা ঘটাইবার প্রচুর ও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। এই অটলতার প্রভাবনার সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সাধারণ উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলেও এই ধারাটির প্রতি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

আশ্রয়দিগের বিবেচনায় এই পাণ্ডুলিপির উপস্থিত প্রয়োজন দখলীস্বত্বসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত (২৮) ধারার বিধানক্রমেই যথেষ্টরূপে সাধিত হইবে। এই ধারার কথা পুঙ্খভেদে (১২ দফার) আশ্রয় বলিয়াছি। মান্যবর জডিস জ্যুজ ফিল্ড সাহেব এই বিষয়ে যেমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আশ্রয়দিগের এই লংকার হইয়াছে যে স্বত্বনিমজ্জনযুক্ত প্রস্তাবটি কিয়ৎপরিমাণে উপস্থিত আইনের ন্যায্য অধিকারের বিস্তৃত।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও থাকানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

৭১। উপরি উক্ত দুইটি বিষয় লইয়া মূল পাণ্ডুলিপিতে যে দুইটি অধ্যায় ছিল তাহা এক অধ্যায়ের মধ্যে সংগ্রহ করা এবং সহজতর বিষয়বস্তুর অর্থাৎ স্বত্বের লিপি বিষয়ক কথা প্রথমে বলা আশ্রয় সুবিধা বোধ করিলার।

৭২। স্বত্বের লিপি না থাকায় জন সাধারণে কখনও, বিশেষতঃ কোন মহাল কি ভাস্কর নীলামক্রমে বলপূর্বক বিক্রয় করা গেলে যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করেন তিনি যে অনুরোধ অনুভব করেন, আশ্রয়দিগের বোধ হয় যে ১১২ সংখ্যক নূতন ধারাক্রমে তাহা দূরীকৃত হইবে। এই ধারাক্রমে বিশেষ কএকটি নিয়মাদীর্ঘে ভূস্বামী কি ভাস্করদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব সংক্রান্ত কন্সটারী স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

৭৩। ইহা দৃষ্ট হইবে যে স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর একটা পরিবর্তন করা গিয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপির ১২শ অধ্যায়মত সকল স্থলেই, অর্থাৎ, লিপিমধ্যে যে কথা ধরিতে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ থাকুক বা না থাকুক, সরাসরী কাহাবিধান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সকল স্থলেই একই কল হইত অর্থাৎ লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গেলেই তাহা দৃষ্টিমাত্রই শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করা যাইত, কিন্তু দেওয়ানী আদালতে তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে স্বত্বের লিপি প্রথমেই প্রকাশিত হইবার বিধান করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিবার অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। লিপির মধ্যে কোন কথা ধরা গিয়া থাকিলে কি পরিবার প্রস্তাব করা গেলে যদি তাহার প্রতিবাদ করা হয়, তবে রাজস্বসংক্রান্ত কন্সটারীকে দেওয়ানী আদালতের নিয়মিত কাহাপদ্ধতি অনুসারে এই বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত লইতে চড়াই এবং তাহার কৃত নিষ্পত্তি ডিক্রীর মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে। বিশেষতঃ জল ভূমি সকল আপীল সনিকার নিষিদ্ধ নিযুক্ত হন এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাহারই নিকট আপীল হইতে পারিবে ও পরে দ্বিতীয় আপীল সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাদীর্ঘে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে। সুতরাং লিপির বর্ণিত কোন কথা লইয়া বিবাদ হইলে, সকল স্থলেই বিবাদের বিষয়টি যে সকল কথা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় গণ্য হইবে। লিপি প্রথমে প্রকাশ করণের পর আপত্তি উত্থাপিত করণের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে স্থলে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যায়, লিপির বর্ণিত কথা সেই স্থলে অবিসংবাদিত বলিয়া চিহ্নিত করা যাইবে এবং মূল পাণ্ডুলিপির প্রস্তাবিতমতে দাব্য বিপরীত দর্শন না যায় তাহা শুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। উক্ত সকল কার্য বহু বিভাগে সংঘটিত হইবে বিবেচনা এবং স্বত্বের লিপি যত্নেই প্রকাশিত হইক না বেন স্বার্থযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তাহার সম্বন্ধে এই লিপির মধ্যে

যে কথা ধরা যায় তাহার যথার্থভাবে প্রদর্শন করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিবাব সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা লিপির অন্তর্গত অবিসংবাদিত কথাগুলি যত দূর প্রাণাণিক হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তদনুসারে অধিকতর প্রাণাণিক বলিয়া নির্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

৭৭। যে কার্যকে “খাজানার বন্দোবস্ত” বলা হইয়াছে তাহাতে অধিক লিপি প্রস্তুত করণ এবং মধ্যস্থতাবিশিষ্ট প্রজ্ঞা ও তাৎক্ষণিকভাবে অবধারিত খাজানায় না হইয়া অন্যপ্রকারে ভূমি ভোগ করিলে ভূমি অধিকারী বা অন্য উক্তের সকল খাজানার বন্দোবস্ত করিবার দিবার আশ্বাস করেন সেই সকল খাজানার বন্দোবস্ত বুঝাইবে।

কোন যোতের খাজানার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে কি না এবং কতটা যাইতে পারিলে কতটা তাহার নিরূপণ করিতে হইবে এইগুলি বড় জটিল ভাবের প্রশ্ন এবং দুইটি বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তির উপর স্থাপিত। প্রথমতঃ প্রজ্ঞা সম্বন্ধে অস্তিত্ব, ভূমির পরিমাণ প্রজ্ঞা, স্বত্ব ও যোত নিয়মে ভূমি ভোগ করেন এইরূপ অনেক বিষয়সম্বন্ধিত প্রজ্ঞাব্যবস্থার উপর পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির নিষ্পত্তি নির্ভর করে। এই প্রশ্নের মধ্যে আইনসম্বন্ধিত এমন নানা কথা থাকিবার সম্ভাবনা যাহা সর্বোচ্চতর ভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইলে পরিশেষে উক্ত সম বিচারালয়ে আপীল হইবার ব্যবস্থা পাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এই প্রশ্নগুলির অর্থনীতি-সম্বন্ধিত অনেক বিষয়ের সহিত অর্থনীতি-সম্বন্ধিত সমস্ত প্রচলিত দর, ও এবং উৎপাদনশীল শ্রম প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে প্রথম স্থলেই-ইউক আর আপীল ক্রমেই হস্তক স্থানীয় তদন্ত না হইলে এবং বিচার্য বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি তদন্ত এই সকল বিষয় লইয়া যথাস্থ কার্য করা যাইতে পারে না। পূর্বোক্ত দুইটি বিষয় স্বতন্ত্র করিয়া যাইতে প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইবার প্রকৃষ্ট বিধান করা যাইতে পারে তাহাই আমাদিগের বিবেচনা স্থল হইয়াছিল। এই প্রশ্নের যে মীমাংসা মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৬০ ধারায় দৃষ্ট হইবে। অধিক লিপি সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্তনের পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে এই অনেক বিশেষতঃ বিচারপটু ও স্থানীয় কৃষিকার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী বিশেষ ভাবে নিযুক্ত হইবেন পাণ্ডুলিপির উল্লিখিত এই বিধানক্রমে পূর্বোক্ত প্রশ্নের অধিকতর সম্ভাবনাক্রমে উক্ত পাইবার পক্ষে সহায়তা হইবে বোধ হয়। আমরা এক্ষণে এই প্রস্তাব করি যে, যে খাজানার বন্দোবস্ত করা যান কি বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা যান তৎসম্বন্ধে বিধান উপস্থাপিত হইলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী যতঃ লিপির অন্তর্গত কোন কথা-সম্বন্ধিত বিবাদে না থাকে উক্ত বিবাদে নিষ্পত্তি করিবেন, ও পরে এই সমস্ত বিষয়ের আপীল বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে পারিবেন এবং অধিক লিপির অন্তর্গত যে কথা বিবেচনায় খাজানার বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহা কোর্ট দ্বিতীয় আপীলে সেই কথা উপস্থাপিত বিশেষজ্ঞের নিষ্পত্তি অন্যথা না করিলে এই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। এইস্থলে তাহা কোর্ট নূতন করিয়া খাজানা নিরূপণ করিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু জমিদারী লিখিত অন্যান্য খাজানাদিতে তাহা করিতে হইবে। অর্থাৎ খাজানা অত্যধিক কি অত্যল্প করিয়া দিয়া করা হইয়াছে কেবল এই হেতুতেই তাহা কোর্ট দ্বিতীয় আপীল হইতে পারিবেন না কিন্তু আইনসম্বন্ধিত বিষয়ে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, যথা বিশেষজ্ঞ কোন যোতের মধ্যে এইরূপে বণ্টন করা আছে তদনুসারে অধিক কি অল্প জমী আছে পরিমাপন এই প্রকার হেতুতে দ্বিতীয় আপীল করা যায় বলিয়া দ্বিতীয় আপীল দর গেল ও আপীলকারী কৃতকাহী হইলে, তাহা কোর্ট খাজানার হার পরিবর্তন না করিয়া স্বপক্ষে খাজানা কমাইয়া কি বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

৭৮। আমরা ১২০ ধারায় বিধান করিয়াছি যে পূর্বে ক্রম ধারায় ক্রমে কোন যোতের খাজানার টাকা ধার্য্য করিবার নিমিত্ত কোন ভূমি অধিকারীর আশ্বাস করিবার কতখানি হইবে যোতের যে খাজানা তাহার আর্থনীতি-সম্বন্ধে বিচার্য্য হইয়া গিয়াছে, ভূমি অধিকারীর উৎকর্ষসাধন দিখা যোতের পরিমাণ রক্ষিত হইবে না হইলে, পনের বৎসর কালমধ্যে তাহার রক্ষা করা যাইবে না।

৭৯। প্রকৃত দিতে হইবার বিশেষ ১২১ ধারাটি এক্ষণে অধিক লিপি প্রস্তুত করণ ও খাজানার বন্দোবস্ত করণ এই উভয় বিষয়ের প্রতিই বর্ত্তান গেল।

৮০। এই অধ্যায়ের আর একটি বিধানের অর্থাৎ ১২২ সংখ্যক নূতন ধারাটির বিধানের বিষয় কিছু বলা আবশ্যিক। বিধানটি এই। কোন প্রজ্ঞার সমস্ত সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই অধ্যায়ের লিপিবদ্ধ করা গেলে অবধারিত খাজানার বিশেষ-সমস্ত ভূমি ভোগ করিলে যে অনুমান করা গিয়া থাকে বলিয়া সকলেই অবগত আছেন তাহা আর খাটিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

৮১। এই অধ্যায়ের লিখিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময়ে আমরা বঙ্গদেশের সদর্শনমন্ডলের অধি-প্রাধিকারী কার্য করিয়াছি। যে সকল তদন্ত লওয়া হইয়াছে তদন্তে বোধ হয় যে খাজানার হারের মধ্যে বিলম্ব বিলম্বতা আছে বলিয়া অনেক স্থানেই কোন বৃহৎ দেশখণ্ডে খাটিতে পারে হারের এমন সাধারণ তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কর্তৃক খাজানার সাধারণ

বন্দোবস্ত করণের প্রস্তাব অপেক্ষা তৎকর্তৃক বিশেষতঃ স্থানের নিমিত্ত হাটের উত্তরণ আদিকা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এইরূপ বিবেচনা করেন। প্রথমোক্ত স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী অংশে যে ভূমি লইয়া বিবাদ তথায় বাইরা বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে তিনি কেবল যে সকল সাধারণ রূতান্ত অনুসরণ করিয়া আদালতের কার্য্য করিতে হইবে সেইগুলিই নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। আদালতের সম্মুখে যে বিবাদের স্থল উপস্থিত করা যায় আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সাধারণ রূতান্ত গুলি সেই স্থলে খাটাইবেন। অতএব চুই একটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমরা এই কার্য্যপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে ইহার বেরূপ শুকনু ছিল এক্ষণে তাহা আর থাকিবে না।

১২শ অধ্যায়।

ভূস্বামীর নিজ জমীর কথা লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

৭৯। খামার বা জেরাতভূমি সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্নটির যৌথতা করিতে গিয়া আমরা চুইটি বিভিন্ন কার্য্যপদ্ধতির বিধান করিয়াছি।—অর্থাৎ—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ ক্রমে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মচারী কর্তৃক তদ্বিষয় ভূমির জরগী ও রেজিস্ট্রী করণ ;

(খ) স্বার্থযুক্ত ভূস্বামিকারি অথবা প্রজার প্রার্থনামতে তদন্ত লওন।

বহুবিকৃত দেশ সংক্রান্ত এই বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া তথায় প্রথমোক্ত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। শেষোক্ত পদ্ধতি কেবল বিশেষ কোন ভূমি খণ্ড লইয়া বিবাদ থাকিলে এই বিবাদস্থলে খাটাবে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অধুরোধক্রমে চুই কার্য্যপদ্ধতিই সমভাবে দেশের যে কোন অংশে খাটাইতে পারা যাইবে এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। এই জমীর ভূমির বর্ণনায় আমরা বঙ্গদেশ ও বেহারদেশের মধ্যে কোন প্রভেদ করি নাই। কিন্তু আমরা আদেশ করিয়াছি যে প্রত্যেক স্থলেই দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোনও স্থানীয় ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কর্মচারী ভূস্বামিকারীর নিজ জমী বলিয়া প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন ইহা বিধান করিলেও যে স্থল স্পষ্টতঃই পূর্ণোক্ত জমীর অন্তর্গত নহে সেই স্থলে কার্য্য কণার্থে কএকটি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যে খারায় এই সকল বিধি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূস্বামীর নিজ জমী নির্ণয় করিবার বিধি। ১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে জমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত বলিয়া ভূস্বামী নিজে আপন সরঞ্জামদ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুরদ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয় সেই জমী এবং

(খ) যে আবাদী জমী প্রাচ্যাতরক্রমে ভূস্বামীর খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কামাত জমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই জমী।

(২) অন্য কোন জমী ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কি না, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূস্বামীর নিজ জমী বলিয়া বিশেষ করিয়া ২ জমী জমা দেওয়া হইয়াছিল কি না এই কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত জমী ভূস্বামীর নিজ জমী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৩) জমী ভূস্বামীর নিজ জমী কি না, এবিষয়ে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য্যপদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

ক্রোক করিবার বিধি।

৮০। এই অধ্যায়গত যে ২ পরিবর্তনের প্রতি আদালতের নতুন নোংরা আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহা এই ২।—

(ক) বাকী থাকানা আদালতের নিমিত্ত মোকদ্দমা করিতে হইলে যে কোর্ট কী দিতে হয় ক্রোকের দর-খাস্তে ও তাহাই দিতে হইবে, মূল পাণ্ডুলিপির ১৬৭ (২) সংখ্যক এই ধারাটি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(খ) উৎপন্নশস্য গোলাজাত করা গেলে তাহা ক্রোক করা যাইবে না।

(৭) যাবৎ ক্রোক করণের আদেশ প্রচার কি জারী করা না যায় উৎপন্ন শস্য স্থানান্তর করা যাইবে না, কোনও স্থলে আদালতের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। [১৪১ (৩) ও (৪) ধারা]

- (ঘ) যে কসল গোলাজাত করা দাঁড়ত পারে, তাহা কেন্দ্রে থাকিতে বিক্রয় করা যাইবে না, ১৪৭ ধারার ইহার স্পষ্টে বিধান করা গিয়াছে।
- (ঙ) কোন ব্যক্তির সম্পদে মূল পাণ্ডুলিপির ১৮২ ধারার অপর্যায় করা গেলে, বিশেষ ২ নম্বর এই ব্যক্তির অর্থদণ্ড হইতে পারিবে, এই বিবরণের বিধান সংক্রান্ত এই পাণ্ডুলিপির ১৮৬ ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।
- (চ) পক্ষান্তরে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকারীদের দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ১৯ নং অধ্যায়ের প্রথম ধারার স্পষ্টে বিধান করা গিয়াছে, এবং ১৮৮ ধারার ইহা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে এই অধ্যায়ের বলে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা গেলে এবং এই নম্বর এই অধ্যায়ের বিধান ন্যায়রূপে না বসিলে তিনি যে ব্যক্তির তাহার বিকল্পে আদালতকে চালিত করিয়াহীন তাহানিদের বিকল্পে নোকদমা করিয়া উক্ত অনিষ্টের প্রতিকার করিতে পারিবেন।
- (ছ) মূল পাণ্ডুলিপির ১৮৭ ধারারূপে স্থানীয় গবর্নমেন্ট এই অধ্যায়ের কার্য সুগত রাখিতে পারিতেন; এই ধারাটি ত্যাগ করা গিয়াছে।

১৪শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যক্রমাদেশী বিষয়ক বিধি।

৮১। মূল পাণ্ডুলিপির ১৯১ অর্থ ১৯৭ পর্যন্ত ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কার্যপদ্ধতির অধিকার হইতে আনয়ন দণ্ড বিধানের নিমিত্ত ও ভূমির দখল করিয়া পাইবার নিমিত্ত নোকদমা মুক্ত করিয়াছি।

৮২। রাজধানী নগরের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের একটি ধারা অবলম্বন করিয়া আনয়ন এই অধ্যায়ের প্রথমেই ১৪৯ সংখ্যক একটি ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। এই ধারারূপে হাই কোর্ট স্থানীয় গবর্নমেন্টের সম্মতি লইয়া ভূমি মালিক ও প্রজার মধ্যে নোকদমার দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের কোন অংশ বর্জিত না কি বিশেষ কোন নিয়মাদেশে বর্জিত হইয়া প্রকাশ করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, হাই কোর্টের প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে। নূতন আইন অনুসারে আদালত সমূহে বিক্রয় কার্য চলে এই বিষয়ে ত্রুটিদর্শন লাভ হইলে, হাই কোর্টের প্রতি প্রদত্ত উক্ত ক্ষমতাসূত্রে এক্ষণে তাহা কার্য করা যাইতে পারিবে, যাহা উক্ত কার্যপদ্ধতির অধিকার সরলতা লাভিত হইবে, ইহাই আদালতের বিধান।

৮৩। আদালতকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানা সংক্রান্ত নোকদমার কার্য-পদ্ধতি সম্পত্তির ও সরলতার পরিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া, আনয়ন উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধা ঘটবার সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ আনয়ন সমন আদায়কারী ও এই কার্যের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে উৎসুক হইলেও সমনকারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদির বিকল্পে আইনযুতিত কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

৮৪। পক্ষ খাজানা সংক্রান্ত নোকদমার ভূমি মালিকের যত্বটি কোন কথা উত্থাপিত হইয়া যে জটিলতা ও বিলম্ব ঘটে, তাহা যতদূর সাধ্য পরিহার করণার্থে আনয়ন ১৬৪ ধারার একটি শুক্ল পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রমাণ স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দের যে এই খাজানা বাদীর নিকট নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। যত্বটি যে কথা লইয়া বিধান তাহা খাজানার নোকদমা হইতে যত্ন ও পৃথক ভাবে উত্থাপন করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আনয়ন এই বিধান করিয়াছি যে প্রকৃষ্টে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিশ এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর আরী করাইবেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিকল্পে যত্ন নোকদমা উপস্থিত না করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে আসা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

৮৫। আনয়ন আরও ১৬২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যদি কোন খাজানার নোকদমার প্রতিবাদী স্বীকার করে যে তাহার স্থানে বাদীর টাকা পাওনা আছে কিন্তু যত্ন টাকা পাওনা তাহার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে, তবে আদালত সাধারণতঃ যত টাকা পাওনা বলিয়া স্বীকৃত হয় তত টাকা আদালতে দিতে আদেশ করিবেন।

৮৬। আনয়ন ১৭৩ ধারার বিধান করিয়াছি যে বাদী কোন অসমর্থিত প্রবেশকারীকে উদ্দেশ্য করিবার নোকদমা উপস্থিত করিলে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দায়িত্ব করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর দখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির নিমিত্ত যে আদালতের নির্ণয় উপযুক্ত ও ন্যায় খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়।

৮৭। মূল পাণ্ডুলিপির ২০৭ ধারার বিধানরূপে ভূমি মালিক কিম্বা প্রজা ইহাদের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তি প্রজাস্বত্বের ভাব ও অনুবন্ধ নিরূপণার্থে নোকদমা উপস্থিত করিতে পারিতেন। ইহার পরিবর্তে আনয়ন ১৭৪ ধারার, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে কেহ প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই

অধিকতর সরল ও সুসজ্জ কাঠাপ্রণালী নির্দেশ করিয়াছি। এবং যে আদালতের নিকট এই প্রার্থনা করা যায় সেই আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যে উচিত বোধ করিলে এই আদালত রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি কোন বিষয়ের স্থানীয় তদন্ত লইবার নিমিত্ত আদেশ করিতে পারিবেন।

১৬শ অধ্যায়।

বাণী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী নীলামের বিধি।

৮৮। আমরা ভূস্বামিগণের যেরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়াছি তদনুসারে পত্তনী ভালুকের নীলাম সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলির কোন বস্তুগত পরিবর্তন করি নাই, কেবল আকার লইয়া ও ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। সংশোধিত বিধানগুলি এখন তলনীল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত করা গেল। এই বিধান গুলি লইয়াই এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হইয়াছে।

৮৯। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি মাত্র ধারা আছে। এই ধারার বিধান এই যে, পত্তনী ভালুক তিন কোন ভালুক সরকারী রেজিস্টারে রেজিস্ট্রী করিবার বিধান আটনে করা গেল, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বিদিক্রমে যেরূপ পরিবর্তন নির্দেশ করেন সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই অধ্যায়ের সকল বিধান উক্ত সকল ভালুক সম্বন্ধে খাটিবে।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

৯০। ভূস্বামিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কতদূর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত কএকটি বিষয় সম্পর্কে এই ওকতর প্রশ্নটির মীমাংসা পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত এই বিষয় সম্বন্ধীয় ধারায় দৃষ্ট হইবে (খাজানা ধার্য্য করণার্থ চুক্তির বিষয়ে পূর্বসূচী ২৯, ৩০, ও ৪৮ দফা দেখ)। কিন্তু চুক্তিক্রমে আইনের বিধান হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্ষমতা সংশোধিত করণার্থে যে নিয়ম করা আসাদিগের মধ্যে অধিকাংশ বালির মতে আবশ্যক, আমরা তাহার অনেক গুলি এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি ধারায় সংগ্রহ করা সুবিধাজনক বোধ করিলাম।

যে২ বিষয় চুক্তির সীমার বহির্ভূত করা গেল তাহা নিম্নে দৃষ্ট হইবে।—

- (ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলীস্বত্ববিধিতে রায়তের স্বত্বাভি (২৪, ২৫, ও ২৬ ধারা)।
- (খ) ৩১ ধারার নিম্নিস্থ দখলীস্বত্বের অনুষঙ্গ।
- (গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিধিতে স্বত্বভোগ খাজানা কমাটবার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
- (ঘ) ৫৩ ধারামতে কসলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূস্বামিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।
- (ঙ) নিম্নিস্থ চেতু ব্যতিরেকে দখলীস্বত্বগ্ৰহণ দ্বারতকে ও কোর্সী দ্বারতকে উচ্ছেদ করণ-বিষয়ে এচ পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।
- (চ) মোতের ভূমি ক্রিয়া যাওয়ার প্রকার খাজানা কমাটবার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।
- (ছ) রায়তের উৎকর্ষমান করিয়াও ভূস্বামি কতিপয়নের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯৩ ধারা)।
- (জ) ত্রিকীকারীক্রমে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রকারে অন্যতর সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

৯১। স্থানীয় নোংরাটী পাট্টা বিচার প্রণালী সম্বন্ধে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে আমরা এই অধ্যায়ে ১১১ সংখ্যক একটি নতুন ধারা সন্নিবেশ করিয়া এই বিধান করিয়াছি যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই মহালে ভূস্বামিকারী ও প্রজার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মানুসারে কায়েদী মকররী পাট্টা দিতে ভূস্বামিকারীর বাধা হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯২। আসাদিগের বাসামুদাদের মধ্যে সর্দিহলেই স্বীকার কর' গিয়াছে যে ভূমি কৃষিকার্যোগ-যোগী করিবার নিমিত্ত যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাট্টাক্রমে ভোগভূতভূমি, চর ও দেয়াড়া ভূমি ও উৎকর্ষী ও জাম হামিলী প্রাণীকনে গুলিত ভূমি সম্বন্ধে বিধা বিধান আবশ্যক। উক্ত সকল প্রকারের ভূমি সম্বন্ধে যেরূপ বিশেষ বিধান করা আসাদিগের নিকট আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল তাহা এই অধ্যায়ের পঞ্চাংশলিখিত তিনটি ধারায় দৃষ্ট হইবে।

৯৩। ২১২ ধারার বিধান এই যে, এই আইনের কোন কথাক্রমে পতিত ভূমি কৃষিকার্যোগযোগী করণার্থ কোন চুক্তির বাধা হইবে না।

৯৪। ২১৩ ধারার এই বিধান করা গিয়াছে যে, দেয়াড় চর বা দেয়াড়া ভূমি ভোগ করে সে তাহা ক্রমাগত দারবৎসর ভোগ না করিলে এই ভূমিতে দখলীস্বত্ব লাভ করিবে না এবং যাবৎ এই দখলীস্বত্ব লাভ না করে, তাবৎ তাহারও ভূস্বামিকারীর মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয় সে সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে। কিন্তু আদালত অন্যতর পক্ষের প্রার্থনামতে নির্দেশ করিতে পারিবেন যে কোন জমী এই ধারার অর্থমত, চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া তাঁর গণ্য হইবে না। তাহা হইলে এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

৯৫। পরিশেষে ২১৪ ধারায় এই বিধান করা গিয়াছে যে “উৎকর্ষী” প্রণালী ও “জাম হামিলী” প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালীতে কোন ভূমি ভোগ করা গেল, দেশাচারানুগত বা প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে এই ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে সেই সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

৯৬। প্রদর্শন পূর্বেই বলা হয়েছিল যে স্থলে কোন রায়ত বাসভূমির আশ্রয় আশ্রয় না হইয়া আসন্ন ভোগ করে সেই স্থানের বিধান বিষয়ক স্থল পাণ্ডুলিপি ওয় অধ্যায়টি আমরা ভাগ করিছি। কিন্তু পাণ্ডুলিপি মতে তদ্রূপ অধ্যায়ের উল্লেখ না থাকিলে নোংরা বুঝিবার ভুল হইতে পারে বলিয়া আমরা ১১৬ সংখ্যক একটি ধারা সংশোধন করিয়া এইরূপ স্পষ্ট বিধান করা ভাষা বোধ করিলাম যে পূর্বে তদ্রূপ অধ্যায়ের অস্তিত্ব দেখাচার দ্বারা প্রমাণিত হইবে।

১৮শ অধ্যায়।

নিয়মিত বা তদনুসারে বিধি।

৯৭। দখলীভূত নিশিষ্ট রায়ত মেজমী তাহার আশ্রয় আশ্রয় পুনরায় দখল পাঠবার নিমিত্ত মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে নিয়মিত কাল যুক্তিসঙ্গতমত অঙ্গ করিয়া ধাওয়া করা উচিত, আশ্রয় প্রাপ্তি বিবেচনা করি। মধ্য প্রদেশের প্রজাপত্রবিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ৮১ ধারার প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা যে তারিখে তদ্রূপ প্রজ্ঞাকে উল্লেখ করা যাব তদনুযায়ী বৎসর কাল নিয়মিত কাল ধাওয়া করিয়াছি। যে মোকদ্দমা পূর্বেই ভাষ্যাদি হইয়া গিয়াছে, যাহাতে তাহার ফল পুনরুদ্ধারিত না হয় এই জন্য একটি উপবিধি সংযোগ করিয়াছি।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

৯৮। আমরা ভূমি অধিকারীর প্রতি অগণন কষ্টকারক দ্বারা কাঁচা করিবার ক্ষমতা প্রদান বিষয়ক ২২১ ধারার বিধান নিয়ম পরিমানে প্রসারিত করিয়াছি এবং পাণ্ডুলিপির নক্সাটি “ভূমি অধিকারী” শব্দের লক্ষণ সংক্রান্ত কোন ২ ব্যক্তির এই বিধি প্রাপ্তি থাকিতে তাহা অপনোদন করণার্থে আমরা ২২২ সংখ্যক একটি ধারা সংযোগ করিয়া স্পষ্ট বিধান করিয়াছি যে সেই না তদনুযায়ী ব্যক্তি অজ্ঞানী ভূমি অধিকারী হইলে, তাহার উভয়ে বা মধ্য প্রদেশের ১৮৮১ সালের আইন ১৮৮১ সালের ৮১ ধারা মত একত্র হইয়া যে কষ্টকারককে নিযুক্ত করেন তাহার দ্বারা করা করাইবেন।

৯৯। আমাদিগের খানদারান কাল এমন অনেক কথা উঠিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতিবেদন হইল যে আমাদিগের নিকট অর্পিত কাগজাদিতে যে সংবাদ পাওয়া যায় তদনুযায়ী অধিকার সংবাদ না থাকিলে আমরা ঐ কাগজাদির যথোপযুক্ত সীমাবদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না। ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও হাই কোর্টের পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব।

অধ্যায় ১৯ পাণ্ডুলিপি এই—

- (১) ভূমি অধিকারীকে উৎকর্ষসাধন উপলক্ষ্যে জল সেচনের নিমিত্ত নীচা কাটা ইবার, জল বিতরণ করিবার ও ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করণার্থে রাজস্ব কমিশনার প্রতি ক্ষমতা প্রদান করা যাক্‌যে কিনা, ও বাঞ্ছনীয় হইলে তদ্রূপ বিধান করিতে হইবে।
- (২) আশ্রয় প্রাপ্ত মোকদ্দমার বিচার যাচাতে শাস্ত হইবে এই অভিপ্রেতি বিধি প্রণয়ন করিয়া কি প্রকারান্তরে মেজমী কামাধিকারী আইনের কোন পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় কিনা, বিশেষতঃ যে স্থলে তদ্রূপ সংখ্যক রায়ত কেহ তাহার অধীন না হইয়া ভূমিভোগ করে সেই স্থলে ভূমি অধিকারীর প্রতি একই আবেদনপত্র দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে বাকী খাজনার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা প্রদান করা বাঞ্ছনীয় কিনা।
- (৩) এক ডিক্রী ডিক্রী দেওয়া গেলে, প্রদর্শিত বিচার হওয়ার দাওয়া করিবার যে স্বত্ব আছে, তাহার সংশোধন করণার্থে তদনুযায়ী উপাদান না করিয়া কোন বিধান করা বাইতে পারে কিনা। প্রতিবাদী নিকট যখন পত্র হইয়া নাটকিয়া কোন বিশিষ্ট হেতুসত্তাঃ প্রতিবাদী উপস্থিত হইতে পারে না কোন বিচারপতি স্বহস্তে ইহা বুঝিতে না পারিলে তিনি পুনরায় বিচার হওয়ার প্রার্থনা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন আশ্রয় ইচ্ছা অসম্ভব আছি; কিন্তু আমাদিগের নিকট ইচ্ছা কথিত হইয়াছে যে উপযুক্তমতে সমনভারী অধিকার করাই এক্ষণে পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আদালতও প্রতিবাদীকে পূর্বেই আপত্তি সহজেই গ্রহণ করেন। বিলম্ব সংঘটন ও আপন প্রাপ্য আদায় করিতে গিয়া ভূমি অধিকারীকে অনর্থক ব্যয়গ্রস্ত করাই যে কাবোঁর উদ্দেশ্য, ইহাতে সেই কাবোঁরই প্রায় দেওয়া হয়।

অতিরিক্ত ডিক্রী টাকা আশ্রয় না করিলে একতরফা মোকদ্দমার পুনরায় বিচার হইবে না আমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমাদিগের যে সংবাদ জানা ছিল তদনুযায়ী এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম যে হাই কোর্টের মানাবর জজ সাহেবদের বিবেচনায় প্রস্তাবটি অর্পিত হউক।

- (৪) আমাদিগের নিকট প্রায় একরূপ ভাবে আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রস্তাবটি এই— বাকী খাজনার মোকদ্দমার পুনরায় বিচার ডিক্রী হইলে, তিনি ডিক্রী টাকা আশ্রয় না করিলে ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাব সম্বন্ধেও জজ সাহেবদের মত জানিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

- (৫) যে সকল স্বাধীন ডালুকের রাজস্ব গবর্ণমেন্টের সচিব সাংক্ৰান্তসম্বন্ধে বন্দোবস্ত হইলেও ঐ ডালুকের অধিকারীরা জমীদারের দ্বারা ঐ রাজস্ব দেন, সেই সকল ডালুক সম্বন্ধে সরকারী নীলান সংক্রান্ত কার্যপ্রণালী খাটিতে পারে কি না এই বিষয়ে আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মত জানিতে বাঞ্ছা করি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ঐ সকল ডালুকের কথা সরকারী রেজিষ্টারে নাই। পতনীয় সম্বন্ধীয় সংশোধিত কার্যপ্রণালী উক্ত সকল ডালুকের প্রতি বর্তান হটক এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল।
- (৬) খাজানা মুক্ত ডালুকের অধিকারীদের নিকট পঞ্চকর ও পবলিক ওর্কসকরের টাকা বাকী পড়িলে ঐ টাকা আদায় করণসম্বন্ধে পূর্বোক্ত কার্যপ্রণালী বর্জাইবার নিমিত্ত এইরূপ ভাবের একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বিষয়টিও আমরা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের পরামর্শের নিমিত্ত অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।
- (৭) যেই বিষয়াদীনে বাস্তবস্থিতি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধে অধিকতর সংবাদ লইবার আবশ্য-
কতার কথা পূর্বোক্ত বলা হইয়াছে। (পৃষ্ঠাবৃত্তী ৪ দফা দেখ)
- (৮) আমরা উঠবন্দী ও হালহাসিলী জমা সম্বন্ধে দেশাচারাদুগত নিয়মাদি রক্ষণ করিয়া তাহা বিশেষরূপে বর্জাইয়াছি। অন্য নামে খ্যাত উক্ত জমা সম্বন্ধেও উক্ত সকল নিয়মাদি রক্ষণ করা উচিত কি না এবং চট্টগ্রাম খণ্ডে যে বিশেষ নিয়মে জুনি ভোগ করা যায় তৎসম্বন্ধেও বিশেষরূপে কোন দেশাচারাদি রক্ষণ করা আবশ্যক কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (৯) আর জজাওয়া ও গৌরা ঘোড়ের হস্তান্তরযোগ্য দখলীস্বত্বের মাসে অন্য কোন স্বত্ব অগ্রসর করিবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ধারার বিধান হইতে মুক্ত করণার্থে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় কি না ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।
- (১০) পরিশেষে গত বারংবার কালের মধ্যে যে সকল মুলোর তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সেইগুলির শুদ্ধতা সম্পর্কে উৎকর্ষসাধন করা বাইতে পারেকি না এবং প্রমাণতঃ ঐ সকল মুলোর উপর নির্ভর করিয়া খাজানা রক্ষির নিয়ম করিলে কি কল সম্ভাবনা এই বিষয়ে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি।

১০০। মূল পাণ্ডুলিপির প্রকাশ করণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার আত্মা নিম্নলিখিতরূপে পালিত হইয়াছে।—

গেজেট।			তারিখ।		
ইন্ডিয়া গেজেট	১৮৮৩ সালের ৩, ১০, ও ১৭ মার্চ।	
কলিকাতা গেজেট	১৮৮৩ সালের ৭, ১৪, ও ২১ মার্চ।	
দেশীয় ভাষার।			তারিখ।		
প্রদেশ।	ভাষা।		তারিখ।		
বঙ্গদেশ	বাংলা	...	১৮৮৩ সাল ২৪ আশ্বিন।
	হিন্দী	...	১৮৮৩ সাল ৪ মে।
	উড়িয়া	...	১৮৮৩ সাল ১৭ মে।

১০১। পূর্বোক্ত বলিয়াছি একজনকার সংশোধিত আকারে পাণ্ডুলিপির পুনরীকরণ প্রকাশ করা উচিত ইহাই জামাদিগের মত।

এম, সি, বেলী।	টি, ডবলিউ, গিবন।*
রিবস টমসন।	আমীর আলী।
সি, পি, ইলবার্ট।	ডবলিউ ডবলিউ, হট্টর।
জি, এচ, পি, ইবাক্স।	এচ, রেনলডস।*
জে ডবলিউ, কুইন্টন।	

কমিটির সভাপতি কল এট রিপোর্টে বর্ণনাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি ইচ্ছাতে স্বাক্ষর করিলাম, কিন্তু পাণ্ডুলিপির মূল নিয়মের ও তদনুগত অনেক কথাই প্রতি আমার লিপ্যন্তি আছে, সুতরাং ভিন্নমতসূচক একটি স্বতন্ত্র নথি লিখিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল।

পাণ্ডুলিপির মূল নিয়ম সম্বন্ধে প্রতি আমার সম্পূর্ণ আপত্তি আছে। মাসাবর ঐন জিহাদ কৃষ্ণদাস পাল যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন সেই নিয়মাদীনে ও ঐ নিয়মসমূহে এই রিপোর্টে আমি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য ইহাই আমার বিশ্বাস বলিয়া এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলাম।

ভারতচন্দ্র।

১৮৮৪ সাল ১৪ই মার্চ।

ভকসীজ ।

রাজ্য ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১ নং ডাবিথের ৪৮৪—১১৬ H. নং আকিলের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ১৮২৭—৬৪৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৮ই জুলাই তারিখের ১৮৭৬—৬৬৯ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৪শে জুলাই তারিখের ১৯২৮—৬৯৪ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখের ২১৭৯—৭৮৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখের ৫৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৮৬ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৭ নং কাগজপত্র] ।

সীনার জীযুত টি, এম, গিবস সাহেবের মতব্যাখ্যাবলি [৮ নং কাগজপত্র] ।

পূর্ব বাঙ্গালার জমাদারীদেব ১৮৮০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদন ও তৎসহিত মতব্যাখ্যাবলি [৯ নং কাগজপত্র] ।

দীর্ঘপাতিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরের ১৮৮০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২১ নং পত্র [১০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৮২২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ১৭২ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের ১০২১ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৩ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখের ১০৮৩ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৪ নং কাগজপত্র] ।

রাজ্য ও কৃষি সংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ৯৬৪ H. নং আকিলের স্মারকলিপি ও তৎসহিতপত্র [১৫ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের ১১১৭ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৬ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখের ১১৮০ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৭ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখের পত্র [১৮ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের ১২৯৯ T. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [১৯ নং কাগজপত্র] ।

কলিকাতার জীযুত বাবু কিশোরীলাল সরকারের ১৮৮০ সালের ৩রা নবেম্বর তারিখের পত্র [২০ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের ২৩২১—৪৩৭ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২১ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের ২৩৮৯—৮৬১ পত্র ও তৎসহিতপত্র [২২ নং কাগজপত্র] ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮০ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের ২৩৯৫—৮৬৩ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৩ নং কাগজপত্র] ।

- উরিষ্যার জনসাধারণ সভার কমিটির ১৮৮৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [২০ নং কাগজপত্র] ।
- উত্তরপাড়ার জীবুত বাবু রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ১৮৮৩ সালের ১০ই নবেম্বর তারিখের পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৫ নং কাগজপত্র]
- ত্রিহুতের ভূম্যধিকারীদের সভার আনৈতিক সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখের ১১ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৬ নং কাগজপত্র]
- জীবুত বাবু কিশোরী লাল সরকারের ১৮৮৩ সালের ১৭ই নবেম্বর তারিখের পত্র [২৭ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গ ও বেহালদেশের ভূম্যধিকারীদের সদর কমিটির ১৮৮৩ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের ১১৮ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [২৮ নং কাগজপত্র] ।
- রাজস্ব ও কৃষিসংক্রান্ত কার্যবিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ১০৬৪ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [২৯ নং কাগজপত্র] ।
- ময়মনসিংহ জিলার অস্থায়ী সেরপুতের কএকজন জমিদার, তালুকদার, ও মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারীদের ১৮৮০ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখের আবেদনপত্র [৩০ নং কাগজপত্র]
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ২১৭০—২৫৪ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩১ নং কাগজপত্র]
- ত্রিটিব ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখের ১২৩ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩২ নং কাগজপত্র] ।
- রাজশাহীর ভূম্যধিকারীদের কমিটির সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর তারিখে পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র] ।
- ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আলিস্টাটে সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের ২ নং পৃষ্ঠলিপি ও তৎসহিতপত্র [৩৩ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ২৭৮৯—১০০১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৫ নং কাগজপত্র]
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের ১৮২—৪৫ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৬ নং কাগজপত্র]
- ভালান্দা শাখা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ১৮৮৪ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখের সভার নির্ধারণাবলি [৩৭ নং কাগজপত্র] ।
- ভাগলপুরের ভূম্যধিকারী সভার সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২ জানুয়ারি তারিখের ১০৬ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৮ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখের ২২৭—৩৮ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৩৯ নং কাগজপত্র] ।
- বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫৪০—২৩১ L. R. নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪০ নং কাগজপত্র] ।
- ত্রিহুতের ভূম্যধিকারীদের সভার আনৈতিক সেক্রেটারীর ১৮৮৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৫ নং পত্র ও তৎসহিতপত্র [৪১ নং কাগজপত্র]

২ নম্বর।

বঙ্গদেশের প্রজাপত্র বিষয়ক ১৮৮৪ সালের
আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

- ১। সংক্ষেপ নাম।
আরম্ভ।
তালীর ব্যাপ্তি।
- ২। বর্জিত হইবার কথা।
- ৩। অর্থকরণের কথা।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের প্রেরণ বিষয়ক বিধি।

- ৪। প্রজাদের প্রেরণ বিষয়ক কথা।
- ৫। তালুকদার ও রায়ত শব্দের অর্থ।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।
খাজানা বর্জিত কথা।

- ৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্যাবধি যে তালুক
ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোনও স্থলেমাত্র
ভাণ্ডার খাজানা বর্জিত হইতে পারিবার
কথা।
- ৭। তালুকের খাজানা বর্জিত শীকার কথা।
- ৮। বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানার বিত্তের
অধিক না হইবার কথা।
- ৯। খাজানা ক্রমশঃ বর্জিত করিবার আশ্রয় করিতে
পারিবার কথা।
- ১০। খাজানা একবার বর্জিত হইলে দশ বৎসর পরি-
বর্তিত হইতে না পারিবার কথা।
তালুকের অন্যান্য অনুবন্ধের কথা।
- ১১। চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার-
মির কথা।
- ১২। চিরস্থায়ী তালুকদারকে উচ্ছেদ করিতে না
পারিবার কথা।
পত্তনী তালুকের কথা।
- ১৩। পত্তনীদারের পেটাও বিলি করিবার ক্ষম-
তার কথা।
- ১৪। পত্তনী তালুকের ভূম্যধিকারির হস্তান্তরক্রমে
প্রার্থীতার স্থানে আমিন চাহিবার স্বত্বের
কথা।
রেজিষ্ট্রী করিবার কথা।
- ১৫। ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্ট্রী
করিতে হইবার কথা।
- ১৬। খাজানার ডিক্রী ছাড়া অন্য ডিক্রীজারী-
ক্রমে নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে রেজি-
ষ্ট্রী করিবার কথা।

ধারা।

- ১৭। খাজানার ডিক্রী জারীক্ৰমে নীলাম দ্বারা
কিনা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে
রেজিষ্ট্রী করিবার কথা।
- ১৮। রেজিষ্ট্রী না করিবার কালের কথা।
- ১৯। ভূম্যধিকারীকে রেজিষ্ট্রী করিতে বাধ্য করি-
বার নিমিত্ত আদালতে প্রার্থনা করিবার
কথা।
- ২০। রেজিষ্ট্রী করিতে বাধ্য করণার্থ ভূম্যধিকারীর
প্রার্থনার কথা।
- ২১। ভূম্যধিকারীর রেজিষ্ট্রী বহীরা লেখার নকল
দিবার কথা।
- ২২। রেজিষ্ট্রী করণ সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন করিতে
পারিবার কথা।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমিভোগ করে
তাঁহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ২৩। অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অসু-
বন্ধের কথা।

৫ম অধ্যায়।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।
সাধারণ।

- ২৪। বর্তমান দখলীস্বত্ব চলিত থাকিবার কথা।
- ২৫। বাসেন্দা রায়তদের দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবার
কথা।
- ২৬। বাসেন্দা রায়ত শব্দের অর্থ।
- ২৭। গ্রাম ও মহাল শব্দের অর্থকরণের কথা।
- ২৮। ভূম্যধিকারী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে ভাণ্ডার
কালের কথা।
- ২৯। এজমাদারী মালিক ও ইজারাদারদের সম্বন্ধে বিশেষ
বিধানের কথা।
- ৩০। খামার জমী সংরক্ষণের কথা।
- ৩১। দখলীস্বত্বের অনুবন্ধের কথা।
হস্তান্তর বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩২। দখলীস্বত্ব ইচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিলে ভূম্যধি-
কারির অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৩। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ভূম্যধিকারীর
অগ্র্যে ক্রয় করিবার স্বত্বের কথা।
- ৩৪। উদ্ধার করিবার স্বত্ব বর্জিত করা গেলে ভূম্য-
ধিকারীর বন্ধকগ্রহীতার স্থান লইবার
স্বত্বের কথা।
- ৩৫। দখলীস্বত্বদান বিষয়ে নিয়মের কথা।
- ৩৬। পূর্ব কএক ধারার কাণ্ড্যপক্ষে ভূম্যধিকারী
শব্দের অর্থের কথা।
কোর্ট বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।
- ৩৭। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে রায়তেরা কোর্ট বিলি
করে, তাঁহাদের তালুকদারে পরিবর্তিত
হইবার কথা।
- ৩৮। মরগাটার কালের নিয়মের কথা।

খারী।

খাজানা হুকুম কথ।

- ৩৯। উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা বিষয়ক অনুমানের কথ।
- ৪০। মুদ্র রূপ খাজানা হুকুম বিষয়ে নিয়মের কথ।
- ৪১। রেজিষ্টারী করা চুক্তিরূপে খাজানা হুকুম করিবার কথ।
- ৪২। পুনঃবার বিলি করিবার বেলা খাজানা হুকুমের কথ।
- ৪৩। মোকদ্দমার দ্বারা খাজানা হুকুম করিবার কথ।
- ৪৪। প্রচলিত হার ধরিয়া খাজানা হুকুম সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৫। মূল্য হুকুম হেতু ধরিয়া খাজানা হুকুম সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৬। ভূস্বামিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু ধরিয়া খাজানা হুকুম বিষয়ক বিধি।
- ৪৭। বন্যপ্রাণী উৎপাদিকাশক্তিরূপে হেতু ধরিয়া খাজানা হুকুম সম্বন্ধীয় বিধি।
- ৪৮। খাজানা হুকুম উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপ হইবার কথ।
- ৪৯। ক্রমে খাজানা হুকুম করিবার আঁজা করিতে পারিবার কথ।
- ৫০। ক্রমাগত খাজানা হুকুম মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিবার কথ।
- খাজানা কমানিবার কথ।
- ৫১। খাজানা কমানিবার কথ।
- মূল্যের অর্থাৎ দরের ডালিকার কথ।
- ৫২। প্রথম শস্যের মূল্যের ডালিকার কথ।
- খাজানা প্রাপ্তিরিত করিবার কথ।
- ৫৩। শস্যরূপে দেয় খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথ।
- বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথ।
- ৫৪। বিধি করিবার ক্ষমতার কথ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্বশূন্য রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৫৫। এই অধ্যায় খাটিবার কথ।
- ৫৬। দখলীস্বত্বশূন্য রাইতের প্রথমস্থলীর খাজানার কথ।
- ৫৭। খাজানা হুকুমের নিয়মের কথ।
- ৫৮। যে যে হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রাইতকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে তাহার কথ।
- ৫৯। পাট্টার নিয়াদ অতীত হইবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথ।
- ৬০। খাজানা হুকুম দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথ।
- ৬১। “দখল দেওয়া” শব্দের অর্থ।

৭ম অধ্যায়।

কোর্টার রাইতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

- ৬২। কোর্টার রাইতের স্থানে যে খাজানা আদায় করিতে পারা যাইবে, তাহার সীমার কথ।
- ৬৩। কোর্টার রাইতদিগকে উচ্ছেদ করিবার নিয়মের কথ।

খারী।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

- ৬৪। খাজানা অবদারিত থাকিবার সম্বন্ধে বিধি ও অনুমানের কথ।
- ৬৫। খাজানার পরিমাণ ও ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে অনুমানের কথ।
- পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথ।
- ৬৬। পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথ।

খাজানা দিবার কথ।

- ৬৭। খাজানার কিস্তির কথ।
- ৬৮। খাজানা দিবার সময় ও স্থানের কথ।
- ৬৯। টাকা যেভাবে জমা দিতে হইবে, তাহার কথ।
- কবজ ও হিসাবের কথ।
- ৭০। ভূস্বামিকারীকে টাকা দিলে প্রচার কবজ পাইবার স্বত্বের কথ।
- ৭১। বৎসরের শেষে প্রচার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি বা হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারের কথ।
- ৭২। কবজ ও হিসাবের বিবরণপত্র না দিলে এবং অনুলিপি না রাখিলে দণ্ডের কথ।
- খাজানা আদায় করিবার কথ।
- ৭৩। রাজকীয় কার্যালয়ে খাজানা আদায় করিবার দরখাস্তের কথ।
- ৭৪। যে খাজানা আদায় করা যায় রাজকীয় তফদারী তাহার রসীদ দিলে ঐ রসীদ নিষ্কৃতিপত্র হইবার কথ।

- ৭৫। আদায় পাইবার নোটিশের কথ।
- ৭৬। আদায়ী টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার কথ।

বাকী খাজানার কথ।

- ৭৭। খাজানা হস্তান্তরযোগ্য হোতের প্রথম দায় হইবার কথ।
- ৭৮। যে যোত হস্তান্তর করা যাইতে না পারে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করিবার কথ।
- ৭৯। বাকী খাজানার সুদের কথ।
- ৮০। বৃত্তিসিদ্ধ কারণ বিলা খাজানা না দেওয়া গেলে কিম্বা অন্যরূপে প্রতিবাদিত নানে খাজানার মোকদ্দমা করা গেলে হানিপূরণের আঁজা করিবার ক্ষমতার কথ।
- কলনী বা তাউনী খাজানার কথ।
- ৮১। কলন যাচাই বা বিভাগ করিবার নিয়ম আঁজার কথ।
- ৮২। কর্মচারী নিযুক্ত করা গেলে কার্যপ্রণালীর কথ।
- ৮৩। শস্যের দখল সম্বন্ধে স্বত্ব ও দায়ের কথ।

ধারা।

ভূম্যধিকারীর পরিবর্তন হইলে খাজানার
দায়ের কথা।

৮৪। হস্তান্তরের নোটিস না পাঠিয়া পূর্ব ভূম্যধিকা-
রীকে যে খাজানা দেওয়া যায় তজ্জন্য
ভূম্যধিকারির স্বার্থপ্রার্থীতার নিকটে প্রচার
দায়ী না হইবার কথা।
আইনবিরুদ্ধ কর প্রভৃতির কথা।

৮৫। আবওয়াব প্রভৃতি আইনবিরুদ্ধ হইবার
কথা।

৮৬। দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রচার স্থানে
ভূম্যধিকারী অনাথ করিয়া লইলে দণ্ডের
কথা।

৯ম অধ্যায়।

ভূম্যধিকারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান।

উৎকর্ষ সাধনের কথা।

৮৭। “উৎকর্ষসাধন” শব্দের অর্থ।

৮৮। অবধারিত কারে ভূমি ভোগ করা গেলে উৎ-
কর্ষ সাধন করিবার স্বত্বের কথা।

৮৯। দখলীস্বত্বশিষ্ট যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।

৯০। দখলীস্বত্বশূন্য যোত সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন
করিবার স্বত্বের কথা।

৯১। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করি-
বার কথা।

৯২। উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করি-
বার প্রার্থনার কথা।

৯৩। রায়তকে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।

৯৪। যে বিধিক্রমে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার কথা।
ইস্তক ও পরিত্যাগ করিবার কথা।

৯৫। ইস্তক করিবার কথা।

৯৬। পরিত্যাগের কথা।

যোতের অংশ করিবার কথা।

৯৭। যোতের অংশ হস্তান্তরযোগ্য না হইবার
কথা।

উচ্ছেদের কথা।

৯৮। ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উচ্ছেদ না
হইবার কথা।

ভূমি মাণ করিবার কথা।

৯৯। ভূম্যধিকারির ভূমি মাণিবার স্বত্বের কথা।

১০০। প্রজা উপস্থিত হইয়া সীমা দেখাইয়া দিবে,
আদালতের একপ আজ্ঞা করিতে পারি-
বার কথা।

১০১। মাপের কড়ির কথা।

কার্য্যাদ্যবদের কথা।

১০২। কেন সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্য্য-
াদ্যক নিযুক্ত করিবেন না ইহার কারণ দর্শা-
ইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর আদেশ
করিতে পারিবার কথা।

১০৩। কারণ দর্শান না গেলে একজন কার্য্যাদ্যক
নিযুক্ত করণার্থ তাঁহাদিগকে আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।

১০৪। আজ্ঞা পালিত না হইলে কার্য্যাদ্যক নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

১০৫। পূর্ব পারার (খ) প্রকরণমত সকল স্থলে
কার্য্য করণার্থ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত
করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৬। কোর্ট অফ ওয়ার্ডস বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্য্যাদ্যকতা সম্বন্ধে
খাটিবার কথা।

১০৭। কার্য্যাদ্যকের প্রতি যে ২ বিধান বর্ত্তিবে
তাহার কথা।

১০৮। সহাধিকারীগণকে কার্য্যাদ্যকতা তার প্রত্যর্পণ
করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৯। বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১০ম অধ্যায়।

স্বত্বের লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।

স্বত্বের লিপির কথা।

১১০। স্বত্বের লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে
পারিবার কথা।

১১১। যে ২ বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে
তাহার কথা।

১১২। ভূম্যমির বা তালুকদারের প্রার্থনামতে রাজস্ব
কর্মচারীর বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করিতে
পারিবার কথা।

১১৩। লিপি প্রকাশ করিবার কথা।

১১৪। লিপির লেখাসম্বন্ধে বিবাদ হইলে কার্য্য-
প্রণালীর কথা।

১১৫। রাজস্ব কর্মচারীদের নিষ্পত্তির উপর আণী-
তের কথা।

১১৬। এই লিপির যে লেখা সম্বন্ধে বিবাদ না থাকে
তাঁহা অনুমানমত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য
হইবার কথা।

খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।

১১৭। খাজানা ধার্য্য করণার্থ রাজস্ব কর্মচারীদের প্রতি
আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১১৮। খাজানা ধার্য্য করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৯। যে সময়ে খাজানার পরিবর্তন কলবে হইবে
তাহার কথা।

১২০। ধার্য্য করা খাজানা যত কাল অপরিবর্তিত থাকি-
বে তাহার কথা।

অতিরিক্ত বিধানের কথা।

১২১। এই অধ্যায়মত কার্য্যমুত্থানে যে খরচ পড়ে
তাহার কথা।

১২২। লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে অবধারিত
খাজানাসম্বন্ধী অনুমান না খাটিবার কথা।

১১ম অধ্যায়।

তারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

১২৩। তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে পারি-
বার কথা।

১২৪। তালিকার যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

১২৫। যে বিধি অনুসারে খাজানার হার ধার্য্য করিতে
হইবে তাহার কথা।

১২৬। তালিকার স্থানীয় প্রকাশ করণের কথা।

১২৭। রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি নিষ্পত্তি করিতে
পারিবার কথা।

ধারা।

- ১২৮। তালিকা উর্জ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষদের নিকট পাঠাইবার কথা।
 ১২৯। তাহা হইলে রেভিনিউ বোর্ডের কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩০। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তালিকা প্রকাশ করিবার কথা।
 ১৩১। তালিকা যত কাল অবলম্বিত হইবে তাহার কথা।
 ১৩২। তালিকা সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইবার কথা।
 ১৩৩। তালিকা প্রস্তুত করিতে যে খরচ পড়ে তাহা যেভাবে দিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৩৪। যেখানে তালিকা অবলম্বিত থাকে সেখানে খাজানার ক্ষির মোকদ্দমার কথা।

১২শ অধ্যায়

ভূস্বামীর নিজ অধী লিপিবদ্ধ করিবার বিধি।

- ১৩৫। ভূস্বামীর নিজ অধী অরীপ ও লিপিবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের ক্ষমতার কথা।
 ১৩৬। ভূস্বামীর বা প্রজার প্রার্থনামতে নিজ অধীর কথা লিপিবদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্মচারীর ক্ষমতার কথা।
 ১৩৭। নিজ অধী লিপিবদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৩৮। ভূস্বামীর নিজ অধী নিয়ম করিবার বিধি।

১৩শ অধ্যায়

ক্রোক করিবার বিধি।

- ১৩৯। যে স্থলে ক্রোকের দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
 ১৪০। যে পাঠে দরখাস্ত লিখিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪১। দরখাস্ত পাঠিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৪২। ক্রোক করিবার আজ্ঞা জারী হইবার কথা।
 ১৪৩। দাবীপত্র ও হিসাব জারী করিবার কথা।
 ১৪৪। শস্যাদি কর্ত্তন প্রভৃতি করিবার স্বত্বের কথা।
 ১৪৫। দাবী শোধ করা না গেলে নীলামের ঘোষণা-পত্র প্রচার করিবার কথা।
 ১৪৬। নীলাম হইবার স্থানের কথা।
 ১৪৭। ক্ষেত্রস্থলসমূহ বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।
 ১৪৮। যে প্রকারে বিক্রয় করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৪৯। বিক্রয় স্থগিত রাখিবার কথা।
 ১৫০। ক্রয়ের টাকা দিবার কথা।
 ১৫১। ক্রেতাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
 ১৫২। নীলামের উৎপন্নটাকা যেভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।
 ১৫৩। কোনও কর্মচারীদের ক্রয় করিতে না পারিবার কথা।
 ১৫৪। নীলামের পূর্বে দাবীর টাকা দেওয়া গেলে কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৫৫। পেটাও প্রজা আপন পাটানাতার অন্য যে টাকা দেন, তাহা খাজানা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।

ধারা।

- ১৫৬। উর্জ্বতন ও অধস্তন ভূস্বামিকারীর স্বত্বের মধ্যে বিরোধের কথা।
 ১৫৭। যে সম্পত্তি আটক আছে তাহা ক্রোক করিবার কথা।
 ১৫৮। অনার ক্রোকের নিমিত্ত কতিপূরণের মোকদ্দমার কথা।

১৪শ অধ্যায়

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

- ১৫৯। ভূস্বামিকারী ও প্রজার মোকদ্দমার বর্ত্তাইতে হইলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতার কথা।
 ১৬০। আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্যে বিচারাদি-পত্রের কথা।
 ১৬১। নায়ের বা গোমস্তার স্বীকৃত মোদ্দার হইবার কথা।
 ১৬২। মোকদ্দমার বিশেষ রেজিষ্টারের কথা।
 ১৬৩। খাজানার মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীর কথা।
 ১৬৪। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যে টাকা দেনা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৫। ভূস্বামিকারীর পাওনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা আদালতে দিবার কথা।
 ১৬৬। কিস্তিক্রমে টাকা দিবার বিধানের কথা।
 ১৬৭। আদালতের রসীদ দিবার কথা।
 ১৬৮। খাজানার মোকদ্দমার আপীলের কথা।
 ১৬৯। খাজানার ক্ষির তিক্তি যে তারিখ অবধি চল-বৎ হইবে তাহার কথা।
 ১৭০। সম্পত্তিদণ্ড হইবার প্রতিকারের কথা।
 ১৭১। যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায়, অন্য ও বপনার্থে প্রস্তুত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের স্বত্বের কথা।
 ১৭২। উচ্ছেদ করিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরস্পরের দায়ের নিষ্পত্তি হইবার কথা।
 ১৭৩। উচ্ছেদের বিকল্পে আদালতের ন্যায় খাজানা ধার্য্য করিতে পারিবার কথা।
 ১৭৪। প্রজাস্বত্বের অনুবাদ নিরূপণ করিবার প্রাধিকার কথা।

১৫শ অধ্যায়

লাকী খাজানার নিমিত্তে ডিক্রীমত বিক্রয়ের বিধি।

- ১৭৫। দায় অসিদ্ধ করণ সম্বন্ধে ক্রেতার সাধারণ ক্ষমতার কথা।
 ১৭৬। সংরক্ষিত স্বার্থের কথা।
 ১৭৭। “দায়” ও “রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” শব্দের অর্থ।
 ১৭৮। মোক্তার নীলাম হইবার প্রার্থনাপত্রের কথা।
 ১৭৯। নীলাম হইবার বিজ্ঞাপনসূচক ঘোষণাপত্রের কথা।
 ১৮০। রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বন্ধিত ভাণ্ডুক বিক্রয়ের ও তাহার কালের কথা।
 ১৮১। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত ভাণ্ডুক বিক্রয় করিবার ও তাহার কালের কথা।

ধারা।

- ১৮২। অবধারিত হারের বোতের প্রতি পূর্ন এক ধারার বিধান বজ্জিবার কথা।
- ১৮৩। সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা সহিত দখলীস্বত্ববিধিতে যোত বিক্রয় করিবার ও তাহার কলম কথা।
- ১৮৪। পূর্ন এক ধারামতে দায় অসিদ্ধ করিবার কার্য-প্রণালীর কথা।
- ১৮৫। দখলীস্বত্ববিধিতে যোত পূর্ন এক ধারামতে তালুক বন্টিগণা কর একরূপ আত্মা দিবার ক্ষমতার কথা।
- ১৮৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার বিধির কথা।
- ১৮৭। ধরচা সম্বন্ধে ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া গেলেই কিম্বা ডিক্রীদার শোধ হইয়াছে স্বীকার করিলেই যোত ফোক হইতে মুক্ত হইবার কথা।
- ১৮৮। নীলাম্র নিবারণার্থ আদালতে টাকা দেওয়া গেলে, তাহা কোমর হলে উক্ত বোতের বজ্জী শূন্য হইবার কথা।
- ১৮৯। অধস্তন প্রজা আদালতে টাকা দিলে তাহা খাজানাহইতে কাটিয়া লইতে পারিবার কথা।
- ১৯০। নীলাম্রে ডিক্রীদারের ডাকিতে পারিবার ও ডিক্রীমত খাতকের না পারিবার কথা।
- ১৯১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কায্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১৩ ও ৩১৬ ধারার কার্য না হইবার কথা।
- ১৯২। দায়স্বত্বিকারী কোমর নিদর্শনপত্র রেজি-স্ট্রী করিবার কথা।
- ১৯৩। জুম্মাধিকারীকে দায়ের নোটিস দিবার কথা।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিষিদ্ধ সরাসরী নীলাম্রের বিধি।

পত্তনী তালুক নীলাম্রের কথা।

- ১৯৪। জুম্মাধারী সরাসরী নীলাম্র দ্বারা পত্তনীদারের হাট্টে বাকী খাজানা আদায়ের কথা।
- ১৯৫। বৎসরের প্রারম্ভে নীলাম্রের দরখাস্ত করিবার কথা।
- ১৯৬। নোটিস জারী করিবার কথা।
- ১৯৭। বৎসরের দরখাস্তে নীলাম্রের দরখাস্তের কথা।
- ১৯৮। তালুকদার তলবসম্বন্ধে আপত্তি করিলে কার্যপ্রণালীর কথা।
- ১৯৯। বাকীটাকা আদায় কর না গেলে তালুক নীলাম্র হইবার কথা।
- ২০০। নীলাম্র হইলে যেই নিয়ম মানিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০১। নীলাম্রের কার্য যেখানে চালাইতে হইবে, তাহার কথা।
- ২০২। ধরদারের স্বত্বের কথা।
- ২০৩। ধরদারকে দখল দিবার কথা।
- ২০৪। নীলাম্র বজ্জ করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আদায় কর টাকা আদায় করিবার কথা।
- ২০৫। নীলাম্র অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার কথা।
- ২০৬। নীলাম্র হওয়ার পরে যে ব্যক্তির স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে পারে তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমার কথা।

ধারা।

- ২০৭। নীলাম্রের উৎপন্ন টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।
- ২০৮। রবিবার ও বঙ্গব দিবস বিষয়ক বিধানের কথা।
- অন্যান্য তালুক নীলাম্রের কথা।
- ২০৯। অন্যান্য রেজিস্ট্রীকরা তালুক সম্বন্ধে এই অধ্যায় পরিবর্তিত হইয়া থাকিবার কথা।

১৭শ অধ্যায়।

চুক্তি ও দেশাচার বিষয়ক বিধি।

- ২১০। চুক্তির বিচ্ছেদ যেই বিধান কলমে হইবে তাহার কথা।
- ২১১। কায়েরী মকররী পাঠের কথা।
- ২১২। কৃষিকার্যোগণেশী কলমের চুক্তির কথা।
- ২১৩। চর ও দেয়াড়: কলমের কথা।
- ২১৪। উঠবন্দী ও চালহাঙ্গিলী প্রণালীর কথা।
- ২১৫। চাকরান তালুক সম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২১৬। বাস্তু চুক্তির কথা।
- ২১৭। দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

১৮শ অধ্যায়।

বিবাদ বা ডায়ালি বিষয়ক বিধি।

- ২১৮। ৪ ডকসীমত মোকদ্দমা, আপীল এবং প্রার্থনা বা দরখাস্তের নিয়মের কথা।
- ২১৯। ভারতবর্ষীয় বিবাদ বিষয়ক আইনের কিয়-দংশ এই মোকদ্দমা প্রভৃতিতে না থাকিবার কথা।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

- ২২০। কলমে বে-আইনীমতে হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের কথা।
- জুম্মাধিকারীদের কর্মকারক ও এডিনিধিদের কথা।
- ২২১। জুম্মাধিকারীর কর্মকারকদ্বারা কার্য করিবার কথা।
- ২২২। এজমা-ী জুম্মাধিকারীদের একত্রে বা সাধা-রূপ কর্মকারকের দ্বারা কার্য করিবার কথা।
- সাক্ষর কর্মচারীদের ক্ষমতার কথা।
- ২২৩। কর্মচারীদের কায্যপ্রণালী ও ক্ষমতা সম্বন্ধীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।
- বিধির কথা।
- ২২৪। বিধি প্রণয়ন, প্রকাশ ও দৃঢ় করিবার কার্যপ্র-ণালীর কথা।
- ২২৫। যে জিলার ক্রিয়াকানীন বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই জিলার যে জুম্মা জোগ হয় তৎসম্বন্ধে না থাকিবার কথা।
- ২২৬। রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইলে খাজানা পরিবর্তন করিতে পারিবার কথা।
- সাক্ষর প্রভৃতি বিষয়ের কথা।
- ২২৭। সাক্ষর ও বন্দকর প্রভৃতি স্বত্বের কথা।
- বিলেব আইন সংরক্ষণের কথা।
- ২২৮। বিলোব আইন সংরক্ষণের কথা।

তকসীল।

প্রথম।—যেই আইন রহিত হইল।

দ্বিতীয়।—১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

তৃতীয়।—কবজ ও হিসাবের পাঠ।

চতুর্থ।—নিয়াদ।

বঙ্গদেশের জীবুত স্পেটেন্টে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক এককটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি ।

বঙ্গদেশের জীবুত স্পেটেন্টে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ভূম্যধিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিষয়ক এককটি আইন সংশোধন ও সংগৃহ করা বিহিত; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে ।—

১ম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা ।

১ ধারা । (১) এই আইন “বঙ্গদেশের প্রজাসংক্রান্ত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে ;
(২) স্থানীয় গবর্নরেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অধুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এতদর্থ্যে যে তারিখ নিরূপণ করেন, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে । অতঃপর সেই তারিখ এই আইন প্রচলিত হইবার সময় বলিয়া খ্যাত হইবে ।

(৩) কমিকাতা নগর ও উড়িষ্যা খণ্ড ছাড়া এবং স্থানীয় ব্যাপ্তি । তৎসমীলে লেখা প্রদেশ বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনের প্রথম তৎসমীলের তৃতীয় খণ্ডের নির্দিষ্ট তৎসমীলে লেখা প্রদেশ ছাড়া বঙ্গদেশের জীবুত স্পেটেন্টে গবর্নর সাহেবের শাসনাধীনে থাকিলে যে যে দেশ থাকে, সেই সেই দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তিবে; এবং স্থানীয় গবর্নরেন্টে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীবুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অধুমতি গ্রহণপূর্বক স্থানীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের সমুদয় বা কোন অংশ উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তাইতে পারিবেন ।

২ ধারা । (১) যে যে দেশে এই আইন আপন বলে বর্ত্তে, সেই সেই দেশে রহিত হইবার কথা । ইহার প্রথম তৎসমীলের নির্দিষ্ট আইনগুলি রহিত হইল ।

(২) যৎকালে এই আইন উড়িষ্যা খণ্ডে বর্ত্তান যায়, তৎকালে প্র সকল আইনের মধ্যে যে যে আইন উক্ত খণ্ডে প্রবল থাকে, অথবা এই আইনের কিয়দংশ মাত্র বর্ত্তান গেলে, তদ্বোধে যে যে আইন এই অংশের সহিত অসঙ্গত হয়, সেগুলি উক্ত খণ্ডে রহিত হইবে ।

(৩) এই আইন দ্বারা যে কোন আইন রহিত করা যায়, কোন আইনে বা দলীলে সেই আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা এই আইনের বা তদ্বিপরক এই আইনের অংশবিশেষের উল্লেখ জান করিয়া অর্থ করিতে হইবে ।

(৪) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে কোন স্বত্ব, অধিকার, বিষয় বা বস্তু প্রবল বা বিদ্যমান না থাকে, এই আইন দ্বারা কোন আইন রহিত হইল বলিয়া সেই স্বত্ব প্রভৃতি পুনরুজ্জীবিত হইবে না ।

অর্থকরণের কথা । ৩ ধারা । বিষয় বিবেচনায় বা পুর্কোপক কথায় ভাবান্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

(১) প্রচলিত আইনক্রমে কোন জিলার কালেক্টর মালিকানা ভূমির ও লাখদার ভূমির যে যে সাধারণ রেজিস্ট্রার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেহে রেজিস্ট্রারের কোন রেজিস্ট্রারে একই ক্ষার মধ্যে যে ভূমি লেখা যায়, “মহাল” শব্দে সেই ভূমি বুঝাইবে ।

কিন্তু ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনের ৩ ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন পান্ডুলিপি রেজিস্ট্রারী নথি গেলে, তাহা এই লকনের সম্মানীয় মন্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে না ।

(২) “ভূম্যধিকারী বা ভূম্যদার” শব্দে কোন মহালের মালিকস্বরূপ এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৩) যে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধীনে ভূমি ভোগ করে ও তাহার মিকট ভূমির নিমিত্ত খাজানা দিতে দায়ী নথি বিবেচ্য চুক্তি না থাকিলে দায়ী থাকিত, “প্রজা” শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৪) যে এক বা বহু ব্যক্তির অধিহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করেন, “ভূম্যধিকারী” শব্দে সেই এক বা বহু ব্যক্তিকে বুঝাইবে ।

(৫) প্রজা যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার ব্যবহার বা মতল নিমিত্ত আপন ভূম্যধিকারীকে মুদ্রা বা শস্য যোগে প্রজার বাহা কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, “খাজানা” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৬) খাজানা সম্বন্ধে “দেওয়া” “দিতে,” ও “দেওন” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, “অর্পণ করা,” “অর্পণ করিতে,” ও “অর্পণ করণ” ইত্যাদি বুঝাইবে ।

(৭) এক পাট্টাক্রমে বা এক প্রজাময়ের অধীনে কোন ভূম্যধিকারীর কোন প্রজা যে বা যেহ ভূমিখণ্ড ভোগ করেন, “গোড” শব্দে তাহা বুঝাইবে ।

(৮) “কৃষি বৎসর” বলিতে যেখানে বাঙ্গালী সন চলিত আছে, সেখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয়, সেই বৎসর বুঝাইবে; যেখানে ফলগী বা আলী সন চলিত আছে, সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে; এবং যেখানে ক্রাবকালগণনা অন্য কোন সন চলিত থাকে, সেখানে সেই সন বুঝাইবে ।

(৯) ১৭৯৩ সালে বাঙ্গালী বেহার ও উড়িষ্যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” বলিতে তাহা বুঝাইবে ।

(১০) “হস্তান্তর” শব্দে ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রীক্রমে বিক্রয় ও বন্ধক ও দানও বুঝাইবে ।

(১১) “উত্তরাধিকার” শব্দে অকৃতচরমপত্র ও চরমপত্রাব্যতী অর্থাৎ উইল বিলা ও উইলমত উত্তর প্রকার উত্তরাধিকারই বুঝাইবে ।

(১২) কোন ব্যক্তি আপনার নাম লিখিতে না পারিতে চেরামহীকরিলে, “স্বাক্ষরিত” শব্দে “চেরামহী করা” বুঝাইবে । এই শব্দে পুর্কোপক ব্যক্তির নামের “মোহরান্বিত” ও বুঝাইবে ।

(১৩) “নির্দিষ্ট” শব্দে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া স্থানীয় গবর্নরেন্টকর্তৃক নির্দিষ্ট বুঝাইবে ।

(১৪) “কালেক্টর” শব্দে কোন জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা এত আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতাবূম্যধে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্নরেন্টের নিযুক্ত অন্য কোন কার্য্যকারক বুঝাইবে ।

(১১) এটি আইনের কোন বিধান “রাজস্ব কর্ম-চাণী” শব্দ থাকিলে, স্থানীয় গবর্নমেন্ট উক্ত বিধানমত রাজস্ব কর্মচারীর কর্ম গানুনারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করেন উক্ত শব্দে সেই কর্মচারী বুঝাইবে।

(১২) “পত্তনী তালুক” শব্দে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের বর্ণিত প্রকারের তালুক বুঝায়, এবং সেত তফসীলের উল্লিখিত সরপত্তনী ও অন্যান্য তফসীল তালুক ও তফসীল।

২য় অধ্যায়।

প্রজাদের জমী বিষয়ক বিধি।

প্রজাদের জমী বিষ- ৪ ধারা। এটি আইনের
য়ক কথা। কার্য্যপক্ষে নিম্নলিখিত কএক
জমীর প্রজা থাকিলে, যথা,—

(১) তালুকদার, পেটাও তালুকদারেরা ইহার অন্তর্গত;

(২) রায়ত; এবং

(৩) কোকা রায়ত, অর্থাৎ, যে প্রজারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষা সম্বন্ধে রায়তের অধীনে জমি ভোগ করে;

আর নিম্নলিখিত কএক জমীর রায়ত, যথা,—

(ক) যে রায়তেরা অবধারিত হারে জমি ভোগ করে,—যাহারা অবধারিত খাজানার কিম্বা অবধারিত খাজানার হারে জমি ভোগ করে, এই কথার তাৎপর্য্যগত বুঝাইবে;

(খ) দখলীস্বত্বশিষ্ট রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়ত-দের ভোগকৃত ভূমিতে দখলীস্বত্ব আছে; এবং

(গ) দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত, অর্থাৎ, যে রায়তদের প্রকৃপ দখলী স্বত্ব নাই।

৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তি খাজানা আদায় করিবার স্বত্ব কুশলির স্থানে বা অন্য তালুকদার ও রায়ত কোন তালুকদারের স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, “তালুক-দার” বলিতে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যাহারা প্রকৃপ স্বত্ব পাঠিবাছেন, তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীগণকে ও যাহারা ৩৭ ধারামতে তালুকদার বলিয়া গণ্য হইলে সেই ব্যক্তিদিগকেও বুঝাইবে।

(২) যে ব্যক্তি আপনি, বা আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গদ্বারা, বা দেওনাভোগী চাকরদ্বারা কিম্বা অংশী-দের সাহায্যে জমির চাষ করিবার নিমিত্ত জমি গ্রহণ করি-রাছেন, “রায়ত” শব্দে মুখ্যতঃ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে; এবং যে ব্যক্তির প্রকৃপে জমি গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্বার্থগত উত্তরাধিকারীগণ ও ৩৭ ধারার নিয়মা-ধীনে এই শব্দে বাচ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন ভূস্বামীর বা তালুকদারের আবহিত অধীনে জমি ভোগ না করিলে, তাহাকে রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(৪) কোন প্রজা তালুকদার কি রায়ত, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দেশাচারের প্রতি;

(খ) যে রায়তেরা আপনারদের বোতের অর্ধেকের অধিক কোর্কী বিলি করে, তাহাদের সম্বন্ধে ৩৭ ধারার বিধানের প্রতি; এবং

(গ) প্রথম প্রাপ্তির সময়ে প্রজাদের তালুক প্রতি, অর্থাৎ, যে স্বত্ব খাজানা আদায় করিবার বা জমি চাষ করিবার স্বত্ব ছিল, ইহার প্রতি।

(৫) কোন বোতের পরিমাণ স্টিমত ১০০ বিঘার অধিক হইলে, এবং উহার সমস্ত বা নিম্নতম পেটাও বিলি করা গেলে, যাহা বিপণীত দর্শন না যায়, তাহা প্রজা তালুকদার বলিয়া জ্ঞানমান হইবে।

৩য় অধ্যায়।

তালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি।

খাজানা রক্ষিত কথা।

৬ ধারা। (১) চিরস্থায়ী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়াধি যে তালুক ভোগ হইয়া আসিতেছে, কোন বন্দোবস্ত তাহার খাজানা স্থা হইতে রেকের তাহার খাজানা রক্ষিত করা যাইতে পারিবে না, অর্থাৎ,

(ক) যে ভূস্বামিকারীর অধীনে এই তালুক ভোগ করা যায়, তিনি দেশাচারক্রমে, কিম্বা যে যে নিয়মের অধীনে এই তালুক ভোগ কর তদনুসারে, তাহার খাজানা রক্ষিত করিতে আবদার, অথবা

(খ) এই তালুকদার আপনার খাজানা কমাইয়া লইয়া নানীকৃত নীতি ও খাজানা দিতে দায়ী হইয়াছেন, এবং জমি হইতে এই খাজানা তোলা যাইতে পারে।

(২) শিকস্তী চওখাও কিম্বা রাজকীয় কার্ণোর নিমিত্ত বা কোম্পানিদের নিমিত্ত জমি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে বলবৎ থাকে, সেই আইনের বিধান-মতে জমি গহীত হওয়াতে কোন তালুকদারের খাজানা কমাইয়া দেওয়া গেলে, এই কমান এই ধারার নন্দীস্বায়ী কমান বলিয়া গণ্য হইবে না।

৭ ধারা। (১) যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা রক্ষিত করা যাইতে পারে, সেই স্থলে উভয় পক্ষের সৌম্য কথা।

যদি কোন চুক্তি থাকিলে তাহা মানিয়া এই খাজানা নিমিত্ত তফসীল তালুকদারেরা ভোগ করেন, তাঁহারা দেশাচারানুসারে যে হারে খাজানা দেন সেত হার পদাঙ্গ রক্ষিত করা যাইতে পারিবে।

(২) যেখানে তফসীল দেশাচারানুসারে হার নাই, সেত স্থলে উক্তরূপ চুক্তি মানিয়া আদালত বাচ্য উপযুক্ত ও ন্যায্য জ্ঞান করেন, সেত সীমা পর্য্যন্ত খাজানা রক্ষিত করা যাইতে পারিবে।

(৩) যখন উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, ইহা নির্ণয় করি-বার সময়ে আদালত তালুকদারের মোট যত খাজানা পাওনা হয়, তাহা হইতে খাজানা আদায় করিবার খরচ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকে তাহার শতকরা দশ ভাগের কম লভ্য দিবেন না, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(ক) যে অবস্থায় তালুকের স্বষ্টি হয়, যথা, তালুকর অন্তর্গত জমি কিম্বা তাহার অধিকাংশ তালুকদারের কিম্বা তদীয় স্বার্থগত পুর্বাধিকারীদের দ্বারা বাধরচে প্রথম চাষ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) তালুকদার বা তদীয় স্বার্থগত পুর্বাধিকারীরা কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন কি না;

(গ) আদায় করিবার খরচ ও সুকি।

(৪) উক্ত তালুকদার আপন তালুকের অন্তর্গত ভূমির কোন অংশ আপন দখল করিলে, অথবা ঐ ভূমির কোন অংশ খাজানায়ুক্ত করিয়া বা উপকারার্থ সামান্য খাজানার দিলে, ঐ অংশের নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা হিসাব করিয়া পূর্বোক্ত মোট খাজানার মধ্যে ধরিতে হইবে।

৮ ধারা। যে স্থলে কোন তালুকদারের খাজানা বর্দ্ধিত খাজানা সাবেক হইলে পূর্ব ধারামতে যে বর্দ্ধিত খাজানা ধার্য করা যায়, তাহা পূর্বদেয় খাজানার হিঙ্গের অধিক হইবে না।

৯ ধারা। আদালত যদি বিবেচনা করেন যে একবারে খাজানা ক্রমশঃ বর্দ্ধি করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
যাহা হইবে, অর্থাৎ যাবৎ খাজানা বর্দ্ধির উচ্চ সীমায় উপস্থিত হওয়ার না যায়, পাঁচ বৎসরের অনধিক কএক বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমশঃ বৎসর বৎসর খাজানা বর্দ্ধি হইবে।

১০ ধারা। কোন তালুকদারের খাজানা আদালত দ্বারা কিম্বা চুক্তিক্রমে বর্দ্ধি করা গেলে, যে তারিখে বর্দ্ধি করা যায়, আদালত সেই তারিখের পর দশ বৎসর মধ্যে ঐ খাজানা আর বর্দ্ধি করিবেন না।

তালুকের অন্যান্য অনুবন্ধের কথা।

১১ ধারা। প্রত্যেক চিরস্থায়ী তালুক, রেজিষ্টারী করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধানের নিয়মাদীনে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও উইল করা যাইতে পারিবে।

১২ ধারা। কোন চিরস্থায়ী তালুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারী এই উত্তরের মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্তক্রমে এই আইনের বিধান-সম্মত যে নিয়ম ভঙ্গ করিলে উক্ত তালুকদারকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, তিনি সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, এইরূপ হেতু বিনা উক্ত তালুকদারকে তদীয় ভূম্যধিকারী উচ্ছেদ করিবেন না।
পতনী তালুকের কথা।

১৩ ধারা। পতনী তালুকদার এই আইনের বিধান পতনীদারের পেট ও মানিয়া আপন তালুকের ন্যায় করিবার ক্ষমতার অধিকারী।
ভূমির বিল করিতে পারিবেন।

৪ ধারা। (১) ইচ্ছাপূর্বক কিম্বা ডিক্রী জারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইন-মত সরাসরী নীলাম দ্বারা পতনী তালুক হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী খাজানা দিবার ও তালুকের অন্যান্য নিয়ম পালন করিবার সম্বন্ধে উক্ত তালুকের অর্ধ বৎসরের খাজানা পরিমিত মাত্রের আদায় হস্তান্তরকমে প্রতীতির নিকটে চাৰিতে পারিবেন।

সরের খাজানা পরিমিত মাত্রের আদায় হস্তান্তরকমে প্রতীতির নিকটে চাৰিতে পারিবেন।

(২) ডিক্রীজারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর হইলে, যদি ভূম্যধিকারী এই ধারামতে ক্রেতার স্থানে আদায় চাফেন, এবং চাফিয়ার তাবধি অবধি এক বাস মধ্যে ঐ জামিন না দেওয়া হয়, তবে যত দিন জামিন দেওয়া না হয়, তত দিন ভূম্যধিকারী হস্তান্তরকমে প্রতীতাকে বাদ রাখিয়া উক্ত তালুক ক্রোক করিয়া দখল করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামত ক্রোক থাকিবার কালে ভূম্যধিকারী পেট ও তালুকদার কিম্বা ব্যরতদের স্থানে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইতে ক্রোক করিবার খরচ, আদায়ের খরচ, ও আপনায় পাওনা খাজানা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা ক্রেতার পক্ষে ন্যায্য স্বরূপ রাখিবেন।

(৪) এরূপে যে খাজানা আদায় হয়, তাহাতে ক্রোকের খরচ, আদায়ের খরচ এবং ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য খাজানা দিতে না কুলাইলে, যত টাকা ন্যূন হয় ততদ্বারা ক্রেতা দারী থাকিবেন, এবং ভূম্যধিকারী তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিকল্পে কার্যাত্মক করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারামতে কোন হস্তান্তরকমে প্রতীতা যে জামিন দিবার প্রস্তাব করেন ভূম্যধিকারী তাহা অগ্রাহ্য করিলে, হস্তান্তরকমে গৃহীতা অগ্রাহ্য করিবার তারিখ অবধি তিন বাসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে উক্ত জামিন গ্রহণার্থ ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশস্বরূপ আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং আদালত প্রতীতকে জামিন উপযুক্ত বলিয়া বুঝিলে এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহা না বুঝিলে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত কোন আদায় উপর আপীল চলিবে না।
রেজিষ্টারী করিবার কথা।

১৫ ধারা। (১) ডিক্রীজারীকমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমত সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া কোন চিরস্থায়ী তালুকের হস্তান্তর বা উক্ত তালুকের উত্তরাধিকার ঘটিলে, হস্তান্তরকর্ত্তা ও হস্তান্তরকমে প্রতীতা একত্র কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি ভূম্যধিকারীর নিকটে যদি প্রার্থনা করেন, এবং প্রার্থন পক্ষা-গ্রীকিটে কী দেন, তবে ভূম্যধিকারী পতনী তালুক হইলে পূর্ব ধারার বিধান মানিয়া উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিষ্টারী করিবেন।

কিন্তু কোন তালুকের খাজানা বাকী থাকিলে, ভূম্যধিকারী যদি উচিত বোধ করেন, তবে তাহার হস্তান্তর রেজিষ্টারী করিতে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) এই ধারামত প্রার্থনাপত্রে যে কী দিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিতরূপ হইবে, বধা,—

(ক) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে হইলে, উক্ত তালুকের বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা কী দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কোন কী এক টাকার কম কিম্বা এক শত টাকার অধিক হইবে না।

(খ) উক্ত তালুক সম্বন্ধে খাজানা দিতে না হইলে, দুই টাকা কী দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে যে প্রার্থনা করা যায়, ভূম্যধিকারী তদনুসারে কার্য করিতে অসম্মত হইলে, তাঁহার অসম্মতিব কারণের বর্ণনাপত্র লিখিয়া প্রার্থককে দিবে; এবং তিনি তাহা না করিলে, দণ্ডস্বরূপ এক শঃ টাকার অনধিক যত টাকা আদালত উচিত বোধ করেন. তত টাকা তাঁহার স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত প্রার্থক মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। (১) কোন চিরস্থায়ী ভাস্কর উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীক্রমে অন্য ডিক্রীক্রমে নীলাম করা গেলে, আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩১০ ধারামতে নীলাম দৃঢ় করিবার পূর্বক্রেতার প্রতি এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, তিনি পূর্ব ধারার নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রী করণের কী এবং ভূম্যধিকারীর উপর নীলামের নোটিস জারী করণার্থ ১২ ধারামতে বিধিক্রমে আর যে কী নির্দিষ্ট হয় তাহা আদালতে দাখল করেন।

(২) নীলাম দৃঢ় করা গেলে, আদালত অবিলম্বে নীলামের নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করণ করেন। নোটিসে তাঁহার প্রতি উক্ত নীলাম রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ থাকিবে ও তাঁহাকে জানান হইবে যে রেজিস্ট্রী করণের কী পাওয়া গিয়াছে, এবং রেজিস্ট্রী করা হইলে ষাটদিনমাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইবে; এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে ভূম্যধিকারী অবিলম্বে উক্ত আদেশানুসারে কার্য করিবেন।

১৭ ধারা। কোন চিরস্থায়ী ভাস্কর উহার নিজ বাকী খাজানার ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ভূম্যধিকারী এতদপে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা বা তাঁহার প্রতি কোন আদেশ করা না গেলেও, ও কোন কী দেওয়া না গেলেও, উক্ত হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করিবেন।

১৮ ধারা। (১) বাকী খাজানার ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, কোন চিরস্থায়ী ভাস্করের হস্তান্তর ঘটিলে, যাবৎ এই অধ্যায়মতে হস্তান্তর রেজিস্ট্রী করা না যায়, তাবৎ ভূম্যধিকারী হস্তান্তরক্রমে ও হস্তান্তরক্রমে এইভাবে হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা বাকী পড়ে, তজ্জন্য একত্র ও স্বতন্ত্র দায়ী করিতে পারিবেন।

(২) যাবৎ হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার এই অধ্যায়মতে রেজিস্ট্রী করা না হয়, কিম্বা ২২ ধারামতে বিধির আদেশমতে ভূম্যধিকারীর উপর তাহার নোটিস জারী করা না হয়, তাবৎ যে ব্যক্তি হস্তান্তর বা উত্তরাধিকারক্রমে কোন চিরস্থায়ী ভাস্করের স্বত্ববান হন, তিনি ভাস্করস্বরূপ তাঁহার যে খাজানা পাওনা হয়, মোকদ্দমা, ফোক বা অন্য কার্য্যসূত্রে দ্বারা সেই খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

১৯ ধারা। (১) পূর্বক এক ধারামতে ভূম্যধিকারী যে হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য, তিনি এক মাস কাল তাঁহা রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিলে, হস্তান্তরক্রমে বা হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে দেওয়ানী আদালতের নিকট বনপূর্বক রেজিস্ট্রী করাটোয়ার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে আদালত ভূম্যধিকারীকে এবং হস্তান্তরের এক পক্ষ প্রার্থনা করিলে হস্তান্তরের অন্য বা অন্যায় পক্ষকে নোটিস দিতে পারিবেন। এ নোটিসে তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ থাকিবে যে উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার কেন রেজিস্ট্রী করা যাইবে না, নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে তাহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বকৃত্রুপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত ভূম্যধিকারীর প্রতি উক্ত হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আদেশন্যূনক আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার মার কল হইবে।

(৪) পূর্বকৃত্রুপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আজ্ঞা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২০ ধারা। (১) ডিক্রীক্রমে নীলাম দ্বারা কিম্বা এই আইনমতে সরাসরী নীলাম দ্বারা হস্তান্তর না হইয়া, পূর্বক এক ধারামতে যাহা রেজিস্ট্রী হইবার যোগ্য এরূপ হস্তান্তর কিম্বা উত্তরাধিকার ঘটিলে, তাহা ঘটবার পর চয় মাসের মধ্যে যদি রেজিস্ট্রী করিবার প্রার্থনা না করা যায়, তবে ভূম্যধিকারী হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত ও হস্তান্তরের পক্ষদ্বয়কে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে ১৫ ধারার লিখিত কী দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) তাহা হইলে সেই আদালত উক্ত হস্তান্তরের পক্ষদ্বয়কে কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে নোটিস দিয়া এই আদেশ করিতে পারিবেন, যে কেন রেজিস্ট্রী করা হইবে না ও তাঁহারা বা তিনি কী দিবেন না নোটিসের নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ইহার কারণ দর্শান।

(৩) পূর্বকৃত্রুপ উপযুক্ত কারণ দেখান না গেলে, আদালত আজ্ঞা করিয়া হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার ক্ষমতা ভূম্যধিকারীকে দিতে এবং হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত কিম্বা স্থলবিশেষে উত্তরাধিকারী ব্যক্তির প্রতি উক্ত কী দিবার আদেশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ আজ্ঞা করা গেলে, হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করিবার মার কল হইবে, এবং ঐরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে কী আদায় করিবার আদেশ যত দূর থাকে, তত দূর তাহা মোকদ্দমার ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৪) পূর্বোক্তরূপ উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে, আদালত কোন আত্মা করিতে অস্বীকার করিতে, কিম্বা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার যেরূপ আত্মা উচিত বোধ করেন সেইরূপ আত্মা করিতে পারিবেন।

২১ ধারা। পূর্ব কএক ধারামতে কোন ভাণ্ডারের হস্তান্তর বা উত্তরাধিকার রেজিস্ট্রী করা গেলে, যে ব্যক্তির প্রতি বা যাহার দ্বারা উক্ত ভাণ্ডার বা ভাণ্ডার কোন অংশ হস্তান্তর করা যায়, তিনি কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিস্ট্রী বহীতে উক্ত ভাণ্ডার সংক্রান্ত যে কথা লেখা থাকে, তাহার সত্য খাম নকল সময়ে ২ চাহেন, ভূম্যধিকারীর স্থানে যথার্থ নকল বলিয়া ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরযুক্ত তত্ত্বান নকল পাইতে পারিবেন; কিন্তু সময়ে ২ এতদর্থ্যে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক আশার অম্মান বা এক টাকার অনাধিক যে কী খাণ্ডা করেন, একগু প্রত্যেক খণ্ড নকলের জন্য তিনি ভূম্যধিকারীকে সেই কী দিবেন।

২২ ধারা। (১) পূর্ব কএক ধারামতে যে সকল রেজিস্ট্রী বহী রাখিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত ও এই আইন-সম্মত বিধিক্রমে সময়ে ২ সেই সকল রেজিস্ট্রী বহীর পাঠ নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং সাধারণতঃ রেজিস্ট্রী করিবার সম্বন্ধ যে কাগজ-প্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণমত কোন বিধি প্রণয়ন কালে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই বিধান করিতে পারিবেন, যে উক্ত বিধি লঙ্ঘন হইলে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৪র্থ অধ্যায়।

অবধারিত হারে যে রায়তেরা ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

২৩ ধারা। অবধারিত খাজানার বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে, (ক) কোন ভাণ্ডারের যেরূপ বিন্যাসের নিয়মাদীন থাকিতে হয়, তাহারও আপন যোক্তের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেইরূপ বিধানের নিয়মাদীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূম্যধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্তক্রমে এই আইনসম্মত যে নিয়ম তদ্রূপ করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, সে সেই নিয়ম তদ্রূপ করিয়াছে, এইরূপে তদীয় অন্য কারণে তদীয় ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবেন না।

৫ম অধ্যায়।

মখলীসডুবিলাই রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি।
সাধারণ।

২৪ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অবধি পূর্বে আইনের বলে বর্তমান মখলীসডুবিলাই রায়তদের দখলীসডুবিলাই রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি প্রচলিত থাকিবার কথা। একান্তরূপে কোন ভূমিতে যে রায়তের মখলীসডুবিলাই থাকে, এই আইন প্রচলিত হইলে সেই রায়তের উক্ত ভূমিতে মখলীসডুবিলাই থাকিবে।

২৫ ধারা। (১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামের বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে মখলীসডুবিলাই প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে মখলীসডুবিলাই প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৬ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তস্বরূপ পাট্টাক্রমে বা একান্তরূপে ভোগ করিয়া থাকে, তবে সে ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর এ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কাঁধাশুষ্ঠানে ইহা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে, কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ নিপত্তি কথ্য প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তাবৎ এই ধারার কাগ্যপত্রকে ঐ ব্যক্তির ও সে সে ভূম্যধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূম্যধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসর কাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে, তাহা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কাগ্যপত্রকে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামের বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কাগ্যপত্রকে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার বা যতী যোতস্বরূপ ভোগ করিলে, এই ধারার কাগ্যপত্রকে ঐ জমী প্রকৃপ প্রত্যেক অংশীদার রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামের বা মহালে বর্তমান রায়তস্বরূপ জমী ভোগ করে, তত কাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন ব্যক্তি ১৬ ধারামতে পূর্ণায়ু ভূমির মূল্যপত্র, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেয়া প্রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২৭ ধারা। এই আইনের অধিকারের অধিকারের কথা।

(ক) গ্রাম শব্দ রাজস্বসংক্রান্ত ভূমির গ্রামের মানচিত্রে একই বহিঃসীমার মধ্যে যে স্থান ধরা যায় সেই স্থান বুঝাইবে এবং যদি মানচিত্র চাইতে দেখা যায় যে বাহিরের কোন স্থানও গ্রামের অংশ, তবে তাহাও বুঝাইবে; ও ঐরূপ মানচিত্র প্রস্তুত না হইয়া থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে স্বার্থবিশিষ্ট সকল ব্যক্তিকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন, ঐরূপ নোটিস দিয়া স্থানীয় তদন্ত লটনে পর এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন কার্যকারক যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থান বুঝাইবে।

(খ) যে স্থলে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে ১৮৭৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবদি এক বা অধিক বাটওয়ারা হওয়াতে দুই বা তদধিক মহাল সৃষ্ট হয়, সেই স্থলে ঐরূপ বাটওয়ারা না হইলেও সকল যে মহালের অংশস্বরূপ হইত, সেই মূল মহালের অন্তর্গত স্থান একই মহাল বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮ ধারা। দখলী স্বত্ববিশিষ্ট কোন ব্যক্তির ভূমি-
ভূমি-স্বত্ব দখলী-
স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার
কলের কথা।
কারী ক্রয় করিয়া বা প্রকার-
স্বত্বের এই স্বত্বের স্বার্থ প্রাপ্ত
হইলে, দখলী স্বত্ববিশিষ্ট হইবে;
কিন্তু এই ধারার কোন কথায়
অপর কোন ব্যক্তির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

২৯ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি স্বত্বস্বরূপ ভূমি-
ভোগ করিলে, ঐ ভূমিতে
একমালী মালিক ও
ইজারাদারদের সহিত
বিশেষ বিধানের কথা।
ভূমি বা ভালুকনাস্বরূপ
ভাওয়ার একমালী স্বার্থ আছে
বলিয়া কেবল এই কারণে তাহার
উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবার বাধা হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি স্বত্বস্বত্বের ইজারাদারস্বরূপ কোন
ভূমি ভোগ করিলে ঐ ভোগহেতুক তৎসম্বন্ধে এই
ধারামতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি
ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে পর সেই ভূমি ইজারা
লইয়া ভোগ করিলে, ঐ দখলী স্বত্ব হারা হইবে না।

৩০ ধারা। ভূমি-স্বত্বের নিজ জমী বলিয়া বঙ্গদেশে
খামার, নিজ বা নিজস্বোক্ত
নামে এবং বেহারে জেরাজ.
নিজ, সেব বা কামাত নামে
যে ভূমি খাতি, কএক সনের মিয়াদী পাট্টাক্রমে কিম্বা
সম বসন পাট্টাক্রমে সেই ভূমি ভোগ করা গেলে, এই
অধিকারের কোন কথাক্রমে তাহাতে দখলী স্বত্ব
অধিবে না।

৩১ ধারা। কোন ভূমি
দখলী স্বত্বের অধিকারের
কথা।
সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির দখলী
স্বত্ব থাকিলে, নিম্নলিখিত
বিধানগুলি বর্ত্তিবে, অর্থাৎ,

(ক) বাহাতে ভূমি প্রজাপ্রদত্তসংক্রান্ত কার্যের

অনুপযোগী না হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিতে
পারিবেন, কিন্তু দেণাচারের বিরুদ্ধে রক্ষা কাটিতে পারি-
বেন না।

(খ) তিনি এই আইনের বিধানমতে ভূমির উৎকর্ষ-
সাধন করিতে পারিবেন।

(গ) তিনি উপযুক্ত ও ন্যায্য হারে খাজানা দিবেন

(ঘ) (১) বাহাতে ভূমি প্রজাপ্রদত্তসংক্রান্ত কার্যের
অনুপযোগী হয় এরূপে তিনি ভূমি ব্যবহার করিয়াছেন,
অর্থাৎ

(২) তিনি এই আইনের বিধানমতে এরূপ এক
নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন যাহা ভঙ্গ হইলে, তদীয় ভূমি-
কারির সহিত তাহার যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির
শর্তানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে;

এই ভেদে ধারিতা উচ্ছেদ করিবার যে ডিক্রী হয়,
সেই ডিক্রীজারীক্রমে না হইলে উক্ত ভূমি চাইতে
তাহার ভূমি-স্বত্বকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারি-
বেন না।

(ঙ) তিনি এই আইন অনুসারে আপন যোঁত
ইজুকা করিতে পারিবেন।

(চ) এই আইনক্রমে ভূমি-স্বত্বকারির যে সকল স্বত্ব
রক্ষিত হইল, তাহা মানিয়া দখলী স্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তির
ভূমিগত স্বত্ব, অন্য স্থানের সম্পত্তি যে প্রকারে ও যে
পরিমাণে হস্তান্তর করা যাইতে পারে তাহা দান করা যাইতে
পারে, সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে হস্তান্তর করা ও
উইলক্রমে দান করা যাইতে পারিবে।

(ছ) তিনি এই আইনের বিধান মানিয়া উক্ত
ভূমি বা তাহার কোন অংশ জোকা বিলি করিতে
পারিবেন।

(জ) তাহার ভূমিগত স্বার্থসম্বন্ধে তিনি উইল না
করিয়া মরিলে অন্য কোন স্থানের সম্পত্তির ন্যায় তাহার
উত্তরাধিকার থাকিবে; কিন্তু তিনি যে দায়ভাগ ব্যবহার
অধীন সেই ব্যবহারমতে যে কোন স্থলে তাহার অন্য
সম্পত্তি রাজার প্রাতি বর্ত্তে, সেই স্থলে তাহার দখলী-
স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

চস্তান্তর দিবসে নিয়মের কথা।

৩২ ধারা। (১) স্বত্বের
দখলী স্বত্ব ইজারাদার
বিক্রয় করিলে ভূমি-
কারির অংশে ক্রয় করি-
বার স্বত্বের কথা।
দখলী স্বত্ব বিক্রয় করিবার স্বত্ব
তদীয় ভূমি-স্বত্বকারীর অংশে
ক্রয় করিবার স্বত্বের নিয়ম-
ধীন থাকিবে।

(২) অগ্রের ক্রয় করিবার যে স্বত্ব ভূমি-স্বত্বকারীর
আছে, তদনুসারে ক্রয় করিতে তাঁহাকে সমর্থ করিবার
নিমিত্ত, রাষ্ট্র ভূমি-স্বত্বকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির
নিকট স্বত্বের দখলী স্বত্ব বিক্রয় করিবার কল্পনা করিলে
স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদর্থে যে আনালত বা কার্যকার-
ককে নিযুক্ত করেন, সেই আনালতের বা কার্যকার-
কের আদেশে ভূমি-স্বত্বকারীর উপর জারী করণার্থ আনাল
অতিপ্রাচীর লিখিত নোটিস দাখিল করিবেন। যে
ব্যক্তির নিকট যে শর্তে তিনি উক্ত স্বত্ব বিক্রয় করিতে
চাহেন এবং উক্ত স্বত্ব কি (যদি কোন) ন্যায়যুক্ত থাকে
ঐ নোটিসে তাহা লিখিবেন, এবং যে তারিখে নোটিস
দাখিল করেন সেই তারিখ অবধি হয় নতাহ গন্ত না
হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করা বন্ধ রাখিবেন।

(৩) যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে নোটিস দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে বিক্রিতে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে এই নোটিস অবিলম্বে ভূমি-স্বত্বকারীর উপর জারী করাইবেন।

(৪) নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি চার মাসের মধ্যে ভূমি-স্বত্বকারী রায়তের স্থানে দখলীস্বত্ব জয় করিবার দাওয়া করিতে পারিবেন। ভূমি-স্বত্বকারী ও রায়ত একমত হইয়া যে মূল্য স্থির করেন সেই মূল্যে এই স্বত্ব জয় করা যাইবে। অথবা তাঁহারা মূল্য বিষয়ে একমত হইতে না পারিলে উক্ত চার মাসের মধ্যে ভূমি-স্বত্বকারী ও রায়ত দেওয়ানী আদালতে যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনামতে উক্ত আদালত যে মূল্য প্রার্থ্য করেন সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। ভূমি-স্বত্বকারী উক্তরূপ দাওয়া করিলে এবং মূল্য স্থির হইবার বা আদালত কর্তৃক স্থায়া হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে রায়তকে এই মূল্য দিতে চাহিলে, রায়ত চর এই ভূমি-বিক্রয় করিতে বিরত হইবেন, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূমি-স্বত্বকারীর নিকট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।

(৫) কোন রায়ত এই ধারার আদেশমত নোটিস দাখিল না করিয়া কিম্বা নোটিস দাখিল করিবার তারিখ অবধি চার মাসের মধ্যে ভূমি-স্বত্বকারী হাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট স্বীয় দখলীস্বত্ব বিক্রয় করিলে, ভূমি-স্বত্বকারীর বিরুদ্ধে এই বিক্রয় বাতিল হইবে।

(৬) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে বর্তমান আসেসর উপস্থিত বোধ করেন, এই ধারামত দখলীস্বত্বের মূল্য স্থায়া করিবার নিমিত্ত উক্ত জন আসেসর সঙ্গে লইতে দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই বিধিতে আদেশ করিতে পারিবেন এবং এই আসেসরের যোগ্যতা ও নিষ্পত্তিপ্রণালী নিরূপণ করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। যদি ডিক্রীজারীক্রমে দখলী স্বত্ব লীলাম ডিক্রীজারীক্রমে লীলাম হয় এবং দুই বা তদধিক ব্যক্তি হইলে ভূমি-স্বত্বকারী কোন ডাকে একই টাকা ডাকেন অথবা ক্রয় করিবার স্বত্বের ও তদুপরে এক জন ভূমি-স্বত্বকারী হন, তবে এই ডাক ভূমি-স্বত্বকারীর ডাক বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪ ধারা। (১) যদি রায়ত দখলীস্বত্ব বন্ধক দিয়া থাকে এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৮৭ ধারামতে উক্ত বন্ধক উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনা হয়, তবে আদালত উক্ত আজ্ঞা করিবার প্রস্তাব করিলে উক্ত প্রার্থনার নোটিস ভূমি-স্বত্বকারীর উপর জারী করাইবেন এবং নোটিস জারী করণাবধি এক মাস কাল উক্ত আজ্ঞা করা বন্ধ রাখিবেন।

(২) বন্ধক উদ্ধার করিতে যে টাকা আবশ্যক হয় ভূমি-স্বত্বকারী উক্ত একমাস কালের মধ্যে আদালতে সেই টাকা দিলে, আদালত সেই টাকা মোকদ্দমার বাদিকে দিবে, ভূমি-স্বত্বকারীকে বাদির স্থানে দণ্ডায়মান হইবার

অধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিবেন এবং ভূমি-স্বত্বকারীর অনুকূলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবেন।

(৩) (২) প্রকরণমতে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা করা যায়, তাহাতে ভূমি-স্বত্বকারী বন্ধকগ্রহীতা ও মোকদ্দমার বাদী থাকিলে, যেদুটি কল হইত সেইদুটি কল হইবে।

৩৫ ধারা। (১) রেজিস্ট্রী করা নিদর্শনপত্ররূপে দখলীস্বত্বদানবিষয়ে দান করা না গেলে, ভূমি-স্বত্ব দানবিষয়ে দখলীস্বত্বদান ভূমি-স্বত্বকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইবে না।

(২) রেজিস্ট্রী করণের নোটিস ভূমি-স্বত্বকারীর উপর জারী করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট জা দেওয়া না গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ এইরূপ কোন নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী করিবেন না।

(৩) এইরূপ কোন দান রেজিস্ট্রী করা গেলে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রী করণের নোটিস ভূমি-স্বত্বকারীর উপর অবিলম্বে জারী করিবেন।

(৪) মুসলমানকর্তৃক দান করা গেলে, এই ধারার কোন কথা বিবাহবিষয়ে নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দান করিবার সম্বন্ধে খাটবে না।

৩৬ ধারা। পূর্বে চারি ধারার কার্যপক্ষে ভূমি-স্বত্বকারী পূর্বে কতক ধারার শব্দে কেবল কার্যপক্ষে ভূমি-স্বত্বকারী (ক) যে ভূমি-স্বত্বের অবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভূমি-স্বত্বকারীকে, কিম্বা

(খ) যে চিরস্থায়ী ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই চিরস্থায়ী ভালুকদারকে বুঝাইবে, অথবা

(গ) অন্য যে কোন ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমি ভোগ করে, সেই ভালুকদারকে বুঝাইবে; কিন্তু এইরূপভাবে আদেশ্যক যে উক্ত ভালুকদার ভূমি-স্বত্বকারী বা কোন চিরস্থায়ী ভালুকদারের অবাবহিত অধীনে ভূমি ভোগ করেন, এবং উক্ত ভূমি-স্বত্বকারী কিম্বা স্থল বিশেষে চিরস্থায়ী ভালুকদারের স্থান এই ধারার কার্যপক্ষে ভূমি-স্বত্বকারীর স্বত্বক্রমে ক্রয় করিবার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হন।

কোর্কা বিলি সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৩৭ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিষয়ক রায়ত আপনার দখলীস্বত্ববিষয়ক যে যেতেই যে অংশ কোর্কা বিলি রায়তের কোর্কা বিলি করে, তাহা তদন্তে যেতেই করে তাহাদের ভালুক-অর্ধেকের অধিক হইলে, ভালুক-দারের পরিষিদ্ধ হইবার দারতের রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত কোন আটন বিধি-বদ্ধ হয়, সেই আইনমতে এই রায়ত ভালুকদার বলিয়া সরকারী রেজিস্ট্রী আপনাকে রেজিস্ট্রী করাইলে, এই আইনের মর্ম্মানুযায়ী ভালুকদার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু (ক) বরস চেতুক, জুইশোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, রুইটনাক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গাহবা চাকরীতে বা তীর্থ-বাস্তায় বাওরিতে ক্রিয়াকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকার, যে কোন ব্যক্তি চাব করিতে অক্ষম হইয়া আপনার অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

নিমিত্ত (ক) বরস চেতুক, জুইশোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, রুইটনাক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গাহবা চাকরীতে বা তীর্থ-বাস্তায় বাওরিতে ক্রিয়াকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকার, যে কোন ব্যক্তি চাব করিতে অক্ষম হইয়া আপনার অক্ষমতাকালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপ-

নার যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করে, তাহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার দলে তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দখলীস্বত্ববিধিতে রায়ত থাকিলে, যে শর্তে ও যে নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রুজি করতে পারিত, সেই শর্তে ও সেই নিয়মাবলীতে তাহার খাজানা রুজি করতে পারিবে।

৪০ ধারা।—এই ধারার দলে যে কোন ব্যক্তি তালুকদারের পরিবর্তিত হয়, তাহার যোতের কোর্স বিলি করা অংশ ঐ যোতের অধিকারের অধিক আর না থাকিলে, সেই ব্যক্তি আবার রায়তে পরিবর্তিত হয় না।

৪১ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিধিতে রায়ত আপ-
নার যোত বা তাহার কোন
দরপাটীর কালের নি- অংশ কোর্স বিলি করিলে,
রয়ের কথা। ঐরূপ বিলি করিবার দরপাটী
সাত বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত প্রবল থাকিবে না।

কিন্তু (ক) কোন রায়ত বরসকেতুক, জ্বীলোক বলিয়া, পীড়াবশতঃ, দুর্ঘটনাক্রমে, কিম্বা টেননিক বা গার্ভান্ডা জাকরীতে কিম্বা ভৌখাত্তাথ বা ওয়াতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত গৃহে উপস্থিত না থাকায়, চাষ করিতে অক্ষম হইলে, আপনার অক্ষমতা কালের অনধিক কালের নিমিত্ত আপন যোত বা তাহার কোন অংশ কোর্স বিলি করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইবে না, কিম্বা বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে দরপাটী দেওয়া গেলে, এই ধারার কায্যপক্ষে এই আইন প্রচলিত হইবার সম্মুখি সাত বৎসর কাল গণনা করা যাইবে।

খাজানা রুজির কথা।

৪২ ধারা। যদ্যৎ বিপরীত প্রমাণ না হয়, দখলীস্বত্ব বিধিতে কোন রায়তের সম্বন্ধে যে খাজানা দিতে হয়, তাহা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান হইবে।

৪৩ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিধিতে রায়ত মুদ্রারূপ (নগদী) খাজানা দিলে, তাহার খাজানা এই আইনের বিধান-
মতে না হইলে, প্রকারান্তরে
রুজি করা যাইবে না।

৪৪ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিধিতে রায়তের যে মুদ্রারূপ খাজানা দিতে হয়, তাহা রেজিস্ট্রী করা চুক্তিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাবলীতে রূজি করা যাইতে পারিবে।—

(ক) খাজানা একপে টাকার রুজি করিতে হইবে না যে, তাহা রায়তের পূর্বদেয় খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি আনার অধিক হয়।

(খ) চুক্তিপত্র অনুসারে সাত বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(গ) রুজিত খাজানা পূর্ষ বা মাসিক খাজানা অপেক্ষা টাকার দুই আনার অধিক হইলে, চুক্তিপত্র অনুসারে পনের বৎসর কালের নিমিত্ত খাজানা বাধ্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) চুক্তি এই আইনের বিধানসম্মত ও রায়ত তাহা করিতে সক্ষম ও সগত ও তাহার মত বুঝে, রেজিস্ট্রী করণের কর্তৃত্ব এই ধারার চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার পূর্বে এই কথা জামিয়া লইবেন।

৪৫ ধারা। (১) যে জমী মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া কোন প্রজা পূর্বে ভোগ করিতেন, তাহা যে আনের বা মজালের অন্তর্গত ভোগকার কোন বাসেন্দা রায়তকে দিলি করা গেলে, খাজানা রুজি করিয়া দিবার রেজিস্ট্রী করা চুক্তিপত্রক্রমে না হইলে, পূর্ষ প্রজা যে খাজানা দিতেন, উক্ত রায়ত ঐ জমীর জন্য তদপেক্ষা উচ্চ খাজানা দিতে বাধ্য হইবে না।

(২) এইরূপ প্রত্যেক চুক্তির প্রতি পূর্বধারার বিধান বহিবে।

৪৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্ববিধিতে রায়ত মুদ্রা মোকদ্দমা দ্বারা বা-
খাজানা রুজি করিবার কথা। যোগে খাজানা দিয়া যে যোত ভোগ করে, সেই যোতের ভূস্বামিকারী এই আইনের বিধান-
নের নিয়মাবলীতে নিম্ন লিখিত এক বা অধিক হেতুগরিণ খাজানা রুজি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) দখলীস্বত্ব বিধিতে রায়তের নিকটস্থ লেজ প্রকারের ও ভূরূপ সুবিধাবিধিতে ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত চারে খাজানা দিয়া থাকে, উক্ত রায়ত তদপেক্ষা কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেইখানে বা চলিত বাজারে প্রধানত খাদ্য শস্যের গড় মূল্য রুজি হইয়াছে।

(গ) ভূস্বামিকারির দ্বারা বা তাহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয়, তাহাতে রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রায়তের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বনাদ্বারা বৃদ্ধি হইয়াছে।

৪৭ ধারা। প্রচলিত হারের কমহারে খাজানা দেওয়া হইলে, এই হেতু গরিব খাজানা রুজির দাওয়া করা গেলে,

(ক) বৃদ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার আট আনার অধিক হইবে না।

(খ) যদি আদালতের বিবেচনায় স্থানীয় তদন্ত ব্যক্তি-
গ্রেকে খাজানার প্রচলিত হার সর্বোৎকর্ষকরূপে জানা যাইতে না পারে, তবে তদন্তে বিধি করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে রায়ত কর্তৃক চারীকে ক্ষমতা দেন, তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার কায্যপ্রণালী বিবরক আইনের ২৭ অধ্যায়মতে স্থানীয় তদন্ত গওরা হয় আদালত এইরূপে খাজানা করিতে পারিবেন।

(গ) কোন রায়তের যে হারে খাজানা দিতে হইবে, এই ধারামতে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, যদি ঐহা প্রমাণ না হয় যে, হার নির্ণয় করিবার সময়ে দেশাচারক্রমে জাতি বিচার করা হয়, তবে তাহার জাতি বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে না; এবং যদি দেখা যায় যে, দেশাচারক্রমে কোন প্রকারের রায়তেরা অত্যন্ত হারে খাজানা দিয়া ভূমিভোগ করে, তবে দেশাচার অনুগারে খাজানার হার নির্ণয় করা যাইবে।

(ঘ) খাজানার প্রচলিত হার নির্ণয় করিতে হইলে, ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু যত টাকা খাজানা রক্ষি করিবার অনুমতি দেওয়া যায়, তাহা বিবেচনাধীন লইতে হইবে না।

৪৫ ধারা। মূল্য রক্ষি হেতু পরিসা খাজানা রক্ষির দাওয়া করা গেলে,—

মূল্য রক্ষি হেতু পরিসা খাজানা রক্ষিস্বত্বীয় (ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে নিয়মিত সমর্য হারে যে মূল্যের ডালিকা প্রকাশ করা যায়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যাহতি পূর্ববর্তী পঁচ বৎসরের গড় মূল্য, অন্য যে পঁচ বৎসর তুলনার নিমিত্ত লওয়া ন্যায় ও কার্যকর বোধ হয়, সেই পঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাওয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত একপে খাজানা রক্ষি করিবেন না যে, বদ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা চাকার চারি আনার অধিক হয়।

(গ) তুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে তুলনায় থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মাবলীতে ও ৪৮ ধারার নিয়মাবলীতে সাবেক খাজানার সহিত বদ্ধিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

৪৬ ধারা। ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষসাধন হেতু পরিসা খাজানা রক্ষির দাওয়া করা গেলে,—

(ক) এই আইন অনুসারে উৎকর্ষসাধন রেজিস্ট্রী করা না গেলে, আদালত খাজানা রক্ষি দিবেন না।

(খ) যে পরিমাণে খাজানা রক্ষি করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময়ে আদালত নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,—

(১) উক্ত উৎকর্ষসাধনকারী যতদূর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা;

(২) উৎকর্ষসাধন করিতে কত খরচ পাড়িয়াছে;

(৩) এই উৎকর্ষসাধন কার্য লাগাইতে হইলে, কত করিতে কত খরচ পড়ে, এবং

(৪) উক্ত ভূমির বর্তমান খাজানা কত ও উক্তের খাজানা দিবার কিরূপ শক্তি আছে।

(গ) আদালত নিয়মানুসারে ডিক্রী করিতে পারিবেন, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎকর্ষসাধন হইতে আনুমানিক কল লা কলিলে, ডিক্রী পুনঃপ্রদান ও পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষ রূপিতে পারিবেন।

৪৭ ধারা। বনাজমিত উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হেতু পরিসা খাজানা রক্ষির দাওয়া করা গেলে, বনাজমিত উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হেতু পরিসা খাজানা রক্ষির দাওয়া করা গেলে, বনাজমিত উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হেতু পরিসা খাজানা রক্ষির দাওয়া করা গেলে, বনাজমিত উৎপাদিকা শক্তি রক্ষি হেতু পরিসা খাজানা রক্ষির দাওয়া করা গেলে,

(ক) যে রক্ষি কিংকালীন বা তৈমিত্তিক মাত্র, আদালত তাহা বিবেচনা করিবেন না।

(খ) বদ্ধিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা চাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

(গ) আদালত যাহা উৎকর্ষ ও ন্যায় বিবেচনা করেন, সেই পরিমাণে খাজানা রক্ষি করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা একপে রক্ষি করিবেন না। যাহাতে ভূমির উৎপাদনের নিমিত্ত রক্ষির মূল্যের অধিকের অধিক ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়।

৪৮ ধারা। যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনার অনুপযুক্ত বা অন্যর বোধ হয়, আদালত কোন মোকদ্দমার একপে খাজানা রক্ষির ডিক্রী দিবেন না।

৪৯ ধারা। যে আদালত খাজানা রক্ষির ডিক্রী করেন, সেই আদালত যদি বিবেচনা করেন যে পূর্ণ পরিমাণে অবিকারিত খাজানা করিতে লম্বে ডিক্রী প্রদান করিলে পারিবার কথা।

৫০ ধারা। (১) প্রচলিত হার অপেক্ষা কম হারে খাজানা দেওয়া হইতেছে, এই হেতু পরিসা, কিংবা মূল্য রক্ষি হেতু পরিসা কোন মোকদ্দমার খাজানা রক্ষির মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ববর্তী পানর বৎসরের মধ্যে ১৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর চুক্তিক্রমে এই মোকদ্দমার খাজানা রক্ষি করা গিয়া থাকে, কিংবা যদি উক্ত পানর বৎসরের মধ্যে ৫০ ধারামতে খাজানার রূপ পরিবর্তন করা গিয়া থাকে, অথবা এই আইনমতে কিংবা এই আইন দ্বারা বহিত করা কোন আইনমতে পূর্বোক্ত কোন হেতু না তত্বে কোন হেতু পরিসা খাজানা রক্ষি করিবার কিংবা মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে এই মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) এই ধারার কোন বধ্যক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে না।

খাজানা কমাইবার কথা।

৫১ ধারা। (১) মুজাররফ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলদার যদি নিম্নলিখিত হেতু পরিসা আপন-নার খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার কল হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের কল ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না। অর্থাৎ;

খাজানা কমাইবার কথা।

৫২ ধারা। (১) মুজাররফ খাজানা দিয়া ভোগকারী কোন দখলদার যদি নিম্নলিখিত হেতু পরিসা আপন-নার খাজানা কমাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং মোকদ্দমার কল হইয়া গেলে, পরে যে বিধান করা গিয়াছে, সেই বিধানের কল ছাড়া প্রকারান্তরে পারিবেন না। অর্থাৎ;

(ক) যোঁতেই জমী বায়তের দোঁদ বাতিরেকে বালি জমা হইয়া বা ঐরূপ অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে স্থান-রূপে অপব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে, কিম্বা,

(খ) ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান ২ খাদ্য শস্যের গড় মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

(২) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, আদালত গড় দুই উপযুক্ত বা ন্যায্য বোধ করেন, তত দুই খাজানা কমায়বার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মূল্যের অর্থায়নের তালিকার কথা।

৫২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে ২ যে যে প্রধান ২ শস্যের মূল্যের স্থান নির্দেশ করেন, সেই ২ স্থানে যে ২ প্রধান খাদ্য শস্য জন্মে, প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রত্যেক বৎসরের যে বা যে সময় ধাৰ্য্য করেন, সেই বা সেই ২ সময়ে সেই ২ শস্যের কমলের সময়ের বাজার দরের তালিকা প্রস্তুত করিবেন, এবং অনুমোদন বা সংশোধন নির্মিত তাহা রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(২) কালেক্টর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশ পাইলে, ঐ গবর্ণমেন্টে অতীত যে কাল উপযুক্ত বোধ করেন, সেই কাল পক্ষে কোন স্থানের ঐরূপ মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা অনুমোদন বা সংশোধন নির্মিত রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

(৩) উক্ত মূল্যের তালিকা রেভিনিউ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হইলে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

(৪) ঐরূপ কোন মূল্যের তালিকা উপরোক্ত প্রকাশ করা গেলে, উহা যে সময় সম্বন্ধীয় হয়, সেই সময়ে উক্ত স্থানে প্রচলিত মূল্যের সম্বন্ধে এই অধ্যায়নত কোন আনুষ্ঠানিক কার্যে সিক্কাত প্রমাণ হইবে।

(৫) কালেক্টর সাহেব এই ধারামতে কোন মূল্যের তালিকা রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবার ১৫ দিন পূর্বে উহা যে স্থান সম্বন্ধীয় হয়, সেই স্থানের মধ্যে মজরার মোটিল যেকোন প্রকাশ করা যায়, সেইরূপে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবেন, এবং ঐ স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমির ভূম্যধিকারী বা প্রজা উক্ত ১৫ দিনের মধ্যে ঐ তালিকার দিকে কালেক্টর সাহেবের নিকট লিখিয়া কোন আপত্তি দিলে, তিনি তাহা ঐ তালিকার সহিত রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন।

খাজানা রূপান্তরিত করিবার কথা।

৫৩ ধারা। (১) কোন দখলীস্বত্ববিধি রাষ্ট্রত পলায়নে দেয়খাজানা কোন যোঁতের নিমিত্ত শস্য-রূপে কিম্বা শস্যের কিয়দংশ-রূপান্তরিত করিবার কথা।

শস্যের আনুমানিক মূল্য পরিমিত হইয়া শস্যভেদে তিন ২ হারে অথবা তিন ২ পরিমাণে এইরূপ এক প্রণালীতে ও কিয়দংশ পরিমাণে অন্য প্রণালীতে খাজানা দিলে, রাষ্ট্রত বা তদীয় ভূম্যধিকারী ঐ খাজানা মুদ্রারূপে খাজানার পরিমাণ হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) এই প্রার্থনা কালেক্টর সাহেবের বা মজরার কর্তৃপক্ষের নিকট, কিম্বা ১০ অধ্যায়নতে যে কোন কর্মচারী খাজানার বন্দোবস্ত করেন, তাহার নিকট, কিম্বা এতদর্থ স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত অন্য কোন কর্মচারীর নিকট, করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ প্রার্থনাপত্র পাঠিলে ৩ টাকা মুদ্রারূপে খাজানা দিতে হইবে, উক্ত কর্মচারী উহা নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং এই আজ্ঞা করিবেন। যে, রাষ্ট্রত শস্যরূপে বা পূর্ণরূপে অন্য প্রকারে আপনায় খাজানা না দিয়া ঐরূপ নির্ণীত টাকা দিবেন।

(৪) উহা নির্ণয় করিবার সময়ে উক্ত কর্মচারী এবং দিময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন,

(ক) দখলীস্বত্ববিধি রাষ্ট্রতের নিকটই সেই প্রকারের ও তরুণ সুন্যাসিত ভূমির নিমিত্ত গড়ে যে মুদ্রারূপ খাজানা দিয়া থাকে, তাহার প্রতি ও

(খ) পূর্বে দখলীস্বত্বের ভূম্যধিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাঠিয়া থাকেন, তাহার গড় মূল্যের প্রতি।

(৫) ঐ আজ্ঞা লিখিয়া করিতে হইবে, এবং উহা যে ২ হেতু পরিণত করা যায়, ও যে সময়ানধি উহা ফলবৎ হইবে, উহাতে তাহা লেখা থাকিবে; এবং রাষ্ট্রত কর্মচারীরা অন্য যে ২ আজ্ঞা করেন, তাহা উপর যে প্রকারে আদালত হইতে পারে, ঐ আদালত উপরও সেই প্রকারে আদালত হইতে পারে।

(৬) কেহ প্রার্থনাপত্রের বিরোধী হইলে, উক্ত কর্মচারী হেতু নির্ণয়ক কারয়া প্রাথনা গজুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা, কথা।

৫৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে ২ মন্ত্রিত্বাধিষ্ঠিত বিধি করিবার ক্ষমতার ক্ষমতা। ঐরূপ গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত দিময়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

(ক) যেকর্মচারীরা ৫২ ধারামতে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি;

(খ) কোন স্থানে এই অধ্যায়ের কার্যপক্ষে কোন-কোন খাদ্য শস্য প্রাচীন শস্য, বালিয়া গণ্য হইবে, ইহা স্থির করিবার বিধি; এবং

(গ) ৪১ ও ৪২ ধারামতে যে কার্যকারকেরা চুক্তি রেজিস্ট্রী করেন, তাহাদের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করিবার বিধি।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দখলীস্বত্ব শূন্য রাষ্ট্রতদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫৫ ধারা। যে রাষ্ট্রতদের দখলীস্বত্ব না থাকে, ও এই অধ্যায় পাঠিবার দখলীস্বত্ব শূন্য রাষ্ট্রত বলিয়া এই আইনে বাহাদের উল্লেখ আছে, এই অধ্যায় তাহাদের সম্বন্ধে পাঠিবে।

৬৬ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, তাহাকে দখল দিবার সময়ে তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে খাজনার নিয়ম হয়, তাহার সেই খাজানা দিতে হইবে।

৬৭ ধারা। রেজিস্ট্রারী করা নিয়মপত্র কিম্বা ৬০ ধারা-মত নিয়মপত্রক্রমে না হইলে, কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে না।

৬৮ ধারা। কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তকে নিম্ন-যে যে হেতু ধরিয়া লিখিত এক বা অধিক হেতু ধরিয়া উচ্ছেদ করা যাইতে পারবে, প্রকারান্তরে নহে।—
(ক) সে বাকী খাজানা দেয় না, এই হেতু ধরিয়া।

(খ) উক্ত রায়ত ভূমি এইরূপে ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে উহা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় কার্যের অনুপযোগী হয়, অথবা সে এই অধীনসম্পত্তি এরূপ কোন নিয়মভঙ্গ করিয়াছে, যাহা ভঙ্গ করিলে তাহার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যে চুক্তি থাকে তাহার শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে, এই হেতু ধরিয়া।

(গ) রেজিস্ট্রারী করা পাটাক্রমে তাহাকে ভূমির দখল দেওয়া গেলে, পাটায় মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

(ঘ) ৬০ ধারামতে ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া যে খাজানা ধার্য হইয়াছে, উক্ত রায়ত সেই খাজানা দিবার নিয়ম করিতে অস্বীকার করিয়াছে; কিম্বা ঐ খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্যন্ত সে ভূমি ভোগ করিতে অভ্যস্ত, সেই মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া।

৬৯ ধারা। মিয়াদ অতীত হইবার অন্তরায় হয় মাস খানিক, রায়তের উপর উঠিয়া যাহবার নোটিস জারী করা না গেলে, পাটায় মিয়াদ অতীত হইয়াছে, এই হেতু ধরিয়া

কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিকল্পে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না, এবং মিয়াদ অতীত হইবার ছয় মাসের পর উপস্থিত করা যাইবে না।

৭০ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী বর্জিত খাজানা দিবার নিয়মপত্র রায়তের নিকট অর্পণ না করিলে, এবং রায়ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ নিয়মপত্র সম্পাদন করিতে অস্বীকার না করিলে, খাজানা বৃদ্ধি দিতে অস্বীকার করিবার হেতু ধরিয়া কোন দখলীস্বত্বশূন্য রায়তের বিকল্পে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট কোন নিয়মপত্র অর্পণ করিতে চাহিলে, উক্ত রায়তের উপর জারী করিবার নিমিত্ত এতদর্থে

স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে আদালত বা কার্যকারককে নিযুক্ত করেন, সেই আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে ঐ নিয়মপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত বা কার্যকারক অবিলম্বে নির্দিষ্ট প্রকারে ঐ রায়তের উপর তাহা জারী করাইবেন; এবং তাহা ঐ রূপে জারী করা গেলে, এই ধারার কার্যপক্ষে তাহা অর্পণ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) যে রায়তের উপর (২) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র জারী করা যায়, সেই রায়ত যদি তাহা সম্পাদন করে, এবং যে আফিস হইতে উহা দেওয়া হইয়াছিল, জারী করিবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে সেই আফিসে দাখিল করে, তবে পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ নিয়মপত্র ফলবৎ হইবে।

(৪) কোন রায়ত (৩) প্রকরণমতে কোন নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল করিলে, যে আদালতের বা কার্যকারকের আফিসে উহা ঐ রূপে দাখিল করা যায়, সেই আদালত বা কার্যকারক উহা উক্ত রূপে সম্পাদিত হইয়া দাখিল হইবার নোটিস নির্দিষ্ট প্রকারে ভূম্যধিকারীর উপর অবিলম্বে জারী করাইবেন।

(৫) রায়ত (৩) প্রকরণমতে নিয়মপত্র সম্পাদন করিয়া দাখিল না করিলে, সে এই ধারার কার্যপক্ষে উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৬) এই ধারামতে কোন রায়তের নিকট যে নিয়মপত্র অর্পণ করা যায়, সে যদি তাহা সম্পাদন করিতে অস্বীকার করে, এবং উক্ত ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে ঐ মোকদ্দমার যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়, আদালত তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৭) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত হইলে, সম্মতির তারিখ অবধি পাঁচ মাসের কাল ঐ খাজানা দিয়া আপন যোত দখল করিয়া থাকিবে; স্বত্বান্ থাকিবে; কিন্তু উক্তকাল গত হইলে, যদি সে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে পূর্বসারার লিখিত নিয়মানুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে।

(৮) ঐ রূপে যে খাজানা নির্ণীত হয়, রায়ত তাহা দিতে সম্মত না হইলে, আদালত উচ্ছেদ করিবার ডিক্রী দিতে পারিবেন।

(৯) যে খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত রায়তেরা পড়ে যে খাজানা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, কিন্তু যাবৎ খাজানার উপর টাকার আট আনার অধিক বৃদ্ধি দিবেন না।

(১০) এই ধারামতে উচ্ছেদের ডিক্রী করা গেলে, যে কৃষি বৎসরে ঐ ডিক্রী হয়, সেই বৎসরের শেষ অবধি উহা ফলবৎ হইবে।

৭১ ধারা। কোন রায়তের দখলে ভূমি থাকিলে, ঐ দখল চলিবার নিমিত্ত পাটায় লিখিয়া দেওয়া গেলে, যদিও তাহাকে দখল দেওয়া গেল, পাটায় এই মর্মেয় কথা লেখা থাকে, তথাপি এই

অধিকারের কার্যপক্ষে এই পাঠ্যক্রমে তাহাকে দেখান
হে ওয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

৭ম অধ্যায়।

কোর্কা রায়তনের সম্বন্ধীয় বিধি।

৬২ ধারা। মুদ্রারূপে খাজানা দিয়া যে কোন কোর্কা
রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার
কোর্কা রায়তের নামে
যে খাজানা আদায়
করিতে পারা যাইবে,
তাহার নামের কথা।
রায়ত ভূমি ভোগ করে, তাহার
ভূমিধিকারী নিজে যে খাজানা
দেন, তাহার উপর নিম্নলিখিত
শতকরার অর্ধাংশ,

(ক) রেজিষ্টারী করা পাঠ্য বা নিয়মপত্রক্রমে কোর্কা
রায়তের দের খাজানা দেওয়া গেলে, শতকরা পঞ্চাশ
টাকার, ও

(খ) অন্য কোন স্থলে, শতকরা পঁচিশ টাকার অধিক
খাজানা আদায় করিতে পারিবেন না।

৬৩ ধারা। কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে
এবং উক্ত বৎসর গত হইবার
কোর্কা রায়তবিশেষ
উচ্ছেদ করিবার বিরুদ্ধে
কথা।
অন্য কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে
এবং উক্ত বৎসর গত হইবার
অন্য কোন কৃষি বৎসরের শেষে না হইলে
এবং উক্ত বৎসর গত হইবার
কোর্কা রায়তবিশেষ
উচ্ছেদ করিবার বিরুদ্ধে
কথা।

মোটস জারী করা বা গেলে পর, তদীয় ভূমিধিকারী
তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৮ম অধ্যায়।

খাজানা বিষয়ক সাধারণ বিধান।

খাজানার পরিমাণ সম্বন্ধে বিধি ও অনুমান।

৬৪ ধারা। (১) কোন তালুকদার বা রায়ত ও
খাজানা অবধারিত
খাজানার সম্বন্ধে বিধি
ও অনুমানের কথা।
তাঁহার স্বাধীন পূর্বাধিকারীরা
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমস্তাবধি
বাহার পরিবর্তন হয় নাই এরূপ
খাজানার বা খাজানার হারে
ভূমি ভোগ করিয়া থাকিলে, যোতের পরিমাণ পরিবর্তন
হইয়াছে এই হেতু দ্বিগুণে খাজানা বা খাজানার হার
বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

(২) কোন তালুকদার বা রায়ত ও তাঁহার স্বাধীন
পূর্বাধিকারীরা বাহা মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য
উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিশবৎসর মধ্যে
পরিবর্তিত হয় নাই এরূপ খাজানার বা খাজানার হারে
ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, এই আইনসমূহ কোন
মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্যে ইহার প্রমাণ হইলে,
যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, এইরূপ অনুমান হইবে
যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমস্তাবধি খাজানার বা খাজা-
নার হারে তাঁহার উক্ত ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু যদি কোন আইনে বা তৎক্রমে এইরূপ আদেশ
থাকে যে, স্থানবিশেষে অবধারিত খাজানার বা অব-
ধারিত খাজানার হারে প্রজ্ঞাপন বা কোন প্রকারে
প্রজ্ঞাপন থাকিলে, তাহা উক্ত আইনের দ্বারা বা
তৎক্রমে নির্দিষ্ট তারিখে বা তৎপূর্বে রেজিষ্টারী
করিতে হইবে, তবে এই স্থানে যে কোন প্রজ্ঞাপন বা স্থল
বিশেষে উক্ত প্রকারে যে কোন প্রজ্ঞাপন রেজিষ্টারী করা
হয় নাই, তৎসম্বন্ধে এই তারিখের পর পূর্বেকৃত অনুমান
থাকিবে না।

(৩) কোন রায়ত ভূমির উৎপত্তির অবধারিত
অংশ বা অবধারিত অংশের মূল্য খাজানারূপে দিয়া
থাকিলে, যে টাকা দেওয়া যায় তাহা বৎসর বৎসর
বিভিন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বা রায়ত ও ভূমিধিকারী
উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত খাজানার পরিবর্তে অবধা-
রিত টাকা খাজানারূপে ধার্য করা গিয়াছে বলিয়া
কেবল এই কারণে এই খাজানা বা খাজানার হার
পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৪) কোন ভূমি অন্য যে ভূমির সহিত একযোগে
কোন যোতের অংশ ছিল, সেই ভূমি হইতে পৃথক করা
গেলে, অথবা অন্য ভূমির সহিত মিশাইয়া এক যোত
করা গেলে, রায়তের ভোগকৃত ভূমিসম্বন্ধে এই ধারার
কার্য্য হইবার কোন বিঘ্ন হইবে না।

(৫) কএক বৎসর মিরাদে ভূমি ভোগ হইলে কিম্বা
ভূমিধিকারীর ইচ্ছামতে প্রজ্ঞাপন শেষ হইতে পারিলে,
এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্তিবে না।

৬৫ ধারা। কোন প্রকার খাজানার পরিমাণসম্বন্ধে
কিম্বা কোন কৃষি বৎসরের
খাজানার পরিমাণ ও
ভোগের নিয়ম সম্বন্ধে
অনুমানের কথা।
সে যেই নিয়মে ভূমিভোগ
করে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ
উপস্থিত হইলে, অব্যবহিত পূর্ব-
বর্তী কৃষি বৎসরে যে খাজানা দিয়া যেই নিয়মে সে ভূমি
ভোগ করিয়াছে, বিপরীত দর্শন না গেলে, সেই
খাজানা দিয়া সেইই নিয়মে সে ভূমি ভোগ করে
এইরূপ অনুমান হইবে।

পরিমাণ পরিবর্তন হইলে খাজানার পরিবর্তনের কথা।

৬৬ ধারা। (১) প্রত্যেক প্রকার

পরিমাণ পরিবর্তন (ক) পূর্বে যৎপরিমাণ
হইলে খাজানার পরি- ভূমির অন্য খাজানা দিয়াছেন,
বর্তনের কথা।
নাগ করিয়া তদধিক বত ভূমি
থাকা প্রমাণ হয়, তত ভূমির অন্য তাঁহার অতিরিক্ত
খাজানা দিতে হইবে, এবং

(খ) শিকড়ীক্রমে বা প্রকারান্তরে যোতের পরিমাণ
কম হইলে, উক্ত প্রকার খাজানা কমাইতে অনুমান
হইবে; কিন্তু যদি প্রমাণ হয়, যে নষ্ট ভূমি পৈবস্তীক্রমে
বা প্রকারান্তরে তাঁহার যোতে যোজিত হইয়াছিল, এবং
এরূপ যোগ হওয়ার প্রমাণ হইলে, তাহা করিয়া যাই
তবে এই বিধি থাকিবে না।

(২) খাজানার যে টাকা যোগ করিতে হইবে, তাহা
নির্ণয় করিতে হইলে, আদালত নিকট সেই প্রকারের
ও তৎসংক্রান্ত সুবিধাবিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত সেই প্রকারের
প্রকারের যে যোত খাজানা দিতে হয়, তাহার প্রতি এবং
তালুকদারের বেলা তিনি আপনার তালুকের খাজানা
সম্বন্ধে যত লভ্য পাইতে অনুমান তৎপ্রতি দৃষ্টি
রাখিবেন।

(৩) যোতের মোট বার্ষিক মূল্যের যত হ্রাস ঘটে,
তাহা পূর্বকার মোট বার্ষিক মূল্যের যে অংশ হয়,
খাজানার বত টাকা কমাইতে হইবে, তাহা পূর্বদেয়
খাজানার সেই অংশ হইবে, কিম্বা নষ্ট ভূমির বার্ষিক
মূল্যের সমস্তোৎপাদনক প্রমাণ পাওয়া না গেলে, যে পরি-
মাণ হ্রাস হয়, তাহা যোতের পূর্ব পরিমাণের যে অংশ
খাজানার যত টাকা কম করিতে হইবে, তাহা পূর্বদেয়
খাজানার সেই অংশ হইবে।

খাজানা দিবার কথা ।

৬৭ ধারা। (১) ভানুকদার ও তদীয় ভূম্যধিকারির মধ্যে যে রূপ নিয়ম থাকে, খাজানার বিধির কথা । উক্ত প কিস্তিরূপে উক্ত প তারিখে ভানুকদারের দেয় মুজারূপ খাজানা দেওয়া যাইবে ; নিয়ম না থাকিলে, দেশাচারমত কিস্তিরূপে ও তারিখে দেওয়া যাইবে ; এবং নিয়ম কিম্বা দেশাচার না থাকিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে কোন স্থানের নিমিত্ত যে কিস্তি ও তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সেই কিস্তিরূপে সেই তারিখে দেওয়া যাইবে ।

(২) কোন রাজত্বের বা কোর্ফী রাজত্বের যে মুজারূপ খাজানা দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিধিরূপে বার্ষিক খাজানার অংশরূপ যে কিস্তি ও বৎসরে তারিখ অনধিক যে তারিখ নির্দেশ করেন, সেই কিস্তিরূপে ও সেই তারিখে সেই খাজানা নিয়মক্রমে কিম্বা নিয়ম না থাকিলে দেশাচারক্রমে যে বিধি নির্দিষ্ট হয়, সেই বিধির বিধানাধীনে দেওয়া যাইবে ।

(৩) এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রচলিত দেশাচার, কসলের সময় এবং ভূমির রাজস্ব দিতে হইবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ।

(৪) এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা যে কৃষি বৎসরে কলবৎ হইবে সেই কৃষি বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে অন্তত তিন মাস থাকিতে নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে ।

৬৮ ধারা। (১) প্রত্যেক কিস্তি যে তারিখে দেয় খাজানা দিব সময় হইবার পূর্বে প্রজা এই কিস্তির টাকা দিবেন ।

(২) এই আইনমতে যে স্থলে প্রজা আপন খাজানা আদায় করিতে পারে, সেই স্থল ছাড়া ভূম্যধিকারীর গ্রামা কাছারীতে কিম্বা তদর্থে ভূম্যধিকারী অন্য যে সুবিধামত স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে খাজানা দেওয়া যাইবে ।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রজাকে পোস্টাল মনিঅর্ডারক্রমে খাজানা দিবার ক্ষমতা দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

(৩) খাজানার কোন কিস্তি বা কিস্তির অংশ যে সময়ে দেয় হয়, সেই সময়ে বা তৎপূর্বে যথানিধি দেওয়া না গেলে, তাহা বাকী খাজানা বলিয়া গণ্য হইবে ।

৬৯ ধারা। (১) কোন প্রজা খাজানার হিসাবে কোন টাকা দিলে, যে বৎসরে টাকা যেভাবে জমা কিস্তি যে বৎসরের যে কিস্তিতে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিবেন, এবং তদনুসারে এই টাকা জমা দিতে হইবে ।

(২) প্রজা প্রকৃত কোন নির্দেশ না করিলে, ভূম্যধিকারী যে বৎসরের যে কিস্তি উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিস্তির হিসাবে টাকা জমা দিতে পারিবেন ।

কবজ ও হিসাবের কথা ।

৭০ ধারা। (১) কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীকে খাজানার হিসাবে টাকা দিলে যত টাকা দেন, উক্ত ভূম্যধিকারীর আকরিত তত টাকার লিখিত কবজ উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে তৎক্ষণাৎ পাইতে তাঁহার স্বত্ব আছে ।

(২) ভূম্যধিকারী উক্ত কবজের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন ।

(৩) এই আইনের ৩৪ তফসীলে কবজের যে পাঠ দেওয়া গেল, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রকার মৌকদমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, কবজ ও অনুলিপিতে সেই বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

(৪) যে প্রত্যেক কবজ সারতঃ এই ধারার আদেশমত সমস্ত বিশেষ কথা না থাকে, বিপরীত দর্শন না গেলে, তাহা যে তারিখে দেওয়া যায়, সেই তারিখ পর্যন্ত খাজানার সমুদয় দাওয়ার সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিপত্র বলিয়া অনুমান হইবে ।

৭১ ধারা। (১) কৃষি বৎসরের শেষ পর্যন্ত প্রচার যত খাজানা দিতে হইবে, তৎসমস্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারী স্বীকার করিলে, এই বৎসর অবসান হইবার তিন মাসের মধ্যে এই প্রজা বিনা খরচে আপন ভূম্যধিকারীর স্থানে উক্ত ভূম্যধিকারীর আকরিত পূর্ণনিষ্কৃতিপত্ররূপ কবজ পাইবার অধিকারী হইবেন ।

(২) ভূম্যধিকারী এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রজা চারিখানা কী দিলে এই বৎসর শেষ হইবার পর তিন মাস মধ্যে এই আইনের ততীয় তফসীলের পাঠে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সাধারণতঃ কিম্বা বিশেষ কোন স্থানের কিম্বা বিশেষ কোন প্রকার মৌকদমার নিমিত্ত অন্য যে পাঠ নির্দেশ করেন, সেই পাঠে যে বিশেষ কথা লিখিত থাকে, তৎসম্পন্নিত হিসাবের বিবরণপত্র পাইবার অধিকারী হইবেন ।

(৩) ভূম্যধিকারী উক্ত বিবরণপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, তাহাতেও প্রকৃত বিশেষ কথা লেখা থাকিবে ।

৭২ ধারা। (১) প্রজা কোন খাজানা দিলে, যদি ভূম্যধিকারী তাঁহাকে ৭০ ধারার নির্দিষ্ট বিশেষ কথা সম্পন্নিত কবজ দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে প্রজা খাজানা দিবার তারিখ অবধি

তিন মাসের মধ্যে খাজানার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অধিক আদায় বা তা উচিত বোধ করেন সেইরূপ মতের টাক উক্ত ভূম্যধিকারী স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত মৌকদম উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

(২) যদি ভূম্যধিকারী প্রজার দাওয়াতে ৭১ ধারার নিম্নলিখিত কোন বৎসরের সম্পূর্ণ নিকৃতিপত্ররূপ কবজ বা হিসাবের বিবরণপত্র দিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন, তবে যে বৎসরের কবজ বা হিসাব দেওয়া উচিত ছিল, সেই বৎসর প্রজা ভূম্যধিকারীকে যে সমস্ত খাজানা দিয়া থাকেন, তাহার মোট পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুণের অনধিক আদানত গন্ত টাকা উচিত বোধ করেন, তত দণ্ডের টাকা উক্ত ভূম্যধিকারীর স্থানে আদায় করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রজা পরবর্তী কৃষি বৎসরের মধ্যে নৌকদ্দম উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী উক্ত কোন ধারার আদেশ-মত কবজের বা বিবরণপত্রের অনুলিপি বা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে, তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খাজানা আদায়ত করিবার কথা।

৭৩ ধারা। (১) নিম্ন লিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ,

রাজকীয় কার্যালয়ে
খাজানা আদায়ত করি-
বার দরখাস্তের কথা।

(ক) যে স্থলে প্রজা খাজানার
নিমিত্ত টাকা দিবার প্রস্তাব
কবেন এবং ভূম্যধিকারী তাহা
লইতে বা তজ্জনা কবজ দিতে

অস্বীকার করেন;

(খ) যে স্থলে খাজানার টাকা দিতে বাধ্য প্রজা
এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার খাজানা
যে ব্যক্তিকে দেয়, তিনি বিবাদ বা বিদ্বেষ বশতঃ তাহা
লইতে বা তদ্বিমিত্ত কবজ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না;

(গ) যে স্থলে ঐ টাকা সচাংশীদারদিগকে সংস্কৃ-
তাবে দিতে হয়, এবং প্রজা তদ্বিমিত্ত সচাংশীদারদের
সংস্কৃতি কবজ পাইতে না পারেন, এবং কোন ব্যক্তি
তাঁহাদের পক্ষে খাজানা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া
থাকেন; কিম্বা

(ঘ) যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খাজানা পাইবার
স্বত্বাধিকারী এবিষয়ে প্রজার প্রকৃত সন্দেহ থাকে;
সেই স্থলে

যেত যে স্থানের মধ্যে থাকে, সেই স্থানের নিমিত্ত
এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়েই যে কর্মচারীকে
নিযুক্ত করেন, প্রজা তৎকালীন পাওনা সমুদয় টাকা
তাঁহার আকিসে আদায়ত করিবার অনুমতি পাইবার
নিমিত্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) যে যে হেতুতে দরখাস্ত করা যায়, ঐ দরখাস্তে
তাঁহার বর্ণনা থাকিবে এবং (ঘ) স্থলে যে ব্যক্তিকে শেষ-
বার খাজানা দেওয়া হয়, তাঁহার নাম, ও একগে যে বা
যে ব্যক্তি দাওয়া করিতেছেন, তাঁহার বা তাঁহাদের
নাম দিতে হইবে। তাহাতে প্রজা স্বাক্ষর করিবেন,
অথবা নৌকদ্দমার রূপান্তর তিনি স্বয়ং না জানিলে, যিনি
জানেন এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, এবং
স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়েই বিধিক্রমে আট আনার
অনধিক যে কী দিবার আজ্ঞা করেন, সেই কী তৎসঙ্গে
পাঠাইতে হইবে।

৭৪ ধারা। (১) যে কর্মচারীর নিকট পূর্বধারা-
মত দরখাস্ত করা যায় যদি

যে খাজানা আদায়ত
করা যায় রাজকীয় কর্ম-
চারী তাহার রসীদ দিলে
ঐ রসীদ নিম্নলিখিত
হইবার কথা।

তাঁহার বোধ হয় যে দরখাস্ত-
কারী উক্ত ধারামতে খাজানা
আদায়ত করিবার অধিকারী,
তবে খাজানা লইয়া তদ্বিমিত্ত
আপন সরকারী মোহরযুক্ত

রসীদ দিবেন।

(২) উক্ত কর্মচারী উচিত বোধ করিলে, খাজানা
লইবার পূর্বে, পূর্বধারার আদেশমত বর্ণনায় যে ব্যক্তি
স্বাক্ষর করিরাছে, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা
প্রজার দেয় যে খাজানা পূর্বোক্তরূপে আদায়ত করা
যায় তৎসম্বন্ধে নিকৃতিপত্ররূপ কার্যকর হইবে। উক্ত
খাজানা

পূর্ব ধারার (ক) প্রকরণের স্থল হইলে যে ব্যক্তির
নিকট খাজানা দিবার প্রস্তাব করা যায় সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (খ) প্রকরণের স্থল হইলে যাঁহাকে
খাজানা দিতে হইবে বলিয়া দরখাস্তে নাম লেখা থাকে
সেই ব্যক্তি,

উক্ত ধারার (গ) প্রকরণের স্থল হইলে সংস্কৃতা-
ব সচাংশীদারেরা, এবং

উক্ত ধারার (ঘ) প্রকরণের স্থল হইলে খাজানা
পাইবার স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি,

গ্রহণ করিলে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে হইত, সেই
প্রকারে ও সেই পরিমাণে উক্ত রসীদ কাঙ্ক্ষক হইবে।

৭৫ ধারা। (১) যে কর্মচারী আদায়ত লন তিনি
তাঁহা প্রাপ্ত হইবার নোটিস
আদায়ত পাইবার আপন আকিসের কোন সূত্র-
নোটিসের কথা।

কাশ স্থানে অবিলম্বে লাগাইয়া
দিবেন। ঐ নোটিসে লম্বুদর প্রয়োজনীয় রূপান্তরের বর্ণনা
থাকিবে।

(২) পূর্বোক্তমতে যে তারিখে নোটিস লাগাইয়া
দেওয়া যায় সেই তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে
পরবর্তী ধারামতে আদায়তের টাকা কাঙ্ক্ষকেও দেওয়া
না গেলে, যে এতোক ব্যক্তির ঐ টাকা পাইবার
দাওয়া বা অধিকার আছে বলিয়া উক্ত কর্মচারী বিশ্বাস
করিবার কারণ দেখেন, সেই এতোক ব্যক্তির উপর বিনা
ধরচায় আদায়ত পাইবার নোটিস লারী করাইবেন।

৭৬ ধারা। (১) যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মচারীর
আদায়ত টাকা দিবার বিবেচনায় আদায়তের টাকা
বা কিরাইয়া দিবার কথা। পাইবার অধিকারী বলিয়া
বোধ হয়, তিনি তাহাকে ঐ

টাকা দিতে পারিবেন, অথবা উচিত বোধ করিলে যে
ব্যক্তির এরূপ অধিকার থাকে তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী
আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ঐ টাকা রাখিতে
পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে আদেশ করিলে, পোষ্টাল
নথিঅর্ডার করিয়া ঐ টাকা দেওয়া বাইতে পারিবে।

(৩) যে তারিখে কোন আদায়ত করা যায় সেই
তারিখ অবধি তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্বে এই
ধারামতে কোন টাকা দেওয়া না গেলে, যদি আদায়ত-
কারী প্রার্থনা করেন ও যে কর্মচারীর নিকট খাজানা
আদায়ত করা যায় তাঁহার দত্ত রসীদ কিরাইয়া দেন, তবে
দেওয়ানী আদালতের বিপরীত ভাবে প্রজা না থা-
কিলে আদায়ত টাকা আদায়তকারীকে কিরাইয়া
দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব কএক ধারামতে আদায়ত গ্রহণকারী
কোন কর্মচারী যাহা কিছু করেন, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের
পক্ষে ন্যূনতম আর্থিক ক্ষয় হইতে সেক্রেটারী সাহেবের

बाकी राजाद्वारा कथा ।

৭৭ ধারা। (১) কোন হস্তা-
সুরযোগ্য যোড়ের খাজানী
উদ্ধার প্রথম দারের মধ্যে গণ্য
হইবে।

৭৮ ধারা। (১) যে কোন যৌত ইচ্ছাসূচক করা

মানের শেষে বাকী থাকান। পাওনা থাকিলে, ভূমি-
কারী উক্ত বাকী থাকান। আদার করিবার ডিক্রী পাইয়া
থাকুন বা না থাকুন এবং কোন হস্তির শর্তক্রমে উক্ত
প্রজাকে বাকী থাকান। নিমিত্ত উচ্ছেদ করিতে স্মত্বান
হউন বা না হউন, তাহাকে উচ্ছেদ করিবার বোধকরা
উপস্থিত করিতে পারিবেন।

(৩) বিশেষ কারণ থাকিলে, আদালত এই ধারার নিখিত পনের দিন কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন ।

৮০ ধারা। (১) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত

ডিকী হর ভদ্রভিরিক্ত আদালত
যত টাকা খাজানার ডিকী হর তাহার শতকরা ২৫ টাকার
অনধিত যত হানিপুরন উপযুক্ত বোধ করেন বাস্তব তত
হানিপুরনের টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত আলীফ কোম মোকদ্দমার যদি আদালতের বোধ হয় যে বাদী যুক্তিসিদ্ধ বা সম্ভাবিত কারণ বিনা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তবে বাদী যে মোট টাকার দাওয়া করে তাহার শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক মত টাকা আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা হানিপুরণ-স্বরূপ প্রতিবাদীর পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কলনী বা ডাঙনীখানার কথা ।

৮১ ধারা। যে স্থলে উৎপন্ন বাচাই বা বিভাগ

কমল, বাচাই বা
বিভাগ করিবার নিষিদ্ধ
আজ্ঞার কথা ।

করিয়া থাকিবে। লওয়া যার
(ক) সেই স্থলে যাচাই
বা বিভাগ করিবার উপযুক্ত
সময়ে যদি ভূম্যধিকারী বা
প্রজা স্বয়ং বা কর্মকারক দ্বারা উপস্থিত হইতে উৎসেকা
করেন, কিম্বা

(খ) উৎপন্ন কসনের পরিধান বা মূল্য বা
বিভাগ বিষয়ে বিবাদ হয়,

তবে কালেক্টর কোন পক্ষের প্রার্থনামতে এবং কালেক্টর খরচ বলিয়া যত টাকা দিবার আজ্ঞা করেন উক্ত পক্ষ সেই টাকা আদায় করিলে, ঐ কমল যাচাই বা বিভাগ করিবার নিমিত্ত যে কর্মচারিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন স্থলে জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতে ঐরূপ আত্মা করিলে শাস্তিভঙ্গ নিবারণিত হইবার সম্ভাবনা, সেই স্থলে কালেক্টর সাহেব ঐরূপ আর্থনা না হইলেও উক্তরূপ আত্মা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কালেক্টর এই খারাবতে কোন আত্মা করিলে, যাবৎ বাচাই বা বিভাগ না হয়, তাবৎ আত্মাদারা কসল স্থানান্তর করা নিষেধ করিতে পারিবেন।

୧୨ ଧାରା । (୧) କାଗଜରେ ପୂର୍ବ ଧାରାମତେ କୋନ

কর্মচারী নিযুক্ত করা
গেলেন, কার্যাবধানীর
কথা।

পারিবেশ যে তিনি অন্য কোন
ব্যক্তিনিগদক আমেসরস্বরূপ আপনাত সহিত মন এবং
আমেসর মওয়া গেলে উক্ত আমেসরদের সংখ্যা,
যোগ্যতা ও নির্বাচন প্রণালী সম্বন্ধে এবং যাচাই
বা বিভাগ করণ কালে যে কার্য প্রণালী অবলম্বন

করিতে হইবে তৎসমুদয়ে তাঁহাকে আদেশ দিতে পারিবেন ; এবং উক্ত কর্মচারীকে সেই আদেশ অনুসারে কাঁধা করিবেন ।

(১) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিবার পূর্বে যে সময়ে ও স্থানে যাচাই বা বিভাগ করা যাইবে তাহার নোটি- ভূমিকাদারীকে ও প্রজাকে দিবে, কিন্তু ভূমিকাদারী বা প্রজা মিত্তে বা কর্মকারকদ্বারা উপস্থিত না হইলে, তাম এক তরফা কাগজাণুষ্ঠান করিতে পারিবেন ।

(২) উক্ত কর্মচারী যাচাই বা বিভাগ করিলে, আপন কাগজাণুষ্ঠানের রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট পাঠাইবেন ।

(৩) কালেক্টর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং উভয় পক্ষকে তাহাদের কথা শুনিবার সুযোগ দিয়া কোন তদন্ত আবশ্যক নো করিলে সে তদন্তের পর উক্ত রিপোর্টের উপর যে আজ্ঞা লিখা যোগ করেন সেই আজ্ঞা করিবেন ।

(৪) কালেক্টর উচিত বোধ করিলে, পক্ষদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে বিবাদ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারিবেন ; কিন্তু উক্তরূপ নিয়ম সাপেক্ষ থাকিয়া, তাহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইলে ও ডিক্রী দ্বারা প্রবল করা যাইতে পারিবে ।

(৫) উক্ত কর্মচারী যাচাই কর্তব্যে দানাবন্দী করিলে, দানাবন্দী বা যাচাইর কাগজপত্র জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে রক্ষিত হইবে ।

৮৩ ধারা। (১) উপর কসল যাচাই করিয়া খাজানা লগুয়া যেনার মতল সম্বন্ধে লগুয়া গেলে, সমস্ত কসল সম্বন্ধে দখল রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে ।

(২) উপর কসল বিভাগ করিয়া খাজানা লগুয়া গেলে, যাবৎ উক্ত বিভাগ করা না হয়, তাবৎ সমস্ত কসল দখলে রাখিতে কেবল প্রজার অধিকার থাকিবে ।

(৩) উভয় ক্ষেত্রেই ভূমিকাদার পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রজা কৃষিকার্যের নিয়মিত কালে কসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু যাহাতে যথাকালে উপযুক্ত যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয় এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে কসলের কোন অংশ ছানাসুর করিতে পারিবেন না ।

(৪) যদি প্রজা কসলের কোন অংশ এরূপ সময়ে বা এরূপ প্রকারে ছানাসুর করেন, যাহাতে যথাকালে তাহার যাচাই বা বিভাগ করিবার বাধা হয়, তবে শাসন সংগ্রহের সময়ে নিকটস্থ সেই প্রকারের ভূমিতে সে প্রকারের শাসন সর্বাঙ্গোক্ত পূর্ণ পরিমাণে যত যাচাই হয়, কসল তত হ্রাস হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে ।

ভূমিকাদার পরিবর্তন হইলে খাজানার দায়ের কথা ।

৮৪ ধারা। (১) কোন প্রজার ভূমিকাদারি স্বার্থ

হস্তান্তরের নোটিশ না পাওয়া পূর্বে ভূমিকাদারীকে যে খাজানা দেওয়া যায়, তৎসম ভূমিকাদারি স্বার্থান্তরিত হইলে নিকট প্রজার দায়ী না হইবার কথা ।

হস্তান্তর করা গেলে, হস্তান্তর হইবার পর যে খাজানা পাওনা হয়, তাহা যে ভূমিকাদারি স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, সেই ভূমিকাদারীকে দেওয়া গেলে, যাদ হস্তান্তরক্রমে প্রজা প্রজাকে হস্তান্তর হইবার নোটিশ না দিয়া থাকেন, তবে প্রজা

উক্ত খাজানার নিমিত্ত হস্তান্তরক্রমে প্রজার নিকট দায়ী হইবে না ।

(২) যে ভূমিকাদারি স্বার্থ হস্তান্তরিত হয়, তাঁহাকে একাধিক প্রজা খাজানা দিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রজা চা নিষ্পত্তি প্রকারে প্রজাদের নিকট এক সাধারণ নোটিশ প্রচার করেন, তাহা এই ধারার কার্যপক্ষে উপযুক্ত নোটিশ হইবে ।

আইনবিরুদ্ধকর প্রভৃতির কথা ।

৮৫ ধারা। প্রকৃত খাজানার অতিরিক্ত অবগতির

আবগতির আইনবিরুদ্ধকর কথা ।

যাচাই কিংবা তদন্ত অন্য দায়ী প্রজাদের উপর যে কোন কর বাধা করা যায়, তাহা আইনবিরুদ্ধ হইবে, এবং এরূপ কর লিখার সমুদয় শর্ত ও নিয়ম অসিদ্ধ হইবে ।

৮৬ ধারা। প্রচলিত কোন বিশেষ আইনক্রমে না

দেয় খাজানার অতিরিক্ত টাকা প্রজার খাজানা ভূমিকাদারী করিয়া লইলে দণ্ডের কথা ।

হইলে, জানমতে যে খাজানা দেয়, তদতিরিক্ত প্রজার খাজানা কোন টাকা বা তাহার ভূমির উপরে কোন অংশ ভূমিকাদারী করিয়া গ্রহণ করিলে, উক্ত প্রজা এরূপ যত্ন

করিলে তারিফ অবধি ছয় মাসের মধ্যে এরূপে গৃহীত টাকার বা উপহার মূল্যের অতিরিক্ত পাঁচ শত টাকার অনধিক আদালত দণ্ডস্বরূপ যত টাকা উদ্ধৃত বোধ করেন, তত টাকা, কিংবা তাহা এরূপে অনাথ করিয়া লওয়া যায়, তাহার পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুন পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, সেই পরিমাণের বা মূল্যের দ্বিগুনের অধিক টাকা ভূমিকাদারি নিকট পাওনার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

৯ম অধ্যায় ।

ভূমিকাদারী ও প্রজা বিষয়ক বিবিধ বিধান ।

উৎকর্ষ সাধনের কথা ।

৮৭ ধারা। (১) এই আইনের কার্যপক্ষে কোন "উৎকর্ষ সাধন" শব্দের "উৎকর্ষ সাধন" শব্দ ব্যবহৃত হইলে

যে কোন কার্য দ্বারা যোতের জমাই মূল্য বৃদ্ধি হয়, বা তা উক্ত যোতের উপযোগী এবং উক্ত যে উদ্দেশ্যে জম দেওয়া যায়, সে উদ্দেশ্যে সমস্ত, এবং যাদ যোতের উপর করা না গেলেও সাধারণস্বাক্ষর উচ্চার উপকারার্থ করা যায়, কিংবা তাহার পর সাধারণস্বাক্ষর এই যোতের উপকারজনক করা যায়, সেই কার্য বুঝাইবে ।

(২) বিপরীত দর্শন না গেল, মঙ্গলমিথিত কার্য-
গুলি এই ধারার সন্মাতুযায়ী উৎকর্ষ সাধন বলিয়া অনু-
মান হইবে,—

(ক) কৃষিকার্যের নিমিত্ত কিম্বা কৃষিকার্যে নিযুক্ত
মহুযের ও গবাদির ব্যবহার নিমিত্ত জলসঞ্চয়, যোগান
বা বিতরণ করণার্থ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন;

(খ) জলসেচনার্থে ভূমি প্রস্তুত করণ;

(গ) যে ভূমি কৃষিকার্যার্থে ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যে
পতিত ভূমি আবাদ করা যাউতে পারে, তাহার জল-
নিঃসরণ কিম্বা নদী বা অন্য জল হইতে উদ্ধার করণ,
কিম্বা জনপ্রিয় হইতে রক্ষা করণ, কিম্বা জলজনিত
ক্ষয় বা অন্য হানি নিবারণ;

(ঘ) কৃষিকার্যার্থে ভূমির আবাদ বা পরিষ্কার করণ
কিম্বা তাহা ঘেরা বা তাহার স্থায়ী উৎকর্ষসাধন;

(ঙ) পুষ্করিণী কোন নদীতে নতুন করিয়া বা পুন-
র্জার করা, অথবা তাহার পরিবর্তন বা পরিবর্জন
করা; ও

(চ) আবশ্যক ন্যস্তিরের পর সমস্ত রাস্তা ও তীর
পরিবারের উপযোগী বাসগৃহ নিশ্চাণ।

(৩) কিন্তু সত্ত্বে কোন যোতে যে কার্য করেন,
তদ্বারা স্বীয় ভূম্যধিকারীর মতামত বা তাহাদের মত
বিশেষরূপে কম হইয়া পড়িলে, ঐ কার্য এই আইনের
অধীনস্থ উৎকর্ষসাধন বলিয়া গণ্য হইবে না।

৮৮ ধারা। রাস্তা অবধারিত থাকিলে কিম্বা অব-
ধারিত হারে ভূমি-ধারিত থাকিলে তাহা
কোন করা সেনে উৎকর্ষ-
সাধন করিবার যত্নের
কথা।
কোন উৎকর্ষসাধন করিতে
তাঁহাকে ভূম্যধিকারীররূপে বাধা দিতে পারিবেন না।

৮৯ ধারা। (১) কোন রাস্তার যোতে তাহার
দখলীভূত থাকিলে, রাস্তা বা
দখলীভূতবিশিষ্ট যোত
ভূম্যধিকারী নিজে উৎকর্ষ-
সাধন করিতে সম্মত আছেন,
করিবার যত্নের কথা।
এই ক্ষেত্রে বিনা রাস্তা বা ভূম্য-
ধিকারীররূপে উক্ত যোত
সম্মত উৎকর্ষসাধন করিতে অপর পক্ষকে বাধা দিতে
পারিবেন না।

(২) যদি রাস্তা ও ভূম্যধিকারী উভয়েই একই
উৎকর্ষসাধন করিতে চান, তবে উক্ত ভূম্যধিকারীর
অধীন অন্য এক বা অধিক যোত তদ্বারা স্পষ্ট না
হইলে, রাস্তার উৎকর্ষসাধন করিবার অগ্রাধিকার
থাকিবে।

(৩) রাস্তা ও তাহার ভূম্যধিকারীর মধ্যে

(ক) উৎকর্ষসাধন করিবার সম্বন্ধে, কিম্বা

(খ) কোন বিশেষকার্য উৎকর্ষসাধন কিম্বা, এতৎ-
সম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হইলে,

কালেক্টর সাহেব কোন পক্ষের প্রার্থনামতে সেই
বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, এবং তাহার
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

৯০ ধারা। (১) দখলীভূতভূম্য কোন রাস্তা
আপনার ও স্বীয় পরিবারের
নিমিত্ত আবশ্যক বাড়ির
করিবার যত্নের কথা।
যদি সমস্ত উপযুক্ত বাসগৃহ
প্রস্তুত করিতে পারিবেন, কিন্তু

উক্তরূপে কিম্বা পঞ্চাঙ্গিধিত সিধানমতে না হইলে
আপনার সৌতসম্মত স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতি না
লাইয়া অন্য কোন উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

(২) স্বীয় ভূম্যধিকারীর অনুমতির প্রয়োজন না
থাকিলে, যে দখলীভূতভূম্য রাস্তা আপন সৌত
সম্মত উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন তিনি উক্ত
উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে, যুক্তিসিদ্ধ সময়ে বা
ঐ উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত ভূম্যধিকারীর প্রতি
আদেশ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধপত্র দিতে বা দেওয়া-
ইতে পারিবেন, এবং ভূম্যধিকারী ঐ অনুরোধ পালন
করিতে অক্ষম হইলে, বা অশেপা করিলে, আপনি ঐ
উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন।

৯১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী আদেশে
ভূম্যধিকারীর উৎকর্ষ-
সাধন রেজিষ্ট্রী করি-
বার কথা।
সে উৎকর্ষসাধন করেন, কিম্বা
যদি আইনমতে তাহার খরচে
করা যায়, কিম্বা যদি করতে
তিনি প্রত্যেকে সাহায্য কবি-
য়াছেন, তিনি সেই উৎকর্ষসাধন স্থানীয় গণপরিষদের
নিযুক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া রেজি-
ষ্ট্রী করাইতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গণপরিষদে বিধিক্রমে যেকোন আদেশ
করেন, প্রার্থনাপত্র সেক্ষেপ পাঠে লিখিতে হইবে, ও
তাঁহাতে সেক্ষেপ সন্ধান থাকিবে, ও সেই প্রকারে
স্থানীয় উদন্তের দ্বারা বা অন্যোপায়ে তাহার সত্যতা
নিশ্চয় করা যাইবে।

(৩) যে কর্মচারী প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হন, তিনি,
(ক) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে উৎকর্ষ
সাধন হইলে, এই আদেশ প্রচলিত হইবার সম্ভাব্য,
(খ) এই আইন প্রচলিত হইবার পর উৎকর্ষ-
সাধন হইলে, উক্ত কার্য সম্পন্ন হইবার তারিখ অবধি,
১২ মাসের মধ্যে প্রার্থনা করা না গেলে, তাহা
অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৯২ ধারা। (১) কোন যোতের ভূম্যধিকারী বা প্রজা
উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে
এম লিপিবদ্ধ করিবার
প্রার্থনার কথা।
তৎসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন
করা যায় তাহার প্রমাণ লিপি-
বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলে,
কোন রাজস্ব কর্মচারীর নিকট
প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি তিনি
একপ বিবেচনা না করেন যে, ঐ প্রার্থনা করিবার
যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই, অথবা একপ দেখা না যায় যে,
ঐ বিষয় কোন দেওয়ানী আদালতে তদন্তাধীনে বহি-
রাছে, তবে উক্ত কর্মচারী উক্ত পক্ষের সমক্ষে প্রমাণ
লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করা
গেলে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে কিম্বা তাহাদের
অধীন দাসাদার বাড়িদের মধ্যে পরে যে কোন
আনুষ্ঠানিক কার্য হয়, তাহাতে ঐ লিপিবদ্ধ কথা প্রমাণ
মধ্যে গ্রহণ হইতে পারিবে।

৯৩ ধারা। (১) যে কোন রায়তকে তদীয় খোত
হইতে উচ্ছেদ করা যায়, সেই
রায়তকে উৎকর্ষসাধ-
নের নিমিত্ত কতিপূরণ
দিতে হইবার কথা।
যে কোন উৎকর্ষসাধন করি-
রাছেন, তজ্জন্য পূর্বে কতিপূরণ দেওয়া না হইয়া
থাকিলে, উক্ত রায়ত কতিপূরণ পাইবার অধিকারী
হইবেন।

(২) কোন ভাণ্ডারী কোন রায়তকে উচ্ছেদ করি-
বার চিক্রী না আঁজা করিলে, যদি সেই রায়তকে উ-
ৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কতিপূরণ দেয়া হয়,
তবে ঐ কতিপূরণের টাকা নিকপণ করিবেন, এবং
রায়তের ঐ টাকা পাইবার নিয়মাদীনে উচ্ছেদ করিবার
চিক্রী না আঁজা করিবেন।

(৩) যেস্থলে কোন বিশেষ সুবিধা পাউনেন বলিয়া
রায়ত কতিপূরণবিনা উৎকর্ষসাধন করিয়াচুকি করিয়া,
বা পাট্টা লম্বা তদন্তর উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন,
এবং উক্ত সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থলে ঐ ধারা-
যতে উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত কতিপূরণ পাইবার দাওয়া
করা বাইতে পারিবে না।

(৪) ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ ও এই
আইন প্রচলিত হইবার সময়ের মধ্যে রায়ত যে উৎকর্ষ-
সাধন করেন, তাহা এই আইন অনুসারে করা হইয়াছে
বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৫) কোন উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই ধারামতে যে
কতিপূরণের আঁজা করিতে হইবে, সেই কতিপূরণের
পরিমাণ নিম্নলিখিত স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যত জন আসেসর
উপযুক্ত বোধ করেন, তত জন আসেসর আপন মতে
লইবার নিমিত্ত আদালতের প্রতি আঁজা করিয়া এবং
আসেসরদের যোগ্যতা ও নির্দোষপ্রণালী দ্বারা করিয়া
স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সন্যে ২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন
দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯৪ ধারা। (১) উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত পূর্বে ধারা-
মতে যে কতিপূরণ দিবার
বে বিধিক্রমে কতি-
পূরণের পরিমাণ নির্ণয়
করিতে হইবে, তাহার
কথা।
আঁজা করিতে হইবে, তাহার
পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে,
এই ২ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি
রাখিতে হইবে,—

(ক) মোটের জমাজি মূল্য বা উৎপন্ন বা উৎপন্ন
মূল্য উৎকর্ষসাধন দ্বারা যে পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে,
সেই পরিমাণের প্রতি ;

(খ) উৎকর্ষসাধনের অবস্থার প্রতি ও তাহার
কল যত কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রতি ;

(গ) উক্ত উৎকর্ষসাধন করিতে যে পরিমাণ ও মূল-
ধন লাগে তৎপ্রতি ;

(ঘ) ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে ভূমিকার
কোনরূপে খাজানা হ্রাস বা ক্ষমা করিলে বা রায়তকে
অন্য কোন সুবিধা করিয়া দিলে, তৎপ্রতি ; এবং

(ঙ) ভূমি কৃষিকার্যোপযোগী করা গেলে, কিম্বা
অসেচিত ভূমি সোচত ভূমিতে পরিণত করা গেলে,
রায়ত যতকাল অবধি খাজানায় উৎকর্ষসাধনের লাভ
ভোগ করিয়াছেন, সেই কালের প্রতি।

(২) কতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইলে, ভূমি-
মিস্ত্রী ও রায়ত উচিত বোধ করিলে, এইরূপ সম্মতি
দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণরূপে যুগ্মযোগে প্রদত্ত না
হইয়া উহা সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ অন্য কোনরূপে
প্রদত্ত হইবে।

ইচ্ছা ও পরিভাগ করিবার কথা।

৯৫ ধারা। (১) কোন রায়ত পাট্টা বা অন্য
ইচ্ছা করিবার কথা। নিয়মপত্রক্রমে অবধারিত
কালের নিমিত্ত বাধ্য না
থাকিলে, কোন কৃষি বৎসরের শেষে আপন খোতের
স্বত্ব ও স্বার্থ ইচ্ছা করিতে পারিবে।

(২) কিন্তু ইচ্ছা করিলেও যদি সে ইচ্ছা করিবার
অন্যান্য তিন মাস থাকিতে ইচ্ছা করিবার আপন
অভিপ্রায়ে লিখিত নোটিস আপন ভূমিকারীকে
না দিয়া থাকে, তবে ইচ্ছা করিবার তারিখের পরবর্ত্তি
কৃষি বৎসরের নিমিত্ত ঐ রায়ত উক্ত খোতের খাজানা
দিতে দায়ী থাকিবে।

(৩) নিম্নলিখিত স্থলে যাবৎ বিপরীত দর্শন
না যায়, উক্ত নোটিস ঐরূপে দেওয়া হইয়াছিল, এই
ধারার কাৰ্য্যক্ষে আদালত এই অনুমান করিবেন,
অর্থাৎ,

(ক) যদি রায়ত ইচ্ছা করিবার পরবর্ত্তি কৃষি
বৎসরে সেই ভূমিকারীর স্থানে সেই গ্রামে নতুন
খোত লয় ;

(খ) যে কৃষি বৎসরের শেষে ইচ্ছা করা হয়, সেই
বৎসর শেষ হইবার অন্তর তিন মাস থাকিতে যদি
রায়ত ইচ্ছা করা খোত যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামে
আর বস না করে ;

(গ) যদি ইচ্ছা করিবার পরবর্ত্তি কৃষি বৎসরের
কোন সময়ে ভূমিকারী নিজের অন্য কোন একজকে
ঐ খোত বা উক্ত কোন অংশ জমা করিয়া দেন কিম্বা
চাষ করেন।

(৪) রায়ত উচিত বোধ করিলে, উক্ত খোত বা
তাহার কোন অংশ যে আদালতে বিচার্য্য হইবে
থাকে, সেই আদালতের দ্বারা নোটিস জারী করা হইতে
পারিবেন।

(৫) কোন রায়ত আপন খোত ইচ্ছা করিলে
ভূমিকারী ঐ খোতে প্রবেশ করিয়া উহা অন্য কোন
একজকে জমা করিয়া দিতে কিম্বা নিজের চাষ করণার্থ
লইতে পারিবেন।

৯৬ ধারা। (১) কোন রায়ত আপন ভূমিকারীকে
পরিভাগের কথা। নোটিস না দিয়া ও খাজানা
যেমন দেনা হয়, তাহা দিবার
বান্ধাবস্ত না করিয়া যদি আপন বাটী ভাগ করে, ও
নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে আপন খোত আর
চাষ না করে, তবে রায়ত যে কৃষি বৎসরে ঐরূপ ভাগ
করিয়া যায় ও চাষ করিতে বিরত হয়, সেই কৃষি বৎসর
অতীত হইবার পর যে কোন সময়ে ভূমিকারী ঐ
খোতে প্রবেশ করিয়া তাহা অন্য কোন একজকে জমা
করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা নিজের চাষ করণার্থ
লইতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে নিম্নক্রমে যে প্রকারে আবেদন করেন, সেই প্রকারে নির্দিষ্ট পাঠে নোটিস প্রচার করাইবেন। তাহাতে এই কথা লেখা থাকিবে যে, তিনি উক্ত যোত পণ্ডিত্যক্রম জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।

(৩) কোন ভূম্যধিকারী এই ধারামতে কোন যোতে প্রবেশ করিলে, ঐ নোটিস পাচার কবিবার তারিখ অবধি দুই বৎসর কিম্বা, দখলীকৃতস্থানা রায়ত হইলে, ছয় মাস অতীত না হওয়া পর্যন্ত ঐ রায়ত যে কোন সময়ে উক্ত ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়, তাহাদের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আদালত যেরূপ (যদি কোন) শর্ত নাযা বোধ করেন, সেই শর্তে দখল ফিরিয়া পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যোতের অংশ কবিবার কথা।

১৭ ধারা। যে প্রজার যোত হস্তান্তরযোগ্য। এই যোতের অংশ হস্তান্তর-যোগ্য না হইবার কথা। প্রজা ভূম্যধিকারীর সম্মতি বিনা আপনার যোতের অন্তর্ভুক্ত ভূমির কিয়দংশমাত্র একপ হস্তান্তর বা উইল করিতে পারিবেন না, যাহাতে হস্তান্তর বা উইলক্রমে গ্রহীতা ঐ অংশ পূর্বক যোতস্বরূপ উক্ত ভূম্যধিকারীর নিকট ভোগ করিতে পারেন।

উচ্ছেদের কথা।

১৮ ধারা। ডিক্রী জারীকমে না হইলে কোন ডিক্রী জারীকমে না প্রজাকে তদীয় যোত হইতে উচ্ছেদ না হইবার উচ্ছেদ করা যাইবে না।

ভূমি মাপ করিবার কথা।

১৯ ধারা। (১) ভূম্যধিকারী এই ধারার ও, কোন ভূম্যধিকারীর ভূমি চুক্তি থাকিলে, তাহার বিধান মানিয়া স্বয়ং কিম্বা এতদনুগত উহার স্থানকর্ম প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা আপন মহালের বা তালুকের অন্তর্গত সমুদয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহা মাপ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ভূম্যধিকারী প্রজার সম্মতি বিনা, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের লিখিত অনুমতি বিনা দশ বৎসর একবারের অধিক ভূমি মাপারিতে পারিবেন না। কেবল নিম্নলিখিত স্থলে এত নিয়ম খাটিবে না, যথা—

(ক) যে স্থলে যোতের পরিমাণ, শিকস্তী টেবল্টী তেতুক বৎসর পরিসংখ্যান হইতে পারে ও দেয় খাজানা ঐ পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(খ) যে স্থলে বৎসর চাষের ভূমির পরিমাণ পরি-মর্জন হইতে পারে, এবং দেয় খাজানা চাষের ভূমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

(গ) যে স্থলে ভূম্যধিকারী ইচ্ছাপূর্বক হস্তান্তরক্রমে না হইয়া অন্য প্রকারে খরিদার হন, এবং খরিদক্রমে দখল করিবার তারিখ অবধি দুই বৎসরের অধিক কাল গত হয় নাই।

(৩) উক্ত দশ বৎসর শেষ মাপের তারিখ অবধি মণমা করা যাইবে, ঐ মাপ এই আটম প্রচলিত হইবার যের পূর্বেই হইয়া থাকুক বা পরেই হইয়া থাকুক।

১০০ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী পূর্বধারামতে

প্রজা উপস্থিত হইয়া যে ভূমি মাপ করিতে পারেন তাহা মাপ করিতে চাহিলে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে দেও-রানী আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে প্রজা

উপস্থিত থাকিয়া উক্ত ভূমির মাপ দেখাইয়া দিবে।

(২) যদি প্রজা উক্ত আজ্ঞামতে কাঁচা করিতে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে, তবে যে সময়ে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রজার প্রতি আজ্ঞা হয়, সেই সময়ে ভূম্যধিকারীর আদেশমতে ভূমির মাপ ও মাপের যে মানচিত্র বা অন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, পরিগুণ্ড বলিয়া অনুমান হইবে।

১০১ ধারা। (১) কোন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে

কোন মোকদ্দমায় বা আত্ম-মাপের কষ্টের কথা।

স্থানিক কার্যে কোন দেওয়ানী আদালতের বা রাজস্ব কম-কারীর আজ্ঞাক্রমে ভূমির যে মাপ হয়, গাণী যে মাপে কর্তৃত্ব এক বিষাতে ১৪,৪০০ বর্গ কুট হয়, সেই গবর্ণ-মেন্টের মাপ অনুযায়ী হইবে।

(২) উভয় পক্ষের স্ব স্ব ভিন্নরূপ কোন স্থানীয় মাপ অনুসারে নিয়মিত হইলে, গবর্ণমেন্টের মাপ উক্ত মোক-দ্দমার কাগজপত্রে স্থানীয় মাপে পরিণত করা যাইবে।

(৩) কোন স্থানে যে বা যেহে নামদণ্ড বাবদিত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে স্থানীয় তনবু লেটার পর তাহা নির্দেশ করিয়া বিধিপ্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপে যে নির্দেশ করা যায় তাহা বিপরীত দর্শান না গেলে, শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

কার্যাব্যাহকদের কথা।

১০২ ধারা। কোন মহালের বা তালুকের সহাধি-কেন সহাধিকারিগণ কারিগণ যদি তাহার কার্য-এক জন সাধারণ কার্য-মাধ্যমতা সম্পক্ষে একমত না হন, শাস্তি নিষুক্ত করবেন না এবং সেট করণে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহাদের উপর (ক) সাধারণের অনুবিধা আদেশ করিতে পারি- নিম্মা বার কথা।

(খ) ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি হয় বা হইবার সম্ভাবনা হয়,

তবে জিলার জজ সাহেব (ক) চিহ্নিত স্থলে কালেক্টরের এবং (খ) চিহ্নিত স্থলে ঐ মহালে বা তালুকে যাকার কোন স্বার্থ থাকে, এরূপ কোন ব্যক্তির প্রার্থনামতে কেন উক্ত সহাধিকারিগণ এক জন সাধারণ কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করিবেন না, ইহার কারণ দর্শাইবার আদেশস্বত্ব নোটিস তাহাদের সকলের উপর জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মহালের বা তালুকের সহাধিকারী যে স্বার্থের দাওয়া করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই স্বার্থ উহার দখলে না থাকিলে, এবং তিনি কোন মহালের সহাধিকারী হইলে উহার নাম ও স্বার্থের পরিমাণ ভূমি রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের আইনমতে রেজিস্ট্রারী করণ না হইয়া থাকিলে, তিনি এই ধারামতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

১০৩ ধারা। যদি পূর্ব ধারামতে নোটিস জারী হইবার কারণ দর্শান না গেলে পর এক মাসের মধ্যে উক্ত সহকারিগণ পূর্বের ন্যায় কারণ দেখাইতে না পারিলে, তবে জিলার জজ সাহেব তাঁহাদিগকে একজন সাধারণ কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; এবং ঐ আজ্ঞা দিবার পূর্বে যে কোন সহকারী উপস্থিত হন না, ঐ আজ্ঞার নকল তাঁহার উপস্থিতিতে জারী করা হইবে।

১০৪ ধারা। পূর্ব ধারামতে আজ্ঞা হইবার পর এক মাসের অন্তর যে সময় মজলার জজ সাহেব এতদ্বারা প্রাথমিক কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা। অথবা উক্ত ধারার আদেশমতে উক্ত আজ্ঞা জারী হইয়া থাকিলে, তৎপরে জারী করিবার পর তৎপরে সময়ের মধ্যে যদি সাত দিক বীক্ষণ একজন সাধারণ কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত না করেন, এবং জিলার জজ সাহেবের অত্যাধিক নির্মিত্র ঐ নিয়মগত আদেশ দাখিল করেন, তবে মুখ্যসিদ্ধ সমস্তের মধ্যে সমস্তজনকে বন্দী রাখা হইবার ক্ষমতা আছে, জিলার জজ সাহেবকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া না গেলে, তিনি

(ক) যে স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস উক্ত মহালের বা তালুকের কার্যাব্যাক্ততা ভার লইতে সম্মত হন সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস দ্বারা ঐ মহালের বা তালুকের কার্যাব্যাক্ততা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিংবা

(খ) যে কোন স্থলে একজন কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০৫ ধারা। কোন স্থানের অন্তর্গত যে সকল মহালের ও তালুকের নিয়ম পূর্ব ধারার (খ) প্রকরণমতে একজন কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত করা আদেশ করা হয়, সেই সকল মহালের ও তালুকের কার্যাব্যাক্ততা করণার্থ উক্ত স্থানের নিমিত্র বন্দোবস্তের আদেশ লেটেস্টে নোটিশের মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তিকে ঐরূপে নিযুক্ত করা গেলে, জিলার জজ সাহেব উক্ত প্রকরণমতে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু কোন মহালসমূহে যদি জজ সাহেব সহকারিগণের এক জনকে কার্যাব্যাক্তরূপে নিযুক্ত করা উচিত বোধ করেন, তবে এই বিধি খাটিবে না।

১০৬ ধারা। যে কোন স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিধির ১৮৭২ সালের আইন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাক্ততা লঙ্ঘন খাটিবার কথা। ১০৪ ধারামতে কোন মহালের বা তালুকের কার্যাব্যাক্ততা ভার গ্রহণ করেন, সেই স্থলে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিধির ১৮৭২ সালের আইনের যে সমস্ত বিধান স্থাবর সম্পত্তির কার্যাব্যাক্ততা সম্পর্কিত হয়, সেই সমস্ত বিধান উক্ত কার্যাব্যাক্ততা লঙ্ঘন খাটিবে।

১০৭ ধারা। (১) জিলার জজ সাহেব সময়ে যেরূপ আদেশ করেন, ১০৪ ধারার (খ) প্রকরণমতে নিযুক্ত কার্যাব্যাক্ত পারিষদিকরূপে সেইরূপ অবস্থায় বেতন কিংবা কার্যাব্যাক্তরূপে তিনি যে টাকা আদায় করেন, সেই টাকা সেইরূপ শতকরা প্রাপ্ত হইবেন।

(২) জিলার জজ সাহেব যেসকল জামিন দিবার আদেশ করেন, উক্ত কার্যাব্যাক্ত বরাবরি আপনার কর্তব্য সম্পাদন করিবার সেইরূপ জামিন দিবেন।

(৩) তিনি নিযুক্ত না হইলে, সহকারীরা সংস্কৃতভাবে যে সকল ক্ষমতাসমূহে কার্য করিতে পারিবেন, তিনি জিলার জজ সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে কার্যাব্যাক্ততা নিমিত্র সেই সকল ক্ষমতাসমূহে কার্য করিতে পারিবেন, এবং সহকারীরা ঐরূপ কোন ক্ষমতাসমূহে কার্য করিবেন না।

(৪) তিনি জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে লভ্য লব্ধি কার্য করিবেন ও তাহা বটন করিয়া দিবেন।

(৫) তিনি বৈতনিক হিসাব রাখিবেন, এবং সহকারীদিগকে বা তাঁহাদের কোন জনকে উক্ত হিসাব দেখিতে ও চাবুর নাল লিতে দিবেন।

(৬) উক্ত জিলার জজ সাহেব যে সময়ের ও যে পাঠ্য আজ্ঞা করেন, তিনি সেই সময়ের ও সেই পাঠ্য আপনার হিসাব পাস করিবেন।

(৭) ভূস্বামীরা ১১২ ধারামতে যে কোন প্রার্থনা করিতে পারিবেন, তিনি সেই প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(৮) জিলার জজ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে গদ্যচ্যুত করা যাইতে পারিবে, একান্তরূপে নহে।

১০৮ ধারা। কোন মহাল বা তালুক কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কার্যাব্যাক্ততাব্যতীনে সহকারিগণকে কার্যাব্যাক্ততা ভার প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা। স্থাপন করা গেলে, কিন্তু ১০৪ ধারামতে উল্লিখিত একজন কার্যাব্যাক্ত নিযুক্ত করা গেলে,

যদি জিলার জজ সাহেবের এইরূপ হুদোষ জন্মে, যে সাধারণের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বের হানি বিনা সহকারিগণের দ্বারা কার্যাব্যাক্ততা চলিবে, তবে তিনি যে কোন সময়ে সহকারিগণকে উক্ত মহালের বা তালুকের কার্যাব্যাক্ততা ভার প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

১০৯ ধারা। হাই কোর্ট সময়ে পূর্ব কএক ধারামতে কার্যাব্যাক্তদের ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা রাখিবে।

১০ম অধ্যায়।

অত্বে লিপি ও খাজানার বন্দোবস্ত করিবার বিধি।
অত্বে লিপির কথা।

১১০ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কোন স্থলে
অত্বে লিপি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।
মন্ত্রিসভাভিষ্ঠিত জীবিত গবর্ণর
জেনরল সাহেবের অনুমতি
গ্রহণপূর্বক এবং পশ্চাৎলিখিত
কোন স্থলে উচিত বোধ করিলে
ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ আজ্ঞা করিতে
পারিবেন, যে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত
রাজস্ব কর্মচারী কর্তৃক কোন স্থানের সমুদয় প্রজাদের
বা কোন শ্রেণীর প্রজাদের অত্বে লিপি প্রস্তুত করা
যাইবে।

(২) মন্ত্রিলিখিত স্থলে মন্ত্রিসভাভিষ্ঠিত জীবিত
গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি পূর্ব গ্রহণ না
করিয়া এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে,
অর্থাৎ—

(ক) যে স্থলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ভূম্যধিকারীদের
বা প্রজাদের অনেকাংশ লোকে উক্ত আজ্ঞা পাইবার
প্রার্থনা করেন, এবং খরচ দিবার নিষিদ্ধ স্থানীয় গবর্ণ-
মেন্টের আদেশমত টাকা আদান করেন, সেই স্থলে ;

(খ) যে স্থলে ঐরূপ লিপি প্রস্তুত করিলে, সাধা
রূপতঃ প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে ঐরূপ বিবাদ
আছে, বা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিষ্পত্তি বা নিবারণ
হইতে পারে, সেই স্থলে ; এবং

(গ) যে স্থলে গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস
যাচার মালিক বা কার্যাব্যাক, ঐরূপ কোন মহালের বা
ভালুকের মধ্যে উক্ত স্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই স্থলে।

(৩) এই ধারামতে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন রাজ-
কীয় গেজেটে দেওয়া গেলে, তাহাই উক্ত আজ্ঞা যথা-
বিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

১১১ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন আজ্ঞা করা গেলে
যে যে বিশেষ কথা লি-
পি বন্ধ করিতে হইবে,
তাহার কথা।
যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ
করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞার
তাহা নির্দেশ করা যাইবে, ও
মন্ত্রিলিখিত সমুদয় বা কতক-
গুলি ভাষায় থাকিতে পারিবে, অর্থাৎ,—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম ;

(খ) তিনি যে শ্রেণীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভালুক
দার কি অবধারিত হারে ভূমি ভোগকারি রায়ত কি
মধ্যলীম্বভূমিসিদ্ধ রায়ত কি দখলীম্বভূম্য রায়ত কি
কোর্কা রায়ত ;

(গ) তিনি যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান,
পরিমাণ ও মীমা ;

(ঘ) তদীয় ভূম্যধিকারির নাম ;

(ঙ) দেয় খাজানা ;

(চ) চুক্তিক্রমে কি আদালতের আত্মক্রমে কি
প্রকারান্তরে হউক যে প্রকারে উক্ত খাজানা ধার্য হইয়া
থাকে তাহা।

(ছ) খাজানা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে, যে
সময়ে ও/বে ক্রমে বৃদ্ধি হয় তাহা।

(জ) কোন বিশেষ নিয়মে প্রজা ভূমি ভোগ
করিলে তাহা।

১১২ ধারা। ভূম্যধিকারী বা ভালুকদার প্রার্থনা করিলে

ভূম্যধিকারী বা ভালুকদার প্রার্থনামতে রাজস্ব
কর্মচারীর বিশেষকথা
লিপিবদ্ধ করিতে পারি-
বার কথা।
ও বত টাকা খরচ দিবার আ-
দেশ হয় তাহা আদান করিলে,
এতদ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে যে
বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি
মানিয়া ও তদনুসারে কোন
রাজস্ব কর্মচারী কোন স্থান
বা ভালুক বা তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে পূর্ব ধারার
নির্দিষ্ট বিশেষকথা নিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে
পারিবেন।

১১৩ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী এই লিপি সম্পূর্ণ
লিপি প্রকাশ করিবার
ক্রমে যে প্রকারে ও যত কাল
প্রকাশ করিবার আদেশ দেন,
সেই প্রকারে ও ততকাল এই লিপির পাণ্ডুলেখা এই
স্থানে প্রকাশ করা হইবে, এবং উক্ত কালমধ্যে এই লিপির
কোন লেখা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি করা যার, তাহা
গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) উক্ত কাল অতীত হইলে, রাজস্ব কর্মচারী
উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিবেন ও স্থানীয়
গবর্ণমেন্টে বিদিক্রমে যে প্রকারে প্রকাশ করিবার আদেশ
করেন, সেই প্রকারে উহা এই স্থানে প্রকাশ করা হইবে ;
এবং উক্ত লিপি যে এই অধ্যায়মতে যথাবিধি প্রস্তুত করা
গিয়াছে ঐরূপ প্রকাশ করণই তাহার সিদ্ধান্ত
প্রমাণ হইবে।

১১৪ ধারা। পূর্ব ধারামতে উক্ত লিপি চূড়ান্তরূপে
লিপি লেখা সম্বন্ধে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন
বিবাদ হইলে কাব্য-সময়ে রাজস্ব কর্মচারী
প্রণালীর কথা। তাহাতে কোন কথা লিখিবার
প্রস্তাব করিলে বা লিখিলে
যদি তাহার শুদ্ধতাসম্বন্ধে বিবাদ উত্থিত হয়, তবে
রাজস্ব কর্মচারী এই বিবাদ গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তি করি-
বেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক
আইনে মোকদ্দমার বিচার করিবার যে কার্য প্রণালী
নির্দিষ্ট আছে, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের
প্রণীত বিধি মানিয়া উক্ত কার্যপক্ষে সেই কার্যপ্রণালী
অবলম্বন করিবেন, এবং তাহার নিষ্পত্তি ডিক্রার ভূমি
বলবৎ হইবে।

১১৫ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারী-
দের নিষ্পত্তির উপর আপীল
করা যাইলে তাহার
নিষ্পত্তির উপর আপী-
লের কথা।
দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী
বিষয়ক আইনে যে সকল নিয়ম আছে, তাহা উক্ত
আপীলসম্বন্ধে যতদূর পাটিতে পারে থাকিবে।

(২) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারীর নিষ্পত্তির
উপর বিশেষ তত্ত্ব নিকট আপাল হইতে পারিবে ;
এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী
বিষয়ক আইনে যে সকল নিয়ম আছে, তাহা উক্ত
আপীলসম্বন্ধে যতদূর পাটিতে পারে থাকিবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক
আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ
অজ্ঞা হইলে কোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত,
উক্ত অধ্যায়ের নিয়মের নিয়মানুসারে তাহার নিষ্পত্তির
উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব ধারামতে রাজস্ব কর্মচারীর নিষ্পত্তির
উপর বিশেষ তত্ত্ব নিকট আপাল হইতে পারিবে ;
এবং আপীলসম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী
বিষয়ক আইনে যে সকল নিয়ম আছে, তাহা উক্ত
আপীলসম্বন্ধে যতদূর পাটিতে পারে থাকিবে।

(৫) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক
আইনের ৪২ অধ্যায়ের প্রথম ধারার অর্থমতে বিশেষ
অজ্ঞা হইলে কোর্টের অধীন আদালত হইলে যেরূপ হইত,
উক্ত অধ্যায়ের নিয়মের নিয়মানুসারে তাহার নিষ্পত্তির
উপর হাই কোর্টে সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

১১৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে লিপি প্রস্তুত কর যার তাহাতে যে এই লিপির যে লেখা সনদে বিবাদ না থাকে যে লেখা সনদে বিবাদ আছে তাহা অনুমানমত প্রমাণ ও যে যে লেখা সনদে বিবাদ বলিয়া প্রমাণ হইবার কথা। নাই, ইহা প্রমাণ করিয়া নিদেয় করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিপির যে লেখা সনদে বিবাদ নাই তাহা বিপরীত দর্শন না গেলে শুদ্ধ বলিয়া অনুমান হইবে।

খাজানা ধার্য্য হইবার বিধি।

১১৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে উচিত বোধ করিলে, পঞ্চাঙ্গিখিত কোন স্থলে এইরূপ আদেশমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত সমুদয় প্রজার বা কোন প্রেণীর প্রজার খাজানা, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে এতদর্থ সময়ে২ যে রাজস্ব কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তাহাদের দ্বারা ধার্য্য হইবে।

কিন্তু এইরূপ আজ্ঞা করা বাঞ্ছনীয়, স্থানীয় তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এইরূপ হুঁদোব না জন্মিলে, উক্ত গবর্ণমেন্ট এইরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

(২) নিম্নলিখিত স্থলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে, অর্থাৎ,

(ক) যে কোন স্থলে যত্নের লিপি প্রস্তুত করিতে এই অধ্যায়মতে কোন রাজস্ব কর্মচারীর প্রতি আদেশ করা যায়, এবং

(খ) যে স্থলে কোন স্থান সনদে রাজস্ব ধার্য্য হইতেছে।

(৩) এই ধারামতে রাজস্বীয় গেজেটে কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, উক্ত বিজ্ঞাপনই উক্ত আজ্ঞা যথানিধি হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং কোন আজ্ঞা এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইলে, তাহা যতকাল এরূপে বিজ্ঞাপিত আজ্ঞাক্রমে রহিত না হয়, ততকাল প্রবল থাকিবে।

(৪) কোন প্রজাদের সম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা প্রবল থাকিতে, কোন দেওয়ানী আদালত এই আইন-মতে উক্ত প্রজাদের কাহারও খাজানা রুজি বা কম করিবার মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না।

১১৮ ধারা। (১) কোন রাজস্ব কর্মচারী এই অধ্যায়-মতে খাজানা ধার্য্য করিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, ১১৯ ধারার নিদ্বিধিতে বিশেষ কথা ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টে অন্য কোন কথা নিবন্ধ করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিলে সেই অন্য কথা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) (১) প্রকরণমত লিপিতে উক্ত কর্মচারী কোন কথা লিখিয়া থাকিলে বা লিপিবদ্ধ প্রস্তাব করিলে, তাহার শুদ্ধতা সনদে, পঞ্চাঙ্গিখিত বিধানমতে জমাবন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার পূর্বে কোন সময়ে বিবাদ উত্থিত হইলে, ১১৪ ও ১১৫ ধারার বিধান থাকিবে।

(৩) যে তাহাজুদে খাজানা পরিবর্তিত হইতে পারে সেই তালুক হইলে, কিন্তু সখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রের বোত হইলে, জুমাদিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে উক্ত কর্মচারী তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য্য করিবেন।

(৪) যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায় এই কার্যের নিমিত্ত তিনি বর্তমান খাজানা উপযুক্ত ও ন্যায্য বলিয়া অনুমান করিবেন, এবং খাজানা ধার্য্য করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতের উপদেষ্টার এই আইনে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট হইল, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(৫) (৩) ও (৪) প্রকরণমত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত কর্মচারী, এই আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রণীত বিধিমানিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণী-নী বিষয়ক আইনের নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিবেন এবং এইরূপ প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কার্যে তাঁহার নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

(৬) এইরূপ প্রত্যেক নিষ্পত্তির উপর ১১৮ ধারা-মতে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপীল হইতে পারিবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে, কিন্তু তাহা এই নিয়মের অধীন থাকিবে যে, এই ধারার (২) প্রকরণমত দ্বিতীয় আপীলে যদি হাই কোর্ট, যে সকল বিশেষ কথা ধরিয়া কোন যোক্তের খাজানা ধার্য্য হই-য়াছে, তদ্বোধে কোন কথা সনদে বিশেষ জজের নিষ্পত্তি পরিবর্তন করেন, তবে উক্ত কোর্ট ঐ যোক্তের নিমিত্ত নূতন খাজানা ধার্য্য করতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ধার্য্য করিবার বেলী একই জমাবন্দীর মধ্যে সেই প্রেণীর অন্যান্য গোষ্ঠের যেরূপ খাজানা এই ধারামতে নির্ণীত বা ধার্য্য হইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া চলিবেন।

(৭) রাজস্ব কর্মচারী যে সকল বিশেষ কথা লিখিতে ও যে খাজানা ধার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন, সেই সকল বিশেষ কথা ও খাজানা লিখিলে ও ধার্য্য করিলে, তিনি এক বা একাধিক জমাবন্দীর পাঠ-লেখা প্রস্তুত করিবেন। তিনি যে যে বিশেষ কথা লিপিবদ্ধ করেন ও খাজানা ধার্য্য করিলে বর্তমান খাজানা ধার্য্য করেন তাহা উক্ত জমাবন্দীতে দেখাইতে হইবে।

(৮) জমাবন্দী ১১৩ ধারার সন্মানুযায়ী লিপি হইলে, ১১৩ ধারা তৎসম্বন্ধে যেরূপ খাতিত, এই ধারামতে প্রত্যেক জমাবন্দী সম্বন্ধেও সেইরূপ খাতিত এবং এই ধারা (১) প্রকরণমতে এইরূপ কোন জমাবন্দীতে যে সকল কথা লেখা যায় তৎসম্বন্ধে ১১৬ ধারা খাতিবে।

১১৯ ধারা। পূর্ব ধারামতে কোন খাজানা পরি-বর্তন করা গেলে, জমাবন্দী যে সময়ে খাজানার পরিবর্তন কলবৎ হইবে তাহার কথা। চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করি-বার পরবর্তী কৃষিবৎসরের প্রারম্ভাবধি ঐ পরিবর্তন কলবৎ হইবে।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারার (৩) প্রকরণমতে কোন যোক্তের খাজানার টাক ধার্য্য করাইবার নিমিত্ত কোন জুমাদিকারীর প্রার্থনা করিবার ক্ষমতা থাকিলে, জুমাদিকারীর উৎকর্ষসাধন কিম্বা যোক্তের পরিমাণ পরিবর্তন হেতুক

না হইলে এই অধ্যায়মতে যোক্তের যে খাজানা নির্ণীত বা শাখা হয়, তাহা জমাখন্দী চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করিবার তারিখ অবধি পনের বৎসর কাল মধ্যে হুজি করা যাইবে না।

অতিরিক্ত বিধানের কথা।

১২১ ধারা। একজন ভূম্যধিকারীর, কিম্বা অনেক ভূম্যধিকারীর ও প্রজার প্রাধিকার্যে, কিম্বা প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের মধ্যে ঙ্গকতর বিবাদ নিষ্পত্তি বা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে, এই অধ্যায়মতে কোন আজ্ঞা করা গেলে, কেবল এই অধ্যায়ের বিধান মফল করিতে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীদের বেতন এবং যে সকল কর্মচারীরা আশান রাজকীয় কর্মসম্পাদিত্তি উক্ত বিধান মফল করিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বেতনের যে অংশ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে শাখা করেন, সেই অংশ সম্বন্ধে উক্ত বিধান কোন স্থানে মফল করিতে গবর্ণমেন্টের যে সমুদয় খরচ পড়ে, তাহা এই স্থানের যে ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের খাজানা এই অধ্যায়মতে শাখা বা নির্ণীত হয়, তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টে প্রত্যেক স্থলে সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনায় প্রকৃত কার্যকারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেই-রূপ কার্যকারীমতে দিগেন, এবং কোন ব্যক্তির প্রকৃত খরচের যে কার্যকারীমতে অংশ দিতে হয়, তাহা তাঁহার দেনা বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে আদায় করা যাইতে পারিবে।

১২২ ধারা। কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে ১১১ ধারার লিপি প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, অবশ্যি ও খাজানা মঙ্গলীয় অনুমান না থাকিবার কথা।

(খ) প্রকরণের লিখিত বিশেষ কথা এই অধ্যায়মতে লিপিবদ্ধ করা গেলে পর ৬৪ ধারামতে অনুমান তৎসম্বন্ধে থাকিবে না।

১১শ অধ্যায়।

হারের তালিকা বিষয়ক বিধি।

১২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোন রাজস্ব কর্মচারীকে এতদপে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত আদেশদের সাহায্যে কোন স্থানের জন্য এইরূপ একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিতে পারি বন, যাঁহারা উক্ত স্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতের দেয় খাজানার হার দেখান যাইবে।

তালিকার বাণী লেখা থাকিবে তাহার কথা।

১২৪ ধারা। উক্ত তালিকার এই এই কথা লেখা থাকিবে, যথা।

(ক) ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, জলসেচনের উপায় ও তৎসম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় যে কএক শ্রেণীর ভূমির জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাজানার হার শাখা করা আশঙ্ক্যক হয় তাহা; এবং

(খ) প্রকৃত প্রত্যেক শ্রেণীর ভূমি যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতেরা ভোগ করে, উপযুক্ত ও ন্যায্যমতে তাহাদের দেয় খাজানার হার।

১২৫ ধারা। ১২৪ ধারামতে কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানা হার শাখা করার হার শাখা করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে,।—

(ক) তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে উক্ত শ্রেণীর ভূমির জন্য দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাইতেরা সাধারণতঃ যে হারে খাজানা দিয়া থাকে, তৎপ্রতি;

(খ) যে সময়ে হার শাখা হয় সেই সময়ে ঐ স্থানে চলিত বাজারে প্রদান্য খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য ছিল, অথবা উক্ত সময় কিম্বা সেই সময়ের গড় মূল্য সহজে জানা যাইতে না পারিলে, অন্য যে সময় ভূমির নিমিত্ত লওয়া ন্যায্য ও কার্যকর বেধ হয়, সেই সময়ে যে গড় মূল্য ছিল, তাহার প্রতি;

(গ) যে সময়ে তালিকা প্রস্তুত করা যায় সেই সময়ে ঐ স্থানে বা চলিত বাজারে প্রদান্য খাদ্য শস্যের গড়ে যে মূল্য থাকে তাহার প্রতি; এবং

(ঘ) নিম্নলিখিত বিধির প্রতি, অর্থাৎ, যদি প্রদান্য খাদ্য শস্যের গড় মূল্য হ্রাসিত হইত কোন শ্রেণীর ভূমির খাজানার হার হ্রাস করা যায়, তবে পূর্ব গড় মূল্যের হ্রাসিত হ্রাসিত গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পুরাতন হারের সহিত নূতন হারের তদপেক্ষা উক্তের অনুপাত থাকিবে না, এই বিধির প্রতি।

কিন্তু কোন শ্রেণীর ভূমির নিমিত্ত শাখা করা হার বর্তমান হার অপেক্ষা টাকায় চারি আনার অধিক হইবে না।

১২৬ ধারা। উক্ত রাজস্ব কর্মচারী এই তালিকা প্রস্তুত করিলে, উহা যে স্থান সম্পর্কীয় হয়, সেই স্থানের প্রচলিত দেনীয় ভাষায় তিনি, স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়সূচী প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে উক্ত স্থানে ঐ তালিকা প্রকাশ করিগেন।

১২৭ ধারা। তালিকার কোন লেখাসম্বন্ধে কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে তিনি প্রকৃত রাজস্ব কর্মচারীর আপত্তি প্রকাশ করিবার পর এক মাস মধ্যে উক্ত রাজস্ব কর্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবে; এবং রাজস্ব কর্মচারী আদেশদের সাহায্যে প্রকৃত আপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবে এবং তালিকা পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

১২৮ ধারা। উক্ত এক মাস কালের মধ্যে আপত্তি করা না গেলে অথবা আপত্তি করা গেলেও তাহার নিষ্পত্তি হইলে পর, রাজস্ব কর্মচারী খণ্ডের কমিশনার সাহেবের দ্বারা রেজিস্ট্রি গোডে উক্ত তালিকা অনুমোদনের নিমিত্ত পাঠাইবেন, এবং তৎসঙ্গে আপনার কার্যবিবরণ, প্রত্যেক বিষয়ে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহার ছেতু লিখিত রিপোর্ট ও যে আপত্তির দরখাস্ত পাওয়া গিয়া থাকে তাহাও পাঠাইবেন।

১২৯ ধারা। রেবিনিউ বোর্ড যে প্রকারে উচিত

তাঁহা হইলে বেবিলিও
বোর্ডের কাৰ্য্যপ্রণালী
কথা ।

এবং তৎসঙ্গে যে কোন আপত্তি
পাঠান যার বা পরে যে কোন আপত্তি করা যায়, তাঁহা
সম্পূর্ণরূপে বা অংশঃ গ্রহণ করিতে পারিবেন, অথবা
অতিরিক্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত দৌকন্দবা কিরাওয়া
দৈতে পারিবেন।

২৩০ খারা। বোড হারে তালিকা অনুমোদন

চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছানোর
পর ভাবিতা প্রকাশ করি-
বার কথা ।

দেখিলে পর, যে কোন রূপে উচিত বোধ করেন, উহা
সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং উচিত বোধ নহিলে
এইরূপ আদেশাদিত পারিবেন, যে উক্ত তালিকা বহু
সংশোধিত তালিকা'র স্থানে বস্তুবে সেই স্থানের
নির্দেশ সহিত রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাহবে।

১৩২ ধারা। কোন দান সংক্রান্ত তালিকা পূর্ণ

তালিকা যত কাল
এমন থাকিবে তাহার
মধ্যে।

অন্যদিকে গানের বংশধর অম্বান বা ত্রিশ বংশধর
জনপ্রিয় সঙ্গ গীত প্রবল থাকিবার আদেশ করেন, তত
ক্ষণেই প্রবল থাকিলে।

১৩২ ধাৰা । ১২০ ধাৰাৰত তালিকা প্ৰকাশ কৰা ।

তানিকানিত্ত এনাং
ইইরাকনা।।

হইলে, অর্থাৎ,—

(১) তালিকা প্রস্তুত করিবার কাগজ একে কার্টেস নক্স-
মাট্রে বথানি প্রদেয় করা হইয়াছে ; এবং

(২) এই আদান প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক প্রেণীর ভূমির নানিত্ত তালিকার যে ধর দুটি হয় তাহা উক্ত তালিকাতে স্থানে বসে, সেই স্থানের অন্তর্গত এই প্রেণীর ভূমির জন্য প্রকৃত বিশিষ্ট ব্যয়ভদের মধ্য উপযুক্ত ও ন্যায্য হয়।

১৩৩ খ্রীঃ। কোন স্থানের নিমিত্ত হারের তালিকা-

তানিকা প্রস্তুত করিতে
 যে ব্যবস্থা পড়ে তাহা যে-
 রূপে দিতে হইবে তাহার
 কথা।

ভাণ্ডারের বেতনের যে রূপ
অংশ স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে নিরূপণ করেন, সেইরূপ
অংশ সমেত এই তালিকা প্রস্তুত করিতে গবর্নমেন্টের যে
খরচ পড়ে, তাহা স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে যে রূপ
হারহারীমতে স্থির করিয়া দেন, সেইরূপ হারহারীমতে
উক্ত স্থানের দখলী অফিসারসহ রাইজেরা ও চুমাধিকা-
রীরা দিবেন; এবং কোন ব্যক্তির উক্ত খরচের হারহারী-
মত যে অংশ দিতে হইবে, তাহা উহার কোন বাকী জমির

রাজেশ্বর স্যার তাঁহার হাতে আদান করা বাইতে পারিবে।

১৩৪ ধারা। পূর্বে কএক ধারামতে কোন হাট্টে কোন

বেখানে তালিকা প্রবল থাকে সেখানে খাজনা বৃদ্ধির নোংরা কথ।।

এই যোড়ের ভূমাসিকারী তৎকালে দেয় খাজানা এই বলিয়া রক্ষি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, যে তালিকার নির্দিষ্ট হারে যে খাজানা দেয় তাহা তদপেক্ষ কম। তাহা হইলে আদালত তালিকার নির্দিষ্ট হারানুসারে খাজানা রক্ষি করিবেন। কিন্তু

১৮।—রাস্তা কিস্তি তাঁহার স্বাৰ্হগত পূৰ্ণাধি-
কারী ভূমি ভোগ করিতে আরম্ভ করিবার পরে ভূমিতে
বা ভূমিসম্বন্ধে যে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তদ্বি-
নিত যদি যোক্তের অন্তর্গত কোন ভূমির খাজানা এই
ধারামতে উচ্চতর হারে ধাৰ্য্য করিতে হয়, এবং উক্ত
পারদর্ভন না সটিলে যদি তাহা এই ধারামতে নিম্নতর
হাবে ধাৰ্য্য করা যায়, তবে নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে,
যথা,—

(৮) যদি কেবল রাষ্ট্রের বা তদীয় স্বার্থগত শূন্যস্থানগুলির পরিচর্যা বা পরোচ এই পরিবর্তন ঘটায় থাকে, তবে আদালত নিম্নের হারে এ ভূমির খাজানা দাখ্য করবেন ;

(খ) যদি অংশতঃ ভূমাদিকারি কিস্তি তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে, এবং অংশতঃ রাষ্ট্রের কিস্তি তদীয় স্বার্থগত পূর্বাধিকারির পরিশ্রমে বা খরচে এই পদ্ধতিন ঘটিয়া থাকে, তবে আদালত যৌক্তিকতার সমুদয় ভাবগতিক বিবেচনার ফাফা উপযুক্ত ও ন্যায্য বিবেচনা করেন, উচ্চতর হার ও ন্যম্বর হারের মধ্যকারী একপা হারে উক্ত ভূমির গাফালা পায় ক রবেন; এবং

(গ) ভূমাসিকারি বা রাষ্ট্রভেদে কিম্বা তাঁহাদের
নাগা ও স্বার্থগণ পূর্বসিকারি পরিভ্রমে বা খরচে
উক্ত পরিভ্রমে সতিরাছে, যদি ইহার প্রমাণ না হয়, তবে
জাদাল ও দৃষ্টি ও নিম্নের হারের অনুসারে অর্ধেকের
সহিত নিম্নের তার যোগ করিয়া সেই ধারে উক্ত ভূমির
খাজানা ধায়া করিবেন।

২৪ — এই ধারানুসারে মেজাব খাটে, চুক্তি বা মেশা-
চাকরকে কিম্বা কোন মাধ্যম করিতে বাধ্যত্ব তদপেক্ষা
নিম্নতম হারে ভোগ করিবার অধিকারী ইহা প্রমাণ
করিলে, আদালত নিম্নতর হারে বাজানী ধার্য
করিবেন।

৩য় — এই ধারামতে খাজানাহক্কির যে সকল ডিক্কা হয়, তৎপ্রতি ৪৯ ধারা বর্তিবে ; এবং খাজানা প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই হেতু কিস্তী মূল্যাহক্কি হেতু ধরিয়। ৫ অধ্যায়মত খাজানাহক্কির মোকদ্দমা হইলে যেরূপ হইত, সেইরূপ এই ধারামত সমুদয় খাজানাহক্কির মোকদ্দমার প্রতি ৫০ ধারা বর্তিবে ।

উদাহরণ ।

(ক) কোমর প্রকারের ভূমির জন্য তালিকার এইরূপ হার লিখিত আছে:—

ହୁଏ ହୁଏତେ ହୁଏତେ ଜଳମେଟଣ ବଣ ।

গেলে

... ଏକମ୍ର ଅଫି : ଟାକା ।

এখানে অনন্যেচ্ছ করা যা়া গেলে... একর প্রতি ২ টাকা।

দখলীস্বত্ববিধিষ্ট বারত জমিদার, বসরাব, চক্রে ও দীঘ বাধের যোত, এই প্রকারের ভূমি। এই যোতের অন্তর্গত ভূপ হইতে ভাগিতে জলসেচন হয়।

জমিদার যোতের ভূপ পুরাতন, প্রজাপতনসম্পন্ন পূর্ন চইতে আছে। বসরাব যোতের ভূপ প্রজাপতনসম্পন্ন হইবার পর ভূমিধিকারী প্রস্তুত করাইয়াছেন। চক্রে যোতের ভূপ আরও প্রস্তুত করাইয়াছেন। দীঘবাধের যোতের ভূপ ভূমিধিকারী ও বসরাব প্রভোক্তা পরিষ্কার ও মালমশলার কিরদংশ দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছেন। জমিদার ও বসরাবের যোতের খাজানা একর প্রতি ৭২ টাকা হারে, চক্রে যোতের খাজানা একর প্রতি ২২ টাকা হারে, এবং দীঘবাধের যোতের খাজানা ২২ টাকা ও ৪২ টাকা এই উভয়ের মধ্যবর্তী যে মাল মত উপযুক্ত ও ব্যাখ্যা বিবেচনা করেন, সেই হারে বাধ্য করিতে হইবে।

(খ) কোষ এক প্রকারের ভূমির নিমিত্ত ডাঙ্গিয়ার যোত নিষিদ্ধ আছে, ভাগ নিম্নলিখিতরূপ :—

কোষ মদীর পাখা হইতে উক্ত ভূমিতে

জল সেচন করা গেলে ... একর প্রতি ৪২ টাকা

এরূপে জল সেচন করা না গেলে ... একর প্রতি ২২ টাকা

দখলীস্বত্ববিধিষ্ট বারত জমিদার ও বসরাবের যোতের ভূমি উক্ত প্রকারের, এবং ভাগিতে চক্রে বসরাব পূর্বে যে ভূপ জল সেচন করা হইত না, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে একটা মদীর দ্বারা পরিবর্তন হওয়াতে এই যোতের পার্শ্বে যুক্ত একটা মদী পাখা হয়। জমিদার ও বসরাব আপসার যোত দখল করিতেছেন, যদিও চক্রে বসরাব মাত্র, জমিদার যোতের খাজানা ২২ টাকা হারে এবং বসরাবের যোতের খাজানা ৪২ টাকা হারে বাধ্য করিতে হইবে।

১২শ অধ্যায়।

ভূমিধিকার নিয়ম অধী নিষিদ্ধ করিবার বিধি।

১৩৫ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়েও এইরূপ আদেশ-সূচক আজ্ঞা করিতে পারিবেন

ভূমিধিকার নিয়ম অধী ভূমিধিকারী ও ভূমিধিকারী করিবার আজ্ঞা দিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের কর্তৃত্ব কথা।

যে, কোন নিষিদ্ধ স্থানে ৩০ ধারার মধ্যস্থিত ভূমিধিকারী নিয়ম অধী বলিয়া দে সকল ভূমি থাকে, কোন রাজস্ব কর্মচারী তাহা ভরণ করিয়া নিষিদ্ধ করেন।

১৩৬ ধারা। ভূমিধিকার নিয়ম অধী বলিয়া কোন ভূমি

ভূমিধিকারী বা প্রজাপতন প্রাথমিক নিয়ম অধী কথ্য নিষিদ্ধ করিতে রাজস্ব কর্মচারীর কর্তৃত্ব কথা।

কথিত হইলে, উক্ত ভূমিধিকারী ভূমিধিকারী বা কোন প্রজাপতন প্রাথমিক ও পরচের যত টাকা প্রাপ্য হয়, তিনি সেই টাকা আদান করিলে, কোন রাজস্ব কর্মচারী এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্টের বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধি মানিয়া ও তদনুসারে উক্ত ভূমি ভূমিধিকারী নিয়ম অধী কি না, ইহা নির্ণয় করিয়া নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

১৩৭ ধারা। কোন রাজস্ব কর্মচারী পূর্বে দুই ধারার

নিয়ম অধী নিষিদ্ধ করিবার কার্যপ্রণালীর কথা।

কোন ধারামতে কার্যসূচী করিলে, ১১৩, ১১৪, ১১৫ ও ১১৬ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত ভূমিধিকারী নিয়ম অধী বলিয়া নিষিদ্ধ করিবেন।—

(১) যে ভূমিধিকারী, জেরাত, সের, নিয়ম, নিয়ম যোত বা পানাত বলিয়া ভূমিধিকারী নিয়ম অধী সর্বজনীন ভাড়া বা আপন চাকর ভাড়া বা বেতনভোগী মজুর ভাড়া এই আইন নিষিদ্ধ করিবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই ভূমি, এবং

(২) যে আবাদী ভূমি প্রাথমিকভাবে ভূমিধিকারী, জেরাত, সের, নিয়ম, নিয়ম যোত বা কানাত ভূমি বলিয়া বিখ্যাত হয়, সেই ভূমি।

(৩) অন্য কোন ভূমি ভূমিধিকারী নিয়ম অধী বলিয়া নিষিদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূমিধিকারী নিয়ম অধী বলিয়া বিশেষ করিয়া এই ভূমি ভূমিধিকারী হইয়াছিল কিনা এই কথা প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; কিন্তু যখন বিপরীত নশান না যায়, তখন উক্ত ভূমি ভূমিধিকারী নিয়ম অধী নহে, এইরূপ অনুমান করিবেন।

(৪) ভূমিধিকারী নিয়ম অধী ভূমি, এ বিষয়ে দেশদ্বারা আদালতে কোন প্রমাণ উপস্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীর কাগজপত্র প্রদর্শন এই ধারার যে বিধি নিষিদ্ধ হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩শ অধ্যায়।

কোক করিবার বিধি।

১৩৯ ধারা। কোন রাজস্ব কর্মচারী বা কোর্কি রাজস্বের ভূমিধিকারী বা ভূমিধিকারী পানাত হইলে, ও এক বৎসরে অধিক কাল পানাত হইয়া না থাকিলে, এবং তৎকাল ভূমিধিকারী কোন ভূমিধিকারী থাকিলে, উক্ত ভূমিধিকারী আইনমতে অন্য যে প্রতিকার পাঠিতে পারেন, তদতিরিক্ত দেশদ্বারা আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়া এই প্রার্থনা করিতে পারিবেন, যে উক্ত আদালত এই কৃষকের দখলে রাখা আছে,

(ক) এরূপ যে কোন লম্বা বা ভূমির অন্য উৎপন্ন এই যোতে কাটা বা ভোগা না হইয়া থাকে, ও

(খ) এরূপ যে কোন লম্বা বা ভূমির অন্য উৎপন্ন উক্ত যোতে জমিয়াছে, এবং কাটা বা ভোগা গিয়া এই যোতে বা লম্বা ভূমিধিকারী স্থানে, কিনা (কিন্তু এই উক্ত বা ভাগিতে হউক) লম্বা মাড়াই প্রকৃতি করিবার স্থানে রাখা হইয়াছে,

তাহা কোক করিয়া উক্ত বাকী খাজানা আদায় করেন।

কিন্তু

(১) যদি রেজিষ্ট্রী করণ বিধির ১৮১৬ সালের আইনমত অর্থকরণসূচী ভূমিধিকারী বা কার্যপ্রণালীর কথা তদীয় বন্ধকগ্রহীতার নাম ও যে

১৪৪ ধারা। (১) এই ধারার ৩ ক্রোক ৩৫লে
তাহাতে কোন শস্যাদি কাটিলে
বা তুলিতে বা গোলাজাত
করিতে কিম্বা তাহা উপযুক্ত-
রূপে রক্ষা করণার্থ অন্য যে কোন কাগজ করা আবশ্যিক
হয়, তাহা করিতে কোন ব্যক্তি বাধ্য হইবে না।

(২) যে ব্যক্তির পুত্রোক্ত কাগজ করিবান অথবা
যাহকে যথাকালে সেই ব্যক্তির ক্রটি হইলে, ক্রোককারী
কম্পচারী ক্রোক ৩৫লে ক্রোক কাল বা অংশগতী
লম্বাদি গণিতের কাটা হইবে বা সংগ্রহ করা হইবে,
এবং গোলা জাত যে স্থান ভরণে সচরাচর
ব্যবহৃত হয়, তথায় কিম্বা বিক্রয় করা কোন স্থানস্থিত
স্থানে এই কসল প্রভৃতি সংগ্রহ করি। রাখিবেন, তদ্ব্য-
তীত উপযুক্তরূপে রক্ষা করিবেন। নিমিত্ত অন্য যাহা
কছু আবশ্যিক হইবে তাহা করিবেন।

(৩) উক্ত স্থলেই ক্রোককৃত সম্পত্তি ক্রোককারী
কম্পচারীর জিম্মায় কিম্বা জিন অত্রমর্থে অন্য যে কোন
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যক্তির জিম্মায় থাকিবে।

১৪৫ ধারা। (১) ক্রোক করিবার সমুদয় খরচা
সম্মত দাবীর টাকা অবিলম্বে
শোধ করা না গেলে, সম্পত্তি
ক্রোককারী কম্পচারী যোষণা-
পত্র প্রচার করিবান
কথা।
ক্রোককৃত সম্পত্তির বিলম্ব
রক্ষা এবং যে দাবীর জন্য উক্ত ক্রোক করা যায়,
তাহা লেখা বাইবে, এবং এই সম্বন্ধে দেওয়া যাইবে।
যে তিনি ক্রোক করিবার পর নিম্ন দিনের কম না হয়
কিম্বা সাত দিনের অধিক না হয়, এরূপ কোন নির্দিষ্ট
দিনে কোন স্থানে ক্রোককৃত সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলাম
ধারি বিক্রয় করিবেন।

কিন্তু ক্রোককৃত শস্যের বা অন্যের তাব বিবেচনার
তাহা সন্ধিত করিয়া রাখা যাইতে পারিলে কিছু সন্ধিত
না হইয়া থাকিলে, নীলামের দিন এরূপ ঘাণা করিতে
হইবে যাহাতে এই দিনের পূর্বে এই শস্যাদি সন্ধিত
করণার্থ প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়।

(২) যে ভূমির দাবী খাজানার দায়ী হয়, সেট
ভূমি যে গ্রামে থাকে, সেই গ্রামের কোন মুখ্যকর্ম
স্থানে এই যোষণাপত্র লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

১৪৬ ধারা। ক্রোক করা জব্দ যেখানে থাকে সেই
স্থানে নীলাম করা যাইবে,
কিম্বা যদি ক্রোককারী কর্ম-
চারীর এরূপ বাধ্য হয়, যে নি-
কটস্থ সাধারণের সম্মানমন্দের স্থানে নীলাম হইলে,
অধিকতর মূল্য পাইবার সম্ভাবনা, তবে সেই স্থানে
নীলাম হইবে।

১৪৭ ধারা। (১) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন
অথবা তাব বিবেচনার তাহা
সন্ধিত করিয়া রাখা যাইতে
পারে, তাহা কাটিয়া বা
তুলিয়া সন্ধিত করণার্থ প্রস্তুত করিবার পূর্বে বিক্রয়
করা যাইবে না।

(২) যে সকল কসলের বা উৎপন্ন অথবা তাব
বিবেচনার তাহা সন্ধিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না,
সেই সকল কসল প্রভৃতি কাটিবার বা তুলিবার পূর্বে
বিক্রয় করা যাইতে পারিবে; এবং ক্রেতা নিজে কিম্বা
এতদর্থে তাহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত
ভূমিতে প্রবেশ করিয়া এই কসল প্রভৃতির রক্ষা করিতে
ও তাহা কাটে বা তুলিতে গেল, যাহা কিছু আব-
শ্যিক হয়, তাহা করিতে আবদান হইবে।

১৪৮ ধারা। নীলামকারক কম্পচারী যাহা পরা-
মর্শসিদ্ধ জান করেন, উক্ত
যে এক্ষণে বিক্রয় এক বা আধক লাটে উক্ত
করিতে হইবে তাহার সম্পত্তি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয়
করা যাইবে; এবং ক্রোক ও
নীলাম করিবার খরচা সম্মত দাবীর টাকা উক্ত সম্প-
ত্তির কসলংগ বিক্রয় দ্বারা শোধ করা গেলে, উক্তকালে
অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৪৯ ধারা। উক্ত সম্পত্তি নীলামে চড়ান গেলে, যদি
বিক্রয় সন্ধিত রাখি- নীলামকারক কম্পচারীর বিবে-
চনার তাহার নাযা মূল্য
ডাক না হয়, এবং এই সম্প-
ত্তির মালিক অথবা তাহার পক্ষে কাগজ করিতে
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পরদিন পর্যন্ত কিম্বা
নীলামের স্থানে কাট হওয়া থাকিলে, পরবর্তী ছাটের
দিন পর্যন্ত নীলাম সন্ধিত রাখিবার আর্থনা করেন,
তবে উক্ত দিন পর্যন্ত নীলাম বন্ধ থাকিবে, এবং সেই
দিন উক্ত সম্পত্তির নিমিত্ত যে কোন মূল্য ডাক
উঠে না কেন বিক্রয় কাগজ সম্পূর্ণ করা যাইবে।

১৫০ ধারা। প্রত্যেক লাটের মূল্য নীলামের সময়ে,
ক্রোকের টাকা দেবার কিম্বা নীলামকারক কম্পচারী
কথা। উৎপাদে যত শীঘ্র দিবার
আদেশ করেন, দেওয়া যাইবে;
এবং এরূপে টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত সম্পত্তি
পুনর্বার নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

১৫১ ধারা। সমস্ত ক্রোকের টাকা দেওয়া গেলে,
নীলামকারক কম্পচারী
ক্রেতাকে যে সর্টিফিকেট ক্রেতাকে এক সর্টিফিকেট
দেওয়া যাইবে তাহার দিবে। ক্রেতা যে সম্পত্তি
ক্রয় করিলেন, এবং যে মূল্য
দিলেন, এই সর্টিফিকেটে তাহা লেখা থাকিবে।

১৫২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে ক্রোক করা
সম্পত্তির প্রত্যেক নীলামে যে
নীলামের উৎপন্ন টাকা তাহা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে
যেভাবে প্রয়োগ করিতে নীলামকারক কম্পচারী ক্রোকের
হইবে তাহার কথা। ও নীলামের খরচ দিবে।
এতদর্থে স্থানীয় গবর্নমেন্ট যে বিধি প্রণয়ন করিবেন,
সেই বিধির নিমিত্ত খরচের দায়িত্বস্বারে উক্ত খরচ
ধরা যাইবে।

(২) যে দাবী খাজানার জন্য ক্রোক হয়, নীলামের
দিন পর্যন্ত তাহার মূল্য সম্মত সেই দাবী খাজানা
শোধ করিতে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ করা যাইবে; এবং
কিছু উত্তর থাকিলে যে ব্যক্তির সম্পত্তি নীলাম হয়
সেই ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

১৫৩ ধারা। এই আইনযতে সম্পত্তি নীলামকারক কর্মচারীসমিগকে এবং তাঁহাদের নিযুক্ত বা অধীন সকল ব্যক্তিকে নিষেধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা উক্ত কর্মচারীদের নীলাম করা কোন সম্পত্তি নিজ বা অন্যের হারা কর করিতেন না।

১৫৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত ক্রোক করিবার পরে এবং ক্রোক করা সম্পত্তির নীলামের পূর্বে দাবীর টীকা দেওয়া নেনেকার্য-প্রণালীর কথা।
(২) কোন সময়ের বাই বা কীদার কিম্বা ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক বা কীদার না হইলে তিনি, যে আদালত ক্রোকের আজ্ঞা দেন, সেই আদালতে কিম্বা ক্রোককারী কর্মচারীর হস্তে ১৫৩ ধারামতে আরী করা দাবীপত্রের নিখিঁটে টীকা ও উক্ত দাবীপত্র আরী করা গেলে পর যে সকল খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা আদান করেন, তবে উক্ত আদালত কিম্বা স্থল বিশেষে উক্ত কর্মচারী তাহার রসীদ দিবেন, এবং ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাওয়া লওয়া যাইবে।

(২) ক্রোককারী কর্মচারী এরূপ আদালত পাইলে, উহা তৎক্ষণাৎ উক্ত আদালতে দিবেন।

(৩) যিনি বা কীদার নহেন, ক্রোক করা সম্পত্তির এরূপ মালিককে এই ধারামতে রসীদ দেওয়া গেলে, যে বা কী খাজানার নিমিত্ত ক্রোক করা যায়, সেই বা কী খাজানার অন্য পরবর্তী কোন দাওয়া হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন।

(৪) ক্রোক করা সম্পত্তির মালিক ক্রোকের বৈধতার প্রতিবাদ করিয়া উক্ত স্থান হানি পূরণ পাইবার দাওয়া করিয়া দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া না থাকিলে, এই ধারামতে আদালত করিবার তারিখ আগ পর্যন্ত এক মাস গত হইলে পর আদালত ক্রোকের দরখাস্তকারীকে আদালতী টীকা হইতে তাঁহার পাঁচনা টাকা দিবেন।

(৫) কোন অধস্তন প্রজা এই ধারামতে টীকা আদান করিলে, ভূম্যধিকারী তাহা লইয়াছেন বলিয়া কেবল এই কারণে তিনি তাঁহার প্রজার যোক্ত বা তাঁহার কোন অংশ পেটীও বিলি করিতে সম্মতি দিরাইছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না।

১৫৫ ধারা। (১) উর্দ্ধতন প্রজার ক্রটি হেতুক যে কোন অধস্তন প্রজার সম্পত্তি এই অধ্যায়মতে বৈধভাবে ক্রোক করা যায়, তিনি পূর্বে ধারামতে কোন টীকা দিলে, তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে যে খাজানা দিতে হয়, সেই খাজানা হইতে উক্ত টীকা কাটিয়া লইতে পারিবেন, এবং সেই ভূম্যধিকারী বা কীদার না হইলে, তিনি তাঁহার নিজ ভূম্যধিকারীকে দেয় খাজানা হইতে এরূপে উক্ত টীকা কাটিয়া লইতে পারিবেন; এবং বাবৎ বা কীদার পর্যন্ত না পছন্দে তাবৎ এইরূপ চলিবে।

১৫৬ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার মতল পাইবার মোকদ্দমা প্রচল করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

(২) কোন অধস্তন প্রজা পূর্বে ধারামতে কোন টীকা দিলে, এই ধারামতে উক্ত টীকার যে কোন অংশ কাটিয়া লন বাই, বা কীদারের হানে তাহা আদান করণার্থ তাঁহার যে মোকদ্দমা বিবাহ স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই স্বত্বের বিষয় হইবে না।

১৫৬ ধারা। ভূমি পেটীও বিলি করা গেলে, যদি উর্দ্ধতন ও অধস্তন ভূম্যধিকারীর মধ্যে মোকদ্দমা বিবাহ স্বত্বের মধ্যে এই অধ্যায়মতে বিবোধ উপস্থিত হয়, তবে উর্দ্ধতন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রবল হইবে।

১৫৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে মত ক্রোকের আজ্ঞা এবং ক্রোকের বিষয়ীভূত সম্পত্তি আটক বা বিক্রয় করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালতের মত আদালত, এই উভয়ের মধ্যে বিবোধ উপস্থিত হইলে, ক্রোকের আজ্ঞা প্রবল হইবে; কিন্তু উক্ত আক্রমে ঐ সম্পত্তি নীলাম করা গেলে, নীলামের উপর উর্দ্ধ টীকা যে আদালত আটক বা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দেন, সেই আদালতের অনুমতিবিনা ১৫২ ধারামতে উক্ত সম্পত্তির মালিককে দেওয়া যাইবে না।

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী আদালত অধ্যায়ক্রমে বিধিত যে কোন আদেশ করেন, তাহার উপর আপীল চলিবে না; কিন্তু যেহেতু ১৫৯ ধারামতে দরখাস্ত করিবার অসম্মতি নাই সেই হেতু ১৫০ ধারামতে দরখাস্ত হওয়াতে যাওয়ার সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

১৫শ অধ্যায়।

বিচার সম্পর্কীয় কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫৯। (১) হাইকোর্ট সম্বন্ধে দাবীর পূর্ণ-ভূম্যধিকারী ও প্রজার মোকদ্দমার বর্তমানে যেহেতু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতা রাখা।
(২) যেহেতু অধুনা প্রচলিত এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাবলী, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন এরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্তিবে।

(২) এরূপে প্রণীত বিধির নিয়মাবলী এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাবলী, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন এরূপ সকল মোকদ্দমার প্রতি বর্তিবে।

১৬০ ধারা। (১) যে ভূমি সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধ থাকে, তাহার মতল পাইবার মোকদ্দমা প্রচল করিতে যে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকে, প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা

উপস্থিত হয়, তাহার ক্ষেত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের কার্যপক্ষে সেই দেওয়ানী আদালতের বিচারধীন স্থানের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(২) এই আইন অনুসারে কোন দেওয়ানী আদালত কুমারিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে আত্মা করিতে কনভার্শন হইলে, এই যোতের মখল পাইবার মোকদ্দমা গৃহণ করিতে যে আদালতের কনভার্শন থাকে, সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে হইবে।

১৬১ ধারা। কোন কুমারিকারীর যে কোন নারের বা গোমস্তা কুমারিকারীর আ-বীজিত যোদ্ধার হইবার ক্ষমতা পত্রক্রমে এড-মর্শে কনভার্শন প্রাপ্ত হন, তিনি এইরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার কার্যপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অর্থমতে উক্ত কুমারিকারীর স্বীকৃত যোদ্ধার বলিয়া গণ্য হইবেন। যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, বা উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের বিচারধীন স্থানের মধ্যে উক্ত কুমারিকারী উপস্থিত থাকিলেও এইরূপ হইবে।

১৬২ ধারা। উক্তরূপ মোকদ্দমা হইলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ে মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ রূতায় উক্ত ধারা নিম্নলিখিত দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিস্টারে না লিপিত বিশেষ এক রেজিস্টারে লিপিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণ-মেন্টে এতদর্শে সময়ে যে পাঠ নিবেদন করেন, সেই পাঠ প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত এই বিশেষ রেজিস্টারে রাখিবেন।

১৬৩ ধারা। খাজানা আদায় কার্যপ্রণালীর মোকদ্দমার বিষয়ে মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ধারার উল্লিখিত বিশেষ রূতায় উক্ত ধারা নিম্নলিখিত দেওয়ানী মোকদ্দমার রেজিস্টারে না লিপিত বিশেষ এক রেজিস্টারে লিপিতে হইবে। স্থানীয় গবর্ণ-মেন্টে এতদর্শে সময়ে যে পাঠ নিবেদন করেন, সেই পাঠ প্রত্যেক দেওয়ানী আদালত এই বিশেষ রেজিস্টারে রাখিবেন।

(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১২১ অবধি ১২৭ পর্যন্ত ধারা ও ১২৯ ধারা ও ৩০৫ ধারা ও ৩২০ অবধি ৩২৫ পর্যন্ত ধারা এইরূপ কোন মোকদ্দমার খাটিবে না।

(খ) আবেদনপত্রে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫০ ধারার লিপিত বিশেষ কথার অতিরিক্ত প্রজার ভোগকৃত জমির অবস্থান ও নাম ও পরিমাণ ও নীমা লিপিতে হইবে, অথবা বাদী পরিমাণ বা নীমা দিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে চিনিবার উপযুক্ত বর্ণনা দিতে হইবে।

(গ) কেবল তিনু খাতি করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া উচিত, আদালতের এরূপ মত না হইলে, এরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্ত সমন দেওয়া হইবে।

(ঘ) প্রতিবাদীর উপস্থিতিতে সমন আরী করিতে হইলে, যদি আদালত আদেশ করেন তবে অন্য কোন একজনের উপস্থিতিতে সমন আরী করিবার অতিরিক্ত বা পরিবর্তে প্রতিবাদীর নামে নিরোমনমা দিয়া ও ভারতবর্ষীয় ডাকঘর বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইনের ৩৭ ধারামতে রেজিস্টারী করিয়া পরস্পর ডাকযোগে সমন পাঠাইয়া তাহা আরী করা হইতে পারিবে।

(৩) আদালতের অনুমতি বিহা বর্ণনাপত্র দাখিল করা হইবে না।

(৪) আদালতের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৮৬ ধারার মোকদ্দমার মোকদ্দমা লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা খাটিবে।

(৫) বাকীখাজানার নিমিত্ত উক্ত করিবার ডিক্রী না হইলে, আদালত ডিক্রী দিবার সময়ে ডিক্রীদারের বাচনিক প্রার্থনামতে এই ডিক্রী আরী করিবার আত্মা দিতে পারিবেন।

(৬) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩০ ধারা প্রকারান্তরে কথ্য থাকিলেও, কোন কুমারিকারী বাকী খাজানার যে ডিক্রী পান সেই ডিক্রী বাকী মোকদ্দমার করিয়া দেওয়া যায়, তাহার প্রতি কুমারিকারীর সুবিগত স্বার্থ বক্ষিমা না থাকিলে তিনি এই ডিক্রী আদালতের বিচার করিবে না।

১৬৪ ধারা। (১) যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে, যে খাজানার নিমিত্ত তাহার হাৎ খাজানা পাওনা আছে, কিন্তু উক্তর দেয় যে বাকীর নিমিত্ত আছে, তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিমিত্ত এই খাজানা দিতে হইবে, তবে আদালত হাৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ মেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাহা এই উক্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এরূপে টাকা দেওয়া গেলে, আদালত এই টাকা দিবার মোটীস আবেদনে এই তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি আরী করাইবেন।

(৩) এই তৃতীয় ব্যক্তি মোটীস প্রাপ্ত হইবার দিন হাৎ দেয় যে বাকীর বিকল্পে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এই টাকা প্রদান বিশেষ করণার্থ আত্মা না পাইলে, বাকীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।

(৪) বাদীকে (৩) এরূপমতে যে টাকা দেওয়া যায়, তাহার হাৎ তাহা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির থাকিলে, এই হাৎ কোন কথাক্রমে এই হাৎের নিম্ন হইবে না।

১৬৫ ধারা। যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, খাজানার বাবদ তাহার হাৎ বাকীর হাৎ খাজানা পাওনা আছে, কিন্তু উক্তর দেয় যে পাওনা টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার পাওনা হইয়াছে, তবে আদালত, হাৎ প্রতিবাদী আদালতে এরূপ মেনা বলিয়া স্বীকৃত টাকা না দেয়, তাহা এই উক্তর গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিবেন, অন্যথা বিশেষ হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৬৬ ধারা। পূর্বে হই ধারার কোন ধারামতে কোন কিস্তিকমে টাকা প্রতিবাদী আদালতে টাকা দিতে দায়ী হইলে, যদি আদালত বিবেচনা করেন যে এই টাকা কিস্তিকমে দিবার আত্মা করিবার উপযুক্ত হেতু আছে, তবে আদালত যে কিস্তির টাকা দিবার আদেশ করেন তাহা প্রতিবাদী আদালতে দিলে, তাহার উক্তর গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

১৬৭ ধারা। উক্ত দুই ধারার কোন ধারামতে কোন আদালতের রসীদ প্রতিনিয়ত আদালতে টাকা দিলে, আদালত প্রতিনিয়তকে রসীদ দিবেন; এবং বাদী বা তালিকাভুক্ত ডাক্তার রসীদ দিলে, তাহাতে যে প্রকারে ও যে পরিমাণে উক্ত বাদী খাজনার নির্দিষ্ট নিষ্কৃতি হইত, ঐরূপে যে রসীদ দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে নিষ্কৃতি হইবে।

১৬৮ ধারা। কোন স্থলে ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় বিকল্প দাওয়াবিশিষ্ট পক্ষের মধ্যে ভূমির স্বত্বসংক্রান্ত কিম্বা ভূমিগত কোন দাবী সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের কিম্বা কোন প্রশ্নের খাজনা প্রদান বা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হইলে;

(ক) যে স্থলে জিলার জজ সাহেব কিম্বা আডালতুল জজ কিম্বা সনডিমেট জজ ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়, কিম্বা

(খ) যে স্থলে এড মাস্টার, চুফাঙ্গা বিচারালয়-পদ্ধতিতে কাৰ্য্য করিতে স্থানীয় গবর্নমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন বিচার সম্পর্কীয় কাৰ্য্য-কারক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন, এবং মোকদ্দমার দাওয়ার টাকা একশত টাকার অধিক না হয়,

সেই স্থলে খাজনা পাওয়ার নিমিত্ত ভূমি-কারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, ঐ মোকদ্দমার প্রথমতঃ বা আপীলে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা হয়, তাহার উপর আপীল চলিবে না।

কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে উক্ত বিচারসম্পর্কীয় কাৰ্য্য-কারকের আদেশমতে যে ক্ষমতা নাই, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কাৰ্য্য করিয়াছেন, কিম্বা তাহার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কাৰ্য্য করিতে ত্রুটি করিয়া-ছেন, কিম্বা আপন ক্ষমতানুসারে কাৰ্য্য করিতে দিয়া যে-আইনীমতে না গুরুতর অনিয়মসহকারে কাৰ্য্য করিয়াছেন, তবে যে ডিক্রী বা আজ্ঞা সংক্রান্ত এই ধারা থাকে, কোন মোকদ্দমায় পূর্বেকল্পে কোন বিচার-সম্পর্কীয় কাৰ্য্যকারক তদ্রূপ ডিক্রী বা আজ্ঞা দিলে, জিলার জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নথী তলব করিতে পারিবেন; এবং যেদ্রূপ আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

১৬৯ ধারা। কৃষি বৎসরের প্রথম আটমাস মধ্যে যে খাজনাভিত্তিক ডিক্রী কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সেই মোকদ্দমার এই আইন-যে তারিখ অবধি কল-বৎসর হইবে তাহার কথা। তবে খাজনাভিত্তিক ক্রিয়াকারী ডিক্রী হইলে, সামান্যতঃ পর-বর্তী কৃষি বৎসরের প্রারম্ভাবধি তাহা কলবৎসর হইবে এবং কৃষি বৎসরের শেষ তারিখ মাসে যে কোন মোক-দ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐরূপ ডিক্রী হইলে, সেই ডিক্রী সামান্যতঃ আগামী কৃষি বৎসরের পরবর্তী বৎসরের প্রারম্ভাবধি কলবৎসর হইবে। কিন্তু যে তারিখ অবধি ডিক্রী কলবৎসর হইবে, বিশেষ কারণে ইহার পক্ষেও সেই তারিখ নির্দিষ্ট করিতে এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের বাধা হইবে না।

১৭০ ধারা। (১) কোন এজা এজেন্ট ভূমি ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে তাহা এজা-সম্পত্তি দত্ত হইবার স্বত্বসংক্রান্ত কাছের অনুল-প্রতিকাশের কথা।

যোগী হয়, কিম্বা এরূপ কোন নিয়ম প্রচল করিয়াছে, তাহাভুক্ত হইলে, ভূমি-কারীর সচিব তাহার যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে যদিও কোন এজাকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যে হানি বা নিয়ম তত্ত্ব বৎস, তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারিলে যদি ভূমি-কারী ঐ প্রতিকার করিবার নিমিত্ত এজাকে আদেশ দিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলে উক্ত হানি বা নিয়ম তত্ত্বের যুক্তিসিদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত এজা যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিয়া থাকে, তবে উক্ত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যাইবে নতুনা মতে।

(২) এতদ্রূপ কোন মোকদ্দমার ভূমি-কারীর অনু-কূলে যে ডিক্রী দেওয়া যায়, তাহাতে হানি বা নিয়মতত্ত্ব অন্য যুক্তিসিদ্ধমতে বাদীকে যে হানিপূরণ দেয় হয়, তাহার টাকা পরিদান এবং আদালতের বিবেচনার উক্ত হানি বা নিয়মতত্ত্ব প্রতিকারযোগ্য কিনা এই কথা প্রকাশ থাকবে, এবং প্রতিনিয়ত যে সময়ের মধ্যে ঐ টাকা বাদীকে নিতে পারিবেন, ও উক্ত হানি বা নিয়ম-তত্ত্ব প্রতিকারযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করা গেলে, যে সময়ের মধ্যে তাহা প্রতিকার করিতে পারিবেন, তদ্রূপ ডিক্রীতে সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) (২) প্রকরণমতে আদালত যে সময় নির্দিষ্ট করেন, তাহা বিশেষ কারণে সময়ের বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারামতে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সম-য়ের বা (সম্ভাব্যভাবে) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহা প্রতি-বাদী ডিক্রীর নিষেধ নিষ্পত্তির টাকা দেন, এবং হানি বা নিয়মতত্ত্ব প্রতিকারযোগ্য বলিয়া আদালত প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উক্ত আদালতের অভিধানে সেই হানি বা নিয়মতত্ত্বের প্রতিকার করেন, তবে উক্ত ডিক্রী জারী করা যাইবে না।

১৭১ ধারা। যে এজেন্ট রায়তের কোন গোল হইতে

উচ্ছেদ করা যায়, তাহার সম্বন্ধে যে রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা যায়, অন্য ও বর্ণনার্থে প্রকৃত ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের ক্ষমতা কথা।

নিম্নলিখিত বিধি থাকিবে।—
(ক) উক্ত রায়ত ঐ যোক্তের অন্তর্গত কোন ভূমিতে আপ-নার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে শস্য বপন বা রোপণ করিয়া থাকিলে, তিনি ভূমি-কারীর ইচ্ছানুসারে, তর উক্ত শস্য রক্ষা ও সংগ্রহ করণার্থে ঐ ভূমি পক্ষে রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন, নর উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদেশমতে ঐ শস্যের মূল্য ভূমি-কারীর স্থানে পাইতে পারিবেন।

(খ) রায়ত আপনার উচ্ছেদের তারিখের পূর্বে আপন যোক্তের অন্তর্গত কোন ভূমি বপনার্থে প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, কিন্তু উক্ত ভূমিতে শস্য বপন বা রোপণ না করিয়া থাকিলে, উচ্ছেদের ডিক্রীজারীকারী আদালতের আদেশমতে উক্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে

তাহার যে পরিমাণ ও মূল্য মাপা গিয়াছে, তাহার মূল্য ও এই মূল্যের যুক্তিসিদ্ধ মূল্য তিনি উক্ত ভূমি অধিকারীর নামে পাঠাতে পারিবেন।

(গ) কিন্তু ভূমি অধিকারী কোন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক কার্য উপস্থিত করিলে পর উক্ত রাষ্ট্র হানীর রীতির বিরুদ্ধে উক্ত ভূমি আবাদ বা প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, এই ধারায় উক্ত ভূমি মঞ্চল রাখিতে কিম্বা তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠাতে বাধ্য হইবেন না।

(ঘ) কোন ভূমি অধিকারী এই ধারায় কোন রাষ্ট্রকে কোন ভূমি মঞ্চল রাখিতে দিলে, যত কাল তিনি মঞ্চল রাখিতে পান, তত কাল উক্ত ভূমি ব্যবহার ও মঞ্চলকরণার্থ উদ্দেশ্যে ডিক্রীজারীকারী আদালত বেক্স খাজানা বৃদ্ধিসিদ্ধ জ্ঞান করেন, উক্ত রাষ্ট্র এই ভূমি অধিকারীকে সেইরূপ খাজানা দিবেন।

১৭২ ধারা। (১) উদ্দেশ্য পরিবার সমুদয় মৌলিক দায় ও আনুষ্ঠানিক কার্যে উদ্দেশ্য পরিবার আনুষ্ঠানিক কার্যে পরিবারের দায়বদ্ধতা হইবার কথা।
এই আইনমতে প্রজা ও ভূমি অধিকারী বলিয়া প্রচার বিক্রেত ভূমি অধিকারীর কিম্বা ভূমি অধিকারীর বিক্রেত প্রচার যে সকল লাভের থাকে, আদালত তাহার অনুমতি লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আদালত যদি দেখিতে পান, যে প্রজা বলিয়া প্রচারে ভূমি অধিকারীর যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা ভূমি অধিকারী বলিয়া ভূমি অধিকারীকে প্রচার যে টাকা দিতে হয়, তদপেক্ষা অধিক, তবে উদ্দেশ্যের ডিক্রী বা আজ্ঞা হইলে, ও এই অতিরিক্ত টাকা দিবার সম্বন্ধে ভূমি অধিকারী ও প্রচার মধ্যে কোন বন্দোবস্ত না হইয়া থাকিলে, যে সময়ের মধ্যে উক্ত আদালতে দিতে হইবে, উক্ত ডিক্রীতে বা আজ্ঞায় সেই সময় নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেল, আদালত প্রজাকে উদ্দেশ্য করিবেন; এবং

উক্ত টাকা এরূপে দেওয়া না গেল, আদালত প্রজাকে উদ্দেশ্য করিতে অস্বীকার করিবেন।

১৭৩ ধারা। বাদী কোন অধিকারপ্রবেশকারীকে উদ্দেশ্য করিবার নোংরা উপস্থিত করিলে, যদি উচিত বোধ করেন তবে বিকল্পে এইরূপ প্রতিকারের দাওয়া করিতে পারিবেন যে, প্রতিবাদীর মঞ্চল যে ভূমি থাকে, সেই ভূমির নিমিত্ত সে আদালতের নিম্ন উপস্থিত ও ন্যায্য খাজানা দিতে দায়ী বলিয়া প্রকাশ করা যায়। তাহা হইলে আদালত এরূপ প্রতিকার দিতে পারিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রচার ভোগকৃত ভূমির মঞ্চল কিরিয়া পাঠিবার নোংরা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূমি অধিকারীর বা প্রচার প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, যথা,—

প্রচারের অনুমতি নিষ্পত্তি করিবার প্রার্থনা করা।
প্রচারের অনুমতি নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা যে আদালতের থাকে, সেই আদালত ভূমি অধিকারীর বা প্রচার প্রার্থনামতে নিম্নলিখিত সকল বা কোন বিষয় নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, যথা,—

(ক) প্রচার যে ভূমি ভোগ করেন, তাহার অবস্থান, পরিমাণ ও মীমাংসা;

(খ) তিনি যে জমীর প্রজা, অর্থাৎ, তিনি ভাঙ্গুদার কি অবস্থার হারে ভূমি ভোগকারী রাষ্ট্র কি মঞ্চলীয় ভূমি রাষ্ট্র কি মঞ্চলীয় ভূমি রাষ্ট্র কি কোর্স রাষ্ট্র, এবং ভাঙ্গুদার হইলে, তাহার খাজানা বৃদ্ধি করা যাউতে পারে কি না; এবং

(গ) যে সময়ে প্রার্থনা করা হয়, সেই সময়ে তাহার যে খাজানা দেয় হয়।

(২) যদি আদালতের বিবেচনার ইচ্ছা হয় যে কোন বিষয় হানীর তদন্ত বিনা সম্ভাব্যজনকরূপে নিষ্পত্তি করা যাইতে না পারে, তবে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, হানীর মঞ্চলমন্ডে বিধিক্রমে যে রাজস্ব কর্মচারীকে আদেশ করেন, তিনি দেওয়ানী নোংরা-দার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৫ অধ্যায়মতে হানীর তদন্ত পান।

(৩) এই ধারায় কোন প্রার্থনার উপর যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা ডিক্রীর দ্বারা কলবৎ হইবে ও তাহার উপর ডিক্রীর ন্যায় আপীল হইতে পারিবে।

১৫ম অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিষ্পত্তি ডিক্রীমতে বিক্রয়ের বিধি।

১৭৫ ধারা। কোন ব্যক্তির যোগ্য হোত তাহার বাকী খাজানার ডিক্রীজারীক্রমে দায় অনিচ্ছা করণ বিক্রয় করা গেলে “সংরক্ষিত মঞ্চল জেতার দায়বদ্ধতা” বলিয়া এই অধ্যায়ে কথন করা।

যেই প্রার্থ নির্দেশ করা গেল সেইই প্রার্থ বলিয়া এবং “দায়” বলিয়া এই অধ্যায়ে যেই প্রার্থ নির্দেশ করা গেল, তাহা অনিচ্ছা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, জেতা প্রযোজ্য গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু (ক) তদর্থে পরে যে স্থলের উল্লেখ করা গেল সেই স্থল না হইলে, এই অধ্যায়ের অর্থমতে রেজিষ্টারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় এরূপে অনিচ্ছা করা যাইবে না;

(খ) অনিচ্ছা করিবার ক্ষমতাক্রমে কেবল এই অধ্যায়ের আদেশমতে কাটা করিতে হইবে।

১৭৬ ধারা। নিম্নলিখিত পরোক্ষ প্রার্থের কথা।
প্রার্থগুলি এই অধ্যায়ের অর্থমতে সংরক্ষিত প্রার্থ বলিয়া গণ্য হইবে।—

(ক) যে কোন পেটাত ভাঙ্গু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে আছে, তাহা;

(খ) যে কোন পেটাত ভাঙ্গু কোন চলিত ডিক্রী-কালীন বন্দোবস্তের বন্দোবস্তী আনুষ্ঠানিক কার্যে উক্ত বন্দোবস্তের বিরাম পর্যন্ত অবস্থার খাজানা দায়ী ভাঙ্গু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা;

(গ) যে ভূমির উপর বাসগৃহ, কারখানা, কিম্বা অন্যরূপ স্থায়ী ইচ্ছারত নির্মিত হইয়াছে, কিম্বা স্থায়ী বাগান, ক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খাল, তল্লাস, শূণ্য বা গোরস্থান করা গিয়াছে, সেই ভূমির পাটাই বহু;

(ঘ) মঞ্চলীয় বহু;

(৬) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা মাধ্য ও যুক্তিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলীস্বত্ববিশিষ্ট কোন ভায়তকে দেওয়া যায়, সেই স্বত্ব; এবং

(৮) যে ভূম্যধিকারীর প্রার্থনামতে যোত বিক্রয় হয় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাঁহার স্বার্থগত পূর্বসূরী যাহা স্বত্ব করিতে প্রত্যেকে স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়া অনু-বর্ত্তি দিয়াছেন, এরূপ কোন স্বত্ব না স্বার্থ।

১৭৭ ধারা। এই অধ্যায়ের কাৰ্য্যপক্ষে,

(ক) কোন প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে “দায়” ও “রেজি-
ষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত
দায়” শব্দের অর্থ।
প্রজা আপন গোতরের উপর
কিম্বা আপন স্বার্থ সংক্রান্ত
করিয়া যে কোন দায়, পেটী ও প্রজাস্বত্ব, স্বাক্ষর-
ভোগস্বত্ব বা অন্য স্বত্ব না স্বার্থ স্বত্ব করিয়া থাকেন,
ও যাহা পূর্ব ধারার অর্থমত সংরক্ষিত স্বার্থ নহে, তাহা
বুঝাইবে।

(খ) মেনাবাকী খাজানার ডিক্রী জারীকরে
যে যোত বিক্রয় হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই যোত
সম্বন্ধে “রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়” এই শব্দ
ব্যবহৃত হইলে, রেজিষ্ট্রী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
আইনমতে যে কোন নিদর্শনপত্র রেজিষ্ট্রী করা
গিয়াছে, এবং যাহার নকল বাকী খাজানা পাওনা
হইবার পূর্বে জন্মান তিন মাস থাকিবে পাশ্চাত্তিমিত
বিধানমতে ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা গিয়াছে, সেই
নিদর্শনপত্রক্রমে যে কোন দায় স্বত্ব করা হইয়া থাকে,
সেই দায় বুঝাইবে।

১৭৮ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের বাকী
খাজানার নিমিত্ত ডিক্রী হইলে,
এবং ডিক্রীদার দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্য্যপণালী বিষয়ক
আইনের ২৩৫ ধারামতে ডিক্রী জারীকরে উক্ত
যোত ক্রোক ও নীলাম হইবার প্রার্থনা করিলে, উক্ত
যোতের দায়িক খাজানার বর্ণনাপত্র ও উক্ত যোত চির-
স্থায়ী তালুক হইলে, ওয় অধ্যায়মতে রক্ষিত রেজিষ্ট্ররের
যে অংশ এই তালুক সম্বন্ধীয় হয়, সেই অংশের নকল
দাখিল করিবেন।

১৭৯ ধারা। (১) পূর্ব ধারামত কোন প্রার্থনা-
পত্রক্রমে কোন যোতের নীলাম
হইবার আশ্রয় হইলে, দেও-
য়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপণালী
বিষয়ক আইনের ২৮৭ ধারা-
মতে যে ঘোষণাপত্র দেওয়া যায়, তাহাতে উক্ত ধারার
উল্লিখিত বিশেষ কথা লিখিবার ও নির্দেশ করিবার
অতিরিক্ত এই কথা বিজ্ঞাপিত হইবে,—

(ক) তালুক হইলে, যে টাকা ডাক হয়, তাহাতে
যদি ডিক্রীর টাকা ও খরচা দিতে কুলায়, তবে উক্ত
তালুক প্রথমে রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত
নীলামে চড়ান যাইবে, এবং উক্ত দায়সম্বলিত ডিক্রীত
হইবে; নতুনা ডিক্রীদার ইচ্ছা করিলে, পরে কোন
দিনে সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলাম করা যাইবে, এই দিনের নোটিস দ্বাৰা বিধি দিতে
হইবে; এবং

(খ) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত হইলে, সমুদয় দায়
অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত যোত ডিক্রীত হইবে।

(২) উক্ত আইনের ১৮৯ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে
এ ঘোষণা করা যাইবে। তদ্বিষয় স্থানীয় গবর্ণমেন্টে
এতদৰ্শে সময়ে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই
প্রকারে উক্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইবে।

১৮০ ধারা। (১) কোন তালুক নীলাম হইবার
নিজ্ঞাপন পূর্ব ধারামতে দেওয়া
গেলে, উক্ত রেজিষ্ট্রী করা ও
বিজ্ঞাপিত দায়সম্বলিত নীলামে
চড়ান যাইবে, এবং নীলামের
খরচা সমেত ডিক্রী ও খরচার
টাকা দিতে যাহাতে কুলায়, তত টাকা ডাক হইলে, উক্ত
তালুক এরূপ দায়সম্বলিত বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার উক্ত তালুকের
উপর রেজিষ্ট্রী করা ও বিজ্ঞাপিত দায় ভিন্ন যে কোন
দায় থাকে, তাহা ১৮২ ধারার নির্দিষ্ট প্রকারে অসিদ্ধ
করিতে পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮১ ধারা। (১) পূর্ব ধারামতে যে কোন তালুক
নীলামে চড়ান যায়, তদ্বিমিত্ত
যত টাকা পরিশোধ ডাক হয়,
তাহাতে পূর্বোক্ত ডিক্রীর ও
খরচার টাকা দিতে যদি না
কুলায়, এবং তজ্জন্য যদি
ডিক্রীদার সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই
তালুক বিক্রয় করিতে চাচেন, তবে নীলামকারী কর্ম্ম-
চারী নীলাম স্বগিত রাখিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার
কার্য্যপণালী বিষয়ক আইনের ২৮৯ ধারামতে নূতন
ঘোষণা করিবেন। সেই ঘোষণাপত্রে এই কথা জানান
হইবে, যে নীলাম স্বগিত করিবার তারিখ অবধি পনের
দিনের কম না হয়, ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয়, এই
ঘোষণাপত্রের নির্দিষ্ট এরূপ ভবিষ্যৎ কোন দিনে সমু-
দয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত এই তালুক
নীলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে। সেই দিন সমুদয়
দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত উক্ত তালুক নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত তালুকের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮২ ধারা। যে যোতের অবধারিত খাজানা বা
অবধারিত হারের যো-
তের প্রতি পূর্ব কএক
ধারার বিধান বর্ত্তিবার
কথা।
খাজানার হার থাকে, তাহা
তালুক হইলে, তৎপ্রতি পূর্ব
কএক ধারা যেরূপ বর্ত্তিত
সেইরূপ বর্ত্তিবে।

১৮৩ ধারা। (১) ১৭৯ ধারামতে কোন দখলীস্বত্ব
বিশিষ্ট যোতের নীলাম হই-
বার নিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে,
সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার
ক্ষমতাসহিত উক্ত নীলামে
চড়াইয়া বিক্রয় করা যাইবে।

(২) এই ধারামত নীলামখরিদার ১৮৪ ধারার
নির্দিষ্ট প্রকারে উক্ত যোতের কোন দায় অসিদ্ধ করিতে
পারিবেন, প্রকারান্তরে নহে।

১৮৪ ধারা। (১) কোন ধারাদার পূর্বে কএক ধারামতে কোন দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এই দায় অসিদ্ধ করিতে চাউলে, তিনি যে তারিখে প্রথমে উক্ত দায়ের সংবাদ পান, সেই তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকটে লিখিত দরখাস্ত দিয়া এই প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন, যে উক্ত কালেক্টর এই দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে, এই মর্মে নোটিশ দায়-ধারীর উপর জারী করিবেন।

(২) এতদ্ব্যতীত রেভিনিউ বোর্ড যে ফী ধার্য করেন, উক্ত নোটিশ জারী করিবার নিমিত্ত সেই ফী প্রেরণ প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৩) কোন নোটিশ জারী করিবার দরখাস্ত এই ধারার নিষিদ্ধমতে কোন কালেক্টরের নিকটে করা গেলে, তিনি তদনুসারে নোটিশ জারী করাইবেন, এবং যে তারিখে এই নোটিশ জারী হয়, সেই তারিখ অবধি উক্ত দায় অসিদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যে কোন স্থানের অন্তর্গত দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের কিস্তী বিশেষ কোন শ্রেণীর দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোতের দেনা খাজনার ডিক্রীজারীকমে তাহা নীলামে চড়ান গেলে, সমুদয় দায় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতাসহিত নীলামে চড়াইবার পূর্বে রেজিস্ট্রারী করা ও বিজ্ঞাপিত দায়-সম্বলিত নীলামে চড়ান যাইবে, এবং প্রেরণ বিজ্ঞাপন দিয়া উক্তরূপ কোন আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন স্থান সম্বন্ধে এইরূপ কোন আজ্ঞা প্রবল থাকিলে, এই স্থানের অন্তর্গত সমুদয় দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট যোত এই অধ্যায়ে পূর্বে কএক ধারামতে নীলামের কাঙ্ক্ষ্যপক্ষে সর্বোত্তমভাবে তালুকের দায় গণ্য হইবে।

১৮৬ ধারা। (১) এই অধ্যায়ে বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগ সময়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার কাঙ্ক্ষ্য প্রণালীবিশেষক আইনের ২৯৫ ধারার নিষিদ্ধ বিধির পরিবর্তে নিম্ন-লিখিত বিধি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ,

(ক) এ যোত বিক্রয় করা হইতে ডিক্রীদারের যে খরচ হইল, তাঁহাকে প্রথমতঃ সেই খরচের টাকা দেওয়া যাইবে।

(খ) তাহার পর যে ডিক্রী জারী করাতে নীলাম হয়, সেই ডিক্রীকমে ডিক্রীদারের যত টাকা পাওনা হয়, তাঁহাকে সেই টাকা দেওয়া যাইবে।

(গ) এই সমস্ত টাকা শোধ হইয়াও উত্তর থাকিলে, মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি নীলামের তারিখ পর্যন্ত কিস্ত মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অনধিক কাল পর্যন্ত উক্ত যোত

সম্বন্ধে যে কোন খাজানা ডিক্রীদারের পাওনা হইয়া থাকে, এই উত্তর টাকা হইতে তাঁহাকে সেই খাজানা দেওয়া যাইবে।

(ঘ) (গ) প্রকরণের লিখিত খাজানা দিবার পরও উত্তর থাকিলে, তাহা নীলাম দৃঢ় করণার্থে দুই মাস অতীত হইলে, ডিক্রীমত খাতকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

(২) ডিক্রীমত খাতক (গ) প্রকরণমত খাজানা বলিয়া ডিক্রীদারের কোন টাকা পাঠবার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থাপন করিলে, আদালত এই বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন, এবং এই নিষ্পত্তি ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হইবে।

১৮৭ ধারা। (১) কোন যোতের দেনা বাকী থাকা সময়ে ডিক্রী খাজানার ডিক্রীজারীকমে এই টাকা আদালতে দেওয়া যোত জোক করা গেলে, তৎ-গেলেই কিস্ত ডিক্রীদার সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমার শোধ হইয়াছে নীকার কাম্য প্রণালী বিষয়ক আইনের করিলেই, যোত জোক ২৭৮ অবধি ২৮৩ পর্যন্ত ধারা হইতে মুক্ত হইবার কথা। খাটিবে না।

(২) প্রেরণ কোন ডিক্রীজারীকমে কোন যোত নীলাম হইবার আজ্ঞা করা গেলে, যদি নীলাম ধরিত-রের ডাক গ্রাহ হইবার পূর্বে ডিক্রীমত খরচা ও নীলাম করিবার খরচা সম্বন্ধে ডিক্রীর টাকা আদালতে দেওয়া না যায়, কিস্ত আদালতের বাহিরে ডিক্রীর টাকা শোধ করা হইয়াছে, এই তেতু দেখাইয়া যদি ডিক্রীদার উক্ত যোত মুক্ত করণার্থ দরখাস্ত না করেন, তবে উক্ত যোত জোক হইতে মুক্ত হইবে না।

(৩) এই অধ্যায়ে কোন যোত নীলাম করা গেলে, এই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা-ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়ে যে কোন যোত নীলাম হইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেই যোতে যদি কোন ব্যক্তির প্রেরণ স্বার্থ থাকে তাহা প্রেরণ নীলাম হইলে অসিদ্ধ হইতে পারে, তবে তিনি নীলাম বন্ধ করণার্থ আবশ্যক টাকা আদালতে দিলে,

(ক) প্রেরণে তিনি যে টাকা দেন, তাহা শ্রদ্ধা ১২২ টাকা সুদ সহিত ঋণ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তৎজন্য উক্ত যোত তাঁহার নিকটে বন্ধক আছে বলিয়া জ্ঞান হইবে;

(খ) তাঁহার বন্ধক বাকী খাজানার দায় হাড়া উক্ত যোতের উপর আর যে কোন দায় থাকে, তদপেক্ষা অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবে; এবং

(গ) যাবৎ উক্ত ঋণ পাওনা সুদসম্বন্ধে শোধ করা না হয়, তাবৎ তিনি বন্ধকগ্রহীতারূপে উক্ত যোতের দখল লইতে ও উক্ত দখলে রাখিতে স্বত্ববান হইবেন।

(২) প্রেরণ কোন ব্যক্তির অন্য যে কোন প্রতিকার পাঠবার স্বত্ব থাকে, এই ধারার কোন কথা ক্রমে তাহার বিঘ্ন হইবে না।

১৮৯ ধারা। বাকীদার উক্তন প্রকার বিক্রে ডিক্রী-
অধস্তন প্রজা আদালতে
টাকা দিলে তাহা খাজানা
সইতে কাটিয়া লইতে
পারিবার কথা।

আরীক্রমে এই অধ্যায়মতে
কোন যোত নীলাম হইবার
বিজ্ঞাপন দেওয়া গেলে, এবং
নীলাম হইলে যে অধস্তন
প্রকার স্বার্থ অসিদ্ধ হইতে
পারে, সেই অধস্তন প্রজা নীলাম নিরূপণার্থ আদালতে
টাকা দিলে, তাহার নিমিত্ত আইনে অন্য যে প্রতি-
কারের বিধান থাকে, তদতিরিক্ত তাহার নিজ ভূমাদিকা-
রীকে তাহার যে খাজানা দিতে হয়, তাহা হইতে তিনি
এরূপে প্রস্তুত টাকার সমুদয় বা কোন অংশ কাটিয়া
লইতে পারিবেন; এবং উক্ত ভূমাদিকারী বাকীদার না
হইলে, তিনিও এরূপে তাহার নিজ ভূমাদিকারীকে দেয়
খাজানা হইতে এরূপ কর্তৃত্ব টাকা কাটিয়া লইতে
পারিবেন; এবং যাবৎ বাকীদার পরিশোধ না পাইছে
তাবৎ এইরূপ চলিবে।

১৯০ ধারা। (১) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য-
নীলাম ডিক্রীদারের
ভা কিতে পারিবার ও
ডিক্রীমত খাতিরের না
পারিবার কথা।
প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৯৪
ধারার প্রকারান্তরের বিধান
থাকিলেও, যে ডিক্রীআরীক্রমে
এই অধ্যায়মতে কোন যোত
নীলাম হয়, সেই ডিক্রীদার
আদালতের অস্থিতি বিনা ঐ যোত ভা কিতে বা ক্রয়
করিতে পারিবেন।

(২) এরূপে যে যোত নীলাম হয়, ডিক্রীমত খাতির
তাহা ভা কিলেন না বা ক্রয় করিবেন না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার
কার্যপ্রণালী বিষয়ক
আইনের ৩১৩ ও ৩২৬
ধারার কার্য বা হইবার
কথা।
১৯১ ধারা। দেওয়ানী
মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষ-
য়ক আইনের ৩১৩ ও ৩২৬ ধারা
এই অধ্যায়মতে কোন নীলাম
সম্বন্ধে খাটিবে না।

১৯২ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক
সারসংক্ষেপী কোন
নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী
করিবার কথা।
১৮৭৭ সালের আইনের চতুর্থ
ভাগে প্রকারান্তরের বিধান
থাকিলেও, হস্তান্তরযোগ্য কোন
যোতের উপর যাহাতে দায়
স্থিতি হয়, এরূপ কোন নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়ের পূর্বে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, এবং
উক্ত রেজিস্ট্রী আইনের ১৭ ধারামতে তাহা রেজিস্ট্রী
করা আবশ্যক না হইলে, যদি তাহা এই আইন প্রচলিত
হইবার সময়াবধি এক বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত কার্য-
কারকের নিমিত্ত রেজিস্ট্রী করণার্থ উপস্থিত করা যায়,
তব তাহা উক্ত আইনমতে রেজিস্ট্রী করিবার নিমিত্ত
গৃহীত হইবে।

১৯৩ ধারা। কোন হস্তান্তরযোগ্য যোতের প্রকার
সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রক্রমে
ভূমাদিকারীকে দায়ের
নোটিস দিবার কথা।
উক্ত যোতের উপর কোন দায়
স্থিতি হয়, কোন কার্যকারক এই
আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বা পরে সেই নিদর্শনপত্র
রেজিস্ট্রী করিলে, উক্ত প্রকার প্রার্থনামতে কিম্বা যে
যাক্তির অনুকূলে ঐ দায় স্থিতি হয়, সেই যাক্তির প্রার্থনা-
মতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতদর্থে যে ক্ষী ধার্য
করেন, তাহা তাহার স্থানে পাইলে, ভারতবর্ষীয় রেজিস্ট্রী

করণ বিষয়ক ২৮৭৭ সালের আইনের সপ্তম ভাগে সন্নি-
বিহীন করিবার যে প্রণালী নির্দিষ্ট আছে, সেই প্রণালীতে
ভূমাদিকারীর উপর উক্ত নিদর্শনপত্রের নকল আরী
করাইয়া তাহাকে উক্ত দায়ের নোটিস দিবে।

১৬শ অধ্যায়।

বাকী খাজানার নিমিত্ত সরাসরী নীলামের বিধি।

পতনী ভালুক নীলামের কথা।

১৯৪ ধারা। নিজ ভূস্বামীর স্থানে প্রাপ্ত পতনী
ভালুকের পাওনা খাজানা
ভূস্বামীর সরাসরী পতনী-
নীলামদ্বারা পতনী-
দায়ের স্থানে বাকী
খাজানা আদায়ের কথা।
দিতে জটি হইলে, ভূস্বামী
আইনমতে অন্য যে প্রতিকার
পাইতে পারেন, তদতিরিক্ত
এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত
কএক ধারার যে বিধি আছে, তদনুসারে উক্ত ভালুকের
সরাসরী নীলাম হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে
পারিবেন।

১৯৫ ধারা। (১) বৈশাখ মাসের ১ম দিনে,
বৎসরের প্রারম্ভে
বৎসরের প্রারম্ভে
নীলামের দরখাস্ত করি-
বার কথা।
অর্থাৎ, যে বৎসরের খাজানা
বাকী হয়, তাহার পরবৎস-
রের প্রারম্ভে, ভূস্বামী কাল-
ষ্টরের নিকট দরখাস্ত দিতে
পারিবেন। পূর্বে ধারায় যে ভালুকের উল্লেখ ছিল,
তাহার সমুদয় বা কোন ভালুক সম্বন্ধে অতীত বৎসরের
হিসাবে ভূস্বামীর যত বাকী টাকা পাওনা থাকে, ঐ
দরখাস্তে তাহা নির্দেশ করিতে হইবে।

(২) তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত কালেক্টরী কাছারীর
কোন সুপ্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও
তৎসঙ্গে এই নোটিস থাকিবে যে, যে টাকার দাওয়া
হয়, তাহা ঐযুক্ত মাসের ১ তারিখের পূর্বে দেওয়া
না গেলে, বাকীদারদের ভালুক ঐ টাকা শোধ
করণার্থ উক্ত তারিখে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা
যাইবে।

(৩) ভূস্বামী এরূপ আর এক খান নোটিস আপন
সদর কাছারীতে লাগাইয়া দিবে, এবং স্থলবিণেয়ে
নোটিসের যে অংশ খাটে, সেই অংশের নকল বা উক্ত
লিপি পাঠাইয়া যে কাছারীতে ঐ ভালুকের প্রধান কাছ-
চলে, সেই কাছারীতে কিম্বা বাকীদারের ভালুকের
অনীতে যে প্রধান নগর বা গ্রাম থাকে, তাহায় উক্তরূপে
প্রচার করা হইবে।

(৪) এই ধারামতে যে নিয়ম নির্দিষ্ট হইল,
তাহার পালন নিমিত্ত কেবল ভূস্বামী দায়ী থাকিবেন।

১৯৬ ধারা। (১) সকলমতে যে নোটিস পাঠাইবার
নোটিস আরী করিবার
কথা।
আজ্ঞা হইল, তাহা এতদনু-
সারে পেরানি যাইয়া আরী করিবে।
ঐ পেয়াদা তদ্বিমিত্ত উক্ত
বাকীদারের কিম্বা তাহার কাছাখাফের রসীদ লইয়া
আসিবে; অথবা উহা পাইতে না পারিলে, ঐ নোটিস
ঐ স্থানে আনিয়া প্রচার করা হইয়াছে, ইহার সাক্ষ-
স্বরূপ তদ্বিকটবর্তী স্থানবাসী তিনজন হাজত
লোকের স্বাক্ষর লইয়া আসিবে।

(২) উক্ত গ্রামের লোকে স্বাক্ষররূপ কাগ-
নাদের নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি বা অস্বীকার
করিলে, উক্ত পেয়াদা নিকটস্থ মুন্সেফের আফিসে
কিন্তু মুন্সেফ নী থাকিলে, নিকটস্থ পৌলীস থানায়
যাইবে, এবং ঐ নোটিস যে যথাবিধি প্রচারিত
হইয়াছে, এ বিষয়ে তথায় ইচ্ছাপূর্বক শপথ করিবে।
এই মর্মে এক সর্টিফিকেটে উক্ত কাগদাকারকেরা স্বাক্ষর
ও মোহর করিয়া ঐ পেয়াদাকে দিবে।

(৩) উক্ত রসীদের বা সাক্ষার মর্ম্ম বুঝিয়া যদি
দেখা যায় যে, বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে কোন
সময়ে নোটিস প্রচার করা হইয়াছে, তবে নিম্নলিখিত
তারিখে নীলাম চালাইবার পক্ষে উছাই যথেষ্ট হইবে।

১৯৭ ধারা। বৎসরের মাঝখানে কার্তিক মাসের
১ তারিখে ভূস্বামী আশ্বিন
বৎসরের মাঝখানে নী- মাসের শেষপক্ষান্ত চলিত মাসের
নামের দরখাস্তের কথা। খ. আনার হিসাবে যে বাকী
টাকা পাওনা থাকে, তাহার
বর্ণনাপত্র সহিত ঐরূপ দরখাস্ত করিতে পারিবে, এবং
বাকীদারদের তালুক বিক্রয় হইবার কথা উক্তরূপে
প্রচার করা হইতে পারিবে। যত টাকা বাকী থাকিবার
ইস্তাহার দেওয়া যায়, যদি অগ্রহায়ণ মাসের ১ তারি-
খের পূর্বে তৎসময় দেওয়া না যায়, অথবা কার্তিক
মাসের তলবসময়ে ঐ টাকার মধ্যে এত দেওয়া না হয়,
যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রারম্ভাবধি কার্তিক মাসের শেষ
দিন পর্যন্ত কিস্তিদানী অনুসারে ভূস্বামীর মোট তলবের
চারি আনার কম বাকী থাকে, তবে উক্ত তারিখে নীলাম
হইবে।

১৯৮ ধারা। (১) কোন তালুকদারের নিকট বাকী
খাজানা পাওনা আছে বুঝিয়া
তালুকদার ও সবসময়ে আপত্তি করিলে কা-
প্রণালীর কথা। কথিত হইলে, তৎসময়ে পূর্ব
কএক পারামর্শে নোটিস দেওয়া
গেলে, উক্ত তালুক নীলামের
নিমিত্ত ঐ নোটিসে যে তারিখ ধাওয়া থাকে, সেই তারি-
খের পূর্বে কোন সময়ে তালুকদার তলবের সমস্ত বা
কোন অংশ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া কালেক্টরের নিকট
দরখাস্ত দিতে পারিবে।

(২) কালেক্টর (১) প্রকরণে দরখাস্ত পাঠিলে,
ভূস্বামীর নিকট সমন দিবে, তাহাতে সমনের
নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে উপস্থিত হইতে এবং নীলাম
কেন হুগিত রাখা যাইবে না, অথবা স্থল বিশেষে কেন
তলবের টাকা কমান যাইবে না, ইহার কারণ দেখাইতে
ভূস্বামীর প্রতি আদেশ থাকিবে; এবং কালেক্টর সাধা
হলে উভয় পক্ষের কথা কিন্তা ভ্রমশ্রমে যাহার উপস্থিত
থাকেন, তাঁহাদের কথা শুনিবেন, ও তাঁহাদের মনো যে
বিষয়ের বিবাদ থাকে, নীলামের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে
তাঁহার মীমাংসা করিবেন।

(৩) নীলামের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে যদি
কালেক্টর ঐরূপ নিষ্পত্তি করেন যে, যত বাকীর দাওয়া
হয়, তাহার কোন অংশই পাওনা নাই, তবে তিনি
ভূস্বামীর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

(৪) যদি উক্ত সময়ের পূর্বে তিনি নিষ্পত্তি করেন
যে, যত বাকীর দাওয়া হয়, তাহার অংশ বিশেষ পাওনা
নাই, তবে তিনি তদনুসারে তলব কমাইয়া দিবে; এবং

তাঁহার নিষ্পত্তি এই অধ্যায়মত কাগদাকারের পক্ষে
চূড়ান্ত হইবে।

(৫) যে সকল স্থলের বিধান (৩) ও (৪) প্রকরণে
নাই, সেই সকল স্থলে তালুকদারের দরখাস্ত নামঞ্জুর
করা যাইবে; কিন্তু নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা
উপস্থিত করিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে, ঐরূপ নামঞ্জুর
করাতে সেই স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

১৯৯ ধারা। পূর্ব ধারার বিধানের স্থল না হইলে, যে
বাকী টাকা আদায় করা না গেলে তালুক
নীলাম হইবার কথা। তালুক সম্বন্ধে পূর্ব কএক ধারা-
মতে নোটিস দেওয়া গিয়াছে, সেই তালুক নোটিসের নির্দিষ্ট
তারিখে নীলাম করা যাইবে;
কিন্তু পূর্ব দিনের সূর্যাস্ত হইবার পূর্বে তলবের টাকা
অথবা পূর্ব ধারামতে ঐ টাকা কমান গেলে, সেই
কমান টাকা ভূমালিকারীকে দিবার নিমিত্ত বাকীদার
বা অন্য কোন ব্যক্তি কালেক্টরী কাছারীতে আদায়
করিলে, নীলাম হইবে না।

২০০ ধারা। (১) পূর্ব কাছারীতে যে নোটিস
লাগাইয়া দেওয়া যায়, নীলামের
নীলাম হইলে, যে সময় তাহা নীলামের ফেলিতে
নিষম মানিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, এবং লাটগুনি নোটিসে
যে ক্রমে দেখা থাকে, সেই
ক্রমানুসারে পরে টাকা যাইবে।

(২) যে প্রত্যেক লাট সম্বন্ধে ইস্তাহার দেওয়া যায়
তাঁহার বাকীর হিসাবে নীলামের তারিখ পর্যন্ত যে
টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিশেষ বর্ণনাপত্রের
সহিত ও মফঃসলে যে নোটিস প্রচার করিবার আদেশ
দেওয়া যায়, তাহার রসিদ বা সর্টিফিকেট সহিত
ভূস্বামীর পক্ষীয় এক ব্যক্তি নীলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায়, যাবৎ তাহা
দোখখান গওয়া না হয় ও তাহা হইতে উক্ত বৎসরের
বাকী থাকি নিশ্চয় করা না হয় এবং যাবৎ নোটিস
দিবার রসিদ পাঠ করা না হয়, তাবৎ কোন লাট
নীলামে চড়ান যাইবে না। যে প্রত্যেক লাটের নীলাম
হয়, তৎসময়ে স্বতন্ত্র রুবকারী করিয়া সেই রুবকারীতে
এই সকল বিষয় পালিত হইবার কথা লিখিত হইবে।

(৪) কার্তিক মাসের প্রথম দিনে যে দরখাস্ত দেওয়া
যায়, সেই দরখাস্তমতে নীলাম হইলে, নীলামের তারিখ
পর্যন্ত তলবের চারি আনার অধিক বাকী আছে, ইহা
দেখিতে পাইবার নিমিত্ত বাকীদারের কিস্তিবন্দীও
দাখিল করিতে হইবে; এবং ইহা নির্ণয় করা না গেলে,
নীলাম হইবে না।

(৫) ঐরূপে যে সকল কাগপত্র দেখা হইতে হইবে,
তাঁহার শুদ্ধতা ও অমল্যতা সম্বন্ধে কেবল ভূস্বামী দায়ী
থাকিবেন; এবং যে কাগদাকার নীলাম করেন, তিনি
নীলাম নাগা ও প্রকাশ্যরূপে হওয়া ছাড়া এবং তাঁহার
উপদেশার্থে এই অধ্যায়ে যে বিধি নির্দেশ করা গেল
তাঁহা পালিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে দায়ী
থাকিবেন না।

২০১ ধারা। (১) এই
নীলামের কার্য যে-
রূপে চালাইতে হইবে তাহার কথা। অধ্যায়মতে তালুকের সমস্ত
নীলাম সরকারী কাছারীতে
হইবে।

(২) যে ব্যক্তির সর্বাধিক উচ্চ ভাণ্ডার, ভূমি ভাণ্ডার নিকট বিক্রয় করা যাইবে, এবং বাকীদার হাড়া প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যে ডাকিতে পারিবেন।

(৩) লাইটের ডাক মঞ্জুর হইবার পর ক্রেতার টাকার শতকরা ১৫ টাকা দিতে হইবে।

(৪) যে কায়াকারক নীলামের কার্য চালাইল, তাঁহার ক্রোধমতে বাবৎ প্রত্যয় না আছে যে, যত টাকা আদায় করিতে হইবে তাহা তদর্থে হাতে আছে কিম্বা চুই বন্টার মধ্যে রাখিল বা বাইবে, তাবৎ তিনি কোন ডাক গ্রাহ্য করিতে কিম্বা যিনি ডাকেন এরূপ কোন ব্যক্তির নামে কোন লাইট ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

(৫) নীলাম হইবার পর চুই বন্টার মধ্যে শতকরা পনের টাকা নগদ দেওয়া গেল কিম্বা তত্বলা মূল্যের নবর্ণমেন্টে মিক্সারী রাখিল করা গেল, উক্ত লাইট ঐ দিনেই পুনরায় নীলাম করা যাইবে।

(৬) ক্রেতার টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিনের চুই বন্টার মধ্যে দেওয়া গেল, জিলার সদর বোর্ডের বাজারে টেডরা যি নীলাম ঘোষণা করিয়া পর দিনে অর্থাৎ প্রথম নীলাম আগিল নবম দিনে পুনরায় নীলাম হইবার নোটিস দেওয়া যাইবে।

(৭) তাহা হইলে উক্ত লাইট প্রথম খরিদারের বৃত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় নীলাম করা যাইবে। প্রথম খরিদার শতকরা পনের টাকা হিসাবে অগ্রিম যে টাকা দিয়া লেন তাহা ৭৫ হইবে এবং দ্বিতীয় বার নীলাম করিয়া যে টাকা সংগ্রহ হয় তাহা পূন নীলামের টাকা অপেক্ষা ৭৬ টাকা কম হয় তাহা টাকার অগ্রিম দিয়া থাকিবেন। দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজরী করিবার যে প্রণালী আছে সেই প্রণালীতে ঐ কম টাকার আদায় করা যাইবে।

(৮) আদায় করা যে টাকা দণ্ড হয়, তাহা হইবে নীলামের খরচ দেওয়া যাইবে; এবং যাহা দ্বন্দ্ব থাকে তাহা মনসুরে করা দেওয়া যাইবে।

২০০ খার। (১) এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদার ক্রেতার সমস্ত টাকা দিলে, কালেক্টর তাঁহাকে ঐ টাকা দিয়ার গার্টফিকেট দিবেন।

(২) তাহা হইলে ডালুকের কিম্বা তাঁহার স্বার্থপত পূর্বাধিকারীদের মধ্যে কে কিম্বা তাঁহার বা তাঁহাদের ভবীন কোন দাওয়ানার ঐ ডালুকের উপর য সকল দায়, দণ্ড, পেটো প্রভৃতি, স্বাক্ষরভোগ স্বত্ব এবং অন্যান্য স্বত্ব বা স্বার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ ১৮৪ খারার ৫৫ প্রণালী নিম্নে হইয়াছে, সেই প্রণালীতে আসক্ত করিবার নবণা সহিত খরিদার উক্ত ডালুকে গ্রাহ্য হইবেন। নিম্ন-লিখিত কএকটি স্বত্বসমূহে এই বিধি খাটিবে :-

- (ক) দখলী স্বত্ব;
- (খ) যে সময়ে স্বত্ব দেওয়া যায়, সেই সময়ে যাহা মায়া ও বুজিসিদ্ধ খাজানা ছিল, সেই খাজানা দিয়া ভোগ করিবার যে স্বত্ব দখলী স্বত্ববিধিতে কোন ভাণ্ডারকে দেওয়া যায়, সে স্বত্ব; কিম্বা

(গ) যে লিখিত নিশানপত্রের ডালুকের সৃষ্টি হয়, তাহাতে স্পষ্ট থাকে যে কয়টা প্রদত্ত হয়, সেই কয়তাক্রমে সন্নিবেশ কোন স্বত্ব বা স্বার্থ।

২০১ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের খরিদার ডালুকের দখলদিবার ডালুকের পূর্বে দাওয়ানার সর্টিফিকেট পাঠিলে, এবং এর অধ্যায়মতে তাঁহার প্রতি ডালুকে

চলুকের হইবার কথা রেজিস্ট্রী করা গেল, তাঁহাকে ডালুকের দখল দিবার নিমিত্ত তিনি কালেক্টরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। তাহা হইলে কালেক্টর তাঁহাকে ডালুকের দখল দেওয়াইবেন; এবং ডিক্রী-জরীক্ৰমে নীলাম হইলে যে দেওয়ানী আদালত খরিদারকে দখল দেন, সেই আদালতের প্রতি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে কয়টা আর্ডার হইয়াছে, কালেক্টর সেই সেই কয়তায়ুসারে কার্য করিবেন।

২০৪ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের নীলাম হইবার ইচ্ছার দেওয়া গেল নীলাম বন্ধ করিতে যদি কোন ব্যক্তির ঐ ডালুকে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির আদায় করা টকা আদায় করি বার কথা। এবং তিনি নীলাম নিবারণার্থ

১৯৯ খারামতে আদায়ক টাকা কালেক্টরী কার্যক্রমে আদায় করেন তবে ১৮৮ খারার বিধান পরিবে; এবং যদি ঐ ব্যক্তি ডালুকের সমস্ত প্রজা হল, তবে ১৫ অধ্যায়মতে যে যে নীলাম হইবার বিধান দেওয়া যায়, উক্ত ডালুকে সেই নীলাম হইলে এবং নীলাম নিবারণার্থ উক্ত টাকা আদালতে দেওয়া গেল, ১৮৯ খারার বিধান মেনে চলিত, সেইরূপে চলিবে।

২০২ খার। (১) এই অধ্যায়ের বিধানের আশ্রয়ে কোন ডালুকের নীলাম করা গেল নীলাম অসিদ্ধ করি- লিখিত উক্ত নীলাম ঐ কল বা মোকদ্দমার কথা। বিধানক্রমে সিদ্ধ না হইলে তাহাতে যে কোন ব্যক্তি সতিপ্রাপ্ত হন, তিনি নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ও তাহাতে তাঁহার যে দায় হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাঠিবার নিমিত্ত, যে ডালুকের স্বার্থ-মতে নীলাম হয় তাঁহার নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারবেন।

(২) ডালুকের খরিদারকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করিতে হইবে; এবং নীলাম অসিদ্ধ হইলে তাঁহার যে কোন হানি হয়, তন্মত তিনি উক্ত মোকদ্দমায় ডালুকের হানে ক্ষতিপূরণ পাঠিবার অধিকারী হইবেন।

২০৬ খার। এই অধ্যায়মতে কোন ডালুকের বিক্রয় করা গেল, ঐ ডালুকে যে কোন ব্যক্তির এরূপ স্বার্থ থাকে যাহা খরিদার ২০০ খারামতে অসিদ্ধ করিতে পারেন, তিনি নীলাম হারান তাঁহার যে হানি হয় তাহার ক্ষতিপূরণ পাঠিবার নিমিত্ত নীলামের তারিখ অবধি চুই মাসের মধ্যে বাকীদারের নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কিছু বাকীদারের অধস্তন কোন প্রকার স্থানে নীলামের সময়ে কোন বাকী খাজানা পাওয়া থাকিলে, এই প্রজ্ঞা এইরূপ কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারিবে না।

২০৭ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত নীলামের নীলামের উৎপন্ন টাকা উৎপন্ন টাকা লইয়া নিম্নলিখিত যাহা ২ করিতে লিখিতমতে কার্য করিতে হইবে, তাহার কথা। হইবে, যথা,—

(ক) এই অধ্যায়ের বিধান কলমে করণার্থ যে কোন অতিরিক্ত সেরেস্তা রাখা আবশ্যক হয়, তাহার খরচ কুলিয়ার নিমিত্ত শতকরা এক টাকা করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে প্রথমতঃ কাটিয়া লইয়া গবর্নমেন্টের হিসাবে জমা দেওয়া যাইবে।

(খ) যে বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম হইয়াছে তাহা (মুদসমেত ও তালুক নীলাম করাইতে যে সকল খরচ পড়িয়াছে তাহা সমেত) ইহার পর ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যাইবে।

(গ) (ক) ও (খ) প্রকরণের নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে পর উদ্ধৃত থাকিলে, যে কায্যাকারক নীলাম কার্য চালান, তিনি তাহা অবিলম্বে ক্যাম্পেইটর সাক্ষেবের খাজানাখানায় পাঠাইবেন। ২০৬ ধারাত্তে যাহারা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পান, তাঁহাদের মাওয়া লোধ করিবার নিমিত্ত এই উদ্ধৃত টাকা নীলামের তারিখ অবধি দুই মাস গত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খাজানাখানায় আমানত করিয়া রাখিতে হইবে, এবং উক্ত কালের মধ্যে এই ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ এই সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, তাহা উক্ত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

(ঘ) যে উদ্ধৃত টাকা (গ) প্রকরণমতে রাখা যায়, তাহা হইতে প্রথমতঃ ২০৬ ধারামতে বাকীদারের বিক্ষেপে ডিক্রী হওয়া থাকিলে, এই ডিক্রীর টাকা দিতে হইবে। উদ্ধৃত টাকা হইতে ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে দিতে না কুলাইলে, যাহার যত টাকার ডিক্রী থাকে, তদনুসারে ডিক্রীদারদের মধ্যে এই টাকা হার-হারীমতে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে।

(ঙ) উক্ত উদ্ধৃত টাকার কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবে।

(২) যে টাকা (গ) প্রকরণমতে আমানত রাখা যায়, যে কোন ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকে, তিনি আমানতী টাকার পরিবর্তে যাহার সুদ চলে, এরূপ গবর্নমেন্টে সিক্যুরিটী রাখিয়া উক্ত টাকা সমস্ত কিম্বা তাহার কোন অংশ কিরাইয়া লইতে পারিবে না। শেষ যে গবর্নমেন্টে গেজেট পাওয়া যায়, তাহাতে যে ডিক্রীটের বা প্রিমিয়মের হার দেখা যায়, সেই হারে উক্ত সিক্যুরিটী লওয়া যাইবে।

২০৮ ধারা। এই অধ্যায়ের নির্দিষ্ট কোন দিন রবিবার বা বঙ্গের দিন হইলে, রবিবার ও বঙ্গের দিন এই দিনে এই অধ্যায়মতে যাকী কিছু করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকে, তাহা তাহার পরদিন রবিবার বা বঙ্গের দিন না হইলে করা যাইতে পারিবে।

অন্যান্য তালুক নীলামের কথা।

২০৯ ধারা। এই অধ্যায়ের পূর্ব কএক ধারামতে যে সকল তালুক নীলাম করা

অন্যান্য রেজিষ্ট্রী হইতে পারে, তন্মিত্ত কোন তালুক সরকারী রেজিষ্ট্রীরে রেজিষ্ট্রী করিবার বিধান আইনে করা গেলে, স্থানীয় গবর্নমেন্টে বিধিক্রমে সময়ে-সময়ে পরিবর্তন নির্দেশ করেন, সেইরূপ পরিবর্তন সহকারে এই সকল ধারা উক্তরূপে রেজিষ্ট্রী করা তালুক সম্বন্ধে থাকিবে।

১৭ খ অধ্যায়।

চুক্তি ও ঘোষণার বিধিরক বিধি।

২১০ ধারা। প্রকারান্তরের চুক্তি থাকিলেও নিম্নলিখিত বিধিতে যে লিখিত বিধির সম্বন্ধে এই আইন-বিধান কলমে হইবে, সেইরূপ বিধান কলমে হইবে, তাহার কথা। যথা,—

(ক) বাৎসরিক রায়তের ও দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের ক্ষয় লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)।

(খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলীস্বত্বের অনুমতি।

(গ) ৫১ ধারামতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমানিবার মাওয়া করিবার ক্ষয়।

(ঘ) ৫৩ ধারামতে দখলী খাজানা পরিবর্তনের মাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রকার ক্ষয়।

(ঙ) নির্দিষ্ট হেতু বিনা দখলীস্বত্বপূর্ণ রায়তকে ও কোকী রায়তকে উচ্ছেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০, ও ৬৩ ধারা)।

(চ) যোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রকার খাজানা কমানিবার ক্ষয় (৬৬ ধারা)।

(ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চমা কতিপূরণের মাওয়া করিবার ক্ষয় (৮৮, ৮৯, ৯০, ও ৯৩ ধারা)।

(জ) ডিক্রীজারীকরণে না হইলে, উচ্ছেদ বিষয়ে সমুদয় প্রকারে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

২১১ ধারা। যে স্থানের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ভূম্যধিকারী ও প্রকার মধ্যে যে কোন নিয়ম হয়, সেই নিয়মাবলীতে কারেন্দী বকরী পাতি দিতে ভূম্যধিকারীর বাধ্য হইবে, এই আইনের কোন কথাক্রমে এরূপ আদেশ করিতে হইবে না।

২১২ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে পণ্ডিত কৃষিকার্যোগণযোগী কর-
নর্থ কোন চুক্তির ব্যাঘাত
হইবে না।

২১৩ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তর কণা
থাকিলেও, যে প্রকারের জমী
চর বা দেয়াড়া জমীর চর বা দেয়াড়া নামে খ্যাত,
কথা।

অর্থাৎ সামান্যতঃ বন্যা দ্বারা
যে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ
সামান্য হইতে পারে, যে রায়ত সেই ভূমি ভোগ করে,
সেই রায়ত তাহা ক্রমাগত বার বৎসর ভোগ না করিলে
ঐ ভূমিতে মখলী স্বত্ব লাভ করিবে না, এবং যাবৎ ঐ
মখলী স্বত্ব লাভ না করে, তামৎ তাহার ও ভূমিধিকারীর
মধ্যে যে খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার যোতের নিমিত্ত
সেই খাজানা দিতে দায়ী থাকিবে।

(২) কিন্তু ভূমিধিকারীর বা প্রজার প্রার্থনামতে
আদালত নির্দেশ করিতে পারিবে যে কোন জমী ঐ
ধারার অধীন চর বা দেয়াড়া জমী বলিয়া আশ্রয়
হইবে না। তাহা হইলে, এই আইনের সমুদয় বিধান উক্ত
জমী সম্বন্ধে খাটিবে।

২১৪ ধারা। “উঠদক্ষী” প্রণালী ও “হাল হামিলী”
প্রণালী নামে খ্যাত প্রণালী-
উঠদক্ষী ও হাল হামিলী মতে কোন ভূমি ভোগ করা
প্রণালীর কথা। গেলে, দেশাচারানুগত বা
প্রকারান্তরের যে সকল নিয়মে
ভূমি ভোগ হয়, এই আইনের কোন কথাক্রমে
সহ সকল নিয়মের কোন ব্যাঘাত হইবে না।

২১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথার কোন ঘটনা-
চাকরান তালুক সম্বন্ধে
না খাটিবার কথা। ওয়ালী বা অন্য চাকরান তালু-
কের কোন অনুসঙ্গের ব্যাঘাত
হইবে না। বিশেষতঃ এই আইন
বিধিভুক্ত হইবার পূর্বে যে চাকরান তালুক হস্তান্তর
করিতে বা উইলক্রমে দান করিতে পারা যাইত না, তাহা
হস্তান্তর করিবার বা উইলক্রমে দান করিবার স্বত্ব প্রদত্ত
হইবে না।

২১৬ ধারা। কোন রায়ত রায়তস্বরূপ আপন যোতের
অংশ না হইয়া বাস্তবভূমি
বৎ ভূমির কথা। ভোগ করিলে, ঐ বাস্তবভূমির
প্রজাপত্রে অনুসঙ্গ দেশাচার
ধারা নিয়মিত হইবে।

২১৭ ধারা। কোন দেশাচার বা দেশাচারানুগত
দেশাচার সংরক্ষণের
কথা। স্বত্ব এই আইনের বিধানের
সহিত অঙ্গভূত না হইলে অথবা
এই আইনের বিধানক্রমে
পাঠ্যঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরিবর্তিত বা
হিঁত না হইলে, এই আইনের কোন কথার তাহার কোন
ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

কোর্কা রায়ত কোন অংশীয় দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হয় এই দেশা-
চার এই আইনের বিধানের সহিত অঙ্গভূত নহে, এবং এই আই-
নের বিধান দ্বারা পাঠ্যঃ বা আবশ্যক অনুমানানুসারে পরি-
বর্তিত বা হিঁত করা যায় নাই; সুতরাং উক্ত দেশাচার কোন
স্থানে থাকিলে, এই আইন দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম
হইবে না।

১৮শ অধ্যায়।

মিরাদ বা ভামাদি বিষয়ক বিধি।

২১৮ ধারা। (১) এই আইনের ৪র্থ ডকুমেন্টের
৪ ডকুমেন্ট মোকদ্দমা, আপীল এবং
মামা, আপীল এবং
প্রার্থনা বা দরখাস্তের
এ ডকুমেন্টের নির্দিষ্ট সময়ের
মধ্যে উপস্থিত করিতে ও করিতে
হইবে; এবং প্রকৃত মিরাদ
কালের পর উক্তরূপ যে প্রত্যেক মোকদ্দমা বা আপীল
উপস্থিত করা যায়, এবং প্রার্থনা বা দরখাস্ত করা
যায়, তাহা মিরাদ উত্তীর্ণ হইবার কথা না তোলা
গেলেও অপ্রাচ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত
পূর্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিরাদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত
বারিদ্ধ হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-
দ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার
স্বত্ব পুনর্জীবিত হইবে না।

(৩) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের অব্যবহিত
পূর্বে যে মোকদ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দর-
খাস্ত উপস্থিত করিলে মিরাদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রযুক্ত
বারিদ্ধ হইত, এই ধারার কোন কথাক্রমে সেই মোক-
দ্দমা বা আপীল কিম্বা প্রার্থনা বা দরখাস্ত করিবার
স্বত্ব পুনর্জীবিত হইবে না।

২১৯ ধারা। ভারতবর্ষের
ভারতবর্ষীয় মিরাদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
বিষয়ক আইনের কিয়-
মংশ এই মোকদ্দমা প্র-
তিষ্ঠে না খাটিবার কথা। মিরাদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের
আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারা
২১৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমা
বা প্রার্থনা সম্বন্ধে খাটিবে না।

১৯শ অধ্যায়।

অতিরিক্ত বিধি।

দণ্ডের কথা।

২২০ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে কিম্বা অন্য
কমলে যে আইনমতে যে কোন আইন যৎকালে বলবৎ
হস্তক্ষেপ করিলে দণ্ডের
কথা। থাকে, সেট আইন অনুসারে
না হইয়া, যদি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন প্রজার যোতের ফসল ক্রোক করে
কিম্বা ক্রোক করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা

(খ) এই আইনমতে নিয়মিতরূপে যে ক্রোক করা
যায়, তাহার বাধা দেয়, কিম্বা এই আইনমতে নিয়মিত-
রূপে যে কোন সম্পত্তি ক্রোক করা যায়, তাহা বল-
পূর্বক বা গোপনে হানীতুর করে, কিম্বা

(গ) প্রজার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতিরেকে কোন
যোতের ফসল কাটিতে, সংগ্রহ করতে, সঞ্চিত কা-
ততে, হানীতুর করিতে, কিম্বা প্রকারান্তরে তাহা লহরা কা-
করিতে বাধা দেয়, বা দিবার উদ্যোগ করে,

তবে তিনি ভারতবর্ষী-মণ্ডলীর আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা হইবে।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের অর্থমতে যে কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণের লিখিত কোন কার্য করিতে সক্ষমতা করেন, তিনি উক্ত আইনের অর্থমতে অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করিবার সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা হইবে।

ভূম্যধিকারীদের কর্মকারক ও প্রতিনিবেদন কথা।

২২১ ধারা। (১) কোন আদালতে বা অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে এই আইনমতে

ভূম্যধিকারীর কর্মকারক কোন ভূম্যধিকারীর উপস্থিত দ্বারা কার্য করিবার কথা। হইবার, প্রার্থনা করিবার বা কোন কার্য করিবার আদেশ বা অনুমতি থাকিলে, উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ একা রাস্তারের আশা না করলে, ভূম্যধিকারীর স্বাক্ষরিত কর্মতাপত্রকে এতদর্থে কর্মতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকও এককল কর্ম করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে যে প্রত্যেক নোটিস ভূম্যধিকারীর উপর জারী করবার বা তাঁহাকে দিবার আদেশ আছে, তাহার পরীক্ষা করিতে বা তাহা লইতে প্রয়োক্তনমতে কর্মতাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীর কর্মকারকের উপর জারী করা গেলে, স্থিতি তাঁহাকে দেওয়া গেলে, যদি নিম্ন ভূম্যধিকারীর উপর জারী করা যাইত কিম্বা তাঁহাকে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে যেদল ফল হইত, এই আইনের কাছাকাছি সেইরূপ ফল হইবে।

(৩) কর্মকারক নিয়োগ করিবার কিম্বা তাহাকে কর্মতাপ্রাপ্ত দিবার নিদর্শনপত্র ছাড়া যে প্রত্যেক দলীল এই আইনের আদেশমতে ভূম্যধিকারীর কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যিক, তাহা এতদর্থে কর্মতাপ্রাপ্ত পত্রপুস্তক ও দলীল কোন কর্মকারকের দ্বারা স্বাক্ষরিত বা সার্টিফিকেটযুক্ত হইতে পারিবে।

২২২ ধারা। উই বা তদন্থিক ব্যক্তি প্রজাবলী ভূম্যধিকারী হইলে, বাহা কিছু করিতে এই আইনমতে ভূম্যধিকারীর প্রতি আদেশ বা অনুমতি আছে, তাঁহা তাঁহারা উত্তরে বা সকলে অন্যত্র হইয়া করিবেন কিম্বা তাহাদের উত্তরে বা সকলের পক্ষে কর্ম করিতে কর্মতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকারক করিবেন।

রাজস্ব কর্মচারীদের কর্মতার কথা।

২২৩ ধারা। রাজস্ব কর্মচারীদের উপর এই আইনের ধারা বা এই আইনমতে যে কোন কর্মের ভার অর্পিত হয়, সেই কর্ম সম্পাদনার উপায়ের সে কাছাকাছি প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার বিধান করণার্থ স্থানীয় গণপরিষদের সময়ে রাজস্ব গেজেটে প্রকাশিত দিয়া এই আইনমতে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং তে বিধি দ্বারা প্রকৃত কোন কর্মচারী প্রাপ্ত

(ক) মোকদ্দমার বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালত যে কোন কর্মতাপ্রাপ্তে কার্য করিতে পারেন প্রকৃত কোন কর্মতাপ্রাপ্ত, ও

(খ) কোন ভূমিতে প্রবেশ করিবার এবং তাহা জরীপ ও চিহ্নিত করিবার ও তাহার মানচিত্র করিবার ক্ষমতা, ও

(গ) জমীর শক্তি বৃদ্ধি দিবার নিমিত্ত কোন ভূমির ফল লাভিবার ও লাভিবার ও উৎপন্ন শস্যাদি ওজন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধির কথা।

২২৪ ধারা। (১) এই আইনের কোন ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা-প্রাপ্ত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধি করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত বিধির পাণ্ডুলিপি, যে ব্যক্তিদেব তদ্বারা স্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করিবেন।

(২) স্থানীয় গণপরিষদের বা তাহা কোর্টের প্রণীত বিধি হইলে, উক্ত গণপরিষদের বা কোর্টের বিবেচনার সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগকে সম্মান দিবার পক্ষে যত্ন উপযুক্ত বোধ হয়, সেই প্রকারে এই বিধি প্রকাশ করা হইবে; অন্য কোন কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধি হইলে, তাহা নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রত্যেক পাণ্ডুলিপি রাজস্ব গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

(৩) উক্ত পাণ্ডুলিপি সচিব প্রকৃত নোটিস প্রকাশ করা যাইবে। প্রকাশ করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্বে না হয়, উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রকৃত যে তারিখে বা যে তারিখের পর বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে, এই নোটিসে সেই তারিখ নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৪) এই নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে উক্ত পাণ্ডুলিপি সচিব কোন ব্যক্তি য় কোন আপত্তি বা প্রস্তাব করেন, উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া কোন নির্দিষ্ট রাজস্ব গেজেটে প্রকাশ করা গেলে, এই প্রকাশ পরগই উক্ত বিধি যথার্থরূপে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রদান হইবে।

যে রাজস্ব কর্মচারীরা বন্দোবস্ত থাকে তৎসম্বন্ধে বিধানের কথা।

২২৫ ধারা। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখন

যে জমীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই সেই জমীর যে ভূমি ভোগ হয়, তৎসম্বন্ধে না খাতিয়ার কথা।

কানে চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করিবার, বা বন্দোবস্ত দৃঢ় করিবার ক্ষমতা পাইয়া বন্দোবস্তী কার্যাবর্ত্তান মধ্যে বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হইবার পর অবদারিত কানে খাজানা দিয়া ভোগ করিবার স্বত্ব স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকিলে, অতঃপর কথা।

২২৬ ধারা। যাহা চিরন্তন বন্দোবস্তী কুমির অন্তর্গত নহে, এরূপ কোন কুমি বিনা খাজানার কিম্বা অবদারিত খাজানায় ভোগ করিবার স্বত্ব এই কুমির একাধিক দেওয়া গেল বলিয়া জুয়াধি-কারী পাঠা দিলে কিম্বা অন্য কোন চুক্তি করিলে, এবং পাঠা বা চুক্তি বলবৎ থাকিতে

(ক) কুমির রাজস্ব উক্ত কুমির সম্বন্ধে প্রথম দেয় হইলে, কিম্বা

(খ) তৎসম্বন্ধে কুমির রাজস্ব পূর্বে দেয় হইয়া থাকিলে তুমির রাজস্বের মূতন বন্দোবস্ত করা গেল।

(খ) তৎসম্বন্ধে কুমির রাজস্ব পূর্বে দেয় হইয়া থাকিলে তুমির রাজস্বের মূতন বন্দোবস্ত করা গেল।

উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে প্রকারান্তরের কথা সত্ত্বেও, কোন রাজস্ব কর্মচারী জুয়াধিগিরি বা প্রজার প্রাধিকারভুক্ত আত্মাক্রমে এই আইনের বিধান অনুসারে উক্ত কুমির উৎখাত ও ন্যায্য খাজানা ধার্য করিতে পারিবেন।

খাসকর প্রভৃতি বস্তুর কথা।

২২৭ ধারা। বাকী খাজানা আদায় করণার্থ যেকোনমাত্র এক আইনের যে সকল বিধান থাকে, কোন খাসকর, বনকর, জলকর প্রভৃতি স্বত্ব সম্বন্ধে বাধ্য কিছু দিতে বা অর্পণ করিতে হয়, তাহা আদায় করিবার মোকদ্দমার বত দূর সম্ভব সেই সকল বিধান থাকিবে।

বিশেষ আইন সংকলনের কথা।

২২৮ ধারা। এই আইনের কোন কথা—

(ক) এই আইনের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া যে কোন আইন রহিত করা হয় নাই, সেট আইনের মিঙ্গিটে বন্দোবস্ত কার্যকারকদের ক্ষমতার ও ক্ষমতার,

(খ) গবর্ণমেন্টের সভালের কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অধিদায়িত্বী সভালের খাজানা আদায়ের কার্য প্রণালীর বিধান করণার্থ কোন আইনের,

(গ) গবর্ণমেন্টের বাকী রাজস্বের নিয়ন্ত্রণ নীতি দ্বারা প্রজাপ্রতিপত্তি সংক্রান্ত কোন আইনের,

(ঘ) খাজানাদারী সভালের বাটওয়ারী সংক্রান্ত কোন আইনের, কিম্বা

(ঙ) এই আইনের দ্বারা স্পষ্টতঃ বা প্রাসঙ্গিক অনুমানানুসারে যে বিশেষ বা স্থানীয় অন্য আইন রহিত করা না যায়, তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যে আইন রহিত হইল।

বঙ্গদেশে প্রচলিত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	বতনুব রহিত করা গেল।
১৭২০ সালের ৮ আইন।	মুবেজাৎ বাজলা ও বেহার ও উড়িষ্যা সমস্ত জমীদার ও হুদুদীভূক্তদার প্রভৃতি কুমি- দ্বিগিরিদিগের সচিব সর্বকা- য়েব মালজমাদার অর্থে দশ- সহী বন্দোবস্তের বিষয়ের যে সকল আইন ইজারাজী ১৭৮২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইজারাজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ও তাহার পর যে ২ তারিখে মিঙ্গিট হই- য়াছে তাহার পরিবর্তে পরি- কর ও চবল করিবার আইন।	৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬১, ও ৬৫ ধারা।
১৮০৫ সালের ১২ আইন।	এইকনে যেদিনোপুর জলভুক্ত পটালপুর, কমানিচৌব ও বগা পয়গনা মুক্তকটক জিলার বন্দোবস্ত ও সর্বকাযী বাজল আদায় করণার্থ আইন	৭ ধারা।
১৮১২ সালের ৫ আইন।	কুমির খাজানাদারী উচ্চনীলের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এইকনে চলন আছে তাহার কোন ২ দাঁড়া শুধরিবার ও পরিবার নিমিত্তে আইন	৭, ৮, ৮, ২০ ও ২৭ ধারা।
১৮১২ সালের ১৮ আইন।	ইজারাজী ১৮১২ সালের ৫ আই- নের ২ ধারার মধ্য স্পষ্ট ও বিবরণ করিয়া লিখিবার ও ইজারাজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা রদ ও রহিত কবি- বার ও এই সকল ধারার লিখিত দাঁড়া সকলো পরিবর্তে নুতন দাঁড়া নিষ্টি করিবার নিমিত্তে আইন।	যেহুবা'দ এবং ২ ও ৩ ধারা।
১৮১৯ সালের ৮ আইন।	কোন অধিকার সিদ্ধ হইল ও ওৎসলক্ষীয় করণরূপ সজত হওনের কথা স্পষ্ট করিয়া লিখনের ও জমীদারদিগের ও পত্তনী ভূস্বকদার ওগব্বরের পল্লব স্বত্বের বিবরণের ও জমীদারের বাকীর নিমিত্তে বীল'দ হওনের নকশা নিষ্টি করণের ও তাহার প্রকার ও নিয়মের বিবরণের ও বাজলা দেশের জমীদারদিগের ও ভূস্বকদারদিগের উচ্চনীলের দাঁড়ার মধ্যে পূর্বের নিষ্টি- প্রিত কোন ২ দাঁড়ার তাৎপা- স্পষ্ট করণের ও তাহার কোন ২ দাঁড়া শুধরনের নিমিত্তে আইন	সম্পূর্ণ আইন।

১ম তফসীল—(চলিত)।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর বহিষ্ঠ করা গেল।
১৮২০ সালের ১ আইন।	বদিজদীদারের বাকী তাহার তা- লুকদারের শিরে পড়ে ও সে নিমিত্তে জমীদার তালুক নীলাম করাইবার ক্ষমতা পায়, তবে সেই নীলাম ইংলী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নীলামের মতে করা যাবে নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮২৫ সালের ১১ আইন।	যের কি কোন নদী কি স- মুদ্রাণ ত্যাগ করণ প্রযুক্ত যে ভূমি পণ্ডার যার সেই ভূমির দাওয়ার নিমিত্তে যেহেতু সেতে দুটি র' থাকা করিতে হইতে সেইহেতু প্রকাল করা যাবে নিমিত্তে আইন।	৪ ধারার ১ প্র- করণে "এবং এরূপ হইয়া অর্থ বস কোন প্রধান মহীলকারের পেটর কোন মহীলকারের দখলে ভূ- মিতে সংলগ্ন হয়" এই কথা মুছে প্র- করণে শেষ পরিণত।

বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর বহিষ্ঠ করা গেল।
১৮৩২ সালের ৬ আইন।	১৮১৯ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ কোর্ট ইনকুইজিটরী আইন) অ- ধীন বঙ্গদেশের নগর বাজার আদায় করণের আইন সংশোধ- ন করিবার আইন) সংশোধ- ন করণের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৩৫ সালের ৮ আইন।	আগতপত্রের কথা প্রসিদ্ধ দেশী আইনে বলে যেহেতু তালুক বিক্রয় করা কি প্র- কাগত্রে হস্তান্তর হইতে পারে তৎসম্বন্ধে বাকী বাজার আদায় করণের তাহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা সংশোধন আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	মন্ত্রিসভার মন্ত্রিসভার সেক্রেটারী গবর্নর সাহে- বের প্রসিদ্ধ ১৮৩২ সালে ৬ আইনের বাধ্যতা ও সং- শোধন করিবার এবং কোন বিচার নিষ্পত্তি আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৬৯ সালের ৮ আইন।	কৃষাধিকারী ও প্রজার মধ্যে মোকদ্দমা তত্ত্বাবধি কার্য- প্রণালী সংশোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭২ সালের ৮ আইন।	বঙ্গদেশী কার্যকারকতা ক- মতা নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্তে আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

মন্ত্রিসভার ৫ জিহুত গবর্নর জেনারেল সাহেবের
প্রণীত আইন।

সাল ও নম্বর।	যে বিষয়ের আইন।	যতদূর বহিষ্ঠ করা গেল।
১৮৫০ সালের ২৫ আইন।	১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমি নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বাসনার টাকা সংকলিত করণের আইন।	যে পর্যন্ত র- হিত হইয়াই সেই পর্যন্ত।
১৮৫০ সালের ৬০ আইন।	বঙ্গদেশে পত্তনী তালুক নীলামের নিমিত্তে যে বী- কার আশ্রয় আছে তাহা সংশোধন আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫০ সালের ৬ আইন।	নালন্দার বাকী বিষয়ের সরকারী মোকদ্দমা এবং প- ত্তনী তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য অধিকারের নীলাম এবং বাজার বিষয়ের সর- কারী ডিক্রীজারী করণে ভূমি নীলামের বিষয় আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৫২ সালের ১০ আইন।	কোর্ট ইনকুইজিটরী আইন অ- ধীন বাজারদেশে বাজার আদায় করিবার আইন সং- শোধন করিবার আইন।	সম্পূর্ণ আইন।

দ্বিতীয় তফসীল।

[৩ (১৬) ধারা দেখ।]

১৮১৯ সালের ৮ আইনের হেতুগত হইতে উক্ত
“দলসারা বঙ্গদেশের তালুকদারের আপনাদিগের
ইজারা ইত্যাদি দিতে উচ্ছারুণ করা আছে
দেখিয়া নতুন করদারদের সৃষ্টি করিয়াছে ও প্রথমতঃ
তাহা করদারের রাজস্ব জমাচারীতে প্রকাশ হইয়াছে
একদম অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকাশ
এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে উত্তমরূপে অন্য
তালুক দেয় ও তাহার মূল্য যে ব্যক্তি তাহা লয়
তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিগণের পাওনা সংকল-
নের নিমিত্তে প্রিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে নাল
আমিল ও ফেলান আদায় লওয়া ও না লওয়ার ক্ষমতা
আপনি রাখে কেন না যদি তালুকদারকে আদায় দেওন
হইতে দাক করে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়-
দির হইয়া যে ব্যক্তির হাতে যার সে এড়াতে পারে না
বরং তাহার স্থানে লগতে পারে ও ইহা এইকরণ
রে এর অর্থাৎ চলনমতে আনা গেল।

“তাহার দস্তাবেজেতে নিয়নের মধ্যে ইহা লেখ
থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমীদার তাহা
বিব্র করাইতে পারিবেক ও যদি নিয়নের পদ বাকীর
সংখ্যা যত তত না হয় তবে বাহা বাকী থাকে তাহা
তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহার
নাল আম ওয়াক বিক্রয় হইতে পারে।

“এ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তন তালুক
বলে ও তাহা লগনিয়া অসেকর লোক ঐ সকল নিয়ন ও
নির্কর্ত্তে তাহা অন্য লোককে দেয় ও তাহার দর
পত্তনীদার কলসার ও পরপত্তনীদার অন্যের দেয় ও
ক্রমে এইমত। ও ইহারিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক
নমুনা হইবে।”

কবজের পাঠ।

- ১। বছর _____
- ২। সাল _____
- ৩। গ্রামের নাম _____ থানা _____
- ৪। এজার নাম _____
- ৫। তাহার বোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা, প্রভৃতি) _____
- নগদী বিধা _____ টাকা _____
- ভাওলী বিধা _____ বণ _____ বা টাকা _____
- সারের { বনকর _____ টাকা।
জলকর _____ টাকা।
কলকর _____ টাকা।

গবর্নমেন্টের কর ... { পথকর
পূর্তকার্যের কর

- ৬। বাহার দারকতে দেওয়া গেল _____
- ৭। দিয়ার তারিখ _____
- ৮। যত টাকা দেওয়া গেল (পূর্তে বিবরণ) _____ টাকা।
- ৯। দুবানীর বা কমতা প্রাপ্ত কর্মকারকের দাকর _____

বঙ্গদেশের এজারের বিবরণ ১৮৮৪ সালের আইনের ১৯ ধারার বিধানমিতি বিধান আছে।—

“১৯ ধারা। (১) কোন এজার খাজনার হিসাবে কোন টাকা মিলে, যে বৎসরে কিবা যে বৎসরের যে কিভাবে উহা জমা দিতে চাহেন, তাহা নির্দেশ করিতে তাঁহা বরণে জমা দিতে হইবে তাহার কথা। পারিবেল এবং ওসকসারে এই টাকা জমা দিতে হইবে।”

“(২) এজার এরূপ কোন নির্দেশ না করিলে, দুবানিকারী যে বৎসরের যে কিভাবে উচিত বোধ করেন, সেই বৎসরের সেই কিভাবে হিসাবে এই টাকা জমা দিতে পারিবেল।”

ওড়ী কবজের পাঠ।

(১০ ও ১১ ধারা দেখ।)

কবজের পাঠ।

- ১। বছর _____
- ২। সাল _____
- ৩। গ্রামের নাম _____ থানা _____
- ৪। এজার নাম _____
- ৫। তাহার বোতের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা, প্রভৃতি) _____
- নগদী বিধা _____ টাকা _____
- ভাওলী বিধা _____ বণ _____ বা টাকা _____
- সারের { বনকর _____ টাকা।
জলকর _____ টাকা।
কলকর _____ টাকা।

গবর্নমেন্টের কর ... { পথকর
পূর্তকার্যের কর

- ৬। বাহার দারকতে দেওয়া গেল _____
- ৭। দিয়ার তারিখ _____
- ৮। যত টাকা দেওয়া গেল (পূর্তে বিবরণ) _____ টাকা।
- ৯। দুবানীর বা কমতা প্রাপ্ত কর্মকারকের দাকর _____

[illegible][illegible]

হিসাবের পাঠ ।

১। সাল	২। প্রজার নাম	৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	হার	টাকা।
নগদী গবর্ণমেন্টের কর			বিষয়	মণ	টাকা।
ভাওলী		
জলকর		
বনকর		
কলকর		
৪। বৎসরের তলব
৫। পূর্বে বৎসরের বাকী (বকেয়া)
					টাকা।
৬। মোট তলব (হাল ও বকেয়া)
৭। এভোকেসর হিসাবে দেওয়া গেল			হাল তলব
			বকেয়া তলব
৮। শস্য দেওয়া গেল		
					টাকা।
৯। বৎসরের শেষে বাকী
১০। ভূমিমীর স্বাকর

হিসাবের পাঠ ।

১। সাল	২। প্রজার নাম	৩। যোক্তের বিবরণ (পরিমাণ, খাজানা প্রভৃতি)	বিষয়	হার	টাকা।
নগদী গবর্ণমেন্টের কর			বিষয়	মণ	টাকা।
ভাওলী		
জলকর		
বনকর		
কলকর		
৪। বৎসরের তলব
৫। পূর্বে বৎসরের বাকী (বকেয়া)
					টাকা।
৬। মোট তলব (হাল ও বকেয়া)
৭। এভোকেসর হিসাবে দেওয়া গেল			হাল তলব
			বকেয়া তলব
৮। শস্য দেওয়া গেল		
					টাকা।
৯। বৎসরের শেষে বাকী
১০। ভূমিমীর স্বাকর

চতুর্থ ডফসীল।

মিরাদ।

(২১৮ ধারা দেখ।)

১ খণ্ড।—মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
১। যে নিয়ম সচক্ষে এরূপ এক বৎসর ল্পষ্ট বিধানাঙ্ক চুক্তি আছে যে ঐ নিয়মভঙ্গের দণ্ডস্বরূপ উচ্ছেদ করা যাইবে, সেই নিয়মভঙ্গ হেতু ভালুকদার বা রায়-ওকে উচ্ছেদ করিবার মোকদ্দমা।	এক বৎসর	নিয়মভঙ্গের তারিখ অবধি।
২। বাকী খাজানা আদায়ের মোকদ্দমা— (ক) ৩৩ ধারামতে ঐ খাজনার খাজানাব নিমিত্ত আদায় করিবার পূর্বে বাকী পড়িয়া থাকিলে।	ছয় মাস	আদায়ের তারিখ অবধি।
(খ) ফলাফলে	তিন বৎসর	বাজালা সন যেহেতু স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে বাজালা সনের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি এবং আমলী ও কসদী সন যেহেতু স্থানে চলিত আছে সেই স্থানে তৈয়্য মাসের শেষ যে দিনে বাকী পড়ে সেই দিন অবধি।
৩। বাদী দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তস্বরূপ ভূমির দাওয়া করিলে, উক্ত ভূমির দখল কিংবা পাইবার মোকদ্দমা।	তিন বৎসর	বে-দখল হইবার তারিখ অবধি।

২ খণ্ড।—আপীল।

আপীলের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৪। এই আইনমত কোন ডিক্রী বা আজার উপর জিলার জজ বা বিশেষ জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রী কি আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
৫। এই আইনমত কালেক্টরের কোন আজার উপর কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইলে।	ত্রিশ দিন	যে আজার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।

৩ খণ্ড।—প্রার্থনাপত্র।

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
৬। যে স্থলে ডিক্রীমত খাজনা তক ছিল বা বলে ডিক্রী জারী হইতে দেন নাই সেই স্থলভিন্ন এই আইনমত কিংবা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনমত ডিক্রী বা আজার জারী করিবার প্রার্থনাপত্র; যদি ডিক্রীর টাকার উপর ডিক্রীর পর যে সুদ জমে তাহা বাদে কিংবা ঐ ডিক্রী জারী করিবার খরচা সমেত ৫০০৯ শতের অধিক টাকার নিমিত্ত ডিক্রী না হয়।	তিন বৎসর	(১) ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি; কিংবা (২) আপীল করা গেলে, আপীল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর বা আজার তারিখ অবধি কিংবা (৩) বিচার সমালোচনা করা গেলে, সমালোচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি।

ভিন্ন ভিন্ন মত।

বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় সিলেট কমিটির অধিকাংশ সভার রিপোর্ট হইতে আমার মত ভিন্ন।

১৮৮৩ সালের ২১ নবেম্বর অসি কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ উহার কার্য শেষ হয়। প্রথমতঃ সপ্তাহে দুইবার মাত্র কমিটির অধিবেশন হইত। কোন বিষয়ে সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইলে সভাদের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সংবাদ দিতে হইত। ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্থির হয় যে সপ্তাহে তিন দিন ২ টা অসি ৫ ১/২ পর্যন্ত কমিটির অধিবেশন হইবে, সংশোধন প্রস্তাবের সংবাদ অধিবেশনের পূর্বে দিন সেক্রেটারীর নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে। অধিবেশনের দিন প্রাতে সংশোধনের প্রস্তাব মেম্বরগণের নিকটে প্রেরিত হইত। এইরূপ নূতন বন্দোবস্ত প্রস্তাব করার কারণ এই যে, তখনও কমিটির হাতে অনেক কার্য বাকী ছিল ও সিমলা গমনের সময়ও উপস্থিত প্রায় হইয়াছিল। এই বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের নিজের ২ ঘণ্টা অসুবিধা হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করিলেও এবং তাঁহারা এই কার্যে সমস্ত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন স্বীকার করিলেও সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হইতে তাঁহাদের ১০ ঘণ্টা এবং উহার বিশেষ আলোচনার্থ ৬ ঘণ্টা সময়ও প্রায় থাকিত না, আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বন্দোবস্তে মেম্বরদিগের প্রত্যেকের প্রতিই অসুবিধা করা হইয়াছিল। আমার মত অবস্থার লোকের প্রতি আরও অবিচার হইয়াছিল, কারণ আমি তাঁহাদের অতিপ্রায় ব্যস্ত করি বলিয়া লোকের বিশ্বাস, আমি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিবার সময় পাইতাম না। ইহাতে যে কেবল মেম্বরদিগের প্রতিই অবিচার হইয়াছিল এমন নহে, যে সকল গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ তাহার প্রতিও অবিচার হইয়াছিল। আমি কর্তব্য বিবেচনায় এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিবাদ কলোপদায়ক হয় নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কমিটির নিকটে যে সকল বিষয় উপস্থিত করা হইয়াছিল এরূপ অবস্থায় বহু দূর সম্ভব তাঁহারা সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ দিয়া কার্য করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি যত দূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত গুরুতর প্রশ্ন সমূহের মীমাংসার অত্যন্ত ত্বরান্বিত করা হইয়াছিল। এরূপ ত্বরান্বিত অপরিহার্য হইলেও ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিসভার বিধি অনুসারে কমিটির এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধীয় কাজের কথা বিষয়ে সাক্ষীর এজাহার প্রণেয় কর্মতা থাকিলে ভাল হইত। কমিটি যে এই কর্মতার আবশ্যিকতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্ধতিসিদ্ধ না হইলেও, মানবের জীবিত লেপটেনেন্ট পবর্গর সাহেবের পরামর্শমতে পেটাও বিলি সম্বন্ধে কমিটিতে কয়েকজন বহুদলী জমিদারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কমিটির হস্তে পড়িয়া পাণ্ডুলিপির অনেক গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু উহার মূল মূল অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কোমর বিষয়ে মূল পাণ্ডুলিপিতে ধেরূপ ছিল তদপেক্ষা জমিদারদিগের অবস্থা অধিকতর মন্দ করা হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষুদ্র বিষয়ে জমিদার ও রায়ত উভয়ের প্রতিই অপকপাতে সুবিচার করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে বেরূপ আছে তাহা অপেক্ষা মধ্যবর্তী ভূমালিকারীগণের বিলক্ষণই লাভ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ভূমিকর্যক, যাহার জন্য কমিটি এত চিন্তিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার ভয় হয় যে কলে তাহার অবস্থা বর্তমান অপেক্ষা মন্দ দাঁড়াইবে। আমি এখন সমস্ত পাণ্ডুলিপির বিচার করিতে ইচ্ছা করি না এবং ভজ্জনা এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত কথায় প্রবেশ করিব না।

এই পাণ্ডুলিপির বিক্ষেপে আমার আপত্তির প্রধান কারণ এইঃ—

১ম।—ইহা বর্তমান ও প্রাচীন ভূমিসংক্রান্ত আইনের বিরোধী। ইহা একদিকে কতকগুলি স্বত্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরদিকে উক্ত আইনের ব্যতিকারী কতকগুলি স্বত্ব প্রদান করিতেছে। ২য়।—ইহাতে রেগুলেশন আইন সমূহের যেরূপ ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহা আদালতের মীমাংসার বিরোধী, এবং প্রমাণরহিত ঘটনা ও বিবরণ সমূহকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩য়।—খাজানা আদার ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় কার্যপ্রণালীর সরলতাপাদনরূপ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এতদ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না। ৪র্থ।—ইহাতে ভূমালিকারী ও প্রজাপুঞ্জের মধ্যে বিবাদ ও বিসম্মতি উৎপাদিত হইবার ও মোকদ্দমার মোকদ্দমার দেশ প্লাবিত করিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি ও মঙ্গলের হানি হইবে। ৫ম।—ইহাতে বহুসংখ্যক কৃষক প্রজাকে কৃষান (কৃষিশ্রমজীবী) করিয়া তুলিবে। ৬ষ্ঠ।—জমিদার ও প্রজার চুক্তি সম্বন্ধে স্বাধীনতা উঠাইয়া দেওয়ার ও জমিদারী কার্যনির্বাহ ও রায়তদের কার্য সম্বন্ধে আদালত ও রাজসংক্রান্ত কার্যকারকে মধ্যস্থ ও জিজ্ঞাসার স্থান করা, ইহাতে কৃষকসম্প্রদায়ের উন্নতির নিদানভূত আত্মনির্ভর শক্তিকে অকর্মণ্য করা হইবে, ও উহার মেকদণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইবে, অর্থনীতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর অবাধ কার্যের বাধা দান করা হইবে, গবর্নমেন্টের পিতৃহানীর তাব বন্ধমূল করা হইবে ও প্রায় প্রতিপদে মোকদ্দমারূপ গুরুতর অনিষ্টের উৎপাদন করা হইবে। গত বৎসর যখন এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয় তখন আমি এই সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং এক্ষণে দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে সিলেট কমিটি যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে ইহার একটীও খণ্ডন হয় নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে আমার যে সকল আপত্তি আছে তাহাদের উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমি ইহার অধ্যাহ্নে অধ্যাহ্নে বিচার করিব অথবা ইহার সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিব এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। আমি কেবল পাণ্ডুলিপির মূল মূল ও কএকটি প্রধান বিশেষ স্থলের আলোচনা করিতে চাহি।

তালুকদার ।

বাঁহারা এক্ষণে তালুকদার বলিয়া গণ্য তদতিরিক্ত দুই হু ৩ন জেণীর তালুকদার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যথা, (১ম) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যে সকল রায়ত ভাণ্ডারের যোতের অর্দ্ধেকের অধিক অংশ কোর্কা বিলি করে (৩৭ ধারা), এবং (২য়) যে সকল রায়তের যোতের পরিমাণ ১০০ বিঘার অধিক এবং যাঁহাদের যোতের সমস্ত বা ভিন্নভাগ কোর্কা বিলি করা আছে । এক্ষণে তলে বিপরীত প্রমাণ না পাইলে প্রজ্ঞাকে তালুকদার বলিয়া গণ্য করিয়া লইতে হইবে (৫ ধারা ৫ প্রকরণ) । প্রথমোক্ত ন্যাক্তি নাম রূপান্তরিত তালুকদার হইবে । খাজানার দায়িত্ব তিন তালুকদার পদের সমস্ত আনুষঙ্গিক স্বত্ব ভাণ্ডারে বর্জিতবে । শেষোক্ত জেণীর প্রজ্ঞা তালুকদারদিগের সমস্ত স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্ত হইবে । প্রথম জেণী সম্বন্ধে কোন্ বিচারে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব ও ক্রোকের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল, এবং দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত ইচ্ছা করিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভূমি কোর্কা বিলি করিয়াছেন বলিয়া প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস করা হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না । ১০০ বিঘার অতিরিক্ত পরিমাণ যোতের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে তালুকদার রূপে পরিণত করা আমার মতে আরো অন্যায্য হইয়াছে । তালুকদারের পদবীর কতকগুলি বিশেষ অধিকার আছে, উহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজ্ঞার নাই । ঐ সকল অধিকারের জন্য সাধারণতঃ জমীদারকে বিলক্ষণ দুপয়সা দেওয়া হয় । প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তালুক চুক্তির শর্ত অনুসারে উত্তরাধিকারযোগ্য ও তন্তাপুরযোগ্য চিরস্থায়ী যোত, এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহার খাজানার হার স্থলভ হইবে, ও উহা অগ্রে ক্রয় স্বত্ব ও ক্রোকের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে । বাবস্কাপক সভার হুকুম অনুসারে ১০০ বিঘার যোতদারকে তালুকদাররূপে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন ও বর্তমান ভূমি-সংক্রান্ত আইনের অনুযায়ী বলিয়া নিশ্চয়ই কেহ তর্ক করিতে পারেন না । এই বিষয়ে ভূস্বামী জেণীর স্বত্বের উপর সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে ।

তালুকদারদিগের খাজানার দায়িত্ব সম্বন্ধে, ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৮ ধারায় যে হারে নীলামখরিদার আদায় করিবে, তৎসম্বন্ধে এই নিয়ম আছে । “ যক্ষঃসলী কোন তালুকদারের ভূমির খাজানার হার তাহারই মত অন্য ভূমির খাজানার হারেতে ধরা গেলে সে তালুকদারের জমীর বন্দোবস্ত এই হিসাবে হইবেক এতাবতী ভূমির উৎপন্নের মুখে শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া তালুকদারের নানকর ও তালুক বুঝিয়া তহসীলের খরচা মত উচিত হয় তাহা মিনাহ হইয়া যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ যক্ষঃসলী তালুকদারের জমা ঠাহরিনেক ” । ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এই ধারা রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে তালুকদার ও পেটাও তালুকদারদিগের খাজানার দায়িত্ব সীমা ও কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ নাই । কিন্তু আদালতের মীমাংসা অনুসারে নিকট-বর্ত্তি তৎসদৃশ তালুকদার অধিকারীকৃত প্রদেশ চলিত হারের সীমা পর্য্যন্ত অথবা যে স্থলে চলিত হার সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায় না সেস্থলে আদায়ের খরচা বাদ দিয়া মোট আদায়ের শতকরা দশ টাকা অতিক্রম করিয়া না যায় এক্ষণে সীমা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে (ফীল্ড সাহেবের ডাফ্‌জেন্ট দেখ) । আদালতের এই মীমাংসা এই পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্তনও অনেক করা হইয়াছে, যথা, “ চলিত হারের ” পরিবর্ত্তে “ দেশাচারগুণত হার ” লেখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত হার নির্ণয় করা প্রথমোক্তটি নির্ণয় করা অপেক্ষা অধিক কঠিন । আদালতের মীমাংসায় তালুকদারের লাভ আদায়ের শতকরা দশ টাকার অতিরিক্ত না হয়; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে তাঁহার লাভ শতকরা ১০২ টাকার ন্যূন হইবে না । ঐ শতকরা দশ টাকা আবার আদায়ের নহে । আদায় বলিতে গেলে আমার মতে প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়ের টাকা বুঝা । সে আদায়ের শতকরা দশ টাকা তালুকদারের লাভ নহে, মোট জমা হইতে কেবল খরচা নহে আবার তাহার উপর আদায়ের ঝুঁকিও বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার শতকরা দশ টাকা অপেক্ষা তালুকদারের লাভ ন্যূন হইবে না । এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কোন দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে যে আদায়ের ঝুঁকির জন্য বাদ পড়ে একথা আমিও আমার কর্নগেটর হয় নাই । পবলিক ওয়র্ক সেস ও রোড সেসের হিসাবে প্রজ্ঞাদের মিকট হইতে অনান্যসী টাকার জন্য জমীদার শতকরা কিছুমাত্র বাদ পান না । অথচ সে টাকা দেওয়ার দায়ী তাঁহার নহেন । তাঁহার বিনা বেতনে গবর্নমেন্টের জন্য টাকা আদায় করেন মাত্র । এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে বর্ত্তমান আইনমতে তালুকদারের যে অবস্থা আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে উহাদের অবস্থা এই পাণ্ডুলিপিতে কত ভাল করিয়া দেওয়া হইল । কিন্তু এখনও সব হয় নাই । বর্ত্তমান আইন অনুসারে তালুকদারের খাজানা যুক্তিসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে উহাদের খাজানা পূর্ববর্ত্তী খাজানা অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বর্জিত করা যাইতে পারিবে না । বর্ত্তমান আইন অনুসারে যাহা বৃদ্ধি হইবে তাহা একেবারেই দিতে হইবে ; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুসারে আদালত আদেশ দিতে পারেন যে কম্পে অল্পে বৃদ্ধি হইবে এবং সমস্ত বৃদ্ধি পাঁচ বৎসরে দিতে হইবে । বর্ত্তমান আইন অনুসারে খাজানা বৃদ্ধির কালের সীমা নির্দিষ্ট নাই, কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে দশ বৎসর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে । শেষোক্ত তিনটি বিধান উল্লেখের কারণ এই যে, উহাদারা দৃষ্ট হইবে যে, যে জমীদার ভূমির স্বামী এবং দাকন সূর্যাস্ত আইনমতে গবর্নমেন্টের রাজস্বের জন্য দায়ী, তাঁহার বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই ; কিন্তু যে তালুকদারকে লোকে কোন কাজের মর বলিয়া জানে তাহার প্রতি কত মমতা প্রদর্শন করা হইয়াছে । পেটাও বিলি হতাদর করার এ উপায় কখনই প্রশস্ত নহে ।

অবধারিত হারের রায়ত ।

১৮১৯ সালের ১০ আইনে সর্ব্ব প্রথমে এই মর্ম্মের একটি আইনমত অনুমান সন্নিবেশিত হয় যে, কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার বিংশত বৎসর পূর্বে অবধি যদি কোন প্রজ্ঞার খাজানা অপরিবর্ত্তিত থাকে, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি সেই হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করিতে

(৫) কোন জমী দুই বা তদধিক অংশীদার রায়তী গোত্বরূপে ভোগ করিলে, এই দারার কার্যপক্ষে ঐ জমী ঐরূপ প্রত্যেক অংশীদার রায়ত্বরূপে ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন গ্রামে বা মহালে যতকাল রায়ত্বরূপে জমী ভোগ করে, ততকাল ও তাহার পর এক বৎসর উক্ত গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত থাকিবে।

(৭) যদি কোন রায়ত ২৬ দারামতে পুনরায় ভূমির দখল পায়, তবে সে এক বৎসরের অধিক কাল বেদখল থাকিলেও বাসেন্দা রায়ত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

আমার মনেদমন এই যে, এই সমস্ত বিধান জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের সীমাংসার অতিরিক্ত। ২৫ ধারার (২) প্রকরণে যে রূপ বিহিত হইয়াছে কোন স্থলেই সেরূপ দখলের সময় বায় বৎসর ছট্লে কম্যান জীবন্ত স্টেট-সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় নহে; এবং কোন স্থলেই বিকল্প প্রমাণ না দিতে পারিলে প্রত্যেক রায়তকেই দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে তিনি এরূপ আইনসম্মত অনুমানের সপক্ষে মত প্রদান করেন নাই। দৃষ্ট হইবে যে জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের অভিপ্রায় এই যে “বাসেন্দা রায়ত” দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট রায়ত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু পূর্ব উক্ত বিধান সকলে “বাস” কে দখলীশ্বত্ব উৎপত্তির কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব, দুই বা তদধিক অংশীদারের দখলকে তাহাদের প্রত্যেকের দখলীশ্বত্ব উৎপত্তির প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি কোন স্থলেই বলেন নাই যে যদি বাসেন্দা রায়ত তাহার মোত চাঁড়িয়া দেয় ও খাজানা না দেয় তথাপি তাহাকে তৎপরবর্তী এক বৎসরের জন্য বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, বরঞ্চ তিনি খাজানা দেওয়াই উক্ত স্বত্বের অপরিহার্য কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শেষতঃ জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কোন স্থলেই এরূপ কথা বলেন নাই যে যদি কোন রায়ত একবার ভূমি পরিভাগ করে এবং পরে কতিপয় দিন আবার সেই ভূমির অধিকার পুনঃ গ্রহণ করে, তাহা হইলে যদিও সে এক বৎসরের অধিক কাল অধিকারচ্যুত ছিল তথাপি সে বাসেন্দা রায়ত বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, এই সমস্ত প্রস্তাব জীবন্ত স্টেট সেক্রেটারী সাহেবের সীমাংসার অতিরিক্ত এবং বাস্তবিক জমীদারের ভূস্বামীশ্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

দৃষ্ট হইবে যে রায়তরূপে ভূমিভোগকারী কোন ব্যক্তির সেই ভূমিতে যদি ভূস্বামী বা তালুকদাররূপে একযোগে কোন স্বার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার দখলীশ্বত্বের উৎপত্তির কোন বাধা হইবে না এবং ইজারাদার হইলেও পরে সে যে জমীর ইজারা লইয়াছে তাহাতে তাহার দখলীশ্বত্ব লোপ পাইবে না। কিন্তু ভূমাদিকারী যদি দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট মোত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে দখলীশ্বত্ব বিলুপ্ত হইবে (২৮ ধারা)। তালুকদারকে ও ইজারাদারকে যে স্বত্ব প্রদান করা হইল, কোন্ নিয়মে তাহা ভূমাদিকারীকে দেওয়া হইল না, তাহা আমি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তালুকদারও চিরস্থায়ী স্বত্ববান হইতে পারেন। কেবল মাত্র জমীদার জমীদার হইয়াছেন এই অপরাধে খরিদারের যে সাধারণ স্বত্ব থাকে তাহা পাইবেন না, ইহা আশ্চর্য্য ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া বোধ হয়।

এই বিষয়ে আমি সাঙ্কসপূর্বক রেবেনউ বোর্ডের প্রধান মেম্বর জীবন্ত এচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাজাপাস ডাম্পিয়ার সাহেবকে সকলেই রাজস্ববিষয়ে উচ্চদরের প্রাধানিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন এবং উক্ত সাহেব এরূপ সম্মানের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। তিনি বলেন “কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে দখলীশ্বত্বমান খাজ কতকগুলি স্বত্ব পৃথিবীর যে কেহ প্রয়ণী অনোপায়ে অর্জন করিতে ও ভোগ করিয়া আনিতে পারে, কেবল এক ব্যক্তি পারে না। দূরবর্তী কৃষিকর্মবর্জিত যে কোন মহাজন, যে মহালের ভূমি তাহার পাশ্ববর্তী মহালের জমীদার, যদি জমী তালুক তুলু হয় তাহা হইলে মহালের জমীদার বাসেন্দাই হইবে, কতপক্ষেই হউক, সেই মহালেই হউক অথবা অন্য যে কোন মহালেই হউক অন্য বাসেন্দা তালুকদার, এ জমী সর্বস্বত্ববর্তী যে পেটোও তালুকের অন্তর্ভুক্ত তত্পরিহিত যে কোন তালুকের অধিকারী এরূপ স্বত্ব অর্জন করিতে ও ভোগ করিতে পারিবেন। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি সর্বশেষে যাহার উপর উক্ত স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে তাহার নিকট ক্রয় করিলেও উহা ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি ভূমাদিকারী অর্থাৎ লক্ষণ অনুসারে “যে এক বা বহু ব্যক্তির আবাবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমিভোগ করে,” অথবা ১৪ দফার শেষের দিকে জীবন্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে বা “যে ভূস্বামীর চিরস্থায়ী তালুকদারের আবাবহিত অধীনে রায়ত ভূমিভোগ করে”। এই মন্তব্যের যথার্থতা এত বিশদ যে আমার আর ইহার টীকা টিপ্পনী করা আবশ্যিক বোধ হয় না।

দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট মোতের হস্তান্তর ও অগ্রক্রয় স্বত্ব।

দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট মোতের হস্তান্তরযোগ্যতা বিষয় এর তদ্বিষয়ে বিচার করা হইয়াছে। অতএব আমি ইহার বিকল্পে তর্কাবলীর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, কারণ সকলেই তাহা জানে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাতে জমীদার ও রায়ত উভয়েরই অনিষ্ট হইবে। জমীদারের একটি মূল্যবান স্বত্ব অনায়স্রূপে কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং তাহাদের মহালে শত্রুপক্ষীয় লোকের প্রবেশ দ্বার মুক্ত হইবে। রায়তের যে রূপ অবস্থা তাহাতে যে মোতের উপর তাহাদের আশঙ্কাদান নির্ভর করে তাহা অল্প দিনের মধ্যেই বিক্রয় করিয়া তাহারা মজুরের অবস্থায় উপনীত হইবে। চিরস্থায়ী বাসেন্দাদের আইনেই বল আর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেই বল দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট মোত কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট যখন প্রথমে দখলীশ্বত্ববিশিষ্ট মোত হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহা অনুমোদন করেন নাই। এই বিষয়ে মত

প্রদানার্থ ত্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোনিয়েশনকে আহ্বান করা হয় এবং উক্ত আসোনিয়েশন খাজানার ডিক্রী টাকা গোধ করণার্থ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় আইনসম্মত করার প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উপদেশ দেন জমীদার এই উপায় অবলম্বন করিলে যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত একবার বিক্রয় হইল তাহা হস্তান্তরযোগ্য তালুক হইল বলিয়া প্রকাশ থাকিবে। তৎকালীন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কার্যতঃ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সেক্রেটারী রেনল্ড্জ সাহেব ১৮৭৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছেন।

“ক্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কিঞ্চিৎপরিমাণে অনিচ্ছাপূর্বকই আপোষ বিক্রয় বা অন্য নিয়মক্রমে দখলীস্বত্ব সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য করিবার প্রস্তাব উঠাইয়া লইতেছেন। রেবিনিউ বোর্ডের পত্রের প্রতি দৃষ্টি মিলেপ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে বহুসংখ্যক লোকের মতঃ এই প্রস্তাবের অনুরূপ এবং ক্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কুন্ঠিতে পারিয়াছেন যে সময়ে সময়ে যেরূপ আশঙ্কা হয় হস্তান্তর দ্বারা সেরূপ মন্দ কল উৎপন্ন হইত না, এবং বাহাদুর ভূমিতে স্বত্বাধিকার উৎপন্ন হওয়া অভিযুক্ত নয় এরূপ লোকের হস্তেও ভূমি হস্তান্তরিত হইয়া আসিত না। তাঁহার বিশ্বাস এই যে এরূপ হস্তান্তর দ্বারা জমীদার ও রায়ত উভয়েরই বিশেষ উপকার হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জমীদার শ্রেণী সাধারণতঃ হস্তান্তর কবতা প্রদানের অত্যন্ত বিরোধী; এবং মস্তি সভাধিষ্ঠিত ক্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিধানের ব্যবস্থা করার উচিত্য বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই অন্য পাণ্ডুলিপিতে জমীদারের অনুরোধক্রমে আদালতের ডিক্রীজারী-মতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় সিদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে। ক্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের বিশ্বাস এই যে এবিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না।”

তাঁহার পর বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের মত পরিবর্তন হইয়াছে এবং জমীদারেরা ১৮৭৮ সালে যে স্বত্ব ছাড়িয়া দিতেছিলেন তাহা রূখা হইল। উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের হস্তান্তরযোগ্যতা অগ্রসরস্বত্ব বিষয়ক একটি নিয়মের অধীনে ব্যাপক ও একান্তসিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছুই নাই যাঁহাতে সর্বগুণী ভূমিাবসায়ী বা দাঁওঅস্থেণী লোকের জমীদারের ক্ষতি করিয়া ভূমি ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিতে পারে। জমীদারকে যে পূর্বক্রয়ের স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে আমার ভয় হয় যে কার্যকালে তাহা সারবস্ত না হইয়া ছাড়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ জমীদার যে জমীর ভূস্বামী ও যাহা আইন অনুসারে কখনই হস্তান্তরযোগ্য ছিল না তাহার অন্য তাঁহার মূল্য দিতে হইবে। তাহার পর অন্যান্য খরিদারের সঙ্গে ডাকাডাকি করিতে হইবে এবং যদি মূল্য সম্বন্ধে রায়তের সঙ্গে তাঁহার না বলিয়া উঠে তাহা হইলে তাঁহাকে খরচাস্ত করিয়া মালিকের জমা আদালতকে জানাইতে হইবে এবং আদালত বিচারে যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দেন তাঁহাকে সেই মূল্য দিতে হইবে। যদি কোন জমীদারের অনেকসংখ্যক রায়ত বিরোধী হয় ও তাহাদের যোত বিক্রয় করিবে বলিয়া তর দেখায়, তাহাহইলে জমীদারের যদি সমস্ত যোত কিনিবার মত তাঁহারের টাকা না থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত যোত দুইমাস লোকের প্রাপ্য হইবে। কোন ক্রমেই রহিত হইতে পারে না; অতএব রায়তদের অভিপ্রায় মন্দ হইলে দখলীস্বত্বের হস্তান্তরযোগ্যতা স্বীকার হওয়াতে তাহারা কার্যতঃ জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন করিয়া দিতে পারে। এস্থলে আর একটি বিষয় বিশেষরূপে দেখিতে হইবে। জমীদারকে খরচপত্র করিয়া আদালতের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া মূল্য সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু রায়ত সে মীমাংসার বাধা নহে, কারণ ৩২ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে যখন জমীদার রায়তকে মূল্য প্রচণ করিতে বলেন ‘রায়ত হয় এই ভূমি বিক্রয় করিতে নিরত হইবেম, নয় এই মূল্যে উক্ত ভূমিধিকারীর মিতট এই স্বত্ব বিক্রয় করিবেন।’ অতএব জমীদারকে সম্পূর্ণরূপে রায়তের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্বক্রয়ের স্বত্ব যদিও কার্যতঃ সম্পূর্ণরূপে অসার, সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে আবার কোশল করিয়া সমস্ত সম্পন্ন রায়তকে এই বিধানের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কারণ পাণ্ডুলিপি অনুসারে পূর্বক্রয়স্বত্বের নিয়ম তালুকদারের প্রতি বর্জিত নহে। ও যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যোতের অধিকারের অধিক কোর্কা বিলি করে অথবা ১০০ বিঘার অধিক পরিমাণ জমী যোত রাখিয়া তাহার কিয়দংশ কোর্কা বিলি করে, তাহারা তালুকদাররূপে পরিণত হইয়াছে।

খাজানা বৃদ্ধি।

তালুকদারদিগের খাজানা বৃদ্ধির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জমীদারের ক্ষতি করিয়া তাহা-দিগের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের যে সুখের অবস্থা হইয়াছে তাহা চিবুয়াই বন্দোবস্তের আইন অথবা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে কখনই হয় না। দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে এক্ষণে খাজানা বৃদ্ধি করা একপ্রকার ক্ষণিত হইয়া গিয়াছে, এবং এই সম্বন্ধে জমীদারদিগের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতে বাতিল হইয়াছে। বর্তমান আইন অনুসারে জমীদার ও রায়তের, আদালতের বাহিরে খাজানা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চুক্তি করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে সে স্বাধীনতা একেবারে লোপ করা হইয়াছে। ইহাতে বিধান আছে যে, যেখানে ইচ্ছামত বন্দোবস্ত হইবে সে স্থলে চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অর্থাৎ টাকায় দুই আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ সাত বৎসর সময়ের জন্য এবং টাকায় দুই আনার অধিক ও চারি আনার অধিক বৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ পনের বৎসর সময়ের জন্য বৃদ্ধি হইবে। আদালতের বাহিরে

হইবে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাস করার সময় এরূপ অনুমানের যতই প্রয়োজন হইয়া থাকুক না কেন, এখন যে সে প্রয়োজন নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রায়তদিগের বুদ্ধি স্বাধীন কর্মক্ষমতা রক্ষি হইয়াছে এবং দেশের অনেক অংশে ছাপান দাখিলা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন ১৮৫৯ সালে তাহাদিগকে খাজানা রক্ষির দায় হইতে রক্ষা করা যে পরিমাণে আবশ্যক বিবেচনা করা হইয়াছিল, এক্ষণে সে পরিমাণে আবশ্যক নাই। আর একদিকে দেখিতে গেলে এই বিধান দ্বারা জমিদারের সর্বস্বাধীনতা হইয়াছে। মান্যবর জীযুত রেনল্ড্‌স সাহেব খাজানা কমিশ্যনের পাতুলিপিসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এবিষয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি অনেক লোকের মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহার গকলেট বলিয়াছেন যে “ইহাদ্বারা জমিদারের উপর অসঙ্গত প্রমাণের ভার অর্পিত হইয়াছে” এবং “নীলাম খরিদারের পক্ষে ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, কারণ অনেক স্থলে সে পূর্ববর্তী জমিদারের জমিদারী কাগজপত্রের দখল পায় না।” জীযুত রেনল্ড্‌স সাহেব বলিয়াছেন যে পূর্ণিয়ার কালেক্টর বিশেষ দক্ষতা সহকারে এইমত সমর্থন করিয়াছেন, কারণ উক্ত কালেক্টরের বিশ্বাস এই যে “সমস্ত বন্দনেনে এমন মহাল অতি অল্পই আছে, এই অনুমান দ্বারা যাহার ভুস্বামী-স্বত্বের ক্ষতি করা হয় নাই।” এই অনুমান প্রথা একবারে রহিত না করিয়া জীযুত রেনল্ড্‌স সাহেব অনুরোধ করিয়াছিলেন যে আইনে এই অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইবার পূর্ব-বর্তী বিংশতি বৎসর সমান হারে খাজানা প্রদানের প্রমাণ দেওয়া হুলেই এই অনুমানের কার্যসীমাবদ্ধ হওয় উচিত। তিনি নীলাম খরিদারদের সপক্ষে আরও এই সুবিধা করিয়া দিও চাহিয়া ছিলেন যে এই অনুমান তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এইরূপ অনুরোধ করার সময় জীযুত রেনল্ড্‌স সাহেব বলিয়াছিলেন যে “ব্যবস্থাপক সভা কি নিয়ম অনুসারে কার্য করিবেন তাহা নির্ণয় করিবার সময় ১৮৫৯ সালে যে অনুমান প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল দাবীত: তাহার কি কল দাঁড়াইয়াছে প্রধানত: তদ্বিষয়েরই বিবেচনা করা উচিত”। এ অনুমান দ্বারা কি জমিদারের পক্ষ হইতে কোন অসঙ্গত দাবী সাধারণত: নিরস্ত করা হইয়াছে; না ন্যায়ানুসারে প্রকারে যেরূপ অবস্থায় থাকিবার স্বত্ব ছিল না তাহাকে সেই স্বত্ব প্রদান করা হইয়াছে? অনেকেরই বিশ্বাস যে এই প্রশ্নের কেবল একমাত্র উত্তর হইতে পারে। যে সকল স্থলে আদালতে এই অনুমানের কথা উত্থাপিত হইয়া সকল হইয়াছে, তাহার অধিকাংশস্থলেই যে প্রকার যোত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭৯৩ সালের পরে আরম্ভ হইয়াছে তাহাকে, যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তারিখ হইতে ভূমিভোগ করিয়া আনিতেছেন, কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য অতিশ্রুত অধিকার সকল প্রদান করা হইয়াছে। যদি যথার্থই এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, মেক্সেপে এই নিয়ম পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব এক্ষণে হইল, তাহা করা অবিচার বোধ হয় না।

জীযুত রেনল্ড্‌স সাহেব তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু তথাপি তাহার মত পূর্বেও যেমত ন্যায় ও বিচার সম্বন্ধে ছিল এখনও ডেমনিই আছে। এই মতের উপর নির্ভর করিয়া জীযুত রেনল্ড্‌স সাহেব পূর্বে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আমি উদযুগী আইন সংশোধনের কথা উত্থাপন করি। কিন্তু কামটীর অধিকাংশ সভ্য আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আরও পরিবর্তিত করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, উক্ত উপস্থিত পাতুলিপি পাস হওয়ার তারিখের পূর্বে হইতে এই বিংশতি বৎসর গণনা করিবার কথা হয়, কিন্তু অধিকাংশ সভ্য তাহাও গ্রাহ্য করিয়াছেন। পাতুলিপিতে নির্দিষ্ট হারে ভূমি ভোগের আনুসঙ্গিক নিম্নলিখিত শর্তসমূহের উল্লেখ আছে।

১১ ধারা।— অবধারিত খাজানায় বা অবধারিত খাজানার হারে যে রায়ত ভূমি ভোগ করে,

(ক) কোন ভালুকদারের যে যে বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হয়, তাহারও আপন যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে, এবং

(খ) তাহার সহিত তদীয় ভূমিধিকারীর যে চুক্তি থাকে, সেই চুক্তির শর্তমতে এই আইন সম্বন্ধে যে নিয়ম তত্ত্ব কথিলে তাহাকে উল্লেখ করা হইতে পারে, সে সেই নিয়ম তত্ত্ব কথিয়াছে, এই হেতু তিম অন্য কারণে তদীয় ভূমিধিকারী তাহাকে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

এই বিধানের সহিত পূর্বোক্ত বিংশতি বৎসর সম্বন্ধীয় অনুমান একত্র করিলে, আমার মনে সভ্য এই ধারণা হয় যে, ইহাদ্বারা অনুমানের কল পাঠিতে অধিকারী হউক আর নাই হউক প্রকারে আপনাদিগকে অবধারিত হারধারী রায়ত বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রলোভিত হইবে, এবং এইরূপ জমিদারকে তাহার যথার্থ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে। জমিদার সক্ষম হইলেও মোকদ্দমার খরচা ও জ্বালাতন না হইয়া আপন স্বত্বরক্ষা করিতে পারিবেন না।

অনুমানের এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করার ব্যবস্থাপক সভার অভিপ্রায় এই ছিল যে, ইহাদ্বারা যে সকল জমিদারের কিছুতেই সঙ্কোচ নাই তাহার যেন আপন ইচ্ছামতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমিভোগকারী রায়তদিগের খাজানা না বাড়িয়া লইতে পারে। কিন্তু আজও যদি এই বিধান বলবৎ রাখা যায়, তাহা হইলে এক যাপটে সমস্ত দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তকে মোকদ্দমাদার বা চিরস্থায়ী ভালুকদাররূপে পরিণত করিবে। ভাল ও মন্দ জমিদারের প্রতি এই বিধানের ফল আশ্চর্যরূপে পৃথক হইবে। যে স্থলে জমিদার মোকদ্দমা করিতে অনিচ্ছা, সহিষ্ণুতা অথবা দয়াপ্রযুক্ত বিগতবৎসর ধরিয়া খাজানা রক্ষি করেন নাই, তাহার যে রায়তেরা যতপূর্বক দাখিলা গুলি রক্ষা করিয়াছে তাহার অনায়াসেই আপনাদের দাবী প্রমাণ করিয়া দিবে। অপরদিকে যে জমিদার কখনও এরূপ আশা ও সদয়তাব প্রদর্শন করেন নাই এবং সময়েই খাজানা রক্ষি করিয়া প্রত্যেকে জ্বালাতন করিতে ও উত্কর্ষ করিতে সঙ্কুচিত হন না, তাহার নিশ্চয়ই বিশেষ সুবিধা হইবে। ফল এই হইবে যে ভাল জমিদারের ক্ষতি হইবে ও মন্দ জমিদারের লাভ হইবে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত।

সকলেই জানেন যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন হইতেই বর্তমান কালের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের উৎপত্তি। কিন্তু আমি এ বিষয়ের বানানুবাদ পুনরুজ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি না। দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম ২৫ বৎসরের উপর চলিয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে তাহা লইয়া নাড়া চাড়া করা নাগা বা বিচার মত নহে। এ বিষয়ে এক্ষণে যে আইন আছে তাহার এক মাত্র দোষ এই যে জমিদার ইচ্ছা করিলে রায়তকে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে উঠাইয়া দিয়া তাহার দখলীস্বত্ব উৎপাদনের বাধা করিতে পারেন। সকলেই স্বীকার করেন যে এরূপ প্রথা বাজালায় প্রচলিত নাই। কিন্তু জীযুত সেক্রেটারী সাহেব, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অপিকারের সপক্ষে আপন মত দৃঢ়তা সহকারে ব্যক্তি করিয়া নিম্নলিখিত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ বিধান হয় “কোন বাসেন্দা রায়ত যে ভূমি অধিকার করে অথবা যাহার জন্য খাজানা দেয় তাহাতে তাহার দখলীস্বত্ব অধিবে, যে নিজে অথবা যাহার পূর্ব পুরুষ কোন গ্রাম বা মহালে ১০ বৎসর কোন ভূমি অধিকার করিয়াছে সেই বাসেন্দা রায়ত হইবে”। আমি এই বিধান যে স্ববিচারসম্মত তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। একজন লোক যে দিন স্বত্ব ভূমি অধিকার করে, সে কোন মহালের কোন অংশে বা বৎসর পরিয়া ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে সেই কারণে বশতঃই সমস্ত মহাল মধ্যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত রায়ত হইয়া ভূমি ভোগে স্বত্ববান হইবে, এ বিষয় যে নির্দোষ এবং বিচারসম্মত এরূপ আমি কখনই বিবেচনা করিতে পারি না। যদি দেশের কোন অংশে জমিদার রায়তকে এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে সরাইয়া দিয়া দখলীস্বত্ব উৎপন্ন হওয়া রহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইন সম্মতরূপেই কার্য্য করিয়াছেন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কোন বাসেন্দার যদি তাহার আইনমতে যে সময় অতীত হইয়া গেলে তাহার দাবীতে তাহার ঘটনা হইবে তাহার পূর্বেই দেনাদারের নামে নালিশ করে, সে অন্যায় করিয়াছে মনে করাও যে রূপ যুক্তিবদ্ধক এরূপ জমিদার অন্যায় করিয়াছেন বলিয়াও ঠিক সেইরূপ। যদি এক খণ্ড ভূমি হইতে অন্য খণ্ডে প্রেরণ নিবারণ করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড বিধান দ্বারা এরূপ কাণ্ডের শাস্তি বিধান করিলে আমার মতে ভাল হইত। কিন্তু কমিটি স্থির করিলেন যে যখন মহাসিঁহিম্বর জীযুত সেক্রেটারী সাহেব এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন একথা পুনরুত্থাপন করিতে তাঁহার সমর্থন নহেন। কিন্তু এতাল আমি একথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে কমিটি জীযুত সেক্রেটারীর সীমানায় যত্ন করেন তাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বাসেন্দা রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধান ছিল।—

৪৫ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়া থাকে, তবে বিপরীত ভাবের চুক্তি থাকিলেও এবং এককাল মধ্যে ভিন্ন সময়ে সেট ব্যক্তি যে ভূমি এরূপে ভোগ করে তাহা ভিন্ন হইলেও ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের ও মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আবার

৪৭ ধারা।—কোন গ্রামের বা মহালের কোন বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পর উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন রায়তী জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, বিপরীত ভাবের চুক্তি সত্ত্বেও যৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হয় বা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বাজালা গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব অনুসারে কমিটি বাসেন্দা রায়ত সম্বন্ধীয় মত বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়াছেন এবং উহার সপক্ষে এক নূতন আইনসম্মত অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা:—

১৫ ধারা।—(১) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত উক্ত গ্রামে বা মহালে রায়তস্বরূপ যে সকল ভূমি ভোগ করে, সেই সকল ভূমিতে সে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।

(২) কোন গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখ অবদি এই আইন প্রচলিত হইবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত কোন ভূমি রায়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তৎকালে যে আইন বলবৎ থাকে সেই আইনমতে উক্ত ভূমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২১ ধারা।—(১) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ের পূর্বে বা পরে যদি কোন ব্যক্তি ক্রমাগত বার বৎসর কাল কোন গ্রামের বা মহালের অন্তর্গত জমী রায়তরূপে পাত্রাক্রমে বা প্রকারান্তরে ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাল অতীত হইলে পর ঐ গ্রামের বা মহালের বাসেন্দা রায়ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ইচ্ছা প্রমাণিত বা স্বীকৃত হয় যে কোন ব্যক্তি রায়তস্বরূপ ভূমি ভোগ করে, তবে যাবৎ বিপরীত কথা প্রমাণ বা স্বীকার করা না হয়, তবে এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তির ও সে যে ভূমিধিকারীর অধীনে ভূমি ভোগ করে সেই ভূমিধিকারীর মধ্যে এই অনুমান হইবে যে, সে ঐ ভূমি বা উহার কোন অংশ রায়তস্বরূপ বার বৎসরকাল ভোগ করিয়াছে।

(৩) কোন ব্যক্তি যে বিশেষ ভূমি ভোগ করে তাহা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন হইলেও, এই ধারার কার্য্যপক্ষে ঐ ব্যক্তি ক্রমাগত কোন গ্রামে বা মহালে ভূমি ভোগ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তি রায়তস্বরূপ যে জমী ভোগ করিয়া থাকে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেই জমী রায়তস্বরূপ ভোগ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

খাজানা নির্ণয় বিষয়ে এইরূপে অনীশ্বরের উপর বিষম অকসমতা আরোপ করা হইল। যে স্থলে মৌকদ্দমা দ্বারা খাজানা রুদ্ধি করিবার চেষ্টা হয়, সে স্থলে যে সকল কারণে খাজানা রুদ্ধির জন্য দরখাস্ত হইতে পারে তাহা এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাওতেরা নিকট সেই প্রকারের ও তরুণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ভূমির নিমিত্ত যে প্রচলিত হারে খাজানা দিয়া থাকে উক্ত হারত উদগেলী কম হারে খাজানা দেয়।

(খ) সেই স্থানে বা চলিত বাজারে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের গড়মূল্য রুদ্ধি হইয়াছে।

(গ) ভূমালিকারী দ্বারা বা তাঁহার খরচে যে উৎকর্ষসাধন হয় তাহাতে রাওতের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) রাওতের ভোগকৃত ভূমির উৎপাদিকাশক্তি দ্বারা দ্বিগুণিত হইয়াছে।

আদি বেশ বলিতে পারি যে, সংশোধিত কারণাবলীতে খাজানা রুদ্ধি সমস্যাপূরণের বিশেষ সাহায্য হইবে না। প্রথম কারণ “প্রচলিত হার” পরিহার দ্বারা যায় না এবং এখন এ বিষয়ে যে সকল মতদেহ ও গোলযোগ আছে তাহার কিছুই দূর হয় নাই। এটি বিষয় বিশদ করার জন্যে চেষ্টা করা হয় কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট তাহার বিরোধী হন। আমার ভর্য এই যে দ্বিতীয় কারণ অস্বীকার করা অসম্ভব। কারণ গবর্ণমেন্ট কর্মকারকেরা যে মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার উপর কিছু মাত্র বিবাস করা যায় না, ইহা জানিয়াশুনিয়াও গড় মূল্য নিরূপণার্থ বিবাসযোগ্য এমন পাওয়া যে নিত্যমু মুকুটিন, বিশেষ “সেই স্থানে বা চলিত বাজারে”, কনিষ্ঠ তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। চলিত বাজার কে নির্ণয় করিয়া দিবে? পরে যে সকল শর্ত উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তৃতীয় কারণ কাহাতে অক্ষিপ্ত হইয়া অতিশয় হইবে। চতুর্থ কারণ অমুসারে যদি সুন্দররূপেও কার্য হয়, তথাপি উহা কদাচ তখন প্রয়োগে আসিবে।

যে সকল নিয়মে রাজস্ব কাছাকাছ কর্তৃক খাজানা রুদ্ধি সম্বন্ধে তদারক হইবার বিধান আছে, তাহাতে কাহাতে সমস্ত বাণিজ্যই রাজস্ব কাছাকাছের বিবেচনায় সঞ্চার হইবে। উদাহরণ, প্রচলিত হার নির্ণয়না রাজস্বকাছাকাছের উপর তৎকালে তদারকের উপদেশ আছে; কিন্তু এক মুহুরী প্রচলিত হার নির্ণয় করিবেন তাহার কিছুই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন কাছাকাছ ভিন্ন ভিন্ন ব্রীতিতে কার্য করিবেন। মূল্য রুদ্ধিহেতুক খাজানা রুদ্ধি করিবার এটি বিধান আছে।—

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আক্সক্রসে নিম্নমিত্ত সংস্কারে যে মূল্যের তালিকা প্রকাশ করা যায় আদালত উৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, এবং মৌকদ্দমা উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের গড় মূল্য অন্য যে পাঁচ বৎসর ভুলনার নিমিত্ত লওয়া নায্য ও কাছাকাছ বোঝ হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(খ) আদালত এক্ষণে খাজানা রুদ্ধি করিবেন না যে বর্জিত খাজানা সাবেক খাজানা অপেক্ষা টাকার চারি-আনার অধিক হয়।

(গ) ভুলনার নিমিত্ত পূর্বের যে পাঁচ বৎসর লওয়া হয়, সেই পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের সহিত শেষ পাঁচ বৎসরের গড় মূল্যের যে অনুপাত থাকে, পূর্বোক্ত নিয়মাবলীতে ও ৪৮ বারার নিয়মাবলীতে সাবেক খাজানার সহিত বর্জিত খাজানার সেই অনুপাত থাকিবে।

এই সকল বিধান অমুসারে কার্যকর বিষয়ে মূল্যের তালিকার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইবে, কিন্তু আদি পূর্বোক্ত বলিয়াছি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কমিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকার উপর কিছুমাত্র বিবাস করিতে পারা যায় না। গোলাসে উক্তবিবরণ সংগ্রহ করে এবং গোলাসে যে আবহাওয়া বড় সড়ক হইবে তাহার আশা করা যায় না। আর সর্বদাই থেকেও খুজা বিক্রয়ের দর মিশ্রিত থাকার উহা হইতে ন্যায়রূপ গড় হিসাব করা যায় না সে কথা না ধরিলেও কোন দাখিলবিশিষ্ট মেম্বরের তাহার পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয় না। যদি বিশেষ বড়পূর্বক তালিকা প্রস্তুত করা না হয়, (একথা শুদ্ধ ভবিষ্যৎ তালিকার প্রতিই বর্ত্তিবে)—এই সকল তালিকা বিচারালয়ে প্রকৃষ্ট ও সিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ হইতে পারে না এবং হওয়াও উচিত নহে। আমার এই প্রশ্ন আসিতেছে—পূরণ মূল্যের তালিকা কিরূপে প্রস্তুত হইবে?

আদি দেখিতে হইবে যে সমস্ত শস্যের মূল্য বাজার চাউলের এ ২ বেহারে ভূট্টা, যব ও গমের মূল্য পরি-
ণত করিতে হইবে। প্রধান খাদ্য শস্যের ন্যায়োন্মেষ করার ভার স্থানীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পিত হইল। উক্ত গবর্ণমেন্ট বিবেচনামত সময়ে ত্বরিত শস্যের মূল্য উল্লেখ করিতে পারেন। তামাক, ইক্ষু, তুঁত, আলু, পাট প্রভৃতি মূল্যবান উৎপন্ন প্রবোয় বিষয়ে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের টাইমল কমিউশন আকুট যে মূল সূত্রে অধিত এ নিয়মও সেই সূত্রানুযায়ী। কিন্তু আদি সাহস করিয়া নিবেদন করিতে পারি যে বিলাতের টাইমের সহিত বাজারের খাজানার কোন মৌসাদৃশ্য নাই; কারণ প্রথমোক্ত কস-
লের নিষ্কৃতি অর্থাৎ মূল্য অংশ, আর শেষোক্ত উৎপন্নের অংশ মূলক হইলেও এক্ষণে পুরাতন বিরোধ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজী টাইমের কখন রুদ্ধি হয় না; কিন্তু আইনেই বাজারের টাকার দের

খাজানা রুজিগোণ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে মূল সূত্র টাইমকে যুগ্মায় পরিণত করার সময় সুবিচার সম্বন্ধে বলিয়া গৃহীত হয়, টাকার দের খাজানা রুজি বিষয়ে সেই মূল সূত্র কি প্রকৃষ্ট ও সুবিচার সম্বন্ধে হইবে? আমি যতদূর বুঝিতে পারি, বর্তমান আইনমতে এই সূত্র ধরিতা কার্য করা খেরপ কঠিন পরেও তাহা অপেক্ষা কোনমতেই সহজ হইবে না। ভূস্বামিকারী কর্তৃক উৎকর্ষসাধনহেতুক খাজানারুজিসম্বন্ধেও বিশেষ বিধি দ্বারা কার্যক্ষেত্র এক সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে যে আমার ভর হয় উহার সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে না। এই কারণবশতঃ রুজির আত্মা দিবার সময় আদালতের সে সকল অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবার পর ৪৬ ধারার বলে যে আদালত দেখিবেন ঐ ভূমি উচ্চতর হারে খাজানা দিতে সক্ষম হইবে কি না? যখন সকল বিষয়ই অসিদ্ধিত, তখন কোন্ রুজিমান্ জমীদার উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্রসর হইবে? টাকা দিয়া তাহাতে লাভ হইবে কি না ঠিক বুঝিতে না পারিলে কেহই টাকা বাহির করিবে না। এই সম্বন্ধে আরও দুইটি কথা আছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পত্র লেখালেখি দ্বারা পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে কোন ক্ষেত্রে বর্তমান খাজানা হিচনের অধিক রুজি হইতে পারিবে না এবং একবার রুজি হইলে তাহা দশ বৎসর বলবৎ থাকিবে। প্রথমকার পাণ্ডুলিপিতে এই সকল নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্তমান গবর্নমেন্টের পরামর্শমতে উভয় নিয়মটি পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে যেখানে প্রচলিত হার অপেক্ষা স্তম্ভ্য বশতঃ রুজির চেফা হয় সেখানে খাজানা টাকার স্ট্যান্ডার্ডের অধিক লাভ করা পঞ্চাশ টাকার অধিক রুজি হইবে না, এবং যে স্থলে মূল রুজি বশতঃ খাজানা রুজির চেফা হয় সে স্থলে বর্জিত খাজানা পূর্বতন খাজানা হইতে টাকার চারিআনা অধিক লাভ করা পঁচিশ টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে না, আর খাজানা রুজি হইলে তাহা পনের বৎসর চলিবে। এতদ্বারা দৃষ্ট হইবে, যে গবর্নমেন্টের নীতিমালা এখনই চূড়ান্ত হয় না। জমিদারেরা যতটুকু অধিক ছাড়িয়া দিতেছেন ততই তাঁহাদের নিকট অধিক দাবী করা হইতেছে।

সহজেই বুঝা যায় যে, যে স্থলে প্রচলিত হার অপেক্ষা বর্তমান খাজানার স্তম্ভ্য বশতঃ রুজি করিবার চেফা হয় সে স্থলে উক্ত খাজানা প্রচলিত হারের সীমা পঞ্চাশ বর্জিত হওয়াই উচিত। কেন যে এক্ষণে স্থলেও শত-করা পঞ্চাশ টাকা উর্দ্ধতন সীমা নির্দিষ্ট হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে না। আবার যে স্থলে মূল রুজি বশতঃ খাজানা রুজির জমা চেফা করা হয় এবং অনুপাত ধরিতা রুজি দিতে হইবে, সেস্থলে শতকরা পঁচিশ টাকা উর্দ্ধতন সীমা নির্দেশ করা সুবিচারসম্বন্ধে নহে।

শস্যে দেয় খাজানা টাকার পরিবর্তন।

পাণ্ডুলিপির এই অংশ বাজালা অপেক্ষা বেগারেরই অধিক খাটে; এবং আমার বান্যবর সহযোগী মহিমাম্বিত ছাত্রদের দ্বারাও নিশ্চয়ই এই বিষয়ের সমালোচনা করিবেন, অতএব আমার এবিষয়ে অধিক না বলিলেও চলে। যাহাই হউক আমার কথা এই, যে মূল সূত্র ধরিতা পরিবর্তনকার্য সম্পাদনের উপদেশ হইয়াছে তদ্বারা বর্তমান খাজানা কম হইবারই সম্ভাবনা। ঐ দুইটি সূত্র এই—

(ক) দখলী সূত্র বিশিষ্ট রায়েত্তরা নিকটেই সেই প্রকারের ও তদ্রূপ সুবিধা বিশিষ্ট ভূমির সমিতি গড়ে যে সুত্ররূপ খাজানা দিয়া থাকে,

(খ) পূর্ব দশ বৎসরে ভূস্বামিকারী প্রকৃত প্রস্তাবে যে খাজানা পাটরা থাকেন তাহার গড় মূল্য।

এখানে আমার বলা উচিত যে যখন পাণ্ডুলিপি উৎখাপিত হইয়াছিল, তখন বর্তমান খাজানা কমান হইবে না, এইরূপ স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল।

দখলীস্বত্বশূন্য রায়েত্ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন ১৮৫৯ সালের ১০ আর্টিকল এ উভয় মতেই দখলীস্বত্বশূন্য রায়েত্তের সঠিক কারবারে জমিদারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছিল। দখলীস্বত্বহীন প্রজা ইচ্ছাধীন প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ভূস্বামিকারী ও দখলীস্বত্বহীন প্রজার সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে। যদি দখলীস্বত্বহীন প্রজা কোনমতে একখণ্ড ভূমির উপর এক মুঠা বীজ ছড়াইবার যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার দখলীস্বত্বলাভ বন্ধ করিতে পারিবে না এবং পূর্বে যে রূপ বলিয়াছি তাহা অপেক্ষা রায়েত্ত সম্বন্ধে যে আইনসম্মত অনুমান আছে সে তাহার সম্পূর্ণ বল লাভ করিবে। সে যখন প্রথম আদিবে তখন জমিদারের সহিত তাহার যে রূপ খাজানা দিবার কথা থাকিবে সে তাহাই দিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু রেজিস্ট্রী করা নিয়মপত্র ব্যতীত খাজানা রুজি হইতে পারিবে না। বরং যখন জমিদার রায়েত্তকে এক্ষণে নিয়মপত্র দিতে যাইবেন সে উহা অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে জমিদারকে প্রজা দূর করিবার অন্য বৌদ্ধিদমা কল্প করিতে বাধ্য হইতে চইবে। আদালত তখন ঐ বোভের কি খাজানা প্রকৃষ্ট ও সুবিচারসম্বন্ধে তাহা স্থির করিয়া দিবেন এবং আদালতের হুকুমত জমিদার প্রজাকে পঁচবৎসরের জন্য পাটী দিতে বাধ্য হইবেন; এবং যদি এই পাটীর নিয়ম অতীত হইবার পূর্বেই রায়েত্তের দখলীস্বত্ব আছে তাহা হইলে সে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার সমস্ত স্বত্বও অধিকার পাইতে স্বত্বাধীন হইবে। এইরূপে দখলীস্বত্বহীন প্রজা নাম নাহেই পর্যাবসিত হইবে। এই প্রণীত রায়েত্তের সহিত আপনাত ইচ্ছাধীন কারবার করিবার জমিদারের এক্ষণে যে স্বত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লওয়া হইল। চুক্তিসম্বন্ধে স্বাধীনতা অবৈধ করা হইল। জমিদারকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে পঁচ বৎসরের জন্য পাটী দিতে বাধ্য করা হইল। এখানে আমার বলা উচিত যে বিচারধীন পাটী দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করণ হেতুকই প্রজার উদ্দেশ্যের কতিপয় সঙ্কীর্ণ

প্রথমটির বিধান সকল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিধানে এমনো অজ্ঞাত কতগুলি নূতন তাঁহাদের
মুখে অবগতি হইল। এপাতুলিগিতে সেগুলি থাকিলে নূতন বিধানের মূল হইত। কিন্তু তাহার পরিবর্তে
বিচারাদীন পাঁচ বৎসরের পাট্টা প্রবর্তিত করার অধীনতারের প্রতি বিশেষ অবচাের করা হইয়াছে। যে বিষয়ে
অধীনতারের চিরকাল সম্পূর্ণরূপে অধীনভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই বিষয়েই আদালত তাঁহাদের
হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দিলেন। আর যে রাষ্ট্রের সুবিধার জন্য বিচারাদীন পাট্টার হুকুম দেওয়া হইল,
সে অভ্যন্তরীণ দুর্বৃত্ত ও গোলযোগকারী হইতে পারে। সে মন পরামর্শ দিয়া চতুর্পাশ্বর্ষী প্রচার পালকে
কেপাইয়া দিতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষতিকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। ইহাও অনিবার্য্য অন্য
প্রকার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী খাজানা পাইতে পারিতেন এবং চমক
খাজানা আদায়ের ভাল আশিঙ্কিতা পাঠে পারিতেন। কিন্তু বিচারাদীন পাট্টার তাঁহার সুবিধা বা অধীন-
তা রহিল না। দখলীস্বত্বহীন রাষ্ট্র সম্বন্ধীর বিধান সকলে অধীনতারের ভূমাদী অস্ত্রের প্রতি আরো এক
বিষয়ে আক্রমণ করা হইয়াছে একথা আমি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে প্রণীর রাষ্ট্রের সুবিধার
জন্য একরূপ আক্রমণ হইতেছে জমির উপর তাহার কিছু নাহি মারা নাট সুতরাং অধীনতারের অসুগ্রহ পাইতে
তাঁহাদের কিছু নাহি ধর্ম্মত: নাবী নাই।

କୋକି ଦିନି ଓ କୋକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ।

[illegible]

ਭੈਰਵ ਨਾਮ ।

উৎকর্ষসাধন অধ্যায়ে ভূমাবিকারী ও প্রজা এ উভয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে যে, পরিবর্তন প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাহা না বর্তমান আইনের অনুযায়ী না দেশাচারের অনুযায়ী। বর্তমান সময়ে ভূমাবিকারীরাই আর কৃষির উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষসাধন করিতে গেলে তাহার ভূমাবিকারীর সম্মতি ও অনুমোদন লইয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই অধ্যায়ে বলিতেছে যে (১) যে রাষ্ট্র অবশ্যগত খাদ্যাদির ভরসিদ্ধি

করে সে আপন বোত সম্বন্ধে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে চাহিলে ভূমিকারী তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না। (২) যে স্থলে রায়তের দখলীস্বত্ব আছে সে স্থলে সেই ভূমিকারীর অধীনে অন্য এক বা তদধিক বোত সম্বন্ধে কোন কতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে উক্ত রায়তের উৎকর্ষসাধন করিতে অগ্র স্বত্ব থাকিবে। (৩) যে স্থলে দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত আপন যোঁতে কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করে সে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া দিবার জন্য ভূমিকারীর উপর এক নোটিস দিবে। যদি ভূমিকারী তাহার অমুয়োজিত রক্ষা করিতে না পারেন অথবা অমনোযোগ করেন তাহা হইলে রায়ত নিজেই উৎকর্ষসাধন করিয়া লইবে। এই বিধান সমূহের মর্ম এই যে উহাতে ভূমিকারীর ভূমানী স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ভূমিতে উৎকর্ষসাধন করিবার স্বত্ব কামার এবিষয়ের যৌথসামান্য কালেক্টরের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি রায়তকে ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া রাজনীতিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রথম কক্ষে ভূমিকারীকেই উক্ত উৎকর্ষসাধনের ভার দেওয়া উচিত। অর্থ নীতি-মতে দেখিতে গেলে ভূমিকারীর আনক গুলখন থাকায় তিনিই উৎকর্ষসাধনে অধিকতর মনোযোগ করিয়া কিছুমাত্র সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল না। তিনি উৎকর্ষসাধনের জন্য যে টাকা খরচ করিবেন, খাজানা রক্ষা করিয়া তাহার খাজানা তুলিয়া লইবেন ও আশ্রয়িত তাহাকে দেওয়া হয় নাই, কারণ খাজানারূপে দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে, এবং আদালত যদি দেখেন যে কে ভূমি খাজানা রক্ষা দিতে সমর্থ তেনেই রক্ষার আদেশ করিবেন। আমার আশঙ্কা হয় এই সকল নিয়মের অপরিহার্য ফল এই হইবে যে উৎকর্ষসাধন করা একেবারে বন্ধ হইয়া পড়িবে। রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার সামর্থ্য নাই তাহাদের নিকটে উৎকর্ষসাধনের আশা করা, এ রায়তের সামর্থ্য আছে তাহাদের প্রতিবন্ধক দেওয়া যে কিরূপ পাকা রাজনীতি তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে কৃষিদায়ক পরীক্ষা, আদর্শক্ষেত্র প্রভৃতির জন্য ভূমি গ্রহণ বিষয়ে ভূমিকারীর সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই। আমাকে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের সংশোধন চেষ্টা দেখিতে হইল।

অবিত্ত সম্পত্তির উদ্ধারপ্রণালী।

পাণ্ডুলিপিতে জিলার অজ্ঞকে সমতা দেওয়া হইয়াছে যে কালেক্টর অথবা সার্খবান যে কোন ব্যক্তি, ভূমিতে ভাণ্ডার স্বত্ব না থাকিলেও, আবেদন করিলে যদি তাহার বোধ হয় যে (ক) সাধারণের অসুবিধা বা (খ) ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বের ক্ষতি হইতেছে বা হইবার সম্ভাবনা, কোন মহাল বা ভাণ্ডারের সহাধিকারীগণকে তাহার উদ্ধারপ্রণালীর স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। আমি শেষ বিষয়ের কথাই গ্রহণে বলি। সহাধিকারীগণের মধ্যে বিবাদ থাকিলে অথবা সাধারণ কার্য্যশাক না থাকিলে রায়তদিগের কষ্ট ও বিরক্তি হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু কান্ডী খাজানা আদালতের বিধান করিয়া এ অসুবিধার প্রতিনিধান করিয়াছেন। ৭৩ ধারার (গ) প্রকরণে বলে যে যে স্থলে অনেক গুলি অংশীদারকে একযোগে খাজানা দিতে হয় এবং তাহা-দিগের পক্ষ হইতে খাজানা গ্রহণের সমতা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নিযুক্ত না থাকায় প্রজা টাকার জন্য উক্ত সহাধিকারীগণের একযোগে সমীচ পদ্ধতিতে না পারে সে স্থলে উক্ত প্রজা খাজানা আদালত করিয়া দিতে পারিবে। আরও যদি সহাধিকারীরা একযোগে অথবা সাধারণ কা. থাকিলে স্বত্বাধিকারী দরখাস্ত বা মোকদ্দমা করিয়া করে তাহা হইলে সহাধিকারীরা ক্রোকের দরখাস্ত অথবা বন্ধিত খাজানার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারিবেন। এদ্বারা দৃষ্ট হইতেছে এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা অবিত্ত মহালের রায়তদিগের সমস্ত মুক্তিযুক্ত কষ্টের কারণ সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। অবিত্ত তাহা কোন মহালের উদ্ধারপ্রণালী হইলে সাধারণের যে কি কতি হইতে পারে তাহা আমি পরিকাররূপে বুঝিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তরূপে বলিতেছি, যদি সহাধিকারীরা রাজস্ব দিতে ক্রটি করে, তাহাদের মহাল নীলাম হইতে পারিবে। যদি তাহারা আইন অতিক্রম করে অথবা সরকারী আদেশমত কার্য্য করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে তাহাদের দায়িত্বের কথা বঙ্গদেশের রেজিষ্টারী বিষয়ক আইনের কার্য্য দৃষ্ট অসুস্থ্য করা বাইতে পারে এবং তাহাদের শাস্তিও হইতে পারে। এজন্য কালেক্টর অথবা জল সাধারণের অসুবিধা হইতেছে মনে করিলেই সহাধিকারীরা আপন সম্পত্তির উদ্ধারপ্রণালী হইতে কেনই বঞ্চিত হইবেন, পরিকার বুঝা যায় না। আমার নিবেদন এই যে যে সকল কারণের কখনই অস্তিত্ব নাই, তাহারই তান করিয়া ভূমানী ও দানীগণের সম্পত্তির উদ্ধারপ্রণালীর ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া, উহাদিগের পরিজন ও উৎকর্ষসাধনের উত্তেজক কারণ অপনোদন করা প্রকৃতি রাজনীতির একান্ত বিরোধী।

স্বত্ব লিপি, খাজানার বন্দোবস্ত, হারের তালিকা, ও ভূমানীর নিজ জমী লিপিবদ্ধ করণ।

হার ও বারের যে সকল ভাগে নির্দিষ্ট সংখ্যক বৎসরান্তে ভূমির বন্দোবস্ত হয় তাহার অধুনা যে তাহা ভূমির ব্যবস্থা হইয়া থাকে, উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কীয় অধ্যায়গুলিও সেই ভাবে লিপিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ভাবে ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও স্বার্থ প্রায়ঃ উভয়রূপে নির্দিষ্ট আছে, এবং এই অধ্যায় সকলের বিষয় সম্বন্ধে যে যে স্থানে প্রজা ও ভূমিকারীতে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সম্পর্কবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিজ নিজ স্বার্থের উপর আইনের কার্য্য নির্ভর করিতে দেওয়াই সংজ্ঞানায়ন। কিন্তু এই সকল অধ্যায়ের মর্ম এই যে, একদিকে ভূমিকারী ও প্রজা উভয়কেই তাহাদের ভাণ্ডার বিকিত উপায় অবলম্বন করিতে সার্বজনীন দেওয়া হইয়াছে, অপরদিকে স্থানীয় গণপন্থকে নিজের ইচ্ছামত সেই উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এবং সকল অধ্যায়ে যে সকল বিধান আছে তাহাদের কার্য্য চলিতে আরম্ভ হইলে, আমার ভরসা হয় যে বেশ মোকদ্দমা সাগরে ডুবিয়া যাইবে, ভূমিকারী ও প্রজার কুপ্রভৃতি সমূহ উত্তেজিত হইবে, বিবাদ সাধ্য ও জাল করণের দ্বারা একাধিকরূপে উদ্ঘাটিত হইবে, অধীনস্থ সামন্তারা অশেষরূপে অত্যন্ত অসুস্থ্য হইয়া যাইবে,

এবং কৃষিকার্যে কতি, ব্যয় ও নিগমের সাগরে পতিত হইবে। রাজস্ববিষয়ক অরীপে এই শিফাই প্রদান করিয়াছিল। যখন লোকে নিজেই এই সকল বিধান বলবৎ করার জন্য আবেদন করিবে, তখন ইহা দেখিয়া লওয়া তাহাদেরই কাজ, কিন্তু লোকের কোনরূপ আবেদন ব্যতিরেকে কেবল যে গবর্ণমেন্টে যাইয়া দেশের লোকের উপরি উক্ত অনিষ্ট সাধন করিবেন আমি তাহার যুক্তিযুক্ত ও সিদ্ধ কার দেখিতে পাটতেছি না। আপাদী দুই তিন পুরুষ মধ্যে উদ্দিষ্ট কার্য সাধা হইবে না এবং এই সমস্ত সময় ধরিয়া পূর্বোক্তিত কত বর্জিত হইতে থাকিবে। যে স্থলে রাজস্ব সংক্রান্ত বা সরাসরী বিতরণে নীলাম খরিদার নিজের অবগতির জন্য অসাবধানে কাগজ পাঠ না, অথবা লিপিশুদ্ধ যদি সেই স্থলের জন্য প্রস্তুত হয়; যেস্থলে রায়তেরা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজানা দিতে অস্বীকার করে এবং যে স্থলে রায়তদের কর্তৃক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা, যদি কেবল সেই সকল স্থলের জন্য খাজানার বন্দোবস্ত হয়; যেস্থলে অমীদারেরা নিজে আবেদন করে যদি কেবল সেই স্থলের জন্যই অমীদারের নিজ অমীর রেজিষ্টারী করা হয়; সেই সকল স্থলে পক্ষগণের দরখাস্তমত উহা নাথ্য ও যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেন্টের হস্তে অমীর বিবেচনার ভার দিয়া এই সকল অসম্মানের লক্ষ্য বিষয় বেরূপ বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহার সেরূপ কোন আবশ্যকতাই নাই এবং ইহা দ্বারা এত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে যে উহাতে কৃষক সম্প্রদায়ের শান্তি, সুখ, ও প্রকৃত স্বার্থের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে। হারের তালিকা সম্বন্ধে এই বল। যাতে পারে যে, এবিসরে যে অনুসন্ধান করা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে দেশের অধিকাংশ স্থলেই উহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, অর্থশাস্ত্রমত ও সামাজিক কারণ বশতঃ একই গ্রামের মধ্যে এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার হার প্রচলিত আছে, কোন কোন গ্রামে শত শত প্রকার হার আছে, যে নমুনার হার বা এক সমান হার বা পূর্বে যাহাকে পরগনা হার বলিত কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জন্যে তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। প্রজা ও ভূম্যধিকারী কাহারই একাধা দ্বারা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য হারের তালিকা প্রস্তুত করার ও ভূম্যধিকারী এবং প্রজার উপর দিয়া তাহার পরচ উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে ভূম্যধিকারী ও প্রজা কোনরূপ আবেদন না করিলেও অথবা লিপিশুদ্ধ ও খাজানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় বিধান সকল বলবৎ করিবার খরচ ভূম্যধিকারী ও প্রজার মাড়ে চাপান হইবে। যে কার্য প্রণালী অবলম্বন করিলে ভূমিবিগ্নিষ্ট প্রজার উপকার অপেক্ষা অপকার হইবার অধিক সম্ভাবনা, এইরূপে তাহার জন্য ভূমির উপর নূতন কর বসান হইবে।

খামার নামে অভিহিত ভূম্যধিকারীর নিজ অমী লিপিবদ্ধ করণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে উহার যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আটনে নির্দিষ্ট লক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং উহা দ্বারা সমস্ত পতিত ভূমি লক্ষণবহির্ভূত করা হইয়াছে। ১৩৮ ধারায় বলে,

১৩৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্মচারী নিম্নলিখিত অমী ভূম্যধিকারী নিজ অমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) যে অমী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কানাত বলিয়া ভূম্যধিকারী নিজে আপন সরঞ্জাম দ্বারা বা আপন চাকর দ্বারা বা বেতনভোগী মজুর দ্বারা এই আইন দ্বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ক্রমাগত বার বৎসর চাষ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, সেই অমী; এবং

(খ) যে আবাদী অমী আবাদীচাকরকে ভূম্যধিকারী খামার, জেরাত, সের, নিজ, নিজযোত বা কানাত অমী বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই অমী।

(২) অন্য কোন অমী ভূম্যধিকারী নিজ অমী বলিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত কিনা, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, উক্ত কর্মচারী দেশাচারের প্রতি এবং ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের ২ তারিখের পূর্বে ভূম্যধিকারী নিজ অমী বলিয়া বিশেষ করিয়া এই অমী জন্য দেওয়া হইয়াছিল কিনা, এই কথাটির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন কিন্তু যাবৎ বিপরীত দর্শন না যায়, তাবৎ উক্ত অমী ভূম্যধিকারী নিজ অমী নহে, এই রূপ অনুমান করিবেন।

(৩) অমী ভূম্যধিকারী নিজ অমী কিনা, এবিসরে দেওয়ানী আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজস্ব কর্মচারীদের কার্য পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ এই ধারায় যে বিধি নির্দিষ্ট হইল, উক্ত আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭২৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারায় খামার ভূমির নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।—

১৭২৩ সালের ৮ আইনের ৩৭ ধারা। জানিবেন যে সুবে বেহারের মধ্যের বালিকানা অমীর এবং সুবে বাঙ্গালা ও মোদনপুরের জমিদার ও তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারীদের নিজের নানকার ও খামার ও নিজ যোত ও গররহ ভূমি উপরের লিখিত [সাধারণ রাজস্ব হইতে লাখে রাজ ভূমির বহিকরণ] দাড়া সকলের বাহির আছে, ইত্যাদি।

আইনের তাহার সহিত পাণ্ডুলিপির ভাষা ভুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট হইবে পুরাতন আইনানুসারে অমীদারের খামার অমীতে ক্রমাগত বার বৎসর ধরিয়া চাষ করার শর্ত নির্দিষ্ট ছিল না। পতিত ভূমিসম্বন্ধে একথা সকলেই জানেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত খাজানা ধায়া করার অমীদারের যে অপরিহার্য ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই পূরণার্থ উহা অমীদারকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্রোক।

খাজানা আদারের সম্বন্ধে ক্রোকের আদেশের সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কার্যকর বলিয়া সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস। আমি জানি বেহারে ইহার সমগ্রতা অধিক পরিমাণে গৃহীত হয়। বর্তমান ক্রোক আইনের সার এই যে ইহা দ্বারা শীঘ্র ও অব্যর্থপ্রতীতি হয়, কিন্তু ভূম্যধিকারীর শিরে সমস্ত দায়িত্ব লিপিত থাকে; ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডুলিপি অনুসারে কোন আদালতের

কার্য করিতে হইবে, তাঁহার প্রতিপদে নানাপ্রকার নিষেধাজ্ঞা নিয়ম আছে, আদালতের হুকুম জারী হইবার সময় হইতে বাট হইতে শস্য অনাত্রনীত হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য প্রণালী এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে উহা বারি আর শীঘ্র প্রতীকার পাওয়া অসম্ভব। সহর প্রতীকারই ক্রোড় আইনের মর্ম্ম হওয়া উচিত। আবার ক্রোক করিতে গেলে ভূস্বামিকারীর এর বায় করিতে ও এত বিতর্ক হইতে হইবে যে তিনি অগত্যা এই উপায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। আমার এইরূপ বোধ হইতেছে যে এই পাণ্ডুলিপিতে যেহেতু ক্রোড় আইনের বিধান হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর হইয়া থাকিবে; এবং তাহাতে এক্ষণে শীঘ্র খাজানা আদায় করিবার বিষয়ে অসীমদারের যে একমাত্র সুবিধা আছে, তাহা তাঁহার নিকটে হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

আদালতের কার্যপ্রণালী।

গবর্ণমেন্টে যে খাজানা আদায়ের প্রণালীর সরলতাপাদন করিবেন বলিয়া পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমার বারং বলিবার প্রয়োজন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অবধি আজ পর্যন্ত এবিষয়ে আপনাদের কর্তব্য গবর্ণমেন্টে স্বীকার করিয়া আনিয়াছেন। আর উৎসাহিত পাণ্ডুলিপির প্রথম সূচনা হইতে খাজানা আদায় প্রণালীর সরলতাপাদন ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে বাদামুবাংদের সময় কমিটিও ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই সকল বাদামুবাংদের কল কার্যতঃ আমানিগকে নিরাশ করিয়াছে। আমি এবিষয়ে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

(১) পত্তনী কার্যপ্রণালী (২) গবর্ণমেন্টে ও রাঙ্গারুপালিও মহালে এক্ষণে যে কার্যপ্রণালী চলে তাল ও

(৩) বর্তমান কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন। আমি নিম্নে তৃতীয় উপায়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।—

বাকী খাজানার জন্য মোকদ্দমা কছু করিতে হইলে জমীদার বা খাজানাগ্রহীতা অংশীদারী বাকীর কাগজ, দাখিলার মুড়ি প্রভৃতি আবশ্যিক কাগজ দাখিল করিয়া এবং আবশ্যকমত প্রমাণ দিয়া আপীতঃ মোকদ্দমা খাড়া করিবেন।

তাঁহার পর আদালত সমন বাহির করিবেন। সমন জারী হইলে জারী হয় নাই বলিয়া সচরাচর যে আপত্তি হইয়া থাকে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটি বিধান ক্রমে পরামর্শ দিই—

“সাধারণতঃ সমন যে ব্যক্তির নামে হয় নিজ তাঁহাকে দিয়া অথবা রেজিষ্টারী চিঠি দ্বারা পাঠাইয়া জারী করা হইবে। যদি কোন কারণে বশতঃ মিল প্রতিবাদীর উপর সমন জারী হইতে না পারে, তাহা হইলে যে গ্রামে এই ভূমি অবস্থিত সেই গ্রামে উক্ত ব্যক্তির নবতই বাসস্থানে অথবা তাহার পাঁচ মাইলের মধ্যে উহা লটকাইয়া দিতে হইবে। এই ভূমির মালকাজারীতে, অথবা যে ভূমির অন্য বাকী খাজানা পাওনা, তথায় অথবা তহপরিহিত অন্য কোন সদর আয়গার অথবা গ্রামের চৌকি বা চৌপালে, অথবা যে গ্রামে এই ভূমি অবস্থিত তাহার অন্য কোন সুকাংশদার লটকাইয়া দিয়া নোটিস জারী করা যাইতে পারে। যেখানে যেমন হয় গ্রামের চৌকিদার, গ্রামের মণ্ডল, বা গ্রামের দুইজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, নাহয় গ্রাম সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে জারী হইবার সাক্ষ্য লইতে হইবে।”

অপব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য এতদন্তঃকালেই উপরি উক্ত কার্যপ্রণালীর অন্তঃ দুইটি অবলম্বন করিতে হইবে। এক্ষণে সতর্কতার সহিত কার্য করিলে সমন জারী হয় নাই, এ আপত্তি যে মোকদ্দমার এক তরফা বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্বিচার বা পুনরাবদোলনের যুক্তিসঙ্গত কারণ বলিয়া আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

সমনে, এক্ষণে এক নোটিস থাকিবে যে যদি জারীর তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে প্রতিবাদী হাজির না হয়, তাহা হইলে দাবীর টাকার জন্য আদালত ডিক্রী দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ জারীর হুকুম দিবেন। আদালত প্রতিবাদী যে তারিখে হাজির হয়, তাহার আট দিনের মধ্যে উহার এজাহার লইবেন এবং বাদীকে নির্দিষ্ট দিনের নোটিস দিবেন। প্রতিবাদীকে তাহার উত্তর সমর্থনের জন্য যে দিবসে তাহার এজাহার হইবে সেই দিবসে তাহার সমস্ত দলীলপত্রাদি দাখিল করিতে এবং সাক্ষী আনিতে বলিয়া দেওয়া হইবে। যদি মোকদ্দমার অবস্থা এমন হয় যে উহা তৎক্ষণাৎ নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, আদালত তাহাই করিবেন; অথবা যদি মোকদ্দমার প্রতিবাদ হয়, তাহা হইলে উত্তর পক্ষের সমক্ষে সেই দিনই ইশু ধার্য করিবেন; এবং মোকদ্দমার শুনি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আর এক দিন ধার্য করিয়া দিবেন। এই দিন প্রতিবাদীর এজাহারের দিন হইতে এক পক্ষের অতিরিক্ত না হয়।

জারীর সম্বন্ধে কথা এই যে যদি বাকীদার, তালুকদার বা দখলীস্বত্ববিধিষ্ট রায় হয়, তাহা হইলে ডিক্রী জারীকালে তাহার তালুক বা বোত বিক্রয় হইবে। যদি সে দখলদার না রায়ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে।

ডিক্রীর টাকা আমানত করিয়া না দিলে আপীল গ্রাহ্য হইবে না। খাজানাগ্রহীতা রীতিমত প্রতিজ্ঞা দিলে আদালতের টাকা বাহির করিয়া লইবার অসুবিধা প্রাপ্ত হইবেন।

কমিটিতে জানার অনেক মহানারী সভ্যবায়ীরা আমার পরামর্শমত উপায়ের সমীক্ষা করিয়া বোধ হইল, কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য, যে অধিকাংশ সভ্য আমার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলেন—

আমাদিগকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্যপদ্ধতি সম্প্রদায় ও সরলতর করিবার অভিপ্রায়ে যে নানাপ্রকার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা বিশেষ চিন্তাশীলতা সহকারে বিবেচনা করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে যাহাতে সুবিচারের বাধা ঘটায় সম্ভাবনা থাকিবে না এমন কোন উৎকৃষ্ট উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ আদালত সমন জারীকরণকার্য ও এই কার্যের প্রমাণ সহজতর করিতে উৎসুক হইলেও সমনজারী হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইনযুক্তি কোন অনুমান করিতে দিতে অনিচ্ছুক।

যাহাই হউক, কমিটি নিম্নলিখিত নূতন বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন।—

পরন্তু খাজানাসংক্রান্ত মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারীর স্বত্বটি কোন কথায় উৎখা হইতে পারে না। বিনামূল্যে তাহা মজদুর সাধা পরিহার করণার্থে আমরা ১৬৪ ধারায় একটি গুরুতর পরিবর্তন করিয়াছি। এই ধারার আদেশ এই যে যদি প্রজা স্বীকার করে যে খাজানার নিমিত্ত তাহার স্থানে টাকা পাওনা আছে কিন্তু এই উত্তর দেয় যে এই খাজানা বাদীর নিকটে নহে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকটে দিতে হইবে, তাহা হইলে সে এই খাজানা আদালতে দিবে। স্বত্বটি যে কথায় লইয়া দিবার তাহা খাজানার মোকদ্দমা হইতে স্বত্ব ও পৃথকভাবে উৎখা করিতে বাধ্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা এই বিধান করিয়াছি যে এক্ষণে টাকা দেওয়া গেলে আদালত এই টাকা দিবার নোটিস এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর জারী করাইবেন; এই তৃতীয় ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে স্বত্ব মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া এই টাকা প্রদান নিষেধ করণার্থে প্রজা না পাইলে বাদীর প্রার্থনামতে এই টাকা তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে।

এ ক্ষেত্রে অনেক মতে যে রায়ত আপন ভূম্যধিকারীর স্বত্ব অস্বীকার করে আদালতে তাহার কথা অগ্রহণ হইলে, সে রায়তের স্বত্ব বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে, এইটি প্রকাশ করিলে প্রতিকারের পথ আরও অধিক পরিমাণে পরিহার হইল, আমি ইহা কমিটিকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। কমিটি যে পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে চক্রের মধ্যে চক্রে, বাকী খাজানার মোকদ্দমার মধ্য স্বত্বের মোকদ্দমা, বর্জিত হইবে মাত্র; খাজানা আদায় সহজ হওয়া দূরে থাকুক উহার বিনাক্ষণ বিলম্ব পড়িয়া যাইবে।

বিচারের সাধারণতঃ যে কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট আছে, খাজানার মোকদ্দমায় ব্যবহার করিবার সময়, আবশ্যক হইলে সে প্রণালীর পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা কমিটি হাই কোর্টকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমার ধারণা হয় এরূপ করাও যাহা, এবিষয়ের মীমাংসার ভার পরিহার করাও তাহাই। যে ব্যবস্থাপক সভা কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিভঙ্গ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাপক সভা খাজানার মোকদ্দমার বিচারের শীঘ্র সম্পাদনের জন্য উহার পরিবর্তন করিতে স মর্থ।

আমার ভরসা আছে যখন আগামি নবেম্বরে কমিটির অধিবেশন হইবে, তখন সভ্যরা খাজানা আদায়ের বর্তমান কাব্যপ্রণালীকে সরল ও অধিক পরিমাণে কার্যকর করিবার কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা ইহা থাকাই ভূম্যধিকারীদিগের বিশেষ কষ্টের কারণ এবং ইহা না থাকিতেই রাজস্ব ও সেস সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দাবির টাকা দিতে অনেক সময়ে তাঁহারা বিলম্ব করিয়াছেন। যদি খাজানার আইন সম্বন্ধে কোনবিষয়ে সকলের মত এক হয়, তবে সে এই বিষয়, এবং যখন সমস্ত আইন উলট পালট হইয়া যাইতেছে তখনও যদি ভূম্যধিকারীদিগকে তাঁহাদের মতার্থ পাওনা আদায়ের বিশেষ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে বিলম্ব নিশ্চয় হইবে।

চুক্তির স্বাধীনতা।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা কাগ্যতঃ রহিত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় চুক্তির বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটি তাহা এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন।—

- (ক) বাসেন্দা রায়তের ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের স্বত্ব লাভ (২৪, ২৫ ও ২৬ ধারা)
- (খ) ৩১ ধারার নির্দিষ্ট দখলী স্বত্বের অনুবন্ধ।
- (গ) ৫১ ধারামতে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা কমান্ডার দাওয়া করিবার স্বত্ব।
- (ঘ) ৫৩ ধারামতে কসলী খাজানা পরিবর্তনের দাওয়া করিতে ভূম্যধিকারীর বা প্রজার স্বত্ব।
- (ঙ) নির্দিষ্ট হেতু তির দখলী স্বত্বশূন্য রায়তকে ও কোর্ণী রায়তকে উদ্বেদ করণ বিষয়ে আইনমতে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬৩ ধারা)
- (চ) গোতের ভূমি কমিয়া যাওয়াতে প্রজার খাজানা কমান্ডার স্বত্ব (৬৬ ধারা)।
- (ছ) রায়তের উৎকর্ষসাধন করিবার ও উচ্চতর জমি পূরণের দাওয়া করিবার স্বত্ব (৮৮, ৮৯, ৯০ ও ৯১ ধারা)।
- (জ) ডিক্রীজারী ক্রমে না হইলে, উচ্চতর বিষয়ে সমুদয় প্রজাকে প্রদত্ত সংরক্ষণ (৯৮ ধারা)।

পাণ্ডুলিপি উৎখাপনের সময় আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি এই অবশ্যিকর প্রজাবাদের বিলম্ব প্রতীবাদ করিয়াছিলাম, চিরস্থায়ি বন্দোবস্তের আইন সমূহে যে কেবল চুক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে এরূপ নহে, প্রকাশ্যভাবে উহার উল্লেখ দেওয়া হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনেও ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, যে রায়ত আপনার বাড়ী, ঘর, ক্ষেত্র

খোঁশা বিক্রয় বা বন্ধক দিবার সময়, তাহার ক্ষেত্রের উৎপন্ন বিক্রয় করিবার সময়, মজুর নিয়োগ করিবার সময় এবং জীবনের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সহস্র অন্য কার্য্য করিবার সময় স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়, কোন আপন ভূম্যধিকারীর সহিত চুক্তি করিবার সময় তাকাকে কোন অসমর্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আদি বিশেষ করিয়া এই বিষয় পুনরায় বিবেচনা করিতে বলি।

দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী।

এই পাণ্ডুলিপি অনুসারে দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব কর্মচারী এই উভয়ের মধ্যে বিচার্য্যধিপতা বিভাগ হইয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের অনুমোদন, রাজস্ব কর্মচারীর উপর যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় স্পষ্টই এই যে ভারতবর্ষের উত্তরাংশে যেসকল একসময় করিবার প্রণালী চলিতেছে, এবং বাহাদুরী প্রভৃতি মূলধানকার্য্য আর বন্ধ হইয়াছে এবং পরিশ্রমের প্রস্রবণ শুকাইয়া আসিয়াছে, বাজারালও ভূমিবন্দোবস্তের সেই প্রণালী প্রবর্তিত করা হইল, আমার ত এই বোনা। কিন্তু আমি ভরসা করি যে আমার বোধ প্রায়শ্চক্কে বলিয়া প্রমাণ হইবে। শস্যের খাজানা মুদ্রাক্ষেপে পরিবর্তন হইতেছে, স্বত্বের লিপি অথবা খাজানার বন্দোবস্ত হইতেছে, হারের তালিকা প্রস্তুত বিষয়েই হইতেছে, ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে চুক্তির তত্ত্বাবধান হইতেছে, কৃষিকার্য্যের কাটি নির্দেশ করণেই হইতেছে, মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করণেই হইতেছে, অথবা অন্য কোন বিষয়েই হইতেছে, আমি যে বিষয়ই দেখিতে পাই দেখি যে রাজস্ব কর্মচারীকেই স্থিরবিন্দু করা হইয়াছে, পাণ্ডুলিপিগণ অট্টালিকার অধিকাংশ সেই স্থিরবিন্দু উপর নির্ভর করিতেছে। যদি রাজস্ব কর্মচারীকে কার্য্য-নির্বাহক অথবা শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্যকারক করা হইত, তাহা হইলে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহাকে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এ বিষয়ে দিলক্ষণ আপত্তি আছে। যে প্রণালীতে বিচারসম্বন্ধীয় কার্য্যকারকে শাসনকার্য্যনির্বাহক গবর্নমেন্টের ইচ্ছামতে চলিতে হয়, সে প্রণালীতে সুবিচারের বড় ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, এত আর কিছুতেই নয়। এই বিষয়ে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় আইনের হেতুবাদে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে উদার ও সমীচীনমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

“যে ভূমির রাজস্বের ও তাহার উৎপন্ন বিষয় সরকারের সহিত ভূম্যধিকারীদিগের যেবাণীমুবাদ এবং বাবতীর ভূম্যধিকারী ও তাহাদিগের প্রজাবর্গের সঙ্গে যে সকল দায়িত্ব ও বিরোধের মোকদ্দমা আদালতের আলোচ্য উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাহারাজের নতুন মাল আদালতে বসিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ও তাহাদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রেভিনিউতে ও তথা হইতে জিযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরে মালের কোম্পেন্সে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টর সাহেবদিগের জমী থাকিলে মাল আদালতের মেরুমত দীক্ষিত-মান এই সকল কারণ দৃষ্টে এই ক্ষণে ভূম্যধিকারীদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল হুকুম অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয়ে নিতান্তই যত্নবিরহিত রাখিবেন না কারণ এই যে মাল আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিকল্পমতে ও কখন যথার্থ ক্রমে ও কখন উভয়ের অত্রত্যক্ষে এতদভাবে বিনা প্রতিকারিত নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টর সাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাশেও মাল আদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই যত্নবিরহিত থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে ভূমির রাজস্ব দার্যা ও তহসীলের মোকদ্দমার আইনের অন্যথায় ভুল হইলে অন্যায়প্রস্তাব আশা ভরসা স্থান ছিল না যে বিপক্ষ হইতে যে পীড়া পাইয়া থাকে ও কালেক্টর সাহেব মাল আদালতে বসিয়া যে হুকুম দেন তাহাতে যে অন্যায় প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার সংশোধন সেই কালেক্টর সাহেবের কৃত বিচারে দেওয়ানী আদালত হইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টর সাহেবের দিগ হইতে তহসীলের কার্য্যের বাহুল্য অন্য ভূম্যধিকারীদিগের সহিত তাহাদিগের তাবের প্রজা বর্গের বিবাদেও যথার্থ বিচার হতে পারিত না অতএব চাসের অধিকার্য্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারি ও তৎসম্বন্ধিত সকল স্বত্বের টঙ্কণ কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেশাধিপতির কর্তব্য এই যে ভূম্যধিকারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথা করণের শক্তি জাগ করেন এবং মালতের সমস্ত কার্য্যের কর্তৃত্ব ভার কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি পা থাকে এবং যে কালে সরকারের পাওনা মালজারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা যে সকল আদালতের অঙ্গ সাহেবদিগের যে একাধারে আদালতের শাসন সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে জিযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কোম্পেন্সের হজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে কী মার যে তাহাতে কোনক্রমে অঙ্গ সাহেবদিগের স্বত্বান্বয়ের বিষয় না থাকে এবং সরকারের সহিত ভূম্যধিকারীদিগের ও ভূম্যধিকারী প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদিগের তাবের প্রজাবর্গদিগের বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনা গলপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের আপনাদিগের অর্পিত এবং কর্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন ও করিলে তাহার দেওয়ানী আদালতে দেন এবং সরকারের প্রকৃত প্রাপ্তব্য ছাড়া তাহার স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা এই হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালত হায়ে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূম্যধিকারীদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মর্যাদার হানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিরা অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভূমির অধিকারি হুকুমের হটবেক এবং যে চাসের অধিকার সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় তদ্বিষয়ে সকল লোকই প্রস ও চেষ্টা ব্যাখ্যচিত করিবেন।”

১৭৯৩ সালে গবর্ণমেন্ট যে সকল উদার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৭ সালে মনস্তত্ত্ব অধিক পাঠে।
পত্নী তালুক।

অমীদারেরা এই পাতুলিপিতে পত্নী আইনের সন্ধিবেশ সম্বন্ধে আপত্তি করেন। একপ করিবার যে কারণ নাই
অর্থাৎ নহে। তাঁহাদের মত এই যে গত পঁয়ষাট বৎসর ধরিয়া এই আইনের প্রত্যেক কথা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক প্রকার
অর্থ লাভ করিয়াছে ও সেই অর্থই চলিয়া আসিতেছে; অমীদার, পটমীদার, আদালত ও আরো সকলেই উহা
বেশ বুঝে; উদার ভাষায় আধুনিকত্ব সম্প্রদান করিতে গেলে যাঁহাট বৎসরের অতিরিক্ত কালের স্মৃতি ও
পরম্পরাগত কথা লোপ হইবে, অতএব তাহা না দিলে ভাল, এই বচনানুসারে পত্নী আইনের নাক ও বাঁধা
সেভাবে আছে সেইভাবে থাকিতে দেওয়াই সর্বতোভাবে উচিত। আরও এই মতের অনুমোদন করি
এবং আশীর্বাদ করা যে পত্নী অধ্যায় এই পাতুলিপির বাঁধা করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল সূত্র ধাররা এই পাতুলিপি প্রধামনঃ লিপিত ভাষার উপর আশ্রয় প্রদান গ্রহণ আপত্তিকূল
আমি তাড়াতাড়ী লিখিয়া ফেলিলাম। বিশেষবিষয় সম্বন্ধে আপত্তি করিবার সময় আসা নাই। আগামী
সংকল্পেরে যখন কনিষ্ঠের অধিবেশন হইবে, তখন আমি সেই সকল আপত্তি উপস্থাপিত করিব বাসনা রহিল।

১৮৮৫ সাল ১৪ মার্চ।

কৃষ্ণনাথ গাল।

প্রস্তাবিত প্রজ্ঞাপত্রবিষয়ক পাণ্ডুলিপি কতকগুলি বিধানের উপর সিলেট কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের সাক্ষাৎ হইতে ভিন্ন মতের মন্তব্যাদি।

১। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণন আছে যে, যে রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে সে,

(ক) কোন ভাণ্ডার যোগে বিধানের নিয়মাদি থাকেন, যোতের হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই সেই বিধানের নিয়মাদি থাকবে, এবং

(খ) তাহার সন্তান তদীয় ভূস্বামিকারীর লিখিত যে চুক্তি থাকে সেই চুক্তির শর্তক্রমে এত যে নিয়ম তল করিলে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে সেই নিয়ম তল করিলে উচ্ছেদের দাবী হইবে।

যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করিতেছে বলিয়া দাবী করে তাহাকে তাহার যোত সম্বন্ধে সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত অপেক্ষা অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় স্থাপিত করা হইয়াছে, যেহেতু

(ক) উক্ত রায়ত যদি ভূমির ব্যক্তিকে নিজ যোত হস্তান্তর করে, তাহা হইলে ভূস্বামিকারী অগ্রাধিকার কার্যে অসমর্থ হইবেন ;

(খ) যদি সে নিজ অর্থী এতদূর ব্যবহার করে যে উক্ত প্রজ্ঞাপত্রের কাগজের সম্পূর্ণ অমুণ্ডায়িত হয় তাহা হইলেও দখল হইতে উচ্ছেদের দাবী হইবে না।

কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের খাজানা অবধারিত হারে অমুণ্ডায়িত সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোতের অমুণ্ডায়িত হইতে অত্যন্ত হইবে। এবিষয়ে আমাদের মত অনাক্রম্য। যদি একতলে ভূস্বামিকারীকে অগ্রাধিকার স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপর দলেও তাহাকে স্বত্ব দেওয়া উচিত; যদি একতলে ভূমিকে প্রজ্ঞাপত্রের অমুণ্ডায়িত করার রায়তের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয় অপরদলেও সে উচ্ছেদের দাবী হইবে।

একতলে একরূপ হইবার অমুকূলে বড় ভর্তুকাপিত করা যায়, অন্য দলেও তাহা সমানরূপে খাটবে।

আমার বোধ হইতেছে অগ্রাধিকার স্বত্ব দখলীস্বত্ব আইনের লক্ষ্য। বেহারের হিন্দুরা পূর্বে প্রজ্ঞাপত্রের দাবী করিলে, উত্তর ব্যবস্থা দেশান্তরিত হইয়া থাকে।

আমার বোধ হয় যে কোন ব্যক্তি ভূস্বামিকারীর অধিনে কর্তার অধিষ্ঠানে দখলীস্বত্ব খরিদ করিতে পারে, তাহার মত হইতে ভূস্বামিকারীকে অগ্রাধিকার উপায় করার দাবী অধিষ্ঠানে এই সর্বপ্রথম ইংরাজী আইন অনুসারে পূর্বে প্রজ্ঞাপত্রের স্বত্ব এই পাণ্ডুলিপির বিধানের সংশোধিত হইল।

একতলে শ্রমপক্ষের ক্ষেত্র ভূস্বামিকারীকে যে রূপ ভর্তুকা অসুবিধায় কেলিতে পারে, অপর দলেও সেইরূপ; ক্ষেত্র বড় করা সম্বন্ধেও সেইরূপ। একতলে তাহার পক্ষে এই স্বত্ব যে রূপ অনর্থক হইবে অপর দলেও সেইরূপ অনর্থক হইবে।

এই সমস্ত বিধান ৮ অধ্যায়ের সহিত যোগ হইলে কল এই হইবে, ভূস্বামিকারী উৎসাহ যাবে।

যখনই ভূস্বামিকারী পূর্বে প্রজ্ঞাপত্রের স্বত্ব অনুসারে কার্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখনই অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব খাড়া করা হইবে।

যখনই কোন রায়ত অবধারিত হারের যোত বলিয়া আপন যোত হস্তান্তর করিতে থাকেন অথবা যদিও ভূস্বামিকারী পূর্বে প্রজ্ঞাপত্র করিতে ইচ্ছা না করেন, হস্তান্তরপ্রার্থী পূর্বেই পূর্বে প্রজ্ঞাপত্রের স্বত্বের স্বত্ব করিয়া যখনই আটকের চক্রে ধূলি দিবার চেষ্টা করে, তখনই ভূস্বামিকারীকে বাধ্য হইয়া হস্তান্তরে আপত্তি করিতে হইবে। কারণ তর আছে যে বিনা ভিন্ন তৎক্ষণাত্ আপত্তি না করেন, তাহা হইলে দেন্দ না করাই হস্তান্তরপ্রার্থীর অবধারিত হারে চিরদিনের জন্য ভূমি ভোগের স্বত্ব স্বীকার বলিয়া গৃহীত হইবে।

যদি কমিটী আমার সংশোধন গ্রহণ করিবার উপায় দেখিতে পাঠতেন এবং এই অধ্যায়ের কাগজ বোঝাবার পাঠ্যাদি যোত অথবা যে সকল রায়তের স্বত্ব আদালতের ডিক্রীদ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে তাহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে যদিও ভূস্বামিকারীদের স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে প্রদান করা হইত না, তথাপি অসুখান খাড়া করিয়া আইনের চক্রে ধূলি এমন করিয়া চেষ্টার লোককে উৎসাহ দেওয়ার যে হালিমের ফল উৎপন্ন হইবে তাহার পরিহার করা যাইতে পারিত।

২। ৫ম অধ্যায়—কোকা বিলির নিয়ম।

কোকাবিল সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, সে বিষয়ে কমিটী অধিকাংশ সভ্যের মত হইতে সকল বিষয়ে আমার মত বিভিন্ন।

কোকাবিল বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হইবে না কেবল এই উদ্দেশ্যে কোকাবিল সম্বন্ধে বাধ্যজনক নিয়ম বিধানের কোন আবশ্যিকতা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না।

আমার বিশ্বাস এই যে, যে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত কোকাবিল করে তাহাকে ভাণ্ডারদাররূপে পরিণত করিলে ভূস্বামিকারীদের বিশিষ্ট স্বত্বের হানি হইবে।

আমার বিশ্বাস এই যে, কতকটা মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রায়তদের ক্ষয়করিতার জন্য বিশেষতঃ রায়তদিগের মধ্যে অতি দরিদ্র প্রণী অর্থাৎ বাসেদর রায়তদিগকে রক্ষা করার জন্য, এই প্রণালীকে অব্যাহারনানীনে আনিবার অবশ্যকতা আছে।

কোর্গী বিলির ক্ষয়করিতার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বোধ হয় হস্তান্তরের ক্ষয়করিতা অপেক্ষা ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রভেদীয়।

মধ্যমীয়াবিশিষ্ট রায়ত হইতে নেবার জড়াইয়া পড়িলে ঠিকার দায়িত্ব হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

যে সকল মজুর পরিবারের প্রতিপালনের সাহায্যার্থ অন্য কোন উপায়ে ভূমি সংগ্রহ করিতে পারে না, এই নিয়ম দ্বারা তাহারা ভূমি অর্জন করতে পারে।

উক্ত আইন ১৮৮১। এতদিন কোর্গী বিলি সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধ্যজনক নিয়ম ছিল না। আর যতই কেন বাধ্যজনক নিয়ম হউক না, কখনই কোর্গী বিলি পরিভ্যক্ত হইবে না।

যতদিন পর্যন্ত, যে সকল লোকের ভূমি আছে তাহাদের অপেক্ষা দরিদ্র আর এক প্রণীর লোক ভূমি পাওয়ার জন্য তাঁঁ করিয়া থাকিবে, যতদিন যাহারা একপে ভূমি ভোগ করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা তালরণ ব্যবহার করতে পারে এরূপ এক প্রণীর লোক থাকিবে, যতদিন ফলভোগবদ্ধ হইতে কোনো পাট্টার বিস্তারিত ল্পটরপোন দ্বিষ্ট করা না দেওয়া হইবে, ততদিন কোর্গী বিলি চলিতে থাকিবে।

কোকাপাট্টাধারীদেরকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং এখনও যখন সময় আছে এখন লীকে কোন না কোন রূপ তত্ত্বাবধানে আনিতে হইবে।

এবিষয় লীজটী এমনতর ভাবে গবর্নমেন্টের গোচরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে যে ইহার নীমাংসা পরিহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

১। যে অধ্যায়—খাজানা বৃদ্ধি।

সিলেটে কমিটীর নিকট প্রিপোজিটর জন্য যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি প্রেরণ হইয়াছিল, তাহার দ্বিধা অনুসারে বৃদ্ধিত খাজানা ভূমি তহবতে মোট উৎসর প্রধান পল্লের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অধিক না হইলে পূর্বকরের উপর টাকার তরজমা পর্যন্ত বৃদ্ধিত খাজানা প্রদানের জন্য ভূমিকারী প্রজার সহিত যত ও নকশাবদ্ধ করিয়া লগতে পারতেন।

অধিকতর যেহেতু প্রদত্ত তরজমা নিম্নতম স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণে, প্রজার দ্বারা না হইয়া ভূমির উৎসাদিনী লক্ষ্য বৃদ্ধিত হইয়াছে এই কারণে, চিরস্থায়ীরূপে মূল্যের বৃদ্ধি করাতে এই কারণে মোকদ্দমা করিয়া ভূমিদারী খাজানা বাড়িয়া লগতে পারিতেন। কিন্তু তাঁঁকার এই নিয়ম মানিতে হইত যে বৃদ্ধিত খাজানা উৎসর প্রধান পল্লের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত না হয় এবং কোন স্থানে পুনরতন খাজানার বিধানের অধিক না হয়।

উচ্চাধিকার খাজানা বৃদ্ধি ও মোকদ্দমা করিয়া খাজানা বৃদ্ধি উৎসর স্থলেই বৃদ্ধিত খাজানা মূল্যবৎসরের মত ঠিক থাকিবার কথা ছিল। সিলেটে কমিটীর সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে ভুক্তিমত খাজানা-বৃদ্ধি কোন স্থলেই টাকার চারি আনার অধিক হইবে না।

হু আনার কম বা দু আনা পর্যন্ত হইলে উহা সাত বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে, দু আনার অধিক হইলে পনের বৎসর পর্যন্ত।

কোন বোতের খাজানা নিকটস্থ স্থানের প্রচলিত হার অপেক্ষা কম এই কারণবশতঃ আদালতের সাহায্যে খাজানা বৃদ্ধি হইলে উহা পূর্বতন হারের উপর লভকরা পক্ষণ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং মূল্যের চিরস্থায়ী বৃদ্ধিবশতঃ হইলে লভকরা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে।

যে স্থলে কোন মোকদ্দমার দোষগুণ দেখিয়া বিচার হয়, তাহাতে বৃদ্ধি হউক আর নাই হউক, হার পনের বৎসর পর্যন্ত ঠিক থাকিবে।

উৎসর স্থলঃ পঞ্চমাংশরূপ সীমা পরিভ্যক্ত হইয়াছে।

আবিস্বীকার করি আইনমত খাজানা বৃদ্ধি করা বর্তমান আইনের অপেক্ষা অনেক সহজ ব্যাপার হইয়াছে, কিন্তু আবার নিম্নতরভাবে নিবেদন এই যে, সীমা নির্দেশ করা অসম্ভব সকলেই এক কথা স্বীকার করিয়া খাজানা বৃদ্ধির সীমা পরিভ্যক্ত করা হইয়াছে, বলিয়া সীমা লঙ্ঘন ও সময় বৃদ্ধি করিয়া কামড়ী খাজানা মত খাজানা বৃদ্ধির উপর যে বাধ্য জনকাননয় স্থাপন করা আবশ্যিক বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত কারণ নাই।

ইহা অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে প্রজাদিগকে বোত ভোগ করিবার স্বত্ব স্থায়ীরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহারা যখন জানে যে, ভূমিকারী আদালতে গেলেই অনেক উচ্চহারে ডিক্রী পাইতে পারেন, তখন তাহারা আদালতের বাহিরে অন্যারাসেই খাজানা বৃদ্ধি দিতে স্বীকৃত হইবে।

ভূমিকারী ও প্রজা নিজে নিজে যে সকল বিষয়ে অনেকাংশে উৎসৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, যে প্রজাদিগকে সেই সকল বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে আদালতে পাঠাইয়া দেয় আনিতে রাজন্যতি অনুমোদন করি না।

ইঙ্গাপূর্বক খাজানা রুজিৎনে কেবল এই কথা বলার আবশ্যক ছিল যে চুক্তিবদ্ধ খাজানা রুজিৎ রেজিষ্টরী করা করারপত্র দ্বারা কবিত্তে হইবে এবং ইহা দেখিতে হইবে যে প্রমাণ ভাষাতে স্বীকৃত হইতে গিয়া স্বাধীনভাবে কাণ্ড করিয়াছে।

টাকার একটা নীমা নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যকতা ছিল। সময়ের বিষয় চুক্তির উপর নির্ভর করিলেই হইত।

উত্তর ফলেট পঞ্চদশ বৎসর সীমানা নির্দেশ করার ভূম্যধিকারী তাঁহার যত পাওনা হয় তাহার এক কড়াও অমার করিয়া লইতে চাহিবেন না। আমরা রক্ষা করিবার কোন পথ রাখি নাই।

এখানে কমিটির প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলা আবশ্যক যে নিম্নে প্রচলিত খাজানা অপেক্ষা অল্প হারে যৌত ভোগ করণ হেতু খাজানা রুজিৎ যে প্রকৃত নীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কেবল মাত্র আমাবত্ত আভ্যার ছিল। কিন্তু আমি এখনও বিবেচনা করি যে এবিষয় আদালতের বিবেচনার উপর কেলিয়া রাখিলেই ভাল হইত।

ক্রমে ক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া খাজানা রুজিৎ করিয়া দিবার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হইয়াছে। এ উত্তর বিষয়েই আদালতের হস্ত গম বহন না করাট উচিত ছিল।

৪। ৮ম অধ্যায়ঃ—মখলী স্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রসিগের অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করিবার অধিকার কথা।

৬৪ ধারা (১) } চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে রাষ্ট্রের খাজানা পরিবর্তিত হয়
৬৫ " (২) } নাই, চিরকালের জন্য সেই খাজানার সেই রাষ্ট্র ভূমি ভোগ করিতে
৬৬ " (৩) } পারিবে প্রথমটির এরূপ।

দ্বিতীয়টির মর্ম এই যে, যিকোনু প্রমাণ না পাওয়া গেলে যে রাষ্ট্র যেকোনু উপস্থিত পরিবার পূর্ববর্তী বিশ বৎসর ধরিয়া এক খাজানা রুজিৎ ভোগ করিয়া আসিতেছে, সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ঐ খাজানায় ভোগ করিয়া আসিতেছে এই অনুমান হইবে।

তৃতীয়টি দ্বারা এ নিয়ম সুস্পষ্টরূপে পরিণত খাজানাভোগ খাটবে।

এই পাণ্ডুলিপি উপর অন্যান্য কাগজের সহিত আমি বেঙ্গল ম্যাজিস্ট্রেট করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি এই সকল ধারার বিধান পাণ্ডুলিপিতে তৎকালে যেরূপ ছিল তাহা হইতে আমার ভিন্নমত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এক্ষণে যেসকল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা পাঠের পরিবর্তনমাত্র, সারভ: কিছুই নহে।

কমিটিতে এই বিষয় বাদামুদারের সময় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে এট সকল কথা কেন গৃহীত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে একটুও ব্যক্তি বা চেতা করা হয় নাই; উহা দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তের অভিক্রম করা হইয়াছে, এ উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। এবং এমন কোন কথাই বলা হয় নাই তাহাতে আমি আমার মন্তব্যে যে মত প্রকাশ করিয়াছি তাহা পরিবর্তন করিতে প্ররুত হই।

উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে উহা রাখিবার ওজর এই যে উহা বর্তমান আইন, বর্তমান আইন পরিবর্তনমূলক কমিটিকে প্ররুত করিতে পারে এমন কোন যুক্তিপূর্ণ স্মার প্রদর্শিত হয় নাই এবং কখন কখন করিয়া ও কি কি শর্তে রাষ্ট্রকে ভূমির মখল দেওয়া হইয়াছিল একথা প্রমাণ করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত কঠিন রাষ্ট্রের পক্ষে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কঠিন।

আমরা মেনায়েয়াসিলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাহার আনুযায়িক আইনাবলীর কখনই এমন অভিপ্রায় ছিল না যে মোকররীদার ও ইন্তেজারদার ভিন্ন অন্য কোন রাষ্ট্র অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে চির দিনের জন্য ভূমি ভোগ করে।

মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রসিগের মধ্যে কোন জেলা যে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, ঐ সকল আইনের কখনই এরূপ অভিপ্রায় ছিল না।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন মখলীস্বত্ববিশিষ্ট রাষ্ট্রসিগের মধ্যে বিশেষ অধিকার বিশিষ্ট একটি জেলার স্থিতি করিয়া জমিদারসিগের ভূম্যধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে এবং রাষ্ট্রগণকে চিরদিনের জন্য অবধারিত খাজানার ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদান করিয়া ভূম্যধিকারীগণকে আপন আপন মহালে বাৎসরিক রুজিৎভোগী করিয়া তুলিয়াছে।

কোন নির্দিষ্ট তারিখের পরিবর্তে মোকদ্দমা করু হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে অনুমান চলিবে এইরূপ প্রকাশ করার ইচ্ছা দ্বারা ক্রমাগতই মৃতদেহের মত অস্বাভাব্য দিতেছে।

এ অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ভবিষ্যতে এ অধিকার অর্জন করা রাষ্ট্রের স্বার্থ, এবং ইহার অর্জনে বাধা দেওয়া জমিদারের স্বার্থ, অতএব ইহা বর্তমান আকারে পাণ্ডুলিপিতে সরিষণিত করার, উত্তরের স্বার্থেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। তাহাতে ক্রমাগতই বিবাদ বাধিতেছে।

আমি ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বাধবদ্ধ করা সুবিচারসম্বন্ধ হয় না স্বীকার করিলেও বর্তমান আইনের কাণ্ড চলন দ্বারা যে সকল স্বত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা উদ্বেগ করাও অসম্ভব ও কঠিন হইবে স্বীকার করি।

যে সকল রাষ্ট্র এইরূপে স্বত্ব অর্জন করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের উপর কোনরূপ অবিচার না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম যে উক্ত আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী ২০ বৎসর হইতে এই অনুমানের কাণ্ড চলিবে, একদিকের দ্বারা মোকদ্দমা করু করিবার ২০ বৎসর পূর্ব হইতে নহে। আমার বিনীত ভাবে নিবেদন এই যে, যদি কমিটি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, যে সকল রাষ্ট্র অবধারিত হারে ভূমি

ভোগের স্বত্ব অর্জনকরিতা ফেলিয়াছে, তাহাদেরও স্বত্ব স্থির থাকিত এবং "ভূমিদারদিগের প্রতিও প্রথম কিস্তি সুবিচার প্রদত্ত হইত। তদ্বিধাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজার স্বত্ব নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য যে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইতেছে স্বীকার করা যায় ; অতীত কালের আইন দ্বারা রায়তের যে সকল স্বত্ব লোপ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে অথবা নিজের অসাধারণতা ও নিজের কার্য দ্বারা যে সকল স্বত্ব বাঞ্ছনীয় হইয়াছে সেই সকল স্বত্ব পুনঃ প্রদানের জন্য যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইতেছে, সেই পাণ্ডুলিপিতে অতীতকালে শিথিল ভাবে আইন করার দোষে ভূম্যধিকারী যে সকল স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহাও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা সুবিচারসঙ্গত।

অতীত কালে তিনি গালাগালে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহা প্রত্যর্পণ করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, তদ্বিধাতে তাহাতে ঈশ্বার রক্ষা হয় তাহাও অস্বতঃ করা উচিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তমতে কেবল মাত্র মোকররীদার ও ইন্তসরারদার অবধারিত হারে ভূমি ভোগের অনুমতি পায়, দখলীস্বত্ববিধিষ্ট রায়ত তাহা পায় নাই।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে অবধারিত হারে বা খাজানার ভূমি ভোগ করিবার স্বত্বের দাবী করিলে দশ-সালী বন্দোবস্তের বার বৎসর পূর্বে পর্য্যন্ত তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বাধা হইতে হইত। অন্যথা তাহার স্বত্ব সম্পূর্ণ হইত না। অর্থাৎ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যাহা কিছু আছে তাহার উপর উহার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কিন্তু উক্ত বন্দোবস্তের পূর্বে অসীমদারের কার্যের উপর নির্ভর করিত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিকর্যকরতা তিন জাতীতে বিভক্ত ছিল। মোকররীদার বা ভানুদার বাসেন্দা রায়ত, ইহাদের দীর্ঘকাল দখলজন্ম স্বত্ব অধিষ্ঠা ছিল, আর পাইকলু রায়ত বা ইচ্ছাদীন প্রজা। ৬৬ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের সর্ব প্রথম পাইকলু রায়তকে দখলীস্বত্ব দিবার চেষ্টা করা হয় : অন্ততঃ তাহাদের বেলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তে এখন কোন কথা পাওয়া যায় না যাহার উপর তাহাদের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ভূম্যধিকারীকে অনুমান ধর্মের আচ্ছাদন করা উচিত নহে। স্বত্ব প্রদানের তার রায়তের উপর নিক্ষেপ করা কর্তব্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের পূর্বে খাজানা দেওয়া সম্বন্ধে যত রায়তের দখলীস্বত্ব ছিল সকলের উপরই একপ্রকার ব্যবহার করা হইত অর্থাৎ সকলেই প্রচলিত হার দিবে আশা করা হইত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন পাঠের সম্বন্ধে যত তাগজপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া কিসের জন্য এই আইনে এই সকল বিধান নিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

১৮৫৭ সালে যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় তাহাতে "যে সকল বংশাধিকারিক রায়ত অবধারিত হারে খাজানা দিয়া ভূমি ভোগ করে তাহারা এই হারে পাইক পাইতে স্বত্বান্বিত হইবে" লেখা আছে। কিন্তু পরে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে যে ২০ বৎসরের অনুমানের কথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

যদি ১৮৫৭ সালের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইত, তাহা হইলে অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব প্রদানের তার আজিও দাবিকারি রায়তের উপরই অর্পিত থাকিত।

উক্ত খসড়া আইনের যত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবুত ফোজ সাহেবই রায়তের অবধারিত হারে ভূমি ভোগের স্বত্ব বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাহার মতে উক্ত স্বত্ব এই উচ্চতর ও সুগমতর যুক্তির উপর স্থাপিত যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অসীমদারের পক্ষেই চিরস্থায়ী প্রজার পক্ষে অস্থায়ী, এরূপ একতরফা বন্দোবস্ত নহে" কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ও ৬০ ধারার বিধান হইতেই এইরূপ অনুমান করার তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। এই সকল ধারা খুলিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রথমটী ভালুক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টী কার্য চলন হইতে বেহার মুক্ত হইয়াছিল।

আমার নিবেদন এই যে, যদি কেবল মাত্র বর্তমান আইন বলিয়াই আমরা ভূম্যধিকারীর বিক্ষেপে বর্তমান আইন রক্ষা করি, তাহা হইলে রায়তের উপকারার্থ আমরা অনেক স্থলে বেক্সপ গিয়াছি সেকণ বর্তমান আইন ছাড়াইয়া যাওয়া কোনমতেই উচিত হয় নাই।

অনেক সময়ে যে বলি হয় যে অনুমান ধর্ম করা ভূম্যধিকারীর পক্ষে যত সহজ, রায়তের পক্ষে স্বত্বসাব্যস্ত করা তত সহজ নহে, ইহার সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে চাই যে যে সকল লোক এই কথা বলে ভূম্যধিকারীর পক্ষে এরূপ করা যে কত শক্ত তাহার কোন ছদ্মবোধই নাহি। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক রায়তের পক্ষে ভূম্যধিকারীর হস্তাক্ষর প্রমাণ করা অতি সহজ, কিন্তু ভূম্যধিকারীর পক্ষে যে সকল লোক লিখিতে জানে না তাহাদের দেওয়া দলীল প্রমাণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বহু পুরান আইন আছে সকলেই ভূম্যধিকারীর পক্ষে রায়তের অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোন আইনেই ভূম্যধিকারীর অনুকূলে দলীল লিখিয়া দেওয়া রায়তের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য করিয়া দেয় নাই।

বর্তমান আইনে যেখানে বরাবর টাকার খাজানা দেওয়া হইতেছে সেই সকল স্থানের জন্যই বিধান আছে, কিন্তু উপস্থিত পাণ্ডুলিপিতে আর এক গদাধিক অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, এই নিয়ম সুজারপে পরিণত খাজানারও বাটাইবার অভিপ্রায় হইয়াছে।

যদিও কমিটীতে আমিই একাকী এই বিষয়ে ভিন্নমত হইয়াছিলাম এবং আমার এই অবস্থা তত বাস্তবীয় হয় নাই, তথাপিও এই প্রকরণ বিধিবদ্ধ হওয়ার বিক্ষেপে প্রত্যবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমাদের বড় দূর বিধিবদ্ধ করা উচিত আমরা এবিধে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দূর গিয়া পড়িয়াছি ।

এককরণ বিধিবদ্ধ করাও বাহা আর যেসকল রায়ত নসো খাজানা দিত ও এককণে টাকার খাজানা দেয়, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় হারে খাজানা দিয়া ভূমিতোগের স্বত্ব দেওয়াও ঠিক তাহাই ।

বর্তমান আইনেই ত এই সকল বিধান ভূম্যধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহা আর দশগুণ অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিবে ।

যখন পাঠা কবুলিয়ত পরস্পর দেওয়া আর আবশ্যক রহিল না, তখন রায়ত বা করে ভবিষ্যতে তাহাই হইবে ।

স্বত্বের নিম্নে এককরণ ও হারের বন্দোবস্ত করণের অধার অনুসারে স্থানীয় গবর্নমেন্টের উপর যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্যকর হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল বিধান অপরিবর্তিত থাকিলে আদালত সকল বোকসনায় বোকসনায় প্রাবিত হইয়া যাইবে ও জমীদারেরা উৎসন্ন হইবে ।

ভবিষ্যতে যে সকল খাজানা মুদ্রারূপে পরিণত হইবে তাহাতেই এই সকল বিধান সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যে তারিখ হইতে অনুমানের কাল গণনা করিতে হইবে সেই তারিখ নির্দেশ করিয়া দিলেই ইহাদের কুলের অস্পত্তা সাধন করা যাইতে পারে ।

হস্তান্তর ও অগ্রকর সংক্রান্ত এককরণের উপর এই সকল বিধানের কার্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

৫। ৯ম অধ্যায়।—যোতের অবাস্তুর বিভাগ ।

পাণ্ডুনিমিত্তে বলে যে মধ্যলীম্বভূমিযুক্ত যোত ভবিষ্যতে হস্তান্তরযোগ্য হইবে এবং পূর্ণ যোতই হস্তান্তর যোগ্য হইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া নান্য কার্যই করা হইয়াছে ।

কোন যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিকল্পে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে ।

এত দিন পর্যন্ত হস্তান্তর করণের স্বত্ব মধ্যলীম্বভূমিযুক্ত যোতের অনুস্বত্বের মধ্যে ছিল না । অসংখ্য স্থলে আদালত ভূমিতোগের স্বত্ব ক্রীত হইলেও ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার বিকল্পে হস্তান্তরগ্রহীতাকে তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন । হস্তান্তরগ্রহীতার স্বত্বের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, যে এক্ষেত্রে প্রতি জিলাতেই মধ্যলীম্ব ইচ্ছামত বিক্রয় হইতেছে ও আদালতের ডিক্রীমত বিক্রয় হইতেছে ।

কোন জিলার ইহা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, নাইনকিছ হইলেও ইহা এত বহুল পরিমাণে চলিতেছে, যে দেশাচার এককণে আইনকে অতিক্রম করিয়াছে ।

আইনবিরুদ্ধ হইলেও দেশাচাররূপে প্রচলিত হইতেছে দেখিয়া গবর্নমেন্ট ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছেন ।

এককণে পূর্ণ যোতের হস্তান্তর আইনসম্মত করার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধ হইলে আইনাবলঙ্ঘন বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ।

যোতের কিয়দংশ হস্তান্তর আইনসম্মত করার ফল মন্দ হইবে । ভূম্যধিকারীর পক্ষেও মন্দ হইবেই, রায়তের পক্ষে আরও মন্দ হইবে । কিন্তু রায়তের দ্বারা ভূম্যধিকারীর বিকল্পে অসিদ্ধ এবং তাহার নিজের বিকল্পে সিদ্ধ প্রকাশ করিলে ক্রমে এমন একটা অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে যে এককণে গবর্নমেন্ট যে কার্যপ্রণালীর নিন্দা করিতেছেন পরিণামে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ও তাহা আইনসম্মত বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন ।

ভূম্যধিকারীর বিকল্পে অসিদ্ধ ও রায়তের বিকল্পে সিদ্ধ হইতে দেওয়ার রায়তের হস্তান্তর করিতে কোন বাধা হইবে না, কেবলমাত্র যোতের বাজার দর অত্যন্ত কমিয়া যাইবে ।

রায়তের যেমন টানাটানি হইবে ভূম্যধিকারীর বিকল্পে ইহা অসিদ্ধ এই কারণ বশতঃ হয়ত সে অর্ধেক নুলো তাহার যোতের একই খণ্ড বিক্রয় করিতে থাকিবে ।

রায়তের খণ্ডঃ যোত বিক্রয় বন্ধ করার তিন উপায় আছে, যথা,—

যোতের কিয়দংশের হস্তান্তর ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েরই বিরুদ্ধে অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা ।

ভূম্যধিকারীকে এইরূপ হস্তান্তর উক্ত অংশের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য করিতে অনুমতি দেওয়া ।

ভূম্যধিকারী ও রায়তের মধ্যে যে করার আছে তাহার শর্ত অনুসারে যেসকল শর্ত তদ করিলে তাহাকে সেই যোত হইতে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে এরূপ শর্ত তদ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করা ।

শেষোক্ত অত্যন্ত কার্যকর বলিয়া আমি উহারই অনুকূলে সুজিবিদ্যান করিয়াছিলাম ।

৬। ১০ম অধ্যায় ।

এই অধ্যায় অনুসারে স্থানীয় গবর্নমেন্টে ভূম্যধিকারীর অসুরোধে, বহুসংখ্যক রায়তের অসুরোধে, অথবা বিবাদ নিবারণের জন্য ন্যস্ত মহালের খাজানার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতে পারেন ।

এই অধ্যায় বেরূপ আছে তদনুসারে মহালের অমাবদী দ্বারা বা নিশ্চয় করার পর তাহা পনের বৎসর সময়ের জন্য ঠিক থাকিবে । কিন্তু কিছুতেই ভূম্যধিকারীর খাজানা বৃদ্ধি করিবার দরখাস্ত বন্ধ করিবে না ।

১। যেস্থলে ভূম্যধিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করেন ও বৃদ্ধির অনুমতি হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

২। যেস্থলে আবেদন অগ্রাহ হয়, তখন ইহা থাকিবে ।

- ৩। যেহলে ভূস্বামিকারীর আবেদনের স্বত্ব আছে অথচ আবেদন করেন নাই, তথায় ইহা খাটিবে।
- ৪। যেহলে কিরূপে ব্যক্তি রায়তের অমুরোধে বন্দোবস্ত হইল, তথায় ইহা খাটিবে।
- ৫। ইহাতে যেসকল রায়ত দরখাস্তের পক্ষ নহে এরূপ সকল রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হয় জমীদার বাধ্য হইবেন, না হয়, পনের বৎসর বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।
- ৬। ইহা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট ও দখলীস্বত্বশূন্য উভয়প্রকার রায়তের পক্ষেই খাটিবে। অতএব ইহার এই কল হইবে যে সমস্ত দখলীস্বত্বহীন রায়ত দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে।
- ৭। ইহাতে রায়তদের যেসকল স্বত্ব নাই তাহা অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া বন্দোবস্তের দাবী করিতে তাহাদিগকে প্ররুতি দিবে। ইহার এমিক ওমিক হইতে দিবে না।

পাঁচুলিপিতে যেসকল সময় ছিল তাহাই থাকা উচিত অর্থাৎ দশ বৎসর হওয়া উচিত।

যে সকল স্থলে ভূস্বামিকারী খাজানা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন অথবা দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের খাজানা সম্বন্ধে কোন বিবাদ থাকে, এই অধ্যায় সেই সকল স্থলেই খাটি উচিত।

ইহার দ্বারা দখলীস্বত্বহীন রায়তের দখলীস্বত্ব অর্জনের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত নয়। দিলে একটা অত্যন্ত এরোজমীর অধ্যায় অত্যাচারের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

৭। ১৫শ অধ্যায়—দায়।

অবশেষে যে বিষয়ে আমি কমিটীর সিদ্ধান্ত হইতে আমার মত ভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অসুমতি প্রার্থনা করি, তাহা ব্যবসাদারের পক্ষে এবং রায়তের পক্ষেও বিশেষ এরোজমীর।

পাঁচুলিপিতে প্রকাশ যে যখন বাকী খাজানার জন্য আদালতের ডিক্রী অনুসারে কোন তালুক বিক্রয় হয়, তখন প্রথমতঃ উহা রেজিস্ট্রী করা দায় সম্বলিত বিক্রীত হইবে। কিন্তু ইহাতে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত দায়মুক্ত করিয়া বিক্রীত হইতে দিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যে ব্যক্তি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতে কোন রূপ দাবী থাকিবার দায়িত্ব করে, পাঁচুলিপিতে তাহাকে পাওনা বাকী খাজানা প্রদান করিয়া এবং তদ্বারা প্রথম বন্ধক স্বত্ব লাভ করিয়া আপন দায় রক্ষা করিবার অসুমতি আছে। কিন্তু ইহাতে সেই দায় সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হইবে না।

তালুকদার ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট যোতদারের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা উচিত কমিটীর এইরূপ বিবেচনা। আমি এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত নহি।

অবধারিত হারে ভূমিতোগী রায়তেরা তালুকদারদিগের সহিত একপ্রকার বিধানের অধীন হওয়ার, বোকদমার উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বিক্রয়ের পর অবধারিত হারে ভূমি তোপের অনুমান খাড়া করিয়া দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বিক্রয় দায়মুক্ত করিবার চেষ্টা হইবে।

যে যোত বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে তাহা সাধারণ দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত বা অবধারিত হারের দখলীস্বত্ববিশিষ্ট যোত এবিষয়ে তদারক করা আদালতের, ডিক্রীদারের, দেবাদারের, বা ক্রেতার কাহার কর্তব্য হইবে, অথবা যদি কোন ক্ষতি হয়, কে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে, পরিষ্কার বুঝা যায় না।

যে দায় রক্ষা করিতে হইবে তাহা সমস্ত যোতে বর্ত্তিবে, কেবল মাত্র একমংশে বর্ত্তিবে না, ইহাই প্রকাশ করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু ইহার অধিক কিছুই আবশ্যক ছিল না।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এবিষয়ে রক্ষা না করার, তাহার বাজার মন্ত্রের ক্ষতি করা হইয়াছে। যে স্থলে সে অল্প নুদে টাকা ধার করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে অধিক নুদ দিতে হইবে।

টি, এম, গিবন।

প্রস্তাবিত প্রজ্ঞাপত্রবিষয়ক পাণ্ডুলিপি কতকগুলি বিধানের উপর সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের সিদ্ধান্তহইতে ভিন্নমতের মন্তব্যালিপি।

পাণ্ডুলিপির বিধানসকল একত্রে যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সভ্যের ন্যায় আমিও সাধারণতঃ তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু আমার একথা বলা আবশ্যক যে আমার বিবেচনার কয়েকটি বিষয়ে প্রজ্ঞার স্বার্থ উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাণ্ডুলিপিতে খাজানার ক্ষির যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্বে যে নিয়মে উৎপন্ন জবোর মূল্যরক্ষির প্রমাণের আদ্যাদ্য ছিল, তাহার পরিবর্তে কেবলমাত্র দররক্ষি প্রযুক্ত রক্ষি প্রস্তাব করার আরও সুবিধা হইয়াছে। ভূম্যধিকারীর এই বিষয়ে অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও মূল পাণ্ডুলিপি ৭৫ (ঘ) * ধারার শাসনটি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। রায়তের দেয় খাজানার হার প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূন এই কথা খাজানারক্ষির একটি ছেতু বলিয়া রাখা হইয়াছে; এবং বাসেন্দা রায়ত ভিন্ন অন্য রায়তকে যখন প্রথম ভূমির দখল দেওয়া হয়, তখন ভূম্যধিকারী কত খাজানার দাবী করিবেন পাণ্ডুলিপিতে তাহার কোন সীমা নির্দেশ করা হয় নাই, বাসেন্দা রায়তের সম্বন্ধেও ভূম্যধিকারী পূর্বতন খাজানার শতকরা পঁচিশ টাকা রক্ষি দাবী করিতে পারেন। প্রজ্ঞা জমী না ছাড়িয়া যতদূর পর্যন্ত খাজানা রক্ষি দিতে পারে তাহার চরম সীমা পর্যন্ত খাজানা বাড়াইয়া লইতে পারেন এমন বিষয় নকি এই সকল ধারায় ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষিক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে ভূম্যধিকারীর হাতে পড়িবে এবং যখন তিনি এই সকল যৌত বিলি করিবার সময় অবশেষে যত ইচ্ছা খাজানা লইতে পারেন, তখন ল্যান্ডটেক বোর্ড হইতেই প্রচলিত হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, এবং এই হার দ্বারা যে কেবল নূতন বন্দান গ্রামত-দিগেরই খাজানা নিয়মিত হইবে এরূপ নহে, সাধারণ প্রজ্ঞা সম্প্রদায় মাদেরই খাজানা নিয়মিত হইবে। এই কারণ বশতঃ প্রচলিত হার খাজানা রক্ষির কারণ বলিয়া রাখায় ভবিষ্যতে বিলম্ব বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় এবং উক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় মেনিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

এইরূপ আবার বিবেচনার যেরূপে ভূম্যধিকারী শস্যক্ষেত্রে দেয় খাজানা স্বল্পরূপে খাজানায় পরিণত করিবার আবেদন করেন সেখানে প্রজ্ঞার স্বার্থ সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ৫৩ ধারায় উপযুক্তরূপে রক্ষিত হয় নাই। এই ধারায় এইরূপ বিধান থাকি উচিত যে, প্রথমতঃ কোন স্থলেই মুদ্রারূপে খাজানা ভূম্যধিকারীর পক্ষে বিটনে জে মৌতের যে খাজানার উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে না। বিতীয়তঃ, ভূম্যধিকারী দলদলসহ ধরিয়া যে খাজানা লইয়া আসিতেছেন তাহার সঙ্কুল্য ধরিয়া যদি মুদ্রারূপে খাজানা দিব হয়, তাহা হইলে চাঁদকাষের সমস্ত ঋণি প্রজ্ঞা গ্রহণ করে এবিবেচনার তাহা চততে বিলম্ব বাদ দেওয়া উচিত। খাজানার কমিশ্যন যে খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টে যে পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করেন, তাহাতে এসপ বাকি দিবার বিধান করা হইয়াছিল।

আমার বোধ হয় পরিভাগ কবণ বিষয়ক পাণ্ডুলিপির ৯৬ ধারায় মেরূপে কথা সোজা করা হইয়াছে, তাহাতে আমার বোধ হয় অপব্যবহারের দ্বার বিলম্বরূপে উদ্ভাটিত হইবার সম্ভাবনা। যখন রায়ত পরিভাগ করিয়াছে এই ওতরে তাহাকে তাহার যৌত হইতে বঞ্চিত করা হয়, তখন তাহাকে দখল পুনঃপ্রাপ্তি জন্য মোকদমা কর্ত্ত্ব করিবার ক্ষমতা দেওয়ার ফল জতি অস্পষ্ট হইবে। যদি এই ধারার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে উহার কাগজে লম্ব দখলীস্বত্বশুন্য রায়তের দখল যৌত সীমারক্ষ রাখা কর্ত্তব্য। দখলীস্বত্বনিশিষ্ট যৌতে উক্ত বিস্তার করার জতি অস্পষ্টরূপে কারণ নাই, কারণ এই সকল স্থলে বাকী খাজানার নির্দিষ্ট যৌত বিক্রয়ের ক্ষমতা দ্বারা ভূম্যধিকারীর খাজানা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৮৪ সাল ১৭ মার্চ।

এচ. জে. রেনল্ড্‌স।

* এই প্রকরণে প্রকাশ করে যে, "রায়তেরা ফসলের সময় যে মূল্য বিক্রয় করে সেই মূল্য ধরিয়া প্রধান শস্যযোগে ভূমির যে ট উৎপাদনের অনুমানিক পদ্ধতি বার্ষিক মূল্য যত হয়, বঞ্চিত খাজানা কোন স্থলে তাহার পঞ্চাংশের অধিক হইবে না।"

প্রস্তাবিত বঙ্গদেশীয় প্রজাসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেট কমিটীর অধিকাংশ
ব্যক্তি যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে ভিন্নমতাকলিপি ।

পাণ্ডুলিপির মূলমন্ত্র ।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমার ভিন্নমত এই প্রথম হেতুযে স্থাপন করিতে চাই যে, বঙ্গদেশের ভূমিসংক্রান্ত
আইন এক্ষণে যেরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত আছে, এই পাণ্ডুলিপি পর দ্বার
১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞাপ- তদপেক্ষা দৃঢ়তর, ন্যায্যতর, কিম্বা অধিকতর সম্ভাবজনক ভিত্তির উপর
নীর ২১ প্রকরণ । স্থাপিত হইতেছে না এবং ইহাতে দুর্বলতর মস্ত করিতে সক্ষম এক্ষণে সঙ্গতি-
পর কৃষকদের হস্তে ভূমির চাষকাণ্ড রক্ষিত হইবে না, অথবা ধনসঞ্চয়, বিশুদ্ধ-
তার সুন্দররূপ রক্ষা ও কোম কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত উৎকর্ষসাধনের উন্নতি বিষয়ে সহায়তা হইবে না । আর যে
অভিপ্রায়েই লড হার্টিংটন সাহেবেরমতে এইরূপ পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়,
এই পাণ্ডুলিপিতে কেবল যে সেইরূপ অভিপ্রায় সাধন হইতেছে না এক্ষণে নহে, ইহাতে বঙ্গদেশের প্রাচীন দেশাচার
ও বর্তমান আইন হইতেও অধিক দূরে ও সম্পূর্ণরূপ নূতন পথে যাইতে হই-
১৮৮২ সালের ১৭ আগস্টের বিজ্ঞা- তেছে । উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার সংস্কার বশতঃ এক্ষণে
নীর ২১ প্রকরণ । প্রণালী অবলম্বন করা পরামর্শনিকমতে বলিয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন ।

ভূমিস্বিকারী ও প্রজাসংক্রান্ত বর্তমান আইন কিং মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্টে পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব
করেন, ইহা বুঝা যায় কঠিন দেখিতেছি । অভিপ্রায় ও হেতুরূপে বর্ণনা পত্র প্রত্যেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যন্ত্রিসংগত
সভারের নিকটে পাঠাইবার রীতি আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইন যদিও উপকার করিয়াছে
স্বীকার করা যায়, তথাপি কোনও গুরুতর বিষয়ে উহা এতদূর নিম্নলিখিত হইয়াছে যে বেচারে অভিযোগিতার
অভ্যুচ্চহারে রাষ্ট্রভদের স্থানে খাজানা লওয়া হইয়াছে ও জমিদারের কর্তৃক অত্যাচার ঘটাইয়াছে, এবং পূর্বে রাজার
জমিদারের আইনমতে যে খাজানা রক্ষা করিবার অধিকারী, সেই খাজানা রক্ষা পাইতে পারেন নাই, এবং আপন
বৈধ খাজানা আদায় করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে । ইহা হইতে আমরা এই কথা সংগ্রহ
করিতে পারি, একপক্ষে রাষ্ট্রভদের রক্ষা করা ও অপর পক্ষে জমিদারদের বৈধ খাজানা আদায় করিবার ও তাহা
আইনমতে রক্ষা করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া পাণ্ডুলিপির প্রধান উদ্দেশ্য ।

ঈদৃশ ইলবার্ট সাহেব যেরূপ বলেন, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ হইয়াছে
ইহা যদি দেখান যাইতে পারে । কিন্তু আমি বেচার সম্বন্ধে নির্দ্বন্দ্বসংকল্পে একথা অস্বীকার করি, এবং আমি
এতলে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি যে, ইহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই ।) তাহা হইলে প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির নামে যে উদ্দেশ্য আছে বলিয়া দেখা যায়, আমি পূর্বে বিনিষ্ঠাছি, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ
যে ন্যায্য উপায় অবলম্বিত হইত, কোম ভূমিস্বিকারী বা রাষ্ট্রভ ভৎসন্যে কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না;
এবং জমিদারদের নানা আবেদনপত্রের কোনখানীতেই এই সকল বিষয়ে যে কিছুমাত্র আপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে
ইহা আমি দেখিতেছি না ।

পাণ্ডুলিপিতে যদি এই সকল উদ্দেশ্যপ্রতি দৃষ্টি ষাতিত, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে ভাল হইত, কিন্তু
এই সকল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া গিয়া উক্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অত্যন্ত বিপ্লবজনক ভাবের প্রকরণপূর্ণ
সম্মিলিত হওয়াছে, তাহাতে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত স্বত্বের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে, ও ভূমিস্বিকারীদের
মনে বহু পরিমাণে অশান্তি ও অস্থিরতা জন্মিয়াছে । সভ্য বটে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে এমন কথা কখন বলেন নাই
যে, তাঁহারা ভূমিস্বিকারীগণকে তাঁহাদের নিষ্কারিত স্বত্ব বক্ষিত করিতে চাহেন । প্রকৃত তাঁহারা মিত্র
নির্দেশ করিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ভূমিস্বিকারীগণকে যে নিষ্কারিত স্বত্ব প্রতিষ্ঠাপন
দেওয়া যায়, তাঁহারা কোনরূপে সেই স্বত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে চাহেন না । কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি বিবিধ
হইলে, কাহ্যতঃ নিরুদ্দেশ্য বাক্য বার্থ করা হইবে ।

কতিপূরণ না দিয়া এক শ্রেণীতে তদীয় নিষ্কারিত স্বত্ব বক্ষিত করিয়া অন্য শ্রেণীতে সেই স্বত্ব দেওয়া
যাহার উদ্দেশ্য এক্ষণে ব্যবস্থা আমার বিবেচনায় অদ্যাপি ভারতবর্ষে বিবিধ হইয়াছে, এবং আমি বিবেচনা করি
যে এক্ষণে ব্যবস্থা কখনও বিধিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই । এক্ষণে মত ইংলণ্ডে কোন উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি
সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইবার পূর্বে এক্ষণে কোন মতের কথা শুনা যায়
নাই এবং ইংলণ্ডেও অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এবিষয়ে দিলক্ষণ মতভেদ আছে ।

আমি পূর্বেই বিনিষ্ঠাছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে যদিও একথা কখনও সরকারী কাগজপত্র বলেন নাই যে,
তাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রক্ষিত করিতে চাহেন ; এবং যদিও ফেট সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপে
স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহাতে সমাজের কোম শ্রেণীর নিষ্কারিত স্বত্বের উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা
তিনি তদ্রূপ ব্যবস্থাপনের বিরোধী, তথাপি খাজানা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি হইতে যত অসম্ভাব ও
অস্থিরতা জন্মিয়াছে, লোকের স্বত্বসম্পত্তী কোম পাণ্ডুলিপিতে ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও তত জন্মে নাই ।
মনে এইরূপ ভাব জন্মিবার কারণ এই যে যদিও গবর্ণমেন্ট মুখে এইরূপ কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রস্তাবিত পাণ্ডু-
লিপির অধিকাংশ প্রকরণই বিপ্লবজনক এবং আমরা যে স্বত্বানুসারে ব্যবস্থাপনকাণ্ড করি বলিয়া অনুমান কর,
সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই স্বত্বের বিকল্প । আমি যে ভাবে উল্লেখ করিতেছি, ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এক স্মারকলিপি প্রকাশ করায়, সেই ভাব সম্প্রতি অত্যন্ত বক্ষিত ও বলবৎ হইয়াছে ।

আমি এই স্মারকলিপি হইতে একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে যে মূলমন্ত্র প্রথিত আছে, তাহাতে আমার বোধ হয় পাণ্ডুলিপিতে যে কোন ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তাহার মনে ইসহাজে অবস্থান ও অগত্যা অমিতে পাইরে। উক্ত অংশটি এইরূপ।—

“ এই নিমিত্ত জীযুত সেক্রেটারী গবর্ণর সাহেব বিবেচনা করেন যে, যদিও * * * আপনার পক্ষে ইতিহাস থাকা ভাল তথাপি এই প্রথের নিষ্পত্তি ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা * * * বর্তমানের প্রয়োজনেও কথার উপর অধিক নির্ভর করে। এজন্য তিনি এই পাণ্ডুলিপিতে যে সকল প্রস্তাব আছে তাহার ঐতিহাসিক সমর্থন অপেক্ষা কার্যকর ভাবে প্রতি অধিক-তর মনোযোগ দিয়াছেন। ”

জমিদারস্বরূপ আমাদের স্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবস্থাপনক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতি বোধ হয় যেন দৃষ্টি না করিয়া জীযুত সেক্রেটারী গবর্ণর সাহেব এম্বলে ভাবতঃ ধরিয়া লইয়া-ছেন যে আমাদের স্বত্ব, ও আমি অনুমান করি রায়ভদ্রের স্বত্বও, ঐতিহাসিক গবেষণার কুজ্ঞাটিকায় সম্পূর্ণ দৃষ্ট হয়, সুতরাং এই সকল স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল বর্তমান অভাব কথিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অতীত প্রতিক্রিয়াসূত্রে প্রণীত নহে, কোন বর্তমান স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মতানুসারে প্রণীত। এই হেতুতে বোধ হয় তিনি কেহই যাহা বর্তমান প্রয়োজন জ্ঞান করেন তদনুসারে গঠিত মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং জমিদারদের নির্জীৱিত স্বত্বে অবহেলা করিয়াছেন।

গতকাল, আমরা জমিদারেরা বলি যে এই পাণ্ডুলিপিতে যাহানের অত্যন্ত অধিক স্বার্থ আছে, আমরা তজ্জন্য এক প্রার্থী; এবং স্বতাবতঃ আমাদের স্বত্ববিষয়ে কেবল যে সম্পূর্ণরূপে অনুগতান লওয়া উচিত এরূপ নহে, এই স্বত্বরক্ষা করাও উচিত।

কেহই বিবেচনা করিতে পারেন, যদিও আমি ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করি না, যে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধ। যদি তাহাই হয়, সাহসপূর্ব্বক এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত, এবং ভূম্য-ধিকারীদিগকে “ উপদ্রব জন্য ক্ষতি পূরণ ” দিয়া তাঁহাদিগকে স্বত্ব ভাগ করিবার আজ্ঞা করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গত সেপ্টেম্বর মাসের যে পত্রে ভূম্যধিকারীদের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ভাল করিয়া বিচার করা হয় নাই এখন বোধ হইতেছে, এবং যাহাতে সিলেট কমিটীর বিবেচনা কালে বিশেষ গুরুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, সেট পত্র যে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের ফল বলিয়া উক্ত কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং চীফ জুডিস মাস্টার যে সুন্দর মন্তব্যলিপিতে এবিষয়ের সুন্দর আইন সম্পর্কীয় ভাবের সম্পূর্ণরূপ বিচার করিয়াছেন, তজ্জা যে অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রের সহিত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা জমিদারদের সম্বন্ধে কোন ক্রমে ন্যায্য বলা যায় না।

এই পাণ্ডুলিপি খাজনার কমিশানের তত্ত্ব হইতে যখন বর্ণিত হইয়াছে তখনই বরাবর জমিদারেরা দলবদ্ধ ভাবে ইহার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন। বেতার ও বঙ্গদেশের, প্রায় প্রত্যেক জিলার সভা হইয়াছিল। এই সকল সভার পাণ্ডুলিপি বিপ্লবজনক প্রকরণগুলির উপর মোহারোপ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ এইরূপ হইয়াছিল, যে পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান দেশাচার ও দেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রণীত আইনের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। গত মার্চ মাসে যখন রাজা নিবপ্রসাদ মস্তিসভায় বলেন যে “ এরূপ পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইলে লোকের বিশ্বাস ও প্রত্যয় বিচলিত হইবে ” তখন তিনি ভূম্যধিকারীদের মনের ভাব পরিস্ফুটনরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এই দফার মধ্যে আমি কেবল আর এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই যে, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ভদ্রের সহিত যে দিন কোন নূন-অমীর বন্দোবস্ত হয় সেই দিনেই তাঁহাদিগকে দখলীস্বত্ব দিবার প্রস্তাব, জমিদারদিগকে তুল্য সুবিধা করিয়া না দিয়া স্বাধীন চুক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে রায়ভদ্রের অধিকৃত প্রথম এইবার নিষেধাত্মক নিয়ম স্থাপনের প্রস্তাব, এবং ভূম্যধিকারীকে খাজনার স্বত্ব আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া যে পাণ্ডুলিপির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সেট পাণ্ডুলিপিতে প্রথম এইবার গতকরা পঁচিশ টাকা খাজনার স্বত্ব উদ্ধীর্ণীয়া করিবার প্রস্তাব, এই পাণ্ডুলিপির এই সকল সাধারণ সূত্র কেবল যে দেশের স্বীকৃত আইন ও দেশাচার হইতে অনর্থক তিরপথে বাওয়া হইতেছে এরূপ নহে, জমিদারদের নির্জীৱিত স্বত্বও অক্ষত করা হইতেছে, জমিদারদের বিচ্ছিন্ন এইরূপ জ্ঞান হইবে। একটি প্রার্থী বলিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশের ও বেতারের জমিদারেরা জীজীৱন্তী মহারানীর ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে অত্যন্ত রাজতন্ত্র এবং ইংরাজ গবর্ণমেন্টের কথা ঠিক এই প্রসিদ্ধির উপর প্রস্তাব স্থাপন করিয়া তাঁহারা সর্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন যে কোন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নির্জীৱিত স্বত্বে বঞ্চিত করিতে কিস্তি তাঁহাদের বখার বদির হইতে চাহিবেন না অথবা ইচ্ছা করেনও করিবেন না।

এরূপ অবস্থায় যাহা হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট এরূপ এক সরকারি স্মারকলিপি প্রকাশ করায় জমিদারদের স্বতাবতঃ আনন্দ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট গত সেপ্টেম্বর মাসের পত্রে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত অদলম্বল করিবার পক্ষে জমিদারদের স্বত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনুগতান লওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

আমি আশা করিতে চাই, জমিদারেরা এখন কি কাজ করিয়াছেন তাহাতে ইহা এইরূপ ব্যবহারের দোষ হইয়াছেন। বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে যে রূপ অর্থগত ও দিব্যক শূন্য জ্ঞান করেন তাঁহারা কি ন্যাকবিক সেটরূপ অর্থগত ও দিব্যক শূন্য? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার প্রশ্ন দেখাইবার প্রস্তাব কোথায়? জমিদারের নিকটে কি এমন কোন দ্বিভিত্তি বিষয়ক বিবরণ আছে যাহাতে দেখান যায় যে প্রতি আদালতের

প্রজাদের ভূমি পরিবর্তন করা বঙ্গদেশের জমিদারদের সাধারণ রীতি ও এরূপ কোন দৃষ্টিভঙ্গি ঘটিত বিবরণ আছে কি যাচাতে দেখান যায় যে দখলীস্বত্বশূন্য রায়তদের প্রতি এতই অত্যাচার হইয়া থাকে, যে উক্ত জমী-দারের ব্যবস্থাপক সভার উপস্থাপিত জমী কতিপয় দিবস মত গ্রহণ করা নায়াসুগত হয়, যদিও এইমত এদেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন ও প্রাচীন আইন প্রণেতারা ইহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই? বস্তুগত ইহার কি কোন প্রমাণ আছে যে, বেহারে প্রতিযোগিতার অভূতচরিত্র থাকানা গ্রহণ ও অত্যাচার এক সাধারণ, যে উক্ত জমীদারদের স্বত্ব নষ্ট করা আবশ্যিক?

অনেক রাজকর্মচারীর মত প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের উল্লিখিতপত্রের যে রূপ বর্ণনা আছে, জমিদারেরা বাস্তবিক সেরূপ অত্যাচারী ইহা দেখাইবার দৃষ্টিভঙ্গি ঘটিত বিবরণ প্রাচীন বা একেবারে প্রকাশিত হয় নাই। আর আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কোন পুরাতন আইন কি আছে যাচাতে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেশাচারমতে প্রাচীর সমুদয় জমীতে রায়তদের দখলীস্বত্ব থাকিত এবং জমিদারেরা নিজে যে ভূমি চাষ করিতেন তাহির কোন ভূমিতে তাঁহাদের কৃষাণীর স্বত্ব ছিল না।

সিপেই কমিটির হস্ত হইতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি যে আকারে বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় যে বিবরণে আচার মতভেদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে ভিন্ন দৃষ্টান্তে অধিকতর বিস্তারিত করিয়া সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

খাজানা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির বাদানুবাদে আশ্রয় সরকারী কাগজপত্রে একথা নিম্নত প্রকাশ আছে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারদিগকে বা রায়তদিগকে যে স্বত্ব প্রতিষ্ঠাপূর্বক নিশ্চয় করিয়া দেওয়া হয় তাহার কোন স্বত্ব ভঙ্গ করা গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এবিষয়ে জমিদার ও রায়ত ও গবর্ণমেন্টের মত লেই একমত। এক্ষণে এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এই সকল পত্র কি? কিন্তু এবিষয়ে অনেক মতভেদ আছে, যদিও আমি বুঝিতে পারি না যে, এইরূপ সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কেন্দ্র করিয়া কোন মতভেদ ঘটিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইনের ভাষা অতি পরিষ্কার, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে জমিদারেরা প্রকৃত-পক্ষে “ভূমির মালিক” এবং কেহ কেহ যে রূপ কল্পনা করেন বোধ হয় এরূপ খাজানা-সংগ্রাহক মাত্র নহেন।

আরো কেহ কেহ আছেন যাহারা ইহাও ছাড়াইয়া যান ও বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের পূর্বে জমিদার শ্রেণী ছিল না, এই সময়ের পূর্বে তাঁহারা কেবল গবর্ণমেন্টের খাজানা আদায় করিতেন। এই সকল কথাই উত্তরস্বরূপ আমি ইহার মত প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দুই খানি সমস্যার অনুবাদ দিলাম। মুসলমান সম্রাটেরা বেহারের দুইটি অতি প্রাচীন রাজবংশকে এই সমস্যা দিয়াছিলেন। এই দুইখানির মধ্যে এক খান ভোজপুরের বা ভোমরাওর রাজবংশকে ও অমখান ভারতবার রাজবংশকে দেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, অন্ততঃ বেহারের কোন জমিদার বংশ কেবল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ছিল এরূপ নহে, ভারতবার কোন স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থাপনের পূর্বেও ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কমে জমিদারদের প্রতি যে স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই বিষয়ে আইন হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখিতে পাউতেছি না। এই অংশটি এই রূপ।—

“যদি সত্যদিক্ষিত জমিদার গবর্ণর জেনারেল সাহেব জমিদারদিগকে হস্তান্তর করিয়া দিগকে ও ভূমির অন্যান্য প্রকৃত মালিকদিগকে এই সংবাদ দিতেছেন যে তাঁহারা যে জমী দিতে করিব করিয়াছেন, তাহাতে কোন পরিবর্তন করা যাইবে না, কিন্তু তাঁহারা ও তাঁহাদের ওয়ারিশান ও আইনমত উত্তরাধিকারি আপন মতল এই জমী দিয়া চিরকাল ভোগদখল করিতে পারিবেন। এইরূপ গবর্ণর জেনারেল সাহেব জমী করেন যে ভূমির মালিকেরা সরকারী জমী চিবকালের নিমিত্ত অবস্থান্তর হওয়ার তাঁহাদের যে উপকার হইল তাহা বুঝিয়া এইরূপ নিশ্চয় জানেন, আপনাদের ভূমি চাষ করিতে যত্ন করিবেন যে নিজের উৎকৃষ্ট কাষাধিকার ও পরি-প্রত্যয় বল কেবল নিজেই ভোগ করিবেন। বিলস বা ওজর না করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দেওয়া ও আপনাদের সানিলী ভাস্কর্য্য ও ব্যয়ভার প্রতি সত্যতা ও মনস্তা সহকারে ব্যবহার করা জমীদারেরা: সকল সময়ে নিভাও কর্তব্য কর্ম এবং এক্ষণে যে সকল আঁজা করা গেল, তাহা হইতে তাঁহারা যে উপকার প্রাপ্ত হইবেন উক্ত এই সকল কত বা ঠিক পালন করা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়াছে।”

সরে জন শোর সাহেব আশনার মনুবালাপিতে এইরূপ নিখিয়াছেন।—

“আমি জমিদারদিগকে ভূমির মালিক বা স্বামী জানি। তাঁহারা আপন মতল ব্যবস্থানুগারে উত্তরাধিকারী স্বত্ব এই ভূমির স্বত্ব প্রাপ্ত হন, এবং আইনমত উত্তরাধিকারী থাকিলে, রাজান্যায়রূপে তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিতে পারেন না কিম্বা উত্তরাধিকার পরিবর্তন করিতে পারেন না। বিক্রয় বা বন্ধকরূপে ভূমি লইয়া কার্য্য করিবার অধিকার এই মূল স্বত্ব হইতে উদ্ভূত, এবং আমবা দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে এই অধিকারমতে জমিদারেরা কার্য্য করিতেন।”

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত প্রণেতা লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার জন শোরের এইরূপ মত, এবং তাঁহারা উভয়েই দৃঢ়তা সহকারে জমিদারদিগকে “ভূমির মালিক” বলেন। আবার যে সেলোক নর, পিট সাহেবও এই সকলমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি জীযুত ডগলাস সাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পত্র লিখিয়া বলেন।—

“আমি ইহা নিভাও আবশ্যিক বিবেচনা করিলাম যে, বোর্ড অব কন্ট্রোল হইতে এই ব্যবস্থা উদ্ভূত হওয়া উচিত, আর এরূপ গুরুত্ব ও বিবাদীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিবেচনা কালে পিট সাহেবকে আমবা অংশী করিতে যত্ন করা উচিত। এই নির্দিষ্ট তিনি যত্ন আমবা সহিত উল্লিখিত মত দিন বন্ধ থাকিয়া কেবল এই কার্য্যের প্রতি মনোযোগ দিতে সম্মত হইলেন। এই সময়ের অনেক-

কাংগাল চার্লস থার্ট সাহেব আশাদের সঙ্গে ছিলেন। সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যথোযোগপূর্বক বিবেচনা করিয়া পি সাহেব সম্পূর্ণরূপে আশাদিগের সহিত একমত হইলেন, যেহিহা আশি সন্তুষ্ট হইল। এই নিমিত্ত আশাদের বেরণ ধারণা হইয়াছিল, তদনুসারে বিআপনী স্থি করিয়া কোট অব ডিবেস্টেবলের লিফট পাঠাইলাম।"

রায়ভদ্রের স্বত্বসম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, এক্ষণে তাঁহাদিগকে যে২ স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাঁহারা যে২ স্বত্বভোগ করিত, সেই২ স্বত্ব হইতে অত্যন্ত বিস্তার, বহুতঃ বর্ধার কথ্য বলিতে গেলে, ভূমিতে তাঁহাদের কোন মালিকীস্বত্ব ছিল না। তাহারা আপন২ যোত হস্তান্তর করিতে পারিত না, এবং আইনে এমন কিছু নাই, যাহাতে দেখায় যে, অমোদারের সম্মতি বিনা অবধারিত হারে রায়ভদ্রের ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। এতদ্ব্যতীত এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহাতে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী যে চাউল, গম ও অন্য শস্য খাদ্য শস্যকে কেবল মাত্র "প্রধান শস্য" বলিয়া সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য দ্বারা খাজানার হার নিয়মিত হইত।

আমি এস্থলে এই বিষয়ে সার জন শোরের লেখা হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।—

"কিন্তু ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রায়ভদ্র বহুকাল দখল করিলে, ভূমিতে দখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাঁহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এই স্বত্বক্রমে তাঁহারা ভূমি বিক্রয় করিবার, কিম্বা বন্ধক দিবার অধিকারপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং এই পরিমাণে উক্ত স্বত্ব মালিকীস্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র। যথেষ্টাচার্য্য রাজার অধীন অন্যান্য স্বত্বের ন্যায় এই স্বত্বও অনিশ্চিত। অমোদারদের স্থানে জোর করিয়া বৃদ্ধি লওয়া গেলে রায়ভদ্রের স্থানে এই বৃদ্ধি চাহিবার স্বত্বক্রমে তাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন। ভূমি মালিককে কেবল অমোদারদের প্রতি ন্যস্ত আছে, ইহা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহা হইলে রায়ভদ্র এই স্বত্ব ভূমীর স্থানে প্রাপ্ত না হইলে, রায়ভদ্রের অনুকূলে আমরা এইরূপ কোন স্বত্ব স্বীকার করিতে পারি না।

"বঙ্গদেশের যে কোন জিলায় বিধি লঙ্ঘন করিয়া জনার খাজানা গ্রহণ করা না হয়, তথায় ভূমির খাজানা জানা হারানুসারে নিয়মিত হইয়াছে, এবং কোন২ জিলায় প্রত্যেক আশাদের স্বত্ব হার আছে। বিধি প্রতি ভূমির উৎপন্ন ধারিয়া এই সকল হার স্থির হয়। কোন২ ভূমিতে বৎসরে দুই কসল, কোন২ ভূমিতে তিন কসল জম্মে। সুতরাং, পান, তামাক ও আখ প্রভৃতি অধিকতর লাভজনক জব্য হইলে, সেই পদ্ধতিতে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এই সকল হার ভূমি বাপ করিয়া অবশ্য স্থির করা হইয়া থাকিবে। এবং ভোড়ল মলের বন্দোবস্ত এই সকল হারের মূল হইতে পারে। কালক্রমে এই আসনের উপর আবহাওয়ার বোণ করা হয়, পরে মূল্য নির্ধারণের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। পরে বেরণ যাপ হইয়াছে, তদনুসারে হার তেদ হইয়াছে। অধী বাপ করা গেলে সাধাণতঃ কিকিৎ বৃদ্ধির সহিত চলিত হার দৃঢ় করা হয়।"

এই স্থলে প্রধান শস্য বলিতে কেবল চাউল, গম ও অন্য শস্য খাদ্য শস্য বুঝিতে হইবে, প্রধান শস্য শব্দের এইরূপ অর্থ করা হয় না। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যাইতেছে যে তৎকালে তাঁহা, তুত প্রভৃতি অধিকতর মূল্যবান উৎপন্ন প্রযোয় মূল্য বিবেচনাধীনে লওয়া হইত।

এই বিষয় সমাপ্ত করিবার পূর্বে আমি আর একজন উচ্চ বর্ত্তপক্ষের লেখা হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন। আমি লর্ড মেটকালের উল্লেখ করিতেছিঃ ইহা সুবিদিত যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসাকারী ছিলেন না। আমি নিম্নে যে স্থল উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাঁহার মত এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা অমোদারদিগকে ভূমিতে মালিকীস্বত্ব দেওয়া হয়।—

"আমরা আইনের দ্বারা যে সকল ভূমীর সৃষ্টি করিয়াছি, আমি তাঁহাদের সপক্ষ নহি, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি বিবেচনা করি, তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করা একটী বিষয়প্রাপ্তি হইয়াছে ও তাহাতে কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া ও তাঁহাদিগকে ভূমীর বলিয়া নির্দেশ করিয়া আমি বিবেচনা করি আশা গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বৃদ্ধিকরণান্তর যে সকল মালিকী স্বত্ব দিবার ক্ষমতা আমাদেব ছিল, অর্থাৎ, যে সকল স্বত্ব পূর্বে কাহারও ছিল না, সেই সকল আমরা তাঁহাদিগকে দিয়াছি। পূর্বে হইতে অন্যের যে সন্নিবিষ্ট ছিল, আমাদেব নুতন সৃষ্ট ভূমীদিগকে দিবার নিমিত্ত সেই সন্নিবিষ্ট নষ্ট করিবার স্বত্ব আমাদেব ছিল না। তাহা পূর্বে অন্যের ছিল এরূপ একটী ক্ষেত্রও তাঁহাদিগকে আইনমতে বা বাধ্যরূপে দিতে আমাদেব ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের অমোদারী অস্তগত প্রত্যেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টেব যে স্বত্ব ছিল, তাঁহাদিগকে সেই স্বত্ব দিতে পারিতাম ও দিয়াছিলাম। এবং স্থায়ী বন্দোবস্তক্রমে যাঁহা অন্যের সন্নিবিষ্ট বা দখল ছিল না, সেই সকল ভূমিতে ও আমরা সম্পূর্ণ সন্নিবিষ্ট প্রদান করিয়াছিলাম। এই রূপ করাতে পুরাতন চাষীমালিক ও স্থানীয়দের যে সকল স্বত্ব ছিল, যদিও আমরা সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতে স্বত্বান ও বাধ্য ও যদিও তাঁহা রক্ষা না করাতে আমাদেব আপনা, আপনি লজ্জিত হওয়া উচিত, তথাপি আমাদেব এই ভূমীর নিজ সন্নিবিষ্ট বলিয়া যে ভূমি নির্দেশ করা গিয়াছে, সেই ভূমিতে তিনি যে চাষী বসাইয়াছেন, সেই চাষী ও ভূমীর পরস্পর যে নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মভঙ্গ করিয়া আমাদেব মনোবৃত্ত অন্য নিয়ম নির্দেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের বধাবত্তী হইতে আমাদেব কোন স্বত্ব নাই। * * * * * আমি আইনমত ভূমীকে তাঁহার সমুদয় ব্যাখ্যাস্বত্ব দিতে চাই। আমরা যখন ভূমীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তখন তাঁহারা যে কেবল রাজস্বের শতকরা কিয়দংশ পাইবার অধিকারী থাকিবেন, কখন এরূপ অতিপ্রায় থাকি সন্দেহ না। এরূপ অতিপ্রায় ছিল যে, তাঁহারা প্রকৃত ভূমী হইবেন এবং যে স্থলে অন্যের পূর্বস্বত্ব বিস্তৃত হয়, সেই স্থলে তাঁহারা ভূমী হইবেন ও তাঁহাদের ভূমী নাকই উচিত। কিন্তু যখন অন্যের স্বত্বভরণ করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ আইনমত ক্ষমতা আমাদেব ছিল না, তখন এই সকল স্বত্বের কিছুই আমরা ভূমীদিগকে দিই নাই; এবং আমাদেব সৃষ্ট ভূমীদিগকে বিক্রয়ে পুরাতন ভূমীদিগকে ও স্থায়ীস্বত্বভোগাধিকারীদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য।"

আইনমত এই রূপ বিবাদী প্রশ্ন সম্বন্ধে চাই কোর্টের অঙ্গদের, আডবোকেট জেনারেল সাহেবের ও গবর্ণমেন্টের অন্য আইন সংক্রান্ত কর্মচারীদের এবং দেশের প্রধান আইন ব্যবসায়ীদের মত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। কিন্তু যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যেরূপ স্থিতিরীতি বিষয়ে, তদ্রূপ এই বিষয়েও বিশেষরূপ সম্বাদ্যতাব দেখিতে পাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অমোদারদের একটী প্রধান দাঁড়াইবার স্থল, এবং এই বিষয়েও আইন সংক্রান্ত যে সর্বোৎকৃষ্ট মত পাওয়া যাইতে পারে, নিলেই কমিটির তাহা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু এরূপ কোনমত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপির ৩য় অধ্যায় ।—ভালুকদারদের সম্বন্ধীয় বিধি ।

ভালুকদারেরা রায়তি স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র ভূমিগত মালিকী স্বার্থের একাংশমাত্র নিবন্ধ । প্রকৃত ভালুকদারদের জন্য এক্ষণে ব্যবস্থা করিবার আমিস্থান বিশেষ প্রয়োজন দেখি না । তাঁহাদের স্বত্ব মণ্ডোচিত পরিমাণে নিশ্চিত ; এবং একটি অসীমরূপ তাঁহাদের অন্তঃ আপনাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম । ভালুক ও পেটীও ভালুক সম্বন্ধে ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধান প্রাথমিকরূপে আমিস্থানে পারিতোষ ; কিন্তু এই বিষয়ে মূল ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপযুক্ত কারণ বা ন্যায় তা বুঝিতে পারিতেছি না । আমার মতে সমস্ত তৃতীয় অধ্যায়টি নূতন করিয়া লেখা উচিত, ১৮৬৯ সালের আইনের বিধান অংশাকারে রাখা উচিত, এবং বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত ১৮৬৯ সালের আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি শুধু তুলিয়া লওয়া উচিত ।

দখলীস্বত্ববিধিতে কোন কোন রায়তকে (অর্থাৎ যাহার কোনও মিলিকরে ও যাহাদের দখলে এককাল বিহার অধিক জমা থাকে তাহাদিগকে) ভালুকদারের মতে, মালিকানা পরম্পরাভাবে উন্নীত করার, আমার মান্যবর সহযোগীর বিস্তারিত ব্যাখ্যামতে মূল ব্যবস্থা খটিত পরিবর্তনের অনায়াসতা অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে ।

পাণ্ডুলিপির ৪র্থ অধ্যায় ।—যে রায়তেরা অবধারিত হারে ভূমি ভোগ করে তাহাদের সম্বন্ধীয় বিধি ।

ভূমির উপর গবর্ণমেন্টের নূতন কর নির্ধারণ অথবা বাকী থাকানা আদারের সুবিধা করা ভূম্যধিকারীরা যত কেন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া থাকুন না, এবং নিম্নলিখিত খাজনা হ্রাস সম্বন্ধে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া প্রণীতিশেষের ভূম্যধিকারীরা যত কেন অভিযোজন্যক জ্ঞান করেন না, আমি বলিতে পারি বঙ্গদেশের ও বেঙ্গালের জমিদারেরা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপেক্ষা তাঁহারা বরং বর্তমান অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতেও সম্মত । কিন্তু যদি আটন পরিবর্তন করিতে হয় তবে ইহা ন্যায় ও বিচারসিদ্ধ যে, ১৮৬৯ সালের ১০ আইনের নূতন যে যেবিধানে উচ্চতম করপত্রেরা বাকী করিয়াছেন জমিদারদের অন্যত্র ক্ষতি হইয়াছে, সেই সেই বিধান পরিবর্তিত বা রহিত করা উচিত । খাজনার একরূপ হারে দিয়া বৎসর ভোগ করিলে জিজ্ঞাস্য অনুরূপে যে অনুমান হয় তাহার উদ্দেশ্য এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে বলা হইতে পারে ; কারণ যে কোন প্রকার ইহার প্রাক দৃষ্টি থাকে, সে গত পঁচিশ বৎসর পরিচালিত করিয়া লইতে ও তাহার রক্ষাকরণার্থ যত্ন করিতে সুযোগ পাইয়াছে । অন্য কোন কথা না থাকিলেও এক্ষণে হওয়াতে যত কাল একরূপ খাজনা দিলে

১৮৬৯ সালের ১০ আইনের ৩৩ ধারা দেখ ।

একরূপ অনুমান হইবে সেই কাল হ্রাস করিয়া দেওয়া উচিত হইত । কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন এই কারণে অসম্ভব আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে যে বর্তমান আকারে এই অনুমান বলাতঃ জমীদারদের নিশ্চিত ও অনুরূপ কতি হইতেছে । মান্যবর জীযুত রেনল্ডস সাহেব ১৮৮১ সালের ১৮ মে তারিখের আপন মন্তব্যলিপিতে যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, মান্যবর রায় বাহাদুর তাঁহার লিখিত ভিন্নমতে পূর্বের তৎপতি মণ্ডোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন । রেভিনিউ বোর্ডের পদক্ষেপ মেন্তর ও খাজনা সংক্রান্ত কমিশ্যনের সভাপতি জীযুত ডাম্পিয়র সাহেবও তাঁহার ১৮৮১

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের রিপোর্টের ১ বাল্যের ১৮৮১ ও ১৮৮২ পৃষ্ঠা ।

সালের ১৯ মে তারিখের অনুরূপ তদ্রূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; এবং যদিও মান্যবর জীযুত রেনল্ডস সাহেব আপন মত পরিবর্তন করা উচিত বোধ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ও ডাম্পিয়র সাহেব যে সকল যুক্তি উপস্থাপন করেন, তাহার খণ্ডন হয় না । এইরূপ আইনমত অনুমানের প্রকৃত ফল রক্ষণাত্মক হয় না, সঙ্গতীয়ক হইয়াছে, অর্থাৎ যে “সকল স্বত্ব আছে কিন্তু বাহার প্রতিপোষণ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ পাওয়া যায়তে পারে না, কেবল তাহাই সাব্যস্ত না করিয়া অধিকাংশ স্থানে নূতন স্বত্ব সৃষ্টি হইয়াছে” মান্যবর জীযুত রেনল্ডস সাহেব এট যে হেতু উপস্থাপন করেন কোল

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত ব্যবস্থার প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের রিপোর্টের ২ বাল্যের ৪৬০ পৃষ্ঠা ।

যে তাহা পরিষ্কার জীযুত ডাম্পিয়র সাহেব অনুমান খটিত শর্তাতি রক্ষণের দোষ দিয়াছেন এমন নহে, তিনি সাধারণ রাজনীতি খটিত এই হেতু দিয়াছেন যে, “বলপূর্বক নীলাম দ্বারা বিরোধী বিক্রেতার মিকট হইতে কোন খরিদার কোন মতাল পাইলে অধিকাংশ স্থলেই খরিদার জমিদারী কাগজপত্র পাঠতেপারে না বলিয়া উক্ত অনুমান দ্বারা কার্যতঃ ইচ্ছা নিবন্ধন করা হয় যে, কোন প্রজা খাজনা পরিবর্তন দিয়া বিংশ বৎসর ভূমি ভোগ করিলে অবধারিত হারে চিরস্থায়ী দখলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে ।” জীযুত ডাম্পিয়র সাহেব সাধারণ রাজনীতি খটিত হেতু দিয়া এইরূপ আর একটী যুক্তিাদনাছেন যে, “চুপ করিয়া থাকিলে আপনাদের স্বত্ব পাছে চ্যুতি যায়” এতদ্বারা উক্ত বিধানহেতুক ভূম্যধিকারীদের বিংশ বৎসর অন্তর খাজনা হ্রাস করিবার মৌলিকতা উপস্থিত করিতে হয় ।

পাণ্ডুলিপির ৫ম অধ্যায় ।—দখলীস্বত্ববিধিতে রায়তদের সম্বন্ধীয় বিধি ।

এইবিষয়ের বিচার করিতে প্ররক্ত হইলে, প্রকৃত চাষী ও মালিকী প্রজা এই উভয়ের মধ্যে যে অসাম্য প্রভেদ আছে, ইহা তাঁহাদের মনে রাখা আবশ্যক । যাহাতে কৃষকের সমৃদ্ধি হ্রাস হয়, তাহাতে জাতীয় সমৃদ্ধির ও সমৃদ্ধি হ্রাস হয় । কিন্তু চাষীকে নিম্পীড়ন করিয়া মধ্যবর্তী প্রজা যাহা আদায় করতে পারেন, তাহারই উপর তাঁহার সমৃদ্ধি নির্ভর করে । সুতরাং মধ্যবর্তী প্রজা সমাজের অসাম্যক অতঃরূপ এবং তিনি থাকিতে কেবল অবস্থাপত্য অসুবিধা হ্রাস হয় । প্রাচীন দেশাচার কিম্বা পূর্ব কালের সরকারী কাগজপত্রে যে কিছু দয়া দেখান হয়, তাহা কেবল ভূমির চাষীদের প্রতি দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা কৃষিকার্যের নিমিত্ত ভূমি দখল করিয়া ক্ষুদ্র কৃষাদী হইয়া বসেন, ও আপনাদের মৌলিক কার্যক্ষেত্রে জমিদারী প্রণালীর যত কিছু দোষ ও

অপব্যবহার সম্ভব, তৎসমুদয়ের শাসনগত দেখাটেরা থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ইচ্ছা করা দেখান হয় না। যদি আইনের নীতিগত পারবর্জন ক্রমে হয়, তবে আমাদের কৃষিপ্রণালী হইতে এই শ্রমীর লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; কারণ “দুর্ব্বাসের সহ্য করার সক্ষম, এরূপ যে সঙ্গতি কৃষকদের” সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছা আছে, তাহাদের উৎপাদিত সম্বন্ধে এই শ্রমীর লোকদিগকে বহুতম প্রভাববদ্ধ। কোন বিশেষ স্থান কোর্সী লি। সঙ্কট হইতে দিবার আশ্রয়তা স্বীকার করিতে আমি বিশেষ সম্মত নহি, কিন্তু সেই সীমার বাহিরে আমি যাইতে চাচি না। যে সকল স্থানে কৃষিকার্যার্থ ভূমির দখল দেওয়া যায়, সেই সকল স্থানে প্রজা নিষ বা বেতনভোগী মজুরের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমির চাষ করিবেন, মথলীস্বত্ব এইরূপ নিষ্পত্তি থাকে, আমি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই এবং বাসেন্দা রায়ত ছাড়া অন্য কাহাকেও এইরূপে মথলীস্বত্ব করিয়া দিবার অনুমতি দিতে চাচি না। আমি কঠিনভাবে যে সংশোধনের প্রস্তাব করি, তাহাও দুইটি এই বিষয় সম্বন্ধীয় ছিল। প্রথমোক্ত নাবালগ প্রভৃতির বেলা সম্বন্ধে যে কোর্সী লি। করিয়া অনুমতি দান সূচক সংশোধনটি বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকৃত বাসেন্দা কৃষকে এইরূপ হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে, এই সম্বন্ধে অন্য সংশোধনটি গ্রহণ হয় না।

এক কথার উত্তম প্রমাণ আছে যে কোর্সী লি। করিয়া কৃষকে সর্জনশ হইয়াছে, এবং কৃষিসংক্রান্ত অন্য

The Zemindari Settlement of Bengal নামক বইয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংকলিত পুস্তকের ১ বালায়ের ৩৫৭-৬০, ৬৮ ও ৬৯ পৃষ্ঠায় ইহা একটা স্পষ্ট উদাহরণ দৃষ্ট হইবে, তাহাতে অনেক সরকারী ও বেসরকারী লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদিও গোলযোগ সম্বন্ধে মধ্যস্থত প্রকার সর্বোপেক্ষা দায়ী এবং যে রায়ত জমিদারের অব্যবহিত অধীনে আছে, তাহার অবস্থা কোর্সী বা কলারত রায়তের অপেক্ষা অনেক ভাল। এইরূপ অবস্থায় মথলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের মলকোত ডালুকদার ও খাজানাগ্রহীতার পক্ষে উন্নীত করিলে, এবং কৃষক ছাড়া অন্য লোকদিগকে মথলীস্বত্ব বা প্রকারান্তরে মথলীস্বত্ব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিলে, বর্তমান অসুবিধা অনর্থক বৃদ্ধি করা হইবে না। রায়ত কোন একখণ্ড ভূমিতে মথলীস্বত্ব লাভ করিতে না পারে, এই নিমিত্ত যে জমিদার তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক একতমী হইতে অন্য জমীতে চালান

করে (আমি বলি এরূপ রীতি থাকার প্রমাণ নাই), সেইরূপ জমিদারের স্বচ্ছচার হইতে রায়তকে রক্ষা করা আবশ্যিক, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া নিম্নলিখিত কমিটী রায়তের অনুকূলে এই অনুমান সৃষ্টি করিতে চাহেন যে যেহেতু এক্ষণে তাহার ভূমি ভোগ করিতেছে, তাহার অবশ্যই ১২ বৎসর এক্ষণি ভোগ করিয়া থাকিবে। এইরূপ অনুমান কৃষিসংক্রান্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থার বিকল্প; কারণ যাহার উপর জমিদারদের কোন ক্রমতা নাই, এরূপ নানা হেতুবশতঃ ভূমির দখল দিনে পরিবর্তন হইতেছে। এই প্রদেশে বহু নদীতীরস্থিত ভূমিখণ্ড আছে, যেখানে নিয়ত শিকড়ী ও পরশুী বটিতেছে; এই প্রদেশের সীমান্ত স্থানে সর্বত্র অন্যান্য জঙ্গল কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করণের প্রক্রিয়া চলিতেছে; মধ্যস্থিত জিলা সমূহে ভূমির উপর লোক সংখ্যার চাপবশতঃ পতিত ও বাসকর জমির উপর চাষের আক্রমণ হইয়াছে ও প্রচলিত হইতেছে; এরূপ বহু সংখ্যক পাইকস্বত্ব কৃষক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ যাহারা কোন বিশেষ স্থানে বাসাবাসী না থাকিয়া সকল দিকে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকস্থলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কম হওয়াতে ও অন্য উপায় হেতুতে পুরাতন রায়তের ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের যাত ইচ্ছা করে; এই সকল কথার প্রতি উক্ত অনুমানে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ইহা কি বলা যাইতে পারে যে, একজন অপকৃপাতী ও সক্রিয় নিচরক, মোকদ্দমার সম্ভাবিত অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া, প্রজা অন্য কোন ভূমি ভোগ করিতেছে, কেবল ইহা হইতে (এইরূপ অনুমান করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করা দূরে থাকুক,) এইরূপ অনুমান করিতে পারিতেন যে উক্ত প্রজা উক্ত সমস্ত ভূমিখণ্ড কিম্বা অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ গত ১২ বৎসর দখল করিয়াছে?

সকল রায়তের মথলীস্বত্ব আছে, এই প্রস্তাবিত অনুমান সম্বন্ধে, আমি এখানে একটি স্থলের উল্লেখ করিব, যে স্থলে রায়তের মথলীস্বত্ব না থাকিলেও জমিদারের বা ঠিকাদারের পক্ষে এরূপ অনুমান খণ্ডন করা আমি প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি।—

১ম।—গবর্ণমেন্টের রাজস্বের নিমিত্ত বলপূর্ব্বক নীলাম করা গেলে, সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যে স্থলে ভূমি-কাঠী দখল পান, সেই সেই স্থলে যে বাসিন্দা জমিদারের সম্পত্তি এইরূপে ক্রয় করা যায় সেই জমিদার প্রায়ই স্বীকার্য্যতঃ ক্রেতার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্ব মনের কাগজপত্র দিতে অস্বীকার করে। এরূপ স্থলে জমিদার করূপে উক্ত অনুমান খণ্ডন করিলেন?

২য়।—যে স্থলে এক মগল দুঃ কিম্বা তদধিক পত্তনীদার বা ঠিকাদারকে বিলি করিয়া দেওয়া যায় সেই স্থলে এই মগলের অন্য পত্তনী বা ঠিকা অধিতে রায়ত যে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে না, এই অনুমান একজন পত্তনীদার বিলোপ খণ্ডন করিলেন?

কোন মথলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়তের মোক্তার পরিমাণ এক গজ মাত্র হইলেও, যে মূতন ক্রম লইলে, যে দিন তাহার মতি এই সময় বন্দী হইবে, সেই দিন তাহাতে মথলীস্বত্ব প্রাপ্ত হইবে, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক গজ মাত্রের মূতন হইতে হইতেছে। একজন রায়ত স্বয়ং এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে পারে বা লগাই সে বহুতর ভূমিখণ্ড চাষ করিতে পারিবে ইহা বুঝিই নাই। সে কেবল জমিদারি বা বজায় করিবার নিমিত্ত ভূমি লইতে পারে।

জমিদার “মথলী” শব্দ অস্বাভাবিক। মথলী শব্দে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড বুঝাইতে পারে, অথবা দেশের মূতন ও বজায় হইতে পারে। “প্রজা” শব্দ অধিকতর সুবিধাজনক। আমের নামকিত সীমা আছে ও উহাতে অবশেষে মথলীস্বত্ব।

মখলীস্বত্ব হস্তান্তর করিবার ও তাঁহা অগ্রে ক্রয় করিবার অধিকার কথা।

ইহা অতি স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এ দেশের ভূমি সংক্রান্ত প্রাচীন ব্যবস্থাক্রমে, কোন রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী

৩“ ইহা সাধারণতঃ জানা আছে যে, রাষ্ট্রভেদেই বহু কাল মখলীস্বত্ব ক্রমে ভূমিতে মখলীস্বত্বপ্রাপ্ত হয় ও তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু এই অর্থক্রমে তাহার ভূমি বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় না।” শোর সাহেবের ১৭৮৯ সালের ২৮ জুনের মন্তব্যালিপি ; হারিংটন সাহেবের Analysis নামক পুস্তকের ৩২ বাল্যের ৪০৪ পৃষ্ঠা।

মুক্তক বা মণ্ডুক, তাঁহাদের পায়ত স্বার্থ বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা ছিল না। * দেশাচারক্রমে না উঠিলে ভূমি মালিকের চাক্ষুর বিক্রয়ে মখলীস্বত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারে না। এই কথা বলিয়া ব্যবস্থাপকরা ও দিগবর্তিতা এই নিয়ম মান্য করিয়াছেন। গদগমেটের পক্ষের কথা এই বলিয়া বোধ হয় যে, দেশাচার

সমস্ত চলিয়াছে, কিন্তু যে স্থিতিরীতিগত বিবরণে দেখাই দেওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক প্রাসঙ্গিক নহে, কারণ তাহাতে দেখান না কত স্থলে হস্তান্তর হইবার পূর্বে বা পরে অমীমাংসায়িত দিয়াছেন।

এপ্রকারে কোন দেশাচার এরূপ প্রসঙ্গ হইবে যে, সকল প্রকার ও স্বার্থের সম্বন্ধে অমীমাংসায়িত বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হওয়া উচিত নহে। আর (১ম) হস্তান্তরযোগ্যতা সর্বত্র স্বীকৃত হয়, ইহার বিশেষ ও উপযুক্ত স্থান না থাকিলে, এবং (২ম) দেশাচার প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত ও প্রবল আছে, তাহার প্রমাণ দিতে খরিসাদারদের অক্ষমতা তেতুক দেখানো আদালতে অবিচার্য। প্রতিবার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত না থাকিলে, সর্বত্র হস্তান্তরযোগ্যতার বিধান করা অনাবশ্যক বলিয়া আমি বিবেচনা করি। এক্ষণে যে রূপে সম্পত্তি হইতেছে, তদনুসারে সর্বত্র মখলীস্বত্ব বিস্তার করা গেলে, ভূস্বামী ও প্রায় সমস্ত উত্তরাধিকার অপকার হইবে; কারণ, যে সকল শ্রম ও মৈত্র্যতাপস্বয় রায়ভদ্রদিগকে রাখা ভূস্বামীর স্বার্থ, আপন ভূমিতে তাহাদিগকে রাখিবার ক্ষমতা ইহাতে আর তাঁহাদের থাকিতেছে না, এবং যে মজাফেরের বা মজাফেরের জমীদারের রাষ্ট্রভেদে স্বত্ব ক্রয় করিতে পারে ও তাহাদের অধীনে ভিন্ন প্রকারের লোকবসাইয়া প্রাণে বিবাহ, মোক্ষদগা ও সর্বনাশ উপস্থিত করিতে পারে, সেই মজাফের বা অমীমারদের দ্বারা রাষ্ট্রভেদে উচ্ছেদ হইবার দার উল্লেখিত হইতেছে।

আমি বলিতে চাই যে, এদেশের যে প্রাচীন দেশাচারক্রমে প্রকৃত হস্তান্তর করিতে পারা যায় তাহা তাহাতে প্রাচীন সমাজের নির্দিষ্টতা ও মজল হইবার বিশেষরূপে সম্ভাবনা ছিল, কারণ, এই সমাজে গোষ্ঠীদের স্বার্থ ছিল না, তাহাদের তথার বলপূর্বক প্রবেশ করা এবং সাধারণতঃ এই সমাজের ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে স্বার্থ স্থাপন করিয়া প্রাণের শান্তি ও সমৃদ্ধি নষ্ট করা এই দেশাচারবলে বহুপরিমাণে নিবারণিত হইত।

মজাফেরের রাষ্ট্রভেদে মধ্য হস্তান্তরকরণ স্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে যে অনিষ্টজনক ফল কলিয়াছে; এবং যেসকল ভদ্রদের হাতে সাঁওতালদের পড়ে, প্রমাণতঃ তাঁহাদের অভিচারহেতুক সাঁওতালদের মধ্যে যে শান্তিভঙ্গ ঘটে আবার মজের প্রতিপোধনার্থে আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই; এবং এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, আমার নিজ ও অন্যের ভদ্রতার রাষ্ট্রভেদে মজাফের ও অন্য ভূমিধারীদের ককণার উপর কেলা যে ইহার আর্থিক কল হইবে, তাহাকে আমি পাপিত্তি করিতে চাই।

সত্য বটে, নূতন হস্তান্তরস্বত্বদানের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভূস্বামীকে অগ্রে ক্রয় করিবার স্বত্ব দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যাহা ভূস্বামীর নিজের আভি, তিনি কেন তাহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন? অগ্রে ক্রয় করিবার প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধ স্বত্বে ভূস্বামীর অম্পই উপকার হইবে, এবং আমি প্রস্তাব করি যে, এই স্বত্ব যদি দেওয়াই হয়, তবে উত্তরাধিকারক্রমে না হইয়া রাষ্ট্রীয় স্বত্বে যে প্রত্যেক হস্তান্তর হয়, তাহা তেই এই স্বত্ব বর্তীষ্টয়া ইহা অধিকতর কার্যকর করা উচিত; এবং “তালুক” সম্বন্ধেও উক্ত স্বত্ব বর্তীষ্টতে পারিলে মজাফের প্রজাদের স্বার্থলোপ করিয়া একটি স্বত্ব কার্যকর বস্তুর বিধান করা হইবে, ইচ্ছা সন্দেহ নহে। বিশেষ মজল। অগ্রে ক্রয় করিবার অধীক স্বত্বাধীনে, যাহার তাহার নিকট বিক্রয় করিবার স্বত্ব অপেক্ষা প্রকৃত-বাসেন্দা কৃষকদের নিকট যাহীন ভাবে বিক্রয় বরং আমার নিকট উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। কেন? অসুমান করেন যে, মখলীস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য হইলে বেচারের নীলকবনের উপকার হইবে; কিন্তু আমি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক লোককে জানি, যাহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী, এবং বঙ্গদেশের নীলকরণ সম্পূর্ণরূপে ইহার বিরোধী।

খাজানা মুদ্রারূপে পরিবর্তন করণ।

এই বিষয় বিবেচনা করার সময় আমি এই কথা অগ্রিম বলিতে ইচ্ছা করি যে আমার মতামতে খাজানা বা শস্যদান খাজানা দেওয়া যৌক্তিক নহে; এবং আমার এমন বিবেচনাও হয় না যে উহা মুদ্রারূপে খাজানা দেওয়ার ন্যায় কোনকালে অমীমার বা কৃষকের উপযোগী হইবে। কিন্তু বেচারে এমন অনেক স্থান আছে যথায় তাহা চলিত ও টাকার খাজানা কদাচ কখন দেওয়া যায়। এই সকল স্থানের অবস্থা ভিন্ন প্রকার, এবং এই বিষয়ে যে রূপে সম্পত্তি হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্তন যদি সম্ভব প্রদর্শিত করা যায়, তাহা হইলে সকল প্রকারই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বিষয়ে সময়ের উপর নির্ভর করাই উচিত, অতীত কালের অভিজ্ঞতার দৃষ্ট হইতেছে যে, সত্যতা ও সমৃদ্ধির কারণে উন্নতির সঙ্গে শস্যরূপে দেয় খাজানা মুদ্রারূপে প্রাপ্ত পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে এরূপ পরিবর্তন প্রদর্শিত করা আমার মোক্ষের বিষয় নহি।

এবিষয়ে আমার নিজের বড় একটা ক্ষতিবুদ্ধি নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে বেচারের জমীদারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ আমি তাঁহাদের মত প্রকাশ করি। আমার বিবেচনায় এই সকল মত বিশেষ বিবেচনায়োগ্য।

শস্যরূপে খাজানা দেওয়ার রীতিই নিঃশেষে খাজানা দিবার আদিত উপায় ; এবং দেহারের অনেকঅংশে উহা যে আজিও রক্ষিত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে লোকের বর্তমান অবস্থার উহাতে খাজনা প্রকারে সুবিধা হয় এবং সকলেই জানেন এদেশের লোক পুরান রীতি অনুসারে কার্য্য করিতেও অধিক ভাল বাসে । আকারের প্রধান হিন্দু রাজস্ব সচিব রাজা ভোড়রখল রায়তের খাজানা ঘোটে উৎপন্নের একতৃতীয়াংশ বলিয়া নির্দেশ করেন । আরজীব হুজি করিয়া অর্ধেক করিয়া তুলেন । জমিদারেরা বিচালির মূল্য নির্ধারণ অত্যন্ত হৃদয় বিবেচনা করিয়া শস্যরূপ উৎপন্নের ১৬ হোলভাগের মাত্র ভাগ খাজানা অবধারিত করেন এবং বিচালির সমস্ত মূল্য রায়তকে প্রদান করেন ।

যেখানে হুজিফাদি উপাধি শুধুই কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যবহারান্তর অবলম্বনের চেষ্টা উপায় নাই, সেখানে অজম্মার সময় উৎপন্ন যতই কম হউক না কেন উহার এক অংশ রক্ষা করাই কৃষকের পক্ষে স্পষ্টই সুবিধা । আর একদিক দেখিতে গেলে যে প্রজা এক সমান মুদ্রারূপ খাজানা দিতে বাধ্য, সময়ে সময়ে তাহার সমস্ত উৎপন্নের মূল্য ভূম্যধিকারীর অবধারিত টাকার দাবীর সমান হয় না । এইরূপ বিবেচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যে কৃষক খাজানা শস্যে দেয় সে, যে মুদ্রারূপ খাজানা দেয়, তাহার অপেক্ষা ভূত্বিক সহ্য করিতে অধিক সমর্থ ।

দৃষ্টান্তরূপে এমন বৎসরও বাহাতে শস্য একেবারেই জন্মে নাই । ভাওলীয়ার আপন ভূম্যধিকারীকে সে বৎসর কিছুই দিবে না, যেহেতু তাহার সহিত ভাগ হয় এমন শস্যই নাই । কিন্তু শস্য উৎপন্ন হউক আর না হউক । মুদ্রারূপ খাজানাদাতা সম্পূর্ণ বৎসরের খাজানা দিতে বাধ্য, তাহাকে হয় যে সময়ে তাহার বাখ্যাসম্বন্ধে অত্যন্ত কম সেই সময়ে জমা মুদ্রে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, না হয়, ভূম্যধিকারী মোকদ্দমা কজুকরিলে তাহার খরচা ও সুদ দিতে হইবে । অতএব শস্যরূপে দেয় খাজানা পরিবর্তনের বিধান বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ উহাতে অজম্মা ও হুজিফাদের সময় কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যন্ত কষ্টে কেলিয়ার সম্ভাবনা ।

খাজানার দাবীর সময় সাধারণতঃ কসলের সময়ের সঙ্গে এক তওয়ার মতরাতরও দৃষ্ট হয়, যে সকল কৃষক মুদ্রারূপে খাজানা দেয়, অনেকস্থলে, যদিও এরূপ স্থল অতিবিরল, তাহানিগকে অতিঅস্পৃশ্য শস্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয় । এরূপ সময়ে ভাওলী প্রজাকে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকারই করিতে হয় না ।

আবার অনেক স্থলে বড় বড় চর আছে, তাহার প্রতি কসলেই ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিলক্ষণ হ্রাস রুজি হয় । এরূপ স্থলে জমিদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষেই ভাওলী প্রজার খাজানার বন্দোবস্ত করার সুবিধা ও সুবিচার হয় ।

আরও ভাওলী প্রজানুসারে বন্দোবস্ত জমিদার রায়তের সহিত ভাগ করার প্রত্যবসরই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, ও উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধির কল পাঠিয়া থাকেন । যদি হ্রাস হয় তবে উভয়ের সে ক্ষতি ভাগ করিয়া লইতে হয় । এজন্য কোন পক্ষই বিশেষ অনগ্রসোরের বিশেষ কারণ থাকে না এবং জমিদারেরও খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা কজু করিবার বিশেষ আশংকতাও থাকে না ।

এই পর্য্যন্ত মুদ্রারূপে পরিবর্তন সম্বন্ধে গেল । এই পরিবর্তন কার্য্যে পরিণত হইয়া এখনকে রাজস্ব কর্মচারীই মুদ্রারূপে দেয় খাজানা অবধারিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিতে বিধান আছে যে এরূপ বন্দোবস্তের সময় তিনি নিকটস্থ স্থানে প্রচলিত মুদ্রারূপ খাজানা দেখিয়া ও মত লব বৎসরে জমিদার প্রকৃতপক্ষে যে খাজানা পাইয়াছেন তাহার গড় মূল্য ধরিয়া কার্য্য করিবেন । এষ্ট সকল নিয়ম অত্যন্ত আলসী, এবং আমরা সকলেই জানি যে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রিয় কামচারীর মত অত্যন্ত ভিন্ন । আমার বিবেচনায় এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজস্ব কর্মচারীকে তাহার নিজ মতলবমত মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং এসকল বিষয় ভূম্যধিকারী ও প্রজার ব্যক্তিগত চুক্তি ও পরস্পরের সম্মতি অনুসারে হইলেই ভাল হয় । জমিদারের পক্ষহইতে একথাও বলা হইয়া থাকে যে শস্যরূপে খাজানা লওয়াই জমিদারের পক্ষে লাভ, কারণ রায়তের ন্যায় তাহাকে কসলের সময়েই বিক্রয় করিতে হয় না । তিনি শস্য কিছু দিন ধরিয়া রাখিয়া কসলের সময় বাজাবে না পাঠাইয়া বৎসরের যে সময়ে শস্যের মূল্য অধিক হয় এরূপ সময়েই অনেক সুবিধা করিয়া শস্য বিক্রয় করিতে পারেন । সুতরাং এইরূপ খাজানার পরিবর্তনে কাঙ্ক্ষিত জমিদারের আর কমান হইবে, আমার বোধ হয় না যে এরূপ করা গবর্নমেন্টের স্বার্থ অতিপ্রায় ।

আমার ভরসা আছে যে আমি শীঘ্রই এ বিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থিতিরীতি লিখিত সংবাদ দিতে পারিব । ঐ গুলি এখনও আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই । এই সম্বন্ধে আর এক কথা আছে । রায়তের দাবীর জন্য তাহা প্রকাশ করা উচিত, সে কথাটা এই ।—যে স্থলে ভাওলী প্রজা প্রচলিত আছে সে স্থলে জলসেচন কার্য্যের জন্য আবশ্যক পুর বীধ সকল জমিদারকে নিজেই প্রস্তুত করা করিতে হয়, যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে রায়ত ইহার উপকার লাভ করে, তথাপি তাহাকে এসম্বন্ধে গোসরূপ খরচার দায়ী হইতে হয় না । কিন্তু যেস্থলে টাকার খাজানা দিতে হয়, সেস্থলে জমিদার যদি জলসেচনকার্য্য দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করেন, রায়তকে খাজানা বৃদ্ধি দিতে হয় এবং স্থানীয় প্রজা অনুসারে আশা করা যায় যে বর্তমান পুর বীধ প্রকৃতি ঘেরামতে রাখার খরচ জমিদারকে ও তাহাকে অংশ অনুসারে দিতে হইবে ।

খাজানা রুজি।

এই বিষয়ে ও খাজানা আদার বিষয়ে জমিদারদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া পরামর্শদিগে বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। বর্তমান আইনে কেবল তিনটি কারণ দশতঃ আদালতের দ্বারা খাজানা রুজি করার অধুস্বত্তি আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, রায়তের দ্বারা বা পরিজন বা ভৌত উপায়ের দ্বারা অথবা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি রুজি হইয়াছে। সকলে স্বীকার করিবেন যে এই দূর ধরিয়া রুজি দেওয়া নাযা, কিন্তু কার্যকালে দৃষ্ট হইয়াছে যে এরূপ “রুজি” আদালতে প্রমাণ করা অত্যন্ত দুষ্কর, অতএব আদালত দ্বারা রুজি এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। এই জন্য জমিদার দ্বারাও চুক্তি দ্বারা খাজানা রুজি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অসমস্যসাধা বিবেচনা করেন, কিন্তু এরূপ করাও কোনক্রমেই সহজ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জমিদার দেওয়ানী আদালত দ্বারা যে রুজি পাইতে পারেন না, তাহা দিতে রায়তেরা নিতান্ত অনিচ্ছুক।

বাণাহউক, যে অবধি গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রত্যেক জিলার খাদ্য শস্যের সাপ্তাহিকমূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন তদবধি মূল্য রুজি জমিদার উত্তম উপায় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমি এই সকল মূল্যের তালিকাকে মূল্যরুজির চূড়ান্ত প্রমাণ করার প্রস্তাবকে অতি উত্তম প্রস্তাব বলিয়া মনে করি। এবং এইরূপ করিলে জমিদার অনেকটা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বর্তমান আইনের শঙ্করূপে সাধারণতঃ রুজিত হয় এবং এক্ষণে খাজানা রুজির কারণ যেরূপ নিম্নবন্ধ করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহা না হয় আমি এই মর্মে প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

এই পাণ্ডুলিপিতে যেরূপ কম্পনা করা হইয়াছে অনেকগুলো তথ্যের অম্য কারণেও ভূমির উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। এরূপ স্থল অতি বিরল ও হ্রস্ব প্রমাণ করা দুষ্কর, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন বিধান না করার কোন কারণ নাই।

এই রুজি সম্বন্ধে প্রধান শস্যের লক্ষণ, কেবলমাত্র স্থূলত খাদ্য শস্যে সীমাবদ্ধ থাকা আদার যত উচিত নহে।

দেশের কোনরূপ শস্যের পরিবর্তন হইলে জমিদারেরা তাহার উপকার লাভ করিবে, একথা সমস্ত পুরাণ আইন এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছে। সার জন পৌর সাহেব বলিয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেও এইরূপ দেশাচার প্রচলিত ছিল। বর্তমান সময়েও যে সকল অঞ্চলে শস্যরূপ খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার যে কেবল খাদ্য শস্যের উপর নির্ভর করা হয় এরূপ নহে, ইক্ষু, তামাক, পান এবং অন্যান্য প্রকার শস্যও বাচাই করা হয়। অন্যান্য জিলাতেও যে সকল জমীতে খাদ্য শস্য উপর হয় ও যে সকল জমীতে অধিক মূল্যবান শস্য উপর হয় তাহাদের খাজানার হার সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

অতএব এই বিধানে আবার “নূতন করিয়া পুরাতন আইন ও দেশের সর্ববাদিসম্মত দেশাচার পরিভাষা করিয়া যাওয়া হইল।”

বিধানীয় স্থলে পুরাতন আইনে আদালতের উপর খাজানার ন্যায্য ও উপযুক্ত হার নির্ধারণ যে তার ছিল তাহার উপর আর এরূপ কিছু বেশী করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না এবং খাজানার হার সীম বন্ধ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাঠি না। প্রত্যেক স্থলে দেওয়ানী আদালতকে যেরূপ অধুস্বত্তি লভিতে হইত, তাহাতে কোন্ হার নাযা ও উপযুক্ত হইবে আদালতে তাহা জানিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইত। এই জন্য ইহার ক্ষমতা হ্রাস করার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, এবং উচ্চতর হার দেওয়া উচিত আদালতের ক্ষমতাসমত এই বিধান অধিনেও টাকায় চারিআনার উচ্চতর হার দেওয়া বন্ধ করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

যদ্যপি খাজানারুজি সম্বন্ধে আদার বক্তব্য এই যে, এরূপ স্থলে কোন্ বিচারে স্বাধীনভাবে চুক্তি পরিহার করা হইল, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যদ্যপি বন্দোবস্ত দ্বারা খাজানা রুজি পাওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ স্থলে তথ্যের বিধানের অন্য কোনরূপ ত্রুটি থাকিবে এবং রায়ত যে চুক্তি পূর্বেই স্বাক্ষর করিয়াছে কবুলিয়াৎ রেকর্ডেরী করার সময় তদযুগী দায়িত্ব সম্বন্ধে গোলাযোগ উত্থাপনের সুযোগ পাইবে, এরূপ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

পাণ্ডুলিপির ৯ম অধ্যায়।—এজমালী সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

মন্ত্রিসভার উত্থাপিত আদিন পাণ্ডুলিপির অতিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনায় ১৭ দফা হইতে এবং তাহাতে উল্লিখিত উক্ত অংশ সকল হইতে আমি আনিতে পারিয়াছি যে লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে যে এজমালী মালিকদের কার্যাব্যাহক নিয়োগের বিধান করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনের কিরমৎশ ১৮৭৪ সালে রহিত করার বর্তমান আইন অর্থাৎ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা অনুসারে কার্য করা দুর্বৃত্ত হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ আইনে যে স্থলে এজমালী ভূস্বামী আছে ও যেখানে এরূপ এজমালী ভূস্বামির ব্যবহারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, সেখানে ঐ সম্পত্তির অন্য কার্যাব্যাহক নিয়োগের ক্ষমতা গবর্নমেন্টকে দেওয়া আছে। এই সকল আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক পূর্বে পাস হইয়াছিল। উক্ত কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনে শান্তিভঙ্গ ওকতর ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব শান্তিভঙ্গ এককালে ফৌজদারী ও দেওয়ানী অপরাধ সাব্যস্ত করা আর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই। এই জন্য অপ্রচলিত আইন বলিয়া ১৮৭৪ সালে এই সকল আইন রহিত করা হয়। অতএব এই সকল কার্যপ্রণালী পুনরুজ্জীবিত করার পূর্বে, সরকারী কার্যকারকেরা ও অভিযোজ্যগণ প্রকৃতপক্ষে গত ১৮১২ ও ১৮২৭ সালের আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতেন এবং তাহার কি বা কল হইয়াছে এবিষয় অধুস্বত্তি করার বিশেষ কারণ আছে। আমি এবিষয়ে কমিটিতে একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলাম যে এবিষয়ে সংবাদ অধুস্বত্তি করা বাইবে এবং

আমি এই কথা না বলিয়া এবিষয় ভাগ করিয়া যাঁতে পারিতেছি না যে, দিয়ার ও সামান্যদের বহুল প্রচারের সহিত রাষ্ট্রদিগের উপকারার্থ গবর্নমেন্টের পিতৃহান্যের ভাব রক্ষা করার কোন অবশ্যকতা নাই। অতএব যদি এই সকল বিধান পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে মহান ও ভালুকের ভূমিগণ এমন কি পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে নূতন তালুকদারেরাও আপনাদের সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে তাঁর আপীলশূন্য ভাবে জিলার জজের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। এরূপ হলে অত সাহেবের ভুল সিদ্ধান্ত করার সম্ভাবনা কি এত অল্প যে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে? অথবা অতস্বরূপ তাঁহার অন্যান্য যে নানা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় এবং যাঁতে আইনে তাঁহার বিচার চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না করিয়া ছাড়া কোর্টে আপীলের দিখান করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এখানে কি তদপেক্ষা কম অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে?

“দেশখণ্ডে দেশখণ্ডে হার ভিন্ন ভিন্ন, রাজশাহী ও কুচবিহারে শতকরা ২৫ টাকা হইতে (এই সকল স্থানে ওজাবহারপ্রণীতির পুনঃগঠনের জন্য বিশেষরূপে বলা হইয়াছে এবং সেইরূপ কার্যও আরম্ভ হইয়াছে) উড়িষ্যা শতকরা ৫.১ টাকা। বঙ্গদেশের বার্ষিক বিজ্ঞাপনো, ১৮৭৯-৮০ সাল, ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা।”।

সিলেট কমিশীতে আমায় তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে কার্যাব্যাহক সমস্ত এজমালী ডুম্রানীদিগের সম্বন্ধিত ব্যক্তিরকে কোনমতে খাজানা কম করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না। আমার মত এই যে, প্রায় কার্যাব্যাহকের স্বার্থ কিয়ৎকালের মিসিত গাঁহ, যে গবর্ণমেন্ট কার্যাব্যাহক তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবেন তাঁহার কার্য এক অধিক যে এবিষয়ের তত্ত্বাবধারণে মনোযোগ দিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকিবেন না। সুতরাং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে রাষ্ট্রের খাজানা কমাইয়া দিয়া জমীদারকে বাৎসরিক আয় হইতে বঞ্চিত করিবার ও উক্ত রাষ্ট্রদিগের নিকট কমিশ্যন স্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করিবার পক্ষে কার্যাব্যাহকের চমৎকার সুবিধা হইবে। কেবল আমার মত যে এক্ষণ তাহা নহে, যাঁহারা কিঞ্চিৎ মজু করিয়া এবিষয় আলোচনা করিয়াছেন, ভূমি সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণে যাঁহাদের কিছুমাত্র অতিজ্ঞতা আছে এবং যাঁহারা এবিষয়ে রাজপুরুষদিগের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন নাট, তাঁহারাও আমার সহিত একমত হইবেন। এক্ষণস্থলে গবর্ণমেন্ট কিরূপ লোকের বধ্য হইতে কার্যাব্যাহক সংগ্রহ করিতে পারেন? এক্ষণ চাকরীর যেরূপ বেতন তাহাতে গবর্ণমেন্ট যে প্রেরণী হইতে আমায় ও পুলিশ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করেন সেই প্রেরণী হইতেই কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করিবেন। আর কে না জানে যে আমায় ও পুলিশ ইনস্পেক্টরই এদেশের একটা প্রধান বালাই? এক্ষণ চাকরীতে যেরূপ অল্প বেতন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গবর্ণমেন্ট কার্যাব্যাহক করিবার জন্য উচ্চ প্রেরণীর দেলীয় তত্ত্বালোক পাইবেন এক্ষণ তরঙ্গ একেবারেই নাই। সাধারণতঃ এজমালী ডুম্রানীদের আর অতি অল্প; আর আজি কালি শাস্তিতত্ত্ব অপরাধের ফৌজদারী দণ্ড এক অধিক যে গবর্ণমেন্ট যে বহুসংখ্যক মহালের জমা এক জন কার্যাব্যাহক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপযুক্তরূপ অধিক পরিমাণে বেতন দিবেন এবং সর্বদা বিখ্যাত লোক নিযুক্ত হয় এক্ষণ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

কার্যাদায়কের ক্ষমতা ও তাঁহার সেত্রেস্তার খরচ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন বিষয়ে আমি যে সকল জমীদারের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মত যে একটা নিয়ম আদায় আবশ্যিক। কিন্তু এ বিষয়ে আমি যত প্রস্তাবই করিয়াছি, সিলেট কমিটিতে তাহার এই মাত্র উত্তর পাইয়াছি যে হাই কোর্টকে এ সম্বন্ধে নিয়ম প্রণয়ন করিবার অধিকার আছে। কিন্তু আমরা জমীদার, আমরা বলি যে কার্যাদায়কের ক্ষমতা অনির্দিষ্ট থাকা উচিত নহে এবং বাবস্থাপকসভার স্পষ্টরূপে তাহা নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত। যদি সত্য সত্যই একটা বিবেচনা করা

হইরা থাকে যেহাি কোর্ট বাবস্থাণক সভা হইতে এবিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ, তাহা হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রতিজ্ঞা পূর্বক নিশ্চয়রূপে জমিদারদিগকে প্রদত্ত আইনসম্বন্ধ স্বত্ব সম্বন্ধীয় ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় সকলে হাই কোর্টের সঙ্গে মত্বণী করা হয় নাই কেন ?

পাণ্ডুলিপির ১২ অধ্যায় ।—স্বত্বের লিপি ।

বলা হইয়াছে যে কোন কোন মহালে জমিদারেরা উপযুক্ত কাগজপত্র রাখে না । যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে এরূপ জমিদারীতে জরীপ ও স্বত্বের ভালরূপ লিপি আবশ্যক হইতে পারে । কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল মহালে কাগজপত্র নির্দোষ এবং যেখানে সম্পর্ক নিশ্চিত সকল লোকেরই তাহাদের যেরূপ কাগজপত্র আছে তাহাতে সন্তুষ্ট, সেখানেও কেন যে জমিদার ও প্রজাকে জরীপের হাজির সহ্য করিতে হইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না ।

মাপের প্রাচীন প্রণালীতে সকল জমিদারই নিরমিত সময়ান্তরে তাহাদের মহালের মাপকরেন এবং তাহাদের এক প্রকার না এক প্রকারের মোটি মোটি মাপের কাগজ আছে ; অনেক আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন, ইহারা যে আপন মহালের কেবল মাপ করেন তাহা নহে, গবর্ণমেন্ট মহালের যেরূপ নকশা প্রস্তুত হয় প্রায় সেইরূপেই নকশা প্রস্তুত করিয়া রাখেন । তাহাদের কাগজপত্রে রায়তের যোড়ের সুক্স পরিমাণ ও ঠিক আরগা ও জমীর গুণ ও দের খাজানার হার দেখাটাই দেয় ।

অতি অসংখ্যক জমিদার আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক করেন । তাহারা প্রত্যেক রায়তকে তাহার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবরণ ইত্যাদি দুখানি দিয়া খাত বন্ধিতে তাহা দিগকে স্বাক্ষর করাইবান । জমিদারের পক্ষে ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে । খান মহালে গবর্ণমেন্ট বন্দাবস্ত কাগজ কারকের গেরূপ হাজির করণের কমতা আছে, তাহার সে কমতা নাই ; সুতরাং তাহাকে বিস্তর দায় করিতে হয় ও সুতরাং তাহার ক্ষেত্রে ইয়তা থাকে না ।

এরূপ অবস্থায় কি বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত মোটি জরীপ করার আবশ্যকতা আছে ? অন্ততঃ যে সকল জমিদারির নির্দোষ কাগজপত্র আছে তাহা দিগকে আমার বিবেচনায় অব্যাহতি দেওয়া উচিত ।

আমার প্রস্তাব এই যে যদি জরীপ করিতে হয় যে সকল গ্রামে জমিদার ও রায়ত উভয়েই জরীপ হওয়া ইচ্ছা করে এমন সব গ্রামেই উচিত হইতে পারে যেখানে উচিত ; কি দিগারে যে তাহারা ইচ্ছা করেন তাহাদের গিরেও জরীপের খরচা চাপান হয় আমি তাহা বুঝিতে পারি না । জরীপে তাহাদের উপকার না হইয়া অনন্ত মামলা মোকদ্দমার উৎপত্তি হইবে ।

১৮৭৬ সালে জমিদারদিগকে স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করার জন্য আইন পাস হয় । ইহাতে যে কি পরিমাণে মোকদ্দমার উৎপত্তি হয় তাহা আমরা সকলেই জানি । যে সকল লোকের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না তাহারা ও কোন না কোন রূপ স্বত্ব সাব্যস্ত করাইবার জন্য অগ্রসর হইল, তাহার ফল এই হইয়াছে যে যদিও এই আইন পাস হওয়ার পর আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক মোকদ্দমার এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই । এমন অনেক জমিদার আছেন তাহাদের সম্পত্তিতে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকিলেও এরূপ মোকদ্দমায় দুস্পরিহার্য চিন্তার উপর অনর্থক অনেক খরচপত্র করিতে হইয়াছে ।

জমিদারেরা সমস্ত অধিবাসীর শতকরা এক জন ও নহে, তাহাদের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে গিয়াই এই হইল ।

যদি এত অসংখ্যক লোকের স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে আট বৎসর কালও অস্পষ্ট সময় বলিয়া গণ্য হইল, তাহা হইলে প্রচার স্বত্ব রেজিস্ট্রী করিতে কি তাহার দশগুণ অধিক সময় লাগিবে না ? বাজালা ও বেহারের প্রায় সমস্ত অধিবাসীই প্রজা । এবিষয়ে গেরূপ অনুসন্ধানের প্রয়োজন তাহাতে যে দীর্ঘ সময় লাগিবে এই সমস্ত সময় ধরিয়া মোকদ্দমা, দায়, হয়রাণ ও চুক্তিস্থার কি সকল শ্রেণীর লোকেরই ক্ষতি হইবে না ?

এই সবল কারণে আমার বোধ হয়, যে সকল গ্রামে সম্পর্কনিশ্চিতলোকে গবর্ণমেন্টের নিকট জরীপের প্রার্থনা করে তাহদের অন্য গ্রামে জরীপ প্রবর্তিত করা আবশ্যক ।

জমিদারের রেজিস্ট্রী ।—খামার বা নিজজমী ।

আমার সুযোগ্য সহযোগী ডার কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাহার মতভেদপ্রকাশকালে এরূপ দক্ষতা সহকারে এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহাতে আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই । আমি কেবলমাত্র বলিব যে এবিষয়ে তাহার সহিত আমার মত সম্পূর্ণরূপে এক ।

পাণ্ডুলিপির ১৩ অধ্যায় ।—ক্রোক ও খাজানা আদায় ।

চারিদিক হইতে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে খাজানা আদায়ের পক্ষে এখন অধিবাসদিগের যে উপায় আছে তাহা অপেক্ষা শীঘ্রকর ও অব্যর্থ উপায় হওয়া আবশ্যক এবং যে স্থলে প্রজারা ধর্মঘট করিয়া খাজানা দেওয়া বন্ধ করে সে স্থলে বর্তমান আইন সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর । স্যার জেমস কেরার্ডের দ্বারা প্রদত্ত প্রাথমিক ব্যক্তিও যে সকল মহালে “ খাজানা দিব না ” বলিয়া চীৎকার একবার উঠে, তথায় জমিদারের বিজ্ঞাটের কথা স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের গত জামুয়ারী মাসের মন্তব্যলিপিতেও এরূপ এবিজ্ঞাটের কথা স্বীকার করা হইয়াছে ।

এই অন্য আমরা (জমিদারবর্গ) স্বভাবতঃই ভয়লা করিয়াছিলাম যে এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে খাজানা আদায়ের পক্ষে অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে । কিন্তু আমরা এবিষয়ে অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি, এবং যদি এই পাণ্ডুলিপি এখন যে ভাবে আছে এই ভাবেই পাস হয়, তাহা হইলে এখনকার অপেক্ষা আমাদের অবস্থা

খারাপ হইয়া পড়িলে। কারণ আমাদের আইনসমূহ খাজানা আদায়ের সরাসরি ও বাধ্যন্বা উপায় বিধান না করিয়া ইহা দ্বারা কার্যতঃ কেবল একমাত্র নিশ্চিত, সুবিচারসম্মত ও বাধ্যন্বা কার্যপ্রণালী আমাদের এখনও আছে, তাহা রহিত করা হইতেছে।

বর্তমান আইনে বিনাম আছে যে রায়তের খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার নিজের লোকের দ্বারা তাহাদে বাকী খাজানার বিবরণ লিখিয়া নোটিস জারী করিয়া শস্য ফ্রোক করিতে পারেন। দেশের প্রান্তবর্তী যে সকল স্থানের প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকই ইংরাজ রাজত্বের অধীন নহে এবং অন্যান্য সহজেই ইংরাজদের দেওয়ানী আদালতের বিচারবিপত্ত্য অতিক্রম করিতে পারে এবং পুণিয়া জিলার অন্তর্গত কুশী দিরাড়ার নত বিত্তীয় যে সকল বিত্তীয় ভূখণ্ডের প্রজারা অর্জ যাবাবর অবস্থার থাকে এবং এক কনলের অধিক কোন এক জারগার বাস করে না, তথায় এই এক মাত্র প্রণালী সম্ভবপর।

এরূপস্থলে এক দিনের বিলম্বে শিস্ত হানি হয়। যদি রায়তের খাজানা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে শস্য পাকিবামাত্র ফ্রোক করিতে হইবে এবং খাজানা না দিয়া শস্য কাটিবার উপযুক্ত সময় তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নহে, যেহেতু ফসল কাটিয়া ফেলিয়া মাত্র তাহার ফিরদিনের মত গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়।

যাহা হউক, এই পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব হইয়াছে তাবিষাতে ভূমায়িকরীপণের প্রস্তাব স্থলে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা আবশ্যক এবং শস্য আদালতের সহায়তা ভিন্ন ফ্রোক হইবে না। ইহাতে আদালতের কক্ষচারীর ফ্রোক করণার্থ সেইস্থানে পহুছিবার পূর্বে রায়তকে ফসল কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হইবে। এরূপ কার্যপ্রণালীতে যে জমীদারের উপর কেবল কোটকো ও অন্যান্য যে সকল আদালতের লোক নিয়োগ করিতেই হইবে, তাহার অন্য সূত্র ও অতিরিক্ত খরচার ভার চাপান হইবে এরূপ নহে, ইহাতে আরও কম এই হইবে যে এই যে সকল অর্জ যাবাবর প্রজাশস্য কর্তন হইবা মাত্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিবার জমীদারের কোন ক্ষমতা থাকে না। দেওয়ানী মোকদ্দমা কক্ষবাহী তাহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় থাকিবে, কিন্তু যে রায়তের বিক্ষেপে মোকদ্দমা করিতে হইবে তিনি হয়ত সে কোথায় থাকে তাহাও জানেন না এবং যদি তাহার নামে ডিক্রী পাইতে সমর্থ হন সে ডিক্রী জারী করা প্রায় অসম্ভব হইবে।

আমার বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিবার কথা এই যে, অত্যন্ত আবশ্যক, বলিয়া স্বীকৃত হওয়াতে জমীদারের খাজানা আদায়ের অধিকতর সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে পাণ্ডুলিপির একটি প্রকণা উদ্দেশ্য, সিলেটে কমিটির হাত দিয়া সেই পাণ্ডুলিপি এমন আকারে বাহির হইল যে এরূপ করা হুবে থাকুক এখনও যে কষ্ট আছে তাহা বর্জিত করা হইয়াছে এবং এখন যে একটু উপায় আছে তাহাও লোপ করা হইতেছে হই। আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়।

জমীদারেরাই তাহাদের অংশের গবর্ণমেন্টের রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়ী। তাহারা রায়তের নিকট এই রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। তাহারা যে শুদ্ধ গবর্ণমেন্টের রাজস্ব আদায় করে এরূপ নহে। সংজ্ঞা তাহাদিগকে রায়তদের নিকট হইতে রায়তের দেয় কোন কোন গবর্ণমেন্টের কর আদায় করিতে হইতেছে, এবং যদি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিবার জন্য অবধারিত দিবসের সূর্য্যাস্তের পূর্বে তাহারা গবর্ণমেন্টের পাওনা না দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি নোনা মের দায়ী হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিচুরিত হইবে। অথচ গবর্ণমেন্টকে দিতে এক দিনের অন্যথা হইলে তাহার জন্য এত গুরুতর শাস্তি অবশ্য ভোগ করিতে হইবে রায়তদের নিকট হইতে তাহা নিশ্চয় রূপে পাইবার কোন উপায় করিয়া দেওয়া হইবে না।

একনে আইনের যে অবস্থা তাহার কার্য প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ হইতেছে; বর্তমান আইনে দোষ আছে বলিয়া ভূস্বামী তাহার রায়তের নিকট হইতে আইনমত খাজানা আদায় করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহার নিজের কিছুমাত্র দোষ না থাকিলেও তাহার পিতৃপুরুষগত সম্পত্তি বিক্রীত ও সে উহা হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারে। অথচ আমি পূর্বে দেখাইয়া দিয়াছি যে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি আইনের সেই দোষ বর্জিত করিয়া দিতেছে।

যে আইনে গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অতি অল্প অংশমাত্র বাকী পড়ায় বড় বড় মহাল বিক্রীত হওয়ার বিধান করিতেছে সে আইনের আবশ্যকতা ও সুবিচার বিষয়ে আমার এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল এইমাত্র দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেন্ট যখন নিজের হস্তে সরাসরি বিক্রয়ের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন, তখন জমীদারকে রায়তের নিকট খাজানা আদায়ের জন্য সরাসরি ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করার জমীদারের গবর্ণমেন্টের সুবিচারের অর্থাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে করে।

নিজের মহাল অর্থাৎ খাসমহালের জন্য নিজের মত বিশেষ আইন রাখার, গবর্ণমেন্টে নিজেই খাজানা আদায় সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের অকার্যকরতা স্বীকার করেন; আর যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষে এইরূপ নিয়মই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেইরূপ নিয়ম আমাদের পক্ষেও প্রয়োজন। আমার একান্ত ভরসা যে এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবিষয়ের পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য, কারণ ইহাতে বেহারস্থ জমীদারবর্গের অধিকাংশেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১৭শ অধ্যায়।—চুক্তির স্বাধীনতা।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে চুক্তির স্বাধীনতা উঠাইয়া দিবার ও অধুনা বর্তমান সমস্ত চুক্তি খণ্ডন করিয়া দিবার চেষ্টার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, একথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি। বর্তমান চুক্তি খণ্ডন করা হয়, তখন গবর্ণমেন্টের কথার ঠিক আছে বলিয়া চুক্তিকারীদের বিশ্বাস ছিল এবং গবর্ণমেন্টও বিশেষরূপে এই সকল চুক্তি আইনসম্মত করিয়া এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে এই সকল চুক্তি হইতে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে বলা হয়, তাহার কিছুটা প্রমাণ দেখান হয় নাই; অথবা জমীদারেরা যে এইরূপ চুক্তির অবধা ব্যবহার দ্বারা অসম্মিহান কৃষক-কুলের ক্ষতি করিয়াছেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অতএব যতকণ এক্ষণ অনিষ্ট যে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, এবিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ না দেওয়া হয়, ততক্ষণ পরস্পরের সম্মতি ক্রমে ও গবর্নমেন্টের অনুমোদন অনুসারে বর্তমান যে বন্দোবস্ত লাম্বারপে উৎপন্ন হইয়াছে, যেন তাহার এক্ষণ ভ্রাসনক তাৎক্ষণিক করা না হয়।

জমীদার ও রায়তের মধ্যে যত চুক্তি হইয়াছে তাহার সমস্তই রায়তের ক্ষতি হইতেছে এই সিদ্ধান্তটী বহিরাগত লোকেরা প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এক্ষণ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রমাণকারণ অনেক স্থলে চুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপেই রায়তের সুবিধা হয়। রায়ত জমীদারের কথামত কাজ করার অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়। এক্ষণ চুক্তিতে সম্ভবমত কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু তথাপি এগুলিও বন্ধ করা হইবে।

উপসংহার কালে এই সিলেক্ট কমিটীর বীমাংসার আদায় যে বিশেষ আগতি আছে, তাহা আমি নিশ্চিত করিতে ইচ্ছা করি; কারণ আদায় বিবেচনার এক্ষণ ওকতর বিষয়ে বাধ্যতাবাদী লাম্বা সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায়, আদায় এক্ষণ উপযুক্ত উপকরণ পাই নাই।

যে সকল কারণের কথা বলা হইল, যাহার জন্য কেবল যে গবর্নমেন্টের প্রতিজ্ঞা তদ্রূপ ও ভূমিবিষয়ের স্থানি করণরূপ উৎকট উপায় অবলম্বন করাই আবশ্যিক তাহা নহে, তাহার জন্য এমন এক অসম্পূর্ণ আইনের অবতারণা করা হইল যে গবর্নমেন্টের আটকের সভাসদ উহা উত্থাপিত করার সময় নিজেই স্বীকার করিলেন যে ইহাতে যে বর্তমান কৃষক শ্রমীর উপকারার্থ বিশেষ করিয়া এই আইন পাস করা হইবে তাহাদের লোপ হইবার এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন আইন দ্বারা রক্ষিত নহে এক্ষণ এক নূতন কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইবার ও আদায় তৎকালীন ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা উৎপাদিত অনিষ্ট সমূহের প্রতিকারার্থ আর এক বার সমস্ত দেশটাকে আন্দোলন ও কষ্টে নিমজ্জিত করিতে হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কারণের অন্তিম সম্বন্ধে আদায়ের নিকট পরিষ্কার প্রস্তাব দেওয়া উচিত ছিল।

আমি নির্ভর্য্য সহকারে বলিতে চাহি যে যদি ভূমিধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধে নির্ণয় ও তৎবিষয়ের সুব্যবস্থা করণার্থ পাণ্ডুলিপি আবশ্যিক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই পাণ্ডুলিপি এক্ষণ তাৎবে সম্পন্ন করিতে হইবে ও এক্ষণে প্রস্তুত করিতে হইবে যে তৎবিষয়ে কোন যোগ উৎপন্ন না করিয়া চিরকালের যত এবিষয় বীমাংসা করিয়া দেয়।

আরও আদায় যত এই যে অধিকাংশ বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ বাড়িরূপে সিলেক্ট কমিটিতে প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণবৃত্ত বিচার করা অনন্তর হইয়াছিল। প্রমাণ না দেওয়ার এবং স্থিতিশীল বিষয়ক যথার্থ সংবাদ আদায়ের নিকট না দেওয়ার, ও এই সকল সংবাদের পরীক্ষা না হওয়ার, আদায়ের বানানুবাদ সম্ভবতঃ বন্ধ হই নাই এবং যে বীমাংসার উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহা উপযুক্ত প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে।

১৮৮৪ সাল ১ জানুয়ারি।

স্বাক্ষর।

সনন্দেদর অনুবাদ।



সুখা বেহারের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আদায়, আরগীরদার, জোড়ী কার্য্যকারক ও নিয়ন্ত্রণ বিধিত হউন। সমস্ত লোক সীমার আত্মকারী সেই বাদশাহের আত্মাফ্রমে উক্ত বেহার পুরান অন্তর্গত যুদ্ধের সরকারের ধরমপুর পরগনা ও ত্রিহুও সরকারের দেহাত পরগনা আত্মবলিত ইমাম মুহম্মদ প্রভৃতি স্বতন্ত্র সহিত রাজা যখু সিংহকে দৃঢ়তর করিয়া দেওয়া গেল। (রাজা যখু সিংহের জমীদারী উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হওয়ার, উহা এক্ষণ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা গেল) নিয়ন্ত্রণের কারণদ্বারা ও কার্য্যকারকগণ এই রাজাকে তাঁহার রাজত্ব যতদিন থাকে চিরস্থায়ী জমীদার স্বীকার করে, তাঁহাকে জমীদারী স্বত্ব বজায় রাখে তাঁহার সমস্ত ভলবে তাঁকা আদায় করিয়া দেওয়া এবং যদি তিনি রাজত্ব ও রায়তের হিটবী হয় তবে ইহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করে, ইহা আবশ্যক। আরও এই মহামান্য সনদের অনুগামী হইয়া তাহার ইহার আত্মাফ্রমার ঠিক ঠিক কার্য্য করিবে এবং বৎসরান্তর নবীকৃত সনদ দাখিল করার জন্য আত্মাফ্রম করিবে না।

অভিষেকের ৪০ বৎসরের ২৯ শাওরান।

ডি. ফিট্জপ্যাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

CONTENTS.

	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	বাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	471—491	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪৭১—৪৯১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	বাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	5—6	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	৫—৬
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	বাই।
PART VIII.—Advertisements ...	479—488	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ...	৪৭৯—৪৮৮
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিমিত গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	বাই।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 1997 A.

GENERAL.—*The 3rd April 1884.*—Mr. J. C. Veasey, Officiating Magistrate and Collector, Moorshedabad, is appointed to act, until further orders, in the second grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 23rd ultimo.

The 30th April 1884.—Mr. C. A. W. Fordyce, Officiating Sub-Deputy Collector, Khoorda, Pooree, is appointed to be a Special Deputy Collector under the Board of Revenue for acquiring land for the Kairbad-Roopnarainpore Railway.

Mr. Fordyce is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the Burdwan district.

Moulvie Abdool Jubber, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th May, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Baboo Bunkoo Behari Buxee, Sub-Deputy Collector, Pakour, Sonthal Pergunnahs, is allowed leave for 21 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 22nd March 1884.

The 1st May 1884.—Mr. L. J. R. Brace, Curator of the Herbarium of the Royal Botanical Gardens, Calcutta, is appointed to have charge of the Royal Botanical Gardens, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. J. Gamuie, Head Gardener of the Government Cinchona Cultivation, Darjeeling, is appointed to have charge of the Cinchona Plantation, in addition to his own duties, during the absence, on leave, of Dr. G. King, or until further orders.

Mr. B. Dé, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Bonomali Paramanick, Temporary Sub-Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, is allowed leave for 2 months and 11 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Rajoni Kanto Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira in the district of Khoolna, during the absence, on leave, of Baboo Bonomali Paramanick, or until further orders.

Baboo Dwarka Nath Mookerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mozufferpore, on leave; is posted to the sudder station of the district of Shahabad.

Baboo Rakhal Das Haldar, Manager of the Chota Nagpore Estate, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code.

The 5th May 1884.—The undermentioned officers reported their departure from India, on furlough, on the 20th April 1884:—

Mr. R. M. Waller.

[Mr. H. A. D. Phillips.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is allowed leave for four days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 5th February last.

Baboo Shital Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, on leave, is transferred to Jessore, and is posted to the sudder station of that district.

Mr. G. M. Goodricke, Deputy Collector of Calcutta and Superintendent of Excise Revenue, is allowed leave, on private affairs, for six months, under section 130, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 1st instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

১৯১৭ A সম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৩ আশ্বিন।—মুর্শিদাবাদের একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত জে, সি, বীনে সাহেব গত মাসের ২৩ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন।—পূর্বীর অন্তর্গত খুর্দার একটি সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত সি, এ, ডবলিউ কর্ডাইস সাহেব কয়রাবাদ-রপনারায়ণপুর রেলওয়ের নিমিত্ত কুমি গ্রহণার্থে রেভিনিউ বোর্ডের আজ্ঞানীনে বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত কর্ডাইস সাহেব বর্তমান জিনায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কন্মতা পাইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মৌলবী আবদুল জব্বার ১০ মে অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত পাকুড়ের সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু বকশিচরী বকশী ১৮৮৪ সালের ২০ মার্চের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—ডাক্তর জীযুত জি, কিং সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার রয়ল বটানিকাল উদ্যানের হবেরিয়রের কিউরেটর জীযুত এল, ডব, অর, ব্রেগ সাহেব আপন কর্ম্যতিরিক্ত রয়ল বটানিকাল উদ্যানের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তর জীযুত জি, কিং সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মার্জিলিঙ্গ গবর্নমেন্টের সিনকোনা চাষের প্রধান গার্ডনের জীযুত জে, গ্যাংমাই সাহেব আপন কর্ম্যতিরিক্ত সিনকোনা আবাদের কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

জুগলীর একটি জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বি, ডে সাহেব উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের কন্মতা পাইলেন।

খুসনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কিসকালীর সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু বনমালী পরামানিক অন্যের প্রতি কন্মের ভার গ্রহণ করিবার তারিখ অবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারায় মতে দুই মাস এগার দিনের ছুটি পাইলেন।

জীযুত বাবু বনমালী পরামানিকের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীযুত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীরার সব-ডেপুটী কালেক্টরের কন্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটি প্রাপ্ত মাকরপুরের কিসকালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু হারকানাথ মুখোপাধ্যায় শাহাবাদ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

ছোটনাগপুর ডিষ্ট্রিক্টের কার্যাব্যক্ষ জীযুত বাবু রাধানন্দ হালদার সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা নিম্নিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২০ আশ্বিনে ভারতবর্ষ চাইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।—

জীযুত আর, এম, ওয়াগর সাহেব। | জীযুত এচ, এ, ডি, কিলিগান সাহেব।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু শীতলনাথ বসু গত কৈত্রয়ার মাসের ৫ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারায় মতে চারি দিনের ছুটি পাইলেন।

ছুটিপ্রাপ্ত বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু শীতলনাথ বসু বালেশ্বরের জিলার প্রেরিত হুজুরা সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টর ও আদালতী রাজেশ্বর সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত জি, এম, ওড্রিক সাহেব এই মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩০ ধারায় মতে নিজ কার্যের নিমিত্ত ছয় মাসের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

Mr. R. C. Sterndale, Vice-Chairman of the Suburban Municipality, Calcutta, is appointed to act as a Deputy Collector in Calcutta, and as Superintendent of Excise Revenue, under section 32 of Act VII (B.C.) of 1878, in the following places, that is to say :—

- (1) In the district of Calcutta ;
- (2) In so much of the district of the 24-Pergunnahs as is within the jurisdiction of the Commissioner of Police, Calcutta ; and
- (3) In so much of the district of Hooghly as is comprised within the limits of the Municipality of Howrah.

Mr. Sterndale is also appointed to act as a Collector of Stamp Revenue, Calcutta, under section 3 of Act I of 1879, and as a Collector under section 3 of the Bengal License Tax Act, II of 1880, in Calcutta.

Mr. Sterndale will act in the said appointments during the absence, on leave, of Mr. G. M. Goodricke, or until further orders.

The 7th May 1884.—Mr. J. Scobell Armstrong, Collector of Customs, Calcutta, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 21st instant.

Mr. F. R. S. Collier, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Serampore, Hooghly, is appointed to act as collector of Customs, Calcutta, during the absence, on leave, of Mr. J. Scobell Armstrong, or until further orders.

Mr. F. A. Slack, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Contai, Midnapore, is appointed to have charge of the Serampore sub-division of the Hooghly district, during the absence, on deputation, of Mr. F. R. S. Collier, or until further orders.

Moulvie Abdul Kadir, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Narail, Jessore, on leave, is appointed to have charge of the Contai sub-division of the Midnapore district, during the absence, on deputation, of Mr. F. A. Slack, or until further orders.

The 12th May 1884 —Baboo Upendra Chandra Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is posted to the sudder station of the district of Burdwan.

This cancels the order of the 29th ultimo, posting Baboo Upendra Chandra Mookerjee to the sudder station of the district of Purneah.

POLICE.—*The 24th April 1884.*—Mr. C. Raban, Officiating District Superintendent of Police, Khoolna, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 3rd May next, or from such subsequent date as he may avail himself of it.

The 28th April 1884.—Colonel H. E. Waller, District Superintendent of Police, Durbhunga, is promoted to the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel C. T. Hitchins, deceased.

Mr. W. W. Daly, Commandant of Frontier Police, Assam, on leave, is promoted to the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Colonel H. E. Waller.

Mr. D. W. Ritchie, District Superintendent of Police, Furreedpore, is promoted to the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. W. W. Daly.

Mr. C. P. Crouch, Commandant of Frontier Police, Assam, is promoted to the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. D. W. Ritchie.

Mr. W. F. Smith, Officiating District Superintendent of Police, Chittagong, is appointed to be a District Superintendent of Police of the fifth grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. C. P. Crouch.

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

কলিকাতা শাশানগর মুনিমালিকীর প্রতিনিধি সভাপতি জীযুত আর, সি, স্টার্ডেল সাহেব কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টরের ও নিম্নলিখিত সকল স্থানে ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩২ ধারামতে আবকারী রাজস্বের সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

(১) কলিকাতা জিলায়;

(২) ১৪ পরগণা জিলায় যে অংশ কলিকাতার পোলীস কমিশনরের বিচারবিপত্তোর মধ্যে আছে সেই অংশে;

(৩) হুগলী জিলায় যে অংশ হাওড়া মুনিমালিকীর সীমার মধ্যে আছে সেই অংশে।

জীযুত স্টার্ডেল সাহেব ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতার ইন্সপেক্টর রাজস্বের কালেক্টর ও এডভোকেটের লিগেল অফিসার ১৮৮০ সালের ২ আইনের ৩ ধারামতে কলিকাতার কালেক্টরের কর্ম করিতেও নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত জি, এম ডব্লিউ সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় জীযুত স্টার্ডেল সাহেব এই পদের কর্ম করিবেন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—কলিকাতার কন্ট্রোল কালেক্টর জীযুত জে, স্কোভল অফিসে সাহেব নিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিবির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ২১ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীযুত জে, স্কোভল অফিসে সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হুগলী ও অন্যান্য সীমামুখের একটি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত এক, আর, এম, কলিকাতার সাহেব কলিকাতার কন্ট্রোল কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাপোপালকে জীযুত এক, আর, এম, কলিকাতার সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেননোপুনের অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে একটি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত এক, এ, স্কোভল সাহেব হুগলী জিলায় অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে মাহুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাপোপালকে জীযুত এক, এ, স্কোভল সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেননোপুনের অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে একটি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মৌলবী আবদুল কাদের মেননোপু জিলায় অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে মাহুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্তমান জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

জীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পূর্ণিমা জিলায় সদর মোকামে অবস্থাপিত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৯ তারিখের আজ্ঞা রচিত করা গেল।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৪ এপ্রিল।—খুলনার পোলীসের একটি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত সি, স্কোভল সাহেব আগামি মাসের ৩ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিবির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৮ এপ্রিল।—কর্ণেল সি. টি, হিচিন্স সাহেবের মৃত্যু হওয়ার পরে ভারতবর্ষ পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্নেল জীযুত এচ. ই, ওয়ালার সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

কর্ণেল জীযুত এচ, ই, ওয়ালার সাহেবের পরিবর্তে ছুটি প্রাপ্ত আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমাণ্ডার জীযুত ডব্লিউ, ডব্লিউ, ডব্লিউ সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত ডব্লিউ, ডব্লিউ, ডব্লিউ সাহেবের পরিবর্তে কলিকাতার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত ডি, ডব্লিউ, ডব্লিউ সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত ডব্লিউ, ডি, ডি সাহেবের পরিবর্তে আসামের সীমান্ত স্থানের পোলীসের কমাণ্ডার জীযুত সি, পি, ক্রেচা সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত সি, পি, ক্রেচা সাহেবের পরিবর্তে চট্টগ্রামের পোলীসের একটি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত ডব্লিউ, এ, স্মিথ সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি পোলীসের পঞ্চম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

Mr. H. S. Schurr, Temporary Assistant Superintendent of Police, of the first grade, is confirmed in that grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. W. F. Smith.

Mr. J. T. Rivett-Carnac, Assistant Superintendent of Police, Assam, is promoted temporarily to the first grade of Assistant Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. H. S. Schurr.

Mr. J. C. Stack, Temporary Assistant Superintendent of Police of the second grade, is confirmed in that grade, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. H. S. Schurr.

Mr. H. C. Clogston, Assistant Superintendent of Police, Mymensingh, is promoted temporarily to the second grade of Assistant Superintendents of Police, with effect from the 27th ultimo, *vice* Mr. J. C. Stack.

REGISTRATION.—*The 1st May 1884.*—Moulvie Syed Abdur Raub, Special Sub-Registrar of Jessore, on probation, is confirmed in that appointment.

EDUCATION.—*The 30th April 1884.*—Baboo Akhoy Kumar Mookerjee, Head Master of the Rungpore Zillah School, is appointed a member of, and Secretary to, the District School Committee of Rungpore, *vice* Baboo Khetter Mohun Mittra, who has left the district.

The 5th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Howrah :—

Surgeon-Major J. G. Pilcher, Civil Surgeon, Howrah, *vice* Baboo Becharam Chatterjee, resigned.

Mr. S. F. Downing, Principal, Engineering College, Howrah, *vice* Mr. J. H. Reily.

The Revd. A. L. Mitchell, Chaplain, Howrah, *vice* Kumar Bejoy Kissen Roy, deceased.

Pundit Mohesh Chunder Nyayaratna, c.i.e., Principal, Sanskrit College, Calcutta, *vice* Baboo Obhoy Churn Ghose, deceased.

Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, *vice* Baboo Raj Kissen Mookerjee, deceased.

OPIMUM.—*The 30th April 1884.*—Mr. N. T. Ryves, Sub-Deputy Opium Agent, Hajee-pore, Mozufferpore, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st April 1884.

Mr. W. T. Ryves, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Chupra, is appointed to act as Sub-Deputy Opium Agent, Hajee-pore, Mozufferpore, during the absence, on leave, of Mr. N. T. Ryves, or until further orders.

The 1st May 1884.—Mr. W. L. L. Leed, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, is allowed leave for 2 months and 27 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 19th instant.

MEDICAL.—*The 2nd May 1884.*—Surgeon J. Moorhead, Civil Surgeon of Mymensingh, reported his departure from India, on furlough, on the afternoon of the 18th ultimo.

The 5th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Bundipore Dispensary, in the district of Hooghly :—

Baboo Gris Chandra Chakrabutty.	Baboo Mohesh Chundra Ghatak.
„ Bani Madhub Ghattack.	„ Brojonoth Mittra.
„ Gris Chundra Roy.	„ Khetranoth Ghose.

[*Government Gazette, 20th May 1884.*]

শ্রীযুত ডবলউ, এক, শ্রীযুত সাহেবের পরিবর্তে পোলীসের প্রথম শ্রেণীর কিস্তিকালীন আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেবের পরিবর্তে আসামের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুত জে, টি, রিচেস্ট-কার্ণাক সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি কিস্তিকালের নিমিত্তে পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত এচ, এস, শর, সাহেবের পরিবর্তে পোলীসের দ্বিতীয় শ্রেণীর কিস্তিকালীন আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুত জে, সি, ফ্রীক সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত জে, সি, ফ্রীক সাহেবের পরিবর্তে ময়মনসিংহের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুত এচ সি, ক্লগস্টন সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখ অবধি কিস্তিকালের নিমিত্তে পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১ মে ।—পরীক্ষার্থ যশোরের বিশেষ সব-রেজিস্ট্রার শ্রীযুত মৌলবী টেমসন আনহুং রং সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

শিক্ষা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন ।—শ্রীযুত বাবু ফেরমোচন বিন্ধ্য রঙ্গপুর জিলাহইতে গমন করায় রঙ্গপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, রঙ্গপুর জিলা স্কুল কমিটির মেম্বর ও সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাবড়া জিলা স্কুল কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু বেণীনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃত্বাধীন হাবড়ার সিভিল চিকিৎসক সর্জন মেজর শ্রীযুত জে, জি, গিলচর সাহেব ।

„ জে, এচ রাইলী সাহেবের পরিবর্তে হাবড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত এস, এক, ভোমিং সাহেব ।

কুমার বিজয়কুমার রায়ের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ধর্মোপদেশক পাদরী শ্রীযুত এ, এল, মিচেল সাহেব ।

বাবু অতলাচরণ ঘোষের মৃত্যু হওয়াতে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, পণ্ডিত শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই, ।

বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে হাবড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কিসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

আকীম বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন ।—মজকরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আকীমের সব-ডেপুটি এজেন্ট শ্রীযুত এন, টি, রাইবস সাহেব সিলি কার্যকারকদের ছুটির বিবির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অর্থাৎ এক মাসের ছুটি পাইলেন ।

শ্রীযুত এন, টি, রাইবস সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা বাবু অনা আজা না হয়, ছাপরার আকীমের আসিস্ট্যান্ট সব-ডেপুটি এজেন্ট শ্রীযুত ডবলউ, টি, রাইবস সাহেব মজকরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের আকীমের সব-ডেপুটি এজেন্টের কাম কারিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১ মে ।—তেহতীর আকীমের আসিস্ট্যান্ট সব-ডেপুটি এজেন্ট শ্রীযুত ডবলউ, এল, এল, রীড সাহেব সিলি কার্যকারকদের ছুটির বিবির ও অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি দুই মাস সাভাইশ দিনের ছুটি পাইলেন ।

চি কংসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ২ মে ।—ময়মনসিংহের সিভিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত জে, মুরহেড সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া গত মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্নে ভারতবর্ষহইতে শ্রী গমনের রিপোর্ট করেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ভুগলী জিলা অন্তর্গত বন্দীপুরের সুবধানের কার্যনির্বাহক কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী ।

„ „ বেনীমাধব ঘটক ।

„ „ গিরীশচন্দ্র রায় ।

শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র ঘটক ।

„ „ ব্রজনাথ মিত্র ।

„ „ ফেরদাউস ঘোষ ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

The 13th May 1884.—Dr. K. D. Ghose, Civil Medical Officer, Khowlna, is appointed to act as Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. P. Gupta, or until further orders.

SANITATION.—*The 28th April 1884.*—Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders, with effect from the date on which he joined his appointment.

Assistant Surgeon Kally Prosunno Ghosal, Officiating Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, is appointed to be Superintendent of Vaccination, Southal Pergunnahs Circle.

This cancels the order of the 15th February last, appointing Assistant Surgeon Anand Chunder Mookerjee to be Superintendent of Vaccination, Southal Pergunnahs.

Assistant Surgeon Mohendro Nath Das, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Neem Chand Gupta, or until further orders.

ZOOLOGICAL GARDENS.—*The 2nd May 1884.*—Lieutenant-Colonel G. F. Graham is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

The 13th May 1884.—Mr. C. H. Moore is appointed to be a member of the Committee for the management of the Zoological Gardens, Alipore.

MUNICIPAL.—*The 4th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Rungpore Municipality of Dr. E. S. Brander, Civil Surgeon of the district, to be their Vice-Chairman.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Mozufferpore Municipality of Baboo Iswary Churn Mukerjee to be their Vice-Chairman.

Baboo Okhoy Coomar Sen, Personal Assistant to the Commissioner of Dacca, is appointed to be a Commissioner of the Dacca Municipality, *vice* Moulvie Obaidullah, resigned.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Chattra Municipality, in the district of Hazareebagh, of Baboo Mohendra Lall Ghose, Munsif, to be their Vice-Chairman.

The 9th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Preonath Banerjee to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The 5th May 1884.*—Mr. J. C. Williamson is appointed to be a member and Vice-Chairman of the Pooree District Road Committee.

Mr. Patrick Duff, Sub-Manager of Narediger, is appointed to be a member of the Soopole Branch Road Committee, in the district of Bhagulpore, *vice* Baboo Mohadeo Dutt, transferred.

The following gentlemen are appointed to be members of the Rajshahye District Road Committee :—

Baboo Jadoo Nundan Sen. | Mr E. A. Lang.

Munshi Tazimuddin, Rural Sub-Registrar, is appointed to be a member of the Julpore District Road Committee.

Moulvie Ersad Ali Khan Chowdry is appointed to be Vice-Chairman of the Nattore Branch Road Committee.

The 5th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Balasore District Road Committee :—

Baboo Heramba Narayan Roy Mohasay. | Baboo Sreekant Kur.

Baboo Damodar Chowdhury.

The following gentlemen are re-appointed to be members of the above Committee :—

Lala Jadunath Roy.

Baboo Radharaman Das.

Rajah Shyamanand De.

„ Bhugwan Chunder Das.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সর্জন মেজর জীৱত কেম্পি, গুণের ছুটি প্রমুক্ত অনুপস্থিত কালে অগত্যা যাবৎ অন্য আশ্রয় না হয়, খুলনার সিবিল ডিস্ট্রিক্ট ডাক্তার জীৱত কেম্পি, যোম, রাজধানীচক্রের টিকাদান কার্যের সুপারিটেন্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন।—আসিটোটে সর্জন জীৱত নিমটান গুণের ছুটি প্রমুক্ত অনুপস্থিত কালে অগত্যা যাবৎ অন্য আশ্রয় না হয়, আসিটোটে সর্জন জীৱত কেম্পি প্রমুক্ত যোম, রাজধানী চক্রের টিকাদান কার্যের ডেপুটি সুপারিটেন্ডেন্টের কর্ম আওনের ভারিখ অধি সের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজধানীচক্রের টিকাদান কার্যের একটি ডেপুটি সুপারিটেন্ডেন্ট আসিটোটে সর্জন জীৱত কেম্পি-প্রমুক্ত যোম, রাজধানী চক্রের টিকাদান কার্যের সুপারিটেন্ডেন্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আসিটোটে সর্জন জীৱত আশ্রয়স্থল স্থাপনকার্যে সর্জন জীৱত কেম্পি প্রমুক্ত যোম, রাজধানী চক্রের টিকাদান কার্যের সুপারিটেন্ডেন্টের পদে নিযুক্ত করণবিষয়ক গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের আশ্রয় এতদ্বারা রহিত করা গেল।

আসিটোটে সর্জন জীৱত নিমটান গুণের ছুটি প্রমুক্ত অনুপস্থিত কালে অগত্যা যাবৎ অন্য আশ্রয় না হয়, রাজধানীচক্রের টিকাদান কার্যের সর্জন জীৱত কেম্পি প্রমুক্ত যোম, রাজধানী চক্রের টিকাদান কার্যের ডেপুটি সুপারিটেন্ডেন্টের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পশুপক্ষী প্রদর্শনার্থ উদ্যান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—লেফটেনেন্ট কর্নেল জীৱত কেম্পি, এক, গ্রাম সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষী প্রদর্শনার্থ উদ্যানে কাঁচা মিলারের কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—জীৱত কেম্পি, এক, গ্রাম সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষী প্রদর্শনার্থ উদ্যানে কাঁচা মিলারের কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিশিপাল বিষয়ক।—১৮৮২ সাল ৪ মে।—রাজপুর মুনিশিপালিটির কমিশনারের ডেপুটি সিবিল ডিস্ট্রিক্ট ডাক্তার জীৱত কেম্পি, এক, গ্রাম সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষী প্রদর্শনার্থ উদ্যানে কাঁচা মিলারের কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—মজরপুর মুনিশিপালিটির কমিশনারের ডেপুটি সিবিল ডিস্ট্রিক্ট ডাক্তার জীৱত কেম্পি, এক, গ্রাম সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষী প্রদর্শনার্থ উদ্যানে কাঁচা মিলারের কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীৱত মোল্লী অফিসার কার্যে চাকর কমিশনার সাহেবের অধীনে আসিটোটে জীৱত বাবু অফিসারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক।—১৮৮২ সাল ৪ মে।—রাজপুর মুনিশিপালিটির কমিশনারের ডেপুটি সিবিল ডিস্ট্রিক্ট ডাক্তার জীৱত কেম্পি, এক, গ্রাম সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষী প্রদর্শনার্থ উদ্যানে কাঁচা মিলারের কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮২ সাল ১৩ মে।—১৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উদয় নগর মুনিশিপালিটির কমিশনারের ডেপুটি সিবিল ডিস্ট্রিক্ট ডাক্তার জীৱত কেম্পি, এক, গ্রাম সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষী প্রদর্শনার্থ উদ্যানে কাঁচা মিলারের কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পশুপক্ষী বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—জীৱত কেম্পি, এক, গ্রাম সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষী প্রদর্শনার্থ উদ্যানে কাঁচা মিলারের কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীৱত বাবু অফিসারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজধানী জিলার পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীৱত বাবু সন্তানন্দ সেন। | জীৱত টি. এ. লাহ সাহেব।

গ্রাম্য সন-রেজিষ্ট্রার জীৱত মোল্লী তবিসুদ্দীন জলমাইগুড়ি জিলার পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীৱত মোল্লী এসসি আলি খাঁ চৌধুরী নাটোরের পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বালেশ্বর জিলার পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জীৱত বাবু হেরাম নাথায়ণ রায় মহাশয়। | জীৱত বাবু ইকাল কর।

জীৱত বাবু দামোদর চৌধুরী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত কমিটির মেম্বরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জীৱত বাবু সন্তানন্দ সেন। | জীৱত বাবু রামচন্দ্র দাস।

১৯০০ সালের মে মাসে। ১৮৮৪। ২০ মে।

The following notification is re-published from the *Assam Gazette*:—

No. 127.—*The 30th April 1884.*—Mr. J. J. S. Driberg, Officiating Deputy Commissioner, fourth grade, and Mr. B. G. Geidt, Officiating Assistant Commissioner, second grade, held the substantive appointments of first and second grade Assistant Commissioners, respectively, from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to the second and third grades of Assistant Commissioners on the 7th November 1883.

Mr. B. G. Geidt officiated in the first grade of Assistant Commissioners from the 1st August to the 6th November 1883, and reverted to Officiating Assistant Commissioner, second grade, on the 7th November 1883.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 29th April 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers vested in him by section 180 of Act IX (B.C.) of 1880, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the District Road Committee of Mymensingh at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the publication of this notification.

Bye-laws.

I. Any one making or causing any obstruction, by means of buildings, huts, fences or otherwise, on any roadway or side-drain, or by tethering cattle upon, or so that they can stray upon any roadway or side-drain, or by leaving carts or cattle standing without a driver, so as to cause inconvenience or danger to the public or to any person, or by stacking straw or jute, or by exposing goods for sale, or by depositing rubbish or the like, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

II. Any one making or causing any obstruction in or to any waterway or drain or channel running alongside of any roadway, or in the immediate vicinity of any bridge or culvert, constructed or being constructed on any road or road, so as to injure, or tend to injure, such structure or roadway, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

III. Any one cutting or damaging trees planted by, or under charge of, the Road Committee, or damaging fences on any roadway or its slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

IV. Any one committing a nuisance on any roadway, or in its immediate vicinity or in any side excavations or under any bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 2.

V. Any one excavating a hole, pit, tank, or well without the permission of the District Engineer, within 15 feet from the bottom of any road slope, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which such hole pit, &c shall not be filled up after due notice given.

VI. Any one driving any vehicle, cattle, or elephant along any road during its construction, or until such time as it is declared open by the District Engineer by a public notice given in such manner as the Committee may prescribe, and any one taking an elephant over any wooden bridge, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

VII. During the course of repairing any district road or bridge it shall be lawful for the person in charge of such repairs to stop traffic from passing over such roadway as is undergoing repair, provided he leaves some portion of the roadway over which traffic can pass. Whoever wilfully disobeys any such order shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

VIII. Any one steeping jute in any roadside drain, the property of the Road Committee, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a further fine not exceeding Rs. 2 for every day on which the offence is continued.

IX. Whoever being in possession of, or having control over, any trees, bamboos or hedges overhanging or obstructing any road or side-drain or slopes, and being required to cut

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটহেতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১২৭ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৩০ অপ্রিল।—চতুর্থ শ্রেণীর একটি ডেপুটী কমিশনার জীযুত জে. জে. এস. ডি. বের্গ সাহেব ও দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনার জীযুত বি. জি. গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অর্থাৎ ৬ নবেম্বর পর্যন্ত ক্রমস্বরে আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থাপিত দায়িত্ব করিয়া ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পদে প্রত্যাগমন করিলেন।

জীযুত বি. জি. গেইট সাহেব ১৮৮৩ সালের ১ আগস্ট অবধি ৬ নবেম্বর পর্যন্ত আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিয়া ১৮৮৩ সালের ৭ নবেম্বরে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিস্ট্যান্ট কমিশনারদের পদে প্রত্যাগমন করিলেন।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৯ অপ্রিল।—সাপোর্টের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তাদিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিস্থ কৃষিক কার্য দর্শন না গেল, জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৮০ সালের বর্তমান আইনের ১৮০ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি, গবর্নমেন্ট হিচাইন সত্যাপিত পথ কমিটির প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার সম্পন্ন করিয়াছেন।—

উপবিধি।

১। কোন ব্যক্তি কোন পথের বা তৎপার্শ্বস্থ নদীয়ার উপর কোটা কি ঢালা করিয়া কি বেড়া দিয়া কি প্রকারান্তরে কিম্বা গবাদি কোন পথে কি পার্শ্বস্থ নদীয়ার বাধিয়া দিয়া অথবা যথা হইতে তথায় যাতে পারে এমন স্থানে দাঁড়িয়া দিয়া কিম্বা যাহাতে সাপোর্টের বা কোন ব্যক্তির সম্মুখি বা বিবাদ হইতে পারে এমন ভাবে গাঁড়ওয়ান দিয়া গুরুত্বপূর্ণ বা গবাদি পথে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া কিম্বা খড় কি পাট পানী কবির কিম্বা অন্য দিক্কার্য রাখিয়া কিম্বা অজ্ঞানানি জমা করিয়া পথে রাখা করিলে বা জমাইলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে তাহার দিন প্রতি ২৯ ছই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

২। কোন ব্যক্তি কোন পথের পার্শ্বস্থ গাদি কোন জল পথের কি নদীয়ার কি খালের বাধা কিম্বা পথ করের কোন পথে যে সেতু কি সাঁকো প্রস্তুত হইয়াছে কি হইতেছে সেট গাঁথনির কি পথের নানি করিয়া বা বাধাতে তাহার নানি হইতে পারে এমন ভাবে তাহার অতি নিকটস্থ স্থানের বাধা করিলে বা জমাইলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে ও যত দিন সেই অপরাধ করিতে থাকে তাহার দিন প্রতি ২৯ ছই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৩। কোন ব্যক্তি পথ কমিটির রোপিত বা তৎপার্শ্বস্থ গাছ কাটিলে বা তাহার ক্ষতি করিলে কিম্বা কোন পথের পার্শ্বস্থ বা ঢালু স্থানের বেড়ার ক্ষতি করিলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি কোন পথের বা তাহার অতি নিকটস্থ স্থানে কিম্বা তৎপার্শ্বস্থ কোন খাতে কিম্বা কোন সাঁকোর নীচে মলমূত্র ত্যাগ করিলে তাহার ২৯ ছই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন পথ প্রস্তুত করণ সময়ে কিম্বা কমিটির নির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক পথ খোলা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দেওয়া না গেল, কোন ব্যক্তি সেই পথ দিয়া কোন যান কি গবাদি কি হস্তী চালাইলে তাহার, এবং কোন ব্যক্তি কঠময় সাঁকোর উপর দিয়া হস্তী লইয়া গেলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬। জিলায় কোন . . . সাঁকো মেরামত করিবার সময়ে, মেরামতকরণ কার্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত ব্যক্তি পথের যতদূর মেরামত করা যাতেছে তাহার উপর দিয়া বাগিজা জবা লইয়া যাওয়া বন্দ করিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু বাগিজা জবা লইয়া যাইবার জন্য এই পথের ক্ষয়ক্ষতি রাখিয়া দিবেন। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭। কোন ব্যক্তি পথের পার্শ্বস্থ পথকমিটির কোন নদীয়ার পাট ভিজাইয়া রাখিলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে, ও যত দিন সেই অপরাধ হইতে থাকে দিন প্রতি তাহার ২৯ ছই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৮। কোন পথের বা তৎপার্শ্বস্থ নদীয়ার বা ঢালু স্থানের উপর জুলিয়া পড়া বা অবরোধকারি কোন গাছের কি বাঁশের কি বেড়ার দখলকারের কিম্বা তাহার উপর যাহার কর্তৃত্ব থাকে

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

down or trim such trees, &c., or otherwise remove the obstruction, shall comply with such requisition within seventy-two hours. In default, it shall be lawful for the Road Committee to have the obstruction removed at the cost of the owner up to a maximum of Rs. 10 leviable as a fine.

X. Every driver of a carriage or cart, or every person in charge of cattle or elephants, must keep to his left while passing another vehicle or cattle or elephant moving in the opposite direction along any district road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

XI. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart, palki or other vehicle and every elephant shall carry one conspicuous light. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th May 1881.—It is hereby notified for general information that, under clause 2, section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor is pleased to declare the ferry working between Bahar on one side of the river Padma and Nobipura on the other, which was hitherto known by the name of Kupgunj ferry, in the district of Dacca, to be a public ferry.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 2nd May 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Pooree Municipality for a public purpose, viz. for widening a road known as the Dolemandap road, in Dolemandapsahi, within the limits of the Pooree Municipality, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 gunta 5 biswas and 5 gundas of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the garden known as belonging to Gangadhar Mahapatra, bearing measurement No. 17; on the east by the Bhursung tree and the mud wall enclosing the garden known as belonging to the said Gangadhar Mahapatra, which bears measurement No. 18; on the south by the public road, and on the west by land bearing measurement No. 19, and known as belonging to Gopeenath Parihari, on which the house of Ram Swamee stands.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 5th May 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Naraingunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Paekpara, pergunnah Nesorat Shai, in the town of Naraingunge, Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 bigahs 9 cottahs 6 dhoors of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the Paekpara road; on the south by the houses of Amir, Khodabux, Nazim and Kazim Bhua; on the west by a ditch east of Arot Sondar's house; and on the east by the low land west of Nadar's house.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

তাঁহারা এতি এই গাছাদি কাটিয়া কেলিবার কি স্থিতি নিবারণ কি প্রকাণ্ডপুত্রের ঐ অবরোধক জব্দা স্থানান্তর করিবার আদেশ হইলে তিনি বাগান্তর যন্তোর মধ্যে এই আদেশমতে কাছা করিবেন, না করিলে পঞ্চমিটী অত্যধিক ১০০ দশ টকা পর্যন্ত আত্মীয় খরচে এই অবরোধক জব্দা স্থানান্তর করিয়া অর্থদণ্ডের মারিগেই টাকা আদায় করিতে পারিবেন ।

১০। ঘোড়ার বা গরুরগাড়ীর প্রত্যেক গাড়ওয়ান কিম্বা গবাদি বা হস্তী যাহার অস্থায় থাকে এমত প্রত্যেক ব্যক্তি জিনার পথ দিয়া যাইবার সময়ে অন্য যান বা গবাদি বা হস্তী সম্মুখে আসিতেছে দেখিলে আপন বাস দিক দিয়া যাইবে । এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ ছুই টাকার অনধিক দণ্ড ।

১১। সূর্য্যাস্ত অবধি সূর্য্যোদয়ের মধ্য কোন সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়ার গাড়ী গমনাগমন করে তাহাতে দুই উজ্জল আলো জ্বালিয়া যাইবে, এবং প্রত্যেক গরুরগাড়ী কি পালকী কি অন্য যান ও প্রত্যেক হস্তী একটি উজ্জল আলো জ্বালিয়া যাইবে । এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ ছুই টাকার অনধিক দণ্ড ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে, জি.যু.ভ. লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ঢাকা জিলার অন্তর্গত পদ্মা নদীর এক পারে বাহার ও অন্য পারে নবিপুরার মধ্যে রূপগঞ্জের খেরাঘাট নামক যে খেরাঘাটে অদ্যাপি খেরা চলিতেছে সেই ঘাট ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণমতে সরকারী খেরাঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ২ মে ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পুরী মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত দোল-মণ্ডলশাহিতে দোলমণ্ডল নামে খ্যাত পথ পরিষ্কার করণার্থে পুরী মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জি.যু.ভ. লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকটে এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে কতিমতে ন্যূনাত্মক ১০০ ৫ বিঘা ৫ গণ্ডা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গজাধর মহাপাত্রের বাগান নামক মাপের ১৭৪২ বাগান, পূর্ব সীমা ভুরবঙ্গ গাছ, এবং উক্ত গজাধর মহাপাত্রের বাগান নামক বাগানের কাঁচা এটী, তাহার মাপের নম্বর ১৮, দক্ষিণ সীমা সরকারী পথ এবং পশ্চিম সীমা গোপী-নাথ পাছাড়ির বলিয়া খ্যাত মাপের ১৯২২ জমি, এই জমিতে রাম শ্রামির বাড়ী আছে ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ নগরস্থ নসরৎ-শাহী পরগণার পাইকপাড়া গ্রামে মুসলমানদের কবর স্থানের জন্যে নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জি.যু.ভ. লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকটে এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে কতিমতে ন্যূনাত্মক ৪৮৪ কাঠা ৬ ধুর পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন । উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পাইকপাড়ার পথ, দক্ষিণ সীমা আমির, খোন্দাবজ, নাজিম ও কাজিম ভুট্টায়ের বাড়ী, পশ্চিম সীমা আরত সদ্দারের বাড়ীর পূর্ব-দিকের গর্ত এবং পূর্ব সীমা নাদারের বাড়ীর পশ্চিমদিকের নিম্ন জমি ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল ।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী ।

DECLARATION.

The 5th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Municipality for the Suburbs of Calcutta for a public purpose, viz. for the improvement of the Chukrobaria road, in Bhowanipur, Dihee Panchanogram, in the district of the 24-Pergunnahs, it is hereby notified that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 5½ cottahs of the standard measurement is required. The land is bounded on the north by holding No. 236G.; on the west by holding No. 236, sub-division J., division VI, Panchanogram; and on the south and east by the Chukrobaria road (north).

2. This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Naraingunge Municipality for a public purpose, viz. for a Mahomedan burial ground in the village of Khanpur pergunnah Khijirpur, in the district of Dacca, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 2 bigahs 9 cottahs 3 dhoors of standard measurement is required. The land is bounded on the north by the cultivated land of Misri Tanti; on the south by the Dacca road; on the west by the ditch east of Lal Mohon Bannia's homestead; and on the east by the beel and the ditch west of Heramon Kamar's homestead.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 10th May 1884.

From—Bombay.
From—General Secretary.

To—Calcutta.
To—Bengal.

My telegram, 7th. Government of India have sanctioned enforcement of B quarantine rules at Aden against ports named.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated the 10th May 1884.

From—Bombay.
From—General Secretary.

To—Calcutta.
To—Bengal.

RESIDENT, Aden, telegraphs:—A telegram to the following effect has been received from Alexandria. Telegram begins:—Warn Perim to impose quarantine against India and Saigon, otherwise vessels from Perim are put in quarantine. Telegram ends. I have telegraphed as follows:—Perim was warned on 3rd, the first opportunity that offered. Telegram ends. Please make known that quarantine restrictions imposed at Aden are also enforced at Perim.

Dated 3rd May 1884.

To—Darjeeling.
To—Bengal.

From—Simla.
From—Home.

FOLLOWING telegram received from Secretary of State. Message begins:—Arrivals at the ports in Spain quarantined. Message ends.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 7th May 1884.—In the notification, dated the 9th August 1883, published at page 724, Part I of the *Calcutta Gazette* dated the 29th idem, the boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah was by an oversight described as terminating at the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station. To rectify this mistake, the Lieutenant-Governor

[*Government Gazette*, 20th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৫ মে।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত ডিহি পঞ্চায়ত গ্রামের তবানীপুরে চক্রবেড়িয়ার পথের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতার শাখানগর মুন্সিপালিটির অর্থবাহারে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিপয় নুনাধিক ১০।। পরিমিত এক খণ্ড ভূমি প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ২৩৩৫ নং যোত, পশ্চিম উত্তর সীমা পঞ্চায়ত গ্রামের ৬ খণ্ডের ১ উপখণ্ডের ২৩৬নং যোত, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব সীমা চক্রবেড়িয়ার পথ (উত্তর)।

২। ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ঢাকা জিলার অন্তর্গত খিজিরপুর পরগনার খাঁপুর গ্রামে মুসলমানদের কবর স্থানের জন্যে মাদারানগর মুন্সিপালিটির অর্থবাহারে গবর্নমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুত সেক্রেটারী গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে কতিপয় নুনাধিক ২।৪ কাঠা ও ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমি প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা মিষ্টি তাঁতির কর্তৃত্বজমি, দক্ষিণ সীমা ঢাকার পথ, পশ্চিম সীমা লালমোহন বেগিয়ার বাবুর পূর্বদিকের গর্ত, এবং পূর্ব সীমা বিল ও হিরেশন কামারের বাবুর পশ্চিম দিকের গর্ত।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

আমার ৭ তারিখের টেলিগ্রাম দেখ। যেহেতু বঙ্গদেশের নাম উল্লেখ করা গিয়াছে তাহিহেতু ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টে এসম B চিহ্নিত নারা টাইল বিধি প্রবল করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর
সাধারণ সেক্রেটারী সাহেবের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

এমনেব রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর যোগে এইরূপ খবর দিয়াছেন।—আলেকজান্ড্রা হইতে নিম্নলিখিত সর্ম্মের এক টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে।—“ভারতবর্ষ ও সেগনের বিরুদ্ধে কারান্টাইন ধাৰ্য্য করিতে হইবে বলিয়া পেরিমকে সাবধান করিয়া দাও; নতুবা পেরিম হইতে যে সকল জাহাজ আইসে, তাহাদিগকে কারান্টাইনের নিয়মাধীন করা যাইবে”।—আমি নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম করিয়াছি।—“পেরিমকে ওরা ভারিখ প্রথম স্তরগে সাবধান করা গিয়াছে”।—ইহা জ্ঞাত করিবেন যে, এসম কারান্টাইনের যে সকল নিয়ম ধাৰ্য্য করা গিয়াছে, পেরিমে তাহাই প্রবল করা যার।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
দার্জিলিং

সিমলা হইতে
হোম ডিপার্টমেন্টের টেলিগ্রাম।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।

জিহুত সেক্রেটারী সাহেবের স্থানে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে। স্পেনের বঙ্গরে জাহাজ পাইছিলে কারান্টাইনের নিয়মাধীন থাকিতে হইবে।

এ, পি, মাকডনেল

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৭ মে।—১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখের বাজান গবর্নমেন্ট সেক্রেটারী দ্বিতীয় খণ্ডের ৭২৯ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮৩ সালের ৯ আগস্টের বিজ্ঞাপনে জিহুত ও পূর্বতীর ত্রিপুরা জিলার মধ্যগত সীমা ভ্রমক্রমে হজুচুড়া বা করনালিয়ন পাহাড় ফেলনে শেষ হইয়া বনিয়া লিখিত হইয়া

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ২০ মে।]

now declares that the following is the correct boundary between the districts of Sylhet and Hill Tipperah :—

The common boundary between Sylhet and Hill Tipperah commences westward at the Khueajuri nuddee, and from that river to Iktiarpur masonry pillar is as laid down on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-61. Thence it extends eastward to a point on the Lungai river due west of the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the maps of seasons 1860-65, and marked on the ground by *pucca* pillars ordered by Government letter No. 1265, dated the 31st March 1865, from the Secretary to the Government of Bengal, to the Surveyor-General of India. Thence the Sylhet boundary beyond this river extends eastward to the Chatterchoora or Kaylalyan Hill Station, as defined on the Revenue Survey Maps of seasons 1860-65.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—In supersession of the notification of the 19th April 1884, published in the Gazette of the 23rd idem, Part I, page 542, the Lieutenant-Governor is pleased, under section 35, Regulation VII of 1822, to vest canal officers of the Sone Circle of the rank of Executive Engineers and Assistant Engineers in charge of divisions or subdivisions with the powers of a Collector for the purposes specified in section 22, Regulation XII of 1817, i.e., of enabling them to require the attendance, &c., of putwaries and production of village papers in connection with canal assessments or canal rate collections.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 9th May 1884.—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, whose services were, in the notification dated the 17th September 1883, placed at the disposal of the Conservator of Forests for special duty, assumed charge of the Hazaribagh Forest Division from Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, on the afternoon of the 29th December 1883.

The following postings of officers are sanctioned from the 1st April 1884, with effect from which date the forest charges hitherto known as the Palamow, Hazaribagh, and Singbhoom Forest Divisions are grouped together, and will form the Chota Nagpore Forest Division :—

Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, to the charge of the Chota Nagpore Forest Division, retaining charge of the Hazaribagh Forest Sub-Division of that Division.

Mr. C. A. G. Lillingston, Assistant Conservator of Forests, to the Palamow Sub-Division.

Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, to the Singbhoom Sub-Division.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests of the fourth grade, in Bengal, is appointed to act in the third grade of Deputy Conservators, during the absence, on furlough, of Mr. A. J. Mein, Deputy Conservator of Forests of the third grade, in Assam, with effect from the date on which this officer availed himself of the one year's furlough granted to him by the Chief Commissioner of Assam.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

NOTIFICATION.

The 2nd May 1884.—In continuation of the Notification dated the 28th March 1882, published in the *Calcutta Gazette* of the 29th idem (Part I, page 314), and in exercise of the powers vested in him by section 46 of Act XII of 1875, the Lieutenant-Governor is pleased to exempt all vessels entering the Port of Calcutta from the levy of port dues with effect from the 1st April 1884.

A. P. MACDONNELL, *Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.*

[*Government Gazette*, 20th May 1884.]

হিস। জীবন্ত সেন্টেমেণ্ট গবর্নর সাহেব এই ভ্রম সংশোধনার্থে জীহটে ও পর্ত্তীর ত্রিপুরা জিলার
বধ্যগত নিম্নলিখিত শুদ্ধ সীমা এইরূপে প্রকাশ করিলেন।—

জীহটে ও পর্ত্তীর ত্রিপুরার বধ্যগত সাধারণ সীমা খেজুরী নদীতে পশ্চিম যুগে আরম্ভ হইয়া ১৮৬০
ও ৬১ সালের রাজস্বের জরীপী কার্যের ৬২ সালের মানচিত্রে লিখিত এই নদী হইতে এতিয়ারপুরের
পাকা সড়ক পর্যন্ত যায়। তথাহইতে এই সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের মানচিত্রের নির্দিষ্ট ও তারতম্যের
সরবেরর জেনারেল সাহেবের নিকট বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৬২ সালের ৩১ মার্চের
১২৬৪ নং গবর্নমেণ্টের পত্রাঙ্কসারে আনিষ্ট পাকা সড়ক দ্বারা জমিতে চিহ্নিত হইয়া হুজুড়া বা করলা-
লিরন পাহাড় ফোশনের খাড়া পশ্চিম লম্বাই নদীর তটের বিশেষ স্থান পর্যন্ত পূর্বযুগে যায়। তথা-
হইতে এই নদীর ওদিকে জীহটের সীমা ১৮৬০—৬৫ সালের রাজস্বের জরীপী মানচিত্রের নির্দিষ্ট হুজু-
ড়া বা করলালিরন পাহাড় ফোশন পর্যন্ত পূর্বযুগে যায়।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—খণ্ডের বা উপখণ্ডের কার্যের সম্যকতা ভারপ্রাপ্ত একসেনিটিব ও আনিষ্টোন্ট
ইন্ট্রিনিমর জেনারেল সোণচক্রের খালেরকর্তৃপক্ষেরা ১৮৭৭ সালের ১২ আইনের ২২ ধারার নির্দিষ্ট কার্য-
পক্ষে অর্থাৎপাটওয়ারীনের উপস্থিত প্রভৃতি হইবার ও খালের রেট ধাড়া বা খালের রেট আদায়করণ
সংক্রান্ত আইনের কাগজপত্র দাখিল করিবার আদেশ করিতে পারেন এই নিমিত্তে জীবন্ত সেন্টেমেণ্ট
গবর্নর সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৯ আগ্রিলের বাঙ্গলা গবর্নমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪২৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিত
এই মাসের ১৯ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩২ ধারামতে তাঁহাদিগকে
কালেক্টরের ক্ষমতা দিলেন।

এ, পি, মাকডনেল

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—১৮৮৩ সালের ১৭ সেন্টেম্বর তারিখের বিজ্ঞাপন ক্রমে বিশেষ কার্যার্থে বন-
রক্ষকের আত্মাধীনে সংস্থাপিত ডেপুটী বনরক্ষক জীবন্ত এক, বি, মাক্সন সাহেব, একটিং আনিষ্টোন্ট
এনরক্ষক জীবন্ত আর, এল, হেনিগ সাহেবের স্থানে ১৮৮৩ সালের ২৯ ডিসেম্বরের অপরাহ্নে হাজারী-
বাগ বনখণ্ডের কর্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

কার্যকারকদের নিম্নলিখিত অবস্থাপন ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি অযু্যোদিত হইল, উক্ত
তারিখ অবধি পালান্দো হাজারীবাগ ও সিংহচুম নামে এতাবৎ খ্যাত বনখণ্ড একত্র করিয়া ছোট নাগ-
পুর বনখণ্ড করা যাইবে।

ডেপুটী বনরক্ষক জীবন্ত এক, বি, মাক্সন সাহেব ছোটনাগপুরের বন খণ্ডে অবস্থাপিত হইবেন
উক্ত বন খণ্ডের অন্তর্গত হাজারীবাগ বন উপখণ্ডের কার্যভারও তাঁও থাকিবেন।

আনিষ্টোন্ট বন রক্ষক জীবন্ত সি, এ, জি, লিলিংফোর্ড সাহেব পালান্দো উপ খণ্ডের কার্যের ভার
পাইবেন।

একটিং আনিষ্টোন্ট বন রক্ষক জীবন্ত আর, এল, হেনিগ সাহেব সিংহচুম উপ খণ্ডের কার্যভার
প্রাপ্ত হইবেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—আসামের তৃতীয় জেনারেল ডেপুটী বনরক্ষক জীবন্ত এ, জে, মেন সাহেবের
নিয়মিত ছুটীপ্রযুক্ত অযু্যপস্থিতিকালে অর্থাৎ আসামের প্রধান কমিশনার সাহেবের দত্ত একবৎসরের
নিয়মিত ছুটী এই কার্যকারক যেতারিখে গ্রহণ করেন তদবধি বঙ্গদেশে চতুর্থ জেনারেল ডেপুটী বনরক্ষক
জীবন্ত এক, বি, মাক্সন সাহেব ডেপুটী বন রক্ষকদের তৃতীয় জেনারেল কন্ড করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—১৮৮২ সালের আগ্রিল মাসের ৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেণ্ট গেজেটের
দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠার প্রকাশিত ১৮৮২ সালের ২৮ মার্চের বিজ্ঞাপনানুসারে এবং জীবন্ত সেন্টেমেণ্ট
গবর্নর সাহেবের ত্রুটি ১৮৭৭ সালের ১২ আইনের ৪৬ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্যকরিতা তিনি
১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি কলিকাতা বঙ্গের প্রবেশকারি সকল আঁহাজ বন্দরীর দাসুল দেওন
হইতে মুক্ত করিলেন।

এ, পি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেণ্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 1998 A.

The 29th April 1884.—Baboo Bungshi Dhur Rai, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Moorshedabad, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Chandi Das Ghose, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 30th April 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Govindo Chunder Mookerjee of his appointment of Honorary Magistrate of the Serampore General Bench.

Baboo Kali Kumar Bose, Temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Shoshi Bhusnu Banerjee, deceased.

Baboo Hari Prosad Das, Temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kali Kumar Bose.

Baboo Mohendro Lal Gossami, Temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Hari Prosad Das.

Baboo Okhoy Coomar Mitra, Temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Mohendro Lal Gossami.

Baboo Uma Kant Chatterjee, Munsif of Mouvie Bazar, in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, during the absence, on deputation, of Meulvie Hafiz Abdul Kureem.

Baboo Sri Gopal Chatterjee, Munsif of Jhenidah, in the district of Jessore, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Uma Kant Chatterjee.

Baboo Kali Pada Mookerjee, Second Munsif of Habigunge, in the district of Sylhet, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Sri Gopal Chatterjee.

Baboo Khetter Nath Dutt, Officiating Munsif of Jehanabad, Hooghly, is appointed temporarily to be a Munsif of the fourth grade, *vice* Baboo Kali Pada Mookerjee.

The 1st May 1884.—Baboo Ram Anugrah Narayan Singh, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Surja Kant Bhattacharjee to be an Honorary Magistrate for the Kharakpore Bench, in the district of Monghyr, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Dwarka Nath Mookerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

The 2nd May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Bonowary Lal Banerjee of his appointment of Honorary Magistrate of the Jehanabad General Bench, in the Hooghly district.

Under the authority vested in him by the final clause of section 357 of the Code of Criminal Procedure, Act X of 1882, the Lieutenant-Governor empowers Baboo Prasanna Kumar Dutta, Temporary Deputy Magistrate, Chittagong, to take down evidence in criminal cases in the English language.

The Lieutenant-Governor appoints Baboo Kalidas Das Gupta to be an Honorary Magistrate for the Bench at Chondobar, Boda, in the Julpigoree district, and vests him with the powers of a Magistrate of the third class.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 12th May 1884.*—Baboo Koylash Chandra Mozoomdar, Munsif of Bagirhat and Khoolna, in the district of Jessore, is allowed leave for 21 days, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted him on the 3rd April 1884.

F. B. PRACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal,

[Government Gazette, 20th May 1884.]

সুপ্রতিষ্ঠান ডিপার্টমেন্ট।

১৯১৮ A অধ্যক্ষ।

১৮৮৪ সাল ২৯ আশ্বিন।—মুন্সিফালিয়ার কিসকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি.ভু. বাবু বংশীধর রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহের একটি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি.ভু. বাবু চণ্ডীদাস ঘোষ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন।—জি.ভু. বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জি.রা.ম.প. জেনারেল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জি.ভু. লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

বাবু শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর কিসকালীন মুন্সেফ জি.ভু. বাবু কালীকুমার বসু সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জি.ভু. বাবু কালীকুমার বসুর পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিসকালীন মুন্সেফ জি.ভু. বাবু হরিপ্রসাদ দাস সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জি.ভু. বাবু হরিপ্রসাদ দাসের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিসকালীন মুন্সেফ জি.ভু. বাবু মহেন্দ্রলাল গোস্বামী সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জি.ভু. বাবু মহেন্দ্রলাল গোস্বামীর পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর কিসকালীন মুন্সেফ জি.ভু. বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্যোপলক্ষে জি.ভু. মৌলবী হাফিজ আদতুল করিমের অনুপস্থিতি কালে জি.ভু. জিলার অন্তর্গত মৌলবী বাজারের মুন্সেফ জি.ভু. বাবু উম্মাকান্ত চট্টোপাধ্যায় কিসকালের নিমিত্তে মুন্সেফদের প্রথম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

জি.ভু. বাবু উম্মাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে মালদহ জিলার অন্তর্গত মিনিরহাটের মুন্সেফ জি.ভু. বাবু জিগোপাল চট্টোপাধ্যায় কিসকালের নিমিত্তে মুন্সেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

জি.ভু. বাবু জিগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে জি.ভু. জিলার অন্তর্গত হরিগঞ্জের দ্বিতীয় মুন্সেফ জি.ভু. বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় কিসকালের নিমিত্তে মুন্সেফদের তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

জি.ভু. বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে জগন্নির অন্তর্গত জাহানাবাদের একটি মুন্সেফ জি.ভু. বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্ত কিসকালের নিমিত্তে চতুর্থ শ্রেণীর মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—শাহাবাদের কিসকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি.ভু. বাবু রামানুজকল্যাণ সিংহ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জি.ভু. লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব জি.ভু. বাবু হরাকান্ত ভট্টাচার্যকে মুন্সেফ জিলার অন্তর্গত পরশুর বেঞ্চ অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিলেন।

শাহাবাদের কিসকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি.ভু. বাবু হারকানাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ মে।—জি.ভু. বাবু বনওয়ারী লাল বন্দ্যোপাধ্যায় জগন্নির অন্তর্গত জাহানাবাদ জেনারেল বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জি.ভু. লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

জি.ভু. লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি কোজনারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩৫৭ ধারার শেষ অংশমতে দত্ত ক্ষমতাক্রমে তিনি চট্টগ্রামের কিসকালীন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট জি.ভু. বাবু প্রসন্নকুমার দত্তকে কোজনারী মোকদ্দমায় ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার ক্ষমতা দিলেন।

জি.ভু. লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব জি.ভু. বাবু কালিদাস ওগুকে জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বোদার চন্দনাবাড়ী বেঞ্চ অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিলেন।

মুন্সেফদের ছুটি।—১৮৮৪ সাল ১২ মে।—মলদহ জিলার অন্তর্গত বাগেরহাট ও খুলনার মুন্সেফ জি.ভু. বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ১৮৮৪ সালের ৩ আশ্বিনে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে একুশ দিনের ছুটি পাইলেন।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 13th May 1884.

No. 204.—*Transfer*.—Mr. T. H. Clowes, Assistant Engineer, second grade, is transferred in the interests of the public service from the Brahmini-Byturni to the Mahanuddy Division.

No. 205.—*Notifications*.—Mr. G. Deuchars, Assistant Engineer, second grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant.

No. 206.—The undermentioned Engineers passed the colloquial examination in Hindustani on the 5th instant :—

Name.	Rank.
Mr. R. T. Faulkner	Assistant Engineer, second grade.
„ C. A. White	Ditto ditto.

No. 207.—*Promotion*.—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment of the Public Works Department :—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. C. Taylor ...	Assistant Engineer, first grade, on furlough.	Executive Engineer, fourth grade.	1st May 1883* ...	Permanent.
„ G. A. G. Shawe ...	Executive Engineer, fourth grade (temporary).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ M. J. Monckton ...	Assistant Engineer, first grade (on deputation).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ C. J. K. Watson...	Executive Engineer, fourth grade (temporary).	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. Monies ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. Hayes ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto.
„ A. E. Behrmann...	Ditto ...	Ditto ...	28th November 1883.	Ditto.

* In supersession of the date published in Bengal Government Notification No. 111, dated 26th February 1884.

IRRIGATION.

The 13th May 1884.

No. 210.—*Declaration*.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of an embankment in connection with the reclamation of the Bullee Bheel, it is hereby declared that a piece of land about 1,844 feet long, and varying from 54 to 310 feet wide, measuring, more or less, 15 bigahs 3 cottahs and 11 chittacks, is required in the villages Koijoori and Gaborda on the west bank of the Jaliapara Khal, in the 24-Pergunnahs district, in pergunnahs Buran and Surferajpore respectively. It is bounded on the north by the said Jaliapara Khal; on the west by the village Koijoori, in estate No. 611, Dehi Boikari; on the south by the village Gaborda; and on the east by Boikari Baor.

It is also hereby declared that another strip of land, situated in village Kalilee, in pergunnah Hilki, on the east side of the Jaliapara Khal, in the district of Khoolna, is required for the same purpose. This strip of land is about 138 feet long, and varies in width from 32 to 74 feet, and measures, more or less, 11 cottahs and 8 chittacks in area. This land is bounded on the north, east, and south by the village Kalilee, and on the west by the Jaliapara Khal.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

১০৪ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ত্রিযুত টি, এচ, ক্রোস সাহেব রাজকাধার আধার নিমিত্তে ব্রাহ্মণী-বৈতরিনী খণ্ড হইতে মহানদী খণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

১০৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—স্বরাষ্ট্রাঙ্গী-কটক বেলগুয়ে সরকার দ্বিতীয় শ্রেণীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ত্রিযুত এ. ডিউর্গাস সাহেব এই মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্থানী ভাষার পরীক্ষা দীর্ঘ হইলেন।

১০৬ নম্বর।—নিম্নলিখিত ইঞ্জিনিয়ারেরা এই মাসের ৫ তারিখে চলিত হিন্দুস্থানী ভাষার পরীক্ষা দীর্ঘ হইলেন।

নাম।	পদ।
ত্রিযুত ই. টি, কলকাতা সাহেব ...	দ্বিতীয় শ্রেণীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।
.. সি. এ. ওয়াইট সাহেব ...	এ

১০৭ নম্বর।—পদবৃদ্ধি।—ত্রিযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেব পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার সিরিশ্চায় নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি করিলেন।

নাম।	যে পদহইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদবৃদ্ধির ভাব।
ত্রিযুত সি, টেলব সাহেব ...	নিযুক্ত দুই প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	১৪র্থ শ্রেণীর একম-কিটিব ইঞ্জিনিয়ার।	১৮৮৩ সাল ১ মে।	স্বাধীন।
.. জি. এ. জি. শা সাহেব	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর এক-সেকিটিব ইঞ্জিনিয়ার	এ	এ	এ
.. এম. জে. মকটন সাহেব	রাজকাধারে প্রেরিত প্রথম শ্রেণীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	এ	এ	এ
.. সি. কে. কে. ওয়াটসন সাহেব	কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর এক-সেকিটিব ইঞ্জিনিয়ার	এ	এ	এ
.. এ. মিনিস সাহেব	এ	এ	এ	এ
.. এ. মস সাহেব	এ	এ	এ	এ
.. এ. ই. বেহরম সাহেব	এ	এ	১৮৮৩ সাল ২৮ নবেম্বর।	এ

* বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টে ১৮৮৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ১১১ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত তারিখ বহিত করিয়া।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।

১১০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থাৎ বঙ্গবিভাগের সংস্কার করণ সংক্রান্ত ঋণ প্রস্তুত করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্টে কতক ভূমি দেওয়া আদেশক, বঙ্গদেশের ত্রিযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিমিত্ত এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেই কাধার নিমিত্ত ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত ক্রমান্বয়ে বুংগ ও সবকরাজপুর পরগনার জেলা পাড়া খালের পশ্চিম তটস্থ কইজুরি ও গবোন্দী গ্রামে প্রায় ১৮৪৫ ফুট দীর্ঘ ও ৫৪ অবধি ৩১০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাত্মক ১৫৩১/২ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা জেলা পাড়া খাল, পশ্চিম সীমা ৬১১ নং ই. টে ডিবি বৈকারির কইজুরি গ্রাম, দক্ষিণ সীমা গবোন্দী গ্রাম এবং পূর্ব সীমা বৈকারি বাগান।

এতদ্বারা আরো প্রকাশ করা যাইতেছে যে, উক্ত কার্যের নিমিত্ত খুলনা জিলার অন্তর্গত জেলা-পাড়া খালের পূর্ব তটস্থ হিলকী পরগনার কালিলী গ্রামে আর এক ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন। উক্ত ভূমি প্রায় ১৩৮ ফুট দীর্ঘ ও ৩২ অবধি ৭৪ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাত্মক ১১১১ ছটাক পরিমিত। এই ভূমির উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা কালিলী গ্রাম এবং পশ্চিম সীমা জেলাপাড়া খাল।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি, এক, ই. এস. নীল, মেজর, এম, এস, সি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের হোটে সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে ।

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের জীয়ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন উক্ত মান্যবর সাহেব ১৮৮৪ সালের ৪ আগ্রিল তারিখে অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ২২ আগ্রিল তারিখে মাহমুদ-বর জীয়ত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত এইরূপ সাধারণ অংগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৮৪ সালের ৪ আইন ।

৩০০০০ মুনিসিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটিতে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ দিবার নিমিত্ত উক্ত দুই মুনিসিপালিটির মুনিসিপল কমিশ্যনর-দিগকে ক্ষমতা দিবার আইন ।

৩০০০০ মুনিসিপালিটির ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচের একাংশ মুনিসিপল কর হইতে দিবার বিধান করা বাঞ্ছনীয় ; অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

১ ধারা । এই আইন “ ৩০০০০ ও শাখানগরের মুনিসিপল পোলীস বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন ” বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারিবে ।

এই আইন ৩০০০০ মুনিসিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটিতে বাস্তবে ।

আর ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপল আইন যে তারিখে প্রবল হইবে, সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রবল হইবে ।

২ ধারা । হাবড়া মুনিসিপালিটিতে ও কলিকাতার শাখানগর মুনিসিপালিটিতে যে পোলীস নিযুক্ত থাকে, তাহার খরচ দিবার নিমিত্ত উক্ত দুই মুনিসিপালিটির মুনিসিপল কর এই আইনের বিধানের নিয়মাধীনে প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে ।

৩ ধারা । উক্ত দুই মুনিসিপালিটিতে নিযুক্ত বা কর্মকারী সমুদয় পোলীস কর্মচারী ১৮৬১ সালের ৫ আইন মতে পোলীস নিযুক্ত হই-বার কথা । কিন্ত তদ্রূপ যে আইন যৎ-কালে বলবৎ থাকে সেই আই-নের বিধানমতে, নিযুক্ত হইবেন, এবং বঙ্গদেশের গবর্ণ-মেন্টের অধীন পোলীস সেরস্তার একাংশ বলিয়া গণ্য হইবেন, ও উক্ত কোন আইনের বিধানের নিয়মাধীন থাকিবেন ।

৪ ধারা । স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে পাঠ নির্দেশ করেন সেই পাঠে পূর্বে প্রত্যেক মুনিসিপালিটির আয়বায়ের অনুমানপত্র তাহা প্রস্তুত করি-বার পর বৎসরের অন্য প্রস্তুত করা যাইবে, এবং ঐ অনুমানপত্র যে বৎসরের লক্ষ্য হয় সেই বৎসরান্ত হইবার অন্ত্যন তিন মাস পূর্বে তাহা মুনিসিপল কমিশ্যনরদের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে ।

৫ ধারা। হাবড়ার অনুমানপত্র পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সার্জিটেটেণ্টে গাফেল এবং কলিকাতার শাখানগরের অনুমানপত্র কলিকাতা নগরের পোলীসের কমিশনার গাফেল প্রস্তুত করিবেন; এবং উক্ত প্রত্যেক মুনিসিপালিটিতে যে পোলীস দল রাখিতে হইবে তাহার সংখ্যা, গঠন ও বেতন এই অনুমানপত্রে লিখিত হইবে।

৬ ধারা। মুনিসিপাল কমিশনারগণ সভাগত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও থানা কমিশনার সাহেবের নিকট কমিশনারদের অনুমানপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিয়া পাঠাইবার কথা।
এই অনুমানপত্র বিবেচনা করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও থানা কমিশনার সাহেবের নিকট প্রেরণ করিবেন।
কমিশনার সাহেব এই অনুমানপত্র স্থানীয় গবর্নমেন্টে পাঠাইবেন।

৭ ধারা। প্রকৃতিতে যে অনুমানপত্র প্রেরিত হয় স্থানীয় গবর্নমেন্টে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এবং তাহা বা তাহার কোন অংশ অনুমোদন বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন। এই অনুমানপত্রে পোলীসের যে শর্তের বিধান থাকে তাহার কত অংশ অনুমানপত্রের অন্তর্গত মুনিসিপালিটির দিতে হইবে, স্থানীয় গবর্নমেন্টে ইহাও স্থির করিবেন।

কিন্তু প্রকৃতিতে যে শর্ত দিতে হইবে তাহা মুনিসিপালিটির অন্তর্গত মোতাশ্বের মোট শুল্কের অধিকার দৃষ্ট টাকার অধিক হইবে না, ও স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমো-

দিত অনুমানপত্রের মোট টাকার চতুর্থাংশের অধিক হইবে না।

৮ ধারা। পূর্কোক্তরূপে মুনিসিপালিটির দিতে হইবে মালিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্ট যত টাকা স্থির করিয়া দেখে তাহা ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইনের ৭০ ধারামতে প্রাপ্ত থানা কমিশনার মুনিসিপাল অনুমানপত্রে লিখিত হইবে, এবং স্থানীয় গবর্নমেন্ট যেরূপে নির্দেশ করেন সেহই তারিখে ত্রৈমাসিক ক্রমে মুনিসিপাল ফণ্ড হইতে কমিশনারদের দিতে হইবে।

৯ ধারা। (কলিকাতার শাখানগরে পোলীসের সুবিধান করিবার) ১৮৮৬ সালের বঙ্গীয় আইন কলিকাতার শাখানগরের পোলীসের ক্ষমতা বঙ্গ সের উপর যেকোন ক্ষমতা বা শক্তি কলিকাতা নগরের পোলীস কমিশনার সাহেবের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, এই আইনের কোন কথায় তিনি সেই ক্ষমতা বা শক্তিতে বঞ্চিত হইবেন না।

আর উক্ত ১৮৬১ সালের ৫ আইনমতে পোলীসের ইমপ্লিমেন্টের জেনরল সাহেবের প্রতি যে কোন ক্ষমতা ও শক্তি অর্পিত হইয়া থাকে, তিনি উক্ত শাখানগরের অন্তর্গত পোলীসের উপর সেই ক্ষমতা ও শক্তি লাভে পারিবেন না।

সি, এচ, রাইলী.

রাষ্ট্রপাল কার্যবিভাগে

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L.,
Bengali Translator.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 20, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২০ মে।

PART VIII. ADVERTISEMENTS.

অসম খণ্ড।

ইশতিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

নিম্নোক্ত নোটিস।

এস্তেহারনাগা বাছারি কালেক্টরী জেলা ১৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জেলা ১৪ পরগনার নীচের লিখিত মজালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির বাকী দাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯১ সাল ১২ তাম্রা শুক্রবার এই জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রিল।

প্রথম শ্রেণীর এগুমুরার জমা দায় হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে বাগুরী কিং কান্দনবাড়ী ওগয়রহ লিখিত মালিক

দারকানাথ রায় চৌধুরী ওগয়রহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ১/২ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮১২ ১ দন্তি ১৪ ১/২ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমালিতে দারকানাথ রায় চৌধুরী ওগয়রহ নামে দ/১৪৭৭ নস্তী ১১/১১৫৫/১৮৫— আনার কতি সদর জমা ২৪৩১২ ১০ টাকা ভাচার সন ১২৯০ সালের লাং ফাণ্ডন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনভূগলি ওগয়রহ লিখিত

মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ সদর জমা ... ২১১২৬৫/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৫০৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট একমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগয়রহ নামে ১২ আনার কতি সদর জমা ২১১২৬৫ টাকার ভাচার সন ১২৯০ সালের লাং ফাণ্ডন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেওতা ওগররহ লিখিত মালিক

টেকলানাথ বিখাস ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৩৭ ১১/৯ টাকা মধ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ ইনের ১০ খারামতে ১১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমা-
লিতে টেকলানাথ বিখাস ওগররহ নামে ১১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৭১০ ১১ টাকা তাহার
সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে
৭৫৬১৮৪ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরফ যজুবাণী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ও গররহ সদর জমা যার পুলিশ খানাদারি ... ৮৭১৫১৩ টাকা মধ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ খারামতে ১/৬১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১১০১১১ - আনার কাত সদর জমা যার পুলিশ
খানাদারি ৫৮১১ ১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় বাদে ১২ ১৮১০ টাকা বাকী হওয়া নিলামে ধরা গেল।

8-5-84.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ খারার বিধানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলার
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মালিক সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন
অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে একাধা
নিলামে নিঃবলণে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ আশ্বিন।

তফসীল।

ক্রমিক নং।	সন ১৮৮৪	সন ১৮৮৪	নাম মালিক।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং আমুয়ারি ১৮৮৪।	কৈফিয়ত।
১৯৩৩	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জো- য়ার পাং বরদাখাত হিং ১৮১৩১—ক্রান্ত	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্র- চন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজ- নীকান্ত সেন। জিমতী উমাতারা জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। জিমতী উমাতারা গুণী জং মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারডা পাং বরদাখাত খানে খোলা।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মালিকের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২০৯৩ টাকা ধায়া হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৯৩৪	৭০	১৮৯	ভিলচিঠা জোয়ার পাং বরদাখাত হিং ১৮১৩১— ক্রান্ত।	হর্গীচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পাং জীচাইল, রামকির রাং সাং চান্দরাই প্রকাশ্য আমিতাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা জিমতী জিমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পাং বিক্রমপুর, জগবল্লু দাস সাং তথা বজ্রচন্দ্র দাস সাং তথা দারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৫৩	২০৮/১০	

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

জিলা হুগলি।

অসিদ্ধাধিকারিকের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৯১ সালের ৬ আর্ডার রহস্যভিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে উক্ত সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে	মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ডাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকসিয়ৎ।
৯	প্রথম প্রণী ইস্তাহারি বন্দ-বস্তী মহাল। দৌলতপুর পঃ পাখুরা।	মৈয়দ কজলে রহমান ওরফে আলী-রাখা দিগর। বাদ গজাপুর কর মোজা সিন্ধা ডে-সামিল পটী বাগান ডাঙ্গা ও গির-পাড়া রকম ১২১। আনার সদর জমা বিঃ কুমুমকুমারী দাসী ১৫১০ বিঘা জমির জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী মৈয়দ কজলে রহমান ওরফে আলী রাখা দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১১৩২২২ ৪২৫৫০ ৫১০ ৪৮৫০	১২২১১৫১	এই বাকীর জমা এই অংশ নি-লাম হইবে।
১০	রাধাকান্তবাটী পঃ পাখুরা।	কছিমদৌল মিল্লী দিগর ... বাদ হাজি আছালদৌ মিল্লী ৫০৫১ বিঘা জমির জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী কছিমদৌ মিল্লী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬২৪১১১১ ২৪৫৫০ ৫২৯৫১১	৪৬১০	এই বাকীর জমা এই অংশ নিলাম হইবে।
১১	দস্তুপুর পঃ ভূরগীট।	মেথ হাকিমদৌল আহাম্মদ দিগর সদর জমা। এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ১১/০ আনা কে ষোল আনা করিয়া তাহার রকম ১৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১১০৮১২ ২৪২৪১/৬	৪২৯১/৬	এই বাকীর জমা এই অংশ নিলাম হইবেক।
১২	মণ্ডলঘাট পঃ মণ্ডলঘাট।	দুর্গাচরণ ... দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাবালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ১১১/৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২২৩৭৮৫৫ (৮) ৩১৮০৯/১	১২২৬৩২	এই বাকীর জমা এই অংশ নি-লাম হইবেক।
১৩	সাঁখশালি পঃ বালিরা।	মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনেজার ইন্সটে গিরিজানাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ১২ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০১৪৮৮ ১০১৪৫০	৫০	এই বাকীর জমা এই অংশ নি-লাম হইবেক।

সংখ্যার নম্বর।	মণ্ডল ও পর- গনার নাম।	বাণীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ডাইন।	বাণী পরিমাণ।	টেকিয়াং।
	প্রথম শ্রেণী ইস্লামাবাদি বন্দ- বস্তী মহাল।				
৫৫	চাঁদাখালি পং পাড়া।	মহুনাথ ধলাদিগর ...	৫৮১১/২	৩৫১/০	
৫৬	এ এ	মহুনাথ ধলাদিগর ...	৬০৬১/০	১১৩১/০	
৫৯	মাথাপাড়ি পং পাড়া।	সৈয়দ আবুল মজ্জার দিগর ... বান অংশীদার নন্দী রুম ১২৪৬ আনার সদর জমা এঃ উপাধীনায়ন নন্দী দিগর রুম ১১৮৬ ১১৮৬ আনায জমা দিঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। সৈয়দ আবুল মজ্জার দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২২৬/১ ২১৪/০ ১১৮/০ ৪৮৬/০ ২৯৬৬/১	৩৮৪	এই বাণীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৬২	রামজালাল পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মালিকলাল শীল নাথলকের তরফ শরৎকুমারী দাসী রুম ৮৫ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১৯৩৭৪৬২। ২৭২৫।/০	৯৩৯/০	এই বাণীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৬৭	গুড়বাড়ি পং চৌমুড়া।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র মোষ গুড়বাড়ি ও চরিরামপুর ২ মেজায় মোলানা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১৬২৫৬। ৬৯২৬৯	৪৭২৬৯	এই বাণীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৬৯	মেদপুর পং বালিয়া।	মেথ কানৈরবরুম দিগর ... এই মহালের মধ্যে মালিকলাল শীল নাথলকের তরফ শরৎকুমারী দাসী রুম ১১/ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০৩৯১১৬৯ ৫৮৪৫৬৬।	২০১৩১/০	এই বাণীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১১০	খালড় পং খালড়।	রাণীলালনমণি দিগর ... বান ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র- লাল দাসী রুম ৬০ আনার সদর জমা উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রুম ১০ আনার সদর জমা বাণী প্রথমনাথ রায় দাড়াডুর রুম ৮০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। রাণী রাণী লালনমণি রুম ১০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০৩৯০১১৬ ৭৭৯৩ ৬৫৯। ১২২৮৬। ৯৭০২। ৬৫৯।	১৭১১১/০	এই বাণীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।

ক্রমিক নং	বহাল ও পরগনার নাম ।	বাকীদার মালিকের নাম ।	সদর জমার তাইন ।	বাকীর পরিমাণ ।	টেক্ষিৎ
১১৭	প্রথম প্রেরণী ই- সুয়ারার বন্দ- বস্তী মহল । রাজহাট পং খোশালপুর ।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর ... বাদ আনন্দময়ী দেবী একত্বিকিউটর ইফেট হুন্দারসজ্জার রকম ১/০ আনার সদর জমা হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত মণি পুর ও বৈদ্যবাণী ও অতিরামবাণী তিন মোজার রকম ১/১০ আনার মধ্যে ৮/০ আনার সদর জমা । প্রমাদদাস গোস্বামি রকম ৮৯। = আনার জমা । ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর সদর জমা । ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	৭২৬৬ ২২৬৭০ ৮২৬০ ১৫১।০ ৪৬০।০ ২৬৫।৬০	৩১০/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
১১৮	মল্লিকহাটী পং বোর ।	প্রমাদ দাস গোস্বামি দিগর ... বাদ রাধিকাপ্রমাদ গোস্বামি দিগর রকম ১০ আনার সদর জমা । ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । বাকী প্রমাদদাস গোস্বামি দিগর রকম ৭০ আনার জমা । ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	২২৬৮২ ৭৪২৮ ২২২৬৮২	১৬৯।৮	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
১১৯	চাত্রাবাদে পং বোর ।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ... বাদ বামাসুন্দরী দেবী রকম ৮১০ আনার সদর জমা । নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১/১৫ আনার সদর জমা । দিননাথ চৌধুরী রকম ১/২০ আ- নার সদর জমা । কালীলাল মুখোপাধ্যায় রকম ১/৮১৭ আনার সদর জমা । কালীকানন্দ পাল দিগর রকম ১০৭২ গণ্ডা সদর জমা । লালজী চৌধুরী বাদ চাত্রা বাসু- দেবপুর, বেলুড় ও মোজার রকম ৮৮০ আনার সদর জমা । ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা । ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	৭৪০।১/৫ ১৪৯।০ ৬৬৮ ৫১৭০ ৮৮।১০ ৩১৭০ ১১৭৭০ ৫১৫৮ ২২৫।১/৫	৭৬/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক ।
২০৩৪	মোদামি বন্দ- বস্ত । সুলতানপুরচর পং পাটমহল ।	অমৃতলাল সেন দিগর ... বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ১।০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	২২২৬০ ৮০৬৮৩৯২ ৪৬৪।১/৬ ৪।৭৪।১		

সহস্রাব্দ নং	মহাল ও পর্বগ- নার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ভাইদ।	বাকী পরিমাণ।	টেকিয়াং।
২১৫৮	মোদামিবন্দবস্ত অপূর্বপুর চাক- রানপং সিংহুর	বাকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ১১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ শরতকুমারী দাগী দিগর। বাদ কানাইলাল শীল রকম ১১/২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ১৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৩৪১/৬ ৪০৬৪/৪ ৬৫৬১/৫ ৩৯৩৫/০ ১৩১/০ ৫২৫০/০	২১১	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লায় হইবেক।
৩১৩৩	প্রথম জেণী ই- স্তম্ভারি বন্দ বস্তী মহাল। ছুটিপুরের সা- মিল জমার পূর্বপং ছুটি- পুর।	বাকী মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ শরতকুমারী দাগী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। যতুনাথ ঘোষ দিগর ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণেশ্বর দেব রায় ১০ আনাকে ঘোষ আনা করিয়া ভাগীর রকম ১/৬১ = আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭০৬১/৮ ৪৮৫০/০	৪২১০ ১১৫০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লায় হইবেক। এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লায় হইবেক।
৩৬৩৭	এ জোঁকুল পাঃ ছুটিপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় দিগর ...	৫১০১/৫৭	৯২৫০/৩	
৩৮৪৯	এ মামদপুরবাটকে পং ছুটিপুর।	যতুনাথ দে দিগর ... এই মহালের মধ্যে কবিনাথচন্দ্র পাণ্ডা রকম ১০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৪৫/৫১১ ১৫৪১/০	৩৯০/৬	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লায় হইবেক।
৩৯৯৩	মোদামিবন্দবস্ত হাওড়াচর পং োর।	বাণী লালনমনি দিগর ... বাদ ব্রজনাথ জামানি রকম ১/০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২৬১/৮ ২২৭/০		
৪০৮৬	প্রথম জেণী ই- স্তম্ভারি বন্দ- বস্ত মহাল। গোবিন্দপুর পং আনা দি।	বাকী বাণী লালনমনি দিগর রকম ১১/০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ শরতকুমারী দাগী।	৪৯৯০/৮ ১০৪০৭/৭	৬২১০/০ ৩৫২৬/৯	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লায় হইবেক।
১৭৯১	মোদামিবন্দবস্ত গুণ্ডিলাড়াচর পং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেজেকার কানন গিরজানাথ রাই চৌধুরী দিগর। এই মহালের মধ্যে রকম ১/৮ আনার মালিক দুর্গানারায়ণ সেন সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। রকম ১/১০ আনার মালিক অমৃতনাথ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭১৫৭ ০০৬৭ ৭৬১/০	১৮ মাঠ কি- স্তুর বাকী ১০৪১/০ ১০ জামুয়ারি কীর্তী বাকী ৮৯১/৬ ১৯৩৫/৯ ২৮ মাঠ কির্তী। ২৬/৯ ১০ জামুয়ারি ১০১/৩ ৪৮১/০	এই অংশ ১৮৮৪ ২৪ মাঠ নিলাম হওয়ায় খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া অব- শিষ্ট টাকা বঃ দেওয়ায় এ বাব- নার টানা জমা করা গিয়াছে ৬ জ- না এ প্রথমখরি- দারের দায়িত্বে ও বুকিতে এই অংশ পুনরায় নিলাম হইবেক।

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনীয়া জেলাস্থ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ১৩ জুন যেতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওতরে একাণ্য নিলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ক্রমিক নং।	মহাল ও পর- গনার নাম।	মালিকের নাম।	ঘোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগর- পাড়া কিসমত অগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৩৬২।৬৮	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে অভিন্ন হিসাবের ১ হি- স্যা সুব্রহ্মনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৮ আনা।	১৩৫৬।৬২	৩।০
২৮	পং হিলকি কিং কেড়গাছ।	রাজমোহন রায় চৌধুরী দিগর।	৫৮০।৮	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮০।৮	১৭৩৬।০৮
২৯	পং খলিসখালি কিং খলিসখালি	বৈদ্যনাথ কামিনী দেবতা দিগর।	৮৯৭।১১	২ ...	৮৯৭।১১	১৩০৮।১১
৩৪	পং হিলকি কিং গন্ধকপুর।	সুব্রহ্মনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২৬।১৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন মোহন রকম ১২ গণ্ডা।	১২৬।০	৩৩।১১
৬৭	পং তালিপুর কিং তালিপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দি- গর।	৫৩৯।৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪।১	১১০।৮
৭২	পং দাতিয়া কিং দাতিয়া।	চন্দ্রকুমার রায় দিগর ...	৪৭৩২২।৬৮	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২।৬৮	১৯০৮।২৮
১০৮	পং বুড়ুন কিং বাবুলিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	৫১১।৫৩	৩ হিস্যা মুনশী আশা- বদীন আহম্মদ রকম ১২ গণ্ডা।	৫১১।০	৩৬।৫
১১১	পং বাজিতপুর কিং বাজিতপুর।	লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী দিগর।	২১২১।১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভট্ট চৌধুরী রকম ৮৮৫ দণ্ডি।	৫৮২।৮	১৮।৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং বৈকালি।	খানমনি চৌধুরী দিগর	৭১২।১১৮	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২।১১৮	৩৬।৭৮
১২৭	পং ডালুকা কিং ডালুকা।	রাজকুমার মোহন দিগর...	১৪৯৪০৮।৮	১ হিস্যা য়েহেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ১৮৮।১১।১৫	৮৫০।৮	২৫৮।৭৮
১৫২	পং বুড়ুন কিং ভাঙ্গুরিয়া।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ...	২০৩২।৬	২ হিস্যা বং। ১০ আনা...	১০১৬।১২	১৫।৮
১৫৩	পং মলই কি মলই।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৭২।১১	২ হিস্যা মনোজনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৭।৬	৮৭৬।৮৪
১৫৬	পং সর্পাঙ্গপুর কিং রাখড়া।	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪২।৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার ১০ আনা।	১৩৭।৬৫	৩১।০৮
১৬৬	পং সুন্দরগন কিং ১৬৫ নং লাট আম্বুনি রমজান নগর।	জহিরুদ্দিন সরদার দিগর	১৮৮৮।৮	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৮।৮	১৪০০।৬
১৯১	পং মলই কিং জয়বাতি।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮২০।১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর সাং লাভিয়া।	৮২।৮	৩২।০৮

Khoolna Collector's Office, }

The 6th May 1884. }

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২০ মে ।]

F. H. BARROW,

Offg. Collector.

জেলা মুরশিদাবাদ।

ইজারার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮১০ সালের ১১ আইনের ৬ ধারাবতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাহালসন ১২২০ সালের লাহকিচী কালগুলোর বাকী রাজস্ব আদার জনা সন ১৮৮৫ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২২১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জেলা মুরশিদাবাদের কালেকটরী কাছারিতে একাধা নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল ইতিমধ্যে ১৭ খ্রিস্টাব্দ।

ক্রমিক নং	মাহালের নাম	ভৌম নং	নাম মাহাল ও পরগনা।	নাম ভাস্কর।	সদর জমা।	বৈকি নং।
১	প্রথম জেনার মাহাল	৪৪	ওরফ কালুয়া পাং বার- বক পুর।	কৃষ্ণকান্ত রায় কল্যাণীকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভা- বতী দাস। মাতা অনি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় দাবালগ।	৩২৪৪।৭৭	এই মাহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসী ও কল্যাণীকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাটন কৃষ্ণকান্ত রায় ও গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১০ আনার কাক সদর জমা ১৬৪৭।৪ টোকা নিলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৫।০ টোকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কালুয়া পাং বার বক পুর।	ঐ	৩২৪৪।৭৭	এই মাহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা ও কৃষ্ণকান্ত রায় গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১০ আনা বাটে কল্যাণীকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনার কাক সদর জমা ৮২৩।৮৭ টোকা নিলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮।০/৩ টোকা।
৩	ঐ	৬৭	ভদ্রাগোপালপুর পাং পলাশী।	রায় মেতাবর্চন লাহার বাহাদুর	১১৪২।১০	রাজস্বর বাকী ৪৬০৫।১ টোকার জন্য সদর মাহাল নিলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২০	কিশোরত মোজাপাতি- ডুইশ পরগনে বার- বক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী দামলদাস চৌধুরী অধিনীকতার মুস্তফী বটুকলাল মুস্তফী দারাদান গোয়াসী।	৭৩৯৭।১১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৪৫/১০ টোকার জন্য সদর মাহাল নিলাম হইবেক।

ক্রমিক নম্বর।	মহালের প্রকার।	ডেপুটি ম্যায়।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ভানুকদার।	সদরতম।	টেকনিয়ত।
৮	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৪৩৬	কিসমত পরগনামহাল- আড়াপুত্র পং সাহাজাপুত্র।	দিপিনবিহারি নবিনবিহারি কৃষ্ণকেশোর মুকুন্দলাল রামচন্দ্র ভগদানচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনচন্দ্র নলিন্দ- মোহন বৈদ্যনাথ গুরুদাস নছমনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ কুলদীপ্রসাদ গোপেশ্বর সেন মনমসখী দাসা কামদাকিকর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৫/৭	এই মহাল মধ্যে মনমসখী দাসার ও কামদাকিকর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ দায়ে গোপেশ্বর সেন দিগন্তের একমালী অংশ ১১/২২ গোপার কাত সদর অংশ ২০৯৪/১০ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বের বাকী ৭২৬/১১।
৯	ঐ	৪৪১	কিসমত পরগনামহাল- খালী পরগনামহাল- খালী।	বীরচন্দ্র নন্দীয়াবিনয় চৌধুরি শ্যামাসুন্দরী দাসা মোদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গঙ্গাধর চৌধুরী অনন্তময়ী দাসী ব্রজময়ী চৌধুরাণী।	৬৬৭৭/২	এই মহাল মধ্যে গঙ্গাধর বীরচন্দ্র চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ দায়ে শ্যামাসুন্দরী দাসা দিগন্তের এক- মালী অংশ ৭/১১/১০ কাত সদর অংশ ৫৫৬/১১ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বের বাকী ১৩ আনা।
১০	ঐ	৫০৮	ডিহি আতাই পং সেরপুর।	চন্দ্রমহিনী দাসা থাকমণী দাসা অলি মাতা বিমেশ্বর বোম প্রদত্তাথ বোম কান্তিকচন্দ্র বোম গোপীমু- ন্দরী দাসা।	৩৪৫২/১- ১১ পুলিস ২৬/০৮ ৩৪৭২/৭	এই মহাল মধ্যে থাকমণী দাসী দিগন্তের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা দায়ে চন্দ্রমহিনী দাসার এক- মালী অংশ ১১ আনার কাত সদর অংশ ১৭২৬/১০ টাকা ও পুলিস ১০/৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাকী ... ৫৭৪/০ পুলিস ... ৩/১০ ৫৭৭৭/১০
১১	ঐ	৫১৩	কিং পং উজিরাদান পং উজিরাদান	ইন্দ্রলোকানন্দ রায় কটীকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য্য নকরচন্দ্র ও বিক্রাস পাল চৌধুরী গোলাপমণী দেব্যা অগজচন্দ্র পাঠক লক্ষ্মীমণী দেব্যা গোবিন্দচন্দ্র তেওয়ারী দ্বিতিকার্য্য সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১১৮৩/৬	এই মহাল মধ্যে দ্বিতিকার্য্য সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৭০ দ্বিতিকার্য্য সেনের অংশ ৪৭/১০ টাকা নিলাম হইবেক বাকী ২৮৭৭ টাকা।

১২

এই মাহাল মধ্যে হারানী চৌধুরানী অলিমতা দান-
রথী সভাচরণ দাদ চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ
১১ গণ্ডা বাটন চাকচক্ষু বসু বিগবের এডমালী অংশ
৬৮১৯ গণ্ডারকাত সমর জমা ২২১৬/৫ টাকা নিলাম
হইবেক।
বাকী ... ১০ পাঁই।

১০৬১/১২

ভরসিনী ওরফে লুটুনিদাসী পক্ষে মাদেনজর কামিনী
সুন্দরীদাসী কৈলাসনাথ সিংহরায় পরেশনাথ সিংহ
রায় বরুণলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী মুক্তকেনী
চৌধুরানী বসুনাথ মুক্তকী পাতালদনী চৌধুরানী
চাকচক্ষু বসু উমেশচন্দ্র মিত্র হারানী চৌধুরানী
মাতা অলিলাশরথী ও সভাচরণ রায় চৌধুরী নাবা-
নগ পরেশনাথ চৌধুরী ললিতমোহন রায় চৌধুরী
কামিনীকুমারী চৌধুরানী মনমোহন চৌধুরী প্রেম-
লাল।

মোজ্ঞ এং পিপুৰ পং
কুলবাড়ীয়া।

৫৭০

ঐ

(৪৫১)

ব্রাহ্মস্বরবাকী।
১৮৬১/১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হই-
বেক।

৭৩৭/১

বন্দবন্তীদার দেবেন্দ্রনাথরায় দায় নাবালগের অলি
মাতা হিপ্রাসন্দর দেবী রামলাল দায় মীতানাম
রায় ব্রাহ্মস্বররায়।

চরণগাঠা পং সমস-
খালী

৫৮৮

দ্বিতীয় প্রের
মাহাল

১২৯০ সালের লং অগ্রহায়ণ তুলসেব ব্রাহ্মস্বর বাকী
১৫২৮ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।

১১৫৬/২
রৌ ডফও
৬০/৬

লোকনাথ দায় ষারিকানাথ দায় ও ষারিকানাথ ষোব...

কিং তবক হোসেন-
পুর পং আসন নগর

২৭৪০

প্রথম প্রের মাহাল

১২৯০ সালের লং মালগুনর ব্রাহ্মস্বর বাকী ১১২৬/৬
টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।

১০৪২১/৫

রামলাল ষোব

ভরক কাগতি পাড়া
পং আসন নগর

২৭৭৯

ঐ

BERHAMPORE,
The 13th May 1884

J C. VASEY,
Offg. Collector.

জিলা ময়মনসিংহ ।

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ ।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানমতে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যস্থতী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে প্রাপ্য বাকী মালজুজারি এবং অন্যান্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আর্টেলর অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তজ্জা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সাল ২১ মে ১৮৯১ সালের ৯ জ্যেষ্ঠ বুধবার তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছাড়িতে বিনী ওজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে । ইতি ১৮৮০ । ৭ এপ্রিল ।

নং ডেজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	মদব জমা।	বাকী।	টেকিয়ৎ।
১৬ নং	৭২ নশিকজীয়া জমিদারি হিসাব ১০ আনা ময় বেজাবেতা ভালুক ১৮৫৯ সালে ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী গিরি- জামোহন চৌধুরী গয়- রহ।	৭১২৭৯	৮২২৭৯	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
এ	এ ১৮৭৬। ৭ আইনে ৭০ ধারামতে কিং চান্দীনা কান্দা (১৮৭৬ কাগ হিসাব)।	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী গয়- রহ।	১৭৬০	০	•
এ	এ এ কি চান্দীনা কান্দা হিসাব (১০০)৩৭। তিল। তপে বগড়াখাল।	অয়চন্দ্র চক্রবর্তী গয়রহ ...	৭০	০	•
১৭ নং	৩৯ নেওয়াজখালি হিসাব ৭০ আনা ১৮৫২ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি হিসাব।	দীননাথ চক্রবর্তী মহিমচন্দ্র বায় চৌধুরী গয়রহ।	১২৭১৬০	৪২৭৬	এজমালি মহাল নিলাম হইবেক।
এ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনে ১১ ধারামতে চান্দীনা মগল গয়রহ ৩৩ খোজার ১০ আনা হিসাব।	যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৪১৬৭/৩	০	•
এ	এ	প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী ...	১৪১৬৭/৩	০	•
এ	এ	দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ...	৩৭১৬৭/৩	০	•
এ	এ	বৈল্যামচন্দ্র চক্রবর্তী ...	৩৭১৬৭/৩	০	•
	তপে হাকরাদি।				
১২৪ নং	পাএন্দাংন হিসাব ৬/৭৭- কাণ্ডী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ ধারামতে খারিজ বাদে এজমালি।	মহিমচন্দ্র বায় চৌধুরী দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	১৩৩৩৬০	১২৭/৮	এজমালি অংশ নিলাম হই বেক।
এ	এ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনে ১১ ধারামতে চাকলে পাট্টা ভাঙ্গা ১০ আনা নগর হাকরাদি ১৮১৬ গড়া	জগতকিশোর আচার্য চৌ- ধুরী নাবালগ।	২২৭৭৬০	০	•
এ	এ চাকলে পাট্টা ভাঙ্গা ১৫ গড়া ও নগর হাকরাদি ১২৯ গড়া ও বীর মসুমার ৬৬০ আনা। তপে মৌর্য দরজিবাড়ি মৌতালক ১৫১ নং জমিদারি। তপে হাকরাদি।	উদিকিশোর বায় চৌধুরী। চয়দ আবদুল্লাহ অশ্বপাল জামিনা জাকন খাটন।	১৬৬৬০ ২১৭৩৬৬০	০ ১২৭/০	• অপূর্ণ মতাম নিলাম হই বেক।
১১১২ নং	৩৯ কুমার দত্ত গয়রহ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়রহ।	৩৩২৬৭/৫	০	•
এ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ হিসাব ৬১০ আনা।	বিজ্ঞেশ্বরী দাস।	২৫০৬৭/০	৪২৭/০	খারিজ হিসাব নিলাম।
এ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনে ১১ ধারামতে খারিজ।	রামকিশোর গজোপাধ্যায় গয়রহ।	১০১৪১৬/৭	০	•

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	টেকিয়াৎ।
-------------	-----------	------------	----------	-------	-----------

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

নং	ভোগে বনভাণ্ডার।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।	টেকিয়াৎ।
৪০৭১ নং	চর চারিপাড়া। স্বর্ণপুর্ ওরফে কামারিয়া।	গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী গহ- রহ।	৭৪৭৫০ পাঁই	১১১৮০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হই- বেক।
৪০৮৫ নং	পং ময়মনসিংহ বীল ভলঙ্গী ...	শ্রীমতী হরিপ্রভা চৌধুরী গয়বহ।	৫৮০২	২০১১/০	৩
৪১৭২ নং	পং হুশেনাবাদী চর ভেলুয়াবাড়ি ...	দীননাথ চক্রবর্তী চৌধুরী গয়বহ।	৮৭২২	২২৭২	৩
৪২৭৮ নং	পবননে পুখুরিয়া চা মাঝবাড়ী	বাসুদেবী দেবী চৌধুরাণী পতিব নাঃ দুর্গাপ্রসাদ ঠাকুর ও মহাবাদী শরৎচন্দ্রদেবী দেবী গয়বহ।	৫২১৮৫০ মালিকানা ৬১৮২	১৪২৫১০ মালিকানা ১০৭২	৩

G. E. MANNEY,

Offg. Collector.

তিনী চট্টগ্রাম।

ইস্তাফার-নামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

উক্ত দ্বিতীয় জমা-ইতিহাস যে ১৮৮৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইন ৬ শাখার মন্ডালুসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি স্থগিত পর্ষদ বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিক ওয়ার্ক সেম আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১৬ জুন মো ১৮৫৬ ১২৯১ বাকী ও আদায় রোজ গোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধনী দায়বদ্ধ ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহাল মওয়াবাদ।

নং নামের তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা। রাজস্ব।	সেম।	বাকী রাজস্ব।	সেম।	মোট	মন্তব্য।
৭৭৩	১৩১ ২৪৫৭৮	পাটনে সীতেশ্বরী। মোজা দ্বিতীয় নগর নিঃ অখিল তালুক রণু দেবী।	৮২০৫৮৮	১৪৮১১৬	৩৩৪	৪২১১০	৩৮৩১১০	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হই- বেক।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২০ মে।]

C. A. SAMUELS,

Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম :—ইস্তাফারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাফার' সংবাদ দেওয়া গাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ জুলাই ও ১৮৭১ সালের ১১ জুলাই ৩১ আইনের ৩ ধারার মর্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৬৮ সালের ৩৫ ডিসেম্বর হইতে ১৮৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বার্ষিক পত্রী প্রাপ্ত ও প্রেরিত হইতেছে ও পাবলিক ওয়ার্ক ছেহ আদারের নিমিত্তে ১৮৬৮ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯: বাজালি ২৮ জৈষ্ঠ বোজ মোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৬৮ ইং তারিখ।

কাম্বাজার সব-ডিবিগনের এলাকাধীন।

ক্রমিক নং।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।			বাকী।		মন্তব্য।
			রাজস্ব।	চহু।	জাজস্ব।	হেহু।	মোট।	
২০১	মৌজা ইননী থানে টেকনাফ তালুক নছরত আলি চৌঃ খোদ	...	৮২৭/০	২০৭৬	৬৩৮/৬	০	৮৩৮/৬	মস্তুর্ণ তালুক নিলাম হইবে।
২০২	মৌঃ টেকনাফ থানে টেকনাফ তাঃ জিয়াতী খাউ চৌঃ খোদ	...	১২১৭৭	৭৯/০	৬:৩৭	২৬/৬	৬৩৯/৬	এ
২০৩	মৌঃ রাজারহুল থানে রাষ্ট্র তালুক সেরদস্ত খাঁ	... দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গঃ	১১০১/৬	১২৮/৭	৩০৩/৬	৬৪/৬	৩৪৭/৬	এ
২০৪	মৌঃ মিঠাছরি থানে রাষ্ট্র ইজারা জিয়াতী লতিফা জিঃ জাহান আলি খাঁ।	...	১১৮৩/০	১১৫/৬	৪২০	৩৭/৬	৪২৭/৬	এ
২০৫	মৌঃ বারপাকিয়া থানে চকরিয়া তাঃ বিবি ইস্রাক ...	নিঃ দেওয়ান আলি মদাগর।	৬৮৭/৭	৩২৪/৭	৪০০	১৯/৬	৬২৬/০	এ
২০৬	মৌঃ পেরুয়া থানে চকরিয়া তালুক ফজল আলি ... খোদ	...	২৫১২৭	১০৯/৬	২০৪২৭	৭২/৬	২১১৪৬/০	এ

C. A. SAMUELS, Offg. Collector, Chittagong.

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।
জেলা দিনাজপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সন্ধান দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা দিনাজপুরের সম্ভারভী বিল্লিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং অমায়্য দাওয়া চলিত অর্থ এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের মায়্য আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় সমিতি ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছাতিতে বিষয় ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমিদারী ওয়া মহাল।

নম্বর ভৌজির।	নাম মহাল ও পরিগণনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী-জমা নীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১১০ নং	মৌজা চারখণ্ড, গয়রহ পরগণা গীল হাড়া।	কাত্যায়নী দেবী জয়কিশোর চৌধুরী প্রভৃতি।	১৬৯১৮৬৮	৯৯৯৮১	পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
১১৭ নং	মৌজা চৌলতপুর গয়রহ পরগণা রাজমগর।	ভরকমাল চৌধুরী, জয়মগরী চৌধুরী রানী উচ্চি পক্ষে সোহমলাল চৌধুরী প্রভৃতি।	৪৬৬০১১১	৪৮০১৮	এই মহালের মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৯০ আনা অংশ যাহার ৪৮২১/১০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা নুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮৮০ আনা অংশ যাহার ৮০৭৭৮১/১১ পাই সদর জমা হয় এ অংশ বাকী পড়ায় তাঁহা নীলাম হইবেক।
১১৮ নং	মৌজা গাতিন্দ- পুর গয়রহ পর- গণা বোনাখাড়া।	দীনমণি মজুমদার ও গোলোকমণি মজুমদার প্রভৃতি।	১৭৯৬১৮৮	২৫১১৭	মৌজা কেলু ও গাতিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকমণি মজুমদারের ১৪৮ কান্ডি অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামতে হিসাব পৃথক হইবে। ৮১৩৮৫ পাই সদর জমা দাব্য আছে এ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১১১	এ মত দীনমণি মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকায় ১৪৮ কান্ডি অংশের ৮১৩৮৫ পাই জমা দাব্য আছে এ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১১৩	এ মত কালীমুন্সী ১৮৮৮/৮০০ কান্ডি অংশ পৃথক হিসাব হই- বে। ৮১৩৮৫ পাই জমা দাব্য আছে এ অংশ বাকী পড়ায় নীলাম হইবেক।
১১৯ নং	মৌজা দাউদপুর গয়রহ পরগণা গীল হাড়া।	চন্দ্রকান্ত সরকার কমলাকান্ত সরকার প্রভৃতি।	১৫৮৮১১১	১৫৭৮	পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
১২০ নং	মৌজা বাজিরপুর গয়রহ পরগণা বোনাখাড়া।	৩ গিরখী চৌধুরানী	১৬৯১৮৬৮	৪৬৮৮	পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

A. C. TUTE,

Offg. Collector.

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টীন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৫০ বার আনা, ডাকমামূল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্সা সিন্‌কোনা ।

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। বাহার দানাবাক্সা না, এরূপ সাধারণ জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্য দিয়া ২৪।।০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২।।০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক মামূল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Rs. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at Present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDR. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮। ৪। ২০ মে ।]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.B., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

দাঙ্গাল মেজাজে চেরি মট বঙ্গোপসাগরে বজ্রবর্ষা পড়ে যাচ্ছে।

[illegible]

একত শানি পুস্তকের মূল্য ৫ পিঁচ টাকা ।

কোম দাফত্ৰ ডাক্ত পুস্তক ক্ৰয় কৰিতে চাহিলে বাহাদুৰ মেজ্জিটেৱিৰাটোৰ আকৌ দাফত্ৰ নিকট একো খামি
পুস্তক ক্ৰয় কৰা এবং তাক মোক কৰিব। তাতে পাঠ্যকৰ্ম স্বৰূপ ১০ পৃষ্ঠা খামি পাঠ্যকৰ্ম।

ସମ୍ଭାଷଣ—ଡକ୍ଟର ଶୁକ୍ଳ ଶ୍ରୀ ୧୯୮୫ ମାସରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ।

NOTICE.

On 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengala Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>				Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
	Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal							
	4	0	0	„
	Postage	1	0	0	„
For a single copy—							
Entire Gazette	0	4	0	
	Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
	Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the molussil, with the exception of the charge for postage.

F. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

[Government Gazette, 20th May 1884.]

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাক্সালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকনামুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

রকমসমূহ ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	বৎসর	১২৭
ডাকনামুল	...	"	২১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে প্রতিভাগের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	"	৪৭
ডাকনামুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	...		১০
ডাকনামুল	...		১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার বা তাহার কোন এক পৃষ্ঠার মূল্য)		১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার আর এক আনা।
ডাকনামুল	...		১০

কলিগতায় ।

কলিগতায় ১ নম্বর সেরে সমান মূল্য, কলিগতায় কেবল ডাকনামুল লাগিবে না ।

ই, এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একাধিঃ ছোট্ট সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BORTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

						Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—1 annas per line.						

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ২০ মে ।]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেটে দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটে ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানার কোন কর্ম করাইতে চাহিলে ত্রিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকটে অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইন্টিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্টে বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইন্টিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা এক২ বার প্রকাশ করণের	২০২
অধি পৃষ্ঠা " " "	১০৭
কখন২ ইন্টিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক২ পৃষ্ঠি	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিন্বেড ওয়েস্ট টৌনহালের হাতায়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 20th May 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল সিস্টামের গবর্ণমেন্টের জন্যে জিমুত এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

TUESDAY MAY 27, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

CONTENTS.

Page.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন...	১১—১৩
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৪২৩—৪৩৭
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	নাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	নাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আদেশপত্র ...	নাই।
PART VIII.—Advertisements ...	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ...	৪২৯—৪৩০
SUPPLEMENT ...	পরিমিত গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	নাই।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—ESTABLISHMENTS.

Simla, the 16th May 1884.

No. 112.—Mr. A. C. Mangles is permitted to resign Her Majesty's Bengal Civil Service, with effect from the 25th May 1884.

JUDICIAL.

The 14th May 1884.

No. 670.—The Honourable W. F. McDonell, c.s., v.c., a Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, has obtained privilege leave for three months, with effect from the 15th June next, or from any subsequent date on which he may avail himself of the same.

The 15th May 1884.

No. 673.—Under the provisions of section 3 of Act XXVI of 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881), the Governor-General-in-Council has been pleased to appoint Moulvie Ali Kassim Khan, Rural Sub-Registrar of Lukhisera in the district of Monghyr, to perform the functions of a Notary Public under that Act.

A. MACKENZIE,
Secy. to the Govt. of India.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.

No. 116.—Mr. H. Bell, Superintending Engineer, Class 'II, Railway Branch, is appointed Engineer-in-Chief and Officiating Manager of the Tirhoot State Railway, with effect from the afternoon of the 2nd of April 1884.

W. S. TREVOR, Col. R.E.,
Secy. to the Govt. of India.

হোম ডিপার্টমেন্ট।

সিরিশতা বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ১৬ মে।

১১২ নম্বর।—ঐযুত এ. সি. মাক্লেলস সাহেব ১৮৮৪ সালের ২৫ মে অবধি ঐক্মত্বের বঙ্গদেশের সিভিল সার্ভিস ভাগ করিবার অনুমতি পাইরাছেন।

জুডিশ্যল।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।

১৭০ নম্বর।—বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের জজ মান্যবর ঐযুত ডবলিউ, এফ. মাকডলেন সাহেব. সি. এস, ও বি. সি. আগামি জুন মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।

১৭৩ নম্বর।—মন্ত্রিসভাবিধিত ঐযুত গবর্নর জেনরল সাহেব জেয় দিক্লেয় নিদর্শনপত্র বিষয়ক ১৮৮১ সালের ২৬ অক্টোবর ৩ ধারার বিধানমতে যুজের জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীসরাইর গ্রাম্য সব-রেজি-স্টার ঐযুত মোলবী আলি কাসিম ঋকে উক্ত আইনমতে নোটেরি পবলিকের ক্ষমতা ক্রমে কায়া করিতে নিযুক্ত করিলেন।

এ. মাক্লেজ.

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।

১১৬ নম্বর।—রেলওয়ে শাখায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ঐযুত এচ. বেল সাহেব ১৮৮৪ সালের ২ অক্টোবরের অপরাহ্ন অবধি ত্রিভুত টেট রেলওয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের একটি কায্যধামের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডবলিউ, এস, ট্রেবর, কর্নেল, আর, ই,

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নিক্কারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2003A.

GENERAL.—*The 50th April 1884.*—Mr. J. A. Hopkins, Officiating Magistrate and Collector, Tipperah, is allowed special leave for six months, under section 61, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th June next.

Mr. H. G. Cooke, Officiating Magistrate and Collector, Noakholly, is appointed to act as Magistrate and Collector of Tipperah, during the absence, on deputation, of Mr. F. Jones, or until further orders.

The 5th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr. A. R. Macdonald of his commission as Lieutenant in the Northern Bengal State Railway Volunteer Rifle Corps.

The 6th May 1884.—Mr. L. R. Forbes, Officiating Deputy Commissioner of the Sonthal Pergunnahs, is vested with the powers of a Settlement Officer under Regulation III of 1872.

The 10th May 1884.—Baboo Hursahoy Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on special duty, Patna and Gya, is allowed leave, for three weeks, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

The following officers reported their departure from India, on furlough, on the dates mentioned opposite their names :—

Mr. W. M. Clay ... 11th April 1884. | Mr. A. W. B. Power ... 25th April 1884.

Mr. P. H. O'Brien, Assistant Magistrate and Collector, Bogra, is transferred to the district of Nuddea, and is posted to the sudder station of that district.

The 13th May 1884.—Mr. E. R. Middleton, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

Mr. F. H. Barrow, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the first grade, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. J. Kelleher.

Mr. Barrow will continue to act as Magistrate and Collector of Koolna until further orders.

Mr. C. A. Wilkins, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, on leave, is confirmed in that grade, with effect from the 29th March last, *vice* Mr. F. H. Barrow.

The order of the 18th March last, published in the *Calcutta Gazette* of the 19th idem, appointing Mr. C. A. S. Bedford to act as Deputy Commissioner of the Chittagong Hill Tracts, is cancelled.

Mr. J. A. Bourdillon, Inspector-General of Registration, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for six months.

Baboo Srinath Chatterjee, Sub-Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is transferred temporarily to the Blabooah sub-division of that district.

The 17th May 1884.—Baboo Bhogoban Chunder Bose is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Mymensingh, during the absence, on leave, of Baboo Petumber Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette*, 27th May 1884.]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ ।

২০০৩ A নম্বর ।

সাঁওতাল ১।—১৮৮৪ সাল ৩০ আশ্বিন ।—ত্রিপুরার একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত জে, এ. ইপকিন্স সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৬১ ধারামতে আগামি জুন মাসের ২০ তারিখ অবধি ছয় মাসের বিশেষ ছুটি পাইলেন ।

রাঁজকার্যোপালক্ষে জীয়ুত এফ, জোন্স সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যদি অন্য আদালত না হয়, মওয়াখালীর একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এচ, জি, কুক সাহেব ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—জীয়ুত এ, আর, মাকডোনাল্ড সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের টেট রেল-ওয়ের বলন্টিয়র রাইফলদের লেপ্টেনেন্ট স্বরূপ স্বীয় কমিশান ভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৬ মে ।—সাঁওতাল পরগনার একটি ডেপুটি কমিশানর জীয়ুত এন, আর, ফর্কস সাহেব ১৮৭২ সালের ৩ আইনমতে বন্দোবস্তের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১০ মে ।—পাটনা ও গয়ায় বিশেষ কার্যে নিযুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত বাবু হরসঙ্গর সিংহ যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন সপ্তাহের ছুটি পাইলেন ।

নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা নিয়মিত ছুটি লইয়া আপন২ নামের পার্শ্বলিখিত তারিখে তারতবার্ষ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন ।—

জীয়ুত ডবলিউ, এম. ক্রে সাহেব, ১৮৮৪
সালের ১১ আশ্বিন ।

জীয়ুত এ, ডবলিউ. বি. পৌয়র সাহেব, ১৮৮৮
সালের ২৫ আশ্বিন ।

বগুড়ার অ. সিটা টে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত পি, এচ, ওয়াইন সাহেব নদীয়া জিলার প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।—মেদিনীপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত ডি, আর মিডলটন সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৫ আশ্বিনে তারতবার্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

জীয়ুত জে. কেলচর সাহেবের পরিবর্তে প্রথম শ্রেণীর কিয়েকালীন জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত এফ, এচ, দারো সাহেব গত মাচ্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি সেই পদে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

জীয়ুত দারো সাহেব যাবৎ অন্য আদালত না হয় খুলনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম করিতে থাকিবেন ।

জীয়ুত এফ, এচ, দারো সাহেবের পরিবর্তে ছুটিপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়েকালীন জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত সি, এ, উইলকিন্স সাহেব গত মাচ্চ মাসের ২৯ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িক্রমে নিযুক্ত হইলেন ।

চট্টগ্রামের পার্শ্বতরী প্রদেশের ডেপুটি কমিশানরের কর্ম করণার্থে জীয়ুত সি, এ, এস বেডফোর্ড সাহেবকে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাচ্চ মাসের ৮ তারিখের যে আজ্ঞা এই মাসের ২১ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করা গেল ।

তারতবার্ষের পক্ষে সর্ম্মদের জীয়ুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব রেজিষ্টারী করণ কার্যের ইনস্পেক্টর জেনরল জীয়ুত জে, এ, বুডিং সাহেবকে আর ছয় মাসের নিয়মিত ছুটি দিয়াছেন ।

শাহাবাদে অন্তর্গত বগুড়ার সব-ডেপুটি কালেক্টর জীয়ুত বাবু জীনাথ চট্টোপাধ্যায় কিয়েকালীন নিমিত্তে এই জিলার অন্তর্গত ভুবুয়া মহকুমায় প্রেরিত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—জীয়ুত বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আদালত না হয় জীয়ুত বাবু ভগবান চন্দ্র বসু নরমর্মানের সব-ডেপুটি কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

POLICE.—*The 5th May 1884.*—Mr. H. N. Harris, District Superintendent of Police, Lohardugga, is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 19th instant.

Mr. T. G. Charles, District Superintendent of Police, Jessore, is transferred to Lohardugga.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Noakholly, is transferred to Jessore.

Mr. H. S. Schurr, Assistant Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as District Superintendent of Police, Noakholly, until further orders.

The 6th May 1884.—Mr. E. Muspratt, Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is allowed leave for two days, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 9th January last.

The orders of the 19th March last, appointing Mr. W. D. Pratt, A. E. C. Bolst, and R. F. H. Pughe to act, until further orders, in the second, third and fourth grades of District Superintendents of Police, respectively, will have effect from the 2nd February 1884.

The 9th May 1884.—The services of Mr. V. W. Bertolsen, District Superintendent of Police, Mymensingh, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department. This cancels the order of the 21st March last, placing the services of Mr. W. Campbell, District Superintendent of Police, Singbhoom, temporarily at the disposal of that department.

Mr. H. M. Reily, District Superintendent of Police, Moorshedabad, is transferred to Mymensingh.

Mr. T. C. Orr, Assistant Superintendent of Police, Serampore, is appointed to act as District Superintendent of Police, Moorshedabad, until further orders.

Mr. G. D. Graham, Assistant Superintendent of Police, on leave, is appointed to act as District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, during the absence, on leave, of Mr. W. D. Pratt, or until further orders.

Baboo Gopal Hari Mullick, Assistant Superintendent of Police, Midnapore, is appointed to act as District Superintendent of Police of that district, during the absence, on deputation, of Mr. O. S. Stack, or until further orders.

Mr. H. E. O. Paget, Assistant Superintendent of Police, Shahabad, is appointed to act as District Superintendent of Police, Khoolna, during the absence, on leave, of Mr. C. Raban, or until further orders.

Mr. E. Muspratt, Officiating Assistant Superintendent of Police, Burdwan, is transferred to Shahabad.

Mr. A. R. Anley, Officiating Assistant Superintendent of Police, Dinagepore, is transferred to Cuttack.

The 12th May 1884.—Mr. J. Cowie, Officiating Assistant Superintendent of Police, is posted to the Burdwan district, with effect from the date on which he joined that district.

The 19th May 1884.—Lieutenant-Colonel W. W. Hume, District Superintendent of Police, Julpigorce, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Colonel H. E. Waller, promoted.

Mr. R. H. G. Irvine, District Superintendent of Police, Dinagepore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Lieutenant-Colonel W. W. Hume.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—লোহারডগার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড এচ, এম, হারিস সাহেব মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলরদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

বলোচরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড টি, জি, চার্লস সাহেব লোহারডগার প্রেরিত হইলেন।

নওয়াখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড ডবলিউ, এচ, কর্নিস সাহেব বলোচরে প্রেরিত হইলেন।

২৪ পরগনার পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড এচ, এম, শর সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় নওয়াখালীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—বর্দ্ধমানের পোলীসের একটি আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড ই, মস্কাট সাহেব গত আকুয়ারি মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলরদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে দুই দিনের ছুটি পাইলেন।

জি. উড ডবলিউ, ডি, প্রাট ও এ, ই, সি, বোলফে এবং আর, এফ, এচ, সিউ সাহেবকে যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ক্রমান্বয়ে পুলিশের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে কৰ্ম করণার্থে নিযুক্ত করণবিষয়ক গত মার্চ মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অবধি ফলবৎ হইবে।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—ময়মনসিংহের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড বি, ডবলিউ, বটেলসেন সাহেব হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গণনাগণের আত্মাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

সিংহভূমের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড ডবলিউ, কাম্বেশ সাহেবকে কিয়ংকালের নিমিত্তে উক্ত ডিপার্টমেন্টে সংস্থাপন করণ বিষয়ক গত মার্চ মাসের ২১ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা বাহিত করা গেল।

মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড এচ, এম, রাইলী সাহেব ময়মনসিংহে প্রেরিত হইলেন।

জামপুরের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড টি, সি, আর, সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জি. উড ডবলিউ, ডি, প্রাট সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুরূপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটি প্রাপ্ত পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড সি, ডি, আইম সাহেব ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকাষোপলক্ষে জি. উড ও, এম, স্টাক সাহেবের অনুরূপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মেদিনীপুরের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড বাবু গোপালহরি মল্লিক উক্ত জিলার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জি. উড সি, রেবান সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুরূপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদের পোলীসের আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড এচ, ই, সি, পাগেট সাহেব খুলনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টের কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের পোলীসের একটি আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড ই, মস্কাট সাহেব শাহাবাদে প্রেরিত হইলেন।

দিনাজপুরের পোলীসের একটি আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড এ, আর, আনলী সাহেব কটকে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮২ সাল ১২ মে।—পোলীসের একটি আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড জে, কোইসাহেব বর্দ্ধমান জিলার কৰ্ম গ্রহণের তারিখ অবধি সেই জিলার অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—কর্ণেল জি. উড এচ, ই, ওয়ালর সাহেবের পদবৃদ্ধি হওয়াতে জলপাইগুড়ির পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট লেফটেনেন্ট কর্নেল জি. উড ডবলিউ, ডবলিউ, হিউম সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি পুলিশের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীতে কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

লেফটেনেন্ট কর্নেল জি. উড ডবলিউ, ডবলিউ, হিউম সাহেবের পরিবর্তে দিনাজপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জি. উড আর, এচ, জি, অসিন সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কৰ্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

Mr. J. B. Goad, District Superintendent of Police, Hazaribagh, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. R. H. G. Irvine.

Mr. W. R. Green, District Superintendent of Police, Hooghly, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. J. B. Goad.

Mr. W. B. Maxwell, District Superintendent of Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. C. Jennings, on leave.

Mr. C. A. Fisher, Commandant of Frontier Police, Assam, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 27th March last, *vice* Mr. W. B. Maxwell.

Mr. H. W. J. Bamber, District Superintendent of Police, Rajshahye, is appointed to act, until further orders, in the first grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Lieutenant-Colonel W. L. N. Knyvett, on deputation.

Mr. J. Masters, District Superintendent of Police, Burdwan, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. H. W. J. Bamber.

Mr. A. V. Knyvett, Personal Assistant to the Inspector-General of Police, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. J. Masters.

Mr. F. A. Dawson, District Superintendent of Police, Bankoora, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 6th ultimo, *vice* Mr. A. V. Knyvett.

Mr. W. H. Cornish, District Superintendent of Police, Jessore, is appointed to act, until further orders, in the second grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Colonel W. Gordon, on leave.

Mr. B. Rattray, District Superintendent of Police, Pubna, is appointed to act, until further orders, in the third grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. W. H. Cornish.

Mr. H. V. H. Roberts, District Superintendent of Police, Tipperah, is appointed to act, until further orders, in the fourth grade of District Superintendents of Police, with effect from the 25th ultimo, *vice* Mr. B. Rattray.

ECCLESIASTICAL.—*The 5th May 1884.*—The Reverend Prem Chand Nath, Native Minister, Wesleyan Methodist Church, Calcutta, is authorized, under clause 5, section 5, Act XV of 1872, to grant certificates of marriage between Native Christians.

REGISTRATION.—*The 8th May 1884.*—Baboo Ashutosh Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is appointed to be also Sub-Registrar of the sudder subdivision of that district, with effect from the 14th April 1884, *vice* Baboo Mahendro Nath Mookerjee.

The 12th May 1884.—Baboo Hari Charan Gangooly is appointed to be Rural Sub-Registrar of Baduria, in the district of the 24-Pergunnahs.

EDUCATION.—*The 13th May 1884.*—Mr. H. H. Locke, Principal, School of Arts, Calcutta, has been granted by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of furlough for three months.

The 14th May 1884.—The services of Dr. George Watt, Professor of the Presidency College, lately employed on special duty in connection with the late Calcutta International Exhibition, were placed temporarily at the disposal of the Government of India, Revenue and Agricultural Department, with effect from the 5th May 1884.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

জীযুত আর, এচ, জি, অর্কিন সাহেবের পরিবারে হাজারিবাগের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত জে, বি, গোল্ড সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত জে, বি, গোল্ড সাহেবের পরিবারে হুগলীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত ডবলিউ, আর, গ্রীন সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত সি. জেনিংস সাহেব ছুতীলওয়াড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত ডবলিউ, বি, মাক্সওয়েল সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত ডবলিউ, বি, মাক্সওয়েল সাহেবের পরিবারে পানিগুণ হাটের পোলীসের কমাণ্ডাণ্ট জীযুত সি, এ, গিশর সাহেব গত মার্চ মাসের ২৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাউলখোঁপালকে সেক্টেণ্ট কর্নেল জীযুত ডবলিউ, এন, এন, নিবেট সাহেবের পরিবারে রাজশাহীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত এচ, ডবলিউ, জে, রাইস সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত এচ, ডবলিউ, জে, রাইস সাহেবের পরিবারে বঙ্গবানের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত জে, মাক্স সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত জে, মাক্স সাহেবের পরিবারে পোলীসের ইন্স্পেক্টর-জেনরল সাহেবের স্বকীয় আফিসে জীযুত এ, বি, নিবেট সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত এ, বি, নিবেট সাহেবের পরিবারে বাঁকুয়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত এফ, এ, ডানন সাহেব গত মাসের ৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কর্নেল জীযুত ডবলিউ, গর্ডন সাহেব ছুতীলওয়াড়ে যশোরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত ডবলিউ, এচ, কর্নিস সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত ডবলিউ, এচ, কর্নিস সাহেবের পরিবারে পাবনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত বি, রাট্রে সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বি, রাট্রে সাহেবের পরিবারে ত্রিপুরার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জীযুত এচ, বি, এচ, রবার্টস সাহেব গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ধর্মকাহ্যসম্পর্কীয়।—১৮৮৪ সাল ৫ মে।—কলিকাতার ওয়েসলিয়ন মেথডিস্ট গির্জার ধর্মোপদেশক পাদরী জীযুত প্রেমচাঁদ নাথ, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বি এদেশীয় ব্যক্তিদের বিবাহের সার্টিফিকেট দিতে ১৮৭২ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারার ৫ প্রকরণমতে বিবাহের সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিষ্ট্রারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৮ মে।—জীযুত বাবু যজ্ঞেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারে মোহারডগার ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু আশুতোষ ওগু ১৮৮৪ সালের ১৪ আপ্রিল অবধি উক্ত জিলায় সদয় মহকুমার সব-রেজিষ্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—জীযুত বাবু হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ২৪ পরগনা জিলায় অন্তর্গত বাঁহুড়িয়ার গ্রাম্য সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—ভারতবর্ষের পক্ষে মহিমুর জীযুত স্টেট সেক্রেটারী সাহেব কলিকাতার আট স্কুলের প্রিন্সিপাল জীযুত এচ, এচ, লক সাহেবকে আর তিন মাসের নিয়মিত ছুটি দিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—ভূতপূর্ব কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সংক্রান্ত বিশেষ কার্যে সম্প্রতি নিযুক্ত প্রেসিডেন্সী কালেক্টর অধ্যাপক ডাক্তর জীযুত অর্জুনাট সাহেব ১৮৮৪ সালের ৫ মে অবধি কিয়ৎকালের জন্যে রাজস্ব ও কৃষিকাহ্যসম্পর্কীয় কার্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

The 17th May 1884.—Baboo Beni Madhub De, Head Master, Howrah, Zillah School, acted for one month in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Mr. H. Collio, on leave.

Baboo Chuander Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, acted for one month in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Benimadhub De.

Baboo Bireswar Chatterjee, Additional Lecturer, Sanskrit College, acted for one month in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th February 1884, *vice* Baboo Chundra Mohun Mozoomdar.

Baboo Baikantha Nath Roy, Third Master, Dacca Collegiate School, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 11th December 1883, *vice* Baboo Brojendra Kumar Guha, on leave.

Baboo Srinath Dutta, Deputy Inspector of Schools, Manbhoom, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 10th April 1884, *vice* Baboo Kailas Chunder Sen, on leave.

Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhadrupore Division, acted for three months in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Radha Nath Roy, on leave.

Baboo Srikrishna Chatterjee, Head Master, Bhagulpore Zillah School, acted for three months in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Madhusudan Rao, while officiating for the Joint-Inspector of Schools, Orissa, acted for three months in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 18th December 1883, *vice* Baboo Srikrishna Chatterjee.

Baboo Hara Mohan Bhattacharjee, Deputy Inspector of Schools, Southal Pergunnahs, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, during the absence, on leave, of Baboo Bhuban Mohun Nyogi, or until further orders.

Baboo Umaprosad De, Deputy Inspector of Schools, Bogra is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 1st March 1884, *vice* Baboo Hara Mohan Bhattacharjee.

Mr. A. S. Phillips, Head Master, Patna Collegiate School, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, during the absence, on leave, of Mr. A. J. C. Behrendt, or until further orders.

Baboo Abinash Chandra Chatterjee, Assistant Professor, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. A. S. Phillips.

Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri, Deputy Inspector of Schools, Hooghly, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Abinash Chandra Chatterjee.

Baboo Soshi Bhusan Dutt, Lecturer, College Classes, Bethune Girls' School, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Rajkrishna Roy Chowdhuri.

Baboo Siv Narain Trevedi, Deputy Inspector of Schools, Gya, acted for one month and a half in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, with effect from the 2nd November 1883, *vice* Munshi Abdool Rohim, on leave.

Mr. S. Ager, Principal, Ravenshaw College, Cuttack, is appointed to officiate, until further orders, in class IV of the Bengal Educational Service, with effect from the 1st April 1884.

Baboo Dina Nath Sen, Joint-Inspector of Schools, Dacca Circle, is appointed to act in class I of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Mr. S. Ager.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—শ্রীযুত এচ, কালী সাহেব দুটি লওয়াতে হাবড়ার জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু বনোমোহন দে ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু বনোমোহন দে পরিবর্তে চট্টগ্রাম কলেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর মজুমদার ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত তৃতীয় শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর মজুমদারের পরিবর্তে সংক্রান্ত কালেক্টরের অতিরিক্ত উপদেষ্টক শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর মজুমদার দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে ঢাকা কলেজের স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুত বাবু টেকলাল চন্দ্র সেন ১৮৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে এক মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু টেকলাল চন্দ্র সেন দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে মানসুন্দের স্কুলের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু ক্রীমান মত ১৮৮৪ সালের ১০ আগ্রিল অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ক্রীমান মত দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে ভাগনপুর থণ্ডের স্কুল সমূহের আনিষ্টাট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ভাগনপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু ক্রীষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু ক্রীষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ রাও উড়িষ্যার স্কুল সমূহের এনটিং আফটে-ইনস্পেক্টরের কর্ম করণালী ১৮৮৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে তিন মাস কর্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুত বাবু ভুবন মোহন মিয়োগির দুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সাঁওতাল পরগণা স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরমোহন ভট্টাচার্যের পরিবর্তে বগুড়ার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু উমা প্রসাদ দে, ১৮৮৪ সালের ১ মার্চ অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ. জে. সি বেংগেট সাহেবের দুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাটনার কলেজিয়ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত এ. এস. কিনিপস সাহেব বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এ. এস কিনিপস সাহেবের পরিবর্তে কটকের রেবানশা কলেজের সহকারি অধ্যাপক শ্রীযুত বাবু অনিলাশঙ্ক চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু অনিলাশঙ্ক চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে হুগলীর স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর পরিবর্তে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের কলেজ ক্লাসের উপদেষ্টক শ্রীযুত বাবু শশীভূষণ মত বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মুনশী আবদুল রহিম দুটি লওয়াতে তৎপরিবর্তে গয়ার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ত্রিবেদী ১৮৮৩ সালের ২ নবেম্বর অবধি বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে দেড় মাস কর্ম করিয়াছেন।

কটকের রেবানশা কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত এস, এগর, সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আগ্রিল অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বঙ্গদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এস, এগর সাহেবের পরিবর্তে ঢাকা চক্রের স্কুল সমূহের জাইন্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু দীননাথ সেন বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

Baboo Mathura Nath Chatterjee, Assistant Inspector of Schools, Bhagulpore Division, is appointed to act in class II of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Dina Nath Sen.

Baboo Chundra Mohun Mozoomdar, Head Master, Chittagong College, is appointed to act in class III of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Mathura Nath Chatterjee.

Baboo Bireswar Chatterjee, Lecturer, Sanskrit College, is appointed to act in class IV of the Bengal Subordinate Educational Service, *vice* Baboo Chandra Mohun Mozoomdar.

Mr. G. Bellett, Inspector of Schools Rajshahye Circle, reported his departure from India, on furlough, on the 24th March 1884.

FORESTS.—*The 13th May 1884.*—Mr. G. W. Strettell, Deputy Conservator of Forests Sunderbuns Division, is granted furlough for three months on medical certificate, with effect from the 8th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

Mr. W. M. Green, Officiating Deputy Conservator of Forests, is transferred from the Chittagong to the Sunderbuns Forest Division.

Mr. R. H. M. Ellis, Deputy Conservator of Forests, on furlough, is posted to the charge of the Chittagong Forest Division.

The 17th May 1884.—Mr. R. L. Heinig, Officiating Assistant Conservator of Forests, Singbhoom Forest sub-division, is allowed three months' privilege leave, under section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 15th May 1884, or any subsequent date on which he may avail himself of it.

Mr. F. B. Manson, Deputy Conservator of Forests, Chota Nagpore Forest Division, will hold charge of the Singbhoom Forest sub-division, in addition to his other duties, during the absence of Mr. Heinig, on leave, or until further orders.

MEDICAL.—*The 1st May 1884.*—Assistant Surgeon Grish Chunder Bhor, a Supernumerary at Beerbhoom, is allowed leave for two months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Assistant Surgeon Gopal Chunder Dey, a Supernumerary at the Presidency, is appointed to act as Medical Officer at the Sandheads, during the absence, on leave, of Mr. F. J. Murphy, or until further orders.

The 7th May 1884.—Assistant Surgeon Purna Chunder Purkait, a Supernumerary at Arrah, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division and dispensary at Diamond Harbour, in the district of the 24-Pergunnahs.

Surgeon W. Beatson, Officiating Resident Surgeon, Medical College Hospital, Calcutta, acted as First Resident Surgeon, Presidency General Hospital, from the 27th February to the 3rd March last, inclusive.

The 9th May 1884.—Surgeon-Major D. O'Connell Raye, Professor of Surgical and Descriptive Anatomy, Medical College, Calcutta, is appointed to act as Professor of Surgery in that institution and as First Surgeon to the College Hospital, during the absence, on leave, of Surgeon-Major K. McLeod, or until further orders.

Surgeon-Major J. O'Brien, Civil Surgeon of Tipperah, is appointed to act as Professor of Surgical and Descriptive Anatomy in the Medical College, Calcutta, and as Second Surgeon to the College Hospital, during the absence, on deputation, of Surgeon-Major D. O'Connell Raye, or until further orders.

Baboo Ghaneshyam Gupta, Mansif of Mudehpore, in the district of Bhagulpore, is appointed to be a member of the Committee for the management of the charitable dispensary at that place.

The 10th May 1884.—Surgeon-Major J. Wilson, Officiating Civil Surgeon of Maldah, is appointed to act as Civil Surgeon of Lohardugga, during the absence, on leave, of Dr. F. R. Swaine, or until further orders.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

শ্রীযুত বাবু মীমনাথ সেনের পরিবার্ত্তে ভাগলপুর খণ্ডের স্কুল সমূহের আসিস্টাণ্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু মথুরা নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার্ত্তে চট্টগ্রাম কালেক্টর প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদার বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদারের পরিবার্ত্তে সংস্কৃত কালেক্টর উপদেষ্টক শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশের অধঃস্থ শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজশাহী চক্কের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুত জি, বেংকট সাহেব নিয়মিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৪ মার্চ ভারতবর্ষ হইতে বীর গমনের রিপোর্ট করেন ।

বনবিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে ।—সুন্দর বনখণ্ডের ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত ডি, ডবলিউ, ফ্রেটেন সাহেব এই মাসের ৮ তারিখ অবধি অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে তিন মাসের নিয়মিত ছুটি পাইলেন ।

একটিং ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত ডবলিউ, এম, গ্রিন সাহেব চট্টগ্রাম হইতে সুন্দর বন খণ্ডে প্রেরিত হইলেন ।

নিয়মিত ছুটি প্রাপ্ত ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত আর, এচ, এম, এলিস সাহেব চট্টগ্রাম বন খণ্ডের কর্মের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—সিংহভূম নদের উপখণ্ডের একটিং সচকারি বনরক্ষক শ্রীযুত আর, এল, ভেনিং সাহেব ১৮৮৪ সালের ১৫ মে অবধি অথবা তারিখ পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১০৮ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন ।

শ্রীযুত ভেনিং সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছোট নাগপুর বন খণ্ডের ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুত এফ, বি, মাস্টন সাহেব আগান অন্যান্য কর্মসম্বন্ধে সিংহভূম বনের উপখণ্ডের কাগজ ভার গ্রহণ করিবেন ।

চিকিৎসা বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১ মে ।—দীরভূমের অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুত গণেশচন্দ্র ভদ্র যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাসের ছুটি পাইলেন ।

শ্রীযুত এফ, জে, মর্চি সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুত গোপালচন্দ্র দে, গঙ্গাসাগরের চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৭ মে ।—আগতে অতিরিক্ত আসিস্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র পরকাইত কিয়ৎ কালের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলাগাছী মহকুমায় ও ঔষধালয়ের চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন ।

কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ হস্পাতালের একটিং রেসিডেন্ট সার্জন, সার্জন শ্রীযুত ডবলিউ বীটন সাহেব গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭ তারিখ অবধি মার্চ মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী জেনরল হস্পাতালের প্রথম রেসিডেন্ট সার্জনের কর্ম করিয়াছেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—সার্জন মেজর শ্রীযুত কে, মাকলোড সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের ব্যবচ্ছেদ ও শারীরতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপক সার্জন মেজর শ্রীযুত ডি, ও'কনেল রে সাহেব উক্ত কালেজে অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপকের ও কলেজ হস্পাতালের প্রথম সার্জনের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

রাজকোম্পানির সার্জন মেজর শ্রীযুত ডি, ও'কনেল রে সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রিপূরার সিবিল চিকিৎসক সার্জন মেজর শ্রীযুত জে, গুত্রাইন সাহেব কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ ব্যবচ্ছেদ ও শারীরতত্ত্ব বিদ্যার অধ্যাপকের এবং কলেজ হস্পাতালের দ্বিতীয় সার্জনের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত মধোপুরের ম্যাজিস্ট্রট শ্রীযুত বাবু ঘনশ্যাম গুপ্ত সেই স্থানের দাওয়া ঔষধালয়ের কার্যনির্বাহক কমিসীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১০ মে ।—ডাক্তর শ্রীযুত এফ, আর, স্মেথ সাহেবের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মালদহের একটিং সিবিল চিকিৎসক সার্জন মেজর শ্রীযুত জে, উইলসন সাহেব লোহারডগার সিবিল চিকিৎসকের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন ।

গিবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

The 12th May 1884.—Surgeon D. W. D. Comins, Civil Surgeon of Jessore, reported his departure from India, on furlough, on the 25th April 1884.

VACCINATION.—*The 6th May 1884.*—Surgeon W. Owen, Officiating Superintendent of Vaccination, Ranchi Circle, is allowed leave for two months and eighteen days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

The 8th May 1884.—Moulvie Tajamul Hossein, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for two months and 20 days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

MUNICIPAL.—*The 18th April 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Monghyr Municipality of Mr. G. Thomas to be their Vice-Chairman.

The 20th April 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Santipore Municipality, in the district of Nuddea:—

Baboo Gopi Churn Nundi.		Baboo Krishna Bihary Mookerjee.
„ Shurat Chunder Roy.		Pandit Madongopal Gossami.

The following gentlemen are also re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Haridas Roy.		Baboo Kasi Chunder Banerjee.
„ Srimam Chunder Ganguli.		„ Modhu Shudan Pramanik.
Baboo Paramartha Ganguli.		

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Bankoora Municipality of Baboo Benode Behari Mandul to be their Vice-Chairman.

The 4th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Tumlook Municipality, in the district of Midnapore, of Baboo Rajendra Lal Gupta to be their Vice-Chairman.

The 9th May 1884.—Moulvie Sahajohurul Hossen is appointed to be a Commissioner of the Rampore Beaulah Municipality, in the district of Rajshahiye.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Chit-tagong Municipality of Dr. E. Sanders, Civil Surgeon, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Seraj-gunge Municipality, in the district of Pubna, of Baboo Poorno Chunder Mitra, Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

Baboo Mohesh Chunder Dutt, Head Assistant to the Serajgunge Jute Company, Limited, is re-appointed to be a Commissioner of the Serajgunge Municipality, in the district of Pubna.

The 11th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Joynagore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ananda Chundra Ghose to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality:—

Baboo Bhupendra Narain Dutta.		Baboo Haridas Dutt.
Baboo Romanath Banerjee.		

১৮৮৪ সাল ১২ মে ।—যশোরের সিভিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত ডি, ডবলিউ, ডি, কমিংস সাহেব নিম্নলিখিত ছুটি লইয়া ১৮৮৪ সালের ২৫ আশ্বিনে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন ।

টিকাদান বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—বাঁধা চক্রের টিকাদান কার্যের একটি সুপারিন্টেন্ডেন্টে সর্জন শ্রীযুত ডবলিউ, ওয়েল সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারীদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস আঠার দিনের ছুটি পাইলেন ।

১৮৮৪ সাল ৮ মে ।—দার্জিলিং চক্রের টিকাদান কার্যের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টে শ্রীযুত মৌলবী তজমল হুসেন যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারীদের ছুটির বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে দুই মাস বিশ দিনের ছুটি পাইলেন ।

মুন্সিপাল বিষয়ক ।—১৮৮৪ সাল ১৮ আশ্বিন ।—যুজের মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত জি, ডামস সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ২০ আশ্বিন ।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু গোপীচরণ মল্লী :	শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় ।
„ বাবু শরচ্চন্দ্র রায় ।	„ পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু হরিদাস রায় ।	শ্রীযুত বাবু কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।
„ বাবু অরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ।	„ বাবু মধুসূদন প্রামাণিক ।

শ্রীযুত বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায় ।

বাঁকুড়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মণ্ডলকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৪ মে ।—মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুক মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—শ্রীযুত মৌলবী সাহজাদুল হুসেন রাজশাহী জিলার অন্তর্গত রামপুর বোয়ালিয়া মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

চট্টগ্রাম মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা সিভিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত ই, মাওস সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

সীতাবন্ধু সেরাজগঞ্জ জুট কোম্পানির চেভ আসিস্টান্টে শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত পাবনা জিলার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।

১৮৮৪ সাল ১১ মে ।—২৪ বারগনা জিলার অন্তর্গত জয়নগর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন ।—

শ্রীযুত বাবু ভূপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত ।	শ্রীযুত বাবু হরিদাস দত্ত ।
--------------------------------------	----------------------------

শ্রীযুত বাবু রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

The 12th May 1884—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Mozufferpore Municipality :—

Baboo Gourisankur Biswas, Deputy Magistrate and Deputy Collector.

Hazee Syud Mahomed Taki Khan.

Mr. H. Bell, Manager, Tirhoot State Railway.

Baboo Parmanund, Deputy Inspector of Schools.

Hafiz Syud Sadut Ali.

The 13th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Nilmani Mittra to be their Vice-Chairman.

Baboo Nabiu Chunder Banerjee is re-appointed to be a Commissioner of the North Dum-Dum Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs.

The 14th May 1884.—Mr. E. G. Macleod, Barrister-at-Law, is appointed to be a Commissioner of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Modhubani Municipality, in the district of Durbhunga, of Baboo Judunath Sarkar, Sub-Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Curwa Municipality, in the district of Bardwan, of Baboo Brojendra Nath Sen to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Gya Municipality of Baboo Bhoop Sen Singh to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Darjeeling Municipality of Mr. E. A. Parsick, C.E., to be their Vice-Chairman.

The 15th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Dacca Municipality of Dr. P. K. Roy, Professor, Dacca College, to be their Vice-Chairman.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Midnapore Municipality of Baboo Bipin Behary Dutt to be their Vice-Chairman.

ROAD CESS.—*The 11th May 1884*.—Baboo Shama Koomud Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member and Vice-Chairman of the Rungpore District Road Committee, *vice* Mr. C. R. Marriott, transferred.

The Hon'ble Kumar Baikunthnath De is re-appointed to be Vice Chairman of the Balasore District Road Committee.

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* :—

No. 9.—The 8th May 1884.—Mr. H. Luttman-Johnson, Deputy Commissioner, reported his return from furlough at Bombay, in the afternoon of the 28th April 1884.

No. 10.—Mr. C. J. Lyall made over charge of the office of Judge and Commissioner, Assam Valley Districts, to Mr. H. Luttman-Johnson, and availed himself of subsidiary leave, preparatory to furlough, in the afternoon of the 5th May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

১৮৮৪ সাল ১২ মে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মজলপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু গৌরীশঙ্কর দিখাস।

জীযুত হাজি সৈয়দ মহম্মদ তাকি খাঁ।

ত্রিভুত নোটে রেলওয়ের কার্যাব্যাপক জীযুত এচ. বেল সাহেব।

স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টর জীযুত পরমানন্দ বাবু।

জীযুত হাজি সৈয়দ সাঈদ আলি।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ দমদমার মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীযুত বাবু নীলমণি মিত্রকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

জীযুত বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত উত্তর দমদমার মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—বারিষ্টার-আর্ট-ল। জীযুত ই. জি. মাকলোড সাহেব যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত মধুবনী মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু যদুনাথ সরকারকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটওয়া মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ মেনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

গয়া মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীযুত বাবু ভূপসেন গিহক আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

দার্জিলিং মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীযুত ই. এ. পার্শ্বক সি. ডি. সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—ঢাকা মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। ঢাকা কালেক্টর অধ্যাপক ডাক্তার জীযুত পি. কে. রায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

মেদিনীপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের। জীযুত বাবু বিপিনবিহারী দত্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১১ মে।—জীযুত সি. আর. মেরিফিল্ড সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে তৎপরিবর্তে একটী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু শ্যামাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুর জিলার পথকমিটির মেম্বর ও প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

মানাবর জীযুত কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে, বালেশ্বর জিলার পথকমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আশাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

৯ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৮ মে।—ডেপুটী কমিশ্যনর জীযুত এচ. লটমান জনসন সাহেব নিয়মিত ছুটি হইতে ১৮৮৪ সালের ২৮ আগ্রিলের অপরাহ্নে বোম্বাইয়ে স্বীয় অত্যাগমনের রিপোর্ট করিলেন।

১০ নম্বর।—জীযুত সি. জে. লায়ল সাহেব আশাম উপত্যকা জিলার জজের ও কমিশ্যনরের কক্ষের ভার জীযুত এচ. লটমান জনসন সাহেবের প্রতি অর্পণ করিয়া নিয়মিত ছুটি গ্রহণার্থ প্রদত্ত হইবার জন্য ১৮৮৪ সালের ৫ মে অপরাহ্নে আনুষ্ঠানিক ছুটি গ্রহণ করিলেন।

এফ. বি. পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

NOTIFICATION.

The 30th March 1884.—It is hereby notified that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Naraingunge Municipality at a meeting, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the Municipality.

COLMAN MACAULAY,
Secretary to the Govt. of Bengal.

BYE-LAWS OF THE NARAINGUNGE MUNICIPALITY.

For regulating the conduct of business at Meetings of the Commissioners.

1. An Ordinary General Meeting of the Commissioners shall be held fortnightly.
2. All such meetings shall be convened by the Chairman or Vice-Chairman by notice to be served on each Commissioner, not later than three days preceding the day of the meeting.
3. In the event of the Chairman or Vice-Chairman determining to call an Extraordinary General Meeting, not less than two clear days' notice shall be given to the Commissioners of the day fixed for such Extraordinary General Meeting.
4. The Chairman, or in his absence Vice-Chairman, shall call a special meeting on a requisition signed by not less than three of the Commissioners.
5. Every notice convening a meeting shall be accompanied by a list of the business signed by the Chairman or Vice-Chairman to be brought forward at such meeting.
6. Any Commissioner wishing to bring forward any business shall give notice of such intention in writing to the Chairman a week before the meeting, when the Chairman or Vice-Chairman shall include such business in the list of the business to be laid before such meeting.
7. No business shall be considered or proposition received at any meeting, if it does not appear in the list of business, till after the business list is concluded.
8. At all Ordinary General Meetings the proceedings shall be commenced by the Secretary reading the minutes of the last Ordinary or Extraordinary General Meeting, with a view to ascertain if the resolutions passed at such meeting have been faithfully and accurately recorded in the words used by the mover of such resolution, or, if amendments thereto shall have been passed, in the words used by the mover of such duly passed amendments.
9. In the event of any Commissioner being of opinion that any such resolution has not been accurately recorded, it shall be competent to such Commissioner to state his opinion to that effect, and thereupon the Chairman shall decide, whether or no such resolution has been accurately recorded by reference to the original draft of such resolution written and signed by the mover, and if he finds the Minute to be inaccurate, he shall then and there make the necessary correction in the Minute Book, provided that no discussion as to the propriety or otherwise of such resolution shall be allowed.
10. The order in which the several subjects shall be discussed at a meeting shall be determined by the order in which they are mentioned in the Chairman's list.
11. On the Commissioners proceeding to the consideration of any subject, the Secretary shall first read to the Commissioners the letters and papers connected with such subject, and thereupon any Commissioner may make a proposition regarding such subject, and address the meeting prior to the question being put to the vote by the President, provided that such Commissioner shall confine his remarks to the subject under consideration.
12. Every proposition made shall be written out by the proposer, and signed by him.
13. Every proposition shall be seconded by one Commissioner who shall also sign or initial the draft proposition written by the proposer.
14. The Commissioner who first addresses the meeting shall be entitled to be heard first, and should more than one Commissioner address the meeting, the right of precedence shall be determined by the President.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মার্চ।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, জ্যেষ্ঠ মেম্বের গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-মুতাবেক কার্য করিয়া তিনি উক্ত মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটির উপবিধি।

কমিশ্যনরদের সভার কার্য চালাইবার বিধান।

১। কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার পাঁচকি অধিবেশন হইবে।

২। সভাবিবেশনের দিনের অন্তর তিন দিন পূর্বে সভাপতি বা প্রতিনিধি-সভাপতি প্রত্যেক জন কমিশ্যনরের নামে নোটিস দিয়া সভাস্থান করিবেন।

৩। সভাপতি বা প্রতিনিধি-সভাপতি স্থলনিশেষে অতিরিক্ত সাধারণ সভাবিবেশন করাইতে চাহিলে, সেই অতিরিক্ত সাধারণ সভাবিবেশনের নিরূপিত দিনের সম্পূর্ণ দুই দিন পূর্বে কমিশ্যনর দ্বিগুণ নোটিস দিতে হইবে।

৪। সভাপতি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থিতি কালে প্রতিনিধি-সভাপতি অন্তর তিন জন কমিশ্যনরের স্বাক্ষরযুক্ত প্রস্তাবপত্র অনুমারে বিশেষ সভার আহ্বান করিবেন।

৫। সভায় যে কার্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষর যুক্ত তাহার নির্ধারণ সভাস্থানের প্রত্যেক নোটিসের সঙ্গে দেওয়া যাইবে।

৬। কোন কমিশ্যনর কোন কার্য উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলে, সভাপতির নিকট এক সপ্তাহ পূর্বে উক্ত অতিপ্রায় থাকিবার লিখিত নোটিস দিবেন; তাহা হইলে সেই সভায় যে কার্য উপস্থিত করা যাইবে সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি তাহার নির্ধারণের মধ্যে ঐ কার্য ধরিবেন।

৭। নির্ধারণের লিখিত কার্য সমাপ্ত না হইলে কাহারো নির্ধারণে যে কার্য বা প্রস্তাব ধরা যায় নাই কোন সভায় সেই কার্য বিবেচনা করা বা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইবে না।

৮। গত নিয়মিত বা অতিরিক্ত সাধারণ সভার নির্ধারণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকিলে সেই নির্ধারণ প্রস্তাবকারির বাবদে শব্দ কিম্বা তাহা সংশোধন করিয়া স্থির করা গেলে যিনি ঐ বিধিতে গৃহীত সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন তাঁহার বাবদে শব্দ অবিকল ও শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা গেল কি না ইহা নিশ্চয় জানিবার নিমিত্ত উক্ত সাধারণ সভার কার্যবিবরণ পাঠ করিয়া নিয়মিত সকল সাধারণ সভার কার্যারম্ভ হইবে।

৯। উক্ত নির্ধারণ শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই কোন কমিশ্যনরের এমনতরো বোধ হইলে তিনি আপনাকে সেই মত প্রকাশ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে সভাপতি প্রস্তাবকারির লিখিত ও স্বাক্ষরিত সেই নির্ধারণের আসল পাণ্ডুলিপি দেখিয়া তাহা শুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে কি না ইহার মীমাংসা করিবেন। তাহা অশুদ্ধ দেখিলে তিনি তৎকালে সেই স্থানেই মিনিটবইতে তাহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া দিবেন, কিন্তু সেই নির্ধারণের শুচিত্যানুচিত্য বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার অনুমতি হইবে না।

১০। সভায় যে পর্যায়ক্রমে মান্য বিষয়ের বাদানুবাদ করিতে হইবে, সভাপতির নির্ধারণের লিখিত পর্যায়ক্রমে তাহা স্থির করা যাইবে।

১১। কমিশ্যনরেরা কোন বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে সেক্রেটারী সেই বিষয় সংক্রান্ত পত্রাদি ও কাগজ পত্র প্রথমে পাঠ করিবেন ও সভাপতি মত জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে কোন কমিশ্যনর সভাকে সম্বোধন করিয়া সেই বিষয় সংক্ষেপে কোন প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু যে বিষয় বিবেচনাধীন থাকে উক্ত কমিশ্যনর ভবিষ্যৎ কথা না কন।

১২। যে প্রত্যেক প্রস্তাব করা যায়, প্রস্তাবকর্তা তাহা লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

১৩। প্রত্যেক প্রস্তাব বিষয়ে কোন এক জন কমিশ্যনর সম্মতি দিয়া প্রস্তাবকর্তার লিখিত প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন বা আপন নামের আদ্যাক্ষর লিখিবেন।

১৪। যে কমিশ্যনর সভাকে প্রথমে সম্বোধন করিয়া কহেন তাহারই কথা অগ্রাে শুনাইবে। একের অধিক কমিশ্যনরেরা সভাকে সম্বোধন করিয়া কহিলে কাহার কথা অগ্রাে শুনাইবে সভাপতি ইহা নির্ণয় করিবেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

15. Any Commissioner shall be at liberty to call the attention of the President to a point of order, even when a Commissioner is addressing the meeting.

16. Any Commissioner may propose an amendment to a proposition, to the effect that certain words in the proposition originally made be omitted therefrom, that certain words be substituted, or that certain words be added thereto, provided that such amendment be proposed when the subject is being discussed and the original proposition is still before the meeting.

17. On the discussion being concluded, in the event of several amendments having been proposed, the President shall put the last amendment to the vote first; if negatived, he shall put the second amendment, and then the first, and if all the amendments are lost, the original proposition shall be put to the vote.

18. No Commissioner shall be allowed to vote by proxy when he is unable to attend a meeting, or under any circumstances.

19. On a proposition being made and seconded, the President shall put the same to the vote.

20. Votes shall be taken by show of hands.

21. All votes shall be put by the President, first in the affirmative and then in the negative form.

22. Any Commissioner may decline to vote on any subject without assigning his reason for abstaining from voting.

23. Any Commissioner may, with the President's permission, make a proposition that a subject under consideration be postponed, or that the consideration of it be adjourned either to a fixed date or *sine die*.

24. It shall be competent to any Commissioner to move a resolution to the effect that the subject under consideration be referred to a committee, provided that such Commissioner shall also at the same time propose the names of the members of such committee.

25. It shall be competent to the members of any such committee appointed to vote at any general meeting on the subject reported on by such committee.

26. Should any Commissioner object to any part of a report submitted by such committee, such Commissioner shall be competent to make a proposition that the report be adopted, except with regard to the particular part objected to by him, or that such report be again referred to the committee, or that the report be entirely set aside.

27. A subject once finally disposed of by a resolution duly passed at a meeting shall not be re-opened at any subsequent meeting, unless at least three-fourths of the Commissioners present at a meeting, of which due notice has been given, consent that such subject shall be re-opened and re-considered, provided that resolutions adjourning the consideration of a subject may be re-considered at any meeting after the usual notice.

28. The minutes of the proceedings of all meetings shall show the names of the President and of all members attending, the words of every proposition and every amendment, and, in cases where votes are taken, the number of votes *pro* and *con*.

For regulating the mode of collecting taxes.

29. Every collecting officer shall be provided with a certificate of his authority to collect, and every such certificate shall bear the seal of the Municipality and the signature of the Chairman or Vice-Chairman. Every collecting officer at the time of demanding payment shall be bound to show this certificate if required.

30. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give the receipt for it.

For regulating the conduct of persons employed by the Commissioners.

31. All persons employed by the Commissioners, whose services may no longer be required, shall be liable to discharge after receipt of previous notice, or pay in advance for the period of one month, and no such person shall withdraw from the duties of his office without having given previous notice for the period of one month, on pain of forfeiture of one month's salary.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

১৫। কোন কমিশ্যনর বৎসালীন সভাকে সংশোধন করিয়া কহিতেছেন তৎকালেও অন্য কমিশ্যনর নিয়মসমূহক্রমে প্রতি সভাপতির মনোনীতকরণ করাইতে পারিবেন।

১৬। কোন কমিশ্যনর মূল প্রস্তাবের কোন কথা ছাড়িতে কিম্বা কোন কথার পরিবর্তে কোন কথা দিতে হইবে কিম্বা কোন কথা সংযোগ করিতে হইবে বলিয়া কোন প্রস্তাব সংশোধনার্থে প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন বিষয়ের বাস্তববাদ হইবার ও মূল প্রস্তাব সভার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবার সময়ে সেই সংশোধনের প্রস্তাব করিতে হইবে।

১৭। মান্য সংশোধনের প্রস্তাব হইয়া বাস্তববাদ সমাপ্ত হইলে পর, সভাপতি প্রথমে শেষ সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাতে কাহারও মত পাওয়া না গেলে দ্বিতীয় ও তাহার পর প্রথম সংশোধন বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন। সমুদয় সংশোধন অকর্মণ্য হইলে মূল প্রস্তাব বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

১৮। কোন কমিশ্যনর সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলে অথবা কোন ঘটনাধীনে প্রতিনিধি দ্বারা মত জানাইবার অনুমতি পাইবেন না।

১৯। কোন প্রস্তাব করা গেলে ও তাহাতে অন্য কেহ সম্মতি দিলে সভাপতি তদ্বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন।

২০। ভলুটভোলনপূর্বক মত জানাইতে হইবে।

২১। সভাপতি সমুদয় মত প্রথমে স্বার্থভাবে ও পরে লক্ষ্যার্থভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন।

২২। কোন কমিশ্যনর কোন বিষয়ে মত না দিবার যুক্তি না দিয়াও স্মরণ মত প্রকাশ করিতে অধীকার করিতে পারিবেন।

২৩। কোন কমিশ্যনর সভাপতির অনুমতিক্রমে, এই প্রস্তাব করিতে পারিবেন যে বিবেচনাধীন বিষয় স্থগিত থাকে, অথবা নিরূপিত অন্য দিন পর্যন্ত বা কোন দিন স্থির না করিয়া তাহার বিবেচনা করণ বন্ধ হয়।

২৪। কোন কমিশ্যনর বিবেচনাধীন কোন বিষয় কমিটির প্রতি অর্পণ করিবার নির্ধারণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত কমিশ্যনর তৎকালে সেই কমিটির মেম্বরের নামের ও প্রস্তাব করিবেন।

২৫। ঐরূপে নিযুক্ত উক্ত কোন কমিটির মেম্বরেরা সেই কমিটির রিপোর্ট করা বিষয়ে কোন সাধারণ সভায় মত জানাইতে পারিবেন।

২৬। উক্ত কমিটি যে রিপোর্ট করেন তাহার কোন অংশ সম্বন্ধে কোন কমিশ্যনর আপত্তি করিলে তিনি বিশেষ যে অংশের সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন তদ্বিষয়ে উক্ত রিপোর্ট গ্রাহ্য করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট পুনর্বিবেচনা সেই কমিটির প্রতি অর্পণ করিবার কিম্বা সেই রিপোর্ট সর্বসত্তাভাবে অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

২৭। কোন সভায় বিধিমাতে গৃহীত নির্ধারণক্রমে কোন বিষয় একবার চূড়ান্তরূপে স্থগিত হইলে পর কোন সভায় তদ্বিষয়ের আর বিবেচনা করা যাইবে না। কিন্তু উপযুক্তমতে নোটিস দিয়া সভা করিয়া সেই সভায় উপস্থিত চারিতাগের ভিন্ন ভাগ কমিশ্যনরেরা সেই বিষয় পুনরুৎপাদন ও পুনর্বিবেচনা করিতে সম্মতি দিলে পুনরুৎপাদন ও পুনর্বিবেচনা করা যাইবে। পরন্তু কোন বিষয়ের বিবেচনা করণ স্থগিত করিবার নির্ধারণ নিয়মিত নোটিস দিবার পর কোন সভায় পুনর্বিবেচনা করা যাইতে পারিবে।

২৮। সকল সভার কার্যবিবরণলিপিতে সভাপতির ও সভায় উপস্থিত মেম্বরের নাম ও প্রত্যেক প্রস্তাবের ও প্রত্যেক সংশোধনের কথা ও যে স্থলে মত গ্রহণ হয়, পক্ষ ও বিপক্ষ মতের সংখ্যা লেখা থাকিবে।

টাক্স আদায় করিবার নিয়মের বিধান।

২৯। আদায় করিবার ন্যতাপন প্রত্যেক কর্মকারক টাক্স আদায় করিবার কমডাফটক সার্টিফিকেট পাইলেন ও প্রত্যেক সার্টিফিকেটে ম্যুনিসিপালিটির মোহর ও সভাপতির বা প্রতিনিধি সভাপতির স্বাক্ষর থাকিবে। টাক্স আদায়কারি কার্যকারকের টাকা চাহিবার সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহার এই সার্টিফিকেট দেখাইবার আদেশ করিলে তাঁহাকে তাহা দেখাইতে হইবে।

৩০। আদায়কারি কর্মচারী কোন দাওয়ার টাকা পাইলে তাহার রসিদ দিবেন।

কমিশ্যনরদের নিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ বিষয়ক বিধি।

৩১। কমিশ্যনরেরা ইচ্ছাদিগকে কর্ম্য ঘেন তাঁহাদের কর্মের আর প্রয়োজন না থাকিলে এক মাস থাকিতে নোটিস দিয়া কিম্বা এক মাসের বেতন আগাম দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কোন কর্মকারক এক মাস থাকিতে নোটিস না দিয়া আপন পদের কর্ম্য ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না; গেলে তাঁহার এক মাসের বেতন কর্তন হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

32. All persons now holding, or who may hereafter be appointed to any office under the Commissioners, shall, when required to do so, furnish good security to such amount as the Commissioners may from time to time fix, and any person failing to furnish such security within reasonable time, or within such time as the Commissioners may appoint, shall be held to have thereby forfeited his appointment, and may be removed from office.

33. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

For the regulation and management of privies.

34. Every owner or occupier of any house, land, or premises from which offensive matter is not removed by the said owner or occupier, shall give free access to the servants of the Municipality to such parts of his house, land, or premises where night-soil or filth is kept for the removal of such night-soil or filth within such hours as may have been fixed on by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

35. Every person shall construct his privy above ground, and shall provide his privy or premises with a suitable moveable receptacle of metal or earthenware.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

36. No owner or occupier of any house, land, or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, or filth of any kind to flow or be discharged from such privy into any drain, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

37. No person shall throw, deposit, or discharge any night-soil, sewage, or the content of any drain, privy, or cesspool into any river, tank, khal, water-course, or receptacle for water, or dispose of the above-mentioned kinds of offensive matter in any other way than as the Municipal Commissioners may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

38. No person shall carry night-soil through the streets otherwise than in a closely covered receptacle of such description and pattern as shall be required from time to time by the Municipal Commissioners, and between such hours as the Municipal Commissioners at meeting may from time to time direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

39. No night-man, sweeper, or other person carrying night-soil through the streets shall loiter or deposit any vessel containing night-soil on or by the side of any public road or street.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

40. No place shall be used for the collection of night-soil, or as a *tolla mehter's* depot, without a license from the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

41. In granting a license for a public latrine, the Commissioners may make such conditions as they think necessary for ensuring that it shall be kept in a clean and proper state, and for registering the persons employed in such latrine, &c., and may provide that if these conditions be violated the license may be withdrawn.

For regulating burning ghauts and burying-grounds.

42. No person shall bury or cause to be buried any corpse in any burial-ground, in a grave constructed of masonry in such manner that the top of the coffin, or the body when no coffin is used, shall be at a less depth than five feet from the surface of the ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

43. No person shall bury, or cause to be buried, in any burial-ground, any corpse in a grave not constructed of masonry which shall be less than six feet deep.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

44. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, any grave in any burial-ground at a less distance than two feet from any other existing grave.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

৩২। যাঁহারা একপে কমিশানরদের অধীন কোন পদে আছেন বা পক্ষাৎ নিযুক্ত হন, কমিশানরদের সময়ের বস্তু টাকার জামিন নির্দ্ধার্য করেন, আদেশ হইলেই তাঁহাদের তত টাকার উক্ত জামিন দিতে হইবে। যুক্তিসূক্ত সময়ের মধ্যে অথবা কমিশানরদের যে সময় নির্দ্ধার্য করেন কোন ব্যক্তি সেই সময়ের মধ্যে জামিন না দিলে তাঁহার সেই পদে থাকিবার আর অধিকার নাই আনিতে হইবে, ও তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারিবে।

৩৩। কমিশানরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্মে লৈখিয়া করিলে, তাঁহারা তাঁহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন।

পাইখানার বিধান ও কার্যাবলীর কথা।

৩৪। কোন যত্নের কি ভূমির কি বাড়ীর স্বামী কি দখলকার তথা হইতে দুর্গজজনক বিষয় স্থানান্তর করাইয়া না দিলে, উক্ত যত্নের কি ভূমির কি বাড়ীর বে অংশে বিষ্ঠা বা ময়লা থাকে মুনিসিপল কমিশানরদের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই অংশের সেই বিষ্ঠা বা ময়লা সরাইয়া ফেলিবার জন্য মুনিসিপালিটির চাকরদিগকে তথায় অবোধে যাইতে দিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৫। প্রত্যেক জন মাটির উপরি ভাগে আপনীর পাইখানা করিবেন ও যাহা সরাইয়া লইয়া যাইতে পারে পাইখানার কি বাড়ীর মধ্যে কোন দাতুর কি মাটির এমন আধার রাখিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৬। কোন স্বামির কি দখলকারের যত্নের কি বাড়ীর কি ভূমির মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন নদীয়ায়, জল প্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিনীতে, নর্দে বা খাতে কিম্বা যাতাতে অকর্মণ্য মরা জন দাঁড়াইয়া এমন কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা, মূত্র, কি কোন প্রকার ময়লা জবা যাইতে কি পড়িতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৭। কোন ব্যক্তি স্থিতির কি নর্দমার ময়লা জবা কিম্বা কোন নর্দমার কি পাইখানার কিম্বা কোন গমিজ কুণ্ডের জবা কোন নদীতে কি পুষ্করিনীতে কি খালে কি জল স্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবেন না, কিম্বা পূর্বোক্ত দুর্গজজনক জবা লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপল কমিশানরদের সময়ের আদেশ করেন তদ্বির অন্যরূপে কার্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৮। মুনিসিপল কমিশানরদের সময়ের দৃঢ়মতে বন্ধ যে প্রকারের ও যে চণ্ডের আধারের অনুমতি করেন তদ্বির অন্য আধারে এবং সভাগত কমিশানরদের সময়ের যে সন্টার আদেশ করেন তদ্বির অন্য সন্টার কোন ব্যক্তি রাখা দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩৯। কোন মেতর, মাড়দার বা অন্য ব্যক্তি পথ দিয়া বিষ্ঠা লইয়া যাইবার সময় সরকারী কোন রাস্তায় বা পথে বা তৎপাশ্বে বিষ্ঠাস্রব বিষ্ঠাপারনামাইয়া রাখিবে না বা তাহা লইয়া বিলম্ব করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪০। মুনিসিপল কমিশানরদের স্থানে লাইসেন্সপত্র না পাইলে কোন স্থান বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার স্থানস্বরূপ কি টোলার মেতরের ডেপোৎস্বরূপ ব্যবহার করিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪১। কমিশানরদের সরকারী পাইখানার লাইসেন্সপত্র দিবার সময়ে সেই পাইখানা পরিষ্কার ও উপযুক্ত অবস্থায় রাখিবার ও এই পাইখানা প্রভৃতিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে রেজিষ্টারী করিবার জন্য যে নিয়ম করা আদেশক বুঝেন তাহা করিতে পারিবেন এবং এই নিয়মও করিতে পারিবেন যে, এই নিয়ম লঙ্ঘন হইলে লাইসেন্সপত্র ফিরি ইয়া লওয়া যাইবে।

শবদাহ ঘাটের ও কবরস্থানের বিধানের কথা।

৪২। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের পাকা কবরে কোন শব পুঁতিলে বা কবরের উপরিভাগ কিম্বা বাহুর না থাকিলে শবের উপরিভাগ যাহাতে মাটির নীচে পাঁচ ফুটের কম না থাকে এমন কবরে পুঁতিবেন কি পোঁতাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৩। কোন ব্যক্তি গোরস্থানের কাঁচা কবরে কোন শব পুঁতিলে কি পোঁতাইলে কবর ছয় ফুটের কম গভীর হইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৪। কোন ব্যক্তি গোরস্থানে কোন কবর গাঁথিলে কি খুড়িলে কি গাঁথাইলে কি খনন করাইলে অন্য কবর হইতে দুই ফুটের কম দূরে তাহা করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

45. No person shall build or dig, or cause to be built or dug, a grave in any burial-place in any other line than that marked out by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

46. No grave once used shall be opened for the burial of another body without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

47. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse, or part thereof, to any burning ground, shall burn or cause the same to be burnt within two hours after its arrival at the said burning-ground.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

48. No person when burning, or causing to be burnt, any corpse, or part of a corpse, in any burning-ground, shall permit the same, or any part thereof, to remain without being completely reduced to ashes, or shall permit the clothes or other articles connected with the burning of such corpse to remain at or near such burning-ground, unless the same be completely reduced to ashes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

49. No person shall remove or sell any clothes or other articles appertaining to a corpse, which may have been left at any burial-ground or burning ghaut.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

50. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway, unless it be decently covered and totally concealed from view.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

51. No person, while conveying any corpse, or part of a corpse, shall, except for the purpose of ordinary relief, deposit it on or near any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

52. Every corpse, or part of a corpse, that has been kept or used for the purpose of dissection, must be removed in a closed receptacle.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

General Bye-laws.

53. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance and discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 ; the penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Re. 1 daily.

54. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct ; and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Rs. 2 until such requisition be complied with.

55. No person shall construct, or place over, or by the side of any public drain, any bridge, platform, building, or structure of any kind except by and with the written permission of the Commissioners, and in such manner as they shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 3 daily.

56. No person shall make a shop over any public drain, or in any way occupy any culvert, bridge, or platform which may have been placed over any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

৪৫। কমিশ্যনরেরা কবর স্থানে যে রেখার চিহ্ন দিয়া থাকেন কোন ব্যক্তি সেই রেখার চীন না মানিয়া কবর গাঁথাইবেন কি খুঁড়িবেন না কি গাঁথাইবেন না কি খনন করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৬। কবরে একটি শব দেওয়া গেলে পর কমিশ্যনরের অমুমতি বিনা অন্য শব দিবার অন্য কবর খুলিতে হইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৭। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে, সেই স্থানে আনিবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৮। কোন ব্যক্তি শবদাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ দাহ করিলে কি করাইলে, যতদূর সম্পূর্ণরূপে ভয়সাৎ না করা যায় ততদূর তাহা কি তাহার কোন অংশ ভাগ করিতে দিবে না কি সেই শবদাহ করণ সম্পর্কে যে কাপড় কি অন্য জব্বা ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভয়সাৎ না করা গেলে ঐ দাহ করিবার স্থানে কি তদ্বিকটে পড়িয়া থাকিতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৪৯। শব সংক্রান্ত কোন বস্তু বা অন্য যে জব্বা কোন কবরস্থানে বা শবদাহের ঘাটে ভাগ করা যায় কোন ব্যক্তি তাহা স্থানান্তর বা বিক্রয় করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০৯ পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫০। কোন ব্যক্তি কোন শব কি শবের অংশ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও সাধারণের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫১। কোন ব্যক্তি শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে নিয়মিতরূপে বিশ্রাম ভিন্ন অন্য হেতুতে কোন রাজপথে বা তদ্বিকটে নামাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫২। যে শব বা শবের যে অংশ ব্যবচ্ছেদ কার্যের নিমিত্ত রাখা গেল বা তৎকারণে ব্যবহৃত হইল তাহা বন্ধ আধারে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

সাধারণ উপবিধি।

৫৩। গ্রাম ঘরের কি গাঁথনীর ছাদের জল পড়িয়া যাহাতে রাজপথের পা নর্দমার ছানি হয় কিম্বা ছানি হইবার সম্ভাবনা, কোন ব্যক্তি ঐ ঘরে কি গাঁথনীতে এমনত নল কি জল যাঁচবার ও নির্গত হইবার অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৯ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড, নোটিস পাইলে পর লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১৯ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৪। কোন ঘরের ছাদের জল এইকণে যে বা যে নল দিয়া পড়িয়া কোন পথের বা নর্দমার ছানি করিতেছে, কমিশ্যনরেরা তৎসম্বন্ধে সাত দিনের মধ্যে তাহাদের আদেশমত ঐ নল তুলিয়া কেনিবার বা পরিবর্তন করিবার লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি ঐ নোটিসের লিখিতমত কর্ম করিতে ক্রটি করিলে তাহার ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড ও ঐ আদেশমত কার্য যত দিন না করা যায় তাহার দিন প্রতি তাহার ২৯ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

৫৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের লিখিত অমুমতি না পাইলে সরকারী কোন নর্দমার উপর কি তৎপার্শ্বে সাঁকো কি রোয়াক কি ঘর কিম্বা কোন প্রকারের গাঁথনী নিৰ্ম্মাণ করিবেন না। অমুমতি পাইলেও তাহার যেরূপে আচ্ছাদিত করেন কেবল সেইরূপে গাঁথিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৯ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৩৯ তিন টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন নর্দমার উপর দোকান করিবে না কিম্বা সরকারী নর্দমার উপর স্থাপিত কোন সাঁকো, পুল বা রোয়াক কোনরূপে দখল করিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

57. If any house, wall, or other erection, or any part thereof, fall upon any public highway, or into any public drain, the owner of such house, wall, or erection shall remove it after notice within the time prescribed by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 daily.

58. No person shall prepare any channel, or convey water by any channel, across any public thoroughfare, except in such manner as shall have been approved of by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

59. No person shall steep in any tank, *khal*, or ditch within Municipal limits any jute, hemp, bamboos, or other vegetable matter.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20 ; penalty for continued infringement after notice, Rs. 2 daily.

60. The Commissioners may give notice in writing to the owner of any trees or shrubs overhanging any tank, and liable to foul the water thereof, to cut or trim the same in such a manner as that they should not overhang the tank.

Whoever fails to comply with such requisitions shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 10, and to a daily fine which shall not exceed Rs. 2 until such requisition be complied with.

61. No person shall, without the written permission of the Commissioners, set up any obstruction in any public *nullah* or water-course ; and the Commissioners may order the removal of any such obstruction.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 ; the penalty for continued infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 4 daily.

62. No person shall allow any pigs to be at large, or keep them otherwise than in closed styes.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

63. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners ; provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

64. No person shall allow any diseased or worn-out animal to stray into any highway or into any place whence such animal can escape into any highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

65. No person shall picket any animals, or collect carts, or form any encampment upon any public ground without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

66. No person shall tether or picket any animals in any road, or by the side of any drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

67. No person shall enlarge or deepen any existing tank or other excavation without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

[*Government Gazette*, 27th May 1884.]

৫৭। কোন ব্যক্তি দেওয়ান কি অন্য নীতিমূলক কি তাহার কোন ভাগ কোন রাজপথের কিম্বা সরকারী কোন নদীমার্গ পড়িয়া গেলে, মুনিসিপাল কমিশ্যনরের নোটিস দিয়া যে সময় নির্ধারণ করেন এই সময়ের মধ্যে দেওয়ানের কি নীতিমূলক স্বামী সেই সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিয়া লইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৫০ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৮। কোন ব্যক্তি সাধারণের গমনাগমনীয় কোন পথ কাটিয়া মালা করিতে কি এই মালা দিয়া জন চালাইতে চাহিলে কমিশ্যনরের যেরূপে অনুমোদন করেন কেবল সেইরূপে তাহা করিতে পারিবেন, অন্য রূপে নয়।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২০ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫৯। কোন ব্যক্তি মুনিসিপাল সীমার অন্তর্গত কোন নদীতে কি খালে কি পুকুরিগীতে কি গর্তে পাট কি শণ কি বাঁশ কিম্বা উদ্ভিজ্জ অন্য জব্য ত্যাগ করিয়া রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ২০ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬০। কোন পুকুরিগীর উপর কোন গাছ বা গুল্ম বুলিয়া পড়াতে তাহার জল নষ্ট হইতে পারে বলিয়া কমিশ্যনরের এই গাছাদি যাহাতে পুকুরিগীর উপর বুলিয়া না থাকে এমতে তাহার কাটিবার বা ছাটিবার নিষিদ্ধ এই গাছাদির স্বামিকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন।

যিনি এই আদেশমত কার্য করিতে ত্রুটি করেন তাহার ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড ও এই আদেশমত কার্য যতদিন না করা যায় দিন প্রতি তাহার ২০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৬১। কমিশ্যনরের লিখিত অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তি কোন নদীতে কি জল পুণালীতে অবরোধক কোন বিষয় রাখিবেন না, রাখিলে কমিশ্যনরের সাধারণের স্বাধিকার নিষিদ্ধ সেই অবরোধক বিষয় স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড। নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ৫০ চারি টাকার অনধিক দণ্ড।

৬২। কোন ব্যক্তি শূকর আল্লা ছাড়িয়া দিবে না কিম্বা বন্ধ খোঁয়াড় ভিন্ন অন্য স্থানে রাখিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৩। কমিশ্যনরের যে স্থানের নির্দেশ করিয়াছেন তন্নিহিত ব্যক্তি বিশেষের বাটীর বহির্ভূত কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মল ত্যাগ করিবেন না। কিন্তু কমিশ্যনরের তরুণ স্থান স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৪। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে না যে স্থান হইতে সরকারী পথে আসিতে পারে এমত স্থানে কোন কয় বা জীর্ণজন্তু ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি না পাইলে সরকারী কোন ভূমিতে কোন জন্তু রাখিবেন না, কি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না কি তাহা ফেলিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৬। কোন ব্যক্তি কোন পথে কিম্বা কোন নদীমার্গ পাশে গবাদি রাখিয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০০ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৭। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি বিনা এইরূপে পুকুরিগী আছে তাহা কি অন্য পাত্ত রক্ষা বা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০০ টাকার অনধিক দণ্ড।

[পবর্নবেটে গেজেটে। ১৮৮৪। ২৭ খে।]

68. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass from the margin of any public road, or from any public drain.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

69. No person shall remove from, or deposit earth, or any other substance in, or make any alteration whatever in, any public drain without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

70. The Commissioners may give notice in writing to the owner or occupier of any land within three days to trim or prune any hedges, and to cut and trim any trees overhanging any public drain, or any drain which is connected with any public drain. Any person who shall fail to comply with such requisition shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and to a fine of Rs. 2 per day until the requisition be complied with.

71. Any person who shall, in contravention of any order passed under section 256 of the Act, make, renew, or thoroughly repair with grass, leaves, mats, or other inflammable materials the external roofs and walls of any hut or other building shall be liable to a fine not exceeding Rs. 20, and the Commissioners shall have power to order to be demolished any such hut or building, by giving notice in writing to such effect to the owner thereof; and any person who shall fail to comply with such notice within three days, shall be liable to a fine of Rs. 2 for each day during which he shall fail to comply with such requisition.

72. Any person required by the Act or by any Bye-law under it to take out a license shall produce and show his license when required to do so by any Commissioner or any person duly empowered by the Commissioners in writing to make such requisition.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

73. No person shall wash or cleanse, or cause to be washed or cleansed, in any public street, line or thoroughfare, or in, upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern, conduit or other waterworks belonging to the Commissioners and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town, any vehicle, cart, dog, carriage, horse or any other animal.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

74. No person shall wash or cleanse, or cause to be washed or cleansed, in any public street, line or thoroughfare, or in, upon, or by the side of any tank, reservoir, aqueduct, well, cistern, conduit, standpipe or other waterworks belonging to the Commissioners, and provided by them for the domestic use of the inhabitants of the town any wool, cloth or wearing apparel, or any utensil for cooking or other purposes, or leather or skins of any animal or any foul or offensive thing.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

75. No person suffering from any contagious disease shall bathe in any bathing place belonging to the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

For regulating the disposal of offensive matter, rubbish, and dead bodies of animals.

76. The Commissioners may from time to time order to be closed and appoint places for the deposit of the carcasses of animals, and any person who shall deposit, or cause to be deposited, the carcass of any animal, in any place other than may have been appointed by the Commissioners, or in any place which they may have ordered to be closed, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 50.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

৬৮। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের ধার হইতে কিম্বা সরকারী কোন নদীমা হইতে ঘাসের চাপড়া বা ঘাস কাটিতে না কিম্বা মাটি তুলিবে না কি ঘাস তুলিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬৯। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অমুখতি বিনা কোন নদীমা হইতে মাটি লইবেন না কিম্বা মাটি বা অন্য দ্রব্য তাহাতে কেলিবেন না, অথবা তাহার অন্য কোনরূপ পরিবর্তন করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭০। সরকারী কোন নদীমার উপর কিম্বা সরকারী কোন নদীমার সঙ্গে সংযুক্ত কোন নদীমার উপর তুলিয়া পড়া কোন বেড়া ছাটিবার ও কোন গাছ কাটিবার ও ছাটিবার নিমিত্ত কমিশ্যনরের কোন ডুমির স্বামী কি দখলকারকে লিখিত নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই আদেশমত কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে তাহার ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও যত দিন সেই আদেশমত কার্য্য না করেন তাহার দিন প্রতি দুই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৭১। কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ২৫৬ ধারামতে প্রচারিত কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কোন চাল, ঘরের বা অন্য ঘরের চাল কি বেড়া খড়, পাতা, দরমাকিম্বা আশুজ্বলনশীল অন্য দ্রব্য দিয়া করে কি পুনরায় স্তূভন করিয়া করে কি সম্পূর্ণরূপে মেরামৎ করে, তাহার ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে; এবং কমিশ্যনরের উক্ত চাল বা অন্য ঘরের স্বামিকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলাইবার লিখিত নোটিস দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি তিন দিনের মধ্যে ত্রুটি নোটিসের লিখিত-মত কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলে যত দিন উক্ত আদেশমত কার্য্য না করেন তাহার দিন প্রতি ত্রুটি টাকার ২০ টাকার দণ্ড হইতে পারিবে।

৭২। উক্ত আইন কি উক্ত আইনমতে প্রণীত কোন উপবিধিমতে কোন ব্যক্তির প্রতি লাইসেন্স লইবার আদেশ হইলে, তিনি কোন কমিশ্যনরের আদেশমতে কিম্বা কমিশ্যনরের লিখিত উপযুক্তমতে যাহাকে সমতা দেন তাহার আদেশমতে লাইসেন্সপত্র আনিয়া দেখাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৩। সরকারী কোন রাস্তায়, গলিপথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরের যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি যুহরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালা কি জলের অন্য কার্য্য নগরবাসিনদের গৃহ কার্য্যের নিমিত্ত করিয়া দেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন যান, গরুর গাড়ী, কুকুর খোড়ার গাড়ী, ঘোড়া কি অন্য কোন জন্তুর গা ধুইবেন কি ধোয়াইবেন না, কিম্বা পরিষ্কার করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৪। সরকারী কোন রাস্তায় কি গলিপথে কি সাধারণের গমনাগমনের পথে কিম্বা কমিশ্যনরের যে পুষ্করিণী কি জলাশয় কি যুহরী কি কূপ কি জলাধার কি জলনালা কি টাঁড়া কল কি জলের অন্য কার্য্য নগরবাসিনদের গৃহ কার্য্যের নিমিত্ত করিয়া দেন তাহাতে কি তাহার উপরে কি তাহার ধারে কোন ব্যক্তি পশন কি কাপড় কি পরিধেয় বস্ত্র কিম্বা রক্তের কি অন্য উচ্ছিস্ট বাগন কি চর্ম্ম কি কোন জন্তুর ছাল কিম্বা অন্য অপরিষ্কার কি দুর্গন্ধজনক বিষয় ধুইবেন কি পরিষ্কার করিবেন না কিম্বা ধোয়াইবেন কি পরিষ্কার করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৭ পাঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭৫। সংক্রামক কোন রোগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অধিকৃত কোন স্থানের স্থানে স্থান করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৭ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

দুর্গন্ধদ্রব্য ও অঞ্জাল ও মরা জন্তু স্থানান্তর করিবার বিধান।

৭৬। কমিশ্যনরের সময়ে মরা জন্তু ফেলিবার স্থান বন্দ ও নিরূপণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কমিশ্যনরের মরা জন্তু ফেলিবার নিমিত্ত যে স্থান নিরূপণ করেন তদ্বিত্ত অন্য স্থানে কিম্বা যে স্থান বন্দ করেন সেই স্থানে কোন ব্যক্তি কোন মরাজন্তু ফেলিলে বা ফেলাইলে, তাহার ৫০৭ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ২৭ মে।]

77. No person shall throw or place, or permit his servants to throw or place, on any road or street any broken glass, broken bottles, or crockery, but such rubbish may be placed directly on the conservancy carts.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

78. No owner or occupier of land shall allow the same to be made filthy by the systematic deposit thereon of any dirt, dung, bones, night-soil, or other offensive matter. Provided that no prosecution under this bye-law shall be instituted against an absentee owner or occupier, until notice giving 14 days to clean the land has been served on him.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

79. Every person within whose premises any animal may die shall, within two hours after its death, or if death occurs at night, within two hours after daylight, either remove at his own expense the carcass to such place as may be set apart by the Commissioners for the reception of such carcasses, or report its death to the Conservancy Overseer of the division within which such premises may be situated, and in such latter case shall pay the said overseer the expense of removing the carcass at such rate as the Commissioners may determine, and in cases where the said person is not the owner of the animal and the owner is known, the owner shall alone be responsible for the payment of such expense, and such expense shall be recoverable as a debt due to the Commissioners. No Overseer, when called upon, shall neglect to remove a carcass.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

80. No person shall deposit, or cause to be deposited, any carcass or part of a carcass in any other than such places as may from time to time be appointed by the Commissioners for the reception of such carcasses.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

For regulating traffic in the streets.

81. No person shall, without the permission of the Commissioners, take an elephant or camel along any public road within the limits of the Municipality, except by such route as shall be fixed for the purpose by the Municipal Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

82. No person shall leave any cart or carriage on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20; penalty for continued infringement after notice, Rs. 10 daily.

83. No person shall let off any fire-balloons, fire-works, or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

84. No person shall fly kites on any public road.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

85. No person shall deposit for any purpose any article or thing on any road without the permission of the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

86. Every carriage plying between dusk and dawn shall carry two conspicuous lights, and every cart shall carry one conspicuous light.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

87. Any driver of a cart conveying bamboos, timber, rails or other such materials, projecting more than three feet from either end of the cart, such cart not being in charge of one person at least besides the driver, shall be liable on conviction to a fine which shall not exceed Rs. 10.

৭৭। কোন ব্যক্তি কোন রাস্তায় বা পথে কাঁচ, বোতল কি ইতি কুড়ি তালি ফেলিবেন কি রাখিবেন না কিবা আপন চাকরাদগকে ফেলিতে কি রাখিতে দিবেন না। তদ্রূপ আবর্জনা একেবারে ময়লা ফেলা গাড়ীতে দিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

৭৮। ভূমির কোন স্বামী কি দখলকার আপন ভূমিতে কোন আবর্জনা, গোবর, হাড়, বিষ্ঠা কি তুর্নাক্রমক অন্য দ্রব্য সর্বদা ফেলাইয়া তাহা ময়লা করিতে দিবেন না। কিন্তু অনুপস্থিত স্বামির কি দখলকারের উপর চৌদ্দ দিনের মধ্যে এই ভূমি পরিষ্কার করিবার নোটিস দেওয়া না গেলে এই উপবিধিতে তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

৭৯। কোন ব্যক্তির বাড়ীর মধ্যে জন্তু মরিলে, কমিশ্যনরেরা মরা জন্তু ফেলিবার যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন, এই ব্যক্তি জন্তুর মরণের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে, কিম্বা রাত্রে মরিলে প্রভাতের পর দুই ঘণ্টার মধ্যে আপনাতর খরচে সেই মরা জন্তু সেই স্থানে পাঠাইবেন, অথবা উক্ত বাড়ীতে পল্লীর মধ্যে আছে সেই পল্লী পরিষ্কার রাখিবার ওবরসিয়রের নিকট এই জন্তুর মরণের রিপোর্ট করিবেন। শেষোক্ত স্থানে কমিশ্যনরেরা যে হার করেন এই ব্যক্তি ওবরসিয়রকে সেই হারে এই মরা জন্তু হানাতর করিবার খরচ দিবেন। এই মরা জন্তু এই বাড়ীর স্বামিরই না হইলে ও যাহার জন্তু ছিল ইহা জানা থাকিলে, সেই ব্যক্তিই এই খরচের দায়ী হইবেন, ও কমিশ্যনরদের প্রাপ্য খণের ন্যায় তাহার স্থানে এই খরচা আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। কোন ওবরসিয়রকে মরা জন্তু ফেলাইবার কথা জানাইলে তিনি তাহা ফেলাইয়া দিতে শৈথিল্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮০। কমিশ্যনরেরা মরা জন্তু ফেলিবার নিমিত্ত সময়েই যে স্থান নিরূপণ করিয়া দেন ওস্থির কোন স্থানে কোন ব্যক্তি মরা জন্তু বা জন্তুর কোন অংশ ফেলিবেন বা ফেলাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

রাস্তায় গাড়ী প্রভৃতি চালাওনের বিধান।

৮১। কমিশ্যনরেরা হস্তী কি উট লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথ নিরূপণ করেন ওস্থির মুনিসিপালিটির অন্তর্গত কোন পথ দিয়া কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা হস্তী কি উট লইয়া যাইবেন না। এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০ পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮২। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথে গরুর গাড়ী কি ঘোড়ার গাড়ী রাখিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড, নোটিস পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১০৯ দশ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮৩। কোন ব্যক্তি মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশ্যনরেরা বেরূপ আদেশ করেন ওস্থির অন্যরূপে রাস্তায় কি রাস্তার নিকটে অধির বেলুন কি আতশবাজী কি আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮৪। কোন ব্যক্তি সরকারী পথে খুড়ি উড়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০৯ দশ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮৫। কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরদের অনুমতি বিনা কোন পথে কোন অতিপ্রায়ে কোন দ্রব্য বা জিনিস রাখিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮৬। সূর্যাস্ত অবধি সূর্যোদয়ের মধ্যে কোন সময়ে যে প্রত্যেক ঘোড়গাড়ী গমনাগমন করে তাহার দুইটি পরিদৃশ্যমান আলো জ্বালিয়া যাইতে, ও প্রত্যেক গরুর গাড়ীর একটা পরিদৃশ্যমান আলো জ্বালিয়া যাইতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৯ বিশ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড।

৮৭। বাঁশ, বাঁশদুরী কাঠ, রেল কিম্বা তদ্রূপ অন্য দ্রব্য বোঝাই গরুর গাড়ীর কোন গাড়ওয়ান গাড়ীর অগ্র কি পশ্চাৎভাগে তিন ফুটের অধিক বাহির হইয়া থাকা এই দ্রব্য লইয়া গেলে গাড়ওয়ান ভিন্ন অন্ততঃ আর একজন লোক সেই গাড়ীর সঙ্গে না থাকা প্রমাণ হইলে এই গাড়ওয়ানের ১০ দশ টাকা অর্থদণ্ড দণ্ড হইতে পারিবে।

[সর্বমোট পৃষ্ঠা ১৮৮৪। ২৭ মে।]

88. Any night-man within that part of the Municipality to which the provisions of section 13, Act VI (B.C.) of 1878 may have been extended by the Commissioners, who shall be found performing any of the duties of a night-man without a license duly obtained from the Commissioners, shall be liable to a fine which shall not exceed Rs. 5 for every day that he may exercise such duties while unlicensed.

Markets.

89. No owner, occupier, or farmer of any market for the sale of butchers' meat, poultry, fish or vegetables, or of any slaughter-house within the limits of the Municipality of Narain-gunge, shall keep or allow the same to be kept in a filthy or unclean state.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 till properly kept.

90. Every owner, occupier or farmer of any market or of any slaughter-house within the said limits, shall remove or cause to be removed, once in every twenty-four hours, any filth, putrefying or obnoxious matter that may have accumulated within such period.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20, and a daily fine of Rs. 5 until the work is done.

91. No resident, owner, occupier or farmer of any market within the said limits, or of any portion thereof, shall in any way obstruct, or allow to be obstructed, any of the lanes, walks, gangways or other thoroughfares within such market or bazar, by exposing for sale or accumulating, or allowing to be exposed for sale or accumulated, in any such lane, walk, gangway or thoroughfare, any package or packages or any other materials whatever.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10 and a daily fine of Rs. 2.

92. Every owner, occupier or farmer of any market shall within fourteen days after he shall have received notice from the Commissioners so to do, provide such urinal or latrine as in the opinion of the Commissioners may be necessary for the cleanliness and health of the said market, and the site and construction of which shall be approved by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20 and a daily fine of Rs. 5.

93. No person resorting to a market and intending to satisfy a call of nature shall have recourse to any other place within the market for that purpose except the urinal or latrine provided under the preceding section.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

94. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop, shall sell or expose or permit to be exposed for sale, or admit into or permit to remain in any such market or shop, any noxious meat or fish or decomposed vegetable matter, but such owner, occupier or farmer shall, without any delay, cause such meat, fish or vegetable matter to be at once removed to a place to be notified to him by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

95. No owner, occupier or farmer of, or vendor in, any market or shop shall obstruct any person appointed by the Commissioners for that purpose from entering and inspecting any such premises at any time between sunrise and sunset.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named, within which all unmarked wood and

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

৮৮। কমিশ্যনরেরা মুনিসিপালিটীর যে অংশে ১৮৭৮ সালের বজৌরী আইনের ১৩ ধারার বিধান প্রচলিত করিয়াছেন, সেই অংশের মধ্যে কমিশ্যনরেরা যেখানে উপযুক্তমতে লাইসেন্স না পাইয়া যেত-রের কৰ্ম করিতেছে এমন কোন খেতরকে দেখা গেলে, সে লাইসেন্স না লইয়া যতদিন সেই কৰ্ম করিতে থাকে তাহার দিন প্রতি তাহার ৫ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

বাজারের বিধি।

৮৯। নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে কশাইখানার মাংস কি মুরগী প্রভৃতি কি মাছ কি শাক সবজী বিক্রয় করিবার কোন বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার সেই স্থান গলিজ কি অপরিষ্কার অবস্থায় রাখিবেন না কি রাখিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড এবং উপযুক্তমতে যতদিন না রাখা যায় তাহার দিন প্রতি ৫ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯০। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারে কি কশাইখানায় চক্ষিশ ঘন্টার মধ্যে যে গলিজ কি পচা কি দুর্গন্ধজনক দ্রব্য জমে, ঐ বাজারের কি কশাইখানার স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার তাহা চক্ষিশ ঘন্টা অন্তর একবার স্থানান্তর করিবেন কি করাইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও যতদিন কার্য না করা যায় তাহার দিন প্রতি ৫ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯১। উক্ত সীমার অন্তর্গত কোন বাজারের বা তাহার কোন অংশের বাসেন্দা কি স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার উক্ত বাজারের মধ্যগত কোন গলিপথে কি হাঁটিয়া যাইবার পথে কি গমনীয় পথে কি সাধারণের গমনীয় অন্য পথে বস্তাদি কি অন্য কোন দ্রব্য বিক্রয়ার্থে রাখিয়া বা জমা করিয়া কিম্বা বিক্রয়ার্থে রাখিতে বা জমা করিতে দিয়া ঐ পথ বন্ধ করিবেন কি করিতে দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড, ও দিন প্রতি ২২ দুই টাকার অনধিক দণ্ড।

৯২। বাজার পরিষ্কার ও স্বাচ্ছন্দ্যাবে রাখিবার নিমিত্ত মৃত্ততাগ করিবার যে স্থান বা পাইখানা কমিশ্যনরের বিবেচনায় আবশ্যিক হয়, কমিশ্যনরেরা কোন বাজারের স্বামিকে কি দখীলকারকে কি ইজারদারকে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিবার নোটিস দিলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে ঐ স্বামী প্রভৃতির তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। তাহা যে স্থানে করা যাইবে ও তাহার যেরূপ গঠন হইবে এই বিষয়ে কমিশ্যনরের অনুমোদনের অপেক্ষা থাকিবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড ও দিন প্রতি ৫২ পঁচ টাকা দণ্ড।

৯৩। বাজারে গিয়া কোন ব্যক্তির মলমূত্র ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার পূর্ক্সধারার বিধানমতে প্রস্তুত পাইখানা কি মূত্র ত্যাগ করিবার স্থান ভিন্ন বাজারের অন্য কোন স্থানে যাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯৪। মাংস কি মাছ দুর্গন্ধজনক হইলে কিম্বা শাক সবজী পচিয়া গেলে কোন বাজারের কি দোকানের স্বামী, কি দখীলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাহা বিক্রয় করিবেন না কি বিক্রয়ার্থে দেখাইবেন না, কি দেখাইতে দিবেন না, অথবা বাজারে কি দোকানে আমিতে কি থাকিতে দিবেন না; কিন্তু কমিশ্যনরেরা যে স্থানের নোটিস প্রচার করিবেন সেই স্থানে অগোণেই ঐ মাংস কি মাছ কি শাক সবজী ফেলিয়া দিবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ টাকার অনধিক দণ্ড।

৯৫। কমিশ্যনরেরা কোন বাজারে কি দোকানে গিয়া পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে পূর্ক্সে উক্ত ও অন্ত হইবার মধ্যে কোন সময়ে বাজারের কি দোকানের স্বামী কি দখীলকার কি ইজারদার কি বিক্রেতা তাহার তথায় গিয়া দেখিবার বাধা দিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫২ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সাম্প্রদায়িক অবগত্যর্থ প্রত্যাখ্যান এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, আত্মকার তারিখ অবধি ঐ-ম সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।

জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারামতে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনানুযায়ী এই আজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চাৎলিখিত জিলায় অন্তর্গত

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act, and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

1. Fenny.	9. Sungoo.
2. Dhroong.	10. Doloo.
3. Haldah.	11. Hangar.
4. Kalapania.	12. Tak, or Tonkawati.
5. Sartah.	13. Matamori, or Mamori.
6. Ishamatti.	14. Eadgong.
7. Karnafulli.	15. Bagkhali.
8. Sylock.	16. Rezoo.

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

DRIFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG HILL TRACTS.

1. *Drift timber may be salvaged by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated

1884, may be salvaged by any person.

2. *Timber to be taken to drift depôt.*—The salvager shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depôts will be as follows, with effect from the 1st June 1884 :—

Name of river.	No.	Name and locality of depôt.
Fenny	1	Fenny revenue station at the Amlighat.
Dhroong	2	Dhroong ditto.
Haldah	3	Fatakcherry ditto.
Kalapania	4	Haldah ditto.
Sartah	5	Kalapania ditto.
Ishamatti	6	Sartah ditto.
	7	Ishamatti ditto.
	8	Rajashat ditto.
	9	Sialbukka ditto.
	10	Karnafulli ditto at Chandraghona thana.
Karnafulli	11	Ishamatti Mukh drift depôt (at the junction of the Karnafulli and Ishamatti).
	12	Kainchighat drift depôt (on the Kadalpur road).
	13	Chittagong ditto (at Chittagong timber depôt).
Sylock	14	Sylock revenue station.
	15	Sungoo ditto.
Sungoo	16	Dohazari drift depôt (at crossing of the Arakan road).
	17	Doloo Mukh ditto (at junction of Sungoo and Doloo rivers).
Doloo	18	Doloo revenue station.
Hangar	19	Hangar ditto.
Tak, or Tonkawati	20	Tonkawati ditto.
Matamori or Mamori	21	Matamori ditto (at Manikpur village).
	22	Chakaria drift depôt (at Chakaria thana).
	23	Harbang ditto (at junction of the Matamori and Harbang).
Eadgong	24	Eadgong revenue station (at Bhomoriaghona village).
Bagkhali	25	Bagkhali ditto (at Ramoo thana).
Rezoo	26	Rezoo ditto.

যেহ স্থানের মধ্যে অচিহ্নিত কাঠের ও বাহাদুরী কাঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও তদনুসারে প্রণীত বিধি বিধানক্রমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাঁহা গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি হইবে, সেই স্থান নিম্নলিখিত মত হইবে।

চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলায় অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎসংশ্লিষ্ট নদী ত্রিটি অধিকারের মধ্য দিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত যায় তত দূর।—

১। ফেনী।	৭। কনফুলী।	১২। ডাক বা ডোকাবতী।
২। প্রজ।	৮। মৈলোক।	১৩। মাতামুড়ি বা মামোরি
৩। হলদা।	৯। সজু।	১৪। ইদগোজ।
৪। কালাপানিয়া।	১০। দলু।	১৫। বাগখালি।
৫। সাত্তা।	১১। হাজার।	১৬। রেজু।
৬। ইচ্ছামতী।		

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেড়ের সকল বাহাদুরী কাঠের ও উক্ত আইনের ৪৫ ধারার শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধান হইতে মুক্ত হইবে।

চট্টগ্রাম জিলায় ও চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশের ভাসমান কাঠ প্রভৃতি যাহা বাহাদুরী কাঠ বিষয়ক বিধি।

১। ভাসমান বাহাদুরী কাঠ কোন ব্যক্তির রাখিতে পারিবার কথা।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ জিলায় যেহ স্থানে ভারতীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮০ সালের মার্চের তারিখের গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে সেই স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড় তিন ফুটের অধিক সকল বাহাদুরী কাঠ এবং যাহা কি এক করিয়া বাধা সকল বাধা ভাঙ্গিয়া গেলে, বা কুল লাগিলে বা চেকিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন।

২। বাহাদুরী কাঠ ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা লইয়া যাইবার কথা।—উপরোক্ত মতে বিজ্ঞাপিত ভাসমান কাঠ রাখিবার কোং আজ্ঞার কথা ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের নদী বিষয়ক বিধিতে বনের যে কোন রাজস্ব টেনশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে তাঁহার কার্যের অধ্যক্ষের প্রাপ্ত বনের কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষণ এই বাহাদুরী কাঠ ও বাধা দিবেন। এই বিধিতে উক্ত সকল রাজস্ব টেনশন ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা হইবে। ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার এই আজ্ঞা হইবে,—

নদীর নাম।	নম্বর।	আজ্ঞার নাম ও তাহা যে স্থানে আছেন।
ফেনী	১	আমলিয়াটে ফেনী রাজস্ব টেনশন।—
প্রজ	২	প্রজ
হলদা	৩	ফটকচেরি
কালাপানিয়া	৪	হলদা
সাত্তা	৫	বালাপানিয়া
	৬	সাত্তা
ইচ্ছামতী	৭	ইচ্ছামতী
	৮	মাকানাত
	৯	শিকালবক
	১০	চট্টগ্রাম-১ থানায় কনফুলী এ
কনফুলী	১১	(কনফুলী ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে) ইচ্ছামতী মুখে ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা।
	১২	(চৌদালপুর পথে) চক্ৰিয়াটে ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা।
মৈলোক	১৩	(চট্টগ্রাম বাহাদুরী কাঠের আজ্ঞার) চট্টগ্রামে ভাসমান কাঠ রাখিবার আজ্ঞা।
	১৪	মৈলোক রাজস্ব টেনশন।
	১৫	সজু
সজু	১৬	(আলাকাম পথ পার হইবার স্থানে) দোহাকাতী ভাসমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজ্ঞা।
	১৭	(সজু ও দোলা নদীর সংযোগ স্থানে) দলুখ
দোলা	১৮	দোলা রাজস্ব টেনশন।
হাজার	১৯	হাজার
ডাক বা ডোকাবতী	২০	ডোকাবতী
মাতামুড়ি বা মামোরি	২১	(মাগকপুর গ্রামে) মাতামুড়ি রাজস্ব টেনশন।
	২২	(চক্ৰিয়া থানায়) চকারা ভাসমান বাহাদুরী কাঠের আজ্ঞা।
ইদগোজ	২৩	(মাতামুড়ি ও হরনগর সংযোগ স্থানে) ইদগোজ
	২৪	(ভোখোদিয়া থানায়) ইদগোজ রাজস্ব টেনশন।
বাগখালী	২৫	(রাখু থানায়) বাগখালী
রেজু	২৬	রেজু রাজস্ব টেনশন।

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salvaged timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salvaged timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salvaged under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salvaged under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 13th May 1884.—In the notification, dated the 28th March 1884, published at page 506, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th ultimo, confirming the bye-law framed by the District Road Committee of Shahabad under section 180 of the Cess Act, IX (B.C.) of 1880, for the words “trees or hedges obstructing, overhanging or overshadowing any road,” read “trees or hedges obstructing or overhanging any road.”

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 14th May 1884.—In the notification, dated the 24th ultimo, appointing certain gentlemen to be Commissioners of the Moheshpore Municipality, in the district of Jessore, published at page 585, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, for “Baboo Gonesh Chunder Roy Chowdhry,” read “Baboo Gangesh Chundra Roy Chowdhry.”

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 9th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the power conferred on him by section 1, Act IV (B.C.) of 1873, to extend the provisions of the said Act, so far as they relate to the registration of births, to the municipality of Bansberiah, in the district of Hooghly, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

৩। রক্ষার্থ কীর কথা।—এই বিধিক্রমে যে ব্যক্তি পূর্বোক্তমতে শাহাদুরী কাঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাসমান বাঁহাদুরী কাঠের আচ্ছাদন লইয়া গিয়াছেন তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে কিম্বা ইহার পর তদ্রূপে প্রকাশিত পরিবর্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনক্রমে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাঁহাদুরী কাঠের ও বাঁশের মূল্য পরিমাণ শতকরা ৫০২ টাকা হিসাবে রক্ষার্থ ফী পাইবার আদান হইবে।

৪। ভাসমান বাঁহাদুরী কাঠ দাওয়ারদারের সম্পত্তি দেখান গেলে টাকা দিবার আদেশের কথা।—বনবিষয়ক আইনের ৪১ ধারামতে কোন দাওয়ারদারকে স্থানী বসিয়া স্বীকার করা গেলে সেই দাওয়ারদার উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা স্বেচ্ছা ভিত্তিতে বনের কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট অন্যান্য খরচ যাবৎ না দেন তাবৎ তাঁহাকে উক্ত বাঁহাদুরী কাঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাঁহাদুরী বাঁশ গবর্নমেন্টের প্রতি বর্ষে তাহা নীলামে বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিতে ভাসমান যে সকল বাঁহাদুরী কাঠ বা বাঁশ ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারানুসারে গবর্নমেন্টের প্রতি বর্ষে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়ারদার সম্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর সেই সকল বাঁহাদুরী কাঠ বা বাঁশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরে চট্টগ্রামের নদীবিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিষ্টারী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিতে রক্ষা করা ভাসমান বাঁহাদুরী কাঠের উপর দাওয়ারদার সম্পত্তির চিহ্ন বলিয়া আদান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—যে ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার হয় মাসের অনধিক কাল কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কি এই উভয় দণ্ড হইবে।

এ, পি, মাকডেনল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

অনুসন্ধান।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—করবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১৮০ ধারামতে শাহাদাদ জিলার পথ কমিটির প্রণীত উপবিধি দৃঢ় করণার্থ ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চের যে বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ১৫ আগ্রিলের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে “কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর স্থলিয়া পড়া বা তদাচ্ছাদনকারি কোন রক্ষকের বা বেড়ার” এইরূপ কথার পরিবর্তে “কোন পথ অবরোধকারি বা তাহার উপর স্থলিয়া পড়া রক্ষক বা বেড়ার” এইরূপ কথা পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

অনুসন্ধান।

১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—যশোর জিলার অন্তর্গত মহেশপুর মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরের পক্ষে কএক মহাশয়কে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৪ তারিখের যে বিজ্ঞাপন এই মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে “জীযুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী” এই নামের পরিবর্তে “জীযুত বাবু গণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী” পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি জমা রেজিষ্টারী করার সঙ্গে যে পয়সাস্থ সম্পর্ক রাখে সেই পয়সাস্থ উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিসিপালিটিতে প্রচলিত করিবার কামনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 11th May 1884.—The following lists of Civil Hospital Assistants, serving in Bengal, who have passed the English qualification and professional examinations held on the 15th April 1884, are published for general information :—

Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination.

NAMES.	Attached to—
Third Class, Kally Prasanno Sen	... Jail and Police Hospitals, Maldah.
Ditto, Jeyan Krishua Dutta	... Central Jail Hospital, Midnapore.
Ditto, Banka Behary Ghose	... Dispensary, Gurbetta.
Ditto, Juggoburdhoo Gupta	... Police Hospital, Burdwan.
Ditto, Anundo Moy Sen	... Jail Hospital, Dinagore, officiating.
Ditto, Rejom Canto Ganguly	... Ditto, Ranchi.
Ditto, Kishub Chunder Mohapatro	... Central Irrigation Hospital, Cuttack.
Ditto, Chuekrodhur Dass	... Police Hospital, Cuttack.
Ditto, Shib Chunder Sen Gupta	... Orissa Medical School, Cuttack.
Ditto, Dino Nath Banerjee	... Dispensary, Tickerpara.

Names of Candidates who have passed the English Qualification Examination for higher pay.

NAMES.	Attached to—
<i>Civil Hospital Assistants.</i>	
First class, Raj Coomar Sen	... Jail Hospital Hooghly.
Second class, Kunode Behary Samanto	... Central Jail Hospital, Bhagulpore.
Ditto, Bhoobun Mohun Dutt	... Supernumerary, on leave.

Names of Candidates who have passed the Professional Examination.

NAMES	Attached to—	Date of declaration.	Class to which promoted.	Date of rank	Date of passing English qualification for the higher pay, according to G. O. S. No. 34 of 7th October 1868 and No. 295 of 1873.	REMARKS
<i>Civil Hospital Assistants.</i>						
Second class, Mutty Lall Gupto.	Dispensary, Mahagunge.	6th Nov 1868	1st	15th April 1884		
Third class, Rejom Kanta Ghosh	Jail Hospital, Rangpore.	6th Sept 1876	2nd	Ditto		
Third class, Kumode Behary Samanto	Central Jail Hospital, Bhagulpore.	22nd July 1875	2nd	Ditto	15th April 1884	Retested
Third class, Bhoobun Mohun Dutt.	Supernumerary	6th July 1873	2nd	Ditto	Ditto	Ditto.
Third class, Indro Narayan Banerjee	Police Hospital, Calcutta.	30th Jan. 1873	2nd	Ditto		

E. N. BAKER,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

निष्ठापात्र ।

১৮৮৩ সাল ১১ মে।—১৮৮৩ সালের ১৫ আগস্ট ইংরেজি ভাষায় ও চিকিৎসা ব্যবসায় সম্বন্ধীয় যে পরীক্ষা হয় তাহাতে, প্রত্যেকের কর্মকারি যে মিডিক্যাল ইন্সপেক্টর আফিসারদেরা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের নামের নিম্নলিখিত নির্ঘণ্টে সন্নিবেশিত সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল।

ଉତ୍ତରେଈ ତାହାଏ ପରୀକ୍ଷାକାରୀ ପରୀକାର୍ଥଦେୟ ନାମ ।

নাম।	যে স্থানে নিবৃত্ত।
তৃতীয় শ্রেণীর, প্রযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন ...	মাগদনের জেলে ও পোলীস হাঁস্পাতালে।
৬ " জীবনরক্ষা দল ...	মেদিনীপুরের সমর জেল হাঁস্পাতালে।
৬ " বঙ্গবিহারী ঘোষ ...	গড়বেতার ভ্রমশালায়।
৬ " অগস্ত্য গুপ্ত ...	বঙ্গবানের পোলীস হাঁস্পাতালে।
৬ " আনন্দময় সেন ...	দিমাপুর জেল হাঁস্পাতালে। একটীং কর্মকারী।
৬ " রাজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ...	রাহি ৬।
৬ " কেশবচন্দ্র মহাপাত্র ...	কটকের সমর ইরিগেশন হাঁস্পাতালে।
৬ " চক্রধর দাস ...	কটকের পোলীস হাঁস্পাতালে।
৬ " শিবচন্দ্র সেন গুপ্ত ...	কটকের অন্তর্গত উড়িমার মেডিক্যাল স্কুলে।
৬ " দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	টিকেরপাড়া ভ্রমশালায়।

উচ্চতর ସେତେବେଳ ନିମିତ୍ତେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାସ୍ତରୀକୋଶର ଅବିଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ।

নাম ।	সেখানে নিযুক্ত ।
সিটিল ইন্স্পেক্টাল অফিসিট ।	
প্রথম শ্রেণীর, অযুত চাকর । ...	হুগলীর জেদ ইন্স্পেক্টালে ।
দ্বিতীয় শ্রেণীর, অযুত কুমুদ দিহরী মা শু ...	ভাগলপুরের সদর জেদ ইন্স্পেক্টালে ।
এ এ , , ভুবনমোহন দত্ত ...	ছুটীপ্রাপ্ত, অতিরিক্ত ।

ଚିଂତ୍ତା ନାମାୟେବ ପରୀକ୍ଷାତ ଓଡ଼ି। ପରୀକ୍ଷାସିଦ୍ଧେ ନାମ।

নাম।	যেখানে নিযুক্ত।	প্রত্যক্ষিত তারিখ।	যে প্রোগ্রামে ভুক্ত হই- লেন।	প্রোগ্রামের তারিখ।	ক্রীড়ার তারিখ।	ফলাফল।
সিবিএল হস্পিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট।					ক্রীড়ার তারিখ।	
দ্বিতীয় প্রোগ্রামের ক্রীড়ার তারিখ।	প্রোগ্রামের তারিখ।	১৮৮৮ সাল ১ নবেম্বর	প্রথম	১৮৮৮ সাল ১৫ অক্টোবর।
তৃতীয় প্রোগ্রামের ক্রীড়ার তারিখ।	প্রোগ্রামের তারিখ।	১৮৮৮ সাল ৬ সেপ্টেম্বর	দ্বিতীয়	এ
তৃতীয় প্রোগ্রামের ক্রীড়ার তারিখ।	প্রোগ্রামের তারিখ।	১৮৮৮ সাল ২২ জুলাই	দ্বিতীয়	এ	১৮৮৮ সাল ১৫ অক্টোবর।	পুনঃপ্রোগ্রামিত
তৃতীয় প্রোগ্রামের ক্রীড়ার তারিখ।	প্রোগ্রামের তারিখ।	১৮৮৮ সাল ৫ জুলাই	দ্বিতীয়	এ	এ	এ
তৃতীয় প্রোগ্রামের ক্রীড়ার তারিখ।	প্রোগ্রামের তারিখ।	১৮৮৮ সাল ১০ জানুয়ারি	দ্বিতীয়	এ

ই, এন, কোর:

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটারী।

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, in the exercise of the powers conferred on him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B. C.) of 1880, to extend the provisions of the said Act to the Cuttack Municipality, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of publication of this notice in the *Calcutta Gazette*.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—Whereas a notification, dated the 28th February 1884, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Act VI (B. C.) of 1878 to the Shahagunge mohulla of the Hooghly and Chinsurah Municipality, was published at page 419, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 5th March 1884, and whereas no objection has been raised to the proposed extension of the Act to the said mohulla, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 2 of the said Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Hooghly and Chinsurah Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor declares that, from the 1st April 1884, the Commissioners of the said municipality will maintain an establishment for the cleansing of all public and private latrines within the limits of the Shahagunge mohulla of that municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B. C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the Bali Municipality, in the district of Howrah, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2004 A.

The 1st May 1884.—Baboo Gobind Chunder Bose is appointed to be a Munsif in the district of Beerbhoom, and to be ordinarily stationed at Sooree, *vice* Baboo Dwarka Nath Bhattacharjee.

The 3rd May 1884.—Mr. L. P. Shirres, Assistant Magistrate and Collector, Backergunge, is vested with powers under section 110 of the Code of Criminal Procedure.

The 6th May 1884.—Baboo Poresh Nath Banerjee, First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, is allowed leave for three months, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

Baboo Amrita Lal Pal, Second Subordinate Judge of Sarun, is appointed to act as First Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Courts of Small Causes of Monghyr and Bhagulpore, during the absence, on leave, of Baboo Poresh Nath Banerjee, or until further orders.

[*Government Gazette*, 27th May 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপাক কারণ দর্শান না গেলে, জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতিবন্ধদেশে গোবীন্ডে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান কটক মুনিমিপালিটিতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—ভূগলী ও চুঁচড়া মুনিমিপালিটির অন্তর্গত সাহগঞ্জ মহল্লায় ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় আইনের বিধান প্রচলিত করণার্থে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অতিশয় প্রাণক ১৮৮৪ সালের গেজেট প্রকাশিত হইবার তারিখের এক বিজ্ঞাপন ১৮৮৪ সালের ৫ মার্চের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৪ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল যে উক্ত মহল্লার উক্ত আদম প্রচলিত করণের প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করিয়া যাইবার সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ২ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া এবং ভূগলী ও চুঁচড়া মুনিমিপালিটির সভাগত কমিশনারদের অমুরোধক্রমে তিনি এই আদেশ করিলেন যে উক্ত মুনিমিপালিটির নিয়মানুযায়ী উক্ত মুনিমিপালিটির অন্তর্গত সাহগঞ্জ মহল্লার সীমার মধ্যে স্থিত সরকারী বা ব্যক্তি বিশেষের পাইখানা পরিষ্কার করণার্থে ১৮৮৪ সালের ১ অপ্রিল অবধি সিরিশতা রাখিবেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, হাবড়া জিলার অন্তর্গত নালি মুনিমিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপাক কারণ দর্শান না গেলে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতিবন্ধদেশে গোবীন্ডে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুনিমিপালিটিতে প্রচলিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটীং সেক্রেটারী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

২০০৪ A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ১ মে।—জীযুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্যের পরিবর্তে জীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু বীরভূম জিলার ম্যাজিস্ট্রেট পদে যুক্ত হইয়া সামান্যতঃ নিউভিহে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ৩ মে।—বাঁধরগঞ্জের আসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জীযুত এল, সি, শিরেস সাহেব কোমদারী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৬ মে।—ভাগলপুরের প্রথম সবার্ডিনেট জজ এমং মুন্সের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজ জীযুত বাবু পরেশনাথ বন্দোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীযুত বাবু পরেশনাথ বন্দোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাহা অন্য আদালত হয়, সারনের দ্বিতীয় সবার্ডিনেট জজ জীযুত বাবু অমৃত লাল পাল ভাগলপুরের প্রথম সবার্ডিনেট জজের এবং মুন্সের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজের কাম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

Baboo Ashutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, is vested with the powers of a Magistrate of the first class.

The 9th May 1884—The gentlemen named below are appointed to be Honorary Magistrates for the Egra Bench, in the district of Midnapore, and are vested with the powers of a Magistrate of the third class:—

Baboo Srinath Chundra Das Mohapatra. | Baboo Bhagabat Chundra Maiti.

Baboo Brojendra Nandan Das Mohapatra.

The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Ram Chunder Bose of his appointment of Honorary Magistrate of the Bench at Chundunbaree Boda, in the district of Julpigoree.

The 12th May 1884.—Mr. J. R. Hand, Deputy Magistrate, Shahabad, is vested with powers under sections 110 and 133 of the Code of Criminal Procedure.

Munshi Harihar Charan Lall, Munsif of Lohardugga, who exercises the powers of a Deputy Collector under Act I (B.C.) of 1879, is vested, under section 146 of that Act, with the power to receive plaints in suits under the said Act, when the cause of action arises within the local jurisdiction of his munsifi.

Baboo Aditya Charan Chakravarti, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Meherpore, during the absence, on leave, of Baboo Suresh Chundra Ghose, or until further orders.

The 17th May 1884.—Baboo Bhugwan Chunder Chuckerbutty, Subordinate Judge of Khoolna, is promoted to the first grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Mr. W. Wright, retired.

Baboo Kristo Chunder Chatterjee, First Subordinate Judge, 24-Pergunnahs, is promoted to the first grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Brojo Mohun Dutt, retired.

Baboo Matadin, First Subordinate Judge, Sarun, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Bhugwan Chunder Chuckerbutty.

Baboo Krishna Mohun Mookerjee, Officiating Subordinate Judge, Hooghly, is promoted to the second grade of Subordinate Judges and Small Cause Court Judges, *vice* Baboo Kristo Chunder Chatterjee.

Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Matadin.

Baboo Kanai Lal Mookerjee, Temporary Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Krishna Mohun Mookerjee.

Baboo Juggobundhoo Gangooly, Officiating Subordinate Judge, Dinapore, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty.

Baboo Dwarka Nath Bhattacharjee, Officiating Additional Subordinate Judge, Tipperah, is appointed temporarily to be a Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of the third grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 5th May 1884.—Under section 2 of Act II (B.C.) of 1867 (an Act to provide for the punishment of public gambling and the keeping of common gaming-houses), the Lieutenant-Governor authorizes the extension of the provisions of the said Act to the limits of the Rungpore Municipality, in the district of Rungpore, with effect from the 1st June 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 27th May 1884.]

লোহারডগার একটীং ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জিহুত বাবু আশুতোষ ঙ্গ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাটলেন ।

১৮৮৪ সাল ৯ মে ।—নিম্নলিখিত মনোনয়নের মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত এপ্রা বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন ।

জিহুত বাবু জিনাথচন্দ্র দাস মহাপাত্র । | জিহুত বাবু ভাগবতচন্দ্র মাইতি ।

জিহুত বাবু ব্রজেনচন্দ্র নন্দন দাস মহাপাত্র ।

জিহুত বাবু রামচন্দ্র বসু জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত চন্দনবাড়ী বোদা বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটরূপে স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান জিহুত লেপ্টেনেন্ট গার্নার সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন ।

১৮৮৪ সাল ১২ মে ।—লোহারডগার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জিহুত জে. আর. হাও সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১০ ও ১৩৩ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন ।

১৮৭২ সালের বঙ্গীয় ১ আইনমতে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্মকারী লোহারডগার মুন্সেফ জিহুত মুনশী হরিহরচরণ লাল স্বীয় মুন্সেফীর বিচারাদিপত্যের স্থানসীমার মধ্যে মোকদ্দমার ছেতু উপস্থিত হইলে উক্ত আইনমত মোকদ্দমার আরজী গ্রহণ করিতে এই আইনের ১৪৬ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন ।

জিহুত বাবু সুরেশচন্দ্র ঘোষের দুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জিহুত বাবু অদ্বৈতচরণ চক্রবর্তী, বি, এল, নদীয়া জিলার মুন্সেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ দেহেরপুরে অবস্থাপিত হইবেন ।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে ।—জিহুত ডব্লিউ. রাইট সাহেব কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে খুলনার সবর্ডিনেট জজ জিহুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্তী সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু ব্রজমোহন দত্ত কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে ২৪ পরগনার প্রথম সবর্ডিনেট জজ জিহুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবর্তে সারনের প্রথম সবর্ডিনেট জজ জিহুত মাতাঙ্গিন বাবু সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতের জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে হুগলীর একটি সবর্ডিনেট জজ জিহুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়, সবর্ডিনেট জজদের ও ছোট আদালতে জজদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

জিহুত মাতাঙ্গিন বাবুর পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ জিহুত বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ জিহুত বাবু কাণাইলাস মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন ।

জিহুত মাধবচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবর্তে দিনাজপুরের একটি সবর্ডিনেট জজ জিহুত বাবু জগদ্বজ্জ গঙ্গোপাধ্যায়, কিয়ৎকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সবর্ডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

জিহুত বাবু কাণাইলাস মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ত্রিপুরার একটি আডিশনাল সবর্ডিনেট জজ জিহুত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য কিয়ৎকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীর সবর্ডিনেট জজের ও ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৪ সাল ৫ মে ।—জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব সামান্য দ্বাতক্রীড়ার ও সাধারণ দ্বাতগ্রহণ রাখিবার দণ্ড বিধায়ক ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ২ ধারামতে উক্ত আইনের বিধান ১৮৮৪ সালের ১ জুন অবধি রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত রঙ্গপুর মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে প্রচলিত করিবার আদেশ করিলেন ।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ২৭ মে ।]

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified that, under section 10 of Act I (B.C.) of 1869 (an Act for the prevention of cruelty to animals), and under section 3 of Act III (B.C.) of 1869 (an Act to enable police officers to arrest without warrant persons guilty of cruelty to animals), and under section 14 of Act VIII (B.C.) of 1880 (an Act to provide against the spreading of certain contagious and infectious diseases among horses), the Lieutenant-Governor is pleased to extend the provisions of the said three Acts to the limits and boundaries of the Port Commissioners on the Howrah side of the river Hooghly.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 28th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz. as a site of the Nayazipore outpost building in the village of Kanspattee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore, district of Shahabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 1 bigah 1½ cottahs 7½ dhors, bounded on the east by the field of Pitambar Bharti; on the west by the public road; on the north by the field of Pitambar Bharti; and on the south by the field of Ramghulam Bharti, is required within the aforesaid village of Kanspattee, appertaining to mouzah Sabiar, pergunnah Bhojepore.

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 28th April 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the Motihari Jail, in the village of Motihari, tollah Balawoh, Toppoh Madhwol, pergunnah Majhawoh, zillah Chumparam, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 acres and 7 poles, bounded on the north by Goorsohoy's land; on the west by the jail wall and road; on the south by the road leading to the jail, and on the east by the main road, is required within the aforesaid village of Motihari.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 20th May 1884.

No. 211.—*Leave.*—In continuation of notification No. 105 of the 25th February last Mr. J. Ramsay, Executive Engineer, first grade, Nagpore Railway Surveys, is granted by the Secretary of State a further extension of three months' leave on medical certificate, in continuation of the furlough granted him in notification No. 231 of the 18th June 1883.

IRRIGATION.

The 20th May 1884.

No. 213.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that additional land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the enlargement of the extension of the Arion Distributary, it is hereby declared that for the above purpose two strips of land running parallel to, and situate on, both banks of the said extension, and each measuring about 3,600 feet in length by 12½ feet in width, and aggregating an area of 2 acres and 11 poles of land, more or less, are required in the village of Belhari, pergunnah Bhojepore, in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette, 27th May 1884.*]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব জঙ্গর প্রতি নৃশংস ব্যবহার নিবারণার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১০ ধারামতে, এবং জঙ্গর প্রতি নির্দয়াচারের অপরাধিদিগকে বিনা পরওয়ানায় ধৃত করণার্থে পুলিশের কর্মকারকদিগকে ক্ষমতাদানার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ৩ ধারামতে এবং অশ্বদেহ মধ্য কোনও স্পর্শস্বার্থী ও সংক্রামক রোগের সঞ্চার নিবারণের বিধান করণার্থ ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১৪ ধারামতে উক্ত তিন আইনের বিধান জঙ্গলী নদীর হাবড়া পারের পোর্ট কমিশ্যনরদের সীমা সরহদ্দে প্রচলিত করিলেন।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থীঃ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার সবিয়া মোজার সামিল কামপতী গ্রামে ময়াজিপুর কাঁড়ির কোটাঘরের জন্য রাজকীয় অর্থ ব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্ত উক্ত ভোজপুর পরগনার সবিয়ার মোজার সামিল কামপতী গ্রামে তূনাদিক ১।।৪ কাঠা ৭।। ধূর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পূর্বসীমা পীগন্ধর ভারতীর ক্ষেত, পশ্চিমসীমা রাজপথ, উত্তরসীমা পীতাম্বর ভারতীর ক্ষেত এবং দক্ষিণসীমা রামগোলাম ভারতীর ক্ষেত।

১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৮ আশ্বিন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্ত অর্থীঃ চাম্পারন জিলার অন্তর্গত মাঝওয়া পরগনার মাদোল তপ্পর বনাও টোলার মতিহারী গ্রামে মতিহারী জেলের জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্ত উক্ত মতিহারী গ্রামে তূনাদিক ৩ একর ৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা গুরুমহারের জমি, পশ্চিম সীমা জেলের প্রাচীর ও পথ, দক্ষিণ সীমা জলে যাইবার পথ, এবং পূর্ব সীমা বড় রাস্তা।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

এফ, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওকস ডিপার্টমেন্টে।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।

২১১ নম্বর।—ছুটী।—গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ তারিখে ১০৫ নং বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত এই বিজ্ঞাপন। নাগপুর রেলওয় সরবের প্রথম শ্রেণীর একসেকিটর ইঞ্জিনিয়ার জীয়ুত জে. রামসে সাহেব ১৮৮৩ সালের ১৮ জুনের ২৩১ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে নিয়মিত ছুটী পান তদতিরিক্ত জীয়ুত ফে টেমেক্রেটারী সাহেব তাহাকে চিকিৎসকের সার্টিফিকেট ক্রমে আর তিন মাসের ছুটী দিয়াছেন।

জলমচন বিসমক।

১৮৮৪ সাল ১০ মে।

২১৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের অর্থীঃ এরিয়ন জল বিতরণার্থ নালা বর্জিতাংশের রক্ষি করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্ত শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার বেলহরি গ্রামে দুই খণ্ড ভূমির প্রয়োজন, উক্ত ভূমি উক্ত বর্জিতাংশের উভয় ধারের সমান্তরালগামি ও উভয় ধারের দ্বিগুণ ও অত্যেক খণ্ড ৩৬০০ ফুট। দীর্ঘ ও ১২।। ফুট প্রস্থ অর্থীঃ মোটে তূনাদিক ২ একর ১১ পোল পরিমিত।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 20th May 1884.

No. 214.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government for a public purpose, viz. for constructing a road from Manshai to Bucktearpur, in the villages Munsee, Kootea, Saidpur, Bulhia, Konakoh, Badla, Dhanna, Basititol, Koopera, Malta, Salkooa, Mobarakpur, Goorga Ganspora, and Bucktearpur, in the district of Monghyr, it is hereby declared that for the above purpose land on the north of the Ganges, measuring, more or less, 342 local bigahs or 646½ standard bigahs, is required in the above-mentioned villages.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern, and is issued in supersession of that, dated the 17th December 1883, which was published at page 1295 of the *Calcutta Gazette* of the 19th idem.

G. F. E. S. NEILL, *Major, M.S.C.,*
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

স্থানীয় বস্ত্রাদি বিবরণ ।

১৮৮৪ সাল ২০ মে ।

২১৪ নম্বর ।—বিজ্ঞাপন ।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মুন্সের জিনার অন্তর্গত মুনশী, কুটিয়া, সৈদপুর, বলহিরা, কোলাকোহ, বাদলা, ধরা, বসিঙিতোল, কুপেরা, মালতা, মালকুয়া, মবারকপুর, গুরগা, গাঁঙ্গোয়া ও বস্ত্রয়ারপুর গ্রামে মামশাই অবধি কুটিয়ারপুর পর্যন্ত পথ করিবার জন্যে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যিক, বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল । পূর্বেকার কার্যের নিমিত্তে গঙ্গানদীর উত্তরদিকে উক্ত সকল গ্রামে স্থানীয় মাটির ন্যূনতম ৩৪১/১ বিঘা অর্থাৎ কতিপয়ে ৬৪৬।০ বিঘা ভূমির প্রয়োজন ।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল, এবং ১৮৮৩ সালের ২৫ ডিসেম্বরের রাজস্ব গবর্ণমেন্টে গেজেটের ১২১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ৩৭ নম্বরের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এম এস, সি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী ।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, MAY 27, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

PART VIII.
ADVERTISEMENT.

অকম বস্তু।
ইশ্টিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই জেলাতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

৮০ ডোনার সেরের হিসাবে

নং ।	জিলা ।																		
		নং ।			বর ।			ডাল চাউল ।			সামান্য চাউল ।			বহু ও বাজরা			চোস ও কোয়ার ।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন

বঙ্গদেশ । পশ্চিমদিকস্থ জিলা ।

নং	জিলা	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১	বর্ডমান ...	১৮	১৮	১৮	১১৭	১২	১১০	১৩৬	১৩১	১২	১৮	১৮	১১৮
২	বীরভূম ...	১৬	১৭	১৮	১৮	১২	১২	১৫	১৫	১২	১৭	১৭	১১৮
৩	বীরভূম ...	১৭	১৬	১৫	১৮	১৩	১৬	১৫	১৬	১১০
৪	মেদিনীপুর	১২	১৭	...	১৬	১৬	...	১৮	১৮	...	১৮	১১৮
৫	হুগলী ...	১৭	১৭	১৫	১৮	১৮	১০	১৮	১৮	১৮
৬	হাবড়া ...	১৮	১৮	১৮	১২	১২	১৮	১৩	১৮	১১০

মধ্যস্থলের জিলা ।

নং	জিলা	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৭	কলিকাতা ...	১৬	১৬	১৮	১৭	১২	১৭	১৮	১৮	১০	১৩	১৩	১৭	১৫	১৮	১৮	১৭	১২	...
৮	২৪ পরগণা ...	১৮	১৮	১৩	১৭	১১০	১৭	১৮	১৮	১৮	১৬	১৭	১৩
৯	মদীরা ...	১৬	১৬	১৮	১১০	১২	১২	১২	১২	১৮	১৩	১৩	১৭
১০	খুলনা	১৮	১৮	১৬	১৬	১৬	১৫
১১	বশোঁহর ...	১৮	১৬	১১০	১৩	১৩	১৬	১৬	১৬	১২
১২	মুরশিদাবাদ ...	১২	১২	১৭	১৫	১৫	১৬	১৮	১৩	১২
১৩	দিঘাজপুর ...	১৬	১১০	১২	১৩	১৩	১৩	১৫	১৫	১৮	১৬	১৭	১১
১৪	রাজশাহী ...	১২	১২	১৭	১২	১২	১৭	১৩	১৩	১৬	১৩	১২	১৭
১৫	বঙ্গপুর ...	১৬	১৬	১৩	১০	১০	১৩	১৩	১৩	১৬
১৬	বগুড়া ...	১৬	১২	১৩	১২	১২	১৩	১৫	১৫	১৭
১৭	পাবনা ...	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৫	১৫	১৭
১৮	দার্জিলিং	১৮	১০	১১	১৮	১৫	১৮	১৮	১০	১০	১০
১৯	জলপাইগুড়ি ...	১০	১০	১০	১১০	১১০	১১০	১৩	১৩	১৬	১৮	১৬	১১০

ক। বহুকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় এই—কালনা ১৪ সের, কাঁটওয়ার ১৩ সের এবং রানীগঞ্জে ১২৫০ সের।

খ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের অবধি ১৬ সের পর্য্যন্ত।

গ। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের অবধি ১৩/ সের পর্য্যন্ত।

ঘ। বহুকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় এই—জিরাপুরে ১৩ সের, জাহানাবাদে ১৩ সের।

য। —বারাসত ও বশৌহাটে ১৩ সের, ও কল্যাণীতে ১১ সের।

৬। —বেহেরপুরে ১১ সের, চুয়াডাঙ্গায় ১৩ সের, এবং রানীগঞ্জে ১২৫০ সের।

অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

ইহার বড পাওরা বার ।						৪০ সেরের মণের (থেকে বিক্রয়ের মর)
রাণী বা বাড়ওয়া ও চৌরা ।	জমেরা ।	ছোলা ।	জামাতি কাট ।	সবন	সবন ।	
এই সপ্তাহের রিটন						কিনা ।
ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন						
এই সপ্তাহের রিটন						
ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন						
এই সপ্তাহের রিটন						
ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন						
এই সপ্তাহের রিটন						
ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন						
এই সপ্তাহের রিটন						
ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন						
এই সপ্তাহের রিটন						
ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটন						

বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ জিলা।																		
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	১২	১২	১২	৩	৩	৩	৩	৩	১২	২৫৮	২৫৮	৩/০	বর্জিয়া।
...	১৭৮	১১৮	৮৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	১২	১২	১২	৩০	৩০	৩০	বাঁকুড়া।
...	১২	১৬	১৬	৮	৮	৮	১২	১২	১৬	৩৬	৩৬	৩০	বীরভূম।
...	১৬	১৭	...	৩৫	৩৫	...	১২	১৩	...	২৫০	২৫০	মেদিনীপুর।
...	৮	৮	১২	৩	৩	৩	১৩	১৩	১৩	২৫০	২৫০	২৫০	হুগলী।
...	৮	১০	১২	২	২	২	১৩	১৩	১৩	৩২	৩২	৩২	হাওড়া।

মধ্যস্থলের জিলা।																			
...	১৪১১	১৮/১৮	১৮/১৮	১৮/১৮	২১/০	২১/০	২১/০	১৩	১৩	১৪	২৫০	২৫০	২৫০	কলিকাতা।	
...	১১০	১৭/১১	১৭/১১	১৭/১১	২১/০	২১/০	২১/০	১২/১৫	১২/১৫	১৩/১৫	৩৭	৩৭	২৫০/০	২৪-পল্লবগা।	
...	১১১/১১	১১১/১১	১১০	১১-১১	১১-১১	১১১/১১	...	৩৭	৩৬	মদীয়।	
...	১৫	১৫	১৫	৫/০	...	৪১/০	১০/১১	১০/১১	১১	৩১০	৩১০	৩৬০	খুলনা।	
...	১১৫/১১	১১৫/১১	১১০	৩/০	৩/০	৩/০	১০/১১	১০/১১	১০/১১	৩৬০	৩৬০	৩১০	বশোহর।	
...	১১৩/১০	১১৩/১০	১১৭	৩/০	৩/০	৩/০	১০/১১	১১/১১	১২/১১	৩১০	৩১০	৩৬০	মুরশিদাবাদ।	
...	১৫	১১০	১০১/১১	৩১/০	৩১/০	৪/০	১১	১১	১০১/১১	৩১০	৩১০	৩১০	দিঘাজপুর।	
...	১১৩	১১৫	১১১	৬/০	৬/০	৬/০	১২	১২	১১০	৩৬৬	৩৬৬	৩১৩	রাজশাহী।	
...	১৩১/১১	১৩১/১১	১৬	২৫০	২৫০	২৫০	১৫/১১	১৫/১১	১৫/১১	৩১/০	৩১/০	৩১/০	রঙ্গপুর।	
...	১১২/১১	১১২/১১	১৬/১১	২১০	২১০	১১১/১১	১১/১১	১২	১২	১২৫০	৩১০	৩১/১৪	৩১/৮	বগুড়া।
...	১১৪	১১৪	১৮	৫/০	৫/০	৫/০	১২/১১	১২/১১	১১/১১	৩৬	৩৬	৩১	পাবনা।	
১২	১২	১০	১২	১১	১৮	১০	১০	১২	৩/০	৩/৮	৩/৮	১৮	১৮	১৮	৪১০	৪১০	৪১০	দার্জিলিং।	
...	১১	১৬	১৪	৩/৮	৩/৮	৩/৮	১২	১২	১১	৩১০	৩১০	৩১০	জলপাইগুড়ি।	

৮। মহাকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—মাতকৌরায় ও বাগৌরহাটে ১১ সের।

হ। ঙ ঞ ।—ঝিনিদকে ১২ সের বনগাঁয়ে ১৩ সের মাগুরা ও নড়াইলে ১২ সের।

ক। ঙ চ ১-লালবাগে ১১ মের, জড়িপুরে ১০। মের ও কান্দিতে ১২ মের ।

କ। ଓ ଓ ।—ନାଟୋୟ ଓ ନୋର୍ମା । ୨ ମେଡ଼ ।

১—বিলকামারিতে ১২ সেত, কুড়িগ্রামে ১৩ সেত ও গাইবান্ধায় ১৪ সেত।

ট। শেরাজগল্লে লবণের খুজরা দর টাকা ১২৫ সের।

৬। মকুনাং নবণের খুজরা দর টাকার এইর কশিয়াক্সে ৮ দেব এবং শিলীও ডিতে ১১ দেব ।

ড। কালাকোটীর, লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ মের।

নং।	জিলা।	৮০ তোলাব সেরের হিসাবে																	
		নং।		ঘর।		তালি চাউল		সামান্য চাউল।		কচু ও বাজরা।		তোলাব ও মোয়ার।							
		এই সজ্জাঘরের রিউন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের রিউন	গভ বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিউন	এই সজ্জাঘরের রিউন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের রিউন	গভ বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিউন	এই সজ্জাঘরের রিউন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের রিউন	গভ বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিউন	এই সজ্জাঘরের রিউন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের রিউন	গভ বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিউন	এই সজ্জাঘরের রিউন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের রিউন	গভ বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিউন	এই সজ্জাঘরের রিউন	ইহার পূর্ক সজ্জাঘরের রিউন	গভ বৎসরের এই সজ্জাঘরের রিউন

পূর্বদিকস্থ জিলা।

নং।	জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮	ঢাকা ...	১৭	১৭	১৮	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১৯	করীমপুর ...	১০	১১	১১	১৫	১৫	১৫	১২	১০	১০	১৫	১৫	১৫	১২	১২	১১	১১	১১	১১
২০	বাকরগঞ্জ	১৫	১৫	১২	১৮	১৮	১৩
২১	ময়মনসিংহ ...	১০	১০	১০	১২	১০	১০	১৮	১৮	১০
২২	চট্টগ্রাম ...	১২	১২	১২	১২	১২	১০	১৬	১৬	১৬	১২
২৩	মুন্সীগঞ্জ	১৬	১৬	১০	১৮	১৮	১৬
২৪	ত্রিপুরা ...	১৮	১৮	১০	১০	১০	১০	১৮	১৮	১০
২৫	চট্টগ্রামের পূর্ব- দিকস্থ জিলা	১২	১০	১০	১৮	১৮	১০

বেহার।

নং।	জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৬	পটুয়াখালী ...	১০	১২	১১	১০	১১	১২	১২	১২	১২	১০	১০	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
২৭	মুন্সীগঞ্জ ...	১৬	১৭	১৮	১১	১১	১৫	১০	১০	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
২৮	সামান্য ...	৮	১২	১৭	১০	১১	১৫	১০	১০	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
২৯	দারিডা ...	১৫	১৬	১৬	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৩০	ময়মনসিংহ ...	১৭	১৬	১৮	১০	১০	১০	১০	১০	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৩১	সারন ...	১৭	১৭	১৭	১২	১২	১৮	১৮	১৮	১০	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৩২	গোপালপুর ...	১৬	১৬	১৮	১২	১৫	১৮	১০	১০	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৩৩	মুন্সীগঞ্জ ...	১০	১২	১২	১২	১২	১২	১০	১০	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৩৪	ভাগলপুর ...	১৭	১৮	১৮	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২

ট। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ—মাণিকগঞ্জে ১২ সের, মারিগঞ্জে ১৩ সের ও মুন্সীগঞ্জে ১০।১৮ সের।

ন। ... —গোয়ালন্দ এবং মাদারীপুরে ১২ সের।

ত। ... —পটুয়াখালীতে ১০।১৮ সের, পিরোজপুরে ১০ সের ও ভোলায় ১০ সের।

থ। ... —কিশোরগঞ্জে ১০।১৮ সের, আটরাই ১২ সের, মেজকোণায় ১২।৮ সের ও আমালপুরে ১১ সের,

ধ। কলকাতায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের।

ন। মফঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১৯ সের অবধি ১০৬ সের পর্যন্ত।

প। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এইহ—ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১২ সের, ও চাঁদপুরে ১২।১০ সের।

ଟାକାୟ ସତ ନାହିଁ। ଯାଅ ।

৪০ সেতের মণের
গোকে বিক্রয়ের দর।

[illegible]

शुद्धमिच्छा जिह्वा ।

সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	সেব	টাকা	টাকা	টাকা	
...	৮	৮	১৪	২০	২০	২	২১	২১	২	৩৬০	৩৬০	৩৬০	টাকা।	
...	৯	১৭	১৬	৩৭	৩৭	৩৭	১২	১২	১২	৩৬০	৩৬০	১৭০	ফরিদপুর	
...	১৭	১৭	৮	৩৭	৩৭	৩৭	১৩	১৩	১৩	২১৬০	২১৬০	২১৬০	বাংলাগঞ্জ।	
...	১৩	২১	১৬	১৩	১৩	১২	৩৭	৩৬০	...	ময়মনসিংহ।	
...	১২	১২	১৩	৩৭	...	২১	১০	১০	১২	৩৬০	৪২	৪২	চুয়াখা।	
...	১২	১২	১৩	১০	১০	১০	৩৬০	৩৬০	৩৬০	মওয়াখালী।	
...	১৬	২১	১৩	১৫	২১	১৩	৩১০	৩৬০	৩৬০	বিপুল।	
...	৮৭	৮৭	৮৭	৮৮	৮৮	৮৮	৪১০	৪১০	...	{ চুয়াখা নরতীর এদেশ।	
...	১৪	১৪	১২	১৫	১৫	১৫	৩৬০	৩৬০	৩৬০	বিপুলগঞ্জ।	

বেহার ।

[illegible]

ক। মহাকুমায়ে নবনের খুজরা দর চাকায় এই২।—অবজাবাদে ১১৭ সের, ও নবদহে ১০ সের।

ব। ঐ ঐ ।—গীতামাটিতে ১০ সের এবং হাজিপুরে ১১ ১/২০ সের ।

ভ। সেওয়ান মহকুমার লবণের খুদ্রা দর টাকায়। ১।। পের।

৩। মকঃস্থলে লবনের খুজরা দর টাকায় ১১ সের অবধি ১২।১ সের পর্য্যন্ত।

ব। মহকুমার লবণের খজরী দশ টাকায় এই—বেগুনরাইরে ১১ সের ও জয়ুইয়ে ১২ সের।

ব১। ঐ ঐ ১—বাঁকা ১২ সের, মধুবুন্ডিতে ১০ সের ও সুপোলে ১১ সের।

৮০ তোলায় সেরের হিসাবে

নং	জিলা।	গব।			বর।			ভাল চাউল			নাখাখ চাউল			কচু ও বাজরা।			চোলম ও জোরায়।		
		এই সজায়েছের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজায়েছের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজায়েছের রিটর্ন	এই সজায়েছের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজায়েছের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজায়েছের রিটর্ন	এই সজায়েছের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজায়েছের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজায়েছের রিটর্ন	এই সজায়েছের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজায়েছের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজায়েছের রিটর্ন	এই সজায়েছের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজায়েছের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজায়েছের রিটর্ন	এই সজায়েছের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সজায়েছের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সজায়েছের রিটর্ন

বেহার।

নং	পরিমাণ	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৩৫	পুরণিয়া ..	১৬	১৬	১৭	১৩	১৩	১৬	১৪	১৪	১৭
৩৬	বাসদহ	১১১	১১০	১৮	১১১	১১১	১৫	১৪	১৪	১৭
৩৭	সাঁওতাল পর- গমা।	১৫.১	১৬	১৬	১২.১	১৩	১৬	১৫	১৬	১১২

উড়িষ্যা।

নং	কটক	১৪।৩	১২।৩	১৭।	১৩।	১৩।	১৪।৩	১৮।৩	১২।৩	১৩।৩
৩৮	পুর্নী*
৪০	বালেশ্বর ...	১৬	১৮	১৪	১১	১১	...	১৬	১৬	১৬	১১১	১১১	১২২

চোট নাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্টী।

নং	কাজারবাগ ..	১৪	১৪	১৬.১	১৬	১৫	...	১২	১০	১০	১৪	১৪	১৭
৪১	সোণা ডগা .	১৫	১৬	১৭	১৮	১০	১৪	১৪	১০	১৮	১৮	১৪	১৪
৪৩	সিংহভূম ...	১৮	১৮	১১	১৪	১৪	১২	১০	১০	১২	১৪	১৪	১৬
৪৪	বাগভূম .	১৩	১৪.১	১৪	...	১৪	১০	১৪	১৬	১৮	১২	১০.১	১১৭

* রিটার্ন পাওয়া যায় নাই।

† মফঃগলে সামান্য, ০. উলের খুজরা দর টাকায় ১১৩।৩ সের অবধি ১২৬ সের পর্যন্ত।

৪২। মহকুমায় লবনের খুজরা দর টাকায় এইর।—কুশগঞ্জে ১০ সের, ওয়াররিয়া মহকুমায় অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ১১ সের।

৪৩। এ ঐ —বেগুয়ারে ১০ সের এবং গদায় ১২ সের

কলিকাতা

১৮৮৪ সাল, ১৯ মে।

টাকার বড় পাওয়া যায়।						৪০ সেরের মণের থোকে বিক্রয়ের মূল্য।
রাগী বা মাঁকুওর ও চৌবা।	জমেরা।	ছোসি।	কালাসিকাত।	সবন।	সবন।	
এই সপ্তাহের রিটর্ন						
ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন						
এই সপ্তাহের রিটর্ন						
ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন						
এই সপ্তাহের রিটর্ন						
ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন						
এই সপ্তাহের রিটর্ন						
ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন						
এই সপ্তাহের রিটর্ন						
ইহার পূর্ব সপ্তাহের রিটর্ন						
গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন						

বেশীদ ।

সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	সেহ	টাকা	টাকা	টাকা	পুরনিয়া।
...	১০	৮	১০	৪/	৪/	৪/	১০।	১০।	১০	৩।৯০	৩।৯০	৩।৯০	হালিদহ।
...	১০	১৪	১২।	৪/	৪/	৪/	১১	১১	১০	৩।১০	৩।১০	৩।৯০	সাঁওতাল পড়াবা।
...	১২	১২	১০	৮।	৮	১১	৪/	৪/	৪/	১২।	১০	১১	৩৬০	৩৬০	৩।৯০	

উদ্ভিষা ।

৫৮	১০১	১১৫	১২১	১৩১০	১১৫	২১	২১	২১	১৪	১৪	১৪	২৮০	২৮০	২৮০	বটক।
...	পুরী *
...	১৩	১৩	১৪	৩০	৩০	৩০	১৮	১০১	১০১	৪১০	৩১০	৩০	বাসেন্দর।

ছোট বাগপুর।
সকল-পশ্চিমবঙ্গের এজেন্ট।

সঙ্গিত-পাঠ্যমাধ্যমেই এজেন্ট।

১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

খ৪। তড়ক মহকুমার লবণের খুজরা সর টাকায় ১৮ সের।

য৫। চাঁদা ও খরক দিহা হইকুনায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ মের।

১১। তাঁহার লবণের খুজরা ৭৪ এই—রখুনাথপুরে ১২ সের বরবাক্সার ও গোবিন্দপুরে ১১ সের।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,

বজ্রদেবের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী ।

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের পূর্ক

ক্রমিক সংখ্যা	বঙ্গদেশ।	৪০ সেরের														
		গম			মস।			ডাল চাউল			সামান্য চাউল।			কয় ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন
১	কলিকাতা ...	২১০	২১০	২৫০	২১০	২১	২১০	৪১০	৪১০	৩৫০	৩১	৩১	২১০	২১০	২৫০	২৫
২	শেরাজগঞ্জ ...	১১০	২০০	২১	৪১০	৪১০	৪১	২১০	২১০	২১০
৩	ঢাকা ...	২১০	২১০	২৫০	২১০	২১০	২১	৩৫০	৩৫০	২১০	২১০	২৫০	২৫
৪	বারিগঞ্জ	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১
৫	চট্টগ্রাম ...	৩০০	৩০	৩১	৩১	৩৫০	২৫০	২১০	২১০	২৫০
৬	পাটখা ...	১৫০৬	১১৫০	২৫০	১১৫	১১০	১৫০	৩১	৩১	২১০	২৫০	২১০	২১
৭	বালেশ্বর ..	২১০	২১	২৫০	৩৫	৩৫০	...	২৫	২৫	২১০	১৫০	১৫০	১১০
৮	পুরী
৯	কটক .	২১০	১৫০	২০০	৩১	৩১	২১০	২১	১৫০	১১০

সারণি পাঠ্য যাই নাই।

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার হয়।

যশোর নদ।

চৌলস ও জোরির।			রাণী বা বাড়ুর। ও চৌল।			জমের।			ছোলা।			জ্বালানি কাঠ।			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	
টাক।	নং।	টাক।	টাক।	নং।	টাক।	টাক।	টাক।	টাক।	টাক।	টাক।	টাক।	টাক।	টাক।	টাক।	টাক।	টাক।	টাক।	
২০	২৭	২৬০	২৬০	২৬০	১/৬	১/৬	১/৬	২৫০	২৫০	২৫০	কলিকাতা।
...	২০	২৬০	২৬০	৩৬	৩৬৬	৩৬৬	শেরাজগঞ্জ।
...	২৬০	২৬০	২৫০	১/৬	১/৬	১/৬	৩৬০	৩৬০	৩৬০	চাঁকা।
...	২০	২০	২১০	১/৬	১/৬	১/৬	৩৭	৩৭	২৫৬০	বারাহগঞ্জ।
...	৩৭	৩৬০	৩৭	১০	৩৫০	৪৭	৪৭	চট্টগ্রাম।
...	১১/৬	১৬৯	১৬০	১৮/০	১১০	১১/০	১/০	১/০	১/০	৩৭	২৫৬০	৩৭	নাটক।
...	২৫০	২৫০	২৫০	১/০	১০	১/৮	৪১০	৩১০	৩১০	বালেশ্বর।
...	পুরী।
...	২১/০	৩১৬০	১১১০	১১৬	১১১	১১১০	১১০	১১০	১১০	২৫০	২৫০	২৫০	কটক।

সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারায় জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইন ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৪ ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ও আষাঢ় রোজ সোমবার জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওয়াবাদ।

নম্বর সার্কেল	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩১ ২৫৭৮	খানেন ফটীকছুরি। মোজা কাঞ্চননগর তালুক রপু দেবী।।	নিং অখিল চন্দ্র রায় গং।	৮৯০৬৮	১৪৮।।৬	৩৩৪	৪৯।।০	৩৮৩।।০	সম্পূর্ণ তালুকা নিলাম হ- ইনে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,

The 3rd May 1884.

C. A. SAMUELS,

Offg. Collector.

নিলামের নোটিস।

এস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জেলা ২৪ পরগনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা সন ১২৯১ সাল ১৪ আষাঢ় শুক্রবার এই জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজরে নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাঞ্চনবাড়িয়া ওগররহ লিখিত মালিক

দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী ওগররহ সদর জমা

... ২৮৩৩ ১/২ টাকা মধো

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮/৫৫ ২ দস্তি ৮৪×১= আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী ওগররহ নামে ৮/১৪৫৭ দস্তি ১১/১৫৫৮/১৮৮- আনার কাত সদর জমা ২৪৩১৫.০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়ার নিলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনলুগলি ওগররহ লিখিত

মালিক কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা

... ২১১৯৬৮/৪ টাকা মধো

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮/৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে কৈবল্যনাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১/১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯।।৮ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১১/২।। টাকা বাকী হওয়ার নিলামে ধরা গেল

[Government Gazette, 27th May 1884.]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেওতা ওগয়রহ লিখিত মালিক
কৈবলানাথ বিদ্যাস ওগয়রহ সদর জমা

... ৩৬৩৭ ১১/৯ টাকা মধ্য

সন ১৮৫৯ সালের ১১ ইন্ডের ১০ ধারামতে ১১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমা-
লিতে কৈবলানাথ বিদ্যাস ওগয়রহ নামে ১১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৭১০ ১১ টাকা তাহার
সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে
৭৫৬১৮৪ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরফ যদুবাণী ওগয়রহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ সদর জমা যার পুলিশ থানাদারি ... ৮৭১৫৩ টাকা মধ্য

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আটনের ১০ ধারামতে ১/৬ ১১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ নামে ১১০১৩১ - আনার কাত সদর জমা যার পুলিশ
থানাদারি ৫৮১১ ১০ টাকা তাহার সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় বাদে ২২ ১০১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪৪.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আটনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইণ্ডা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কাপেটের সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন
অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে প্রকাশ্য
নিলামে নিবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল।

তফসীল।

ভৌজির নং।	খাস রেজিষ্টার নং।	এ রেজিষ্টার নং।	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং আনুয়ারি ১৮৮৪।	টেকফিয়ত।
১২৩৩	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জো- য়ার পং বরদাখাত হিং ১১০১৩১—ক্রান্ত	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেশ- চন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাকান্ত সেন রজ- নীকান্ত সেন। জীমতী উমাকান্তা জ. মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। জীমতী উমাকান্তা গুণী জ. মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারডা পং বরদাখাত থানে থোলা।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২০৯৩ টাকা ধার্য হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১২৩৩	৭০	১৮৯	ভিলিঠা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ১১০১৩১— ক্রান্ত।	গীর্জাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং জীতাইল, রামকির রায় সাং চান্দ্রাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাশীচন্দ্র দে সাং তথা জীমতী জীমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, অগবন্ধু দাস সাং তথা বজ্রচন্দ্র দাস সাং তথা দ্বারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৫০	২০৬/১০	

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

[গবর্ণমেন্টে নোটেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারি কালেক্টরি জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আশ্বিনের ৬ খারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের দ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাতীনা ১২৯১ সালের ৬ আশ্বিন হুগলিবিহার দিবসে হুগলির কালেক্টরি কাছারিতে প্রকাশ্যে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

সন - মহাল	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাকীদার বালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকসিরৎ।
৯	প্রথম জাগী ইন্ডিয়ান বন্দ- বস্তী মহাল। মৌলভপুর পর- গণা।	টেনসন ফজলে রহমান ওরফে আলী- রাখা দিগর। বাদ গজাধর কর মোজা সিতলা তে- সামিল পতী বাগান ডাঙ্গা ও মির- পাড়া রকম /১২। আনার সদর জমা বিঃ কুশুম্বারী দাসী ১৫১।০ বিয়া জরি জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী টেনসন ফজলে রহমান ওরফে আলী রাখা দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১১৩২৮২ ৪২৫০ ৫।০ ৪৮৫০		
১০	রাধাকান্তবাটী পরগণা।	কহিমদী মিজী দিগর ... বাদ হাজি আছালদী মিজী ৫০৫।১ বিয়া জরি জমা ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী কহিমদী মিজী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬২৪।১১ ২৪৫০ ৫৯৯৫/১১	১২২।৫১ ৪৬।০	এই বাকীর জমা এই অংশ নি- লাস হইবে। এই বাকীর জমা এই অংশ নিলাস হইবে।
১১	বসন্তপুর পর- গণা।	মেথ হাকিমদীম আছাম দিগর সদর জমা। এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নালালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ১।/০ আনাকে বোল আনা করিয়া তাহার রকম ৬৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১১০৮৫ ২৪৯৪।/৬	৪২৯।/৬	এই বাকীর জমা এই অংশ নিলাস হইবেক।
১২	মণ্ডলবাট পর- গণা।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নালালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ১১১৪ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	২২৩৯৮৫/ ৮। ৩৫৮০২/২	১২২৬৩৫২	এই বাকীর জমা এই অংশ নি- লাস হইবেক।
১৩	মৌখালি পর- গণা।	মনোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনকার ইটেটে গিরিজামাধ বাস চৌধুরী দিগর রকম /১২ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১০১৪৮৮ ১০১৪৫০	৫০	এই বাকীর জমা এই অংশ নি- লাস হইবেক।

সদর জমার নং	মহাল ও পর- গনার নাম।	বাণীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ডাইম।	বাণী পরিমাণ।	টেকিয়া।
৫৫	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। চাপাহাতি পং	গড়নাথ ধল্যা দিগর ...	৫৮১০/২	৩৫১০	
৫৬	পাণ্ডুয়া। এ এ	গড়নাথ ধল্যা দিগর ...	৬০৬১/২	৩১৩১১/৩	
৫৯	মাখালডিহি পং পাণ্ডুয়া	টৈয়দ আবল মজফর দিগর ... বাদ অভয়াচরণ নন্দী রুম ১২৪৬ আনার সদর জমা এঃ উপজ্ঞানারায়ণ নন্দী দিগর রুম ১২৪৬ আনার জমা বিঃ	৭২২৫/১ ২১৪/০ ২১৪/০ ৪২৮০		
৬২	এ রায়চাঁদাল পং মণ্ডলঘাট।	কানাইলাল শীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাবলকের তরফ শরৎকুমারী দাসী রুম ৮৫ আনার সদর জমা এঃ	১২৩৭৪৫২। ২৭২৫১।/০	৩০৪ ৯৩৯/০	এই বাণীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক। এই বাণীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৬৭	এ গুড়বাড়ি পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র মোষ গুড়বাড়ি ও হরিরামপুর ২ মোজায় মোলআনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৬১৫৫৬ ৬৯২০৯	৪৭৯৯৯	এই বাণীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৭৯	এ সেরপুর পং বালিয়া।	মেথ কান্দেবকস দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাগালের তরফ শরৎকুমারী দাসী রুম ১১/ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০৩৯১১/৯ ৫৮৪৫৫৬।	২০১৩১১/৯	এই বাণীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১১০	এ খালড় পং খালড়।	রাণী লালনমণি দিগর ... বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র- বালা দাসী রুম ৬০ আনার সদর জমা উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রুম ১০ আনার সদর জমা রাজা প্রথমনাথ রায় বাহাদুর রুম ৮০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাণী রাণী লালনমণি রুম ১০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০৩৯০১।৬ ৭৭৯৩ ৬৪৯১৬ ১২৯৮৫/১ ৯৭৪১০ ৬৪৯১৬	১৭১১১/৬	এই বাণীর জমা এই অংশ নি- লাম হইবেক।

সহকারী নং	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ভাইন।	বাকীর পরিমাণ।	বৈধিগত।
১১১	প্রথম প্রোগী ই- সুয়ারি বন্দ- বস্তী মহল। রাজহাট পং খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর ... বাদ আনন্দময়ী দেবী একজিকিউটর ইউকট বন্দাবনজ রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত নশির পুর ও বৈদ্যবাজী ও অভিরামবাজী তিন মৌজার রকম ১/১০ আনার মধ্যে ১/০ আনা সদর জমা। প্রসাদদাস গোস্বামি রকম ১/১১ = আনার জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় না।	৭২৬৮৩ ২২৬৫০ ৮২৬০ ১৫১১০ ৪৬০১/০ ২৬৫১১/১০	৩১০/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১১২	মল্লিকহাটী পং বোর।	প্রসাদ দাস গোস্বামি দিগর ... বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামি দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী প্রসাদদাস গোস্বামি দিগর রকম ৫০ আনা জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় না।	২২৬৮৩ ৭৪২৮ ২২২৬৮ ১৬৯১/৮	১৬৯১/৮	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১১৩	চাঁতরাবাদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ... বাদ রামাশ্রমদেবী দেবী রকম ১/১০ আনার সদর জমা। নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১/১১ আনার সদর জমা। দিননথ চৌধুরী রকম ১/২১/১০ আ- নার সদর জমা। অক্ষয়লাল মুখোপাধ্যায় রকম ১/৮১ আনার সদর জমা। কালীকানন্দ পাল দিগর রকম ১/১৫ গণা সদর জমা। লালজী চৌধুরী, বাদে চাঁতরা বাসু- দেবপুর, দেলুড় ও মৌজার রকম ১/৪১/০ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় না।	৭৪০১/৫ ১৪৯১/০ ৬৬ ৫১৫৮ ৮৮১/০ ৩১১/০ ১১৭৫০ ৫১৫৮ ২২৫১/৫	৭৫/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নি- লাম হইবেক।
২০৩৪	মোদামি বন্দ- বস্ত। মুলতানপুর পং পাটমহল।	অমৃতলাল েন দিগর ... বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২২২৬০ ৪০৬১/৬ ৪১৬৪১		

সহকারী নম্বর।	মহাল ও পর্বগ- নার নাম	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর অমার তাইন।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ত।
২১৫৮	মোদামিবন্দবস্ত অনুর্কপুর চাক- রানপাং সিংহুর	বাকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ১১০ আনা সদর অমার ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মাণিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর। এদ কালাইলাল শীল রকম ১১/২ আনার অমার এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ১৪ আনা অমার বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৬৪১/৬ রোড নং ৪১২৪১ ৬৫৬১/৫ ৩৯৩৫/০ ১৩১/০ ৫২৫০	২১০	এই বাকীর অমার এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩১৩৩	প্রথম জোণী ডে- স্তমারি বন্দ- বস্তী মহাল। দুটিপুরের সা- মিল অমার। পুর পং দুটি- পুর।	বাকী মাণিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। যতনাথ ধোম দিগর ... এই মহালের মতো পূর্ণো দেব রায় ১০ আনা কে যোল আনা করিয়া তাঁহার রকম ১/৬১ = আনার সদর অমার এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১৩:১৫ ৭০৬১/৮ ৫৮৫০	৪০১০ ১৪৫০	এই বাকীর অমার এই অংশ নি- লাম হইবেক। এই বাকীর অমার এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩৬৩৭	জোঁ কুল পাং দুটিপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় দিগর ...	৫১০১/৭	৯২৫০/৩	
৩৬৪২	মামদপুর বাটেক পং দুটিপুর।	যতনাথ দে দিগর ... এই মহালের মতো অবিনাশচন্দ্র গাল রকম ১০ আনা অমার এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৫৫/১১ ১৫৪১/০	৩৯/৬	এই বাকীর অমার এই অংশ নি- লাম হইবেক।
৩৯৯৩	মোদামিবন্দবস্ত হাওড়া পং বোর।	বাণী লালনমনি দিগর ... এদ ব্রজনাথ জিনানি রকম ১/২ আনা সদর অমার। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২৬/৮ ২২৭/০		
৪০৮৬	প্রথম জোণী ডে- স্তমারি বন্দ- বস্তী মহাল। গোবিন্দপুর পং আছানাদ। মোদামিবন্দবস্ত	বাকী বাণী লালনমনি দিগর রকম ১০০ আনা সদর অমার। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মাণিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী।	৪৯৯০/৮ ১০৪০৭/৭	৬২১/৯ ৩৫২৬/৯	এই বাকীর অমার এই অংশ নি- লাম হইবেক।
১৭৯২	গুণিগাঁড়াচর পং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেনজার কানন- গিরজানাথ রায় গোপুরী দিগর। এই মহালের মতো রকম ১২ আনার মালিক দুর্গানারায়ণ সেন সদর অমার ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। রকম ১২ আনার মালিক অমৃতনাথ দেব সদর অমার। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭১৫৭ ৩০৬৭ ৭৬১/০	২৮ মাঠ কি- স্তুর দাকা ১০৪১/৩ ১২ আশুরারি কৌস্তুর ৮৯১/৬ ১৯৩৫/৯ ২৮ মাঠ কিস্তুর ২৬/৯ ১২ আশুরারির ২২/৬ ৮১/৩	এই অংশ ১৮৮৪। ২৮ মাঠ নিলাম হওয়ার খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া মন- শিতে টাকা না দেওয়ার ও বায়- নার টাকা অদ- করা গিয়াছে ও অ- না এ অংশ খরি- দারের দায়িত্বে ও কিস্তিতে এই অংশ পুরায় নিলাম হইবেক।

জেলা মুরশিদাবাদ।

ইজারার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাফাল সন ১২৯০ সালের লংকিত্তী ফালগুনর বাকী রাজস্ব আদার জন্য সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার জেলা মুরশিদাবাদের কালেকটরী কাছদ্বিধে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সান তারিখ ১৭ অগ্রিল।

ক্রমিক নং।	মাফালের প্রকার।	ভৌমিক নং।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ভানুকদার।	সদর জমা।	টাকিরক।
১	প্রথম ভৌমিক মাফাল	৪৪	তরফ কালুয়া পাহাড়- বক পুর।	কৃষ্ণকির রায় কলীকান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভা- বতী দাস। মাতা আলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় মাদালগ।	৩২৯৪।০৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসী ও কলীকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাটে কৃষ্ণকির রায় ও গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১০ আনার কাক সদর জমা ১৬৪৭।৪ টাকি নিলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৬।০ টাকি।
২	ঐ	৪৪	তরফ কালুয়া পাহাড় বক পুর।	ঐ	৩২৯৪।০৭	এই মহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা ও কৃষ্ণকির রায় গোপীকান্ত রায়ের একমালী অংশ ১০ আনা বাটে কলীকান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনার কাক সদর জমা ১৬৪৭।৪ টাকি নিলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৬।০ টাকি।
৩	ঐ	৬৭	ভদ্রাগোপালপুর পাহাড় পানালী।	রায় মেতাবতী দাসীর দাহাদুর	১১৪২।১০	রাজস্বর বাকী ৪৬০৬।১১ টাকার জন্য মুরশিদাবাদ নিলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২৩	কিম্বত মোজাপাড়া- ডুইশ পরগমে বাকী- বক সিংহ।	হিরামাল চৌধুরী বামদাস চৌধুরী অধিনীকৃত মুন্সী বটুকনাথ মুন্সী দাদাধন গোম্বাশী।	৭২৯৭।১১	সরকারি বাকী রাজস্ব ৪৫/১০ টাকার জন্য মুরশিদাবাদ নিলাম হইবেক।

[illegible]

শ্রেণীর নম্বর।	মহালয়ের প্রকার।	জমির নম্বর।	নাম স্বত্ব ও পরিগণনা।	নাম ভাণ্ডারকার।	সদস্য জমা।	বৈশিষ্ট্য।
১	প্রথম শ্রেণীর : হাল	৪৩৬	কিসমত পরগণা-নাংড়া- জাতিপুত্র পাং সাইজাপুত্র।	বিপিনবিহারি নন্দিনবিহারি কৃষ্ণকিশোর মুনুললাল রামচন্দ্র ভগদাসচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনরঙ্গু ললিত- দৌহন বৈদ্যানাথ ওকদাস লক্ষ্মনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ কলদাপ্রসাদ গোপেশ্বর সেন মনমসখী দাসা কামরাকিহর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৫/৭	এই মহাল মধ্যে মনমসখী দাসার ও কামনা নিহর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ দ্বিগুণ গোপেশ্বর সেন দিগবের একমালী অংশ ১১/২২ গোপেশ্বর কান্ত সদর জমা ২০২৪/১০ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বর বাণী ৭২৬/১১।
২	ঐ	৪৩৭	কিসমত পরগণা-নামস- হালী পরগণা-নামস- খালী।	বীরচন্দ্র নন্দীরাবিন্দ্র চৌধুরি কামামসুল্লী দাসা সোদামসুল্লী দাসী কৃষ্ণমসুল্লী দাসী গঙ্গাধর চৌধুরী অনন্তমসুল্লী দাসী ব্রজমসুল্লী চৌধুরী।	১৬৭৭/২	এই মহাল মধ্যে গঙ্গাধর বীরচন্দ্র চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ দ্বিগুণ মুখোপাধ্যায় দাসার দিগবের এক- মালী অংশ ৫/১১/১০ কান্ত সদর জমা ৫৫২/১১ টাকা নিলাম হইবেক রাজস্বর বাণী ১১৩ আনা।
৩	ঐ	৪৩৮	ডিহি জাতিই পাং চন্দ্রমহিনী দাসা থাকরণী দাসা জলি দাসা বিজয়ধর গেরপুত্র।	মোহন প্রমথনাথ ঘোষ কার্তিকচন্দ্র ঘোষ গোপীমু- ন্দরী দাসা।	৩৪৫০/১/- ১১ পুলিস ২৬/১৮ ৩৪৭২/৭	এই মহাল মধ্যে থাকরণী দাসী দিগবের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা দ্বিগুণ চন্দ্রমহিনী দাসার এক- মালী অংশ ১১ আনার বাত সদর জমা ১৭২৬/১০ টাকা ও পুলিস ১০/৪ টাকা নিলাম হইবেক। বাণী ... ৫৭৪/০ পুলিস ... ৩/১০ ৫৭৭৮/১০
৪	ঐ	৪৩৯	কিং পাং ইজিলাদ পাং উজিলাদ	ইউলোদ নাথ রাই কলিকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য নন্দচন্দ্র ও দিগদাস পাং চৌধুরী গোলাপমণে দেবী জগজ্ঞান পার্থক একমালী দেবী গোবুলচন্দ্র ভট্টাচার্যী দ্বিগুণনাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রাই।	১১৮৩/৬	এই মহাল মধ্যে দ্বিগুণনাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০৫০ দ্বিগুণনাথ সদর জমা ৪৭৭/১০ টাকা নিলাম হইবেক বাণী ২৮৭ টাকা।

মাজ এঃ দিপুর পঃ
কুলদাউয়া।

১০৬:১১৮২

তরঙ্গিনী এরফে লুইসনিদসী পক্ষ মালেকুর কামিনী
সুন্দরীদাসী দৈন্যসনাথ সিংহরায় পরেশনাথ সিংহ
রায় স্বরূপলাল চৌধুরী চন্দ্রমোহন চৌধুরী মুক্তকেনী
চৌধুরানী রঘুনথ মুস্তফী পাভালদনী চৌধুরানী
চাকচক্স বসু উমেশচন্দ্র মিত্র হারাদনী চৌধুরানী
মাতা অলিচাশরপী ও সভাচরণ রায় চৌধুরী নাদা-
লগ পরেশনাথ চৌধুরী ক্ষিত্তিমোহন রায় চৌধুরী
কামিনীকুমারী চৌধুরানী মনমোহন চৌধুরী প্রেম-
লাল।

এই মাহাল মধ্যে হারাদনী চৌধুরানী অলিমাতা মাল-
রথী সভাচরণ রায় চৌধুরী পৃথক করিয়া লওয়া অংশ
১১ গোড়া বাটে চাকচক্স বসু দিগবের এজমালী অংশ
৫৮:৯ গোড়ারকাত সদর জমা ৯৯:৫৮/৫ টাকা নিলাম
হইবেক।
বাকী ... ১১০ পাই।

দ্বিতীয় (অ)র
মাহাল

৫৮৮

চরগোদা পঃ সমস-
খালী

৭৫৭/১

বন্দবস্তদার দেবেন্দ্রনাথরায় দাস নাথলাগ অলি
মাতা ত্রিপুরানন্দরী দেবী রানলাল রায় গীতানথ
রায় দামধররায়।

রাজস্বর বাকী : ৮৬১/১০ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল
নিলাম হইবেক।

প্রথম (অ)র মাহাল

২৭৪০

কিং তরফ হোসন-
পুর পঃ আসদ নগর

৬১৮৫/৯

কোনাথরায় স্বর্গিকনাথরায় ও দ্বিতীয় হোস...
রোহফণ্ড

১২৯০ সালের লাই অগ্রহায়ণ তলবের রাজস্বর বাকী
১২৯৮ টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।

এ

ভরফ কানই পাড়া
পঃ আসদ নগর

১৩৪৯/১

...
রামলাল ঘোষ

১২৯০ সালের লাই ফালগুণের রাজস্বর বাকী ৮১১৫/৬
টাকার জন্য সমুদয় মাহাল নিলাম হইবেক।

BERHAMPORE,
The 15th May 1884

J. C. VEASEY,
Offg. Collector.

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনা জেলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিংবদন্তি সরকারী বাকী রাখিয়া অন্য আদায় ২৩ জুন মোতাবেক ১৮৯১ সালের ১০ অর্থাৎ তারিখ সোমবার এই কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওদরে প্রকাশ্য বিনামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পর- গনার নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিংবদন্তি বাকী।
৬	পদগনে আগর- পাড়া বিলম্বত আম-পাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৩৬২/৬৩	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে সত্ত্বা হিসাবে ১ হি- স্যা জুরেক্সনাথ রায় চৌধুরী দিগর রবম দ/আনা।	১৩৫৬/৬২	৩১৩
২৮	পং হিলকি বিলম্বত কেড়গ ছি।	জমোহন রায় চৌধুরী দিগর।	৫৮৩/৮	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮৩/৮	১৭৩১/১০৬
২৯	পং খলিসগামি বৈলসকাছিনী বিং খলিসখালি	দেবী দিগর।	৮২৭৬/১১	৫ ...	৮২৭৬/১১	১৩০৬/১১
৩৪	পং হিলকি কংসেন্দ্রনাথ গঙ্গরপুর।	রায় চৌধুরী দিগর।	১২১১/৮	৫ হিস্যা আনন্দমোহন মোহন বকম ১১ গড়া।	১২৮/০	৩৪১/১১
৫৭	পং তালবপুর কিং তালবপুর।	গং বিলম্বত রায় দিগর।	৫৮২/৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪/১১	১১৩/৮
৭২	পং দাতিয়া কিং দাতিয়া।	চন্দ্র রায় দিগর ...	১৭৩২১/৬১	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৭৩২২/৬১	১২০৬/১১
১০৮	পং বুড়ুন কিং বাবুগিয়া।	গুণীচরণ লাহা দিগর ...	৫১১৫/১১	৩ হিস্যা খুলনা আগর- বকম আহমদ বকম ১১২ গড়া।	৫১১/১০	৩৬৫
১১১	পং বাজিতপুর লোকনাথ কিংবদন্তি দিগর।	ভক্ত চৌধুরী দিগর।	২২২১১/১১	২ হিস্যা লোকনাথ ভক্ত চৌধুরী বকম ৮৬৭ দাঁড়।	৫৮২/৮	১১/৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং বৈলসকাছিনী	খান চৌধুরী দিগর ...	৭১২১/১১	১১২১/১১ ...	৭১২১/১১	১১১/১১
১১৭	পং তালুকা কিং তালুকা।	আবদুল হাফিজ দিগর ...	১১১ ৩৬/৮	১ হিস্যা হেহেউল্লা চৌধুরী দিগর রবম ১১৮৬/১১/১১	৮৫৩/৮	২১৬. ৭/১
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারানুযায়ী সত্ত্বা হিসাবে ২১ হিস্যা বকম ৮১২তিগ কৈলস চন্দ্র সরকার দিগর	২০১৭	৭/৮
১৩২	পং বুড়ুন কিং ভাইড়িয়া।	গুণীচরণ লাহা দিগর ...	২০২২২/৩	২ হিস্যা বকম ১০ আনা।	১০১১১/১১	৩/৬
১৩২	পং মলই কি মলই।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২২১১/১১	২ হিস্যা মংসেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২২১/৩	৮৭৬৬/৩
১৫২	পং মংসেন্দ্রনাথ কিংবদন্তি	ভুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪২৬/৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার ১০ আনা।	১৩৭/৩৫	১১/০১১
১৬৬	পং সুরেন্দ্রনাথ কিং ১১৫ নং লট অ সুরেন্দ্রনাথ নগর।	জহিদা সরদার দিগর ...	১৮৮৮/১	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৮/১	১১০০/৩
১৯১	পং মলই কিং জগদীশ।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮২০/১০	৪ হিস্যা বাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর সাঁই সাতধরা।	৮২০/১	৩২০/১

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884.

F. H. BARROW,

Offg. Collector.

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

জেলা দিমাঙ্গপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সন্থাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা দিমাঙ্গপুরের মহাবত্তী বিমুলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং অসামান্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাখনের মার আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় বিধিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এই জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিধা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম জেনার ইন্তেজারি জমাধার্য হওয়া মহাল।

নম্বর ক্রমিক।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১৩০ নং	মৌজা চারখড়া গয়রহ পরগনায় গীলাহবাড়ী।	কাত্যায়নী দেবী। জয়কিশোর চৌধু- রী প্রভৃতি।	১৬৯৬৮৮	২২২৮৯	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	মৌজা কোলতপুর গয়রহ পরগনায় রাজপুর।	ভারকম্বা চৌধুরী, জয়ধরী চৌধু- রানী উদ্ভি পক্ষে মোহম্মদ চৌধু- রী প্রভৃতি।	৪৬৬০/১১	৪৮০/৮	এই মজার মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৭০ আনা অংশ যাহার ৫৮২/১০ আনা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা- নুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮৮০ আনা অংশ যাহার ৪০৭৭৮/১ পাই সদর জমা হয় এই এজমাণী অংশ বাকী পড়ার তাহাই নীলাম হইবেক।
২৩৮ নং	মৌজা গোবিন্দ- পুর গয়রহ পর- গনায় বোড়াবাড়ী।	দীক্ষাধর মজুমদার ও গোলাম কামাৎ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭৯৮/৮৩	২৫১৭	মৌজা কেন্দুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলাম কামাৎ মজুমদারের ৮ = ক্রান্তি অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারামত হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩৮/৫ পাই সদর জমা ধার্য আছে এই অংশ বাকী পড়ার নীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১/১	এ মত দীক্ষাধর মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকার ৮ = ক্রান্তি অংশের ৫১৩৮/৫ পাই জমা ধার্য আছে এই অংশ বাকী পড়ার নীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১/৩	এ মত কালীমুন্সুরী দেবার ৮ = ক্রান্তি অংশ পৃথক হিসাব হই- য়া ৫১৩৮/৫ পাই জমা ধার্য আছে এই অংশ বাকী পড়ার নীলাম হইবেক।
৩৭৬ নং	মৌজা দাউদপুর গয়রহ পরগনায় গীলাহবাড়ী।	চন্দ্রকান্ত সরকার রুদ্রকান্ত সরকার প্রভৃতি।	৬৫৮০/১১	১৫৭৭	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	মৌজা বাজিরপুর গয়রহ পরগনায় সম্ভার	ভাগিরথী চৌধুরানী	৬৬৯/১১	৪৬৪৭	পুরা মহাল নীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

A. C. TUTE,

Offg. Collector.

জিলা বিরতুয়।

কমিসনারি বিক্রয়ের ইস্তাহার জেলা বিরতুয়।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইজার দ্বারা সকলকে জানান যাউতেছে যে জিলা বিরতুয়ের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলা কালেক্টর সাহেবের অধীনে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চ নিবাসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে চাপায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মো: ১২৯১। ১৫ আদায় শুক্রবার নিবাসে প্রকাশ নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২২ আগ্রিল।

ডগসীল

বহাল জোনা।	পরিমাণ ও বাহালের নাম।	পরিমাণের নাম।	মালিকগণের নাম।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	বহাল।
প্রথম জোনা।	১২৯২ ... ১২৯৩	পাং ইজার-খু- রিয়া সামিল কুনেড়াসাহিরা।	সৈয়দাচন্দ্রহা বিবি সাং আনখুলা সৈয়দা মজর হোসেন ও পাঁচু বিবি ও মেথ মাদার- বঙ্গ ও মেথ এনাওতউল্লা সাং এই হরিশচন্দ্র হোষ ও পঞ্চানন মেথ সাং পাঁচঘুগী ও মনসুর আহমদ নাবালগের কলি আবদুল মাদার ওরফে তহু দিঞা সাং আনু- খুলা মেথ দরবেশ উল্লা সাং এই মেথ ফকির উল্লা ও আফগেছা বিবি সাং এই সাজেদরহমান সাং বেড়গ্রাম ও পুরুষোত্তমচন্দ্র সাং উনদুগা ও রজিনী দাসা কলি আজ তরফে নাবালগ পুত্র মনোমোহন চন্দ্র সাং এই মবরুজা বিবি সাং আনখুলা ও সাজদর রহমান সাং বেড়গ্রাম গোবিন্দচন্দ্র পাঁচ ও নিতাইচন্দ্র পাঁচ ও জৈয়র চন্দ্র সাং উনকুগা রজিনী দাসা কলি আজ তরফে নাবালগ পুত্র বিপিনদেহারি চন্দ্র সাং এই।	৫৬২৫৫৮ ইজার প্রথম হিসাব ২০ মে গোবিন্দচন্দ্র ও নিতাইচন্দ্র পাঁচ দাঁমে ... ২৫৬৫৮/১১	৩৭/২	এজমালি অংশ সদর জমা ২৫৬৫৮/১১ টাকা নিলাম হইবেক।
এ	৫১৯২	পাং কুতবপুর সামিল কেনবপুর।	মানসামুল্লারি দেব্যা সাং ডেঙ্গরা ও দ্যামনি দেব্যা কলি মাসরে শশিচরণ সাং কার নাবালগ সাং এই ভগবতী দেব্যা ও তারিণী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং এই বিশেষদ্বী দেব্যা ও অগভেশ্বরী দেব্যা সাং এই ও ইশানচন্দ্র রায় সাং সাওতা।	৭৫৬৮	৫৮/৩	সোল আনা মহাল নিলাম হইবেক। এজমালি সদর জমা ২০৩৬/৫ টাকা নিলাম হইবে।
এ	৫৩৯২	পাং সাহাপুর	রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর সাং হেতনপুর ও মহেশচন্দ্র মোদ ও দয়ালচন্দ্র মোদ কালচাঁদ মোদ সাং চুড়া গণেশচন্দ্র মোদ সাং কতিয়া শশিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অচ্যুত মুখোপাধ্যায় ও কালিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কলি নিতাইনী দেব্যা ও জৈয়র রহমান।	৩৪২০৮৮ পাঁচ প্রথম দি: ২৪ নং রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর ৫৮১৮/১০ ১৮৭৯২ দয়ালচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র মোদ ৮৭২৮/২ ১৪৫৪৮/৭ ... ৫০৩৬/৫	৫০৩/৪	

কালেক্টরী জেলা রংপুর ।

বাকীর কর্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর লাগাএদ কিল্ডী ফালগুন মৌতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিল্ডী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মাচ্ স্বর্ঘ্যান্ত পর্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জেলার কালেক্টরীর হুতী দ্বারা আদার হইয়া যাহা বাকী আছে তাহা ১৮৮৪ । ২১ জুন মৌতাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নিলাম হইবেক, ইতি ।

ভৌজির নম্বর ।	মহালের নাম ও পরাগনা ।	মালিক ।	সদর জমা ।	বাকীর পরি- মাণ ।	মন্তব্য ।
৫৭	বড়াবাড়ী ওগয়রহমোজা চাকলে কাছির হাট ।	শ্যামকুমার দাস, বামাসুন্দরী দাসী কুঞ্জমোহন চাকি তারামণি দাসী চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫।।১০	১৮১০	বামাসুন্দরী দাসীর ১২৮৫৮৯ পাউ সদর জমার অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী ।
১৩৭	রামনগর মৌজা চাকলে কাছির হাট	মৌদামিনী দাসী	১৩৪১৫।১	৪২৮।১৪	
২২১	খোদ মুরাদপুর ওগয়রহ মৌজা পং পরগণা	জনকীবরত সেন, আছবা বেগম, বাহুতমেছা চাহেদ খাতুন ও ছরিল আলম চান্দ চৌসেন চৌধুরী শরৎ ডোম মিত্র ও দুল মিত্র ।	২৫৩২৫।৫১	৫০০।।১৮	বাবু জনকীবরত সেন- নের খরিদা ১০ আনা অংশ বাদ দেওয়া গেল । তাহার ব- তন্ত্র হিসাব খোলা গিয়াছে ।
২২৩	খামার কুরমা ও গয়রহ পং পরগণা	খাজে এনাচুলা চৌধুরী জমিদার চৌধুরী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খা চৌধুরী ।	২১০৫৫।১১	১৮২ ১৯	খাজে এনাচুলা চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক বাহার সদা জমা ১০২৩।১৬ পাউ এই অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী ।
২৪২	চক ছুর্গাপুর ওগয়রহ মৌজা পং সরহাট্টা ।	খাজে এনাচুলা চৌধুরী এনাচুলা মিত্র খাউয়ান বিবি চৌধুরানী, জেনা চুলা চৌধুরী খুসিয়ারেছা বিবি জতন বিবি চৌধু- রানী, গবর্ণমেন্টের পক্ষে ইলেক্ট্রোনাথ লাহিড়ী ম্যানেনজাব নেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহা- ম্মদ চৌধুরী, আমিরহা বিবি শরৎ ও আলউছ পক্ষে আবদুল্লাউক চৌধুরী নাবালগ ।	১৮২২৫।৮	১৪১।১৮	গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে অংশ বাহার সদর জমা ৪৩১।১৬ পাউ ও বাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বান্দে অপরাপর অংশ বাকী ।
৬১৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী চৌধুরানী, জেনাচন্দ্র চৌ- ধুরী, মজুমদার চৌধুরানী ইলেক্ট্রোনাথ লাহিড়ী ম্যানেনজাব পক্ষে কোণ্ডর চন্দ্রকণোর রায় নাবা- লগ, কামারী চৌধুরানী কুড়ানু সরকার ।	৫২৮১৫।১১	২০৫।১৪	কুড়ান সরকারের নিজাংশ ১০ ডিন আনা এই অংশ বাকী ।

RUNGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 27th May 1884.]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collector.

BEERHOOB COLLECTORATE,
The 17th May 1884.

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

বিজ্ঞাপন।

জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালার ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখের আণ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২২১ সালের ১১ আশাঢ় মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কালেক্টরির কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে নিরূপণে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮ই মে।—

ক্রম- সংখ্যা	নাম মহাল ও পর- গনা।	নাম মালিক।	সদর অমার	বাকী।	মন্তব্য।
১	ডিহি ফতেপুর পং ইশক শাহী	মমমোহিনী দেব্যা ও কালীশঙ্কর সা- ম্মাল প্রভৃতি	২৭২০।/০ পুঃ ৩৩।/০	১৬	এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইন- মত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে মমমোহিনী দেব্যার ২৪৫।/০ পুঃ ৩৩।/০ আনা সদর অমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
১	এ ...	এ ...	এ ...	২০০।।০ পুঃ ২৭	এই মহালের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালীশঙ্কর সাম্মাল প্রভৃতির ৩৩১।।০ পুঃ ৩৫।০ আনা সদর অমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২০১	ডিহি হাটশীরা পং কাটারমহাল	গোলোক বিহারী গুহ প্রভৃতি	১১৬৪৫০ পুঃ ১১৫০	৩১।।০৬ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে গোলোকবিহারী গুহ প্রভৃতির ৩৪৬।/০ পুঃ ৩৫।/০ আনা একমালী সদর অমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৪২	কিঃ ধুবিল পং কাটারমহাল	রহিমদীন মুন্সী প্রভৃতি	৫৭।/০	২১।।০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৮৫	কিং জাবড় কোল পং শোনা বাজু	কালীনারায়ণ চৌ- ধুরী নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতি	৭২৫৬ পুঃ ৮০।।০	৪৫।/০ ০	এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালীনারায়ণ চৌধুরীর, ২৮।/০ পুঃ ১।০ আনা অমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমতঃ কেবল এই বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৮৫	এ ...	এ ...	এ ...	১৫৫।/০ পুঃ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬ ।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতির ১৫৪৪৫।/০ আনা পুঃ ১৫।০ আনা এক মালী সদর অমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল এ বাকীপড়া অংশ নিলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নিলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাই- বেক ইতি।

C. W. BOLTON,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার আদায় শেষের পাঠ।

ইহার দ্বারা সর্বদা দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে আপা বাকী মালিকগণের এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আর্ডার অনুসারে বাকী রাজস্বের দায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ ৬ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছান্তিতে বিনা ওজরে ও একাশা নিলামে ধরা যাইবে। ইতি মন ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

নম্বর ডোজ।	নম্বর মহাল।	নাম মহাল।	সদর অধা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
২	২	ডরফ অঘোখারাম...	৭২৩৮/০	১৮/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।
১৭	৪১	ডরফ আবুল কজল	৬৪৩৮/৭	১৩২৮/০	ঐ ঐ
২৮	৫৪	ডরফ আমদৌরামকাং	৮৪৯৮/৯	১৫৮৮/১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৫৫২ রাসচন্দ্র রায় আভুতির অংশের মঃ ১২৭৮৮/৫ পাই জমার অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
১৫৯	৮০৫	ডরফ দুলাভরাম, কডে- রাবাদ।	৮১৯৭	১৯৬/০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।
২২৭	১১৪৩	ডরফ মোজা হরিমা বাং তং মজত রাম হাজারি :	৬৯২৮/০	১৮৭৮/৪	ঐ ঐ
২৪০ ৩১৭	১২৪২ ১৮৯৪	ডরফ ইমাম বঙ্গ ... ডরফ মাগন বমে- শাম।	৬৯৭৮/৪ ৫৬০৮/০	১৫০৮/৪ ২৭	ঐ ঐ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা পৃথক আছে তন্মধ্যে ১৫২ মনহুদ বিবির ১৩৫৮০ আনা জমার অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
৫৩৩	২৫১২	ডরফ রামভজকাং...	৯১৮৮/৭	১৬৮/৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০৫২ পীড়া- স্বর কাং ৪৪৮৯ পাই জমার অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৫৩৫	২৫৬৫	ডরফ রামকিশোর কাং।	৮১৯৮/৭	১৩৭২	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮৫২ অবশিষ্ট মালিকের ৮৩৮/৮ জমার অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৫৭৩	২৯৩০	ডরফ সাহিরাম কাং	৮২৬৮/৩	১২৮/১০	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকের ৭৪৫৮/১১ পাই জমার অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৬০৮	৩১২৫	ডরফ জিমদারাম কাং	১৭৩৭৮/০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১৫২ আব- দুল্লাহ ঐ ৭৮৯৮/৬ পাই সদর জমার অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নিলাম হইবে।
৬৩৫	৩৮৮০	ডরফ ওবেদলা সেখ মাহাং ওছি সেখ মাহাংআলী।	৬৭৮৮/০	১০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

জিলা বর্জমান।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বর্জমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকীদে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আষাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরপণেবে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে।

তফসীল।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমা পার্শ্ব হওয়া মহাল।

১৯ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গিধগ্রাম পরগণে আসা ডিঃ মজলকোট পূর্বস্থলী আউষ গ্রাম, কাটোয়া, মন্থেশ্বর ও গাজুড় মালিক জীজী৭ অন্নপূর্ণার সেবাত ভগবতিচরণ বন্দোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তিনকড়ি দেবি জগজ মহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরমুন্দরী দেব্যা রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমমন বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমাত্মচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ জীরামপুর।

সদর জমা ৭৩১১১/৬১০ টাকা।

বাকী ১১১১/০১১ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত করেকটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা পরমাত্মচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ১৮২৭৮৫ টাকা নাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজমোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় অলিমাতা জীমতী হরমুন্দরী দেব্যা ১২১৮১/৭ টাকা।

৬৩ নং ভৌজীভুক্ত মহাল পলশনা দিগর পরগণে থেঞা ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোরচন্দ্র ও নাবালগ মনিজনারায়ণ চন্দ্র অলিঅছি মাতা ও আত্মপক্ষে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, তৈলোকা মাথচন্দ্র সাঃ জীবাণী ডিঃ কাটোয়া হরেকচাঁদ গোলেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশুপুর্ ভজহরিচন্দ্র ও বিদুর চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র জীহরিচন্দ্র চন্দ্রের অলিঅছি মাতা জীমতী ভবতারিণী দাসা সাঃ জীবাণী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাঃ ঐ।

সদর জমা ৭৪০৮১/১১ টাকা।

বাকী ৪১৮/০ টাকা।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রনামে ৯২৫/৬ টাকা সদর জমার একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৮৮ নং ভৌজীভুক্ত মহাল মজকুরি পরগণে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মন্থেশ্বর ও ডিঃ গাজুড় মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নিলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারীদেব্যা, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মাতজীনী দেব্যা শারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নিলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেব্যা দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও দিপীনিবহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেব্যা মুক্তাকেশী দেব্যা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেব্যা, প্রসন্নময়ী দেব্যা, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালিবিষ্ণুস্বায়রায় ও শশীভূষণ, মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী জীনাথ চৌধুরী, রামাননাথ চৌধুরী সাঃ চাঁপুনী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাঃ দীইহাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাঃ সিকিপুর ডিঃ কাটোয়া দিননাথ চৌধুরী সাঃ চাঁপুনী ডিঃ কাটোয়া।

সদর জমা ১৭২১০৭ টাকা।

বাকী ১৭৭ আনা।

এই মহালে নটনচন্দ্র ভট্টাচার্য নামে ৪৬৮৯ টাকা জমার একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে।

৫১৭৪ নং ভৌজীভুক্ত মহাল শালকুনী পরগণে বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক নৈথ আলিমুল্লাহ সাঃ সীকারপুর কোনারনাথ বন্দোপাধ্যায় সাঃ শালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ কবিকেশ বন্দোপাধ্যায় নাবালগের অলিমাতা কল্যাণী দেব্যা সাঃ ঐ জীজী৭ দুর্গা ঠাকুরানীর সেবাইত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাচাঁদ রায়, নিলমণি রায় সাঃ আরমচাঁদাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবল হক সাঃ ডিবিজান মজলকোট।

সদর জমা ১৬৯৩১৫ টাকা।

বাকী ২১৫৮৫ টাকা।

এই মহালে নিম্নলিখিত করেকটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩০৩৮/২১ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১৩৩৮/১১ টাকা।

T. E. COXHEAD,
Collector.

INSOLVENCY NOTICES.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of WALTER GRAY AND ANOTHER (ROBERT & CHARRIOL), Insolvents.

NOTICE is hereby given that Wednesday, the 4th day of June next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 1st day of September 1882 until the 30th day of April 1884, has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent, will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of KISSEN CHAND GOLECHHA, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 1st January 1882 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of GIORGIE ANTONIO CONTI, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 16th November 1883 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of THOMAS JAMES CANNING, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee from 20th January 1881 to 30th April 1884, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE
Calcutta, 20th May 1884.

A. B. MILLER.
Official Assignee.
(11—1)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর মাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কম্পারিগন সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি যগদ মূল্য এককোশীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্য পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স তিন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স তিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড তিন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্য দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স তিন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স তিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড তিন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স তিনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড তিনে ২।।০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ২৭ মে।]

অন্নানন্দ দানবাক্সা সিন্ধুকোনা ।

মাল সিন্ধুকোনা ছালা হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুওন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ । বাহ্য
নানা বাক্সে না, একপ সমান আন্নানন্দ সিন্ধুকোনা অপেক্ষা ইহা কুণ্ডলাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার
অধিকতর উপযোগী । কলিকাতার নোটানিকাল গার্ডমেন অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের অধ্যক্ষের
নিকট গবর্ণমেন্টের কর্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে
যে কোন বাক্সে নগদ মূল্য দিয়া ২৪২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন । সর্বসাধারণে কোম্পানির
বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্য এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাদের
নি টেও ৩২ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাওতে পারিবেন । ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার
আনা ডাক মাসুল লাগিবে ।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24 ; packing and postage Re. 1-12.

* * * The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটারিট যন্ত্রাণে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার-আট-লা ও জিজ্ঞাস্তার বঙ্গদেশের সিবিল সর্বিসে নিযুক্ত বর্জমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও
সেশন জজ ও রেজিষ্টার-জেনারেলের সেক্রেটারি, ইনর টেম্পলের জ্যেষ্ঠ সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি,
সাইডেবের এণীত বঙ্গদেশের জ্যেষ্ঠ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন এদেশের সুসাহিত্যিক
ও প্রজাবিবরক আইন সংহিতা ।

একখ খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটারিটের আকৌন্টাণ্টের নিকট একখ খানি
পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন ।

দ্রষ্টব্য ।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

[Government Gazette, 27th May 1884.]

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>			Rs. A. P.			
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal						
...	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under
						with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বঙ্গদেশে গভর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকসামল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে প্রদত্ত হইবে :—

মকঃসলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	১০৭
ডাকসামল	২।।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহ্যিক ভারতবর্ষের ও বঙ্গ-দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)			
...	৪৭
ডাকসামল	১৭
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	।০
ডাকসামল	।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠার বা তাহার মূল্য সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)			
...	।০
			৪ পৃষ্ঠার উপর বহু অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা ।
ডাকসামল	।০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকসামল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গভর্ণমেন্টের একটীং ছোট সেক্রেটারী।

[গভর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ২৭ মে ।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal,

The 12th December 1882.

Notes—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page, per issue	20
Half „ „ „ „ „ „	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিন্তা বাজাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাউবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মন্তব্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিন্তা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন বাকি বাজাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিন্তা উক্ত ছাপাখানার কোন কল্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে। এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবশিষ্ট বাজাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টাণ্টের নিকটে অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন বাকি কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিন্তা উক্ত কোন গেজেটে ইন্টিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাউবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কান্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডব্লিউ, বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট গেজেটের

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইন্টিহার প্রকাশ করিবার হার এইঃ—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা „ „	১০
কখনই ইন্টিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপকক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতা স্প্রিন্ট ওয়েভে টৌনহালের ছাত্তারস্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কাষাবিভাগের আফিসে রেজিষ্টারের নামে শর্তনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

চলু সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্থিত কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 27th May 1884.]

কলিকাতা প্রেসেবলী জেল বন্দানবে গবর্ণমেন্টের জন্যে জি.ও. এডউইন মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

Glumb. 2340 [২৩৪০].

[REGISTERED No. 30.]



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

যঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন

CONTENTS	PAGE.	বিবরণ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India	65—67	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	১৫—৬৭
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ..	589—573	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	৫০৯—৫৭৩
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	NIL.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাহি।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	NIL.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাহি।
PART V.—Acts of the Bengal Council	7—0	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৭—০
PART VI.—Bills of the Bengal Council	NIL.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাহি।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	NIL.	সপ্তম খণ্ড।—হাইকোর্ট ও রেভিনিউ বোর্ডের আদেশ ও বিজ্ঞাপন	নাহি।
PART VIII.—Advertisements	531—560	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি	৫৩১—৫৬০
SUPPLEMENT	NIL.	পরিশিষ্ট গবর্ণমেণ্ট গেজেট	নাহি।

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

INDIAN EMPIRE.

NOTIFICATION.

Simla, the 24th May 1884.

No. 151.E.—Her Majesty the Queen and Empress of India has been pleased to appoint the undermentioned gentlemen, who by their services have merited the Royal favour, to be Companions of the Order of the Indian Empire :—

Alfred Woodley Croft, Esq., M. A., Director of Public Instruction, Bengal, late Member of the Education Commission.

Rai Kanbai Lal De, Bahadur, late Teacher of Chemistry and Medical Jurisprudence, Sealdah Campbell Medical School, Presidency Magistrate, and a Justice of the Peace of the Town of Calcutta.

Babu Durga Charn Laha, Presidency Magistrate, Calcutta, late Additional Member of the Council of His Excellency the Viceroy and Governor-General for making Laws and Regulations.

By order of the Grand Master,

C. GRANT,

Secretary to the Order of the Indian Empire.

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATIONS.—POLITICAL.

Simla, the 24th May 1884.

No. 1860I.—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Girija Nath Rai, adopted son of Maharani Srimati Sham Mohini, of Dinajpur, the title of “Maharaja,” as a personal distinction.

No. 1861I.—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Kunwar Udit Narain Singh Deo, Chief of Saraikala, the title of “Raja Bahadur” as a personal distinction.

No. 1863I.—His Excellency the Viceroy and Governor-General is pleased to confer upon Babu Kedar Nath Kundu Chaudhari, of Mohiari, in the District of Howrah, the title of “Rai Bahadur,” as a personal distinction.

C. GRANT,

Secy. to the Govt. of India.

ভারত সাম্রাজ্য।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৫/৫ নম্বর।—মিস্র লিখিত যচাণযেরা আপনাদের কাঠিগুণী রাঁজানুগুচ পাইনার সোণা
কওয়ায় ভারতেশ্বরী জীজীমতী মহারানী তাঁনদিগকে ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের কম্পানিরনের পদে
নিযুক্ত করিলেন।—

দক্ষদেশে সাধারণের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যের উদ্যোগের ও শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশানের ভূতপূর্ব
মেশ্বর জীযুত আলফ্রেড উডলী ক্রফ্ট সাহেব, এম, এ।

শিওয়ালদহস্থ কাঞ্চন মেডিকাল স্কুলের কিম্বী ও চিকিৎসা সঙ্কল্পীয় ব্যবস্থা বিদ্যার ভূত পূর্ব
শিক্ষক এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও কলিকাতা নগরের শান্তিরক্ষার্থে জজিস
জীযুত রায় কাণাইলাল দে বাহাদুর।

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এবং আইন ও ব্যবস্থা প্রশাসনার্থে মহিমবর জীযুত
রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিপতির ভূত পূর্ব অতিরিক্ত মেশ্বর জীযুত
বাবু দুর্গাচরণ লাহা।

জীযুত এণ্ড মাস্টার সাহেবের আদেশমতে,
সি, এন্ট,

ভারত সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ের সেক্রেটারী।

করিন্ ডিপার্টমেন্টে।

বিজ্ঞাপন।—পোলিটিকাল।

সিমলা, ১৮৮৪ সাল ২৪ মে।

১৮৬০/৭ নম্বর।—মহিমবর জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব দিনাজপুরের মহারানী
জীমতী শ্যামমোহনীর দত্তক পুত্র জীযুত কুমার গিরিজানাথ রায়ের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে
“মহারাজা” উপাধি দান করিলেন।

১৮৬১/৭ নম্বর।—মহিমবর জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব মহাউলার সর্দার
জীযুত কুমার উদয় শ্যামসিংহ দেবের স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে “রাজাবাহাদুর” উপাধি দান
করিলেন।

১৮৬৩/৭ নম্বর।—মহিমবর জীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্নর জেনরল সাহেব কাঁচড়া জিয়ার অন্তর্গত
মহিমাড়ির জীযুত বাবু কেশরনাথ কুঁড়ুর স্বকীয় সম্মানার্থে তাঁহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধি দান
করিলেন।

সি, এন্ট,

ভারতেশ্বরী গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2014A.

GENERAL.—*The 6th May 1881.*—Mr. C. H. Pillans is appointed to be a Captain in the Northern Bengal Volunteer Rifle Corps, *vice* Mr. F. T. Verner, resigned.

The 13th May 1881.—Baboo Prosunno Coomar Chuckerbutty is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Tumlook, in the district of Midnapore, during the absence, on leave, of Moulvi Sujat Ali Ahmed, or until further orders.

The 16th May 1881.—Mr. F. E. Piffard, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rajmehal, Sonthal Pergunnahs, is allowed leave for three months, under section 128—1, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

Baboo Akhoy Kumar Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tipperah, is allowed leave for eight months, under section 131, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 19th May 1881.—Baboo Shib Chunder Nag, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

The orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, granting privilege leave to Baboo Bonomali Poramanick, Temporary Sub-Deputy Collector, Satkhira, Khoolna, and appointing Baboo Rojoni Kanto Mookerjee to act as Sub-Deputy Collector of Satkhira, are cancelled.

The 20th May 1881.—Mr. J. F. Browne, c.s., reported his departure from India, on furlough, on the 1st instant.

Baboo Shoshi Sikar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Perozepore, Backergunge is allowed leave for three months, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Baboo Sreenath Gupta, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is appointed to have charge of the Perozepore sub-division of the Backergunge district, during the absence, on leave, of Baboo Shoshi Sikar Dutt, or until further orders.

The 23rd May 1881.—Mr. G. C. Kilby, Deputy Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, reported his departure from India, on furlough, on the 9th instant.

The 26th May 1881.—Mr. W. Kemble, Officiating Opium Agent, Behar, is confirmed in that appointment, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. C. Mangles, resigned.

Mr. F. Wyer, Officiating Magistrate and Collector, Dacca, is appointed to be a Magistrate and Collector of the first grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. W. Kemble.

Mr. H. Mosley, Magistrate and Collector, Moorshedabad, on leave, is appointed to be a Magistrate and Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. Wyer.

Mr. A. P. MacDonnell, Joint-Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a Magistrate and Collector of the third grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. H. Mosley. Mr. MacDonnell will continue to act, until further orders, as Secretary to the Government of Bengal in the Revenue and General Departments.

Mr. C. A. Wilkins, Joint-Magistrate and Deputy Collector, second grade, on leave, is promoted to the first grade of Joint-Magistrates and Deputy Collectors, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. A. P. MacDonnell.

Mr. F. H. B. Skrine, Temporary Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, is confirmed in that grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. C. A. Wilkins. Mr. Skrine will continue to act as Magistrate and Deputy Collector of Howrah until further orders.

[*Government Gazette, 3rd June 1881.*]

বঙ্গদেশের জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

২০১৪ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ৬ মে।—জীয়ুত এফ, টি, বর্নর সাহেব কর্ম ভাগ করাতে জীয়ুত সি, এচ, পিলাজ সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের বলটিয়ের রাইকল মলের কাণ্ডানের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—জীয়ুত মৌলবী সুজাৎআলি আহম্মদের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীয়ুত বাবু প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুকের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত রাজমহলের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত এফ, ই, পিফোর্ড সাহেব যে তারিখে ছুটি গৃহণ করেন তদবধি সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮—১ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু অক্ষয়কুমার বসু অনোর প্রতি কর্মের ভারপূর্ণ করিবার তারিখ অবধি সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩১ ধারামতে আট মাসের নিষ্পত্তি ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু শিবচন্দ্র নাগ উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

খুলনার অন্তর্গত সাঁওতালীর কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু বনমালী পরামানিককে অমুগ্রহের ছুটি দেওন এবং জীয়ুত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়কে সাঁওতালীর সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক এই মাসের ১ তারিখের যে আজ্ঞা ২০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—জীয়ুত জে, এফ, ব্রোন্স সাহেব, সি, এস, নিষ্পত্তি ছুটি লইয়া এই মাসের ১ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পিরোজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু শশীশেখর দত্ত অনোর প্রতি কর্মের ভারপূর্ণ করিবার তারিখ অবধি সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

জীয়ুত বাবু শশীশেখর দত্তের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ঢাকার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত বাবু জ্ঞানার্থ গুপ্ত বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—রাজকীর মোকদ্দমার ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও প্রয়োজক জীয়ুত জি, সি, কিপ্পি সাহেব নিষ্পত্তি ছুটি লইয়া এই মাসের ৯ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে স্বীয় গমনের রিপোর্ট করেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।—জীয়ুত এ, সি, মাজেনস সাহেব কর্ম ভাগ করাতে মির্জাপুরের আফীনের একটিং এজেন্ট জীয়ুত ডবলিউ, কেন্সল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি মোহ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত ডবলিউ, কেন্সল সাহেবের পরিবর্তে ঢাকার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এফ, ওয়াইয়ের সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত এফ, ওয়াইয়ের সাহেবের পরিবর্তে ছুটিপ্রাপ্ত যুরিদিগারের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জীয়ুত এচ, মৌলবী সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত এচ, মৌলবী সাহেবের পরিবর্তে জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত এ, সি, মাকডনেল সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। জীয়ুত মাকডনেল সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় রেবিনিউ ও জেনরল ডিপার্টমেন্টে বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারীর কর্ম করিতে থাকিবেন।

জীয়ুত এ, সি, মাকডনেল সাহেবের পরিবর্তে ছুটিপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত সি, এ, উইলকিন্স সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

জীয়ুত সি, এ, উইলকিন্স সাহেবের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীয়ুত এফ, এচ, বি, ক্রাফন সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন। জীয়ুত ক্রাফন সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে থাকিবেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট: ১৮৮৪। ৩ জুন।]

Mr. C. J. O'Donnell, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chittagong, is appointed temporarily to be a Joint-Magistrate and Deputy Collector of the second grade, with effect from the 25th instant, *vice* Mr. F. H. B. Skrine.

POLICE.—*The 15th May 1884.*—The services of Mr. W. B. Waller, Temporary Assistant Superintendent of Police, on leave, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department.

The 16th May 1884.—The following promotions are made to the first and second grades of Inspectors of Police:—

To the First Grade,

Mr. E. Gilbert.

To the Second Grade.

Baboo Peary Mohun Bose, temporary in the second grade, is confirmed in that grade.

Munshi Khadadad Khan.

Baboo Kuldip Narain.

„ Basunta Kumar Mitra.

„ Gobind Chandra Chakrabati to be temporary in the second grade, *vice* Baboo Peary Mohun Bose.

The 20th May 1884.—Mr. R. W. Keown, Temporary Assistant Superintendent of Police, Mozufferpore, is allowed leave for two months, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 12th June next, or such subsequent date as he may avail himself of it.

REGISTRATION.—*The 14th May 1884.*—Moulvi Shah Mohamad Yaqub, Officiating Rural Sub-Registrar of Kharakpore, in the district of Monghyr, is confirmed in that appointment, *vice* Shah Eradut Hossain, resigned.

The 16th May 1884.—In supersession of the order of the 26th April last, published in the *Calcutta Gazette* of the 7th instant, Baboo Rajendra Nath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is appointed to be *ex-officio* Sub-Registrar of that district, with effect from the 21st idem, during the absence, on leave, of Pundit Debi Prosad, or until further orders.

EDUCATION.—*The 19th May 1884.*—Baboo Isser Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is appointed to be Secretary to the District School Committee of that district, *vice* Mr. E. G. Colvin.

OPIMUM.—*The 20th May 1884.*—Mr. F. J. R. Field, Assistant Sub-Deputy Opium Agent of Motihari, in the Behar Opium Agency, is allowed leave for six weeks, under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 10th April 1884.

The following officers reported their departure from India, on furlough, on the 8th instant:—

Mr. A. Elliot.

|

Mr. W. T. Ryves.

In modification of the orders of the 1st instant, published in the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, Mr. W. L. L. Reed, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, Tehta, is allowed leave for two months and twenty-five days, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May 1884.

MEDICAL.—*The 13th May 1884.*—Assistant Surgeon Umesh Chunder Sen, a Supernumerary at Buxar, is appointed to have medical charge of the outpost of Demagiri, in the district of the Chittagong Hill Tracts.

The 17th May 1884.—Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass, a Supernumerary at the Presidency, is appointed temporarily to have medical charge of the sub-division of, and the charitable dispensary at, Madaripore, in the district of Furrceepore.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

জীযুত এফ, এচ, বি, স্ট্রাইন সাহেবের পরিবারে চট্টগ্রামের একটি আইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত সি, জে, ও, ডোলেস সাহেব এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর আইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—ছুটী প্রাপ্ত পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত ডবলিউ, বি, ওয়ালর সাহেব হোম ডিপার্টমেন্টে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—পোলীসের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ইন্স্পেক্টরদের নিম্নলিখিত পদস্থিতি করা গেল।—

প্রথম শ্রেণীতে
জীযুত ই. সিলবট সাহেব।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে

কিয়ৎকালীন দ্বিতীয় শ্রেণীর জীযুত বাবু পেয়ারীমোহন বসু সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত মুনশী খোদাদাদ খাঁ।

„ বাবু কুলদীপ নারায়ণ।

„ „ বসন্তকুমার মিত্র।

„ „ পেয়ারীমোহন বসুর পরিবারে জীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী কিয়ৎকালের জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—মজফরপুরের পোলীসের কিয়ৎকালীন আসিষ্টান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট জীযুত আর, ডবলিউ, কেডন সাহেব আগামি জুন মাসের ১৩ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে টী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩ ধারার ২ প্রকরণমতে ছুই মাসের ছুটি পাইলেন।

রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৪ মে।—জীযুত শাহ ইরান্দ হুসেন কর্ম ভাগ করাতে মুন্সের জিয়ার অন্তর্গত খরকপুরের একটি গ্রাম্য সব-রেজিস্ট্রার জীযুত মৌলবী শাহ মহম্মদ ইয়াকুব সেই পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—গত আশ্বিন মাসের ২৬ তারিখের যে আজ্ঞা এই মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। জীযুত পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের ছুটি প্রযুক্ত অসুপারিত কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সারনের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায় স্বীয় পদোপলক্ষে ৫ মাসের ২১ তারিখ অবধি উক্ত জিলার সব-রেজিস্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—জীযুত ই, জি, কলবিন সাহেবের পরিবারে ২৪ পরগনার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জীযুত বাবু দেবপ্রসাদ মিত্র, উক্ত জিলার ডিস্ট্রিক্ট স্কুল কমিটির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আকৌন বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—বিহারের আকৌনের এজেন্টের অন্তর্গত মতিহারীর আকৌনের আসিষ্টান্ট সব-ডেপুটি এজেন্ট জীযুত এফ, জে, আর, ফিল্ড সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ে ১২৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১০ আশ্বিন অবধি ছয় সাপ্তাহের ছুটি পাইলেন।

নিম্নলিখিত কার্যকারকেরা নিয়মিত ছুটি লইয়া এই মাসের ৮ তারিখে ভারতবর্ষেতে স্বয়ং গমনের রিপোর্ট করেন।

জীযুত এ, এলিয়ট সাহেব।

। জীযুত ডবলিউ, টি, রাইবস সাহেব।

এই মাসের ১ তারিখের যে আজ্ঞা ২০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। বেহতার আকৌনের আসিষ্টান্ট সব-ডেপুটি এজেন্ট জীযুত ডবলিউ, এল, এল, রীড সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ১ মে অবধি ছুই মাস পঁচিশ দিনের ছুটি পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—বঙ্গার অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন জীযুত উমেশচন্দ্র সেন, চট্টগ্রামের পর্তুগীজ প্রদেশ জিলার অন্তর্গত দেবাগ্রি কাঁড়ির চিকিৎসা কার্যের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন জীযুত মহেন্দ্র নাথ দাস কিয়ৎ কালের জন্যে ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত মানারীপুর মহকুমার ও দাক্ষিণাত্যস্থানের চিকিৎসা কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেটে। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

This cancels the order of the 28th ultimo, appointing Assistant Surgeon Mohendro Nath Dass to act as Deputy Superintendent of Vaccination, Metropolitan Circle.

The 19th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Eden Sanitarium at Darjeeling :—

Mr. R. Harrison.

|

Mr. G. R. Clark.

The 20th May 1884.—Assistant Surgeon Nundo Lal Ghose, Teacher of Medicine and Midwifery, Temple Medical School, is allowed leave for one month, under section 72, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

VACCINATION.—*The 20th May 1884.*—Assistant Surgeon Narendra Nath Gupta, Deputy Superintendent of Vaccination, Darjeeling Circle, is allowed leave for four days, in extension of leave granted to him under the order of the 3rd September 1883.

MUNICIPAL.—*The 16th May 1884.*—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the Satkhira Municipality, in the district of Khoolua, of Baboo Bidhu Bhusan Banerjee to be their Vice-Chairman.

Baboo Ram Lal Rai is appointed to be a Commissioner of the Noakholly Municipality.

The 17th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ghattal Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Nilmadhub Mullic.

|

Baboo Bhupendranath De.

Baboo Preomadhuh De.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Kedarnath Mukerjee.

Baboo Motilal Mukerjee.

„ Peary Lal Ghose.

„ Chandrakanta Tewari.

„ Sarada Prosad Ghose.

„ Puresnath Bhuya.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ramjibunpore Municipality, in the district of Midnapore :—

Baboo Jadoonath Mookerjee.

Baboo Rameswar Gangooly.

„ Nibaran Chandra Bhattacharjee.

„ Ram Das Dutt.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Umacharan Mandul.

|

Baboo Pertap Chuander Banerjee.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality, in the district of Rajshahye :—

Baboo Harichurn Chukerbutty.

|

Baboo Jagesh Chunder Bagchi.

Baboo Jogunnath Bajpai.

The 19th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Ranchee Municipality, in the district of Lohardugga, of Mr. W. H. Mackenzie Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice-Chairman.

The 22nd May 1884.—Moulvie Ikbal Ally is appointed to be a Commissioner of the Durbhunga Municipality.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Lieutenant-Colonel R. C. Money, Manager, Raj Durbhunga.

Hajee Mahomed Wahid Ally Khan.

The 23rd May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Jugdispore Municipality, in the district of Shahabad, of Mr. Lewis Mylne to be their Vice-Chairman.

The 24th May 1884.—The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the North Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs, of Baboo Ramnath De to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above municipality :—

Baboo Nanda Kumar Chatterjee.

|

Baboo Srinibash Das.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

আসিস্টেণ্ট সার্জন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাসকে রাজধানীচক্রের টিকাদান কার্যের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কর্ম করণার্থে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত মাসের ২৮ তারিখের আজ্ঞা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দার্জিলিং ইন্ডেন ম্যানিটোররমের কার্য নির্বাহক কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত আর, হারিসন সাহেব।

| শ্রীযুক্ত জি, আর, ক্লার্ক সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—টেম্পাল মেডিকাল স্কুলের ঔষধ ও খাদ্যবিদ্যার শিক্ষক আসিস্টেণ্ট সার্জন শ্রীযুক্ত মঙ্গলাল ঘোষ যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিম্নলিখিত কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

টিকাদান বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২০ মে।—দার্জিলিং চক্রের টিকাদান কার্যের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আসিস্টেণ্ট সার্জন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতিরিক্ত চারি দিনের ছুটি পাইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—খুলনা জিলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করিতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল রায় মগুরাখালী মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটাল মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব মল্লিক।

| শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্র নাথ দে।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়মাধব দে।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবনাথ মুখোপাধ্যায়।

| শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায়।

„ „ পিরারিলাল ঘোষ।

„ „ চন্দ্রকান্ত ভেঙ্কায়ারি।

„ „ শারদাশ্রমাদ ঘোষ।

„ „ পুরুষনাথ ভূঞা।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত রামজীবনপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত বাবু যত্ননাথ মুখোপাধ্যায়।

| শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

„ „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

„ „ রামদাস দত্ত।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ মণ্ডল।

| শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ চক্রবর্তী।

| শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বাগচী।

শ্রীযুক্ত বাবু অগস্ত্য বাজপেয়ী।

১৮৮৪ সাল ১৯ মে।—লোহারডগা জিলার অন্তর্গত রাঙ্গি মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা একটি ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ. এচ. মাকেঞ্জি সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।—শ্রীযুক্ত মোলবী একবল আলি দ্বারতজা মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

রাজদ্বারতজার কার্যাব্যাক লেপ্টেনেন্ট কর্নেল শ্রীযুক্ত আর, সি, মনি সাহেব।

শ্রীযুক্ত হাজি মহম্মদ ওয়াহিদ আলি খাঁ।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—শাহাদাদ জিলার অন্তর্গত জগদীশপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুক্ত জুইল মিলনে সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর দারাকপুর মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরেরা শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ দেকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুক্ত বাবু মল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়।

| শ্রীযুক্ত বাবু অনিবার দাস।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

ROAD CESS—*The 16th May 1884.*—Baboo Asutosh Gupta, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Lohardugga, *vice* Baboo Raj Gopal Roy.

The 17th May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Seetamurhee Branch Road Committee, in the district of Mozuflerpore :—

Mr. F. O. Vipan, Manager, Amua Indigo Factory.

„ W. M. Reid, Manager of Dain, Coupra Factory, *vice* Mr. J. Tripe.

The 19th May 1884.—Baboo Tara Prosad Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the District Road Committee of Burdwan, *vice* Mr. W. C. Muller, transferred.

The 21st May 1884.—The following gentlemen are appointed to be members of the Branch Road Committee at Chooadanga, in the district of Nuddea :—

Mr. M. L. Macnaughten. | Baboo Debendra Nath Mullick.

Baboo Kedar Nath Acharjee.

The 23rd May 1884.—Mr. B. Dé, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, is appointed to be Vice-Chairman of the Hooghly District Road Committee, *vice* Baboo Bemola Charun Bhattacharjee.

The 24th May 1884.—Mr. J. S. Davidson, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be a member of the Khoorda Branch Road Committee, in the district of Pooree.

The following notifications are re-published from the *Assam Gazette* :—

No. 144.—*The 13th May 1884.*—The undermentioned officer has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India permission to return to duty, as advised in list dated the 10th April 1884 :—

Name.	Service.	Appointment.	Date on which permitted to return.
H. Luttmann-Johnson	Covenanted	Deputy Commissioner, first grade, Assam.	Within period of leave

No. 146.—Furlough for 18 months, under section 19 of the Civil Leave Code, is granted to Mr. J. K. Wight, c.s., Deputy Commissioner, fourth grade, Cachar, with effect from the 20th July 1881, or subsequent date on which he may avail himself of it.

No. 147.—Mr. B. G. Geidt, c.s., Assistant Commissioner, is posted to the district of Sylhet, and is appointed to be in charge of the South Sylhet sub-division.

No. 13 —*The 15th May 1884.*—Mr. B. G. Geidt, Assistant Commissioner, on transfer to Sylhet, made over charge of the office of Personal Assistant to the Chief Commissioner of Assam to Mr. E. G. Colvin in the forenoon of the 15th May 1884.

No. 14.—Baboo Uma Kant Chatterjee, Munsif, who has been appointed to the Sylhet district, assumed charge of the office of First Munsif of Maulavi Bazar from Baboo Dina Nath Sircar, who assumed charge of the office of Second Munsif from Baboo Uma Charan Kar in the forenoon of the 6th May 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 33, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

পঞ্চকব বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৬ মে।—শ্রীযুত বাবু রাজগোপাল রাহেব পরিবর্তে একটি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত লোহারডাঙ্গা জিলার পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বজ্রফরপুর জিলার অন্তর্গত সীতামতীর শাখাপথ-কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

আমুয়া নী কুশী, কাঁচাধাক্ক শ্রীযুত এক, ও. পাটপান সাহেব।

শ্রীযুত জে. ট্রাইপ সাহেবের পরিবর্তে টেনা ছাপরা কুশীর কার্যাবধি শ্রীযুত ডবলিউ. এম. রীড সাহেব।

১৮৮৩ সাল ১৯ মে।—শ্রীযুত ডবলিউ. সি. মলর, সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শরীফুল হক চট্টোপাধ্যায় বক্রমান জিলার পথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২১ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার শাখাপথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

শ্রীযুত এম. এল. মাকিনাটন সাহেব। | শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসিক।

শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ আগাধা।

১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—শ্রীযুত বাবু বদলাচরণ ভট্টাচার্য্যের পরিবর্তে হুগলীর একটি জাইন্ট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বি. ডে. সাহেব হুগলী জিলার পথ কমিটির প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—একটি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত জে. এম. ডেবিডসন সাহেব পুরী জিলার অন্তর্গত খুন্দার শাখাপথ কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন কার্যে গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৪৪ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রী আমীর উদ্দিন সেক্রেটারী সাহেব নিম্নলিখিত কার্যাবধি ১৮৮৪ সালের ১০ আগস্টের নিষ্পত্তির আদেশানুসারে কর্মে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

নাম।	দক্ষিণ।	পদ।	যে প্রত্যাবর্তন করিবেন অনুমতি তারিখ।
শ্রীযুত এচ. লটমানজানসন সাহেব...	চিহ্নিত	আগামের প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি কমিশনার।	ছুটির কালের মধ্যে।

১৪৬ নম্বর।—কাঁচাধাক্ক চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুত জে. কে. ওয়াটস সাহেব, সি. এস, ১৮৮৪ সালের ২০ জুলাই অবসি অথবা তার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নির্দিষ্ট কার্যাবধি ছুটির বিধি ৪৯ ধারামতে আঠার মাসের সময়িত ছুটি পাইলেন।

১৪৭ নম্বর।—আফিটাট কমিশনার শ্রীযুত বি. জি. গেইট সাহেব, সি. এস, আইউ জি। অ. অবসি ত হইয়া দক্ষিণ আইউ মহকুমার কার্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৩ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ১৫ মে।—আফিটাট কমিশনার শ্রীযুত বি. জি. গেইট সাহেব আইউ প্রেরিত হইয়া ১৮৮৪ সালের ১৩ মে পূর্বা হু. শ্রীযুত বি. জি. কলদিন সাহেবের প্রতি আগামের প্রথম কমিশনার সাহেবের স্বাকার আসি টাটের কার্যের ভার অর্পণ করিলেন।

১৩ নম্বর।—আইউ জিলায় নিযুক্ত, যুনসেফ শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু দীননাথ সরকারের স্থানে মৌলবী বাজারের প্রথম যুনসেফের কর্মের ভার ও শ্রীযুত বাবু দীননাথ সরকার, শ্রীযুত বাবু উমাকান্তের স্থানে ১৮৮৪ সালের ৬ মে পূর্বা হু. দ্বিতীয় যুনসেফের কর্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা এবং ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে কোন প্রতিকার হইবে।
[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.

3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.

6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.

7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

PART IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette, 3rd June 1884.*]

তদনুসারে কার্য পরিচালনা তিনি মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্ত-
মতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য নিরূপণার্থে উক্ত আইনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের
স্বাস্থ্যকরকর সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার
কল্পনা করিয়াছেন ।

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড় বেতানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের
৩৭ ধারামতে উপবিধি ।

প্রথম খণ্ড ।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণকার্যে সাহায্যার্থ গড়বেতানগরে কমিটি
নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা ।

১। গবর্নমেন্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্যকারকের ও স্বাহারা রাজকীয় কার্যকারক
নহেন এমত তিন জনের কমিটি দ্বারা এই আইনের বিধান কার্যে পরিণত করা যাইবে ।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যে বার্ষিক কমিটির অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎস-
রের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন ।

৩। কমিটির অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে যদি পদচ্যুত হইলে
কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাহার পদ গ্রহণ হইবে তিনি কিম্বা রাজকীয়
অন্য কার্যকারক তৎস্থানে কমিটির মেম্বর হইবেন । তিনি রাজকীয় কার্যকারক না হইলে কমিটির
অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

কার্য চালাইবার বিধি ।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্ট্রার বা অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট যিনি কমিটির সভাপতি হন তাঁহার আদেশ
মাসের ১৫ তারিখে কার্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটির অধিবেশন হইবে । সেই ১৫ তারিখ রবিবার
কি বঙ্গের দিন হইলে তৎপক্ষে যে দিনে আফিস খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে । কিন্তু
সভাপতি মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে
কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন ।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিবে প্রত্যেক জন
মেম্বরকে এই অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে ।

৬। ৫ ধারার নিদিষ্ট নোটিসে বিবেচ্য বিষয়ের তার নির্দিষ্ট না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি
করা যাইবে না ।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের সভানুসারে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে । সমসংখ্যক ব্যক্তিদের
মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন ।

৮। সভাপতি একথানা বহি রাখিবেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্যের বিবরণ
লিখিতে হইবে ।

তৃতীয় খণ্ড ।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি ।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ গাছা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা
মুদ্রা আগামি রাজস্ব সম্পর্কীয় বৎসরের সম্ভাবিত জমার ও খরচের অনুমানপত্র গবর্নমেন্টের অনুমো-
দনার্থে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে ।

১০। কমিটি গবর্নমেন্টের অনুমতি লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা ভইতে
উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন ; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসর ২ তাহার
সমালোচনপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায় ।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউঠা কি অন্য রোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও
বিশেষ আয়লাগন নিযুক্ত করা আবশ্যিক হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত
করিতে গেলে, অভাবন্যাঙ্ক স্থলের নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া শতকরা ২৫ টাকা অতিরিক্ত ধরিতে হইবে ।

১২। নগর মোঠব ও পরিষ্কার করণের কিং কার্য করা গিয়াছে তাহাও কত টাকা জমা ও খরচ হই-
য়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি
বৎসরের মধ্যে আইনমতে কার্য করিয়া চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন ।
এ রিপোর্ট জিলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্নমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে ।

চতুর্থ খণ্ড ।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্বস্বোত্তীর্ষে বদ্ধ আধার ভিন্ন অন্য প্রকারে নগরের মধ্য দিয়া বিষ্ঠা বা
জুগ্ধজনক অন্য দ্রব্য লইয়া গেলে তাহার ৫ টাকা অতিরিক্ত দণ্ড হইতে পারিবে ।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Rs. 1.

15. If any person shall bury or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any persons allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

PART V. *Miscellaneous.*

19. At each monthly meeting of the Committee one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calendar month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Uriya, Hindustani, and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers.

Signature.

১৪। কমিটী নগরের নামা অংশে নিযুক্ত মেতরদের এক রজিষ্টার খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে মেতর নিযুক্ত হইবে তাহার বা তাহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহার তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেতরকে ধাতুময় টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে তাহার নাম ও নগরের যেতাগে যে নিযুক্ত, ও আইনের ১৪ ধারামতে নির্দিষ্ট যে স্থানে মন্বনা ফেলিতে হইবে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কথা লেখা আবশ্যিক বোধ হয় তাহা রংদিয়া লেখা থাকিবে। কোন মেতর পল্লীর যে অংশের নিমিত্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে টেনাখলা করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিমিত্ত তাহার ১২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা ভিত্তি দুর্গন্ধজনক অন্য জ্বা পোঁতে বা পুঁতিতে দেয় কিম্বা মাজিক্রেট যে সময় নিরূপণ করিয়া দেয় তাহার অধিক কাল আপন বাড়ীর মধ্যে রাখে তাহা হইলে তাহার ২০২ দিন টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সারের গাদা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড তৎপ্রতি বর্জিত নহে। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে দুর্গন্ধজনক কোন জ্বা পুঁতিতে কমিটীর সভাপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অনুযায়ী কর্ম করিতে টেনাখলা করিলে নোটিসের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২২ দুই টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিমিত্ত গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে যতদূর যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর না দিয়া অন্য স্থানে তাহা কার্য করিলে বা করাইলে তাহার ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা নগরের সীমার অন্তর্গত আপন মখলী ভূমি বা বাটী গবাদি, গকরগাড়ী কিম্বা গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই বাড়ীর ভিতর স্বাস্থ্যরক্ষকে বা কমিটীর সভাপতিকৈ কিম্বা তাহাদের প্রেরিত কোন কর্মচারীকে দেখিতে যাইতে দিতে বাধ্য থাকিবেন, ও তাহার বাড়িতে আইন বা উপবিধি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি আহারের অল্পযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মাজিক্রেট বিজ্ঞাপন দিয়া যে স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তদ্বিত্ত নগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পঞ্জিকামত তৎপর মাসে আইনের কার্য কিরূপে চলে ইহা পর্য্যবেক্ষণার্থে এক বা অধিক জন মেম্বর নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্যকারি এক বা অধিক জন মেম্বরের প্রত্যেক মাসের মন্তব্য ও আজ্ঞা এবং পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষদের মন্তব্য ৭ ধারার নির্দিষ্ট কাব্যবিবরণের বহীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কেতা ও ১৪ ধারার নির্দিষ্ট এক কেতা ছাপা নোটিস জর্য করিবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২২। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বস্বন্দে থাকিতে পারে এই কথা ভক্তার উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্টে লিখিত হইয়া সেই ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই ভক্তার স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ীর প্রত্যেক জন রক্ষক এক খানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। বাসাবাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে একরূপ এক ২ খান টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কার্যপক্ষে আশ্রিল মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্স পত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর।

মালিক (বা কার্যাব্যাহক) ক, খ।

এত জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-house.	Result of inspection.	Orders by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 314, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Sitamarhee Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Municipal Commissioners, under section 313 of the Act, for that municipality :—

BYE-LAWS.

1. An ordinary general meeting of the Commissioners shall be held on the 1st Saturday in every month.

2. The collecting officer taking the money in payment of any demand shall give a receipt for it.

3. The Commissioners shall have power to inflict, for neglect of duty, a fine not exceeding one month's pay upon any person employed by them.

4. No owner or occupier of any house, land or premises, in or on which any privy may be situated, shall allow night-soil, urine, filth, of any kind to flow or be discharged from such privy into any drains, water-course, river, tank, hollow or excavation (or any place containing waste and stagnant water).

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

5. No person shall throw, deposit or discharge any night-soil, sewage or the contents of any drain, privy or cesspool into any river, tank, khal, water-course or receptacle for water, or dispose of the above mentioned kinds of offensive matters in any other way than as the Commissioners may from time to time direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

6. No person shall burn, or cause to be burnt, any corpse on any ground which is not especially provided and defined for the purpose, and no person shall bury a corpse in a grave less than 4½ feet deep, so that there may be 3½ feet of earth over the corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

7. Every person who shall bring or convey, or cause to be brought or conveyed, any corpse or part thereof to any burning ground shall burn, or cause the same to be burnt, within three hours after its arrival at the said burning ground.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

8. The persons who bring a corpse to be burnt shall cause the same, together with all clothes and other coverings of the corpse, to be completely reduced to ashes. Provided that where such persons through poverty are unable to provide means for completely reducing such corpse and coverings to ashes, they shall permit (or shall cause, if the Commissioners do not undertake this duty) such corpse and coverings to be forthwith buried within ground specially provided (by the Municipal Commissioners) for the purpose.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

[*Government Gazette, 3rd June 1884*]

B চিহ্নিত কোড়পত্র।

১৫ ধারামতে পরিদর্শনের রেজিস্ট্রারের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী কার্যকারকের নাম।	বাগাবাড়ীর নহর ও নাম।	পরিদর্শনের বলা। মাজিষ্ট্রেট; বা আফসারক সাহেবের অজ্ঞা।

ই, এন. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণ অবগত্যর্থ্যে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিগত বিপক্ষ কারণে মর্শান না গেলে, ত্রিযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করিয়া এবং সীতামতী মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের অনুমোদনক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটির নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

উপবিধি।

- ১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।
- ২। টাক্স আদায়কারি কোন কর্মচারী কোন দাওয়ার পরিশোধে টাকা লইলে তাহার রসিদ দিবে।
- ৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্মে নৈখিল্য করিলে তাহার তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবে।
- ৪। কোন আদায়কারি দখলকারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাইখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দমার, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, গর্তে না খাড়ে কিম্বা যাহাতে অকস্মাত মরা তল দাঁড়ায় এমন কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা দ্রব্য যাইতে কি পড়িতে পারিবে না।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি নর্দমার ময়লা দ্রব্য কিম্বা কোন নর্দমার কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিঅকুণ্ডের দ্রব্য কোন নদীতে, পুষ্করিণীতে, খালে, কি জলাশয়ে কি জলাধারে ফেলিবে কি রাখিবে কি পড়িতে দিবে না কিম্বা পূর্বোক্ত দুর্গন্ধজনক দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের সম্মুখে আদেশ করেন তদ্বির অন্যরূপে কার্য্য করিবে না।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৬। শব দাহ করিবার নিমিত্ত যে স্থান বিশেষভাবে রক্ষিত ও নির্মিত হয় নাই কোন ব্যক্তি এমন কোন স্থানে কোন শব দাহ করিবে না বা করাইবে না, এবং কোন ব্যক্তি ৪১১ ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুতিবে না, কেন না শবের উপর ৩১১ ফুট মাটি ঢাপা দিতে হইবে।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৭। কোন ব্যক্তি শব দাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে সেই স্থানে আনিবার পর তিন ঘন্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।
- ৮। দাহ করিবার জন্য যাহারা শব আমদান করেন তাহারা শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন মুক্ত সমুদয় দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাইবে। কিন্তু পরিজ্ঞাত নিবন্ধন যাহারা শব ও আচ্ছাদন ত্যাগ করিবার খরচ দিতে অপারক হন (কমিশ্যনরদের সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে) মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের শব প্রোথিত করিবার জন্য বিশেষভাবে যে স্থান রাখিয়াছেন তাহারা সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুতিতে দিবে বা পোতাইবে।
এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিংশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5 ; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Rancegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Rancegunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Rancegunge.

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[*Government Gazette*, 3rd June 1884]

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনীত কোন বস্তু বা আচ্ছাদন দ্বারা কবর স্থানে বা দাফ করিবার স্থান পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে কোন কবর খনন হইতে কিম্বা শবদাহ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০২ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শব শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও মাদারগের ভূমি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া লইয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে কিয়ৎকাল বিক্রমার্থ ভিন্ন অন্য হেতুতে কোন রাজ পথে বা তরিকটে তাহা নানাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড।

১২। কোন ঘরের কি গোয়ালীর ছাদের জল পড়িয়া যাওয়াতে কোন সরকারী পথের বা নদীর হানি হয় কিম্বা হানি হওয়ার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তি জালাদার বা নিষিদ্ধ হওয়ার অন্য নল বা অন্য বিষয় বস ইবে না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫২ পাঁচ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড। মোটের পাঠে পর একাত্ত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১২ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা নদীর হানিজনকভাবে কোন ঘরের ছাদের জল পড়িয়া এক বা অধিক নল এখন লাগান থাকিলে, কমিশ্যনরেরা ঐ ঘরের আশির উপর লিখিত নোটিশ দিয়া তাঁহাদের আদেশমতে ৭ সাত দিনের মধ্যে ঐ নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিবর্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি ঐ নোটিশ অস্বীকারি কর্ম করিতে ক্রটি করিলে তাঁহার ১০২ দশ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশমত কর্ম করা না যায় তাহার দিন প্রতি তাঁহার ১২ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লহরা যাইবার সময় ভিন্ন সরকারী কোন স্থানে শূকর ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ দশ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড।

১৫। এখন যে পুকুরি, নদমা, জলপথ বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশ্যনরের অনুমতি দিয়া তাঁহাদের গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০২ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পার্শ্ব হইতে বা সরকারী কোন নদী হইতে খালের চাপড়া কি খাল কাটিবেন না বা মাটি বা ঘাস উচাড়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড।

১৭। মুন্সিপাল কমিশ্যনরের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশ্যনরেরা বেক্রমে আদেশ করেন তত্বে অন্যরূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাণ্ডার কি রাস্তার নিকটে গন্ধির বেলুন কি আভরণ কি আগ্নেয় অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ বিশ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড।

১৮। গাভ্রয়ান ভিন্ন আর এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গকরগাড়ী বাশ বেঁধাই করিয়া মুন্সিপালিটীর সীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—শ্রীযুত মেজেনেটে গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭১ সালের দফায় ২ আইনদ্বারা ও ১৮৮৪ সালের দফায় ১ আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের দফায় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কায্য নিষ্পাদনার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত স্বাক্ষরকর সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি অনুমোদন ও দৃঢ় করিলেন।

১৮৭১ সালের দফায় ৪ আইনের ৩৭ ধারামতে উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের দফায় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণার্থে সাহায্যার্থ রাণীগঞ্জ নগরের কমিটি নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সফল করণার্থে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাক্ষরকর সাহেবের সাহায্য করণার্থ রাজকীয় চারিজন কার্যকারকে ও যাহারা রাজকীয় কার্যকারক নহেন এমন চারিজনকে লইয়া কমিটি নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

২। রাজকীয় বোম বৎসরে যেহ ব্যক্তি কমিটির অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটির অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটির মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটির অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য্য চালাইবার বিধি।

৪। আইনের বিধান সকল করণকার্য্য মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সার্কেলের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে স্থানীয় কমিটি নিযুক্ত করেন তাঁহার প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ও ভিগার দেখিবার জন্য মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ রবিবার কি বন্দের দিন হইলে, তৎপশ্চাত্তম্য দিনে কাছারী খোলা হন সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মহকুমার কর্তৃপক্ষ মাসে মাসে অন্য কোন দিনে কমিটির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরুপণ হয় তাহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বরকে ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্ব্বে প্রায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তদুপায় অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটির সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটির সম্মুখে যে কোন নীতি বিষয় উপস্থিত করা যায় কমিটির অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে সেই নীতিই বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইলে মহকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে স্বাস্থ্যরক্ষক সার্কেল দ্বিতীয় মত নিতে পারিবেন।

৮। স্থায়ী পদোপলক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষক সার্কেল কমিটির সেক্রেটারী ও মহকুমার কর্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন। সেক্রেটারী একখানা বহী রাখিয়া তদুপায় প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ পরিবার বিধি।

৯। প্রতিবৎসর নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত জমা ও প্রস্তাবিত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমোদনার্থে অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটি গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাধীনে অনুমানপত্রের লিপিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসর ২ তারিখ সমালোচনপত্র কমিশ্যনর সার্কেলের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যক।

১১। বৎসরের মধ্যে এলাট্টা কি অন্য কোন সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আয়লাগন নিযুক্ত করা আশংক্য হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাশংক্য হইলে নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া গণ্য করা তা টাকার অনধিক পরিচয় হইবে।

১২। নগর সৌষ্ঠব ও পরিষ্কার করণের কি কার্য্য করা গিয়াছে তাহা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাঁহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবসানে কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা লিখিয়া মহকুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্যক্রমে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশ্যনর সার্কেলের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকটে পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৩। যে ব্যক্তি বাসিন্দা ভী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন, তিনি এই আইনের এককোড ও ১৪ ধারার নির্দিষ্ট এককোড ছাপা নোটিস আনাইয়া লইবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিত্রিত ফোর্ডপত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিস্ট্রারের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিত্রিত ফোর্ডপত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. .
 Proprietor (or Manager) A. B.
 Licensed to accommodate . Lodgers.

Signature.

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodgers.	Result of inspection.	Order by Magistrate or Health Officer.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 15th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confirm the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nassirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional bye-laws for the Nasirabad Municipality.

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the "course" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle, pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits, and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

১৫। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়াও তাহার মধ্যে কতজন বাতী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এইরূপ কথা উক্তার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট নিখিত হইয়া সেইরূপে লটকান থাকিবে ও সেই উক্তার স্বাক্ষরকক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

নোটিস পাঠবার পর লঙ্ঘন হইলে প্রতিদিন ২৯ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। স্বাক্ষরকক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ী বা হোটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক কএকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে লম্বা দেওয়া যাইবে। বাসাবাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে একরূপ একখান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্যপক্ষে আশ্রিত মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ফ্রেডপত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী
মালিক (বা কার্যাবধিক)
এত জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

নম্বর

ক, খ।

(স্বাক্ষর)

B চিহ্নিত ফ্রেডপত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিস্ট্রারের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী কার্যাবধিকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের ফল।	মাজিষ্ট্রেট বা স্বাক্ষরকক সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এন, কোর,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নসিরাবাদ মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে, জীবিত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ও আইনের ৩১৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি, উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশানরদের প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

নসিরাবাদ মুনিসিপালিটির অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশানরদের যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেন উক্তিম ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীর বাহিরের কোন্ স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশানরদের স্বত্ব করিয়া রাখিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৯ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী নদীমার কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের যে নদীমার সরকারী নদীমার পর্যন্ত যার তাহার দশ ফুটের মধ্যে কোন পাইখানা বা মূত্র ত্যাগের স্থান রাখিবেন বা রাখাইবেন না, কিম্বা ময়লা কি গর্জিত্র বা গোবর জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি “ঘোড়া দৌড়ের পথে” গবাদি, বাঘিরা দিলে বা গরুর গাড়ী চালাইলে তাহার ৫৯ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুনিসিপাল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা ইটরা যাইবার পথে কোন ঘোড়া, টাটু, গবাদি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আলাগা ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না; কি দিতে দিবেন না এবং কোন ব্যক্তি গবাদি, ঘোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য অসুসারকারী কোন বড় রাস্তা, বাঘিরা দিবেন বা চরিতে দিবেন না, বা রাখাইবেন না, কিম্বা আলাগা, যাইতে দিবেন বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫৯ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 17th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 78, Act V (B.C.) of 1876, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, in the district of Jessore, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the imposition by the Commissioners, under section 122 of the Act, of a tax on carriages, and on horses and other animals mentioned in the third schedule annexed to the Act, at rates not exceeding those specified in the said schedule. The Lieutenant-Governor also authorizes the levy by the Commissioners of the Kotechandpore Municipality, under section 131 of the said Act, of a fee on the registration, under section 133, of all carts kept or habitually used within the said municipality.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 17th May 1884.—In the exercise of the power vested in him by section 2, Act VIII (B.C.) of 1880, the Bengal Contagious Diseases (Animals) Act, the Lieutenant-Governor appoints Dr. J. W. Carlisle, M.R.C.V.S. & H.F.V.M.A., to be a Veterinary Surgeon for the purposes of the said Act in the town of Calcutta, *vice* Dr. F. F. Woolcott, deceased.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 18th May 1884.—It is hereby notified, under section 8, Act V (B.C.) of 1876, that in accordance with the recommendation of the local authorities, the Lieutenant-Governor intends to declare the town of Khulna, comprising the villages of Khulna with Koylaghat and Hilatola, Baniakhamar, Tootpara, Gobor Chaka with Sikhpara, Noornagur, Shibbati with Charabati, and Chota Boyra with Bariapara, in the district of Khulna, to be a second class municipality, with effect from the 1st July 1884, unless good reasons are shown to the contrary within one month from the date of the publication of this notification within the town.

The boundaries of the proposed municipality will be as follows:—

On the North.—The river Bhoyrub.

On the East.—The rivers Bhoyrub and Rupsa.

On the South.—The Matiakhali khal, Labanchora khal, Naoodarar khal, and the north of the river Moia.

On the West.—The south-east of Bara Boyra, Gawalpara, and Mufgunni.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 21st May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of [Government Gazette, 3rd June 1884.]

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের প্রত্যেক চালক সরকারী কোন পথ দিয়া সম্মুখে অন্য ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আসিতেছে দেখিলে তাহার নিকটে দিয়া যাইবার সময়ে আপন বামদিক দিয়া যাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৭ ছুই টাকা অর্থদণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া এবং যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশ্যনদের অরুরোধক্রমে তিনি, উক্ত কমিশ্যনদের দ্বারা উক্ত আইন সংযুক্ত তৃতীয় তফসীলের লিখিত গাড়ীর, ঘোড়ার ও অন্যান্য জন্তর উপর উক্ত আইনের ১২২ ধারামতে উক্ত তফসীলের নির্দিষ্ট চারের অনধিষ্ট চারে টাক্স ধার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন। উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুরগাড়ী রাখা যায় ও নিয়ত ব্যবহার হয় জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনদের দ্বারা উক্ত আইনের ১৩৩ ধারামতে তাহা রেজিটরী করিবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ১৩৪ ধারামতে ক্ষী আদায় করিবারও আদেশ করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৭ মে।—ডাক্তার এক্সফ্ ডেলকট সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশীয় (পশুদের) সংক্রামকরোগবিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ২ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের কার্য্যপক্ষে ডাক্তার জীয়ুত জে, ডবলিউ, কাল্লাইল, এম, আর, সি, বি, এম, ও এচ, এফ, বি, এম, এ, সাহেবকে কলিকাতা নগরে পশুদের চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৮ মে।—১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৮ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে খুলনানগরে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব খুলনা জিলার অন্তর্গত কয়লাঘাট ও হিলাটোলা সূক্ষ খুলনা, গ্রাম লইয়, খুলনা নগর ও বগিরা খানার, ভুতপাড়া, ও দিখপাড়া সূক্ষ গোবরচক, কুরনগর, ও চড়াবাটী সূক্ষ শিববাটী এবং বগিয়াপাড়া সূক্ষ ছোট বয়ড়া গ্রাম ১৮৮৪ সালের ১ জুলাই অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটী করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত মুনিসিপালিটীর এই সীমা হইবে।—

উত্তর সীমা।—ভৈরবনদ।

পূর্ব সীমা।—ভৈরব নদ ও রূপসা নদী।

দক্ষিণ সীমা।—মাটিয়াখালি খাল, লবণচোয়া খাল, নাউদরার খাল এবং মরিয়া নদীর উত্তরদিক।

পশ্চিম সীমা।—বড় বরারার দক্ষিণ পূর্বদিক, গোয়াপাড়া এবং মকগরি।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২১ মে।—সাধারণের অবগত্যার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, দার্জিলিং মুনিসিপালিটীতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত বিপক্ষ [গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Darjeeling, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th May 1884.—The declaration, dated the 24th March 1884, published at page 497, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 2nd April, for acquiring a plot of land in the town of Bhubuah, in the district of Shahabad, required for the establishment of a municipal market, is hereby cancelled.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 24th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred upon him by section 1 of the Bengal Vaccination Act, V (B.C.) of 1880, the Lieutenant-Governor intends to extend the provisions of the Act to the municipality of Durbhunga, unless good reasons be shown to the contrary within six weeks from the date of the publication of this notification within the above municipality.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 25th May 1884.—It is hereby notified for general information that the gentlemen named below have been elected to be Commissioners of the Krishnaghur Municipality, in the district of Nuddea:—

For Division No. II.

Baboo Nakulessur Banerjee.

For Division No. III.

Baboo Hari Mohun Meittra.

The following gentlemen have been re-elected Commissioners for the divisions of the town mentioned opposite their names:—

Baboo Abhoy Nunda Roy	For Division No. I.
Rai Jadu Nath Rai Bahadoor	For Division No. V.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 27th May 1884.—The Lieutenant-Governor sanctions the transfer of the under-mentioned villages from the jurisdiction of Thana Baduria in the Bassirhat sub-division to that of Thana Habra in the Baraset sub-division of the district of the 24-Pergunnahs, with effect from the 1st May 1884:—

No.	Name of Village.	Thak- bust number	Name of Pergunnah.
1	Gobardanga	113	Saestanagor.
	Gopur	111	Kooshda.
	Gandharipur	112	Ditto
	Khaturia	85	Amirpur
5	Khoord Shahpur	88	Kooshda.
	Haidadpur	104	Ditto
	Raghunathpur	42	Ditto
8	Boozerg Shahpur	105	Ditto

Note—In the above list the names given are those of the villages as demarcated and surveyed by the Revenue Survey Department, and as shown on their maps and records.

A. P. MacDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

কারণ মর্শিম না গেলে জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীন্দ ১০ কামান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ও আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করার কল্পনা করিয়াছেন।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সালের ২৪ মে।—মুন্সিপাল বাজার স্থাপন করণার্থে শাহসাদা জিলার অন্তর্গত দুবশা নগরে এক খণ্ড ভূমি যখন বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ২২ মার্চের যে বিজ্ঞাপন আছিল মাগেব চ ডারিসের বাজলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তাহা এতদ্বারা প্রতিক করা গেল।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সালের ২৪ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, আটতম মুন্সিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তাবিল অবধি ছয় মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ মর্শিম না গেলে জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবীন্দ ১০ কামান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ও আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করার কল্পনা করিয়াছেন।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮২ সালের ২১ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত মহালদাস নদী জিলার অন্তর্গত কুমারগর মুন্সিপালিটির কমিশনারের পক্ষে মনোনীত হইলেন।

১ নং খণ্ড।

২ নং খণ্ড।

জীয়ুত বাঃ জরিনোভন টেম্বল।

জীয়ুত বাঃ জরিনোভন টেম্বল।

নিম্নলিখিত মহালদাসে বা আপনঃ জায়ের পাশ্চলিখিত নগরের খণ্ডের কমিশনারের পক্ষে পুনর্বার মনোনীত হইলেন।

জীয়ুত বাঃ জরিনোভন টেম্বল

১ নং খণ্ড।

৩ নং খণ্ড।

২ নং খণ্ড।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮২ সালের ২১ মে।—জীয়ুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ২৪ পাবনা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত ক্ষমতায় ১৮৮২ সালের ১ মে প্রকাশিত বঙ্গীয় ও আইনের ১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের বিধান উক্ত মুন্সিপালিটিতে প্রচলিত করার কল্পনা করিয়াছেন।

নং	এমের নাম	খণ্ডের নং	পাবনার নং
১	গৌরভাঙ্গা	১১৩	মায়েস্তানগর।
	গুপ্তপুর	১১১	দুশদা।
	গজদাঁড়	১১২	এ
	শাটুরিয়া	৮৫	জামিরপুর।
২	কুদলাহাট	৮৮	কুদলা।
	টেকদাঁড়	১০৮	এ
	রঘুনাথপুর	৮২	এ
৩	বুড়ুগামাছপুর	১০৫	এ

মন্তব্য।—এতদ্বারা জরিনোভন টেম্বল কার্যকর করা হইল। ও জরিনোভন টেম্বল আপনাদের মানচিত্রে ও বিজ্ঞাপনে যে নাম দিয়াছেন তাহাও জরিনোভন টেম্বল দিয়াছেন।

এ. পি. মাকডেনল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ৩ জুন।]

DECLARATION.

The 24th May 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Chupra Municipality for a public purpose, viz. for a road for municipal carts in ward "Shahbazchuck," in the municipality of Chupra, in the district of Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land measuring about 16 dhoores, more or less, is required. It is bounded on the north by the house of one Kali Pershad; on the south by the house of one Shivrām Lal; on the east by land in the possession of Sita Koeri, and on the west by the Khanooah Nullah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

Dated 26th May 1884.

From—Bombay.

To—Calcutta.

From—General Secretary.

To—Bengal.

RESIDENT. Aden, telegraphs :—A telegram to the following effect has been received from British Consul at Alexandria. Telegram begins :—Cholera epidemic at Grand Aljeh, north-west district of Sumatra. Quarantine imposed against it in Egypt. Telegram ends. Quarantine imposed here against Sumatra.

A. P. MACDONNELL,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Second Publication.]

NOTIFICATION.

The 8th May 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, if no valid objections be raised within three weeks from this date, to approve of the following draft notification and rules.

DRAFT NOTIFICATION.

The Lieutenant-Governor is pleased to direct, under section 45 of the Indian Forest Act (VII of 1878), and in continuation of the notification of the 3rd November 1879, that the following shall be the areas, in the districts named within which all unmarked wood and timber shall be the property of Government unless, and until, any person establishes his right and title thereto under the provisions of the said Act and the rules made under it.

The following rivers in the districts of the Chittagong Hill Tracts and Chittagong together with their tributaries, so far as they flow through British territory—

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Fenny. | 9. Sungoo. |
| 2. Dhroong. | 10. Doloo. |
| 3. Haldah. | 11. Hangar. |
| 4. Kalapania. | 12. Tak, or Tonkawati. |
| 5. Sartah. | 13. Matamori, or Mamori. |
| 6. Ishamatti. | 14. Eadgong. |
| 7. Karnafulli. | 15. Bagkhali. |
| 8. Sylock. | 16. Rezoo. |

provided that, under the last clause of the said section 45, all pieces of timber measuring less than six feet in length, and three feet in girth, shall be exempted from the provisions of the said section.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২৪ মে।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত ছাপরা মুন্সিপালিটীর শাহবাজ চক পল্লীতে মুন্সিপাল গবর্নর গাড়ীর পথের জন্যে ছাপরা মুন্সিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকটে এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেই কার্যের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ১৬ ধূর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কালীপ্রসাদের বাড়ী, দক্ষিণ সীমা শিব-রাম লালের বাড়ী, পূর্ব সীমা সীতা গোরেরির দখলী জমি, এবং পশ্চিম সীমা খানুয়া নাল।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশে,
কলিকাতায়।

বোম্বাইর
সাধারণ লেক্টেটরী সার্ভেয়র টেলিগ্রাফ।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।

এদ্বারা রেজিডেন্ট সাহেব এই বলিয়া তারখোঁগে খবর দিয়াছেন।—নিম্নলিখিত মর্মে এক টেলিগ্রাম আলেকজান্দ্রিয়ায় ব্রিটিশ কন্সল সাহেবের স্থানে পাওয়া গিয়াছে “সুমান্দ্রার উত্তর পশ্চিম বিভাগে বড় আলজী নামক স্থানে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মিসরে ঐদিক্কে কারা-টাইন ধাওয়া করা গিয়াছে”—এখানে সুমান্দ্রার দিক্কে কারা টাইন ধাওয়া করা গিয়াছে।

এ, পি, মার্ডেনেল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত ।]
বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৮ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, অদ্যকার তারিখ অবধি তিন সপ্তাহের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি উপস্থিত করা না গেলে জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনের ও বিধির পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিবার কামনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।

জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারামতে এবং ১৮৭৯ সালের ৩ নবেম্বরের বিজ্ঞাপনানুসারে এই আজ্ঞা করিলেন যে, পশ্চাৎলিখিত জিলার অন্তর্গত যে২ স্থানের মধ্যে অচিহ্নিত কাঠের ও বাগদুরী কাঠের উপর কোন ব্যক্তি উক্ত আইনের ও তদনুসারে প্রণীত বিধির বিধানক্রমে আপন স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন না করিলে তাহা গবর্নমেন্টের সম্পত্তি হইবে, সেই২ স্থান নিম্নলিখিতমত হইবে।

চট্টগ্রামের গঙ্গাতীর প্রদেশ ও চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত নদী ও তৎপোষক নদী ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে দিয়া যত দূর পর্যন্ত যায় তত দূর।—

১। ফেনী।	৯। সঙ্গু।
২। শুল্ক।	১০। দলু।
৩। হলদা।	১১। হুঙ্গার।
৪। কালপানিয়া।	১২। তাকু বা তোকাবতী।
৫। মার্জা।	১৩। মাতামুড়ি বা মাঘোরি।
৬। ইচ্ছামতী।	১৪। ইদগোঙ্গ।
৭। কনফুলী।	১৫। বাঘখালী।
৮। টেলোকা।	১৬। রেজু।

কিন্তু ছয় ফুটের কম লম্বা ও তিন ফুটের কম বেড়ের সকল বাগদুরী কাঠখণ্ড উক্ত আইনের ৪৫ ধারার শেষ প্রকরণমতে উক্ত ধারার বিধানহইতে মুক্ত হইবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

DRIFT TIMBER RULES OF THE CHITTAGONG DISTRICT AND OF THE CHITTAGONG

HILL TRACTS

1. *Drift timber may be saved by any person.*—All pieces of timber measuring over six feet in length and three feet in girth, and all bamboos when floating in rafts or tied together in bundles found adrift, beached, stranded, or sunk within the areas of the districts of Chittagong and the Chittagong Hill Tracts to which the provisions of section 45 of the Indian Forest Act, VII of 1878, have been extended by the Government notification dated 1884, may be saved by any person.

2. *Timber to be taken to drift depôt.*—The saver shall deliver such timber and bamboos to the forest officer in charge of any duly notified drift timber depôt, or of any of the forest revenue stations which have been, or may hereafter be, notified, under the River Rules of the 17th October 1881, which said revenue stations shall be drift depôts under these rules. The drift depôts will be as follows, with effect from the 1st June 1884:—

No. of rule.	No.	Name and locality of depôt.
Penny	1	Penny revenue station at the Ardhghat
Dhooong	2	Dhooong ditto
	3	Pudicherry ditto
Haldah Kadapana Saurah	4	Haldah ditto
	5	Kadapana ditto
	6	Saurah ditto
Ishanattic	7	Ishanattic ditto
	8	Bajashal ditto
	9	Shalabkha ditto
Karnafall	10	Karnafall ditto at Chandraghona thana
	11	Ishanattic M. A. drift depôt (at the junction of the Karnafall and Ishanattic).
	12	Kamshighat drift depôt (on the Kadahar road).
	13	Chittagong ditto (at Chittagong timber depôt)
Sylhet	14	Sylhet revenue station
Sungoo	15	Sungoo ditto
	16	Dohazari drift depôt (at crossing of the Arakan road)
	17	Dohoo Mukh ditto (at junction of Sungoo and Dohoo rivers).
Dohoo	18	Dohoo revenue station
Hangar	19	Hangar ditto
Tak, or Tonkawati	20	Tonkawati ditto
Matamori or Manori	21	Matamori ditto (at Manikpar village)
	22	Chakana drift depôt (at Chakana thana).
	23	Harbang ditto (at junction of the Matamori and Harbang).
Eadgong	24	Eadgong revenue station (at Bhomoringhona village).
Baghbali	25	Baghbali ditto (at Ramoo thana).
Rezoo	26	Rezoo ditto

চট্টগ্রাম জিলার ও চট্টগ্রামের পার্শ্বতীর প্রদেশের ভাসিমা বাওয়া বাহাদুরী কাঠ
বিষয়ক বিধি।

১। ভাসিমান বাহাদুরী কাঠ কোন ব্যক্তির রক্ষা করিতে পারিবার কথা।—চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের পার্শ্বতীর প্রদেশ জিলার যে২ স্থানে ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৪৫ ধারার বিধান ১৮৮৪ সালের মাসের তারিখের গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচলিত করা গিয়াছে, সেই২ স্থানে লম্বা ছয় ফুটের ও বেড় তিন ফুটের অধিক সকল বাহাদুরী কাঠ এবং বাড়ি কি একত্র করিয়া বাঁধা সকল বাঁধ ভাসিমা গেলে, বা কুলে লাগিলে বা চড়ায় বাধিলে বা ডুবিয়া গেলে, কোন ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন।

২। বাহাদুরী কাঠ ভাসিমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজার লইয়া যাইবার কথা।—উপরোক্ত-
রূতে বিজ্ঞাপিত ভাসিমান বাহাদুরী কাঠ রাখিবার কোন আজার কথা ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের
মদী বিষয়ক বিধিতে বসের যে কোন রাজস্ব স্টেশন প্রকাশ করা গিয়াছে কি পরে প্রকাশ করা যাইবে
তাঁহার কার্যের অধক্ষতা ভারপ্রাপ্ত বসের কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষক ঐ বাহাদুরী কাঠ ও বাঁধ দিবেন। এই
বিধিতে উক্ত সকল রাজস্ব স্টেশন ভাসিমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজা হইবে। ১৮৮৪ সালের
১ জুন অবধি ভাসিমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার এই২ আজা হইবে,—

নদীর নাম।	নম্বর।	আজার নাম ও তাহা যে স্থানে আছে।
কেনী	১	আমলিয়াটে কেনী রাজস্ব স্টেশন।
এঙ্গ	২	এঙ্গ
	৩	ফটকচেরি
হলদা	৪	হলদা
কালাপানিয়া	৫	কালাপানিয়া
নার্ভা	৬	নার্ভা
ইচ্ছামতী	৭	ইচ্ছামতী রাজস্ব স্টেশন।
	৮	রাজাপাট
	৯	শিরালবকা
কর্ণফুলী	১০	চন্দ্রহোনা থানায় কর্ণফুলী
	১১	(কর্ণফুলী ও ইচ্ছামতীর সংযোগ স্থানে) ইচ্ছামতী মুখে ভাসিমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজা।
	১২	(কোদালপুর পথে) চকরিয়া ভাসিমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজা।
	১৩	(চট্টগ্রাম বাহাদুরী কাঠের আজায়) চট্টগ্রামে ভাসিমান কাঠাদি রাখিবার আজা।
সৈলোক	১৪	সৈলোক রাজস্ব স্টেশন।
সঙ্গু	১৫	সঙ্গু
	১৬	(আরাকান পথ পার হইবার স্থানে) দোহাজারী ভাসিমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজা।
	১৭	(সঙ্গু ও দলু নদীর সংযোগ স্থানে) দলুমুখ
দলু	১৮	দলু রাজস্ব স্টেশন।
হুজার	১৯	হুজার
ভাক বা ভোকাবতী	২০	ভোকাবতী
মাতামুড়ি বা মামোরি	২১	(মানিকপুর গ্রামে) মাতামুড়ি রাজস্ব স্টেশন।
	২২	(চকরিয়া থানায়) চকরিয়া ভাসিমান কাঠ প্রভৃতি রাখিবার আজা।
	২৩	(মাতামুড়ি ও হরবলের সংযোগ স্থানে) হরবল
ইদগোজ	২৪	(ভোকাবতিয়াথানা গ্রামে) ইদগোজ রাজস্ব স্টেশন।
বাহাখালী	২৫	(রামু থানায়) বাহাখালী
রেঙ্গু	২৬	রেঙ্গু রাজস্ব স্টেশন।

3. *Salvage fees.*—Any such person who shall have salvaged timber or bamboos as above enumerated under these rules, and taken the same to any drift timber depôt, shall be entitled to receive as salvage fees 50 per cent. of the value of such timber or bamboos calculated according to the table of values fixed for the time being under rule V of the Chittagong River Rules, published in the notification of the 17th October 1881, or such altered or amended notification as may hereafter be similarly published.

4. *Payments required when drift timber is shown to be the property of a claimant.*—No such timber or bamboos shall be delivered to any claimant who (under section 47 of the Forest Act) has been recognized to be the owner until, under section 50 of the said Act, such claimant shall have refunded to the forest officer the sum paid as salvage money, together with such other expenses as may be determined by the district forest officer.

5. *Salvaged timber, which may become vested in Government, to be sold by auction.*—All drift timber or bamboos salvaged under these rules, which may become vested in Government under section 48 of the Indian Forest Act, shall be sold by auction after two months from the expiry of the period fixed for the disposal of claims under section 46 of the said Act.

6. *Property marks.*—All property marks registered under rule VII of the Chittagong River Rules of the 17th October 1881 shall be held to be property marks establishing claim to drift timber salvaged under these rules.

7. *Penalty clause.*—Any person who shall infringe any provision of these rules shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

N. 2015A.

The 13th May 1884.—Baboo Gopal Chandra Banerjee, Munsif of Hajepore, Tirhoot, is appointed to be a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

Baboo Gopal Chandra Banerjee is also appointed to be Rent Suit Munsif of Bongong, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 25.

Baboo Sreenath Pal, Munsif of Bongong, Jessore, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Diamond Harbour.

Baboo Sreenath Pal is also appointed to be Rent Suit Munsif of Diamond Harbour, and is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs. 50.

Baboo Girendro Mohun Chuckerbutty, Munsif of Diamond Harbour, in the 24-Pergunnahs, is appointed to be a Munsif in the district of Nuddea, and to be ordinarily stationed at Kooshtea.

Baboo Upendro Nath Ghose, Munsif of Kooshtea, Nuddea, is appointed to be a Munsif in the district of Rajshahye, and to be ordinarily stationed at Maldah.

Baboo Karuna Dass Basu, Munsif of Maldah, Rajshahye, is appointed to be a Munsif in the district of the 24-Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Sealdah, during the absence, on deputation, of Mr. R. K. Sen, or until further orders.

[*Government Gazette, 3rd June, 1884.*]

৩। রক্ষার্থ কীর কথা।—এই বিধিক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পূর্বোক্তমতে বাহাদুরী কাঠ ও বাঁশ রক্ষা করিয়া ভাসমান বাহাদুরী কাঠের আচ্ছাদন লইয়া গিয়াছেন, তিনি ১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের বিজ্ঞাপনে কিম্বা ইহার পর তদ্রূপে প্রকাশিত পরিবর্তিত ও সংশোধিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত চট্টগ্রামের নদী বিষয়ক বিধির ৫ ধারামতে যে সময়ে যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার টেবিল অনুসারে বাহাদুরী কাঠের ও বাঁশের মূল্য ধরিয়া শতকরা ৫০৯ টাকার হিসাবে রক্ষার্থ ফী পাইবার আদান হইবে।

৪। ভাসমান বাহাদুরী কাঠ দাওয়ারদের সম্পত্তি কেথান গেল টাকা দিবার আদেশের কথা।—এনবিসয়ক আইনের ৪৭ ধারামতে কোন দাওয়ারদাকে স্থানীয় বনিয়াদ আদেশের ৪৮ ধারামতে রক্ষার্থ যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা শুদ্ধ ডিফ্রিক্ট বনের কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট অন্যান্য স্বরচ উক্ত আইনের ৫০ ধারামতে যাবৎ না দেন তাবৎ তাঁহাকে উক্ত বাহাদুরী কাঠ বা বাঁশ দেওয়া যাইবে না।

৫। রক্ষা করা যে বাহাদুরী কাঠ গবর্নমেন্টের প্রতি বর্ডে তাহা নীলাম বিক্রয় করিবার কথা।—এই বিধিতে ভাসমান সে সকল বাহাদুরী কাঠ বা বাঁশ ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক আইনের ৪৮ ধারামতে গবর্নমেন্টের প্রতি বর্ডে, উক্ত আইনের ৪৬ ধারামতে দাওয়ার সম্পত্তি করণার্থে যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত হইবার সময়াবধি দুই মাসের পর মেই সকল বাহাদুরী কাঠ বা বাঁশ নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

৬। সম্পত্তির চিহ্নের কথা।—১৮৮১ সালের ১৭ অক্টোবরের চট্টগ্রামের নদীবিষয়ক বিধির ৭ ধারামতে রেজিস্ট্রারী করা সম্পত্তির চিহ্ন এই বিধিতে রক্ষা করা ভাসমান বাহাদুরী কাঠের উপর দাওয়া স্থাপনাত সম্পত্তির চিহ্ন বনিয়া আদান হইবে।

৭। দণ্ড বিষয়ক প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি এই বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার ছয় মাসের অনধিক কাঃ কাঃ দণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকার পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে।

এ, পি. মাকডেনল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্টে।

২০১৫৮ নম্বর।

১৮৮১ সাল ১৩ মে।—ত্রিভুতের অন্তর্গত হাজিপুরের মুনসেফ জীবুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যশোর জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বনগাঁয়ে অবস্থাপিত হইবেন।

জীবুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁয়ে খাজনার মোকদ্দমা বিচার করণার্থে মুনসেফের পদেও নিযুক্ত হইবেন এবং ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৯ টাকার পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন।

যশোরের অন্তর্গত বনগাঁয়ের মুনসেফ জীবুত বাবু জৈনাথ পাল ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কলাগাছীতে অবস্থাপিত হইবেন।

জীবুত বাবু জৈনাথ পাল কলাগাছীতে খাজনার মোকদ্দমা বিচারার্থে মুনসেফের পদেও নিযুক্ত হইবেন ও ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৯ টাকার পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত কলাগাছীর মুনসেফ জীবুত বাবু গিরীশমোহন চক্রবর্তী নদীয়া জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ কুটায় অবস্থাপিত হইবেন।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুটায় মুনসেফ জীবুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ রাজশাহী জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ মালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

রাজকাছোপালকে জীবুত আর. কে. সেনের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আচ্ছাদন হয় রাজশাহীর অন্তর্গত মালদহের মুনসেফ জীবুত বাবু করুণাদাস বসু ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ শিমালদহে অবস্থাপিত হইবেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

Baboo Saroda Prosad Ghose is appointed to act as a Munsif in the district of Tirhoot, and to be ordinarily stationed at Hajepore, *vice* Baboo Gopal Chandra Banerjee, transferred.

In supersession of the order of the 28th April 1884, Baboo Purna Chandra Mitter is appointed to act as a Munsif in the district of Manbhoom, and to be ordinarily stationed at Barabazar.

Baboo Bani Madhub Roy, B.A., B.L., is appointed to act as a Munsif in the 24-Pergunnahs district, and to be ordinarily stationed at Barripore, during the absence, on leave, of Baboo Moti Lal Halidar, or until further orders.

The 16th May 1884.—Baboo Uma Nath Ghosal, B.L., is appointed to act as a Munsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Jhenidah, during the absence, on leave, of Baboo Srigopal Chatterjee, or until further orders.

The 20th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Baboo Bhobani Churn Mookerjee of his appointment of Honorary Magistrate for the Sudder Bench at Purneah.

ERRATUM.—*The 23rd May 1884.*—In the order of the 18th April 1884, published in the *Calcutta Gazette* of the 30th idem, vesting Mr. K. G. Gupta, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, with the powers under sections 110, 113 and 260 of the Code of Criminal Procedure, *for* section 113, *read* section 133.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 22nd May 1884.

No. 216.—*Notification.*—Mr. A. J. Hughes is, on return from privilege leave, appointed to be Executive Engineer of the Nuddea Rivers Division.

The 26th May 1884.

No. 217.—*Promotions.*—The Lieutenant-Governor is pleased to make the following promotions and reversions in the Engineer Establishment of the Public Works Department, in addition to those published in Bengal Government Notification No. 111, dated 25th February 1884:—

Name.	From	To	Date.	Nature of promotion.
Mr. A. S. Thomson...	Assistant Engineer, first grade, <i>sub. pro tem.</i>	Assistant Engineer, second grade.	24th Sept. 1883	Reversion.
„ A. S. Thomson...	Assistant Engineer, second grade.	Assistant Engineer, first grade.	1st Oct. 1883	<i>Sub. pro tem.</i>
„ A. H. Mason ...	Ditto ...	Ditto ...	21st Oct. 1883	Permanent.
„ F. Lepper ...	Ditto ...	Ditto ...	Ditto ...	<i>Sub. pro tem.</i>

No. 218.—*Leave*—Captain M. Laughton, R.E., Executive Engineer, third grade, *sub. pro tem* Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted one month's privilege leave, with effect from the afternoon of the 12th instant.

The 27th May 1884.

No. 219.—*Leave.*—Mr. H. F. B. Frost, Assistant Engineer, second grade, Arrah Division, is granted privilege leave for 15 days, under section 73, chapter V of the Civil Leave Code.

[*Government Gazette*, 3rd June 1884.]

শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে শ্রীযুত বাবু শারদা প্রসাদ ঘোষ ত্রিভুজ জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ হাজিপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সালের ২৮ আশ্বিনের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র বামকুম জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বড়বাজারে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু মতিলাল হালদারের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু বেনীমাধব রায়, বি, এ, ও নি, এল, ২৪ পরগনা জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বারুইপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ১১ মে।—শ্রীযুত বাবু শ্রীগোপাল চাটোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত বাবু উমানাথ ঘোষাল, বি, এল, যশোহর জিলার মুনসেফের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ সিনিদহে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮৪ সাল ২০ মে।—শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়, পুন্নিয়ার সদর বেঞ্চের অটোবনিক মাজিস্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা গৃহণ করিলেন।

অশুদ্ধশোধন।—১৮৮৪ সাল ২৩ মে।—কটকের একটি জাইন্ট মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি-কালেক্টর শ্রীযুত কে, জি, গুপ্তকে কোজদারী মোকদ্দমার কার্যাশ্রমালীবিষয়ক আইনের ১১০ ১১৩ ও ২৬০ ধারামত ক্ষমতা দেওন বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ১৮ আশ্বিনের যে আজ্ঞা মে মাসের ৬ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটে প্রকাশ করা গিয়াছে তাহাতে ১১৩ ধারার পরিবর্তে ১৩৩ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

এক, বি, পীকক,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ২২ মে।

২১৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত এ, কে, হিউজ সাহেব অনুগ্রহের ছুটি হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মদীয়ার মদী খণ্ডের একসেকিট ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৬ মে।

২১৭ নম্বর।—পদরক্ষি।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারির ১১১ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত কথার অতিরিক্ত পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার শিরোনামের নিম্নলিখিত পদরক্ষি ও পদে প্রত্যাগমন অনুমোদন করিলেন।

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদ রক্ষির তার।
শ্রীযুত এ, এল, ডামসন সাহেব...	কিরংকালীন স্থায়ী প্রথম শ্রেণীর আন্সিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের।	দ্বিতীয় শ্রেণীর আন্সিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৩ সাল ২৪ সেপ্টেম্বর	পদে প্রত্যাগমন।
.. এ, এল, ডামসন সাহেব...	দ্বিতীয় শ্রেণীর আন্সিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের।	প্রথম শ্রেণীর আন্সিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৩ সাল ১ অক্টোবর	কিরংকালীন স্থায়ী।
.. এ, এল, ডামসন সাহেব ...	এ	এ	১৮৮৩ সাল ২১ অক্টোবর	স্থায়ী।
.. এক, লেপ্পার সাহেব ...	এ	এ	এ	কিরংকালীন স্থায়ী।

২১৮ নম্বর।—ছুটি।—বারাণসী-কটক রেলওয়ে সরবরাহ কিরংকালীন স্থায়ী তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিট ইঞ্জিনিয়ার কাণ্ডান শ্রীযুত এম, লর্গান সাহেব, আর, ই, এই মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্ন অবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৭ মে।

২১৯ নম্বর।—ছুটি।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আন্সিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত এল, এক, বি, ক্রুস্ট সাহেব সিভিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারামতে পনের দিনের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 27th May 1884.

No. 220.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the site of a road cess inspection bungalow in the village of Ghogha, pergunnah Colgong, zillah Bhagulpore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 bigahs 6 cottahs 10 dhoors of standard measurement, bounded on the north by Ramsahai Sing's jote, east by the road to Ghogha on East Indian Railway Station, south by the East Indian Railway Station, and on the west by Sukh Lal Singh and Lalu Mondal's mangoe tope, is required within the aforesaid village of Ghogha.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

G. F. E. S. NEILL, *Major, M.S.C.,*
Under-Secretary to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

জাতীয় বস্ত্রাদি বিবরণক।

১৮৪৪ সাল ২৭ মে।

২২০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কাহালগাঁও পরগনার ঘোঁষা গ্রামে পথকরের ইনস্পেকশন বাজালা ঘর করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জিহুত সেক্টেমেণ্টে গবর্ণর সাহেবের মিনটে এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত ঘোঁষা গ্রামে কয়টিতে নু.মা.মিক ৩।১ কাঠা ১০ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রামসহায় সিংহের যোত, পূর্ব সীমা ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ঘোঁষা স্টেশন পর্যন্ত পথ, দক্ষিণ সীমা ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে স্টেশন, এবং পশ্চিম সীমা সুখলাল সিংহ ও লালু মণ্ডলের জাম্বু বাগান।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

জি,এফ,ই,এস,মীল,মেকর,এম.এস.সি,

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।



গবর্ণমেন্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন ।

পঞ্চম খণ্ড ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ।

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগ ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের জীয়ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮৪ সালের ৪ আশ্বিন তারিখে উক্ত মান্যবর সাহেব অনুমোদন করায়, তাহা ১৮৮৪ সালের ২ মে তারিখে মহাসভার জীয়ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্বারা প্রচারিত হইল ।

১৮৮৪ সালের ৫ আইন ।

“ ১৮৭৬ সালের কলিকাতার যুনিগিপল আইন সংগ্রহ ” নামক আইন আরো সংশোধন করণার্থ আইন ।

১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন সংশোধন করা হইবে । অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল ।

১ ধারা । এই আইন ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের সহিত পঠিত ও তাহার আইনের অর্থকরণের অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে ; এবং ইহা যে তারিখে জীয়ত

গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদন সহিত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা গাইবে, সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে ।

৩৩৪ ধারায় যোগ করি-
বাব কথা ।

২ ধারা । ৩৩৪ ধারার নিম্ন-
লিখিত কথাগুলি যোগ করিতে
হইবে ।

“ কিন্তু বঙ্গদেশের জীয়ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জীয়ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্বক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত আজ্ঞাদ্বারা প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে, ঐ সকল টাকা ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের চলিত মুদ্রার স্বণ লইতে হইবে । ”

মুদ্রণ ও ফণীলেন সং-
শোধনের কথা ।

৩ ধারা । সপ্তম তফসীলের
৫ পংক্তিতে “ টাকা ” শব্দ
উঠাইয়া দিতে হইবে ।

সি, এচ, রাইলী,

ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অফিসে সেক্রেটারী ।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M.A. AND B.L., Bengali Translator.

[গবর্ণমেন্ট । গেজেট । ১৮৮৪ । ৩ জুন ।]

Act No. V of 1884.



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 3, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ৩ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অক্টম খণ্ড।

ইন্ডিয়ার প্রভুতি।

LAND ADVERTISEMENT.

ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা জানাইতেছি যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন, ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৬৯ সালের ১১ আইন ৬ ধারার মধ্যস্থতায় নিম্নলিখিত তালুকা ১৮৬৮ ইং ২৫ কেজরারি পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড ও পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৬৮ ইং ১৬ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাঙ্গালা ও আশাঢ় রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সম ১৮৬৮ ইং তারিখ ৩ মে।

মহল নওয়াবাদ।

নম্বর নাকিল	নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকী।			মতব্য।
				রাজস্ব।	সেস।	রাজস্ব	সেস	মোট	
৭৭৩	৬৩১ ২০৫৭৮	ধানেন ফটীতছরি। মোজ কাঞ্চননগর নিং অখিল তালুক রণু নেব্যা।	চন্দ্র রায় গং।	৮৯০৬৮	১৪৮১১৬	৩৩৪৮	৪৯১১০	৩৮৩১১০	সম্পূর্ণ তালুকা নীলাম হ- ইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 3rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

নীলামের নোটিশ।

ঐস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা।

সম ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সম ১৮৬৮ সালের ২৮ মার্চ কিস্তীর বাকী বাবত ইংরাজি সম ১৮৬৮ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাঙ্গালা সম ১২৯১ সাল ১৪ আশাঢ় শুক্রবার ঐ জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজরে নীলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সম ১৮৬৮ সাল তারিখ ২৯ এপ্রিল।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য হওয়া মহাল।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাজলবাড়িয়া ওগররহ লিখিত মালিক

দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ১/০ টাকার মধ্যে

সম ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৫৮ ২ দশী ৮৪ × ১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্টে এজমালীতে দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ নামে ৮/১৪৮৭ দশী ১১/১৫৮৮১৮৮— আনার কাত সদর জমা ২৪৩১ ১০ টাকা তাহার সম ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সম ১৮৬৮ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬ ১/২ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল।

১৪৫ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনজুগলি ওগররহ লিখিত

মালিক কৈবল্যানাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা ... ২১১৯৬ ৮/৪ টাকার মধ্যে

সম ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৮৮৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্টে এজমালীতে কৈবল্যানাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১/১২ আনার কাত সদর জমা ২১১৯ ১/৮ টাকা তাহার সম ১২৯০ সালের লাং কালগুন কিস্তী সম ১৮৬৮ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১১/২১ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল—

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

১৪৭ নং পরগণে কলিকাতা কিং বেওতা ওগররহ লিখিত মালিক
টেকল্যানাথ বিধান ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৭৭ ১১/৯ টাকা মধ্য

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
একমালিতে টেকল্যানাথ বিধান ওগররহ নামে ১১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬/১০ ১১ টাকা
ভাটার সন ১২৯০ সালের ১৭ কাশিকুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার মা
হওয়াতে ৭৫৬/১৪ টাকা বাকী হওয়ার মীলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিং পরগণে বালিয়া তরক মজুবাটী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ সদর জমা মার পুলিশ থানাদারি ... ৮৭১৫/৩ টাকা মধ্য

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১/৬ ১১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
একমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১১১১ - আনার কাত সদর জমা মার পুলিশ
থানাদারি ৫৮১/১০ টাকা ভাটার সন ১২৯০ সালের ১৭ কাশিকুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদার বাদে ১২/১০ টাকা বাকী হওয়ার মীলামে ধরা গেল।

৪-৫-৪৪.

C. C. STEVENS, Collector.

খরিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা ঘাটা সকলকে জানান বাইতেছে যে জিলা
ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন
অনুসারে আদার হইবার বিধি আছে তাহা আদার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে একাধা
মীলামে নিম্নবর্ণে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ আপ্রিল।

তফসীল।

ক্রমিক নং।	পরি শ্রী	নং ১৮৮৪	নাম মহাল।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী কিং আমুয়ারি ১৮৮৪।	টেকিয়ত।
১৪৩	১৮৮৪	১৮৮৪	টামটা পুটীয়া জো- য়ার পং বরদাখাত হিং ১১১৩ - ক্রান্তি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মহেন্দ্র- চন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজ- নীকান্ত সেন। জিমতী উমাতারা জঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় গিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। জিমতী উমাতারা গুণী জঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় গিং মৃত কৃষ্ণমো- হন দেন সাং দারডা পং বরদাখাত থানে খোলা।	১৭০৮	৫৩৪	একাল থাকে যে এই মহালের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২২৯৩ টাকা ধার্য হইয়াছে এই জমা খরিদারির ১২৯১ সন হইতে দিতে হইবে।
১৪৩৩	৭০	১৮৮৪	ভিলচিঠা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ১১১৩ - ক্রান্তি।	দুর্গাচরণ দাস মজুমদার সাং নৈরাইর পং জিচাইল, রাধিকার রায় সাং চান্দ্রাই প্রকাশ্য আশ্রিতাবাদ কাশিকুন দে সাং তথা জিমতী জিমতি সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, অগবজু দাস সাং তথা বজচন্দ্র দাস সাং তথা দারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৫	২০৬/১০	

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

[গবর্ণমেন্টে মেজেষ্ট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা হুগলি।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার কাহারি কালেক্টরী জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান হইতেছে যে জিলা হুগলির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাদালা ১২৯১ সালের ৬ আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরী কাহারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ যে।

মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার বালিকের নাম।	সদর অমার তাইম।	বাকীর পরিমাণ।	টেকবিরত।
প্রথম প্রোগী ইন্ডিয়ান বন্দ- বস্তী মহাল।				
১০ মৌলভপুর পং পাড়া।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা- রাখা দিগর। বাদ গজাধর কর মোজা সিতলা তে- সামিল পটী বাগান ডাঙ্গা ও মির- পাড়া রকম ১২।। আদার সদর অমার বিঃ কুমারমারী দাসী ১৫।। বিঘা জমির অমার এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর অমার। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১১৩২২ ৪২৫০ ৫।০ ৪৮৫০		
১০ রাখাকান্দাটী পং পাড়া।	কছিমদী মিস্ত্রী দিগর ... বাদ হাজি আছালদী মিস্ত্রী ৫০৫১ বিঘা জমির অমার ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী কছিমদী মিস্ত্রী দিগর সদর অমার। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	৬২৪।।১১ ২৪৫০ ৫২৫৫/১১	১২২।।১১ ৪৬।।০	এই বাকীর অমার এই অংশ নী- লাম হইবে। এই বাকীর অমার এই অংশ নীলাম হইবে।
২৯ বসন্তপুর পং ভূরশীট।	সেখ হাকিমদীন আহম্মদ দিগর সদর অমার। এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী রকম ১।।০ আদাকে বোল আদা করিয়া তাহার রকম ১৪ আদার সদর অমার এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১১০৮১ ২৪২৪।।৬	৪২৯।।৬	এই বাকীর অমার এই অংশ নীলাম হইবেক
৩৫ মণ্ডলঘাট পং মণ্ডলঘাট।	দুর্গাচরণ লাহা দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ১১১৪ আদার সদর অমার এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	২২৩৭২৫/৫ ৩১৮০২/২	১২২৬৩২	এই বাকীর অমার এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৬৮ সাঁখধালি পং বালিয়া।	মলোহর মুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনোয়ার ইস্টেট গিরিজানাথ রায়চৌধুরী দিগর রকম ১২ আদার সদর অমার। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১০১৪৮ ১০১৪৫০	৫০	এই বাকীর অমার এই অংশ নী- লাম হইবেক।

ক্রমিক সংখ্যা	মহাল ও পর- গনার নাম ।	বাঁকীদার যোগিতের নাম ।	সদর জমার তাইন ।	বাঁকীর পরিমাণ ।	টেকিয়া ।
৫৫	এখম জেনী ইন্ডুয়ারি বন্দ- বস্তী মহাল । চাপাহাটি পং পাণ্ডুরা ।	যত্ননাথ ধল্যা দিগর ...	৫৮১০/২	৩৫১০	
৫৬	এ এ এ	যত্ননাথ ধল্যা দিগর ...	৬০৬১/২	১১৩১১৩	
৫৯	মাখালডিহি পং পাণ্ডুরা	সৈয়দ আবুল মজফর দিগর ... বাদ অভয়চরণ মন্ডী রকম ১২৪৬ আনার সদর জমা এঃ উপেক্ষানারায়ণ মন্ডী দিগর রকম ১২৪৬ আনার জমা বিঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । বাঁকী সৈয়দ আবুল মজফর দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	৭২২৫/১ ২১৪/০ ২১৪/০ ৪২৮০		
৬২	রায়জালাল পং মণ্ডলবাট ।	কানাইলাল শীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নারায়ণের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ১৫ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	১৯৩৭৪২১ ২৭২৫১১/০	২৩৯/০	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক । এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
৬৭	এ গুড়বাড়ী পং চৌমুহা ।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিরামপুর ২ মোজার যোলআনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	২৬৯৫৫৬ ৬৯২০৯	৪৭২০৯	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
৭৯	এ সেরপুর পং বালিয়া ।	সেখ কাদেরবকস দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নারায়ণের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ১১/ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে ।	১০৩৯১১/৯ ৫৮৪৫৬৬১	২০১৩১১/৯	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক ।
১১০	এ খালড় পং খালড় ।	রাণী লালমণি দিগর ... বাদ ললিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র- বালা দাসী রকম ৫০ আনার সদর জমা উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম ১০ আনার সদর জমা রাজা এখমনাথ রায় বাঁহাচর রকম ১০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে । বাঁকী রাণী লালমণি রকম ১০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই ।	১০৩৯০১১/৬ ৭৭৯৩ ৬৪৯১ ১২৯৮৫/০ ৯৭৪১০ ৬৫৯১৬	১৭১১১/৬	এই বাঁকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক ।

সহকারী নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাঁকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ডাইম।	বাঁকীর পরিমাণ।	টেকিয়ার।
১১৭	প্রথম প্রণী ই- সুয়রাবি বন্দ- বস্তী মহল। ব্রাহ্মহাট পং খোশালপুর।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ... বাদ আনন্দময়ী দেবী একজিকিউটর ইফেট বন্দাবমজার রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা। হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কিসমত নশিব পুর ও বৈদ্যবাটী ও অভিরামবাটী ভিন্ন মোজার রকম ১/১০ আনার মধ্যে ১/০ আনা সদর জমা। প্রসাদদাস গোস্বামী রকম ১৬১ = আনার জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭২৬৬৩ ২২৬৭০ ৮২১০ ১৫১১০ ৪৬০১/০ ২৬৫১১/৩	৩১০/০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৫৩	মল্লিকহাট পং বোর।	প্রসাদ দাস গোস্বামী দিগর ... বাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী প্রসাদদাস গোস্বামী দিগর রকম ৭০ আনা জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	২২৬৮২ ৭৪২৮ ২২২৬৮	১৬৯১/৮	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৫৯	চাতরাবাদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ... বাদ নামানন্দরী দেবী রকম ৭১৩ আনার সদর জমা। নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১১৮ আনা সদর জমা। দিননাথ চৌধুরী রকম ১২৭/০ আনা নার সদর জমা। কালকাল মুখোপাধ্যায় রকম ১৮১ আনার সদর জমা। কালিকানন্দ পাল দিগর রকম ১০৬ গণা সদর জমা। লালজী চৌধুরী, বাদে চাতরা বাসু- দেবপুর, বেলুড় ও মোজার রকম ১১৪১০ আনার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাঁকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৪০১/৫ ১৪৯১/০ ৬৬ ৫১৭০ ৮৮১/০ ৩১৭০ ১২৭৭০ ৫১৭ ১১৪১০ ২২৫১/৫	৭৭/০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
২০৩৪	মোদামি বন্দ- বস্ত। মুলতানপুর চর পং পাটমহল।	অমৃতলাল মেন দিগর ... বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ১১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২২২১/৩ ৪৬৪১/৬ ৪১৭৪১		

সদর- নাম।	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমা ডাইন।	বাকী পরিমাণ।	টেক্সিট।
২১৫৮	মোদামিবন্দবস্ত অনুর্কপুত চাক- রানপং সিংহর	বাকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ১১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর। বাম কানাইলাল শীল রকম ১১/১২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ১৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৩৪১/৬ রোড নং ৪১৬৪১ ৬৫৬১/৫ ৩৯৩৬/০ ১৩১১/০ ৫২৫০	২১০	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৩৬৩৩	প্রথম জেগী টে- জুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। ছুটীপুরের সা- মিল অমর- পুর পং ছুটী- পুর।	বাকী মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। যতনাথ ঘোষ দিগর ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণেন্দ্র দেব রায় ১০ আনাকে বোল আনা করিয়া তাহার রকম ১/৬১ = আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১৩১০৫ ৭০৬১৮ ৫৮৬০	৪২১০ ১৬৫০	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক। এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৩৬৩৭	এ জোলকুল পং ছুটীপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৫১০১৬৭	৯২৬০/৩	
৩৮৪৯	এ মামদপুরবাটে পং ছুটীপুর।	যতনাথ দে দিগর ... এই মহালের মধ্যে অবিশেষতঃ পাল রকম ১০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৩৬/৪১ ১৫৪১০	৩৯৭/৬	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৩৯৯০	মোদামিবন্দবস্ত হাওড়াচর পং বোর।	রাণী লালনমণি দিগর ... বাম ব্রজনাথ জামানি রকম ১/ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭৩৬৮১ ২২৭/০		
৪০৮৬	প্রথম জেগী টে- জুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। গোবিন্দপুর পং আহানাবাদ।	বাকী রাণী লালনমণি দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাগালগের তরফ শরতকুমারী দাসী।	৪৯৯০৮১ ১০৪০৭৭	৬২১৬৯ ৩৫৯৬৬৯	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৭৯১	মোদামিবন্দবস্ত গুণিগাড়াচর পং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেনেজার জানবে গিদিজা-নাথ রাওচৌধুরী দিগর। এই মহালের মধ্যে রকম ১৬ আনার মালিক দুর্গাচরণ সেন সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। রকম ১২ আনার মালিক অমৃতনাথ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭১৫৭ ৩০৬৭ ৭৪১০	৮ মার্চ কি- স্তুর বাকী ১০৪১০৩ ১২ আনুয়ারি কীস্তুর ৮৯১১/৬ ১৯৩৬৬৯ ২৮ মার্চ কীস্তুর ২৬/৯ ১২ আনুয়ারি ১২১৬৩ ৪৮১১০	এই অংশ ১৮৮৪। ২৪ মার্চ নীলাম হওয়ায় খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া অব- শিষ্ট টাকা না দেওয়ায় এ বার- নার টাকা জমা করা গিয়াছে তজ- না এ প্রথমখরি- দারের দায়িত্বে ও বুকিতে এই অংশ পুনরায় নীলাম হইবেক।

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইজারার দেওয়া যাঁইতেছে যে সম ১৮৬৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মোহাল সম ১২৯০ সালের লোকিতী কালগুনের বাকী রাজস্ব আদার জন্য সম ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সম ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার দিন। মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সম ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ জুলাই।

ক্রমিক নং।	মোহালের প্রকার।	ভৌমিক নং।	নাম মফোল ও পরগনা।	নাম ভানুকদার।	সদর সম।	টেকিয়ং।
১	অধম প্রের মোহাল	৪৪	তরফ কানুয়া পংচার- বকপুর।	কৃষ্ণকির রায় কল্যাণান্ত রায় গোপীকান্ত রায় প্রভা- বতী দাস। মাতা আনি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় মাঝালগ।	৩২৪৪১১	এই মোহাল মধ্যে প্রভাবতী দাস। ও কল্যাণান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১১০ আনা বাইদে কৃষ্ণকির রায় ও গোপীকান্ত রায়ের এজমালা অংশ ১১০ আনার কাজ সমর জমা ১৬৪৭/৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৬/০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	তরফ কানুয়া পংচার- বকপুর।	ঐ	৩২৪৪১১	এই মোহাল মধ্যে প্রভাবতী দাসার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা ও কৃষ্ণকির রায় গোপীকান্ত রায়ের এজমালা অংশ ১১০ আনা বাইদে কল্যাণান্ত রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনার কাজ সমর জমা ১২৩১১৭ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮৮/৩ টাকা।
৩	ঐ	৩৭	হুদা গোপালপুর পং- চালানী।	রায় মেতাবর্তীদ মোহাল বাহাদুর	১১৪২১০	রাজস্বর বাকী ৪৬০৫১১ টাকার জন্য সমর মোহাল নীলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২০	কিসমত মোজাপাড়া- ডুইশ পরগনে বাঁর- বক সিংহ।	হিরালাল চৌধুরী বাসনদাস চৌধুরী অধিনীতুমার মুন্ডকী বটুকনাথ মুন্ডকী বাসনদাস গোয়াসী।	৭৩৯৭১১	সরকারী বাকী রাজস্ব ৪৫/১০ টাকার জন্য সমর মোহাল নীলাম হইবেক।

ক্রমিক নং।	নামের প্রকার।	ভৌগিক নং।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ভানুসঙ্গার।	সময় সংখ্যা।	বৈশিষ্ট্য।
১	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৪৩৬	কিনমত পরগনাসহ আইরাপুত্র সাহাজাপুত্র।	বিপিনবিহারী নবীনবিহারী কৃষ্ণকিশোর মুন্সুফলাল রামচন্দ্র ভগবাবচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনচন্দ্র ললিত- নোহন বৈদ্যনাথ গুপ্তদাস লক্ষ্মনদাস গণেশচন্দ্র সত্যনাথরায় কুলদাসপ্রসাদ গোপেশ্বর সেন মনসম্বরী দাস। কামদাকিন্তর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৫১৭	এই মহাল মধ্যে মনসম্বরী দাসার ও কামনা দিক্তর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে গোপেশ্বর সেন দিগন্তের একমাত্রী অংশ ১১/১২ গোঁড়ার কাত সদর জমা ২০৯৪/১০ টাকা নীলান হইবেক রাজস্বের বাকী ৭২৬।১১
২	ঐ	৪৪১	কিনমত পরগনাসহ খালী পরগনাসহ খালী।	বীরচন্দ্র নন্দীকান্দিন্দ চৌধুরি শামসুদ্দৌ দাস। মোদামিনী দাসী কৃষ্ণমুন্দরী দাসী গঙ্গাধর চৌধুরী অনন্তম্বরী দাসী ব্রজম্বরী চৌধুরাণী।	৬৬৭৫০২	এই মহাল মধ্যে গঙ্গাধর বীরচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে শামসুন্দরী দাস। দিগন্তের এক- মাত্রী অংশ ৬/১১/০ কাত সদর জমা ৫৫৬।১১ টাকা নীলান হইবেক রাজস্বের বাকী ১১৩ আনা।
৩	ঐ	৫০৫	ডিহি আতাই পঃ সেরপুর।	চন্দ্রমহিনী দাস। থাকমণী দাস। আলি মাতা বিশেষ্বর যোষ প্রমথনাথ যোষ কার্তিকচন্দ্র যোষ গোপীন্দ্র- ম্বরী দাস।	৩৪৫২১১/- ১১ পুলিস ২৬।০৮ ৩৪৭৮৯৭	এই মহাল মধ্যে থাকমণি দাসী দিগন্তের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাদে চন্দ্রমহিনী দাসার এক- মাত্রী অংশ ১১০ আনার কাত সদর জমা ১৭২৬/০ টাকা ও পুলিস ১০৮ টাকা নীলান হইবেক। বাকী ... ৫৭৪০ পুলিস ... ৩১০ ৫৭৭১/০
৪	ঐ	৫০৬	কিং পঃ উজিরাদ পঃ উজিরাদ	ইন্দ্রলোকানন্দ রায় কটীকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য নরচন্দ্র ও বিভ্রাস পালচৌধুরী গোলাপমণি দেব। অগজ পঠিক লক্ষীমণি দেব। গোলচন্দ্র ভেওয়ারী দ্বারিকানাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১১৮০১/৬	এই মহাল মধ্যে দ্বারিকানাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৬৩ দস্তুরকাত সদর জমা ৪৭১/১০ টাকা নীলান হইবেক বাকী ২৮৭ টাকা।

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞপন প্রচার করা বাইততে যে এই খুলনায় জিলায় নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ১৩ জুন হোতাবেক ১৮৮১ সালের ১০ অক্টোবর তারিখ সোমবার এই কমিউটার কাছারিতে বিনা ওয়াকফের প্রকাশ্য নীতিতে ধরা যাইবে হাতি সন ১৮৮৪।

ক্রমিক নম্বর।	মহাল ও পঞ্চ- গনর নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর অর্থ।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর অর্থ।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগণে আগর- লাড়া নিম্নত আগরলাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৩৬১/৬	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে সত্তম হিসাবের ১ হি- স্যা। জেজেনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৮/ আদা।	১৩৫৬/২	৩৭
২৮	পঞ্চিলিকি বিং কেড়গাছ।	রাজমোহন রায় চৌধুরী দিগর।	৫৮০/৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮০/৪	১৭৩২/০৬
২৯	পঞ্চিলিকি বিং বিং মলিকানি	বৈদ্যনাথ মলিকানী দেবী দিগর।	৮২৭৫/১	৫ ...	৮২৭৫/১	১৩০৫/১
৩৪	পঞ্চিলিকি বিং গঙ্গাপুর।	মহেশনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	১২৬/৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন মোহনরকম ১/১২ গতা।	১২৬/০	৩০১১/১
৩৭	পঞ্চিলিকি বিং তালিমপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দি- গর।	৫০২/৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪/১	১১৩/৪
৭২	পঞ্চিলিকি বিং দাতিয়া।	জয়চন্দ্র রায় দিগর ...	৪৭৩২২/৬	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২/৬	১২০৫/২১
১০৮	পঞ্চিলিকি বিং বুড়িয়া।	বুড়ীচরণ লাহা দিগর ...	৫১১৫/১	৩ হিস্যা বুড়ীচরণ লাহা বুড়ীচরণ লাহা রকম ১/১২ গতা।	৫১১৫/০	৩৭/৫
১১১	পঞ্চিলিকি বিং কিহর।	মোহনাথ চন্দ্র চৌধুরী দিগর।	১১২১১/১	২ হিস্যা মোহনাথ চন্দ্র চৌধুরী রকম ১/৮৫৫ হিস্যা।	৫৮২১/৮	১১/০
১২৫	পঞ্চিলিকি বিং বৈকুণ্ঠ।	মোহনাথ চৌধুরী দিগর ...	৭১২১/১৫	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২১/১৫	৩০১৭/৫
১২৭	পঞ্চিলিকি বিং তালু।	জয়চন্দ্র রায় দিগর ...	১১২৪৩/৮	১ হিস্যা মেহেরউল্লাহ চৌধুরী দিগর রকম ১/৮৫৫/১১/১৫	৮৫৩১/৮	২৫৫/৭১
৫	৫	৫	৫	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারানুযায়ী সত্তম হিসাবের ২১ হিস্যারকম ১/১২ভিল কৈলাসচন্দ্র সরকার দিগর	২০৭	৭৮
১৩২	পঞ্চিলিকি বিং তালু।	বুড়ীচরণ লাহা দিগর ...	২০৩২২/৬	২ হিস্যা রকম ১০ আদা...	১০১৩১/২	৫৫৫
১৩৩	পঞ্চিলিকি বিং মলই।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৩৭২/১১	২ হিস্যা মোহনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	২২৩৭২/৬	৮৭১৫/৪
১৫২	পঞ্চিলিকি বিং কিরামতজা।	জুবনমোহন মজুমদার দিগর।	৫৪২৫/৮	১ হিস্যা জুবনমোহন মজুমদার রকম ১০ আদা।	১৩৭১/৫	৩১/০১১
১৬৬	পঞ্চিলিকি বিং ১৬৫ নং লাট অম্বুনিরমজান নগর।	জয়চন্দ্র সরকার দিগর ...	১৮৮৪/২	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪/২	১৪০০/৩
১২১	পঞ্চিলিকি বিং জয়চন্দ্র।	পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী দিগর।	৮২০/১০	৪ হিস্যা রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর লাই লাতিয়া।	৮২/৪	৩২৫/১১

KHOOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884,

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

F. H. BARROW,

Offg. Collector,

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাধারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৭২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালিকা ১৮৮৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকীপড়া রাজস্ব ও রোডছেহ ও পবলিকওয়ার্ক ছেহ আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮৮ ইং ৯ জুন মোতাবেক ১২৯১ বাজীলা ২৮ জৈষ্ঠ রোজ সোমবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবেক। ইতি সন ১৮৮৮ ইং তারিখ।

কাল্লাবাজার সব-ডিবিজনের এলাকাধীন।

ভৌমিক নম্বর।	ভালুকের নাম।	মালিকের নাম।	সবর জমা।		বাকী।		মোট।	মন্তব্য।
			রাজস্ব।	ছেহ।	রাজস্ব।	ছেহ।		
২০১ ২৫১	মৌজা ইননী খানে টেকনাক ভালুক নছরত আলি চৌঃ	খোদ ...	৮২৭/১০	২০৫৬	৪৩৮/৬	০	৪৩৮/৬	সম্পূর্ণ ভালুক নীলাম হইবে।
৪৪ ১৩৬১	মৌঃ টেকনাক খানে টেকনাক তাঃ জিমতী খাতি চৌঃ	খোদ ...	১২১৭৭	৭৯/০	৬:৩৭	২৩১/৬	৬৩৯/৬	ঐ
১৫৫ ১৩৮	মৌঃ রাজারকুল খানে রাফু ভালুক সেরমন্ত খাঁ	দেওয়ান বিবি ও মকবুল আলি গং।	১১০১/৬	১৫৮/১	৩০৩/৬	৪৪/৬	৩৪৭/৬	ঐ
২০৪ ৪৬৯	মৌঃ মিঠাছুরি খানে রাফু ইজারা জিমতী নতিকা খাঁতুন মাদানগের পক্ষে কাছাদ আলি খাঁ।	মিঃ আছাদ আলি খাঁ।	১১৮৩/০	১১৩/৬	৪২০৭	৩৭/৬	৪৫৭/৬	ঐ
২৯৯ ২৮৬	মৌঃ দারপাকিয়া খানে চকরিয়া তাঃ বিবি ইসত্রাক ...	মিঃ দেওয়ান আলি মদাগর।	৬৮৭/১/৩	২৯৪৭/	৪৩০৭	১৯৬/১	৬২৬/১০	ঐ
৩৩৪ ১৪৬০	মৌঃ পেকুরা খানে চকরিয়া ভালুক ফজল আলি ...	খোদ ...	২৫১২৭	১০৯/৬	২০৪২৭	৭২৫/৬	২১১৪৫/০	ঐ

C. A. SAMUELLS, Offg. Collector, Chittagong.

কালেক্টরী জিলা রংপুর ।

বাকীর কর্দ সন ১২৯০ সাল বাঙ্গালীর লাগাএদ কিন্তুী ফালগুন মৌতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএদ কিন্তুী ফেব্রুয়ারি তলবের ২৮ মার্চ স্বর্যাস্ত পর্যন্ত এবং তদপরে ভিন্ন ভিন্ন জিলার কালেক্টরীর হুকুমী দ্বারা আদায় হইয়া যাওয়া বাকী আছে তাহা ১৮৮৪ । ২১ জুন মৌতাবেক বাঙ্গালী ১২৯১ সাল ৮ আষাঢ় শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে নীলাম হইবেক, ইতি ।

ভৌজিব নম্বর ।	মহালের নাম ও পরগনা ।	মালিক ।	সদর জমা ।	বাকীর পরি- মাণ ।	মন্তব্য ।
৫৭	বড়াবাড়ী ও গয়রহমৌজ চাকলে কাছারি হাট ।	শ্যামকুমার দাস, বামাসুন্দরী দাস্যা কৃষ্ণমোহন চাকি ভারামণি দাস্যা চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫:১০	১৭১০	বামাসুন্দরী দাস্যার ১২৮৫৮৯ পাঁচ সদর অংশ অংশ তাহার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী ।
১৩৭	গামনগর মৌজা চাকলে কাছারি হাট	মৌদামিনী দাস্যা	১০৪১৫১	৪২৮১৪	
২২১	খোদমুরাদপুর ও গয়রহ মৌজা পং পএরাবন্দ	জানকিবল্লভ সেন, আছরা বেগম, রাহতমোহা ছায়ের খাতুন, ও ছরিয়ল আলম আবুল হোসেন চৌধুরী ওরফে ডোমা মিঞা ও দুল মিঞা ।	২৫০২৫১৫১	৫০০১৮৮	বাবু জানকিবল্লভ সেন- নের খরিদ ১০ আনা অংশ বাদ দেওয়া গেল । তাহার ক- তক হিসাব খোলা গিয়াছে ।
২২৩	খামার কুরনা ও গয়রহ পং পএরাবন্দ ।	গাজে এনাউল্লা চৌধুরী জহিরমোহা চৌধুরাণ মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী ।	২১০৫৫১১	১৮২ ১৯	খাজে এনাউল্লা চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক বাহার সদর জমা ১০২৬১.৬ পাঁচই অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী ।
২৪১	চক হুগাঁপু ও গয়রহ মৌজা পং সরহাট ।	গএরমোহা বিবি চৌধুরানী এনাউল্লা মিঞা হাউরানী বিবি চৌধুরানী, জনা ডুল্লা চৌধুরী খুসিরমোহা বিবি জডন বিবি চৌধু- রানী, গবর্ণমেন্টের পক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ লাহড়ী ম্যানজার নেহালউদ্দিন, মহম্মদ নেজামউদ্দিন মহা মদ চৌধুরী, আমিরমোহা বিবি শরৎ ও অলিঅছি পক্ষে আবদুললতিফ চৌধুরী নাবালগ ।	১৮২২৫১৮	১৪১১৮	গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে অংশ বাহার সদর জমা ৪৩১/৬ পাঁচ ও বাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বাদের অপরাপর অংশ বাকী ।
৬২৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষ্মী চৌধুরানী, ইলানচন্দ্র চৌ- ধুরী, ইচ্ছাময়ী চৌধুরানী ত্রৈলোক্যনাথ লাহড়ী ম্যানজার পক্ষে কোত্তর চন্দ্রকিশোর রায় নাবা- লগ, কামায়ী চৌধুরানী কুড়ান সরকার ।	৫২৮১৫১১	২০৫১৪	কুড়ান সরকারের নিজাংশ ১০ ভিন আনা ও অংশ বাকী

RUNGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collector.

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

জিলা দিনাজপুরের কালেক্টরী।

ইহার দ্বারা সনাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা দিনাজপুরের মধ্যস্থতী বিমুলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালিকজারী এবং অশাস্য দায়িত্ব চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রক্ষণের ব্যয় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় বিমিত ১৮৮৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে এ জিলায় কালেক্টর সাহেবের কাছাড়িতে বিদ্যমান ও প্রকাশ্য মীলামে ধরা যাইবে।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমাখার্য হওয়া মহাল।

সনদ ক্রমিক।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী নতুন মীলাম হইবেক।	মন্তব্য।
১৩০ নং	মৌজা চারখণ্ড, গরুরহ পরগণা মীলামবাড়ী।	কার্তায়দী দেব্যা জয়কিশোর চৌধু- রী প্রভৃতি।	১৬২১৬৬৬	২২২৬১	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।
২৩৭ নং	মৌজা দৌলতপুর গরুরহ পরগণা রাজমণ্ডার।	ভারকমাথ চৌধুরী, জয়মণ্ডারী চৌধু- রানী, অছি পক্ষে সোহমলাল চৌধু- রী প্রভৃতি।	৪৬৬০১১	৪৮০১৮	এই মহালের মধ্যে লালমোহন চৌধুরীর ৮০ আশা অংশ যাহার ৪৮২১/১০ আশা সদর জমা হয় তাহার হিসাব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারা- নুসারে পৃথক আছে তাহা বাদে বাকী ৮০ আশা অংশ যাহার ৪০৭৭৬০১ পাই সদর জমা হয় এ অংশ বাকী পড়ার তাহাই মীলাম হইবেক।
২৬৩ নং	মৌজা গোবিন্দ- পুর গরুরহ পত- গমে বোড়াঘাট	দীপমাথ মজুমদার ও গোলোকমাথ মজুমদার প্রভৃতি।	৬৭২১১৬০	২৫১৭	মৌজা কেশুল ও গোবিন্দপুর বাদে এই মহালের গোলোকমাথ মজুমদারের ৮-ক্রান্তি অংশ ১৮৭৬ সালের ৭ আইনের ৭০ ধারানুসারে হিসাব পৃথক হইয়া ৫১৩৮৫ পাই সদর জমা ধার্য আছে এ অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১/১	এ মত দীপমাথ মজুমদারের হিসাব পৃথক থাকার ৮-ক্রান্তি অংশের ৫১৩৮৫ পাই জমা ধার্য আছে এ অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
এ	এ	এ	এ	২৫১৬	এ মত কালীমুল্লারী দেবার ৮- ক্রান্তি অংশ পৃথক হিসাব হই- য়া ৫১৩৮৫ পাই জমা ধার্য আছে এ অংশ বাকী পড়ার মীলাম হইবেক।
৬৭৬ নং	মৌজা দাউদপুর গরুরহ পরগণা মীলামবাড়ী।	কাজী সর্কার রুজকাজ সর্কার প্রভৃতি।	৬৪৮০১১	১৫৭৭	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।
৮৬১ নং	মৌজা মাজরপুর গরুরহ পরগণা সভাঘ	ভাগিরথী চৌধুরানী	৬৬২১৬১	৪৬৪৭	পুরা মহাল মীলাম হইবেক।

DINAGEPORE COLLECTORATE,

The 6th May 1884.

A. C. TUTE,

Offg. Collector.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা বিরভূম।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার জিলা বিরভূম।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বিরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালের সাহেবের অধীনে থাকিবে এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিষিদ্ধ ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৫ আশ্বিন শুক্রবার দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২২ আশ্বিন

তফসীল

মহালের নাম।	পত্রগণা ও বাহালের নাম।	মালিকগণের নাম।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	বর্তব্য।
প্রথম ভাগ	১২ নং পং ইছাপুখু- রিয়। সামিল কুনেডাসহিরা।	সৈয়দমুহম্মদ বিবি সাং আনখুলা সৈয়দ মজফর হোসেন ও পীচু বিবি ও সেখ মাদার- বক্স ও সেখ এনাএতউল্লা সাং এই হরিশচন্দ্র ঘোষ ও পঞ্চানন ঘোষ সাং পীচুদুদী ও মনসুর আহম্মদ নাবালগের জমি আবদুল মাদুদ ওরফে তহু মিঞা সাং আনু- খুলা সেখ দরবেশ উল্লা সাং এই সেখ ফকির উল্লা ও আকবের বিবি সাং এই সাজেদরহমান সাং বেড়গ্রাম ও পুর্বেমোহনচন্দ্র সাং উনকুণ্ডা ও রজনী দাসা। অলি আজ তরফে নাবালগ পুত্র মনমোহনচন্দ্র সাং এই মবরুজ বিবি সাং আনখুলা ও সাজেদরহমান সাং বেড়গ্রাম গৌরমুন্দর পীড় ও নিতাইমুন্দর পীড় ও জৈধর চন্দ্র চন্দ্র সাং উনকুণ্ডা রজনী দাসা। অলি আজ তরফে নাবালগ পুত্র বিপিনবেরারী চন্দ্র সাং এই।	৩৬২৫৬৭ ইহার পৃথক হিসাব ২০ নং গৌরমুন্দর ও নিতাইমুন্দর পীড় ৩:৩১।১১ বাকী ... ২৫৬৪।০১	৩৭/২	এজমালি অংশ সদর জমা ২৫৬৪।১১ টাক। নীলাম হইবেক।
এ এ	১১ নং পং কুতুবপুর সামিল কেশবপুর। পং সাহাপুর।	মানমুহম্মদ দেবী সাং ডেজেরা ও বাসমতি দেবী অলি জানবে শশিনুশন সরকার নাবালগ সাং এই ভগবতী দেবী ও তারিনীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং এই বিশ্বেশ্বরী দেবী ও অগতেশ্বরী দেবী সাং এই ও ইশানচন্দ্র রায় সাং সাওতা। রাজা রামমুন্দর চক্রবর্তী বাহাদুর সাং হেতমপুর ও মহেশচন্দ্র মৌব ও দয়ালচন্দ্র সোম কালচাঁদ সোম সাং চুড়ী গণেশচন্দ্র সেন সাং কড়িয়া। সতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অচ্যুত মুখোপাধ্যায় ও কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের অলি নিতাইনী দেবী ও জৈধর রহমান।	৭৫৬ বাকী পৃথক হিঃ ২৪ নং রাজা রামমুন্দর চক্রবর্তী বাহাদুর ৫১।১১।১০ ১৮৭ নং দয়ালচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র সোম ৮৭২।১১/২ ১৪৫৪।৭ সেওয়ায় ... ২০৩৬/৫	৫৭/৩ ৫০৭।৪	সোল আনা মহাল নীলাম হইবেক। এজমালি সদর জমা ২০৩৬/৫ টাক। নীলাম হইবেক।

[PART VIII.

BEERBHOOM COLLECTORAT
The 17th May 1884.

W. FIDDIAN,
Offg. Collector.

বিজ্ঞাপন।

জিলা পাবনা।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালভের ১৮৮৩। ৮৪ সালের ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের দ্বারা প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধান আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোং ১২২১ সালের ১১ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে পাবনার কালেক্টরীর কাছারিতে প্রকাশ্য নীলামে নিরূপণে বিক্রয় হইবে ইতি ১৮৮৪। ৮ই মে :—

ক্রমিক সংখ্যা	নাম মহাল ও পর গনা	নাম মালিক	সদর জমা	বাকী	মন্তব্য
৬	ডিহি ফতেপুর পং ইশফাছা	মমমোহিনী দেব্যা ও কালিশঙ্কর সা- ম্মাল প্রভৃতি	২৭২০।/০ পুঃ ৩৩/০	১৬	এই মহালের ১৮৫৯।১১ আইন- মত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে মমমোহিনী দেব্যার ২৫৫।/০ পুঃ ৩৭/০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
৬	এ ...	এ ...	এ ...	২০০।/০ পুঃ ২৭	এই মহালের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিশঙ্কর সাম্মাল প্রভৃতির ৩৩১।/০ পুঃ ৩৭।/০ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২০১	ডিহি হাটশীরা পং কাটারমহাল	গোলোক বিহারী গুহ প্রভৃতি	১১৬৪।/০ পুঃ ১১।/০	৩১।/০ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে গোলোকবিহারী গুহ প্রভৃতির ৩৪৬।/০ পুঃ ৩৭।/০ আনা একমালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল এ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৪২	কিঃ ধুবিলা পং কাটারমহাল	রহিমদীন মুন্সী প্রভৃতি	৫৭১০।/০	২১।/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
২৮৫	কিং জাবড় কোল পং সোণা বাজু	কালিনারায়ণ চৌ- ধুরী নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতি	৭২৫৬।/০ পুঃ ৮০।/০	৪৭।/০ ০	এই মহালের ১৮৭৬।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে কালিনারায়ণ চৌধুরীর, ২৮।/০ পুঃ ১।/০ আনা জমার হিসাবে এই বাকীপড়ায় প্রথমত কেবল এই বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।
২৮৫	এ ...	এ ...	এ ...	১৫৭।/০ পুঃ ০	এই মহালের ১৮৫৯।১১ ও ১৮৭৬ ।৭ আইনমত হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে নৃত্যকালী দেব্যা প্রভৃতির ১৫৪৪।/০ আনা পুঃ ১৫।/০ আনা এক- মালী সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল এ বাকীপড়া অংশ নীলাম হইবেক যে অংশে বাকী পড়ে নাই তাহা নীলাম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া যাই- বেক ইতি।

C. W. BOLTON,
Offg. Collector.

জিলা রাজশাহি।—দাঁকী খাজানার আওতায় পড়ে।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সনের ১১ জানুয়ারি ৩ খ্রীস্টাব্দে জিলা রাজশাহির মধ্যবর্তি নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের আগস্ট মাসে তিনটি কেরকারি ভাটিখের আওতাধীন রাখা হইবে এবং অন্যান্য মাওরা চুক্তি আইন এবং আর্টিকেল অনুসারে দাঁকী রাজস্বের দায় আঁকার করা যাইতে পারে তাহা আঁকার নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক নম্বর ১২৯১ সালের ১৪ জানুয়ারি শুক্রবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও একোন্স নীলান্নে ধরা যাইবে।

তফসীল

ক্রমিক নম্বর।	মালিক মহাল ও পরগনা।	মালিক নাম।	মহাল জমা।	বে বা কীর জন্য নীলাম হইবে।	টেকিয়ায়।
১৮৫	তিহি মারুসা মোটক চক্রমনি রাই জমি অর্থাৎ পটক গোলাবলাল সিংহ রায় নাথ- বেড়াবাড়ি পং ম- হাঙ্গলপুর।	লগ, যে: এ গেনওয়াইস সাহেব, গিরিশচন্দ্র সত, অতিমা- সুন্দরী মাসা, অামাসুন্দরী বাই।	খাজানা ৪৭৭৩৫/ পুলিস ৩০৮০০ ৪৪০৪০০	৭১৬৮০ ৩৫৮০	মার পুলিস ৪৪০৪০/০ আনা সদর জমার তাহত লেখা দার তদ্বাধা বিশেষ নং ১ গিরিশচন্দ্র সত খাজানা ৫৮১০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫৮/০ আনা বিশেষ নং ২ অতিমাসুন্দরী মাসা খাজানা ৫৮১০ আনা পুলিস ৪/০ আনা একুনে ৫৮৫৮/০ আনা বিশেষ নং ৩ যে: এ গেনওয়াইস সাহেব খাজানা ১২০৪০ আনা পুলিস ৮/০ আনা একুনে ১২১১৮/০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইননত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ্বাধা অর্থাৎ একুনে ১২০৪০ আনা পুলিস ২০০৭/ আনা পুলিস ১০৫৮/০ আনা একুনে ২০২০৫৮/০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক। মোট সদর জমা ৩১৫১১৮/০ আনা তদ্বাধা বিশেষ নং ১ কুমার শশিচন্দ্রের দ্বারা ১৪৭০৫ ১৮/০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইননত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ্বাধা অর্থাৎ একুনে মালী অংশ সদর জমা ১৪৭০৫ ১৮/০ আনা বস্তু নীলাম হইবেক। মোট সদর জমা মার পুলিস ১৮২৮০ আনা তদ্বাধা বিশেষ নং ১ কুমার শশিচন্দ্রের দ্বারা খাজানা ২০৫৮ টোকা পুলিস ২/০ আনা একুনে ২১৪৮/০ আনা ১৮৫৯ সনের ১১ আইননত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ্বাধা অর্থাৎ একুনে ২০৫৮ টোকা খাজানা ২০৫৮ টোকা পুলিস ২/০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাম হইবেক।
২০৭	তিহি পং তাহরপুর	কুমার শশিচন্দ্রের দ্বারা, তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনজর পটক কুমার দিবেশ্বর ও কানিশ্বর রায়।	৩১৪১১৮/০	১০১৫৮/০	
২২৮	তিহি বাসুদেবপাড়া পং তেগাহি।	কুমার শশিচন্দ্রের দ্বারা, কুমার তারকেশ্বর রায়, হরগোবিন্দ বসু মেনজর পটক কুমার দিবেশ্বর ও কানিশ্বর রায়।	খাজানা ১৮১০৭ পুলিস ১৮৮০	১০ ০	

রাধাকান্ত তরুকার, মধুসূদন ভৌমিক, রাধাকৃষ্ণী ভূবন-
মোহিনী, ভীরামসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র ভাস্করদার, রাম-
কৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, লক্ষণচন্দ্র তরুকার, রামলাল তরুকার,
দিনবন্ধু সাহা, রোহিনীকান্ত তরুকার, রতিকান্ত তরু-
কার কার্যবাহকগণকে বিগীনবিহারী তরুকার, নন্দলাল
শ্যামচাঁদ সাহা।

গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে গহাপ্রসাদ মুকল, দুর্গামসুন্দরী দেবী
বক্তেশ্বরী দেবী, ভবনসুন্দরী দাসী, অলি অধ্যক্ষপক্ষে
অক্ষরচন্দ্র ও মতিশচন্দ্র সিংহ নাবালগান, মহারানী শিব-
শ্বরী দেবী, ৬ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাহিত হিম্মনি
দেবী, মুক্তেশ্বরী দেবী, শ্যামচাঁদ সর্কানন্দ সাহা, মোহা-
মিনী দেবী, ৬ রাধা চট্টোপাধ্যায়ী ঠাকুরের সেবাহিত গিরি-
ধর মোহেব স্বরং ও অধ্যক্ষপক্ষে জোড়ারাম মোহে, মিত্র-
গোপালচন্দ্রআলি স্বরং ও অলিপক্ষে এসময়কালি ওরফে
রমজান, জীবনমোহন ঠাকুরের সেবাহিত দেবী, তরুজ-
আলি, ভবনমোহন, তরুজুল্লাহ বিদ্যাগ, গরিব:হাসন চৌধুরী
শ্যামচাঁদ সাহা, হরিমোহন ঠাকুরের সেবাহিত স্বরং ও অলি-
পক্ষে মোহনকার চন্দ্রদীন মহাম্মদ ও আলমমোহন,
খাতুন ও মজিদমোহন খাতুন, উম্মদমোহন খাতুন
নাবালগ অমিনাচন্দ্র সিকান্দারের মাতা ও অলি দেব
কুমারি দাসী, হরমনি দাসী, মকিনাকুমারি দাসী
মোহনেশ্বর, বিমেশ্বর, জিনাথ, শ্যামচাঁদ সিকান্দার।

৮৫৪৮

৭১১০

খাঁজানা ৫৭৬০/
পুলিস ৪৮১০২৬/
৭

মোট সদর জমা ৮৫৪৮/০ আনা তথ্যে বিশেষ নং ১ মধু-
সূদন ভৌমিক সদর জমা ১১০১/০ আনা বিশেষ নং ২
রাধাকান্ত তরুকার ৮০৮ আনা ১৫৯৯ সনের ১১ আইনমত
হিসাব পৃথক হইয়াছে তদনুসারে অবশিষ্ট একমানী অংশ
৬১৪৮/০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাদ হইবেক।

মোট সদর জমা মাত্র পুলিস ৫৮০৮/০ আনা তথ্যে বিশেষ
নং ১ মহারানী শিবেশ্বরী দেবী সদর জমা খাঁজানা
৭৭৭১/০ আনা পুলিস ৬৮০ আনা একুশে ৭৪০১/০ আনা
বিশেষ নং ২ মিত্র মোহনচাঁদআলি স্বরং অলিঅধ্যক্ষপক্ষে
মিত্র এসদাদআলি ওরফে রমজান নাবালগ, জীবনমোহন
ওরফে চৌরমোহন নাবালগ, তরুজুল্লাহআলি ভবনমোহন
তরুজুল্লাহ বিদ্যাগ গরিব:হাসন চৌধুরী ছাতিমোহন চৌধু-
রানী রতনমনি দাসী হরমনি দাসী মকিনাকুমারি দাসী
মোহনেশ্বর সিকান্দার বিশেষ্বর সিকান্দার সেবকুমারি দাসী
অলিঅধ্যক্ষপক্ষে অমিনাচন্দ্র সিকান্দার, শ্যামচাঁদ সিকান্দার
জিনাথ সিকান্দার খাঁজানা ৬১০৮/০ আনা পুলিস ৫৮০ আনা
একুশ ৬৫৯৮/০ আনা বাক্য নং ৩ গোবিন্দপ্রসাদ ওরফে
গহাপ্রসাদ মুকল খাঁজানা ১০২৬/০ আনা পুলিস ১০১/০
আনা একুশ ১০১১১/০ আনা বিশেষ নং ৪ সাইদাএসাদ
মুকল খাঁজানা ১০১৫১০ আনা পুলিস ৮৮৮ আনা একুশে
১০৭৪৮/০ আনা বিশেষ নং ৫ বক্তেশ্বরী দেবী খাঁজানা
৫৩২১১/০ আনা পুলিস ৪৮ আনা একুশে ৫৩৭/০ আনা
বিশেষ নং ৬ শ্যামচাঁদ সর্কানন্দ সাহা খাঁজানা ১৬২১/০ আনা
পুলিস ১৮ আনা একুশে ১৬৪৮/০ আনা বিশেষ ৭ নং
৬ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাহিত হরিমনি দেবী খাঁজানা
১৪৮০ আনা পুলিস ৮/০ আনা একুশে ১৪১০ আনা ১৮৫৯
সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক করিয়াছে তদনুসারে
অবশিষ্ট একমানী অংশ খাঁজানা ১০১১/০ আনা পুলিস
৮/০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাদ হইবেক।

ক্রমিক নং :	নাম বহাল ও পরগণা।	নাম বাসিন্দা।	সরদার জমা।	বে বাকীর জমা নীলাম্বর	টেকসিয়ৎ।
২৬৭	ডিং পং দীঘা ...	কাশিচন্দ্র তালুকদার, ডাঃনকুচ চৌধুরী, কৈলাসেশ্বরী দেবী চৌধুরাণী, নাবালগ সৈয়দ আবদুল হেলামেদর মেনেকর বীরেশ্বর সেন, নাবালগ রাখালচাঁদ দুগড়ের অনি করমচাঁদ বাবু,	খাজানা ৪৪৭২১৬ পুলিস ১২৮ ৪৪৮৪১৬০	১১০১১৬০ ১৬০	মোট সরদার জমা মীর পুলিশ ৪৪৮৪১৬০ আনা তদ্ব্যধা বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ দুগড় অলি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় খাজানা ৫২১১৬০ আনা পুলিশ ১১৬০ আনা একুশে ৫২২৬০ আনা ১৮১২০ সরদার ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাঁহাই নীলাম্বর হইবেক।
২৬৯	ডিহি বেলমরিয়া পং দীঘা।	কুমার শশিশেখরেশ্বর ব্রায়, কুমার ডাঃকেতব ব্রায়, ব্র- গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেকরপক্ষে কুমার বিশেষ্বর ও কুমার কাশিম্বর ব্রায় নাবালগ, কৈলাসচন্দ্র ভৌমিক, উৎসবচন্দ্র, জানকিকান্ত বৈত্র, রক্ষাকর বৈত্র, সখিমুন্দরী দেবী, ঠাকুর দাস বৈত্র, তিকাকর ওরফে রামচরণ বৈত্র, চন্দ্রমণি দেবী, শ্যামাচরণ, বসন্তকুমার, দুর্গাকান্ত, রাখাকান্ত বৈত্র, রাস- বিহারি, বিপীনবিহারী, পরেশনারায়ণ চৌধুরী, রামলতা দেবী, রাখামুন্দরী, জুবনময়ী, তারামুন্দরী দাসী, গিরিশ- চন্দ্র তালুকদার, কুমার যোতিজ্ঞনারায়ণ ব্রায়, রামজর, রামলাল, রোহিনীকান্ত ওরফদার, রতিকান্ত ওরফদার, অলি পক্ষে বিপীনবিহারী ওরফদার, দক্ষিণামুন্দরী দেবী মাদরে ও অলিপক্ষে পাণ্ডুরিচরণ মজুমদার নাবালগ, জানদা, অবনিকুমার চৌধুরী অলি সুখদাঈসদ ও দুগা- কান্ত সেন, মহর্ষি দেবী, ভগবতী চৌধুরাণী, মনমোহিনী গুপ্তা।	১৮২৬৬০	৩৫১৬০	মোট সরদার জমা ১০৮২৬৬০ আনা তদ্ব্যধা বিশেষ নং ১ দক্ষিণামুন্দরী দেবী সরদার জমা ২২০১১৬০ আনা বিশেষ নং ২ কুমার শশিশেখরেশ্বর ব্রায় ১৩৫১৬ ১৮৫০ সরদার ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ্ব্যধা বিশেষ নং ৩ মন- মোহিনী গুপ্তা চৌধুরাণী মাদরে চিহ্নিত অধ্যক্ষ চৌধুরী নাবা- লগ সরদার জমা ৪২১০ আনা হিসাব পৃথক করা অংশ ও এজমালী অংশ সরদার জমা ৫৮৪৬০ আনা বস্ত্র নীলাম্বর হইবেক।
২৯৪	মৌজে সিংজমার ওগয়রহ পং বোন- গাঁও খালিসা।	ভগবতিচরণ বাবু, নাবালগ রাখালচরণ মওলের মাতা ও অলি শ্যামামুন্দরী বাগা, চন্দ্রকানিনী চৌধুরাণী, আনন্দ- মোহন বৈত্র।	খাজানা ১০৩৩১১৬০ পুলিস ১১৬০ ১০৪৪৬০	২০২৬০ ১১১৬০	মোট সরদার জমা মীর পুলিশ ১০৪৪৬০ আনা তদ্ব্যধা বিশেষ নং ১ শ্যামামুন্দরী দাসী অলি অলি অলি পক্ষে রাখালচরণ মওল খাজানা ২৫৮১৬০ আনা পুলিশ ২৬০ আনা ১৮৫২০ সরদার ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাঁহা ও এজমালী অংশ খাজানা ৭৭৫০ আনা পুলিশ ৮১৬০ আনা সমস্তই নীলাম্বর হইবেক।

২৯৬	কিং পঃ বোনগাঁও জায়গীর।	টেনরদা বিবি, নাবালগ রাখালচরণ মণ্ডলের মাথা ও আলি শ্যামাঙ্গল্য দাসী, দিনবন্ধু সান্দ্রী, আনন্দ মোহন ঠাকুর টেকনোসম্বরী দেবী, চৌধুরী, নাবালগ আবদুল হুসেইন মের মেনজর বীরেশ্বর সেন, করমচাঁদ হুগড় আলি অধ্যক্ষ- গকে রাখালচাঁদ হুগড় নাবালগ	খাজানা ১১০২৪০ পুলিস ১১০২০ ১১০২৮০	১১০২১১০ ১১০২০	মোট সমস্ত অর্থ মার পুলিস ১১০২৮০ আনা উদ্দেশ্যে বিশেষ নং ১ টেকনোসম্বরী দেবী, চৌধুরী খাজানা ১২০২১১০/০ আনা পুলিস ১২১১০ আনা একুনে ১২০২১১০ বিশেষ নং ২ টেকনোসম্বরী চৌধুরী খাজানা ১২০২১১০/০ আনা পুলিস ১২১১০ আনা একুনে ১২০২১১০ আনা বিশেষ নং ৩ বীরেশ্বর সেন মেনজরপক্ষে টেনরদা আবদুল হুসেইন খাজানা ১২০২৪০ পুলিস ১২১১০ আনা একুনে ১২০২৪০ টাকা বিশেষ নং ৪ আনন্দমোহন ঠাকুর ও দিনবন্ধু সান্দ্রী খাজানা ১২০২৮০ পুলিস ১২১১০ আনা একুনে ১২০২৮০ আনা ১২০২৮০ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদ- বাস্তব বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ হুগড় আলি অধ্যক্ষপক্ষে রাখালচাঁদ হুগড় খাজানা ১২০২১১০ আনা পুলিস ১২১১০/০ আনা একুনে ১২০২৮০ টাকা ১২০২৮০ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাহাও একত্রীকৃত অংশ খাজানা ১২০২৮১০ আনা পুলিস ১২১১০ আনা একুনে ১২০২৮১০ আনা সমস্ত অর্থ মার পুলিস হইবেক।
৩৯৭	তরক মহিব কুণ্ডী পঃ চান্দনাই।	হেলাজতুল্লা চৌধুরী, হেলাজতুল্লা চৌধুরী, কোন্দতুল্লা চৌধুরী, বিবি উল্লত কতেমা, টেনরদা মহম্মদ হোসেন, টেনরদ আতাউর হোসেন বিবি, আবেদজ্জেরা বিবি, আহমত- রেহা বিবি, আহিকতজ্জেরা আহি টেনরদা সাহা আবদুল্লা।	১২০২৮০	১২১১০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবেক।
৩৯৮	কিং পঃ জুজুরাপুর	মেঃ এগেন ওয়াইন, সাহেব, শ্যামাঙ্গল্য দাসী বাই, চন্দ্রমণি বাই, অহিলকেশোনাবাল বিহুয়ায়।	১২০২৮০	১২১১০	মোট সমস্ত অর্থ ১২০২৮০ আনা উদ্দেশ্যে বিশেষ নং ১ মে, এগেন, ওয়াইন, সাহেব সমস্ত অর্থ ১২১১০ আনা ১২০২৮০ সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবাস্তব এক- ত্রীকৃত নীলাম হইবেক।

ভৌতির সংখ্যা।	নাম মহাল ও গরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীরা অন্য নীলাম্বর।	বৈবরণ।
৪২২	সিদ্ধান্তত্ব তল্লা চাপীনা।	নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় হেনরুদ্রপণ্ডিত ৩ বামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রাক্ষারি, ৩ মদনমোহন ঠাকুর ও দাঁকা- বিহারী। ঠাকুরের সেবাইত মহন্ত কৃষ্ণানন্দ রায় গোবিন্দসী।	খ'জানা ১১৩২।০ পুলিস ৫।০	৩৬ ০	মোট সদর জমা ৩৩৭।/০ আনা তথ্যে ফিল্ড ৩১ নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় হেনরুদ্রপণ্ডিত ৩ বামচন্দ্র দেব ঠাকুর সেবাইত রাণী শুভদ্রাক্ষারি কুমারি খাজানা ৮১৬।০ আনা পুলিস ২।।/০ আনা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক হইয়াছে তদবোধে এজমালী অংশ খাজানা ৮১৬।০ আনা পুলিস ২।।/০ আনা একুনে ৮১৮।০ আনা সদর জমার বস্তু নীলাম্বর হইবেক।
৪৭৬	তরফ দক্ষিণ জোয়ার	নামগ অধিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও আনি দেব কুমারি দাঁসী, হিম্মতি, দক্ষিণাক্ষরী দাঁসী, মোহনেশ্বর, বিজেশ্বর, জিনাথ, শ্যামাচরণ সিকদার, গরিবুল্লা ওরফে গরিব হোসেন চৌধুরী, সাজানবেরা চৌধুরাণী, আতাউল- রেছা খাতুন, মহেশচন্দ্র ভৌমিক, জৈনচন্দ্র, রায়নর সিংহ বোয়, মাহাশয় নেকামল আলম, তামিজউদ্দীন মিক্রা, বির- মোনাহের আনি স্বয়ং আলিগঞ্জে এসদাদজালি জীবন- বেরা, কদিবেরা অরং মাতা ও আলিগঞ্জে টেনরদ সৈয়দ- দীন, উলকবেরা, মজিদবেরা ওয়েমবেরা।	২৭৮।৭	৫২২।৬	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম্বর হইবেক।

E. H. RUDDOCK,
Collector.

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদারের ১৮৮৪ ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোডসেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ রুহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
১৮২৩	খানে সাতকানিয়া মোজে নাকোরী মহল নয়াদ।								
	হাল তালুক রাজ- কুমার রায় পিং বিশ্বম্ভর রায় ও শ্রীমতী ব্রজ- শ্রী ৩৭ নব কুমার রায় সাং পারকোরী।	খোদহায় ...	১০১৭০০	৪৪১৬	১২৯০ বাং	১২৭১	০	১২৭১	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।
২০ ৪২০	খানে ঐ মোজে চামল মহল নয়াদ।								
	তালুক শ্রীমতী ও জমিদারী চৌধু- রীয়া।	কন্থাখোদহায় পিং জাকরজ গিমনী ও অবিদল আলম পিং মোলবী আবদুল অদুন সাং কালিপুর।	১১২০১০	১৭৬৬/৩	...	২২৪১	২২০৯	২৪৬০৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector

ইস্তাহারনামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদারের ১৮৮৩ ইং ২৬ ডিসেম্বর সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোডসেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১২৯১ বাং ২৭ আষাঢ় রোজ রুহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
১১০ ১৮৩০	খানে সাতকানিয়া মোজে গা- মাণী মহল নয়াদ।								
	হাল তালুক কুম- দাস ব্রহ্ম পিং গোপালদাস ব্রহ্ম সাং খিল- গাঁও।	খোদ।	৬১৪১/০	২৬৬/৩	১২৯০ বাং	১৮৫১	৮১৯	১২০১৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

জিলা বর্জমান ।

অমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান গাইতেছে যে জিলা বর্জমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আদালতে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১ । ২৪ আশ্বিন দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরদ্বন্দ্বিতাবে বিক্রয় হইবে । সম ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ যে ।

তফসীল ।

প্রথম শ্রেণীর ইস্তমুরারি জমা দার্য হওয়া মহাল ।

১৯ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গিধগ্রাম পরগণা আসাতিঃ মজলকোট পূর্বস্থলী আউরগ্রাম, কাটোয়া, মনুশ্বর ও গাঙ্গুড় মালিক জীজী৭ অন্নপূর্ণার সেবাত ভগবতিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনকড়ি দেবী জগজ মহেশ্বরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবাবলগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিমুদ্দিন মাতা হরমুন্দরী দেবী রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমনন বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমাত্মজ বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া ডিঃ জীরাগপুর ।

সদর জমা ৭৩১১১/৬১০ টাকা

বাকী ১১১১/০১ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত দায়কটী পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১৮১/৭ টাকা পরমাত্মজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১৮১/৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭/৭ টাকা নবাবলগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজমোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিমুদ্দিন মাতা হরমুন্দরী দেবী ১১১৮১/৭ টাকা ।

৬৩ নং ভৌজীভুক্ত মহাল পলগনা নিগর পরগণা বেঞা ভিদিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোরচন্দ্র ও নবাবলগ মনীন্দ্রনাথায় চন্দ্র অলিমুদ্দিন মাতা ও আশুগক্ষে স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, টেলোকায়া চন্দ্র সাঃ জীবাণী ডিঃ কাটোয়া হরেকটাদ গোলেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিদুর চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নবাবলগ আশুতোষ চন্দ্র জীহরিচরণ চন্দ্রের অলিমুদ্দিন মাতা জীমতা ভবতারিণী দেবী সাঃ জীবাণী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাঃ ঐ ।

সদর জমা ৭৪০০১/১১ টাকা

বাকী ৪১৮১/০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রনাথ ৯২১/৬ টাকা সদর জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৮৮ নং ভৌজীভুক্ত মহাল মজকুরি পরগণা মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মনুশ্বর ও ডিঃ গাঙ্গুড় মালিক ভোজনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বনোয়ারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিলমনি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারীদেবী, উমাভানাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মাতঙ্গিনী দেবী শরদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নিলমনি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেবী দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেবী, হুক্তকেশী দেবী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালিবিষ্ণু স্মারক ও শশিভূষণ মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, অক্ষয়কুমার চৌধুরী জীনাথ চৌধুরী, রামাননাথ চৌধুরী সাঃ চাঁপুনী ডিঃ কাটোয়া ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় সাঃ দাঁইকাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাঃ সিকিপুর ডিঃ কাটোয়া দিননাথ চৌধুরী সাঃ চাঁপুনী ডিঃ কাটোয়া ।

সদর জমা ১১২১০১ টাকা

বাকী ১৭১ আনা ।

এই মহালে মনিচন্দ্র ভট্টাচার্যর নামে ৪৬৬৯ টাকা জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৫১৭৪ নং ভৌজীভুক্ত মহাল সালকুনী পরগণা বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক নেথ অলিমুদ্দীন চাঃ সীকারপুর কেশরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ সালকুনী ডিঃ সাহেবগঞ্জ অধিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নবাবগের অলিমুদ্দিন কল্যাণী দেবী সাঃ ঐ জীজী৭ দুর্গা ঠাকুরানীর সেবাইত ঐশ্বরচন্দ্র রায় গোরাচাঁদ রায়, নিলমনি রায় সাঃ আরম্ভাচাঁদ ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবুল হক সাঃ ভিদিজান মজলকোট ।

সদর জমা ১৬৯০১১ টাকা ।

বাকী ১১৫৬৭১ টাকা ।

এই মহালে নিলমনি ও একটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ঐশ্বরচন্দ্র ও কেশরচন্দ্র রায় ৩০৩৬/২১ টাকা ঐশ্বরচন্দ্র ও গোরাচাঁদ রায় ১০৩৬/১১ টাকা ।

T. E. COXHEAD,

Collector.

NOTICE.

Notice is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhusan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor) Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1384, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

শ্রীমতি গিরিজামনি দেবী।

শ্রীমতি ব্রজমুন্দরি দেবী।

(12—3)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিন্‌কোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে, গবর্ণমেন্ট কর্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টিন ৪।।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টিন ৮।।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টিন ১৬।।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টিন ৫।।০ টাকা; ৮ আউন্স টিন ১০।।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টিন ২০।।০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টিনে ১।।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টিনে ৫০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

জ্বরনাশক দানাবাক্সা সিন্‌কোনা

লাল সিন্‌কোনা ছাল হইতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হুতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা নানা বান্ধে না, এরূপ সামান্য জ্বরনাশক সিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে দিয়া ২৪।।০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২।।০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাইতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত ৫০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

••• The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dhurrumtollah Street, Calcutta.

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ৩ জুন।]

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., I.L.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রাণে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিফার-আট-লী ও জিজিরতীর বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্জমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট-কমিশ্যনের ম্যম্বর, ইন্ড টেম্পলের ব্রিযুত সি, ডি, ফিল্ড. এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের ব্রিযুত লেণ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসনামলীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিবরক আইন সংগ্রহ।

একত খানি পুস্তকের মূল্য ৫. পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একত খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বস্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া বাইতে পারে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mofussil.			Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—						
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under
with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.						
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাক্সালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত
 দ্বারা প্রদর্শিত হইবে :—

মকঃসলে ।

			টাকা
সম্পূর্ণ গেজেট	...	৫৫সর	১৫৭
ডাকমাশুল	...	"	২১।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (বাহাডে ভারতবর্ষের ও বঙ্গ- দেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	...	"	৪৭
ডাকমাশুল	...	"	১৭
সম্পূর্ণ এক খণ্ড গেজেটের মূল্য	...		১০
ডাকমাশুল	...		১০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)	...		১০ ৪ পৃষ্ঠার উপর বড় অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা ।
ডাকমাশুল	...		১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মকঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এম. বেকার,
 বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটী ছোট সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengales Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
 Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 12th December 1882.

NOTE—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half "	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ৩ জুন ।]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আদেশপত্রাতিরিক্ত এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটে ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানার কোন কর্ম করাইতে চাহিলে ভিন্নমিত্র নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্ট্যান্টের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কন্ট বাদ দিবার জন্য টাকার উপর আর ১০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বস্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

বৃত্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই :—				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা এক বার প্রকাশ করণের	২০৯
আধ পৃষ্ঠা " " "	১০৯
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক বার পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকাৰ্য্যোগলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট টৌনহালের হাডারস্‌হিড বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কাধাবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিং কোম্পানির বাণীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[Government Gazette, 3rd June 1884.]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল বন্দাগারে গবর্ণমেন্টের জন্য জীবুত এডউইন বরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 414—30-5-84—800



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

CONTENTS.

CONTENTS.	PAGE.	নিবন্ধ।	পৃষ্ঠা।
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India...	Nil.	প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	বাই।
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal ...	611—641	দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন ...	৬১১—৬৪১
PART III.—Acts of the Legislative Council of India ...	Nil.	তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	বাই।
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India ...	Nil.	চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART V.—Acts of the Bengal Council ...	Nil.	পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন ...	বাই।
PART VI.—Bills of the Bengal Council ...	Nil.	ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি ...	বাই।
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue ...	Nil.	সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র ...	বাই।
PART VIII.—Advertisements ...	595—636	অষ্টম খণ্ড।—ইশতিহার প্রভৃতি ...	৫৯৫—৬৩৬
SUPPLEMENT ...	Nil.	পরিমিত গবর্ণমেন্ট গেজেট ...	বাই।

PART II.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের নির্দেশ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No. 2030A.

GENERAL—*The 27th May 1884.*—Baboo Poorno Chunder Bysack, Temporary Sub-Deputy Collector, Narail, Jessore, is allowed leave for two and half months, viz., one month under section 138, rule 1, chapter X of the Civil Leave Code, and one and half months under section 134 of the Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 7th February last.

Baboo Ashootosh Mookerjee is appointed to act as Sub-Deputy Collector of Narail, in Jessore, during the absence, on leave, of Babu Poorno Chunder Bysack, or until further orders.

The 28th May 1884.—Baboo Ganendra Nath Pal, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Noakhally, is allowed leave for three months, under rule 2, section 138, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

The 30th May 1884.—Mr. T. L. L. Jenkins, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Buxar, Shahabad, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that Sub-Division.

Moulvie Sujat Ali Ahmed, Sub-Deputy Collector, Tumlook, Midnapore, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Moulvie Abdool Huq, temporary Sub-Deputy Collector, Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

Baboo Hurry Podo Ghose, temporary Sub-Deputy Collector, Chittagong Hill Tracts, is promoted temporarily to the third grade of Sub-Deputy Collectors.

The 31st May 1884.—The following Sub-Divisional Officers are authorized to exercise the powers of a Collector under section 3 of the Land Improvement Act (XXVI) of 1871 in the Sonthal Pergunnahs:—

Mr. W. M. Smith.		Mr. E. B. Harris.		Mr. J. A. Craven.
„ S. S. Jones.		„ F. Grant.		„ E. McL. Smith.

The 2nd June 1884.—Mr. J. C. Lloyd, Sub-Deputy Collector, Bogra, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district.

Baboo Nowrungi Lall, Sub-Deputy Collector, Durbhanga, is appointed to act as a special Deputy Collector for employment under the Public Works Department, Railway Branch, of this Government, in acquiring lands for the Chupra division of the Patna-Beraitch Railway, during the absence, on leave, of Babu Radha Shyam Sing, or until further orders.

Baboo Nowrungi Lall is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in the district of Sarun.

Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is allowed furlough for six months under section 50, chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 4th June 1884.—Baboo Poorna Chunder Chatterjee, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore, is allowed leave for one month, under rule 2, section 138, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may be relieved.

Moulvie Abdool Ghuffoor, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is transferred to Midnapore, and is posted to the sudder station of that district, during the absence, on leave, of Baboo Poorna Chunder Chatterjee, or until further orders.

The 5th June 1884.—Mr. F. F. Handley, Officiating Inspector-General of Registration, is appointed to act as District and Sessions Judge of Rajshabye during the absence, on deputation, of Mr. J. B. Worgan, or until further orders.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

বঙ্গদেশের জীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবের আদেশ।

২০৩০ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—গলোহরের অন্তর্গত মড়াইলের কিয়েকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাক গত পেত্রয়ারি মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটি পান তদতি-রিক্ত আড়াই মাসের ছুটি পাঠলেন, অর্থাৎ সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ও উক্ত বিধির ১৩৪ ধারামতে ষেড় মাসের ছুটি পাইলেন।

জীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাকের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জীযুত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গলোহরের অন্তর্গত মড়াইলের সব-ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২৮ মে।—মণ্ডরাগালীর একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল অন্যর প্রতি কর্মের ভারপাল করিবার ভার অধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—শাহাবাদের অন্তর্গত বঙ্গারের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত টি, এল, এল, জেন্‌কিন্স সাহেব উক্ত মহকুমায় ১৭০ মাসের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমবুকের সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মোলবী সজ্জাত আলি আহম্মদ কিয়েকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

বগুড়ার কিয়েকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মোলবী আবদুল হক কিয়েকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশের কিয়েকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু হরিগদ ঘোষ কিয়েকালের নিমিত্তে সব-ডেপুটী কালেক্টরদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—নিম্নলিখিত মহকুমার কর্তৃপক্ষেরা ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ ১৮৭১ সালের ২১ আইনের ৩ ধারামতে সাঁওতাল পরগনায় কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কর্ম করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

জীযুত ডব্লিউ, ডব্লিউ, শিয়া সাহেব।

„ এস, এস, জোন্স সাহেব।

„ ই, বি, হারিস সাহেব।

জীযুত এক, এন্ট সাহেব।

„ জে, এ, ক্রাবেল সাহেব।

„ ই, মকলিন্থ সাহেব।

১৮৮৪ সাল ১ জুন।—বগুড়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত জে, সি, লয়ড সাহেব উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

জীযুত বাবু রাগনাশাম সিংহের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দারভঙ্গার সব-ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু নবরঙ্গী লাল পাটনা-বাইরেচ রেলওয়ের ছাঁড়া খণ্ডের জন্য ভূমিগ্রহণ করিবার নিমিত্ত এই গবর্নমেন্টের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টের রেলওয়ে শাখার অধীনে নিযুক্ত হইবারে বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জীযুত বাবু নবরঙ্গী লাল সারণ জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত জি, ই, ম্যানিটি সাহেব এই মাসের ১০ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য-কারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারামতে ছয় মাসের নিরমিত ছুটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—মেদিনীপুরের কিয়েকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অন্যর প্রতি কর্মের ভারপাল করিবার ভার অধি সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৮ ধারার ২ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটি পাইলেন।

জীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছুটি প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জীযুত মোলবী আবদুল গফুর মেদিনীপুরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর কোর্তায় অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—রাজকাপোপলক্ষে জীযুত জে, বি, ওয়ার্লন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রেজিষ্টারী করণ কার্যের একটিং ইম্পেক্টর জেনারেল জীযুত এক, এক হাওলা সাহেব রাজশাহীর ডিষ্ট্রিক্ট ও মেনন অজের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১১ জুন।]

In modification of the order of the 16th April last, Baboo Gunga Narain Roy, M.A., temporary Sub-Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act until further orders as a Deputy Magistrate and Deputy Collector, and is posted to the sudder station of that district with effect from the 16th April 1884.

The 7th June 1884.—Mr. G. E. Manisty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, acted as Magistrate and Collector of that district from the 11th April to the 12th May 1884.

The 9th June 1884.—Mr. G. J. B. T. Dalton, Officiating Deputy Commissioner, Julpi-goree, is appointed to act until further orders in the first grade of Deputy Commissioners, with effect from the 1st April 1884, *vice* Colonel B. W. D. Morton, on leave.

Baboo Medni Prosad Sing, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna, is transferred to Purnea and is posted to the sudder station of that district.

Baboo Ram Anugrah Narayan Singh, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to have charge of the Sasseram sub-division of that district during the absence, on deputation, of Mr. C. P. Caspersz, or until further orders.

REGISTRATION.—*The 5th June 1884.*—Mr. A. W. Paul, Joint Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is appointed to act as Inspector-General of Registration during the absence, on leave, of Mr. J. A. Bourdillon, or until further orders.

EDUCATION.—*The 28th May 1884.*—In supersession of all previous orders, the following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Bhagulpore:—

The Commissioner of the Bhagulpore Division	...	} <i>Ex-officio.</i>
„ Magistrate of Bhagulpore.	...	
„ Joint-Magistrate of ditto	...	
„ District Judge of ditto	...	
„ Inspector of Schools, Behar Circle	...	
„ Assistant-Inspector of Schools, Bhagulpore Division	...	
„ First Subordinate Judge, Bhagulpore	...	
„ Second ditto	...	
„ Senior Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore	...	
„ Deputy-Inspector of Schools, Bhagulpore	...	
„ Head Master, Bhagulpore zillah school	...	

Baboo Brojo Mohun Thakur, Zemindar.

„ Hari Mohun Thakur, ditto.

Moulvie Syed Mahomed Ali, Sub-Registrar.

Mr. B. D. Bose, Barrister-at-Law.

Baboo Surja Narain Singh, B.L., Pleader.

„ Shib Chandra Banerji, B.L., ditto.

„ Shoshee Bhusan Mukherji, B.L., ditto.

„ Tarini Prosad, ditto.

„ Nibaran Chander Mukherji, M.A., B.L., ditto.

„ Akhileswar Prasad, B.L., ditto.

„ Chandra Sekhur Sircar, M.A., B.L., ditto.

„ Charu Chandra Mittra, B.L., ditto.

„ Kirti Chunder Chatterji, B.L., ditto.

Moulvie Ali Ahmed, B.L., ditto.

„ Abdul Gaffer, ditto.

„ Shujaet Ali Khan, Zemindar.

Baboo Bramha Nath Sen, manager, Bunelee Raj.

„ Saroda Prosad Chatterji, Personal Assistant to the Commissioner.

Baboo Saroda Prosad Chatterji is also appointed to be Secretary to the above Committee.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

গত ১৬ আশ্বিনের আজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। নদীয়ার ক্রিয়াকলাপ সব-
ডেপুটী কালেক্টর জি. ব. গুপ্তার দ্বারা, এম. এ. যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী মাজিস্ট্রেট
ও ডেপুটী-কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮৪ সালের ১৬ আশ্বিন অবধি এই জিলার সদর মোকামে
অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—ময়মনসিংহের একটি ডাইট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর জি. ই.
মাজিস্ট্রেট সাহেব ১৮৮৪ সালের ১১ আশ্বিন অবধি ১২ মে পর্যন্ত উক্ত জিলার মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের
কর্ম করিয়াছেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—কর্নেল জি. বি. ডবলিউ. ডি. মর্টন সাহেব দুই সপ্তাহে জনপাইন্ডির
একটি ডেপুটী কমিশনার জি. জে. বি. টি. ডালটন সাহেব ১৮৮৪ সালের ১ আশ্বিন অবধি যাবৎ
অন্য আজ্ঞা না হয় ডেপুটী কমিশনারদের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর জি. ব. বেনিনী প্রসাদ সিংহ পুরনিয়ার প্রেরিত
হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

রাজকাহোপলক্ষে জি. বি. পি. কানপার্স সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা
না হয় শাহাবাদের ক্রিয়াকলাপ ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. ব. রামানুজম নাথার
সিংহ উক্ত জেলার অন্তর্গত সাগীরাম মহকুমার কাছের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্ট্রারী দপ্তর বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—জি. এ. বর্ডিন সাহেবের দুই প্রযুক্ত
অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, নদীয়ার ডাইট-মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জি. ব.
এ. ডবলিউ. পাল সাহেব রেজিষ্ট্রারী দপ্তর কার্যের ইন্স্পেক্টর জেনরলের কর্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ১৮ মে।—পূর্বের সকল আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল,
নিম্নলিখিত মহাপ্রেরিত ভাগলপুর জিলার স্কুল কমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

ভাগলপুর থানের কমিশনার সাহেব	স্বয়ং পদোপলক্ষে
ভাগলপুরের মাজিস্ট্রেট সাহেব	
এ ডাইট মাজিস্ট্রেট সাহেব	
এ ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব	
বিহার চফের স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টর সাহেব	
ভাগলপুর থানের স্কুল সমূহের আসিষ্ট্যান্ট ইন্স্পেক্টর	
ভাগলপুরের প্রথম সর্ভর্ডিনেট জজ	
এ দ্বিতীয়	
এ পদজ্যেষ্ঠ ডেপুটী মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর	
এ স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্স্পেক্টর	
ভাগলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক	

জমিদার জি. ব. ব্রজমোহন ঠাকুর।

” ” ” হরিমোহন ঠাকুর।

সহ-রেজিষ্ট্রার জি. ব. মৌলবী টেমসন মহম্মদ আলি।

বারিহার-আট-লা জি. ব. বি. ডি. বসু।

উকীল জি. ব. প্রফাণ্ডায়ায় সিংহ, বি. এল।

” ” ” বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল।

” ” ” বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি. এল।

” ” ” তারিণীপ্রসাদ বাবু।

” ” ” বাবু নিহারচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম. এ. ও বি. এল।

” ” ” বাবু অধিপেশ্বর প্রসাদ, বি. এল।

” ” ” বাবু চন্দ্রশেখর সরকার, এম. এ. ও বি. এল।

” ” ” বাবু চাঁকুপ্র মিত্র, বি. এল।

” ” ” বাবু কীর্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি. এল।

” ” ” মৌলবী আলি আহম্মদ, বি. এল।

” ” ” মৌলবী আব্দুল গফর।

জমিদার জি. ব. শুভায়েৎ আলি খাঁ।

বনেনি রাজের কাছাকাছ জি. ব. বাবু ব্রজনাথ সেন।

কমিশনার সাহেবের স্বকীয় আসিষ্ট্যান্ট জি. ব. শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

জি. ব. শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উক্ত কমিটির লেক্রটরীর পদেও নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪ ১৭ জুন।]

Opium.—*The 2nd June 1884.*—Mr. R. Fraser, Assistant Sub-Deputy Opium Agent, attached to the Benares Opium Agency, is allowed leave for three months under section 128, chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 4th March 1884.

MEDICAL.—*The 27th May 1884.*—Assistant Surgeon Gobind Chunder Chatterjee is appointed to have medical charge of the Civil Station of Maldah, with effect from the afternoon of the 25th March last, during the absence on deputation of Dr. J. Wilson or until further orders.

MUNICIPAL.—*The 31st May 1884.*—The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Raneegunge Municipality in the district of Burdwan:—

Baboo Shamadhub Mookerjee, | Baboo Teylokho Nath Mookerjee,
Mr. J. J. Doyle.

The 2nd June 1884.—The Lieutenant-Governor approves the election by the Commissioners of the Kooshtea Municipality in the district of Nuddea of Baboo Harish Chunder Roy to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the South Suburban Municipality in the district of the 24-Pergunnahs:—

Baboo Nabin Krishna Ghosal, | Baboo Brindaban Chandra Ghose,
Baboo Shama Bilas Roy Chowdhry.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the above Municipality:—

Baboo Umbica Churn Roy, | Baboo Panchanun Banerjee,
Baboo Bhuban Mohan Ghose.

The Lieutenant-Governor approves the re-election by the Commissioners of the South Suburban Municipality of Rai Jadub Chunder Ghose Bahadur to be their Vice-Chairman.

The following gentlemen are re-appointed to be Commissioners of the Dinagepore Municipality:—

1. Rai Radha Gobind Roy Sahib Bahadur,	4. Baboo Ram Nath Bhattacharjee,
2. Monvie Mahomed Ali Khan,	5. „ Gopce Benode Das,
3. Baboo Mooraree Lal Bural,	6. „ Ram Ruttun Patuk,
7. Baboo Hurro Chunder Chuckerbutty.	

ROAD CESS.—*The 5th June 1884.*—Rai Kashiprasad is appointed to be a member of the Patna District Road Committee *vice* Kumar Sookhray Bahadur, deceased.

The following gentlemen are appointed to be members of the Pooce District Road Committee:—

Baboo Nityanunda Das, | Baboo Bhikarce Misra,
Assistant Superintendent of Police, *ex-officio*.

The following notification is republished from the *Assam Gazette*:—

No. 195.—*The 30th May 1884.*—Privilege leave of absence for two months and twenty-nine days, under section 74, Chapter V of the Civil Leave Code, is granted to Mr. W. C. Macpherson, c.s., Assistant Secretary to the Chief Commissioner of Assam from the 23rd June 1884.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

FORESTS.—*The 30th May 1884.*—Mr. C. A. G. Lillingston, Assistant Conservator of Forests of the second grade, is appointed to officiate in the fourth grade of Deputy Conservators of Forests with effect from the 7th April.

A. P. MACDONNELL,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 17th June 1884.]

আকীম বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২ জুন।—বানারস আকীম এজেন্সীতে নিযুক্ত আকীমের আর্সি-ফোর্টে সব-ডেপুটী এজেন্ট জি. ৪ আর, কেসর সাহেব সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৮ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ৪ মার্চ অবধি তিন মাসের ছুটি পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ২৭ মে।—রাজকাগোপালকে ডাক্তার জি. ৪ জে, উইলসন সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যখন অন্য আড্ডা না হয়, আর্সিফোর্টে সর্জন জি. ৪ জে চট্টোপাধ্যায় গত মার্চ মাসের ২৫ তারিখের অপরাহ্ন অবধি মালদহের সিবিএল স্টেশনের চিকিৎসা কার্যে র্তার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সিপাল বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩১ মে।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্ধমান জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ৪ জে. বাবু শামসুদীন মুখোপাধ্যায়। | জি. ৪ জে. বাবু টেলোকালাথ মুখোপাধ্যায়।
জি. ৪ জে. ডয়লী সাহেব।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুটাই মুন্সিপালিটির কমিশানরের জি. ৪ জে. বাবু হরিশ্চন্দ্র রাইকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করায় জি. ৪ জে. লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ শাখানগর মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ৪ জে. বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষাল। | জি. ৪ জে. বাবু রক্ষাবনচন্দ্র ঘোষ।
জি. ৪ জে. বাবু শামসুদীন রায় চৌধুরী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ৪ জে. বাবু অম্বিকাচরণ রায়। | জি. ৪ জে. বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।
জি. ৪ জে. বাবু ভুবনমোহন ঘোষ।

দক্ষিণ শাখানগর মুন্সিপালিটির কমিশানরের জি. ৪ জে. রায় বাদচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্বার মনোনীত করায় জি. ৪ জে. লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দিনাজপুর মুন্সিপালিটির কমিশানরের পদে পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন।—

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ১। জি. ৪ জে. বাবু রাণীগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর। | ৪। জি. ৪ জে. বাবু রাধনাথ ভট্টাচার্য। |
| ২। জি. ৪ জে. বাবু মৌলবী মহম্মদ আলি খাঁ। | ৫। জি. ৪ জে. বাবু গোপীবিনোদ দাস। |
| ৩। জি. ৪ জে. বাবু মুরারিলাল বড়াল। | ৬। জি. ৪ জে. বাবু রামরতন পাঠক। |
| | ৭। জি. ৪ জে. বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্তী। |

পঞ্চক বিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—কুমার সুধরাজ বাহাদুরের মৃত্যু হওয়াতে জি. ৪ জে. রায় কালী-প্রসাদ পাটনা জিলার পঞ্চকমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুরী জিলার পঞ্চকমিটির মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।—

জি. ৪ জে. বাবু তি. ভা. দাস। | জি. ৪ জে. বাবু ভিক্টরী মিশ্র।
পোস্টমাস্টার আর্সিফোর্টে সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্মিথ পদোপলক্ষে।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেটে উদ্ধৃত করা গেল।—

১৯৫ নম্বর।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—আসামের প্রধান কমিশানর সাহেবের আর্সিফোর্টে সেক্রেটারী জি. ৪ জে. ডবলিউ. সি. মাকফার্সন সাহেব, সি. এস. সিবিএল কার্যকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৭ ধারামতে ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন অবধি দুই মাস উনত্রিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটি পাইলেন।

এল. বি. পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

বনবিষয়ক।—১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্সিফোর্টে বনরক্ষক জি. ৪ জে. সি. এ. জি, লিলিংস্টন সাহেব ৭ আশ্রিত অবধি ডেপুটী বনরক্ষকদের চতুর্থ শ্রেণীতে কর্মকরিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ. পি. মাকডেনল,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের এজিটিং সেক্রেটারী

[গবর্নমেন্ট গেজেট ' ১৮৮৪ ' ১৭ জুন।]

NOTIFICATION.

The 9th June 1884.—In supersession of the notification of the 11th March 1884, published at page 441, Part I of the *Calcutta Gazette* of the 12th March 1884, the following notification is published for general information :—

Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz. for the construction of docks for sea-going and inland vessels with warehouses for goods and a railway to connect such docks and warehouses with an extension of the South-Eastern Railway, it is hereby declared that for the above purposes a piece of land, measuring more or less 2,500 bighas, and bounded as follows, is required :—

On the North by the Garden Reach road from Whatgunge road to Moteejheel. The eastern boundary of the land commencing from Garden Reach road, runs along Whatgunge road to Puddopookur road, where it turns south on the Puddopookur road as far as the south end of Puddopookur tank. It then turns west on the road to the south of Puddopookur tank, from the south-west corner of which tank it joins Bissessur Mookerjee's lane by a line running due south. The boundary line then follows Bissessur Mookerjee's lane to its junction with Nulloapparra lane, along which it runs as far as the Circular Garden Reach road. From the end of Nulloapparra lane it follows the Circular Garden Reach road or a distance of more or less 150 feet, and then again turns south skirting the western boundary of Bhokylas till it meets the Hurrobass road. The boundary line then runs east on the Hurrobass road as far as Bhokylas road, which it follows to the junction of that road with the Budge Budge road. From this point the boundary is a straight line to a point on the west side of Diamond Harbour road 700 feet to the north of its junction with the Doorgapore road. The line then runs straight from this point to the junction of the Moyerpore road with the Moyerpore lane, and then follows the south side of Moyerpore lane to Tolly's Nullah. The boundary line then follows the west bank of Tolly's Nullah for a length of 1,000 feet when it turns west in a straight line to the junction of the Tollygunge and Shapore roads. The boundary then follows the Shapore road, Goragatchee road, Taratollah road, and Sonai third lane, to the junction of the latter with the Garden Reach Circular road. At the Circular Garden Reach road the boundary line again turns to the east and follows this road as far as Meethapookur road, where it turns north along the Meethapookur road to the north-west corner of Meethapookur tank. From this point to Garden Reach road the boundary is the west bank of Moteejheel tank.

This declaration is made under the provisions of Part II, section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Deputy Collector for Railways at the Board of Revenue.

A. P. MacDONNELL,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—It is hereby notified for general information that, under the provisions of section 3, Regulation VI of 1819, the Lieutenant-Governor declares the ferry over the Panar river, on the road from Belgatchi to Chandpore, in the district of Purneah, to be a public ferry.

E. N. BAKER,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

ERRATUM.

The 6th June 1884.—In the Government notification dated the 3rd April 1884 published at page 504, part I of the *Calcutta Gazette* of the 9th idem, appointing Baboo Otool Chunder Chuckerbutty to be a member of, and Assistant Secretary to, the Bundipore Dispensary Committee, for "Baboo Otool Chunder Chuckerbutty" read "Baboo Otool Chunder Chatterjea."

E. N. BAKER,

Offy. Secretary to the Govt. of Bengal.

[*Government Gazette*, 17th June 1884]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।—১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৪ সালের ১১ মার্চের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সমুদ্রগামি ও দেশমধ্যগামি জাহাজের গুদামঘর সূক্ষ উক এবং দৌধ ইন্টার রেলওয়ে ব্রিজ করিয়া ঐ ডকের ও গুদাম ঘরের সঙ্গে সংযোগার্থ রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক জমিলওয়া আবণ্যক, বঙ্গদেশের জীবন্ত লেন্টেমেন্টে গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেক্ত কার্যের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ২,৫০০/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির এরোজল, উক্ত ভূমির সীমা এই—

উত্তর সীমা ওয়াটগঞ্জ পথ অবধি মতিঝিল পর্যন্ত মুচিখোলা পথ, পূর্ব সীমা মুচিখোলা পথ হইতে আরম্ভ হইয়া ওয়াটগঞ্জ পথের সঙ্গে পদ্মপুকুর পথ পর্যন্ত গিয়া পদ্মপুকুর পুকুরিণীর দক্ষিণ দিকের শেষ ভাগ পর্যন্ত পদ্মপুকুর পথে দক্ষিণমুখে যায়। পরে ইহা পদ্মপুকুর পুকুরিণীর দক্ষিণদিকে ঐ পথে পশ্চিম মুখে কিরিয়া ঐ পুকুরিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণহইতে খাড়া দক্ষিণগামি এক রেখাক্রমে বিশেষর মুখুয়ান লেনে মিলে। সীমার রেখাপরে মাজুরা পাড়া লেনের সহিত বিশেষর মুখুয়ান লেনের সংযোগ স্থান পর্যন্ত বিশেষর মুখুয়ান লেনের সঙ্গে যায় ও মাজুরাপাড়া লেনের সঙ্গে সরকালার গার্ডন রীচ পথ পর্যন্ত যায়। মাজুরাপাড়া লেনের শেষ ভাগহইতে স্থানান্তরিত ১৫০ হুট পর্যন্ত সরকালার গার্ডন রীচ পথের সঙ্গে যায় ও পরে আবার দক্ষিণমুখে কিরিয়া ভুটেলানগের পশ্চিম সীমার ধারে করান পথে না মিলন পর্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে ভুটেলানগ পথ পর্যন্ত করান পথে পূর্বমুখে যায়। বঙ্গবাজার পথের সহিত ভুটেলানগ পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত ভাটার সঙ্গে চলে। এই স্থান হইতে কলাগাছী পথের পশ্চিমদিকের বিশেষস্থান পর্যন্ত সীমা সরল রেখা হয় ঐ বিশেষ স্থান চুর্ণাপুর পথের সঙ্গে কলাগাছী পথের সংযোগ স্থানের উত্তর দিকে ৭০০ হুট দূরত্ব। পরে ঐ রেখা এই স্থান হইতে ময়রপুর লেনের সঙ্গে ময়রপুর পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত সরলভাবে যায়, ও পরে ময়রপুর লেনের দক্ষিণদিকের সঙ্গে টালীর নগা পর্যন্ত যায়। সীমার রেখা পরে টালীর নালার পশ্চিমতটের সঙ্গে ১০০০ হুট দূরে গিয়া টালীগঞ্জ ও শাপুর। পথের সংযোগ স্থান পর্যন্ত সরল রেখার পশ্চিম মুখে কিরে। সীমা পরে শাপুরপথের গোঁরাগাছী পথে, তারি টোলা পথের ও সোনাই ভূতীর লেনের সঙ্গে গার্ডন রীচ সরকালার পথের সহিত সোনাই ভূতীর লেনের সংযোগ স্থান পর্যন্ত যায়। সরকালার গার্ডন রীচ পথে সীমার রেখা আবার পূর্ব মুখে কিরিয়া এই পথের সঙ্গে মিঠাপুকুর পথ পর্যন্ত যায়, এই স্থানে উত্তর মুখে কিরিয়া মিঠাপুকুর পথের সঙ্গে মিঠাপুকুর পুকুরিণীর উত্তর-পশ্চিম কোণ পর্যন্ত যায়। এই স্থান হইতে গার্ডনরীচ পথ পর্যন্ত সীমা মতিঝিল পুকুরিণীর পশ্চিম পাড় হয়।

ইহাতে সীমাদানের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ২ অধ্যায়ের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির মক্কা রেবিনিউ বোর্ডে রেলওয়ের ডেপুটি কালেক্টরের আকিসে দেখা বাইতে পারিবে।

এ, সি, মাকডনেল,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া বাইতেছে যে, জীবন্ত লেন্টেমেন্টে গবর্নর সাহেব পুরণিয়া জিলার অন্তর্গত বেলগাঁহী হইতে চাঁদপুর পর্যন্ত পথে পানির মদীর খোয়া ঘাট ১৮১৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে সরকারী খোয়া ঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

অনুজ্ঞাপন

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—বন্দীপুর ঔষধালয় কমিটির মেম্বর ও আসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পক্ষে জীবন্ত বাবু অভুলচন্দ্র চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ জুলাইয়ের গবর্নমেন্টের যে বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৫ তারিখের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে “জীবন্ত অভুলচন্দ্র চক্রবর্তী” এই নামের পরিবর্তে “জীবন্ত বাবু অভুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়” পাঠ করিতে হইবে।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন ।]

NOTIFICATION.

The 6th June 1884.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor intends, under clause 2, section 34, Act V (B.C.) of 1876, to vest in the Commissioners of the Pooree Municipality the charitable dispensary situated within that municipality, the said dispensary not being private property or the property of any religious institution or society.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 4th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz., for a well for flushing the net-work of pipe sewers north of Goopee Kristo Pal's Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane, measuring more or less one chittack and five square feet only, situated in the Town of Calcutta in the district of the 24-Pergunnahs, is required. The land is bounded as follows :—On the north and west by public filled up drains, and on the south and east by premises No. 18, Goopee Kristo Pal's Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan of the land to be acquired is filed in the office of the Corporation of the Town of Calcutta.

E. N. BAKER,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION.

The 7th June 1884.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose, viz., for improving Old Court House Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land, No. 2, Lyon's Range, measuring more or less 1 chittacks and 22½ square feet only, is required in the town of Calcutta, district 24-Pergunnahs. The land is bounded on the north and west by No. 2, Lyon's Range, on the south by Lyon's Range, and on the east by Old Court House Lane.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

A plan and specification of the land to be acquired is deposited in the office of the Municipal Commissioners for the town of Calcutta.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 12th May 1884.—It is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred on him by section 38, Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor intends, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of this notification, to confirm the following bye-laws, which have been framed for the town of Gurbetta, in the district of Midnapore, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the said town of Gurbetta.

[*Government Gazette*, 17th June 1884.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে পুরী মুনিসিপালিটির মধ্যে যে মাড়বা ঔষধালয় আছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশ্যনরদের প্রতি অর্পণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ গোপীকৃষ্ণ পালের লেনের উত্তরদিকে মন-নির্গত হইবার মনোপ্রার্থী পরিষ্কার করণার্থে কূপ করিবার জন্য কলিকাতা মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে ভূমিমাধিক ১০ চতাক ৫ বর্গফুট মাত্র পরিমিত (গোপীকৃষ্ণ পালের লেনে ১৮ নং;) একখণ্ড ভূমিপ্রয়োজন। উক্ত সীমা এই—উত্তর ও পশ্চিম সীমা সরকারী ভরাট করা নদীবা, এবং দক্ষিণ ও পূর্ব ভূমির সীমা গোপীকৃষ্ণ পালের লেনের ১৮ নং বাড়ী।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির নকশা কলিকাতা নগরের সমবাসিত সমাজের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন

১৮৮৪ সাল ৭ জুন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ওল্ড কোর্ট হৌস লেনের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতা মুনিসিপালিটির অর্থব্যয়ে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। মাত্র পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা নগরে ভূমিমাধিক ১০ চতাক ২২ ১/২ বর্গফুট পরিমিত লিয়ন্স বেঞ্জ ২ নং একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা ২ নং লিয়ন্স বেঞ্জ, দক্ষিণসীমা লিয়ন্স বেঞ্জ, এবং পূর্ব সীমা ওল্ড কোর্ট হৌস লেন।

ইহাতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

প্রয়োজনীয় ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ কলিকাতা নগরের মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১২ মে।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অনধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপাক কারণ দর্শান না গেল জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা এবং ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য করিয়া তিনি বেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্ত-মতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য নিরীক্ষার্থে উক্ত আইনমতে নিযুক্ত উক্ত নগরের আহার্যকের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871 FOR THE TOWN OF GURBETTA, IN THE DISTRICT OF MIDNAPORE.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out the provisions of Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Gurbetta.

1. The provisions of this Act shall be carried out by a Committee consisting of three official and three non-official members appointed for that purpose by Government.

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the local Government.

3. In the event of the death, removal, or resignation of any member of the Committee during his year of office an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. The Committee shall meet for the transaction of business in the office of the local Sub-Registrar or Honorary Magistrate, who is the Chairman of the Committee, on the 15th of each month, or, if that date fall on a Sunday or holiday, on the next succeeding open day provided that it shall be lawful for the Chairman to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be issued to the members by the Chairman three clear days before hand.

6. No question shall be decided at any meeting unless its substance has been included in the notice prescribed in Rule 5.

7. Every question shall be decided by a majority of votes. In the event of an equal division, the Chairman shall have a casting vote.

8. The proceedings of every meeting shall be recorded in a book to be kept by the Chairman for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October of each year a budget of the probable receipts and expenditure of the ensuing financial year, together with the opening and closing balances, shall be submitted to the Magistrate for the sanction of Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government, to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate an amount not exceeding Rs. 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year the Chairman shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. The report should be submitted through the District Magistrate and the Commissioner to Government.

PART IV.

13. If any person shall carry night-soil or other offensive matter through the town otherwise than in a closely covered receptacle, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতানগরের নিমিত্ত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামত
উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্যে সকল করনকার্যে সাহায্যার্থ গড়বেতানগরে কমিটী
নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। গবর্নমেন্টের নিযুক্ত রাজকীয় পদধারি তিন জন কার্যকারকের ও ঠাঁহার রাজকীয় কার্যকারক
নহেন ঐক্যে নিযুক্ত এগত তিন জনের কমিটী দ্বারা এই আইনের নিয়ান কার্যে পরিণত করা যাইবে।

২। আগামী রাজকীয় বৎসরে যে২ ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ প্রতি
বৎসরের মাঠ মাগের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ
করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার মেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে
কি পদতাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয়
অন্য কার্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্যকারক না হইলে কমিটীর
অংশিষ্ঠ ব্যক্তির ঠাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য চালাইবার বিধি।

৪। স্থানীয় সব-রেজিষ্টার বা অটোমটিক মাজিষ্ট্রেট যিনি কমিটীর সভাপতি হন তাঁহার আফিসে
সালের ১৫ তারিখে কার্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত কমিটীর অধিবেশন হইবে। সেই ১৫ তারিখ
রবিবার কি সন্দের দিন হইলে তৎপক্ষাতঃ সে দিনে আফিস খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন হইবে।
কিন্তু সভাপতি সালের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে
কারণ লিখিয়া অধিবেশন করিতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় অন্ততঃ তাহার সম্পূর্ণ তিন দিন থাকিতে প্রত্যেক জন
মেম্বরের ঐ অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ৫ ধারার নিদিষ্ট নোটিসে বিনোদ্য বিষয়ের ভাব নির্দিষ্ট না থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি
করা যাইবে না।

৭। অধিকাংশ ব্যক্তিদের মহাকুমারে প্রত্যেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। সমসংখ্যক ব্যক্তিদের
মতভেদ হইলে সভাপতি দ্বিতীয় মত নিজে পারিবেন।

৮। সভাপতি একথানা বই রাখিবেন, তন্মধ্যে প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্যের বিবরণ
লিখিতে হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে বৎসরের প্রথম ও শেষ টাকা উত্তর পক্ষে তাহা
স্বাক্ষর আগামী রাজস্বসম্পর্কীয় বৎসরের সম্ভাবিত জমা ও খরচের অনুমানপত্র গবর্নমেন্টের অনু-
মোদনার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্নমেন্টের অনুমত লইয়া অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে
উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হয় ও বৎসর তাহার
সমালোচনাপত্র কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা যায়।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউচা কি অন্য বোগের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত সতিষ্ট ও
প্রশেষ আশঙ্কায় নিযুক্ত করা আবশ্যিক হইতে পারে ইত্যাদি কারণ বৎসরের অনুমানপত্র প্রযুক্ত
ফরিতে গেলে, অত্যাবশ্যক স্থলের তৈমিত্তিক খরচ বনিয় শতকরা ২৫ টাকা অধিক দিতে হইবে।

১২। মগর সৌত ও পরিচার করণের কিং কার্য করা গিয়াছে তাহাও কত টাকা জমা ও খরচ
হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব ও বৎসরের অবশ্যে কত টাকা উত্তর রহিল তাহা লিখিয়া সভাপতি
বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য করিতে চলিয়াছে প্রতিবৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন।
ঐ রিপোর্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা গবর্নমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

১৩। কোন ব্যক্তি সর্বস্বতোভাবে সদ্ধ আধার ভিন্ন অন্য প্রকারে নগরের মধ্য দিয়া বিত্ত বা
ভূগুণজনক অন্য দ্রব্য লইয়া গেলে তাহার ৫০ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন ।]

14. The Committee shall open a register of the sweepers engaging for various parts of the town, specifying the name or names of the sweepers engaging for each part and responsible for its cleanliness, and shall supply each sweeper with a metal ticket bearing his number painted on it, and the section of the town to which he is attached, the spots fixed under section 24 of the Act, in which they are bound to deposit dirt, and any other detail that may seem necessary. Any sweeper neglecting to remove night soil from any part of the quarter for which he is responsible once in twenty-four hours shall be liable for each omission to a fine not exceeding Re 1.

15. If any person shall bury or allow to be buried, within the limits of the town of Gurbetta night-soil or other offensive matter, or leave it within the premises occupied by him beyond such time as may be fixed by the Magistrate, he shall be liable to fine which may extend to Rs. 20, provided that this penalty shall not extend to manure heaps until notices to remove them have been issued by the Health Officer. The Chairman of the Committee may issue notice ordering any person to remove any offensive matter that may be buried on the premises occupied by him within a specific term. Any person neglecting to comply with such notice shall be liable to a daily fine not exceeding Rs. 2 from the date of the expiry of notice.

16. If any person shall dispose, or cause to be disposed of, within the limits of the town of Gurbetta any corpse, or part of a corpse, otherwise than by burning or burying it at or in some burning or burial ground, specially set apart for that purpose, and fixed by the Chairman of the Committee with the assent of the Health Officer, he shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

17. Any person allowing land or premises occupied by him within the limits of the town of Gurbetta to be used as a camping place for cattle or carts or any beasts of draught or burden shall be bound to permit such premises to be inspected by the Health Officer or Chairman of the Committee, or any officer they may depute, and shall be liable to any penalty provided for any infringement of the laws or bye-laws committed on his premises.

18. Whoever shall offer for sale fish unfit for food, or shall offer for sale any fish in any part of the town except in places notified by the Magistrate, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10.

PART V. *Miscellaneous.*

19. At each monthly meeting of the Committee one or more members shall be appointed to supervise the working of the Act during the calendar month next following.

20. The remarks and orders of the working member or members for each month, and the remarks of inspecting officers, shall be entered in the minute book prescribed in Rule 7.

21. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

22. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

23. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in Uriya, Hindustani, and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

24. Every lodging-house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

25. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No.

Proprietor or (Manager) A. B.

Licensed to accommodate—Lodgers.

Signature.

১৪। কমিটী নগরের নানা অংশে নিযুক্ত মেতরদের এক রেজিষ্টার খুলিবেন, প্রত্যেক অংশে যে বা যে২ মেতর নিযুক্ত হইবে তাহার বা তাহাদের নাম তাহাতে লেখা থাকিবে, তাহার তাহা পরিষ্কার রাখিবার দায়ী হইবে ও কমিটী প্রত্যেক জন মেতরকে যাতুময় টিকিট দিবেন, সেই টিকিটে তাহার নম্বর ও নগরের যে ভাগে সে নিযুক্ত, তাহাও আটনের ১৪ ধারামতে নির্দিষ্ট যে স্থানে ময়লা ফেলিতে হইবে সেই স্থানের কথা ও অন্য যে কণা লেখা যাতুময় তাহা রং দিয়া লেখা থাকিবে। কোন মেতর পল্লীর যে অংশের নিযুক্ত দায়ী সেই অংশের বিষ্ঠা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ফেলাইতে টেশখিলা করিলে যত বার করে তাহার প্রত্যেক বারের নিযুক্ত তাহার ১২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৫। কোন ব্যক্তি যদি গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে বিষ্ঠা কিস্তী দুর্গন্ধজনক অন্য দ্রব্য পোঁতে বা পুঁতিলে দেয় কিম্বা মাজিফ্রেটে যে সময় নিরূপণ করিয়া দেন তাহার অধিক কাল আপন বাড়ীর মধ্যে রাখে, তাহা হইলে তাহার ১০২ দিন টাকার পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষক সারের গাদা স্থানান্তর করিবার নোটিস না দিলে এই দণ্ড তৎপ্রতি বর্জিত নহিবে না। কোন ব্যক্তি আপন বাড়ীর মধ্যে দুর্গন্ধজনক কোন দ্রব্য পুঁতিলে কমিটীর সভাপতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা করিয়া নোটিস দিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি সেই নোটিস অনুযায়ী কর্ম করিতে টেশখিলা করিলে নোটিসের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইবার তারিখ অবধি দিন প্রতি তাহার ২২ ছই টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৬। কমিটীর সভাপতি স্বাস্থ্যরক্ষকের সম্মতিক্রমে শবদাহ করিবার কি কবর দিবার নিযুক্ত গড়বেতা নগরের সীমার মধ্যে স্বল্পস্থ যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন কোন ব্যক্তি সেই স্থানে কোন শব বা শবের কোন অংশ দাহ না করিয়া বা কবর না দিয়া অন্য স্থানে তাহা লইয়া কার্য করিলে বা করা হইলে তাহার ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

১৭। কোন ব্যক্তি গড়বেতা নগরের সীমার অন্তর্গত আপন মখলী ভূমি বা বাটী গবাদি, গরুরগাভী কিম্বা গাড়ির বা ভারবাহী কোন পশু রাখিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইতে দিলে সেই ভূমি বা বাটী স্বাস্থ্যরক্ষককে বা কমিটীর সভাপতিকে কিম্বা তাঁহাদের প্রেরিত কোন কর্মচারীকে দেখিতে দিতে বাধ্য থাকিবেন, ও তাহার বাড়ীতে আইন বা উপবিধি লঙ্ঘন করা গেলে তজ্জন্য যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে তাহার সেই দণ্ড হইতে পারিবে।

১৮। কোন ব্যক্তি আগারের অনুপযুক্ত মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে কিম্বা মাজিফ্রেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যে২ স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তন্মিত্র নগরের কোন অংশে কোন মৎস্য বিক্রয়ার্থে দেখাইলে তাহার ১০২ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

পঞ্চম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৯। কমিটীর প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে পঞ্জিকামত তৎপর মাসে আইনের কার্য কিরূপে চলি ইহা পর্যালোচনার্থে এক বা অধিক জন মেম্বর নিযুক্ত হইবেন।

২০। কার্য্যভাগি এক বা অধিক জন মেম্বরের প্রত্যেক মাসের মন্তব্য ও আজ্ঞা এবং পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষদের মন্তব্য ৭ ধারার নির্দিষ্ট কাগজবন্দরের বহীতে লিখিতে হইবে।

২১। যে ব্যক্তি বাসাবাড়ী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন তিনি এই আইনের এক কেতা ও ১৪ ধারার নির্দিষ্ট এক কেতা ছাড়া নোটিস জরুর করিবেন। সেই নোটিস এই বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

২২। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিষ্টরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির B চিহ্নিত ক্রোড়পত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

২৩। বাসাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লক্ষ্য ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন যাত্রী স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এই২ কথা তক্তায় উড়িয়া ও হিন্দুস্তানী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্টে লিখিত হইয়া সেই২ ঘরে লটকান থাকিবে ও সেই তক্তায় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর থাকিবে।

২৪। স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব আজ্ঞা দিলে বাসাবাড়ীর বা চৌটেলের প্রত্যেক জন রক্ষক এক খানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে একাদিক্রমে নম্বর দেওয়া যাইবে। তথায় যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনকে একরূপ এক২ খান টিকিট দিতে হইবে।

২৫। এই আইনের কাব্যপক্ষে আশ্রিত মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্সপত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

● ১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বাসাবাড়ী নম্বর।
মালিক (বা কার্য্যাধক্ষক) ক, খ।
এত জন যাত্রীদের স্থান দিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

B চিহ্নিত ক্রোড়পত্র।

১২ ধারামতে পরিদর্শনের প্রকৃতির পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারী কার্যকারকের নাম।	বাসাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের কল।	মাজিষ্ট্রেট বা স্বাক্ষরকর নামেবের আজ্ঞা।

ই, এম, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—সাধারণ অবগত্যর্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ বিপক্ষ কারণ দর্শান না গেলে জম্মুত লেন্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বলীয় ৫ আইনের ৩১৭ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করিয়া এবং সীতামতী মুনিসিপালিটির সভাগত কমিশ্যনরদের অমুরোধক্রমে তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের প্রণীত উক্ত মুনিসিপালিটির নিম্নলিখিত উপবিধি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।—

উপবিধি।

১। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে কমিশ্যনরদের নিয়মিত সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।
২। টোল আদায়কারি কোন কর্মচারী কোন দাওয়ায় পরিশোধে টাকা লইলে তাহার রসীদ দিবে।

৩। কমিশ্যনরদের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্মে শৈথিল্য করিলে তাঁহারা তাহার এক মাসের বেতনের অনধিক দণ্ড করিতে পারিবেন।

৪। কোন স্থামির কি দখলকারের ঘরের কি বাড়ীর মধ্যে পাঠখানা থাকিলে তিনি কোন নর্দমার, জলপ্রণালীতে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, গর্তে বা খাতে কিম্বা বাগানে অকস্মাৎ মরা জল দাঁড়ায় এমন কোন স্থানে সেই পাইখানার বিষ্ঠা মূত্র কি কোন প্রকার ময়লা জব্য যাইতে কি পড়িতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৫। কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা কি নর্দমার ময়লা জব্য কিম্বা কোন নর্দমার কি পাইখানার কিম্বা কোন গলিঅবস্থার জব্য কোন নদীতে, পুষ্করিণীতে, খালে, কি জলস্রোতে কি জলাধারে ফেলিবেন কি রাখিবেন কি পড়িতে দিবে না, কিম্বা পূর্কোক্ত দুর্গন্ধজনক জব্য লইয়া বাহ্য করিতে হইবে বলিয়া মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের সম্মুখে আদেশ করেন উক্ত অসাক্ষ্যে কার্য্য করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৬। শব দাহ করিবার নিমিত্ত যে স্থান বিশেষমতে রক্ষিত ও নির্ণীত হয় নাই কোন ব্যক্তি এমন কোন স্থানে কোন শব দাহ করিবেন বা করাইবেন না, এবং কোন ব্যক্তি ৪১১ ফুটের কম গভীর কোন কবরে শব পুঁতিবেন না, কেন না শবের উপর ৩১ ফুট মাটি ঢাপা দিতে হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৭। কোন ব্যক্তি শব দাহ করিবার স্থানে শব কি শবের কোন অংশ আনিলে কি বহন করিলে কি আনাইলে কি বহন করাইলে গেট স্থানে আনিবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা দাহ করিবে কি করাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৮। দাহ করিবার জন্য যাহারা শব আনয়ন করেন তাঁহারা শবের বস্ত্র ও অন্যান্য আচ্ছাদন সূত্বে সমুদয় জব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাইবেন। কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন যাহারা শব ও আচ্ছাদন ত্যাগ করিবার খরচ দিতে অপারক হন মুনিসিপাল কমিশ্যনরদের শ্রোথিত করিবার জন্য বিশেষমতে যে স্থান রাখিয়াছেন তাঁহারা সেই স্থানে অবিলম্বে তাহা পুঁতিতে দিবে বা (কমিশ্যনরদের সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে) পোতাঁইবেন।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০৭ বিশ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্নমেন্ট গেজেট ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

9. No person shall remove from any burial ground or (except for the purpose of burial as aforesaid) from any burning ground any clothes or coverings brought to such burial or burning ground with a corpse.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

10. No one shall carry a corpse, or part of a corpse, through any highway unless it be decently covered and totally concealed from view.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

11. No persons while carrying any corpse, or a part of a corpse, shall, except for the purpose of temporarily resting themselves, deposit it on or near any public highway.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

12. No person shall put, or cause to be put, on any house or other building any spout or other thing intended for the conveyance or discharge of water, which shall be so placed that the water discharged therefrom injuriously affects, or tends to injuriously affect, any public road or drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5; penalty for continued infringement after notice Re. 1, daily.

13. The Commissioners may give notice, in writing, to the owner of any building to which any spout or spouts may now be attached, from which water is discharged to the injury of any road or drain, to remove or alter the same within seven days in such a manner as they shall direct, and any person who shall fail to comply with such notice shall be liable to a fine not exceeding Rs. 10, and to a daily fine of Re. 1 until such requisition be complied with.

14. No persons shall allow any pigs to be at large in any public place, except when they are being removed from one place to another.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

15. No person shall enlarge or deepen any existing tank, drain, channel or other excavation without the permission of the Commissioners.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 50.

16. No person shall cut sods or grass, or remove earth or grass, from the margin of any public road or from any public drain.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

17. No person shall let off any fire-balloons, fire-works or fire-arms in or near any public road without the permission of the Commissioners, nor otherwise than as the Commissioners shall direct.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

18. No cart laden with bamboos shall use the public road within the limits of the municipality, unless it is attended by another man besides the driver.

Penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 20.

E. N. BAKER,

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 13th May 1884.—In the exercise of the powers conferred on him by section 38 of Act IV (B.C.) of 1871, as amended by Act II (B.C.) of 1879 and Act I (B.C.) of 1884, the Lieutenant-Governor approves and confirms the following bye-laws, which have been framed for the town of Raneegunge, in the district of Burdwan, with the assent of the Health Officer of the town appointed under the Act for the management of all matters necessary for the due enforcement of the Act within the town of Raneegunge:—

BYE-LAWS UNDER SECTION 37, ACT IV (B.C.) OF 1871.

PART I.

On the appointment and constitution of a Committee to aid in carrying out Act IV (B.C.) of 1871 in the town of Raneegunge.

1. A Committee consisting of four official and four non-official members shall be appointed to assist the Sub-Divisional Officer and Health Officer in carrying out the provisions of the Act.

[Government Gazette, 17th June, 1884.]

৯। কোন ব্যক্তি শবের সঙ্গে আনৌ কোন এক বা অধিকজন দ্বারা কান চান বা দাঁচ করিবার স্থানে পূর্বোক্তরূপ প্রোথিত করিবার আত্মপ্রায় ভিন্ন অন্য অতিপ্রায়ে কোন কবর স্থান হইতে স্থিতি শব্দ দাঁচ স্থান হইতে স্থানান্তর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০২ টাকা দণ্ড।

১০। কোন ব্যক্তি কোন শব্দ শবের অঙ্গ উপযুক্তমতে না ঢাকিয়া ও গাধারপের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া কোন রাজ পথ দিয়া গিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ টাকা দণ্ড।

১১। লোকে শব বা শবের কোন অংশ বহন করিবার সময়ে চিরংকান বিশ্রামার্থ ভিন্ন অন্য ছেতুতে কোন রাজ পথে বা তরিকটে গাছা নাগাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ টাকা দণ্ড।

১২। কোন যথেষ্ট কি গাংমীর ছাঁদের জন পড়িয়া যাহাতে কোন সরকারী পথের বা নদীর হানি হয় কিম্বা কান চাঁচবার সম্ভাবনা কোন ব্যক্তি জন গাইবার বা নির্গত হইবার এমন নল বা অন্য বিষয় বসাইবেন না কিম্বা অন্যকে বসাইতে দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫২ পাঁচ টাকা দণ্ড। মোটিন পাইলে পর ক্রমাগত লঙ্ঘন হইতে থাকিলে দিন প্রতি ১২ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৩। কোন পথের বা নদীর হানিজনকভাবে কোন শবের ছাঁদের জন পড়িবার এক বা অধিক নল এখন লাগান থাকিলে, কমিশনারেরা ই যথেষ্ট স্বামির উপর লিখিত নোটিশ দিয়া তাঁহাদের আদেশমতে ৭ সাত দিনের মধ্যে ই নল তুলিয়া ফেলিবার বা পরিদত্তন করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন; ও কোন ব্যক্তি ই নোটিশ অনুযায়ী কর্ম করিতে ক্রটি করিলে তাঁহার ১০২ দশ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড, ও যত দিন সেই আদেশনাল কর্ম করা না যায় তাঁহার দিন প্রতি তাঁহার ১২ এক টাকা দণ্ড হইতে পারিবে।

১৪। কোন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময় ভিন্ন সরকারী কোন স্থানে শূকর ছাড়িয়া দিবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ দশ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড।

১৫। এখন যে পুষ্করিণী, নদী, জলাধার বা অন্য খাত আছে কোন ব্যক্তি কমিশনারদের অনুমতি বিনা তাঁহাদের দ্বারা গভীর করিবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫০২ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড।

১৬। কোন ব্যক্তি সরকারী কোন পথের পার্শ্ব হইতে বা সরকারী কোন নদী হইতে যানের চাপড়া কি যান কাটিবেন না বা গাঙ্গী বা যান উঠাইয়া লইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ দশ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড।

১৭। মুনিসিপাল কমিশনারদের অনুমতি না পাইলে কিম্বা কমিশনারেরা যেকোন আদেশ করুন তদ্বিধি অমরূপে কোন ব্যক্তি সরকারী কোন রাস্তায় কি রাস্তার নিকটে অগ্নি বেলুন কি আতশবাজি কি আগুন অস্ত্র ছুড়িবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০২ দশ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড।

১৮। গাড়িওয়ান ভিন্ন আর এক জন লোক সঙ্গে না থাকিলে কোন গাড়িগাড়ী বাশ গোয়াই করিয়া মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত সরকারী পথ দিয়া যাইবে না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২০২ টাকা দণ্ড অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত ।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ১৩ মে।—শ্রীযুত লেফটেনেন্ট গবর্নর সাহেবে প্রক্তি ১৮৭৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইনদ্বারা ও ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় ১ আইনদ্বারা সংশোধিত ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহানুসারে কার্য করিয়া তিনি বর্ধমান জিলার অন্তর্গত রানীগঞ্জ নগরের মধ্যে উক্ত আইন উপযুক্তমতে প্রবল করণার্থ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের কার্য নির্বাহার্থে এই আইনমতে নিযুক্ত স্বাক্ষরকর সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত নগরের নিমিত্ত প্রণীত নিম্নলিখিত উপবিধি অনুমোদন ও দৃঢ় করিলেন।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৩৭ ধারামতে উপবিধি।

প্রথম খণ্ড।

১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের উদ্দেশ্য সফল করণার্থে সাহায্যার্থ রানীগঞ্জ নগরে কমিটি নিয়োগ ও সংস্থাপনের কথা।

১। এই আইনের বিধান সকল করণার্থে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাক্ষরকর সাহেবের সাহায্য করণার্থ রাজকীয় চারিজন কার্যকারককে ও বাঁহারা রাজকীয় কার্যকারক নছেন এমন চারিজনকে লইয়া কমিটি নিযুক্ত করা হইবে।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

2. On the 1st of March in each year the Sub-Divisional Officer shall nominate the members to serve on the Committee during the ensuing official year, and shall report the nomination for the sanction of the Local Government.

3. In the event of the death, removal or resignation of any member of the Committee during his year of office, an official member shall be succeeded by the successor to his appointment or any other official, and in the case of a non-official member, his successor shall be appointed by the remainder of the Committee.

PART II.

Rules for the conduct of business.

4. A meeting of the Local Committee appointed by the Local Government to assist the Sub-Divisional Officer and the Health Officer to carry out the provisions of the Act shall be held for the transaction of business and inspection of accounts at the sub-divisional office on the 15th of every month not being a Sunday or holiday, in which case the meeting shall be held on the next open office day, provided that it shall be lawful for the Sub-Divisional Officer to call a meeting at any other time during the month, recording his reasons for doing so.

5. Notice of every meeting shall be given to each member at least four clear days before the day appointed for the meeting.

6. No question shall be finally decided on the first occasion it is brought before the Committee, unless the nature of the question has been fully described in the notice prescribed by the last bye-law.

7. The subject or subjects brought before the Committee shall be decided by a majority of votes. In the event of divisions, the Sub-Divisional Officer, or, in his absence, the Health Officer, shall have a casting vote.

8. The Health Officer shall be *ex-officio* Secretary to the Committee, and the Sub-Divisional Officer, President. The proceedings of every meeting shall be recorded by the Secretary in a book kept for the purpose.

PART III.

On the receipt and disbursement of moneys under the Act.

9. On the 15th October in each year, a budget of probable receipts and of proposed expenditure during the ensuing year shall be submitted for the sanction of the Government.

10. It shall be competent for the Committee, subject to the orders of Government to transfer sums from one item of the budget to another, provided that the total expenditure be not exceeded, and provided that an annual review of the same be submitted to the Commissioner.

11. In forming every annual estimate, an amount not exceeding 25 per cent. shall be reserved for emergent contingencies, such as a sudden outbreak of cholera and sickness, and necessity for employment of extra and special establishment.

12. At the close of every year, the Sub-Divisional Officer shall submit a report on the working of the Act during the year, showing the works of improvement and conservancy carried out, and a detailed account of the receipts and expenditure during the year, and the balance in hand at its close. This report shall be forwarded through the Commissioner to Government.

PART IV.

Miscellaneous.

13. Every lodging-house keeper taking out a license under this Act shall provide himself with a copy of the Act, and with a printed copy of the notice prescribed in section 14 of the Act, which notice shall be in the form shown in appendix A of these bye-laws.

14. The register referred to in section 15 of the Act shall be in the form shown in appendix B of these bye-laws.

[*Government Gazette*, 17th June 1884.]

২। রাজকীয় কোম বৎসরে যে ব্যক্তি কমিটীর অন্তর্গত থাকিবেন মহকুমার কর্তৃপক্ষ তৎপূর্ব বৎসরের মার্চ মাসের ১ তারিখে তাঁহাদের নাম লিখিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন জন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। কমিটীর অন্তর্গত কোন ব্যক্তি পদস্থ থাকিবার সেই বৎসরের মধ্যে মরিলে কি পদচ্যুত হইলে কি পদ ত্যাগ করিলে, তিনি রাজকীয় পদস্থ হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার পদ গ্রাপ্ত হন তিনি কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক তৎস্থানে কমিটীর মেম্বর হইবেন। তিনি রাজকীয় কার্য্যকারক না হইলে কমিটীর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কার্য্য চালাইবার নিম্নি।

৪। আইনের বিধান সমল করণার্থে মহকুমার কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেবের সাহায্য করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে স্থানীয় কমিটী নিযুক্ত করেন তাঁহারা প্রতি মাসের ১৫ তারিখে কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ও কিংবা দেখিবার জন্য মহকুমার কর্তৃপক্ষের কাছারীতে অধিবেশন করিবেন। সেই ১৫ তারিখ বুধবার কি বৃহস্পতি দিন হইলে, তৎপক্ষে যে দিনে কাছারী খোলা হয় সেই দিনে অধিবেশন করিবেন। কিন্তু মহকুমার কর্তৃপক্ষ মাসের মধ্যে অন্য কোন দিনে কমিটীর অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে চাহিলে কারণ লিখিয়া অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৫। অধিবেশনের যে দিন নিরূপণ হয় তাহার অন্ততঃ সম্পূর্ণ চারি দিন থাকিতে প্রত্যেক জন মেম্বারকে এই অধিবেশনের নোটিস দেওয়া যাইবে।

৬। ইহার পূর্ব ধারায় যে নোটিস দিবার বিধান হইয়াছে তন্মধ্যে অধিবেশনকালীন বিবেচ্য বিষয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট না থাকিলে, কোন বিষয় প্রথমবার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করা গেলেই চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

৭। কমিটীর সম্মুখে যে কোন বা মো বিসয় উপস্থিত করা যায় কমিটীর অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতানুসারে সেই বা মোই বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। মতভেদ হইলে মহকুমার কর্তৃপক্ষ কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব দ্বিতীয় মত দিতে পারিবেন।

৮। স্থায়ী পদোপলক্ষে স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব কমিটীর সেক্রেটারী ও মহকুমার কর্তৃপক্ষ সভাপতি হইবেন। সেক্রেটারী একখানা বড় রাশিয়া এম্বলো প্রত্যেক অধিবেশনকালীন কার্য্যের বিবরণ লিখিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

এই আইনমতে টাকা জমা ও খরচ করিবার বিধি।

৯। প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে আগামি বৎসরের সম্ভাবিত জমা ও প্রস্তাবিত খরচের অনুমানপত্র গবর্ণমেন্টের অনুমোদনপত্র অর্পণ করা যাইবে।

১০। কমিটী গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারে অনুমানপত্রের লিখিত কোন টাকা এক দফা হইতে উঠাইয়া অন্য দফায় দিতে পারিবেন; কিন্তু মোট টাকার অধিক খরচ না হওয়া ও বৎসর ২ তারিখ সমালোচনপত্র কমিশনার সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করা আবশ্যিক।

১১। বৎসরের মধ্যে ওলাউচা কি অন্য দৌলের সম্ভার হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত অতিরিক্ত ও বিশেষ আমলাগণ নিযুক্ত করা আশঙ্ক্য হইতে পারে ইত্যাদি কারণে বৎসরের অনুমানপত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক খরচ বলিয়া গণ্য করা ১২ টাকার অনধিক মরিতে হইবে।

১২। নগর দৌল ও পরিষ্কার করণের কি কার্য্য করা গিয়াছে তাহা ও কত টাকা জমা ও খরচ হইয়াছে তাহার বিস্তারিত হিসাব বৎসরের অবগতি কত টাকা উদ্বৃত্ত রহিল তাহা লিখিয়া মহকুমার কর্তৃপক্ষ বৎসরের মধ্যে আইনমত কার্য্য কিরূপে চলিয়াছে প্রতি বৎসরের শেষে ইহার রিপোর্ট অর্পণ করিবেন। এই রিপোর্ট কমিশনার সাহেবের দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠান যাইবে।

চতুর্থ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

১৩। যে ব্যক্তি বাগানদারী রাখিবার জন্য এই আইনমতে লাইসেন্স লন, তিনি এট আইন নর এককোষ ও আইনের ১৪ ধারার নির্দিষ্ট এককোষী ছাপা নোটিস আনাইয়া লইবেন। সেই নোটিস এই উপবিধির A চিহ্নিত ফোর্ডপত্রের পাঠানুসারে লেখা যাইবে।

১৪। আইনের ১৫ ধারায় যে রেজিস্ট্রারের উল্লেখ হইয়াছে তাহা এই উপবিধির U চিহ্নিত ফোর্ডপত্রের পাঠানুসারে লিখিতে হইবে।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

15. There shall be hung up in each compartment of a lodging-house a board on which shall be legibly written in English and Bengali the dimensions of such compartment and the number of lodgers it can properly accommodate, and this board shall bear the signature of the Health Officer.

The penalty for infringement after notice shall be a fine not exceeding Rs. 2 daily.

16. Every lodging house or hotel-keeper shall be bound, on requisition by the Health Officer, to provide himself with tickets or tokens bearing consecutive numbers, and to furnish each of his lodgers with one of such tickets or tokens.

17. For the purpose of this Act the year shall be considered to commence from 1st April, and all licenses shall run from that date.

APPENDIX A.

Form of Notice under Section 14.

Lodging-house No. .
Proprietor (or Manager) A. B.
Licensed to accommodate _____ Lodgers.

Signature.

APPENDIX B.

Form of Inspection Register under Section 15.

Date of inspection and name of inspecting officer.	Number and name of lodging-houses.	Result of inspection.	Order by Magistrate or Health Officer

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

[Third Publication.]

NOTIFICATION.

The 15th May 1884. It is hereby notified for general information that, in the exercise of the powers conferred on him by section 314 of Act V (B.C.) of 1876, the Lieutenant-Governor intends to confer the following bye-laws, which have been framed by the Commissioners of the Nasirabad Municipality at a meeting under section 313 of the Act, unless good reasons be shown to the contrary within one month from the date of publication of this notification within the above municipality.

Additional bye-laws for the Nasirabad Municipality.

I. No person shall perform any office of nature in any place outside private premises other than such as may have been appointed by the Commissioners, provided that such places have been set apart by the Commissioners.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

II. No person shall build, or cause to be built, any latrine or urinal, or shall deposit or cause to be deposited, filth, dirt or dung, within ten feet of any public road, or public drain, or private drain leading to a public one.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 10.

III. Any one tethering cattle or driving bullock carts on the "course" shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5.

IV. No person shall let loose, or cause or allow to be let loose, any horse, pony, cattle pig, goat, sheep or donkey on the public roads, lanes or pathways within municipal limits and no person shall tether or graze cattle, horse, pony, pig, goat, sheep or donkey or other animals, or cause them to be tethered, or cause or allow them to stray on any public highway.

The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 5.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

১৫। বালাবাড়ীর প্রত্যেক ঘর কত লম্বা ও চৌড়া ও তাহার মধ্যে কতজন বাত্মী স্থানান্তরিত থাকিতে পারে এই কথা তত্ত্বায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট নিখিও হইয়া সেই ঘরে সটকান থাকিবে ও সেই তত্ত্বায় স্থানান্তরিত সাহেবের স্থানান্তর থাকিবে।

নোটিস পাঠবার পর লঙ্ঘন হইলে প্রতিদিন ২২ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৬। স্থানান্তরিত সাহেব আঞ্জাদে বাসাবাড়ী বা চোটেলের এতদক জন রক্ষক কএকখানি টিকিট লইয়া নিকটে রাখিবেন; সেই সকল টিকিটে এতদক্রমে লম্বা দেওয়া যাইবে। এ বাড়ীর মধ্যে যতজন আসিয়া থাকে তাহাদের এতদক জনকে একত্রে একত্রে খান টিকিট দিতে হইবে।

১৭। এই আইনের কার্যপক্ষে আশ্রয় মাসের ১ তারিখ বৎসরের আরম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে ও উক্ত তারিখ অবধি সকল লাইসেন্স পত্র চলিবে।

A চিহ্নিত ফ্রেডপত্র।

১৪ ধারামত নোটিসের পাঠ।

বালাবাড়ী নম্বর
মালিক (বা কার্যাব্যাহক) ক, খ।
এত জন যাহাদের স্থান দিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত।

(স্বাক্ষর)

B চিহ্নিত ফ্রেডপত্র।

১৫ ধারামত পরিদর্শনের রেজিস্টারের পাঠ।

পরিদর্শনের তারিখ ও পরিদর্শনকারি কার্যাব্যাহকের নাম।	বালাবাড়ীর নম্বর ও নাম।	পরিদর্শনের কল।	মালিকট বা স্থানান্তরিত সাহেবের আজ্ঞা।

ই, এন, কোর,

বঙ্গদেশের পবর্নমেণ্টের একাউন্ট সেক্রেটারী।

[তৃতীয় দ্বার প্রকাশিত।]

১৮৭৩ সাল ১১ মে।

১৮৭৩ সাল ১১ মে।—সাধারণের জ্ঞানার্থে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নগর-
বাস মুনিসিপালিটিতে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিপক্ষ
কার্য দর্শান না গেলে, জুইন সেপ্টেম্বর ৩ তারিখ সাহেবের প্রতি ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ও আইনের ৩১৪
ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের ৩১৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটির
সভাগত কমিশ্যনরদের প্রণীত মিল্লিখি-উ-বিবি দৃঢ় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

নগরবাস মুনিসিপালিটির অতিরিক্ত উপবিধি।

১। কমিশ্যনরেরা যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেন তদ্রূপ ব্যক্তিবর্গের বাড়ীর বাহিরের কোন
স্থানে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না, কিন্তু সেই স্থান কমিশ্যনরদের স্বত্ব করিয়া রাখিতে
হইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫২ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

২। কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার কি সরকারী নদীর কিম্বা ব্যক্তি বিশেষের গে. নদীয়া সরকারী
নদীয়া পরগণা যার তাহার দশ ফুটের মধ্যে কোন পাঠখানা বা মৃত্তভাগের স্থান গাঁথিবেন বা গাঁথাই-
বেন না, কিম্বা ময়লা কি গব্বি জল বা গোবর জমা করিবেন বা করাইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ১০ দশ টাকার অনধিক দণ্ড।

৩। কোন ব্যক্তি “গোড় দোড়ের পথে” গব্বি বাধিয়া দিলে বা গব্বি গাড়ী চালাইলে তাহার
৫২ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

৪। কোন ব্যক্তি মুনিসিপাল সীমার অন্তর্গত সরকারী পথে, গলি পথে বা ইত্যাদি গাইবার পথে
কোন ঘোড়া, টাটু, গব্বি, শূকর, ছাগল, ভেড়া, বা গাধা আনুগা ছাড়িয়া দিবেন কি দেওয়াইবেন না
কি দিতে দিবেন না এবং কোন ব্যক্তি গব্বি, গোড়া, টাটু, শূকর, ছাগল, ভেড়া বা গাধা বা অন্য
অন্ত সরকারী কোন নড় রাস্তায় বাধিয়া দিলে বা চরিতে দিবেন না, বা বাধাইবেন না, কিম্বা আনুগা
যাইতে দিবেন বা দেওয়াইবেন না।

এই বিধি লঙ্ঘনের ৫২ পঁচ টাকার অনধিক দণ্ড।

[গবর্নমেণ্ট গেজেট। ১৮৭৪। ১৭ জুন।]

V. Every driver of a carriage, cart or vehicle must keep to his left while passing another carriage, cart or vehicle moving in the opposite direction along any public road. The penalty for infringement shall be a fine not exceeding Rs. 2.

E. N. BAKER,
Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 2031A.

The 25th May 1884.—Baboo Dwarka Nath Mitter, Second Subordinate Judge of Bhagulpore, is allowed leave for one month under Rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 28th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 30th May 1884.—The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mohunt Bhugwan Dass of his appointment as an Honorary Magistrate of the Madhubani Bench in the district of Durbhungah.

Baboo Saribanand Das, Munsif of Bongong, is appointed to be a Munsif of the Munsifces in Bongong and Jhemda, in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Bongong.

The 2nd June 1884.—Mr. A. Earle, Assistant Magistrate and Collector, Tajpore, Durbhunga, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in section 260 of the Code of Criminal Procedure.

Mr. C. R. Marriott, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector of Dacca, is vested with powers under sections 133, 156, 260, and 524 of the Code of Criminal Procedure.

Baboo Juggut Chunder Shome, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is vested with the powers of a Magistrate of the second class.

Baboo Prishna Chunder Roy is appointed to be an Honorary Magistrate for the Naibati Bench, in the 24-Pergunnahs, and is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

Baboo Joga Bundhu Gangooli, Subordinate Judge of Dinagepore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court up to the amount of Rs. 100.

The 5th June 1884.—Baboo Gunga Narain Roy, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Nuddea, is vested with the powers of a Magistrate of the third class.

The 7th June 1884.—Baboo Harihar Charan Lal, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Madhub Chunder Chuckerbutty confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Uma Kant Chatterjee, temporary Munsif of the first grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kanai Lal Mookerjee confirmed in the third grade of Subordinate Judges.

Baboo Haris Chandra Sen, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Srigopal Chatterjee, temporary Munsif of the second grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Uma Kant Chatterjee.

Baboo Raj Narayan Chakravarti, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Kalipodo Mookerjee, temporary Munsif of the third grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Srigopal Chatterjee.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

৫। ঘোড়ার গাড়ীর, গরুর গাড়ীর বা যানের প্রত্যেক চালক সরকারী পোনপথ দিয়া সম্মুখে অথবা ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী বা যান আসিতেছে দেখিলে তাহার নিকট দিয়া যাবার সময়ে আপন বামদিক দিয়া যাইবে।

এই বিধি লঙ্ঘনের ২৭ ছই টাকাৰ অনধিক দণ্ড।

ই, এন, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটারী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্টে।

২০৩১A নম্বর।

১৮৮৪ সাল ২৫ মে।—ভাগলপুরের দ্বিতীয় সনডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু দ্বারভাঙ্গা নাথামিহ এই মাসের ২৮ তারিখ অধিবেশন হইবার পর যে তারিখে দুইটি প্রহণ করেন তদন্থি সিভিল কাউন্সিলরদের দুইটি বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মানের দুইটি পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩০ মে।—শ্রীযুত মোহনলাল ভগবান দাস দ্বারভাঙ্গা জিলার অন্তর্গত মদুনি বেলের অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটরূপে স্বীয় পদভাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

বনগাঁয়ের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু সর্দারদাস দাস যশোর জিলার অন্তর্গত বনগাঁ ও নিম্নলিখিত মুনসেফের মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া নামান্যতঃ বনগাঁয়ে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—দ্বারভাঙ্গা অন্তর্গত ভাগপুরের জাফিউল মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এ, অরল সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কাগজাদালীবিষয়ক আইনের ২৬০ ধারার নিম্ন অপরাদেশে সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

ঢাকার একটিং আইন্স মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত সি, আর, মেব্রিট সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কাগজাদালীবিষয়ক আইনের ১৩১, ১৮৬, ২৬০ ও ৫২৪ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

ভাবড়ার ডেপুটি মা জেস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অগস্ত্য সোম দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বাব ১৪ পবগনার অন্তর্গত নৈহাটি বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

দিনাজপুরের সনডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু জগদীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ছোট আদালতের বিচারী ১০০৭ টাকা পর্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৫ জুন।—মদীয়ার একটিং ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নন্দীনারায়ণ ঠাকুর তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮৪ সাল ৩ জুন।—শ্রীযুত বাবু মদনচন্দ্র চক্রবর্তী সনডিনেট জজদের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ী-রূপে নিযুক্ত হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু হরিহরচরণ লাল সেই শ্রেণীতে স্থায়ী-রূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় সনডিনেট জজদের তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ী-রূপে নিযুক্ত হওয়াতে প্রথম শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সেই শ্রেণীতে স্থায়ী-রূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরিহরচরণ লালের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু হরিশচন্দ্র সেন, সেই শ্রেণীতে স্থায়ী-রূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, সেই শ্রেণীতে স্থায়ী-রূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু হরিশচন্দ্র সেনের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তী সেই শ্রেণীতে স্থায়ী-রূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু জগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিয়াকালীন মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীতে স্থায়ী-রূপে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন ।]

Moulvie Hamiduddin, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Khetter Nath Dutt, temporary Munsif of the fourth grade, is confirmed in that grade, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Chakrodhar Prosad, Munsif of Raghunathpore, in Maubhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Harihar Charan Lal.

Baboo Prasanna Kumar Sen, Munsif of Ramporehat, in Beerbhoom, is promoted temporarily to the first grade of Munsifs, *vice* Baboo Umakant Chatterjee.

Baboo Kalidhan Chatterjee, Munsif of Habigunge, in Sylhet, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Haris Chandra Sen.

Baboo Bhuban Mohan Ghosh, Munsif of Satkhira, in Khoolna, is promoted temporarily to the second grade of Munsifs, *vice* Baboo Srigopal Chatterjee.

Baboo Kali Krishna Chowdry, Munsif of Poree, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Raj Narayan Chakravarti.

Baboo Aghore Chandra Hazra, Munsif of Bogra, is promoted temporarily to the third grade of Munsifs, *vice* Baboo Kali Podo Mookerjee.

Baboo Gopal Chandra Basu, officiating Munsif of Munshigunge, Dacca, is promoted temporarily to the 4th grade of Munsifs, *vice* Moulvie Hamiduddin.

Baboo Gopal Krishna Ghosh, officiating Munsif of Kurigram, Rungpore, is promoted temporarily to the fourth grade of Munsifs, *vice* Baboo Khettra Nath Dutt.

GRANT OF LEAVE TO MUNSIFS.—*The 4th June 1884.*—Baboo Ramyad Lall, First Munsif of Chuprah, in the district of Sarun, is allowed leave for two months, under rule 1, section 73, chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 2nd June 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions, the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to the town of Chogdah in the District of Nuddea. The said provisions shall have effect within the limits of the town of Chogdah as laid down in the notification of Government dated the 31st May 1861, published at page 1548 of the *Calcutta Gazette* of the 8th June 1861, extending Act XX of 1856 to that town.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

The 4th June 1884.—It is hereby notified that the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the provisions of section 34 of Act V of 1861 to Bagirhat, in the District of Khoolnah. The said provisions shall have effect within the following limits:—

Bagirhat locality—bounded on the north and west by the road passing by north of the old bazar and joining to the Karapara road, on the south by the Bediapara Khal, and on the east by the river Bhairab.

F. B. PEACOCK,
Secretary to the Government of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL.

The 4th June 1884.

No. 225.—*Leave.*—Mr. W. E. Newham, Assistant Engineer, first grade, Benares-Cuttack Railway Surveys, is granted 3 months' privilege leave from the date he may be allowed to avail himself of the same.

[*Government Gazette*, 17th June 1884.]

ক্রীষ্ণ বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুনসেফ ক্রীষ্ণ মৌলবী হামিদ্দীন সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রীষ্ণ বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর ক্রিয়ৎকালীন মুনসেফ ক্রীষ্ণ বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্ত সেই শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রীষ্ণ বাবু হরিহরচন্দ্র লালের পরিবর্তে মানভূমের অন্তর্গত রঘুনাথপুরের মুনসেফ ক্রীষ্ণ বাবু চক্রধর প্রসাদ ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

ক্রীষ্ণ বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে দীর্ঘভূমের অন্তর্গত রামপুরহাটের মুনসেফ ক্রীষ্ণ বাবু প্রসন্নকুমার সেন ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

ক্রীষ্ণ বাবু হরিশ্চন্দ্র সেনের পরিবর্তে কুড়িগ্রামের অন্তর্গত কবিগঞ্জের মুনসেফ ক্রীষ্ণ বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায়, ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

ক্রীষ্ণ বাবু শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে খুলনার অন্তর্গত মাতকীরার মুনসেফ ক্রীষ্ণ বাবু ভুবনমোহন ঘোষ ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

ক্রীষ্ণ বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে পুরীর মুনসেফ ক্রীষ্ণ বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

ক্রীষ্ণ বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে বগুড়ার মুনসেফ ক্রীষ্ণ বাবু অঘোরচন্দ্র হাজরা ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

ক্রীষ্ণ বাবু মৌলবী হামিদ্দীনের পরিবর্তে ঢাকার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জের একটি মুনসেফ ক্রীষ্ণ বাবু গোপালচন্দ্র বসু ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

ক্রীষ্ণ বাবু ক্ষেত্রনাথ দত্তের পরিবর্তে রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রামের একটি মুনসেফ ক্রীষ্ণ বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ ক্রিয়ৎকালের নিমিত্তে মুনসেফদের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

মুনসেফদের ছুটি।—১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—মারণ জিলার অন্তর্গত ছাপরার প্রথম মুনসেফ ক্রীষ্ণ বাবু রামসাদ লাল যে তারিখে ছুটি গ্রহণ করেন তদবধি নিবিল কার্যাকারকদের ছুটির বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারার ১ প্রকরণমতে ছুটি মাসের ছুটি পাইলেন।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ২ জুন।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ক্রীষ্ণ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব মদীরা জিলার অন্তর্গত চাগদানগরে ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন। চাগদানগরে ১৮৫৬ সালের ২০ আইন প্রচলিত করণার্থ ১৮৬১ সালের ১১ জুনের বাঙ্গলা গবর্নমেন্ট গেজেটের ৩২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৬১ সালের ৩১ মে তারিখের গবর্নমেন্টের বিজ্ঞাপনের লিখিত উক্ত নগরের সীমার মধ্যে উক্ত বিধান ফলবৎ হইবে।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ক্রীষ্ণ লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব খুলনা জিলার অন্তর্গত বাগিরহাটে ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি দিলেন। উক্ত বিধান নিম্নলিখিত সীমার মধ্যে ফলবৎ হইবে,—

বাগিরহাট।—উত্তর ও পশ্চিম সীমা পুরাতন বাজারের উত্তরদিক দিয়া যে পথ দিয়া করপাড়া গথে মিলে সেই পথ দক্ষিণ সীমা বেদিয়া পাড়া খাল, এবং পূর্ব সীমা ভৈরব নদ।

এক, বি, পীকক,
বঙ্গদেশের গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮৪ সাল ৪ জুন।

২২৫ নম্বর।—ছুটি।—বারানসী-কটক রেলওয়ে সড়কের প্রথম শ্রেণীর লাসিস্টাট ইঞ্জিনিয়ার ক্রীষ্ণ ডবলিউ, ই, নিউহাম সাহেব যে তারিখে ছুটি গ্রহণের অনুমতি পান তদবধি তিন মাসের অনু-
গ্রহের ছুটি পাইলেন।

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

The 6th June 1884.

No. 226.—The services of Mr. H. H. Green, Assistant Engineer, second grade, Calcutta Workshop, are temporarily placed at the disposal of the Railway Branch.

The 9th June 1884.

No. 227.—*Notification.*—Mr. B. K. Finmore, Assistant Engineer, second grade, Darjeeling Division, passed the colloquial examination in Hindustani on the 8th April 1884.

No. 228.—*Leave.*—Mr. W. H. Marten, Deputy Examiner, first grade, is granted 15 days' extraordinary leave without allowances under section 134 of the Civil Leave Code (6th edition) from the 5th to 19th May 1884, both days inclusive.

IRRIGATION.

The 9th June 1884.

No. 229.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for construction of a retired line of embankment at Mouzas Rampur Rubra and Kone, Pergunnah Goah, District Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 9 acres 1 rood 36 poles, bounded on the north by cultivated rubber land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, south by cultivated rubber land of Surbjoog Singh, Nundoo Singh, and Ramprosad Singh, east by Sarun Embankment, and west by Sarun Embankment, is required.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 230.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for Nenooan Sub-Distributaries, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 5 miles in length and varying from 40 feet to 155 feet in width and containing an area of 71 acres 2 roods and 37 poles more or less, and passing through mouzabs Bankat, Mathila, Moogaon, Kopawa, Kassia, Akoni, Atam, and Nenooan in pergunnah Bhojapore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 231.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the Basome Distributary, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 7 miles in length and varying from 80 feet to 160 feet in width, and containing an area of 112 acres 2 roods and 41 poles of land more or less, and passing through mouzabs Titrahand, Pannaon, Fuboulee, Khavatcha, Bararha, Purmanundpore, Kujharna, Mathala, Lahava, and Chaurah in pergunnah Bhojapore, is required in the district of Shahabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

RAILWAY

The 9th June 1884.

No. 232.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for extension of brick-field of the East Indian Railway Company, in mouzabs Bamooongachy and Lellooah, pergunnah Boroee, zillah Hooghly, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 2 acres 3 roods 10 poles or 8 beeghas 10 cottas 2 chitracks of standard measurement, bounded on the north by garden belonging to Ram Camner Achujee, on the west by paddy lands held by B yeento Nanta Chuckerbatty, Modhoooodun Ghose, Joynarain Pramanick, Herash Mollah, Sherif Mollah and garden of Shaik Komorooddeen Moonshee, on the south by garden belonging to Joma Khan, and on the east by East Indian Railway brick-field, is required within the aforesaid villages of Bamooongachy and Lellooah.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

[*Government Gazette, 17th June 1884.*]

১৮৮৪ সাল ৬ জুন।

২২৬ নম্বর।—কলিকাতার ওয়ার্কশপের দ্বিতীয় শ্রেণীর আদিস্টোন্টে ইঞ্জিনিয়ার জীযুত এচ, এচ, গ্লোম সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে রেলওয়ে শাখার আজাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—মার্জিলিজ খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আদিস্টোন্টে ইঞ্জিনিয়ার জীযুত বি, কে ক্রিনিয়ার সাহেব ১৮৮৪ সালের ৮ আগস্টে চলিত হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষাভী হইয়াছেন।

২২৮ নম্বর।—ছুটি।—প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী হিসাব পরীক্ষক জীযুত ডবলিউ, এচ, মার্টেন সাহেব সিবিল কার্যকারকদের ছুটির বিধির মতে সংস্করণের ১৩৪ ধারামতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৫ তারিখ অবধি ১৯ তারিখ পর্যন্ত দিনা বেতনে অতিরিক্ত ভাতার পনের দিনের ছুটি পাইলেন।

জলসেচন বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২২৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারন জিলার অন্তর্গত গোরা পরগনার রামপুর রত্না ও কোণ মোজায় বাঁধ গিছাইয়া করিবার জন্য রাজকীয় অর্থবারে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে স্থানান্তরিত ৯ একর ১ কড ৩৬ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা সর্বধুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রামপ্রসাদ সিংহের কর্তৃত্ব রবি জমি, দক্ষিণ সীমা সর্বধুগ সিংহ, নন্দ সিংহ ও রামপ্রসাদ সিংহের কর্তৃত্ব রবি জমি, পূর্ব সীমা সারন বাঁধ, এবং পশ্চিম সীমা সারন বাঁধ।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ নেতুয়ান জল বিতরণার্থ উপনালীর জন্য রাজকীয় অর্থবারে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে ৫ মাইল দীর্ঘ ও ৪০ অবধি ১৫৫ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ স্থানান্তরিত ৭১ একর ২ কড ৩৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত গোজপুর পরগনার বনকাট সাখিলা মুগাওন, কোণওয়া, কাসিয়া, আকোনি, আতাওন ও নেতুয়াওন মোজার মধ্য দিয়া যায়।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বাসোলী জল বিতরণার্থ নালার জন্য রাজকীয় অর্থবারে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে প্রায় ৭ মাইল দীর্ঘ ও ৮০ অবধি ১৬০ ফুট পর্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ স্থানান্তরিত ১১২ একর ২ কড ৩০ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভৌজপুর পরগনার ডিগ্রাওন, পাশাওন, দুর্বোলা, খাটেরা, বরাহ, পরমানন্দপুর, করনারুয়া, মাখিলা, গহনা ও চুখার মোজার মধ্য দিয়া যায়।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

২৩২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত বোর পরগনার বামুনগাছী ও নেতুয়া মোজায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ইটখোলা বৃদ্ধি করিবার জন্য রাজকীয় অর্থবারে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বেকৃত কার্যের নিমিত্তে উক্ত বামুনগাছী ও নেতুয়া মোজায় স্থানান্তরিত ২ একর ৩ কড ১০ পোল পরিমিত অর্থাৎ কর্তৃত্বমতে ৮।০৮ হটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রামচন্দ্র আচার্য্যর বাগান, পশ্চিম সীমা টেকুঠনাথ চক্রবর্তীর, মধুসূদন ঘোষের, জরনারায়ণ প্রামাণিকের, হেরাশ মোজার, শেরিফ মোজার খানোয় জমি ও মেখ কংকদীন মুন্সীর বাগান, দক্ষিণ সীমা জোমা খাঁর বাগান, এবং পূর্ব সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ইটখোলা।

ইহাতে বাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

[গবর্ণমেন্টে গেজেটে। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 9th June 1884.

No. 233.—Draft Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of a retired line of road, north of Tatoolia bazar, pergunnah Choonakhali, kishmut Dakhinshahar, moujah Joypore or Tatoolia, zillah Murshedabad, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 8 beegahs 4 cottahs 8 gundahs (1590' \times 75') standard measurements, bounded on the north and west by Patit or uncultivated mal lands, zemindars' mango garden and Nodar Chand Sarkar's mal land, on the east by the main road to Mureha and the village road to Dakhinshahar, and on the south by the main road to Berhampore village, road to Baloochur, zemindar's mango tope and Patit lands, is required in village Tatoolia, pergunnah Choonakhali, zillah Murshedabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 234.—Declaration.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for the construction of Mohanpore and Khurruckpore Road from the Sudderghat to Mohanpore in the villages of Charapal and Shafiabad, pergunnah Khurruckpore, zillah Midnapore, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring more or less 21 beeghas 11 cottahs 4 chittacks of standard measurement, 2350 feet long, and 100 feet wide, is required within the aforesaid villages of Charapal and Shafiabad.

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern.

No. 235.—Notification.—The Lieutenant-Governor of Bengal directs, under section 63 of Act II B.C. of 1882, that an estimate shall be framed of the probable cost to be incurred in respect of the repairs, maintenance and works connected therewith of the Gunduck tucavee embankment in the district of Mozufferpore for 20 years commencing from the 1st of April 1883. The embankment referred to is 52 miles 400 feet in length.

The 10th June 1884.

No. 236.—Promotions.—The Lieutenant-Governor has been pleased to make the following promotions in the Engineer Establishment:—

Name.	From.	To.	Date.	Nature of promotion.
Mr A. S. Thomson	Assistant Engineer, 1st grade, <i>sub. pro-tem.</i>	Assistant Engineer, 1st grade.	25th April 1884	Permanent
Babu Prasanno Coomarr Muneary.	Assistant Engineer, 2nd grade	Assistant Engineer, 1st grade.	Ditto	<i>Sub pro-tem.</i>
r. J. H. Toogood	Executive Engineer, 3rd grade (<i>sub. pro-tem.</i>)	Executive Engineer, 3rd grade.	4th May 1884	Permanent.
A. C. C. Rogers	Executive Engineer, 4th grade.	Executive Engineer, 3rd grade	Ditto	<i>Sub. pro-tem.</i>
B. W. Cantopher	Executive Engineer, 4th grade (temporary rank).	Executive Engineer, 4th grade.	Ditto	Permanent.
J. P. Chighorn	Assistant Engineer, 1st grade.	Executive Engineer, 4th grade.	Ditto	Temporary.
J. P. Coy	Assistant Engineer, 2nd grade.	Assistant Engineer, 1st grade.	Ditto	<i>Sub. pro-tem.</i>

G. F. E. S. NEILL, Major, M.S.C.,
Under-Secy. to the Govt. of Bengal, P. W. Dept.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

স্থানীয় বস্তুাদি বিষয়ক।

১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

১৩৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুণাখালী পরগনার কিসমৎ দক্ষিণশহরের অয়পুর বা তেতুলিয়া মোজার তেতুলিয়া বাজারের উত্তরদিকে পথ গিছাইয়া করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত চুণাখালী পরগনার তেতুলিয়া গ্রামে কতিপয়ে ভূমি অধিক ৮/৪ কাঠা ৬ গণ্ডা (১১২০' x ৭৫') পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পশ্চিম সীমা পতিত মালের জমী, অমীনারের আশ্রয়গান, ও নদেরচাঁদ সরকারের মালের জমী, পূর্ব সীমা মরেহার যাইবার প্রধান পথ, ও দক্ষিণ শহরে যাইবার আমাপথ, দক্ষিণ সীমা বহরমপুর গ্রামে যাইবার বড় পথ, বালুচের যাইবার পথ, অমীনারের আশ্রয় বাগান ও পতিত জমি।

ইহাতে বাহাদুর সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত খরক-পুর পরগনার চরণাল ও শফিয়াবাদ গ্রামে সদরঘাট অবধি মোহনপুর পর্যন্ত মোহনপুর ও খরকপুর পথ প্রস্তুত করিবার জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্টে কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্বোক্ত কার্যের নিমিত্তে উক্ত চরণাল ও শফিয়াবাদ গ্রামে কতিপয়ে ভূমি অধিক ২১।১১ হটাক পরিমিত অর্থাৎ ২৩৫০ ফুট দীর্ঘ ও ১০০ ফুট প্রস্থ এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

ইহাতে বাহাদুর সম্পর্ক থাকে তাহাদিগকে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল।

২৩৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—মজফরপুর জিলার অন্তর্গত গণ্ডক তাকাবী বাঁধ মেলায় ও রক্ষা ও তৎসংক্রান্ত কার্য সম্পর্কে ১৮৮০ সালের ১ আইন অবধি আরম্ভ করিয়া ২০ বিগ বৎসরে কতটুকু ব্যয় সম্ভাব্য। জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬৩ ধারামতে তাহার এক অনুমোদিত প্রস্তাব করিবার আদেশ করিলেন। উক্ত বাঁধ ৫২ মাইল ৪০০ ফুট দীর্ঘ।

১৮৮৪ সাল ১০ জুন।

২৩৬ নম্বর।—পত্রিক।—জীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ইঞ্জিনিয়ার সিরিস্তার নিম্নলিখিত পদ বৃদ্ধি করিলেন।—

নাম।	যে পদ হইতে।	যে পদে।	তারিখ।	পদবৃদ্ধির তরফে।
জীযুত এ, এস, ডাবলন সাহেব ...	কিয়ৎকালীন স্থায়ী প্রথম জেণীর ইঞ্জিনিয়ারের	প্রথম জেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৭ সাল ২৫ আগ্রিল।	স্থায়ী।
„ বাবু এসমকুমার দনিয়ারি...	দ্বিতীয় জেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	প্রথম জেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।
„ জে, এচ, টুণ্ড সাহেব ...	কিয়ৎকালীন স্থায়ী তৃতীয় জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	তৃতীয় জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	১৮৮৪ সাল ৪ মে।	স্থায়ী।
„ এ, সি, সি, রজাস সাহেব ...	চতুর্থ জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	তৃতীয় জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।
„ বি, ডবলিউ, কানক সাহেব।	কিয়ৎকালীন চতুর্থ জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	স্থায়ী।
„ মে, সি, কেশব সাহেব ...	প্রথম জেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেণীর এক্সেসকিটিব ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিয়ৎকালীন।
„ জে, সি, কর সাহেব ...	দ্বিতীয় জেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	চতুর্থ জেণীর আসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের	ঐ	কিয়ৎকালীন স্থায়ী।

জি, এক, ই, এস, নীল, মেজর, এস, এস, সি,

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের হোটি সেক্রেটারী।



গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JUNE 17, 1884.

মঙ্গলবার, ১৮৮৪ সাল ১৭ জুন।

PART VIII.

ADVERTISEMENTS.

অফিস বণ্ড।

ইন্ডিয়া প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই জেলাতে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব দুই সপ্তাহ

সংখ্যা।	জিলা।	৮০ তোলায় সেরের হিসাবে																	
		মস।		ঘর।		তাল চাউল।		মাষাণ্য চাউল।		কচু ও বাজরা		গোলমুণ্ড		জোরার।					
		এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন	এই সপ্তাহের হিটন	ইহার পূর্ব সপ্তাহের হিটন

বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ জিলা।

সংখ্যা।	জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১	বর্ধমান ...	১৫৮	১৮	১৪১	১১৬	১১৭	১০	১০১	১০৭	১১১	১৭	৮	১১৫
২	বিক্রমপুর ...	১৩১	১৭	১৪	১২	৮	১২	১৫১	১৫১	১২	৮	১৭১	১১৪
৩	বীরভূম ...	১৬১	১৭	১৫	১২৮	১৪	৮	১৫	১৫১	১২১
৪	বেদিচাঁপু ...	১২	১২	১৫	১১০	১১০	১৪	১৪	১৫	১১০	৮	৮	১১৪
৫	ভদ্রনাথ ...	৮	১৭	১০	৮	৮	১০	১৪	১৪	৮১
৬	হাতিয়া ...	১৪১	১৪	১০	১১১	১২	১৪	১৪	১০১	১১০

বঙ্গদেশের জিলা।

	কলিকাতা ..	১৬	১৬	১৪	১৩	১৭	১৮	৮	৮	১০	১০	১৩	১৩	১৫	১৫	১২	১৭	১৭	...
৬	২৪ পরগণা	১৪	১৪	১০	৮	১৭	১৬	৮	৮	১২	১৭	১৬	১৬
৭	মদীরা ..	১৬	১৬	১৪	১০	১১	১২	১২	১২	১১	১০	১০	১০
৮	খুলনা	১২	১৪	১৭	১৪	১৬	১৫	
৯	যশোর ...	১৬	১৪	১২	১০	১০	১৬	১৬	১৬	১২	
১০	মুর্শিদাবাদ	১২	১২	১৭	১২	১১	১৬	১৪	১৪	১২	
১১	মির্জাপুর ...	১০	১০	১২	১০	১০	১২	১৪	১০	৮	১৬	১৬	১১০	
১২	রাঙ্গামাটি ...	১০	১০	১৭	১২	১২	১২	১২	১১	১০	১০	১০	১০	
১৩	সুপুর্ন ...	১৬	১৬	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	
১৪	বগুড়া ...	১২	১৬	১৫	১২	১২	১০	১০	১০	১০	১০	
১৫	পাটনা ..	১৪	১৪	১২	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	
১৬	সাঁওতাল	৮	...	৮	১০	১০	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	
১৭	জলপাইগুড়ি ..	১০	১০	১০	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	

ক। বহুবায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—কালনা ১৪ সের, কাঁটওয়ার ১২ সের এবং রাণীগঞ্জ ১০ সের।

খ। মকঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের অবধি ১৬ সের পর্যন্ত।

গ। মকঃসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের অবধি ১০ সের পর্যন্ত।

ঘ। বহুবায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—কালনা ১৪ সের এবং কাঁটওয়ার ১০ সের।

ঙ। —শ্রীরাবপুরে ১০ সের, জাহানাবাদে ১০ সের, ভায়েশ্বরে ১০ সের
 টেদায়াগীতে ১০ সের, চণ্ডীতলায় ১২ সের এবং, বারুগঞ্জ
 ঝিকরাপোতা ও বেঙ্গুড়ে ১০ সের।

চ। —বারাসভ ও বসীরহাটে ১০ সের, কল্যাণীতে ১০ সের এবং
 বারাকপুরে ১২ সের।

ছ। —কুষ্টিয়ায় ১০ সের, খোঁহরপুরে ১০ সের ও রাণীগঞ্জ ১২ সের।

অবশি তত্ত্বাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাঠ ও লবণ খুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

[illegible]

ବଜ୍ରମେଘ । ପଶ୍ଚିମମିଳକ୍ତ ଜିଳା ।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	৮৮	১২	১০	৩/	৩/	৩/	১৩	১৩	১২	২৮০৮	২৮০৮	৩/	বর্জমাছ।
...	১১৭	১১৭	৮	৮১	৮	৮১	৮/	৮/	৮/	১২৮	১২৮	১২	৩৮০	৩৮০	৩৮৬	বাঁকুড়া।
...	১৯১	১৯১	১১	৪/	৪/	৪/	১২	১২	১১	৩৮৬	৩৮৬	৩১/৩	বীরভূম।
...	১৬	১৬	১৪	৩৮৫	৩৮৫	৩৮৫	১২৮	১২৮	১৩	২৮০	২৮০	২৮০	মেদিনীপুর।
...	১২	৮	১৭	৩/	৩/	৩/	১৩১	১৩১	১৩১	২৮০	২৮০	২৮০	হুগলী।
...	৮১	৮	১২	২/	২/	২/	১৩	১৩	১৩	৩৮	৩৮	৩৮	হাবড়া।

মধ্যস্থতের জিলা।

...	১৮/১০	১৮/১১	১৮/১২	২১/১০	২১/১১	২১/১২	১৩	১৩	১৪	২৫০	২৫০	২৫০	কলিকাতা।
...	১৭/১০	১৭/১১	১৭/১২	২১/১০	২১/১১	২১/১২	১২/১০	১২/১১	১৩/১২	৩৭	৩৭	২০০/০	১৪-৭৭৭৭৭।
...	১১১/১০	১১১/১১	১১০	১১/১০	১১/১১	১১/১২	...	৩৭	৩৭	যলীহাট।
...	১৫	১৫	১৬	৪১	৫/১১	৫/১১	১০/১১	১০/১১	১১	৩০	৩০	৩০/০	কুলম্বা।
...	১১৪	১১৫	১১০	৩/১১	৩/১১	৩/১১	১০/১১	১০/১১	১০/১১	৩০/০	৩০/০	৩০/০	যশোর।
...	১১৫	১১৬	১১৭	৩/১১	৩/১১	৩/১১	১০/১১	১০/১১	১২/১১	৩১/০	৩১/০	৩১/০	মুন্সি বিদ্য।
...	১৬	১৫	১৫	৩১/১০	৩১/১০	৪/১১	১২	১১	১১	৩০	৩০	৩০/০	দিঘাজপুর।
...	১১৩	১১৩	১১১	৫/১১	৬/১১	৬/১১	১২/১১	১২	১১	৩০/৬	৩০/৬	৩১/৩	হাজিগাঁও।
...	১৩/১১	১৩/১১	১৬	২৫০	২৫০	২৫০	১৫০/১১	১৫০/১১	১৫০/১১	৩১/০	৩১/০	৩১/০	রঙ্গপুর।
...	১২/১১	১২/১১	১৫	২১০	২১০	২/১১	১২	১১	১২৫/১১	৩১/৪	৩১/০	৩১/৪	বগুড়া।
...	১১৪	১১৪	১৮	৫/১১	৫/১১	৫/১১	১২/১১	১২/১১	১১	৩০	৩০	৩১/০	পাইকগাছা।
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১০	১০	১৮	৩/১১	৩/১১	৩/১১	১৮	১৮	১৮	৪১০	৪১০	৪১০	নাজিদিয়া।
...	১৬	১৬	১৪	৩/১১	৩/১১	৩/১১	১২	১২	১১	৩০	৩০	৩০	কলকাতা।

ଅ। ମହକୁଆର ନବନେତ୍ର ଖୁଜୁଣୀ ସବୁ ଟାଙ୍କାର ଏହି—ମାତକୌରୀର ଓ ବାଗୀରହାଟେ । ୧ ସେର ।

ক। এ এ ।—মিনিসকে ও মাজরা ১২ সের, ও মড়াইল ১৪ সের, এবং বনগাঁয়ে ১৩ সের ।

১-লালবাগে ১১ সের, অন্ধ্রপুরে ১০। সের ও কাশ্মিরে ১২ সের ।

ଟି। ନୀଳପୁରେ ନବନଗର ଖୁଜୁରୀ ମନ୍ଦିର ଟୀକାୟ । ୧୦ ମେର ୭ ବାସଗଞ୍ଜ ୧୨॥ ମେର ।

ঠ। স্বঃ কুমার লবনের খুজরা দর টাকায় এই ২।—জাটোর ও মোর্গীয়ে ১২ সেহ ।

ড। ৬ ৬ ।—নিমকানারিতে ও নাইবাকায় ১২ সের, কুড়িগ্রামে ১৩ সের ।

৮। শেরাজগঞ্জ লবণের খুজরা দর টাকা ১৩ সের।

৭। কর্শিরে লবণের খুজরা সর টাকায় ৮ সের এবং শিলীগুড়িতে ১০ সের ।

৩। অমীশ্বর যাকুমার অন্তর্গত কালাকোটের সর্বশ্রেষ্ঠ খুজরা মর টাকায় ১০ পের।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৪ । ১৭ জুন ।]

বছর।	জিলা।	১০ ডেসিমাল সেরের হিসাবে																	
		গম।			বর।			ভাল চাউস			শাখা চাউস।			কুণ্ড ও বাজরা।			চোলম ও জোয়ার।		
		এই সঞ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঞ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘের রিটর্ন	এই সঞ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঞ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘের রিটর্ন	এই সঞ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঞ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘের রিটর্ন	এই সঞ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঞ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘের রিটর্ন	এই সঞ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঞ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘের রিটর্ন	এই সঞ্জাঘের রিটর্ন	ইহার পূর্ক সঞ্জাঘের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সঞ্জাঘের রিটর্ন

পূর্বদিকস্থ জিলা।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৮ চাঁকা ...	১৭	১৭	১৪	১১	১৬	১৮	১২	১২	১২	১৬	১৫	১৫	১২
১৯ করীদপুর ...	১০	১০	১৪	৫৫	৫৫	৫৭	১২	১২	১৮	১৫	১৫	১০
২০ বাকরগঞ্জ	১৫	১৫	১২	১৮	১৮	১০
২১ ময়মনসিংহ	১৪	১০	১২	১২	১২	১৫	১৬	১৪	৮
২২ চট্টগ্রাম	১০	১২	১২	১০	১২	১০	১৬	১৬	১২
২৩ মতরাখালী	১৬	১৬	১০	১৮	১৮	১৬
২৪ ত্রিপুরা	১৬	১৪	১২	১০	১০	১৭	১৭	১৬	১২
২৫ চট্টগ্রামের প- শ্চিম প্রদেশ- ত্রিপুরা পর্যন্ত	১১	১২	১০	১২	১০	১১
	১২	১২	১০	১৪	১৪	১৮	১২	১৮	১২

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
২৬ পাটনা ...	১১	১০	১১	১৪	১০	৫২	১২	১৩	১৪	১০	১০	১২
২৭ গয়া ...	১০	১০	১২	১১	১১	১১	১০	১০	১২	১২	১২	১৬
২৮ সাহাবাদ ...	১৮	১৭	১২	১১	১২	১২	১২	১৮	১৮	১০	১৪	১৪	১৬	১১	১১	১০	৫০
২৯ দারভাঙ্গা ...	১৫	১৫	১৮	১১	৫৫	১২	১৮	১৮	১০	১০	১৪	১৪	১৬	১১	১১
৩০ মজবুতপুর...	১৭	১৭	১০	১০	৫০	১২	১০	১২	১০	১০	১২	১০
৩১ সারন ...	১৮	১৭	১৭	১২	১২	১২	১৮	১৮	১০	১২	১২	১৮	১৫	১৫	৫২	৫২
৩২ গান্ধারন ...	১৫	১৬	১৮	১১	১২	১০	১০	১০	১০	১০	১২	১৮
৩৩ মুন্সের ...	১৭	১২	১২	১১	১২	১৮	১২	১০	১৫	১২	১২	১৬
৩৪ ভাগলপুর ...	১৭	১৭	১৬	১১	১১	৫০	১২	১২	১৬	১০	১০	১৬	১০	১৭	১৭

খ। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—মাণিকগঞ্জে ১২ সের, মুন্সীগঞ্জে ১০।১৬ সের ও আরায়গঞ্জে ১৩ সের।

দ। এই —গোয়ালন্দ এবং মাদারীপুরে ও ভাঙ্গায় ১২ সের এবং গোপালগঞ্জে ১২ সের।

ঘ। এই —পটুয়াখালিতে ১০।১২ সের, পিরোজপুরে ১১ সের ও ভোলায় ১১ সের।

ম। এই —কিশোরীগঞ্জে ১০।১২ সের, আটুয়ায় ১২ সের, ও আমালপুরে ১৬ সের, নেত্রকোণায় ১২।১ সের।

প। কুমারিয়ার লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের মাথাআরিতে ১৮ সের ও কলকাতায় ১২ সের।

ক। মকসলে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের অবধি ১১ সের পর্যন্ত।

ব। মহকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় এই—ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় ১২।১ সের, ও চাঁদপুরে ১২।১০ সের।

৪০ সেরের মণের খোঁকে বিক্রয়ের নমুনা।					
রসনি বা বাব- ওয়া ও টীকা।	কবেয়া।	ছোলা।	জালানি কাকি।	নয়ন।	নয়ন।
এই সস্তাহেত্ব রিটন					
ইহার পূর্ক সস্তাহেত্ব রিটন					
গত বৎসরের এই সস্তাহেত্ব রিটন					
এই সস্তাহেত্ব রিটন					
ইহার পূর্ক সস্তাহেত্ব রিটন					
গত বৎসরের এই সস্তাহেত্ব রিটন					
এই সস্তাহেত্ব রিটন					
ইহার পূর্ক সস্তাহেত্ব রিটন					
গত বৎসরের এই সস্তাহেত্ব রিটন					
এই সস্তাহেত্ব রিটন					
ইহার পূর্ক সস্তাহেত্ব রিটন					
গত বৎসরের এই সস্তাহেত্ব রিটন					
এই সস্তাহেত্ব রিটন					
ইহার পূর্ক সস্তাহেত্ব রিটন					
গত বৎসরের এই সস্তাহেত্ব রিটন					
এই সস্তাহেত্ব রিটন					
ইহার পূর্ক সস্তাহেত্ব রিটন					
গত বৎসরের এই সস্তাহেত্ব রিটন					

পূর্বদিকস্থ জিলা।																		
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	৮	৮	১৪	২০	২০	২০	১২	১২	১২	৩০	৩০	৩০	টাকা
...	১৭	১২	১৬	৩০	৩০	৩০	১২	১২	১২	৩০	৩০	৩০	করিকপুর।
...	১৭	১৭	৮	৩০	৩০	৩০	১৩	১৩	১৩	২১	২১	২১	বাথরগঞ্জ।
...	১৬	১৬	১২	১২	১০	১২	৩০	৩০	৩০	মরমসিংহ।
...	১৪	১২	১২	৩০	৩০	...	১০	১০	১০	৩০	৩০	৪০	চট্টোয়া।
...	১২	১২	১৩	১০	১০	১০	৩০	৩০	৩০	বড়বাথলী।
...	১৫	১৬	১২	১২	১২	১২	৩০	৩০	৩০	ত্রিপুর।
...	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৪০	৪০	৪০	{ চট্টোয়া গঙ্গাভীর প্রদেশ। ত্রিপুরা গঙ্গাভীর
...	১৪	১৪	১২	১২	১২	১২	৩০	৩০	৩০	

বেংগাল।																		
..	১১৪	১১৪	৬২	১১১	১১১	১১১	২১০	২১০	৩১০	১০১	১১	১০১	৩০০	৩০	৩০	পাটনা।
...	১১০	১১০	১১০	৪১০	৪১০	৪১০	১১	১১	১২	৩১০	৩১০	৩১০	গয়া।
...	১১৪	১১৪	১১৪- ১১৮	৩১০	৩১	৩১০	১২	১২	১২১	৩১০	৩১০	৩১০	শাহাবাদ।
১১০/	১১১/	১১	১১০/	১১৬০	১১	১১১১	১১০৬০	১১৫	৪১৬	৪১৬	৪১	১১১	১২১	১০	৩১১	৩১০	৩১০	ফরিদকোট।
...	১৮	১৮	৬৫	১১১	১১১	১১৫	৩১০	৩১০	৩১০	১২	১২	১২	৩১০	৩১০	৩১০	মজলপুর।
১১২	১১২	৬২	১১২	১১১১	৬২	১১২	১১১১	১১৮	৪১	৪১	৪১	১১১	১১	১১	৩১০	৩১০	৩১০	সরিগ।
..	১১	১১০	১১৬	১১১	১১	১১১	৩১০	৩১০	৩১০	চান্দাবাদ।
...	১১১	১১০৬৩১১	১১০১	১১৬	১১১	১১১	৩১৬	৩১৬	৩১৬	১২১	১২১	১২	৩১৬	৩১৬	৩১৬	মুন্সেরা।
...	১৮৬১	১৮৬১	৬০১	১১১১	১১০৬	১১১	৩৬১১	৩৬১১	৪১১১	১২১১	১২১১	১২১১	৩১	৩১	৩১১	ভাগলপুর।

ক। নবদহ মহাকুমায় লবণের খুজরা দর টাকায় ১০ সের।

ন। মহাকুমাৰ লবণেৰ খুজৰা দৰটোকাৰ এই২।—বকুমাৰে। ১।। সেৱ এবং তবুমাৰ। ৩।। সেৱ।

য । ঐ ঐ ।—ভাঙ্গপুরে । ১। ১০ সের, ও মধুবনিত্তে । ১ সের ।

১। —দীপাশ্রুতিতে ১০ সের এবং হাজিপুরে ১০।১ সের।

য২। ঐ ঐ ১—সেওয়ানে ১১ মের ও গোপালগঞ্জে ১২ মের।

১৩। মকঃস্থলে লবণের খুজরা দূর টাকার ১০ সের অবধি ১২ সের পর্য্যন্ত।

য৪। মহাকুমার লবনের খুজরা দত্ত টাকার এই২।—বেঙ্গলরাইসে ১১ সেব ও জমাইয়ে ১২ সেব।

১—বীকার ১২ সের, মগাপুরার ১০ সের ও নুপোলৈ ১১ সের।

[গণপীঠে গেজেট । ১৯৪৮ । ১৭ জুন।]

৮০ ডোলাব সেবের হিসাব

[illegible]

ଦେହୀର ।

	৭১ মণ্ড	৭২ সেব	৭৩ সেব	৭৪ সেব	৭৫ সেব	৭৬ সেব	৭৭ সেব	৭৮ সেব	৭৯ সেব	৮০ সেব	৮১ সেব	৮২ সেব	৮৩ সেব	৮৪ সেব	৮৫ সেব	৮৬ সেব	৮৭ সেব	৮৮ সেব	৮৯ সেব	৯০ সেব	৯১ সেব	৯২ সেব	৯৩ সেব	৯৪ সেব	৯৫ সেব	৯৬ সেব	৯৭ সেব	৯৮ সেব	৯৯ সেব	১০০ সেব	
৩৭ পূর্ণিমা	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
৩৮ ফাল্গুন	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১
৩৯ চৈত্র	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২

ਦੇਹਿਸ਼ ॥

৩৬	কটক	১৫	১০	১৫	...	২০	১০	১৫	৮০	৮০	১৪০
৩৭	শ্রী	১৫	১০	১৫	...	১৫	১৫	১০	১০	১০	১০	৫০
৪০	বাটলা	১০	১০	১৫	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	৫০

८५६ = १५१५४ ।

ନିମ୍ନ-ଅକ୍ଷ-ସ୍ଥିତ-ର-ଅକ୍ଷ-ଟି ।

[illegible]

- মফঃসেলে সামান্য চাউনের খুজরা দর টাকায় ১১৯। সের অবশিষ্ট ৮২৮/ সের পযালত ।
 ৪৬। মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় ঐহং—কৃষ্ণগঞ্জে ৭০ সের, ও অররিয়া মহকুমার অন্তর্গত রাণীগঞ্জে ১১ সের।
 ৪৭। ঐ ঐ —দেওঘরে ১৩ সের, বাঁজমহলে ১১ সের এবং গদ্দাই ১২ সের।
 ৪৮। খুলনা মহকুমার লবণের খুজরা দর টাকায় ১৬ সের।

कलकत्ता

• ୪୫୫ ନମ୍ବର, ୧୨ ଡିସେମ୍ବର ।

টাকায় যত পাওয়া যায়।

রাগী বা মাংস ও চীমা।			জমেরা।			চৌল।			জালানিকাজ।			সবণ।			সবণ।			উৎসেবের মণের খোঁকে বিক্রয়ের দর।		
এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্বে সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	জিনা।		

বেহার।

সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	টাকা	টাকা	টাকা	
...	১০	১০	১০	১০	৪/	৪/	৪/	১০।	১০।	১০	৩।৬০	৩।৬০	...	পূর্বনির্বা।	
...	১	১৩	১২।	৪/	৪/	০/	১১	১১	১১	৩।০	৩।০	৩।৬০	মালদহ।	
...	১২	১২	৫০	৮	৮।	১০	৪/	৪/	৪/	১২	১২।	১০	৩।৬০	৩।৬০	...	সাঁওতাল পরগণা।	

উড়িষ্যা।

৫৫	৫৫	৫৫	১২।	১২।	১১	২/	২/	২/	১৭	১৭	১৭	২৫০	২৫০	২৫০	কটক।
...	১২।	১১	১০।৫	২/	২/	২।৫	১৩	১৩	৪	২৫	৩।০	৩।১০	পুর্বা।
...	১৭	১৩	১৪	৩/০	৩।০	৩/০	১৯	১৮।	১৮	৩।৫০	৩।০	...	বালেশ্বর।

ছোট নাগপুর।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঙ্গলের এজেন্টী।

১১	১১	১০	৮	৮	১০	১৭	১৩।	৮	৮/	৮/	৩/	১২	১১	১১	৩।৫	৩।৫	...	হাজিরাবাগ।
১২	১১	৫০	১৩	৮	১৪	১৩	১৪	১৫	৩।০	৩/	৩/	১৮	১০	১৯।	৪।০	৩।৫	৪২	লোহা-ডাঙ্গা।
...	১৫	১৫	১৪	৪/	৪	৪/	৮	৮	৮	৪২	৪২	৪২	সিংহভূম
...	১৭	১৭	১৭	৩/	৩।০	৩/	১০।০	১০।	১০	৩।৫	৩।০	৩।৫	বাঁঘভূম

য৯। উজ্জ্বল লবণের খুজরা দর টাকায় ৮ সের।

য১০। চাক্রা ও খরকদিহার লবণের খুজরা দর টাকায় ১১ সের।

য১১। পালাগো মহকুমার অন্তর্গত দাঁতনগঞ্জে লবণের খুজরা দর টাকায় ৮।১ সের।

য১২। রত্ননাথপুরে লবণের খুজরা দর টাকায় ১২ সের ও গোবিন্দপুরে ১১ সের।

সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই. এন. বেকার,

বঙ্গদেশের লবণমন্ডলের একটিন সেক্রেটারী

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮৪ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব

ক্রমিক সংখ্যা	স্থান	৪০ সেরের														
		গদ।			বর।			তাল চাউস।			সাদা চাউস।			কুণ্ড বাজরা।		
		এই সস্তায়ে রিটেন	ইহার পূর্ব সস্তায়ে রিটেন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটেন	এই সস্তায়ে রিটেন	ইহার পূর্ব সস্তায়ে রিটেন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটেন	এই সস্তায়ে রিটেন	ইহার পূর্ব সস্তায়ে রিটেন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটেন	এই সস্তায়ে রিটেন	ইহার পূর্ব সস্তায়ে রিটেন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটেন	এই সস্তায়ে রিটেন	ইহার পূর্ব সস্তায়ে রিটেন	গত বৎসরের এই সস্তায়ে রিটেন
১	কলিকাতা ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	৪১০	৪১০	৩৫০	৩৫	৩৫	২১০	২১০	২১০	২১০
২	শেরাজগঞ্জ ...	২১০	২১০	২১০	৩৫০	৪১০	৪১০	২১০	২১০	২১০
৩	চাঁকা ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	৩৫০	৩৫০	২১০	২১০	২১০	২১০
৪	বারানগঞ্জ	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৫	চট্টগ্রাম ...	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	২১০	২১০	২১০	২১০
৬	পাটখালী ...	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	৩৫	৩৫	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৭	বাগেশ্বর ...	২১০	২১০	২১০	৩৫	৩৫	...	৩৫	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০
৮	পুরী	২১০	২১০	২১০	২১০
৯	কটক ...	২১০	২১০	৩৫	৩৫	৩৫	২১০	২১০	২১০	২১০	২১০

কলিকাতা,
১৮৮৪ সাল ৯ জুন।

দুই সপ্তাহ অবধি তুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও গবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

যশের দর।

চৌলস ও জোয়ার।			রাগী বা বাড়ওয়া ও শীয়া।			জবের।			চৌলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			গবণ।			বিক্রয়।
এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইচ্চার পূর্ক সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইচ্চার পূর্ক সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইচ্চার পূর্ক সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইচ্চার পূর্ক সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইচ্চার পূর্ক সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	এই সপ্তাহের দিউর্ণ	ইচ্চার পূর্ক সপ্তাহের দিউর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের দিউর্ণ	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
২/০	২/০	২/০	২/০	২/০	১/৬	১/৬	১/৬	২/০	২/০	২/০	কলিকাতা।
...	২/০	২/০	২/০	১/৬	৩/৬	২/৬	৩/৬	শেরাজগঞ্জ।
...	২/০	২/০	২/০	১/০	১/০	১/০	৩/০	৩/০	৩/০	চাঁকা।
...	২/০	২/০	২/০	১/০	১/০	১/০	৩/০	৩/০	২/০	মিরাজগঞ্জ।
...	২/০	৩/০	৩/০	১/০	১/০	...	৩/০	৩/০	৩/০	চট্টগ্রাম।
...	১১/৬	১১/৬	১১/৬	১/০	১/০	১/০	১/০	১/০	১/০	৩/০	৩/০	৩/০	নাটক।
...	২/০	২/০	২/০	১/০	১/০	১/০	৩/০	৪/০	৪/০	বালেশ্বর।
...	২/০	২/০	২/০	পুরী।
...	...	২/০	২/০	৩/০	১১/০	১১/০	১১/০	১/০	১/০	১/০	২/০	২/০	২/০	কটক।

সাধারণের অবগত্যার্থে প্রকাশ করা গেল।

ই, এন, বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একাউন্টস সেক্রেটারী।

জিলা হুগলি — জমিদারি বিক্রয়ের উদ্ভাষার কাছারি কালেক্টরী জিলা হুগলি।

সন ১৮৫৯ সালের ১২ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলির অনর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮৪। ২৮ মার্চ তারিখের প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদার হইবার বিধি আছে তাহা আদার নিমিত্তে সন ১৮৮৪। ১৯ জুন মোতাবেক বাতীল। ১৯৯১ সালের ৬ আর্ষাৎ রুহস্পতিবার দিবসে হুগলির কালেক্টরী কাছারিতে একাংশ নীলামে বিক্রয় হইবে উক্ত সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ৫ মে।

ক্রমিক সংখ্যা	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ডাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকসিয়ৎ। ✓
৯	এখ. অর্থাৎ ইন্ডুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। দৌলতপুর পঃ পাণ্ডুরা।	সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা- রাখা দিগর। বাদ গজাধর কর মোজা সিংহলা তৎ- সামিল পণ্ডি বাগান ডাক্তা ও মির- পাড়া বরকম /১২। আদার সদর জমা বিঃ কুমুমকুমারী দাসী ১৫১০ বিঘা জমির জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী সৈয়দ ফজলে রহমান ওরফে আল্লা রাখা দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১১৩২২২ ৪২৫৫০ ৫১০ ৪৮৫০		
১০	এ রাধাকান্তবাটী পঃ পাণ্ডুরা।	কচ্ছিমদী মিস্ত্রী দিগর ... বাদ হাজি আছানদী মিস্ত্রী ৫০৫১ বিঘা জমির জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে। বাকী কচ্ছিমদী মিস্ত্রী দিগর সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৬২৪১১১১ ২৪৫৫০ ৫৯৯৫/১১	১২২১১/১ ৪৬১/০	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক। এই বাকীর জমা এই অংশ মিলান হইবেক।
১১	এ বসন্তপুর পঃ ভূরশীট।	সেখ হাকিমজাদীন আহাম্মদ দিগর সদর জমা। এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী বরকম ১১/০ আদারকে বোল আদা করিয়া তাহার বরকম ১৪ আদার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১১০৮৭৮ ২৪২৪১/৬	৪২৯১/৬	এই বাকীর জমা এই অংশ নীলাম হইবেক।
১২	এ মণ্ডলঘাট পঃ মণ্ডলঘাট।	দুর্গাচরণ নাথ দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ১১১/৪ আদার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	২২৩৭৯৮৫/ (৮) ৩৮০৯/১	১২২৬৩৫২	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৩	এ সাঁখালি পঃ বালিয়া।	সেনাপতি মুখোপাধ্যায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে কালিদাস দেব মেনোয়ার ইন্সটিট গির্জানাথ বাসুচৌধুরী দিগর বরকম /১২ আদার সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইরাছে।	১০১৪৮৮ ১০১৪৫/০	৫০	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।

সদর জমার নং	মহাল ও পর- গনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার ডাইন।	বাকীর পরিমাণ।	টেকিয়াং।
৫৫	এখম শ্রেণী ইন্সমুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। চাপাহাটি পং	মহুনাথ ধল্যা দিগর ...	৫৮১০/২	৩৫১/০	
৫৬	পাণ্ডুরা। এ	মহুনাথ ধল্যা দিগর ...	৬০৬১/২	১১৩১/০৩	
৫৯	এ মাখালডিকি পং পাণ্ডুরা	সৈয়দ আবল মজফর দিগর ... বাদ অভয়চরণ মন্ডী রকম ১১৪৬ আনার সদর জমা এঃ উপেক্ষারায়ণ মন্ডী দিগর রকম ১১৪৬ আনার জমা বিঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী সৈয়দ আবল মজফর দিগর ... ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭২২৬/১ ২১৪/০ ২১৪/০ ৪২৮/০ ২২৪৬/১	৩/৪	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৬২	এ রাইজাআল পং মণ্ডলবাট।	কানাইলাল শীল দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ৮৫ আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১৯৩৭৪৬২। ২৭২৫১/০	৯৩৯/০	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৬৭	এ গুড়বাড়ী পং চৌমুহা।	গিরিশচন্দ্র সিংহ রায় দিগর ... এই মহালের মধ্যে গোপালচন্দ্র ঘোষ গুড়বাড়ী ও হরিরামপুর ২ মোজায় ঘোষজালা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	২৬৯৫৬৬ ৬৯২৬৯	৪৭২৬৯	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৭০	এ সেরপুর পং বালিয়া।	মেধ কাদেরবকস দিগর ... এই মহালের মধ্যে মানিকলাল শীল নাথালগের তরফ শরৎকুমারী দাসী রকম ১১/ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১০৩৯১১৬৯ ৫৮৪৫৬৬।	২০১৩১/৯	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১১০	এ খালড় পং খালড়।	রাণীলালমণি দিগর ... বাদ লালিতমোহন সিংহ ও নগেন্দ্র- বালা দাসী রকম ৬০ আনার সদর জমা উদয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় রকম /০ আনার সদর জমা রাজা এখমনাথ রায় বাহাদুর রকম ৮০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। বাকী রাণী লালমণি রকম /০ আনার সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	১০৩৯১১৬ ৭৭৯৩ ৬৪৯১৬ ১২৯৮৬/০ ৯৭৪১০ ৬৪৯১৬	১৭১১১/৬	এই বাকীর জমা এই অংশ নী- লাম হইবেক।

নং	মহাল ও পরগণার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাকী পরিশোধ।	টেকিয়াং
১১৭	প্রথম প্রেরণী স্থমুরারি বন্দ-বস্তী মহল।	জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর ...	৭২৬/৩		
	খোশালপুর।	বাদ কানন্দনন্দী দেবী একজিকিউট-ইস্টেট বন্দানন্দ রায় রকম ১/০ আনা সদর জমা	২২৬৮/০		
		২২৮ আ বন্দো পাঠ্যায় কিসমত নশিব-পুর ও বৈদ্যবাণী ও অভিরামনাটী তিন নোজার রকম ১/১০ আনা রকম ২/০ আনা সদর জমা।	৮২/০		
		প্রমাদদাস গোস্বামী রকম ১/১১ = আনার জমা।	১৫১/০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৬০/০		
		বাকী জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী দিগর সদর জমা	২৬৫১/১০	৩১/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী-লাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
১১৮	মল্লিকহাটী পং বোর।	প্রমাদ দাস গোস্বামী দিগর ...	২২৬৮/২		
		বাদ রাধিকাপ্রমাদ গোস্বামী দিগর রকম ১০ আনা সদর জমা।	৭২২/১		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী প্রমাদদাস গোস্বামী দিগর রকম ৮০ আনা জমা।	২২২৬/৩	১৬৯১/৪	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী-লাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
১১৯	চাতরাগাঁদে পং বোর।	রামানন্দ লাহিড়ি দিগর ...	৭৪০১/৫		
		বাদ রামানন্দরী দেবী রকম ৭১০ আনার সদর জমা।	১৮৯১/০		
		নিমচাঁদ লাহিড়ি রকম ১/১০ আনা সদর জমা।	৬৬/১		
		দিননাথ চৌধুরী রকম ১/২০ আনা সদর জমা।	৫১৮/০		
		আকালীল মুখোপাধ্যায় রকম ১/৮১ আনার সদর জমা।	৮৮১/০		
		কালিকানন্দ পাল দিগর রকম ১/৫০ গণ্ডা সদর জমা।	৩১৮/০		
		লালজী চৌধুরী, বাদে চাতরা বাসু-দেওপুর, বেলেড ও মোজার রকম ১/৮১ আনা সদর জমা।	১২৭৮/০		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৫১৮/১		
		বাকী রামানন্দ লাহিড়ি দিগর সদর জমা।	২২৫১/৫	৭৮/০	এই বাকীর জন্য এই অংশ নী-লাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।			
২০৩৪	মোদামি বন্দ-বস্ত।	অমৃতলাল মেন দিগর ...	২২২/০		
	মুলতানপুর পং পাটমহল।	রোডকণ্ডা১২	৪৬২১/৬		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ১১ আনা সদর জমা	৪৬২১/৬		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪১৮/১১		

সহকারী নং	মহাল ও পরগ- নার নাম।	বাঁকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাইন।	বাঁকীর পরিমাণ।	টেকিয়ায়।
২১৫৮	মোদামিবন্দবস্ত অপূর্বপুর চাক- রানপাং সিংছুর	বাঁকী অমৃতলাল সেন দিগর রকম ১১০ আনা সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী দিগর। বাদ কানাইলাল শীল রকম ১১/২ আনার জমা এঃ গোবিন্দলাল শীল রকম ১৪ আনা জমা বিঃ। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৪৬৪১/৬ রোড ফণ্ড ৪১১৪১। ৬৫৬১/৫ ৩৯৩৫২/০ ১৩১১/০ ৫২৫৬০	২১০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৩৬৩৩	প্রথম শ্রোণী ডে সুমুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। ছুটিপুরের সা- মিল অমর- পুর পাং ছুটি- পুর।	বাঁকী মানিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। যশোনাথ ঘোষ দিগর ... এই মহালের মধ্যে পূর্ণেশ্বর দেব রায় ১০ আনাকে বোল আনা করিয়া তাঁহার রকম ১/৬১১ = আনার সদর জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	১৩১৬২ ৭০৬১/৮ ৫৮৫৫০	৪০১৫০ ১৬৫০	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক। এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৩৬৩৭	জোলকুল পাং ছুটিপুর।	চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগর ...	৫১০১১/৭	৯২৫৫/৩	
৩৮৪২	মামদপুর বাটকে পাং ছুটিপুর।	যতুনাথ দে দিগর ... এই মহালের মধ্যে অবিলাশচন্দ্র পাল রকম ১০ আনা জমা এঃ ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৮২৩৫৬/১১ ১৫৪১১০	৩৯৬/৬	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
৩৯৯০	মোদামিবন্দবস্ত বাঁওড়াচর পাং বোর।	রাণী লালনমনি দিগর ... বাদ ব্রজনাথ জীবানি রকম ১/ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।	৭২৬১৮। ২২৭/০		
৪০৮৬	প্রথম শ্রোণী ডে সুমুরারি বন্দ- বস্তী মহাল। গোবিন্দপুর পাং আহানাবাদ। মোদামিবন্দবস্ত	বাঁকী রাণী লালনমনি দিগর রকম ১১০ আনা সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই। মানিকলাল শীল নাওয়ালগের তরফ শরতকুমারী দাসী।	৫৯৯৬৮। ১০৪০৭।৭	৬২১১৫০ ৩৫২৬৫৯	এই বাঁকীর জন্য এই অংশ নী- লাম হইবেক।
১৭৯১	গুণ্ডিপাড়াচর পাং মণ্ডলঘাট।	কালিদাস দেব মেনেজার জানবে গিরাজনাথ রায়চৌধুরী দিগর। এই মহালের মধ্যে রকম ১৫ আনার মালিক চুণীচাঁদরায়ণ সেন সদর জমা ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে। রকম ১২ আনার মালিক অমৃতনাথ সেন সদর জমা। ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই।	৭৬৫৭ ৩০৬৭ ৭৬১১০	২৮ মাঠ কি স্তীর বাঁকী ১০৪১৫৩ ১০ জাগুয়া কাঁঠুর ৮৯১১ ৬ ১৯৩৫৫৯ ২৮ মাঠ কিস্তীর ২৬/৯ ১২ জাগুয়া ১০১৫৩ ৬৮১১৩	এই অংশ ১৮৮৪। ২৪ মাঠ নীলাম হওয়ায় খরিদার কেবল বায়নার টাকা দিয়া সব- শিটে টাকা না দেওয়ার এ বাহ- নান টাকা জমা করা গিয়াছে তজ্জ- না এ প্রথম খরি- দারের দায়িত্বে ও মুক্তি এই অংশ পুনরায় নীলাম হইবেক।

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইজ্জতাবাদ দেওয়ান যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জিলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মাফাফ সন ১২৯০ সালের ৯৫ কিস্তী কালতুলনর বাকী রাজস্ব আদায় সন ১৮৮৪ সালের ২৪ জুন মোতাবেক সন ১২৯১ সালের ১১ আশাঢ় মঙ্গলবার জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী বাছাড়িতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ১৭ অপ্রিল।

শ্রেণীর নং।	মাফাসের প্রকার।	ভৌমিক নং।	নাম ও মহাল পরগনা।	নাম ভানুসদার।	সদর জমা।	বৈজ্ঞানিক।
১	প্রথম শ্রেণীর মাহাল	৪৪	ওরফ কানুদা পাহাড়- দক পুর।	কৃষ্ণকির রায় কল্যাণসু রায় গোপীকান্ত রায় প্রভা- দত্তী দাস্যাদিত্য আলি কৃষ্ণপ্রসাদ রায় লাবালগ।	৩২৯৪।০৭	এই মাহাল মধ্যে প্রভাটী দাস্য ও কল্যাণসু রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা বাদে কৃষ্ণকির রায় ও গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ ১০ আনার কাজ সদর জমা ১৬৪৭।৪ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৭১৬৬।০ টাকা।
২	ঐ	৪৪	ওরফ কানুদা পাহাড়- দক পুর।	ঐ	৩২৯৪।০৭	এই মাহাল মধ্যে প্রভাটী দাস্যার পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা ও কৃষ্ণকির রায় গোপীকান্ত রায়ের এজমালী অংশ ১০ আনা বাদে কল্যাণসু রায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনার কাজ সদর জমা ১২৩১।৬৭ টাকা নীলাম হইবেক। বাকী ৩৫৮০।৮৩ টাকা।
৩	ঐ	৩৭	হুদাগোপালপুর পং- পলানী।	রায় মেতাবটীদ লাহার বাহাদুর	১১৪২।১০	রাজস্বর বাকী ৫৬০৬।১১ টাকার জন্য সদর মাহাল নীলাম হইবেক।
৪	ঐ	২২৩	কিসমত মোজাপাড়া- ডুইশ পরগনে বীর- দক সিংহ।	হিরলাল চৌধুরী বামনলাস চৌধুরী অধিনীকতার মুস্তফী বটুকনাথ মুস্তফী হাদাধন গোখানী।	৭৩৯৭।১১	সরকারী বাকী রাজস্ব ৫৫।১০ টাকার জন্য সদর মাহাল নীলাম হইবেক।

২৩৯	২৩৯	ভরক পাড়নিয়াড় পরগনে রাজপুর।	রাধাকীর্তন মুক্তকী তারামণি দাস্য লক্ষ্মী দাস ও ধর্ম দাসমুক্তকী অধিদানী দাসী কেবলমাত্র চক্রগতি মুক্তকী ভুবনমোহিনী দাসী।	৬৬৫৫৮/১	সরকারি দাকী রাজস্ব ৩৬১১৬ টাকা। নাহাল নীলাম হইবেক।
২৭৩	২৭৩	কিসমত পরগনে দার- দক সিংহ পং দার- বক সিংহ।	রাধাকীর্তন জগতমোহন মনমোহন মনমোহন হিরাজাল বামনদাস মাধবচন্দ্র মতিলাল চৌধুরী হারাদন গো- স্বামী চৌটি যাদুগনি দেবী। রামনুসিংহ মুক্তকী বন- মালী কালচাঁদ প্যারিমোহন রামগোপাল চৌধুরী চন্দ্রকল্যাণ দেবী কৃষ্ণকিশোর গোবিন্দলাল বিষ্ণু- লাল জিনারায়ণ কৃষ্ণ চৌধুরী হরিন্দাস তুলসীদাস চৌধুরী নাবালগের অসিমাভা অখিলেশ্বরী দেবী। রাজেন্দ্রচন্দ্র মৃতললাল ছিনামলাল চৌধুরী জনার্দন হরোরাম চৌধুরী নাবালগের অনিমাভা চন্দ্রমুখী দেবী ও কালোজিয়া দেবী মনমোহিনী দেবী। মহা- নন্দ বন্দোপাধ্যায় ব্রজলাল চৌধুরী গোপী মুন্দরী দেবী গোপীমোহন চৌধুরী এলোকেশী বামামুন্দরী দেবী। কালিদাস চৌধুরী রাধাবল্লভ দাস যদুনাথ বন্দোপাধ্যায় হরিন্দাস চট্টরাজ রাজিয়া বিবি জিয়া- ওর রহমান দাকী বিবি অজিতক্রেতা বিবি গোলা- পমুন্দরী দেবী রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী।	২১০৫১/১	এই মহাল মধ্যে মোলবি জিয়াওর রহমান রাজিয়া বিবি দাকী বিবি হিরাজাল বামনদাস চৌধুরী ও রাধা- বিন্দ চৌধুরী ও রামনুসিংহ মুক্তকী ও মাধবচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ৮/৭।/২।। দীপ ৪ তিলের কাত সদরজমা ৪৪৭৭২ টাকা। দাঁদে রামগো- পাল চৌধুরী দিগরের এজমালী অংশ ৫২২ গোড়া ৪।। দীপ ১৬ তিলের কাত সদরজমা ১৬৫৮১১ টাকা। নীলাম হইবেক। দাকী রাজস্ব ৬৯৫৮/১ টাকা।
৪০৭	৪০৭	মৌজে রামবাণী পং কতেসিংহ।	সাতকড়ী ঘোষ মজুমদার মির ইজ্জত ন্যাযাজ গৌর্তি- হারী খুদিরাম হিরাজাল প্রামাণিক মহারাজা জগদীশ বনওয়ারি গোবিন্দ বাহাদুর সেবাইত কিশোরী জিউ দেব ঠাকুর মির মহামুদ নেয়াজ রাইরঙ্গিণী দাসী জাহেদা বিবি দীনবন্ধু দাস কৃষ্ণধন দাস রামতারণ দাস রায় বৈল্যসকামিনী দেবী। চন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মণীপ্রসাদ ঘোষ নাবালগের অলি মাতা। লক্ষ্মেশ্বরী দাসী রামেশ্বর বন্দোপাধ্যায় স্বয়ং দানাজার পক্ষে কালচাঁদ অধিকেশ রামলাল রাধাগোবিন্দ বন্দ্যো- পাধ্যায় সেবাইত ৮ গোপাল দেব ঠাকুর।	৬১৭/৬	এই মহাল মধ্যে সাতকড়ী ঘোষ মজুমদার দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ বাদে হিরাজাল প্রামাণিক দিগ- রের এজমালী অংশ ১৮/৫৮ তিলের কাত সদর জমা ১৭৩৫৮/১১ টাকা। নীলাম হইবেক দাকী রাজস্ব ১৯৫ পাই।

ক্রমিক নম্বর।	মহালের নাম।	ভূমির নাম।	নাম ও পরিমাণ।	নাম ভূমিকদার।	সদর জমা।	টেক্সিট।
৮	প্রথম শ্রোত্রী মহাল	৪৩৬	কিসমত পরগনেন সাহা- জাহাপুর পং সাহা- জাহাপুর।	দিপিনবিহারী নবিনবিহারী কৃষ্ণকিশোর বুদ্ধলক্ষ্মণ রাঘচন্দ্র ভগদাসচন্দ্র বনওয়ারিলাল দীনচন্দ্র ললিত- মোহন বৈদ্যানাথ গুরুদাস নছমনদাস গণেশচন্দ্র গঙ্গানারায়ণ কুলদাসাদ্রাসাদ গোপেশ্বর সেন মনুসখী দাসাদ কামদাকিন্দর মুখোপাধ্যায়।	৩৩৬৫১৭	এই মহাল মধ্যে মনুসখী দাসাদ ও কামদাকিন্দর মুখোপাধ্যায়ের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ দ্বায়ে গোপেশ্বর সেন দিগরের একমালী অংশ ১১/২২ গোপার কাত সদর জমা ২০৯৪/১০ টাকা লীলায় হইবেক।
৯	ঐ	৪৪১	কিসমত পরগনেন সদর- খালী পরগনেন সদর- খালী।	বীরচন্দ্র নদীরাবিনন্দ চৌধুরী শ্যামাসুন্দরী দাসাদ সোদামিনী দাসী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী গঙ্গাধর চৌধুরী অনন্তময়ী দাসী ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী।	৬৬৭৫৬২	রাজস্বর দাকী ৭২৬/১১ এই মহাল মধ্যে গঙ্গাধর দৌরচন্দ্র চৌধুরীর পৃথক করিয়া লওয়া অংশ দ্বায়ে শ্যামাসুন্দরী দাসাদ দিগরের এক- মালী অংশ ৫/১১/১০ কাত সদর জমা ৫৫৬/১১ টাকা লীলায় হইবেক।
১০	ঐ	৫০৮	ডিহি আতাই পং সেরপুর।	চন্দ্রমোহিনী দাসাদ থাকমণি দাসাদ অলিমাতা বিশেষ্বর যোষ প্রদথনাথ যোষ কার্তিকচন্দ্র যোষ গোপীমু- ন্দরী দাসাদ।	৩৪৫২১/- ১১ পুলিস ২৬/০৮ ৩৪৭৮৯৭	রাজস্বর দাকী ১১৩ আনা। এই মহাল মধ্যে থাকমণি দাসাদ দিগরের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১০ আনা দ্বায়ে চন্দ্রমোহিনী দাসাদ এক- মালী অংশ ১১০ আনার কাং সদর জমা ১৭২৬/১০ টাকা ও পুলিস ১৩৬৪ টাকা লীলায় হইবেক। বাকী ... ৫৭৪০ পুলিস ... ৩১০ ৫৭৭১/১০
১১	ঐ	৫৩৩	কিং পং উজিরাদ পং উজিরাদ	উল্লোলকাম্যাপ রায় কটিকচন্দ্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য্য নরচন্দ্র ও বিজয়দাস পালচৌধুরী গোলাপমণি দেব্যা জগদ্রা পট্টক দক্ষীমণি দেব্যা গোবুলচন্দ্র তেওয়ারী বারিকানাথ সেন গণেশলাল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।	১১৮৩১/৬	এই মহাল মধ্যে বারিকানাথ সেনের পৃথক করিয়া লওয়া অংশ ১২৫৩ দ্বায়ে কাত সদর জমা ৪৭১/১০ টাকা লীলায় হইবেক বাকী ২৮৭ টাকা।

এই মহাল মধ্যে; হারিধনী চৌধুরানী অলিখাড়া মাল-
রখী সভাচরণ নায়চৌধুরী পুথক সদিয়া লওয়া কখন
১১ গোড়া বাগে চাকচক্স নমুনিগরেঃ এছানী কখন
৬৮১৯ গোওরকাত মসর জমা ২২১৬৮/৫ টাকা নীলাম
হইবেক।
বাকী ... ১১০ পাই।

১০৬১/১২

তরঙ্গিনী ওরফে লুটিমণি দাসী পাক নামেজর কারিনী
কুমারী দাসী দে লসাপাংকায় পয়েন পিঃ
রায় স্বকপালি চৌধুরী চক্রাভাংন চৌধুরী মুককৈনী
চৌধুরানী ... ১৪ দুস্তকী পাতালনাং চৌধুরানী
চাকচক্স বস্তু উমেদচক্স মিত্র হারিধনী চৌধুরানী
মাতা অলি দাশরথী ও সভাচরণ দায়চৌধুরী নী
লগ পয়েননাথ চৌধুরী কতিভোমন রায়চৌধুরী
কাখিনীচুমারী চৌধুরানী মনমোহন চৌধুরী এসম-
লিল।

৫৪০ .মোজ এমাদিনপুর পং
হলজিঃ।

৫৪০

৫৪০

৫৪০

৫৪০

বাজস্বর বাকী ১৮৬/১০ টাকার জন্য সমুদয় মহাল
নীলাম হইবেক।

৭৩৭/১

বন্দবস্ত দার দেবেজনারায়ণ রায় নাথালগেব অলি
মাতা তিপুসান্দুরী দেবী রামলাল রায় মীতানাথ
রায় রামেশ্বর রায়।

চরগোটা পং সমস-
খানী

৫৫৮

৫৫৮

৫৫৮

৫৫৮

১২২০ সালের লঃ অগ্রীভায়ণ তলাবব বাজস্বর বাকী
১৫২৮ টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

১১৫৬/২
রৌৎফণ্ড
৬৮/১

কোপনাথ রায় ছাঁদিকনাথ রায় ও বারিনাথ ঘোষ...

কিং তরক হোমন-
পুর পং আমদ নগর

২৭৫০

২৭৫০

২৭৫০

২৭৫০

১২২০ সালের লঃ ফালগুনের বাজস্বর বাকী ৮১৬৬
টাকার জন্য সমুদয় মহাল নীলাম হইবেক।

১০৪২/৫

রামলাল ঘোষ

তরক কাগাই পাড়া
পং আমদ নগর

২৭৭২

২৭৭২

২৭৭২

২৭৭২

BRRHAMPORE,
The 13th May 1884

J. C. V. F. A. B. H. Y.,
Offg. Collector.

জিলা খুলনা।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাইতেছে যে এই খুলনায় জিলাস্থ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৩। ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির সরকারী বাকী-রাজস্ব আদায় জন্য আগামি ২৩ জুন মোতাবেক ১২৯১ সালের ১০ অষাঢ় তারিখ সোমবার এই কালেক্টরীর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে ইতি সন ১৮৮৪।

জোজি নম্বর।	মহাল ও পর- গনার নাম।	মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	যে অংশ বিক্রী হইবে।	বাকী পড়া অংশের সদর জমা।	১৮৮৩। ৮৪ সালের মার্চ কিস্তির বাকী।
৬	পরগনে আগর- পাড়া কিসমত আগরপাড়া।	গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী দিগর।	১৬৬২।৬	১৮৫৯ সালের ১১ আই- নের ১০ ধারা অনুসারে যত্ন হিসাবের ১ হি- স্যা সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর রকম ৮/ আন।।	১৩৫৬।২	৩।০
২৮	পং হিলকি কিং রাজমোহন কেড়াগ ছি।	রায়চৌধুরী	৫৮৩।৪	সম্পূর্ণ মহাল ...	৫৮৩।৪	১৭৩।১০৬
২৯	পং খলিসখালি কৈলাসকামিনী কিং খলিসখালি দিগর।	দেব্যা	৮৯৭।১১	২ ...	৮৯৭।১১	১৩০।১১
৩৪	পং হিলকি কিং মহেন্দ্রনাথ গন্ধরপুর।	রায়চৌধুরী দিগর।	১২৬।১৪	৫ হিস্যা আনন্দমোহন ঘোষ রকম ১২ গণ্ডা।	১২৬।০	৩৩।১১
৬৭	পং তালিবপুর কিং তালিবপুর।	গোবিন্দমোহন বসু দি- গর।	৫৩২।৬	১ হিস্যা ...	৪৭৪।১	১১৩।৪
৭২	পং দাতিয়া কিং চন্দ্রকুমার দাতিয়া।	রায় দিগর ...	৪৭৩২২।৬	সম্পূর্ণ মহাল ...	৪৭৩২২।৬	১২০।৬২১
১০৮	পং বুড়ুন কিং দুর্গাচরণ বাবুলিয়া।	লাহা দিগর ...	৫১১৫।১	৩ হিস্যা খুলনা আশা- বদৌল আহম্মদ রকম ১২ গণ্ডা।	৫১১।০	৩।৫
১১১	পং বাজিতপুর লোকনাথ কিং বাজিতপুর।	ডাঃ চৌধুরী দিগর।	২১২১।১১	২ হিস্যা লোকনাথ ডাঃ চৌধুরী রকম ৮৮৫ দণ্ডি।	৫৮২।৮	১।৩
১২৫	পং বুড়ুন কিং থাকুণি বৈকাতি।	চৌধুরাণী দিগর	৭১২।১১৬	সম্পূর্ণ মহাল ...	৭১২।১১৬	৩৩।৭৬
১২৭	পং তালুকা কিং রাজকুমার তালুকা।	ঘোষ দিগর...	১৪৯৪৩।৮	১ হিস্যা মেহেরউল্লা চৌধুরী দিগর রকম ১৮৮/১১।১৫	৮৫৩।৮	২৫৬।৭।
এ	এ	এ	এ	১৮৫৯ সালে ১১ আই- নের ১০ ধারানুযায়ী যত্ন হিসাবের ২১ হিস্যারকম ১৬১২ডিল কৈলাসচন্দ্র সরকার দিগর।	২০।৭	৭।৮
১৩২	পং বুড়ুন কিং দুর্গাচরণ তাড়াডিয়া।	লাহা দিগর ...	২০৩২২।৬	২ হিস্যা রং। আন।...	১০১৬১।২	৬।৫
১৩২	পং মলই কিং মলই।	পার্বতীনাথ রায়চৌধুরী দিগর	২২৯২।১১	২ হিস্যা মহেন্দ্রনাথ রায়- চৌধুরী দিগর।	২২৯।৬	৮৭৬।৬
১৪২	পং মর্পাজপুর ভুবনমোহন কিং বামডাঙ্গা।	মজুমদার দিগর।	৫৪২।৮	১ হিস্যা ভুবনমোহন মজুমদার রং। আন।।	১৩৭।৬	৩১।০।
১৪৬	পং সুরুরন কিং জহিবিদি ১৬৫ নং লাট আম্বুনি রমজান নগর।	সরদার দিগর	১৮৮৪।	সম্পূর্ণ মহাল ...	১৮৮৪।	১৪০০।৩
১৬১	পং মলই কিং হা- জরাকাঠি।	পার্বতীনাথ রায়চৌধুরী দিগর।	৮৯০।১০	৪ হিস্যা নাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগর সং লাভিয়া।	৮২।৪	৩২।০।

KHOOLNA COLLECTOR'S OFFICE,

The 6th May 1884.

F. H. BARROW,

Offg. Collector.

[Government Gazette, 17th June 1884.]

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে ১৮৬৮। ৭ আইনমতে জেলা ময়মনসিংহের মহাবর্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের লাগায়ের ২৮ দীর্ঘ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দায়েরা চলিত আইন এবং আট্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের দায় অদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪। ২১ জুলাই মোং ১২৯১। ৭ জাবণ সোমবার তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছান্তিতে দিয়া ওজরে ও প্রাপ্য নিলামে ধরা যাইবে।

নং ভৌজি।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	মদর জমা।	বাকী।	টাকিয়ং।
১২ নং	পং আদীয়া জমিদারি হিস্যা ১০ আনা ১৮৫৯। ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি।	ভগবানচন্দ্র রায় চৌধুরী গরুরহ।	২৪৭/৪	•	•
২	ঐ ১৮৫৯। ১১ আইনের ১০ ধারা-মতে উক্ত ১০ আনা মধ্যে হিস্যা ৭ গণা।	হরিচরণ মজুমদার ...	২৪৫৫/১১	•	•
২	ঐ ঐ হিস্যা ১৫ কড়া ...	নবাবআলি চৌধুরী গরুরহ	৬১১/৮	•	•
২	২ ঐ উক্ত ১০ আনা জমিদারি বোল আনা রকমে হিস্যা ১৭। গণা।	গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী গরুরহ।	১৪৮/৩	১২৫/৬	খারিজ হিস্যা নিলাম হইবেক।
২৬ নং	পং বড়বাজু জমিদারি হিস্যা ১০ আনা বোল আনা রকমে ১৮৫৯। ১১ আইনমতে বড়বাজু হিসাব হওয়া হিস্যা বাদে এজমালি হিস্যা ১০৫। ৪ দীপ।	মৈনুদ হানসজান গরুরহ ...	৪৪৬২/০	৭৪৫	এজমালি হিস্যা নিলাম হইবেক।
ঐ	ঐ হিস্যা ১৮। ১ দীপ ...	যেঃ কেরত সাহেব ...	৪১৩/০	•	•
ঐ	ঐ হিস্যা ১০ গণা ...	খাজে এমারত উল্লা চৌধুরী	৩২৪১। ০	১৪৩/৭	খারিজ হিস্যা নিলাম হইবেক।
২	২ হিস্যা ১৮। ২ দীপ ...	করিমসহা চৌধুরাণী	৮৭২৫০	•	•

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।

৫২২৮	পং পুখরিয়া চর আরজবাটী ও মেঠা গরুরহ।	হেমচন্দ্র চৌধুরী গরুরহ ...	২০৫। ০ উয়েফন ১/০	১০। ১২ উয়েফন ৩/০	মোট মহাল নিলাম হইবেক।
------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

The 30th May 1884.

E. G. GLAZIER,
Collector.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

दाकू था - निंद अंगभर तूरा पाठ का हाथि कान्होड़ो केला नौरा ।

[illegible][illegible]

১৫৪ নং	শে. ডাক্তার পং তারাউলিহা	১৯০১/০৫	১৫৪০ নং ১৫৪৬ ১৫২১২ নং ১৫৪৮	১৯৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারার দ্বারা পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্টের ১১/১০/১১ কাগজ দ্বারা ১৯৫৯/১১ পাই সদর জমায় দায়াদরণ চৌধুরী ও গিরিবাল্লী দেবী ও দায়াদরণ দেবী ও দায়াদরণ চৌধুরী ও দায়াদরণ মুখোপাধ্যায় নামে ১৫৪১০ নং ও পৃথক হওয়া অংশ ১৫৪১০ কাগজ দ্বারা ১০/১১ পাই সদর জমায় দায়াদরণ দায়াদরণ নামে ১৫৪২ নং লেখা যায় এই অংশ দায়াদরণ পাড়ার উহা নিলাম হইবেক।
২০১ নং	এতদ্বারা পং পলাশী	১৯০১/০৫	১৫৪১১ ১৫৪১২	১৯৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারার দ্বারা পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্টের ১১/১০/১১ কাগজ দ্বারা ১৯৫৯/১১ পাই সদর ও ১৫৪১১ পাই পুন্নিম জমায় দায়াদরণ জগদীশ দেবীর গৌরীন্দ্র বাহাদুর ও দায়াদরণ চৌধুরী দায়াদরণ মল্লিক, দায়াদরণ, উদয়াদরণ নামে ১৫৪১০ নং লিখা যায় এই অংশ দায়াদরণ পাড়ার উহা নিলাম হইবেক।
২০৬ নং	গে. বরদা পলাশী	১৯০১/০৫	১৫৪১৩ ১৫৪১৪	১৯৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারার দ্বারা পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্টের ১১/১০/১১ কাগজ দ্বারা ১৯৫৯/১১ পাই সদর ও ১৫৪১৩ পাই পুন্নিম জমায় দায়াদরণ জগদীশ দেবীর গৌরীন্দ্র বাহাদুর ও দায়াদরণ চৌধুরী দায়াদরণ মল্লিক, দায়াদরণ, উদয়াদরণ নামে ১৫৪১০ নং লিখা যায় এই অংশ দায়াদরণ পাড়ার উহা নিলাম হইবেক।
২২২ নং	হিজলী পং জোঁনা	১৯০১/০৫	১৫৪১৫ ১৫৪১৬	১৯৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারার দ্বারা পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্টের ১১/১০/১১ কাগজ দ্বারা ১৯৫৯/১১ পাই সদর ও ১৫৪১৫ পাই পুন্নিম জমায় দায়াদরণ জগদীশ দেবীর গৌরীন্দ্র বাহাদুর ও দায়াদরণ চৌধুরী দায়াদরণ মল্লিক, দায়াদরণ, উদয়াদরণ নামে ১৫৪১০ নং লিখা যায় এই অংশ দায়াদরণ পাড়ার উহা নিলাম হইবেক।
২৫০ নং	বামন ডা উদয়	১৯০১/০৫	১৫৪১৭ ১৫৪১৮	১৯৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারার দ্বারা পৃথক হওয়া অংশ বাদে অবশিষ্টের ১১/১০/১১ কাগজ দ্বারা ১৯৫৯/১১ পাই সদর ও ১৫৪১৭ পাই পুন্নিম জমায় দায়াদরণ জগদীশ দেবীর গৌরীন্দ্র বাহাদুর ও দায়াদরণ চৌধুরী দায়াদরণ মল্লিক, দায়াদরণ, উদয়াদরণ নামে ১৫৪১০ নং লিখা যায় এই অংশ দায়াদরণ পাড়ার উহা নিলাম হইবেক।

ডেজির নম্বর।	নাম মতাল ও পতন।	নির্দিষ্ট মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৪৭৬ নং	শান্তনগর পংড়া- জপুর।	রক্ষাশি দাসী আলি মাদরে লাবালক জনাঙ্গিন শিখাস, ধরনীধর বিখাস হায়েদী দেবী, অনিশুখী দেবী, শিখুচন্দ্র চক্রবর্তী ও সফলচন্দ্র দেবী লাবলাসুন্দরী দেবী, আলি মাদরে শামসাদ রায় লাবালক শিরনাথ কুতু, জিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতিধর ভোঁরাঙ্গার।	১২০১৫৭/১১	১১৫৭/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া বাকি অবশিষ্ট ২:১০ আনা যাচাই ১৮৫৮/৪ পাই টাক। সদর জমার গায়ত্রী দেবী ও সাইদাসুন্দরী দেবী কলি মাদরে লাবলাস রায় লাবালক, শিরনাথ কুতু, স্মৃতিধর ভোঁরাঙ্গারের নামে ১৭৬/১০২৮ লিখা যায় এই অংশের বাকী পড়ার উহাই বিলাস হইবেক।
৪৭৭ নং	শান্তনগর পংড়া- জপুর।	গোপালচরণ মুখোপাধ্যায়, অনিশুখী দেবী অঘোরনাথ ও জিনাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও কুমুদিনী দেবী মাদরে গৌরহরি মুখোপাধ্যায় লাবালক ও লীননাথ মুখোপাধ্যায়, রামদেব চন্দ্রনাথ, নরচন্দ্র পাল চৌধুরী, তৈলনাসুন্দরী দাসী চৌধুরী আলি অছি ৩৭২ বিভাগ্যাস পাল চৌধুরী, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লাবালক তৈলনাসুন্দরী মুখোপাধ্যায় স্বরং অতি ৩৭২ মহাপাণ্ডব মুখোপাধ্যায় লাবালক তৈলনাসুন্দরী মুখোপাধ্যায় কুমারী দেবী, ষাঁকরনি দেবী লীননাথ মুখোপাধ্যায়, তৈলনাথ মুখো- পাধ্যায়, লনিবোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেবী আলি মাতা ভুবন- মোহন মুখোপাধ্যায় লাবালক অক্ষরকুমার মুখোপাধ্যায় স্বরং জীসরসরী দেবী আলি মাদরে জীবনকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তৈলনাথচন্দ্র, কেন্দ্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেলাসচন্দ্র কেন্দ্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অছি জাং কালোপদ ও তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় লাবালক।	৩৬৫২/২২	২৮/১	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাকি অবশিষ্ট ২:১০ আনা যাচাই ১৮৫৮/৪ পাই সদর ও ১৮৫১ পাই পুলিশ জমার রাইসম্বর মুখোপাধ্যায় স্বরং ও কন্দাধ্যাক ৩৭২ উদয়ধর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর, রাইসম্বর মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দনাথ রাইসম্বর মাদরে ৩১৫৮/১০২৮ ও পৃথক হওয়া অংশ ৩: ১২ গড়া যাচাই ১৮৫৮/৩ পাই সদর ও ১১০ পুলিশ জমার দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর নামে ৩১৫৮/১০২৮ লিখা যায় এই অংশের বাকী পড়ার উহাই বিলাস হইবেক।
৩৫৮ নং	খামার লীমল পং- কুশনগর।	মদনজ্ঞান দেব মোহেনজ্ঞান ২ অর্থনাথ, গিরিজানাথ, মতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পার্শ্বজীনাথ ও লরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও ভবতারিণী দেবী, রাইসম্বর মুখোপাধ্যায় স্বরং ও কন্দাধ্যাক ৩৭২ উদয়ধর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর ও রাইসম্বর মুখো- পাধ্যায়, গোবিন্দনাথ দাসী।	২৬৫৮/৫৮ পু: ২৬.০	৩১৫৮/১০২৮ ১৮/১১ ৩১৫৮/১০২৮ ২১/১০ পু: ১৮	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে পৃথক হওয়া অংশ বাকি অবশিষ্ট ২: ১০ গড়া যাচাই ১৮৫৮/৪ পাই সদর ও ১৮৫১ পাই পুলিশ জমার রাইসম্বর মুখোপাধ্যায় স্বরং ও কন্দাধ্যাক ৩৭২ উদয়ধর, যোগেশ্বর, অমৃতেশ্বর, রাইসম্বর মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দনাথ রাইসম্বর মাদরে ৩১৫৮/১০২৮ ও পৃথক হওয়া অংশ ৩: ১২ গড়া যাচাই ১৮৫৮/৩ পাই সদর ও ১১০ পুলিশ জমার দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর নামে ৩১৫৮/১০২৮ লিখা যায় এই অংশের বাকী পড়ার উহাই বিলাস হইবেক।

W. V. G. TALLER,

Collector.

কালেক্টরী জিলা রংপুর।

বাকীর কর্দ সন ১২৯০ সাল, বাগাঁওর লাগাএন কিস্তী কালক্রমে মোতাবেক ১৮৮৪ সাল লাগাএন কিস্তী কেন্দ্রারি তনবের ২৮ মার্চ স্বধাভ্যন্ত পৰ্য্যন্ত এবং তদপরে তিন্ন তিন্ন জিলায় কালেক্টরীর হুতী দ্বারা আদার হুতী বাহা বাকী আভে তাকা ১৮৮৭। ২৩ জুন মোতাবেক বাহালা ১২৯১ সাল ৮ আভাট শনিবার অত্র কাছারিতে প্রকাশ্যরূপে মীলাম হইবেক, ইতি।

ভৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরিগণনা।	বালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরি- মাণ।	বৃত্তব্য।
৫৭	বড়াবাকী ও গরুরখোজা চাকলে কাজির হাট।	শ্যামকুমার দাস, বামীজুমারী দাস, কুমারবোহন চাকি ভারামণি দাস, চন্দ্র গোবিন্দ দাস,	৫১৫।৬০	১৬।১০	বাঁদীজুমারী দাসার ১১৮৫০/৯ পাই সদর জমার অংশ ভাষার পৃথক হিসাব আছে তাহা ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
১০৭	রাধনগর মৌজা চাকলে কাজির হাট।	নৌদামিনী দাস	১০৪১৫।১	৪২৮।৬৪	
২২১	খোদপুরাওপুর ও গরুর মৌজা পং পএরাবন্দ	জানকীবরত সেন, আছরা বেগম, রাহতমেছা ডাংবেরা খাঁজুন, ও হারিয়ল আলম আবুল হোসেন চৌধুরী ওরফে ডোমি মিকো ও দুলি মিকো।	২৫০২৫।৫।।	৫০০।৬৮	বাঁদু জানকীবরত সেন নের খরিদ। ১৬০ আনা অংশ বাকি মেওয়া গেল। ভাষার প- ত্তন হিসাব খোলা গিয়াছে।
২২০	খামার কুরলা ও গরুর পং পএরাবন্দ।	খাঁজুন এনাএতুলী চৌধুরী জহিমমেছা চৌধুরী মহম্মদ নেজামুদ্দিন খাঁ চৌধুরী।	২১০৪৫।১১	১৮২।৬	খাঁজুন এনাএতুলী চৌধু- রীর বিশেষ ১ নম্বরে হিসাব পৃথক বাহার সদর জমা ১০২৩।৬ পাই ৫ অংশ ব্যতিত অপরাপর অংশ বাকী।
২৪২	চক হুগাঁও ও গরুর মৌজা পং সরহাটী।	খাঁজুনমেছা বিবি চৌধুরানী এনাএতুলী মিকো বাউরানী বিবি চৌধুরানী, জনা তুলী চৌধুরী খুলিয়মেছা বিবি জতন বিবি চৌধু- রানী, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঠেলোক্যানাথ লাহিড়ী ম্যানেজার নেহালটদিন, মহম্মদ নেজামুদ্দিন মহা মদ চৌধুরী, আ.মরমেছা বিবি ময়র ও অলিঅছি পক্ষে আবদুলল. ডক চৌধুরী নাবালগ।	১৮২২৫।৬	১৪।৬৮	গবর্ণমেণ্টের জব্বাধীনে অংশ বাহার সদর জমা ৪০১।৬ পাই ও বাহার পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে তদ- বাদে অপরাপর অংশ বাকী।
৬২৭	আলিগাঁও পং	চন্দ্রশিখর রায়, গোপাল- চন্দ্র রায়, রাজলক্ষী চৌধুরানী, জলিনচন্দ্র চৌ- ধুরী, ইজ্জামমী চৌধুরানী ঠেলোক্যানাথ লাহিড়ী ম্যানেজার পক্ষে কোড়র চন্দ্রকিশোর রায় নাবা- লগ, কামারী চৌধুরানী কুড়ান সরকার।	৫২৮১৫।১।	২০৫।৪	কুড়ান সরকারের নিজাংশ ৬০ ডিন আনা এ অংশ বাকী

RUNGPORE COLLECTORATE,

The 30th April 1884.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

H. J. NEWBERRY,

Offg. Collec'or.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

一 五二五

[illegible]

W. FIDIAN,
Offg. Collector.

রাধাকান্ত তরুণদাস, যদুদাস ভৌমিক, রাধাসুন্দরী তুবন-
মোহিনী, তারাসুন্দরী দাসী, গিরিশচন্দ্র তালুকদার, রাধ-
কৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, লক্ষ্মণচন্দ্র তরুণদাস, রান্নাল তরুণদাস,
দীনবন্ধু সান্নাল, রোহিণীকান্ত তরুণদাস, রতিকান্ত তরু-
দাস কার্য্যধাকপক্ষে বিপীনবিহারি তরুণদাস, নাবালগ
শ্যামচাঁদ সাহা।

গোবিন্দ প্রসাদ ওরফে গয়া প্রসাদ সুকল, দুর্গাসুন্দরী দে-
বকেশ্বরী দেবী, ভবসুন্দরী দাসী, অলি অধ্যাকপক্ষে
অক্ষয়চন্দ্র ও সতীশচন্দ্র সিংহ নাবালগান, মহারানী শিবে-
শ্বরী দেবী, ৬ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি
দেবী, মুক্তকেশী দেবী, শ্যামচাঁদ সর্কানন্দ সাহা, সৌন্দ-
য়িনী দেবী, ৬ রাধা অটলবিহারী ঠাকুরের সেবাইত গিরি-
ধর দৌবে স্বয়ং ও অধ্যাকপক্ষে জোড়ারাম দৌবে, দি-
যোগাহেবআলি স্বয়ং ও অলি পক্ষে এসাদ প্রসাদ ওরফে
রমজান, জীবনেন্দ্র ওরফে ছোরমেন্দ্র বিবি, তরুজল-
আলি, ভদ্রজউদ্দীন, তরিকুল্লা বিখাস, গরিবহোসন চৌধুরী
শাজদমেন্দ্র চৌধুরী, হবিবরেন্দ্র খাতুন স্বয়ং ও অলি-
পক্ষে খোন্দকার জওজুদ্দীন সাহান্দ ও আলফরেন্দ্র,
খাতুন ও মজিদমেন্দ্র খাতুন, উমেন্দ্রেন্দ্র খাতুন
নাবালগ অবিনাশচন্দ্র সিকদারের মাতা ও অলি দেব-
কুমারী দাসী, হরমণি দাসী, দক্ষিণাকুমারী দাসী
নোমেন্দ্র, বিশেষর, জিনাথ, শ্যামচন্দ্র সিকদার।

৭১১০

১৫৪৮

১০২৮/০
৭খাজানা ৫৭৬০/
পুলিস ৪৮৭

৫৮০৮/০

মোট সদর জমা ১৫৪৮/০ আনা ওয়াধো বিশেষ নং ১ যদু-
দাস ভৌমিক সদর জমা ১৬০১/০ আনা বিশেষ নং ২
রাধাকান্ত তরুণদাস ৮০৮ আনা ১৮৫২ সনের ১১ আইনমত
হিসাব পৃথক হইয়াছে তদনুসারে অবশিষ্ট একমালী অংশ
৬১৪৮/০ আনা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।

মোট সদর জমা মায় পুলিস ৫৮০৮/০ আনা ওয়াধো বিশেষ
নং ১ মহারানী শিবেশ্বরী দেবী সদর জমা খাজানা
৭৩৭১/০ আনা পুলিস ৬৮০ আনা একুমে ৭৪৩১/০ আনা
বিশেষ নং ২ মির মোসাহেব আলি স্বয়ং অলিঅধ্যাকপক্ষে
মির এসাদআলি ওরফে রমজান নাবালগ, জীবনেন্দ্র
ওরফে ছোরমেন্দ্র নাবালগ, তরুজলআলি ভদ্রজউদ্দীন
তরিকুল্লা বিখাস গরিবহোসন চৌধুরী ছাজদমেন্দ্র চৌধু-
রী রতনমণি দাসী হরমণি দাসী দক্ষিণাকুমারী দাসী
নোমেন্দ্র সিকদার বিশেষর সিকদার দেবকুমারী দাসী
অলিঅধ্যাকপক্ষে অবিনাশ সিকদার শ্যামচন্দ্র সিকদার
জিনাথ সিকদার খাজানা ৬৫৩৮/০ আনা পুলিস ৫৮০ আনা
একুমে ৬৫৯৮/০ আনা বিশেষ নং ৩ গোবিন্দ প্রসাদ ওরফে
গয়া প্রসাদ সুকল খাজানা ১৫২৮ টাকা পুলিস ১৩১০
আনা একুমে ১৬১১/০ আনা বিশেষ নং ৪ মারুপ্রাসাদ
সুকল খাজানা ১০২৪১০ আনা পুলিস ৮৮৮ আনা একুমে
১০৭৪৮/০ আনা বিশেষ নং ৫ বক্তেশ্বরী দেবী খাজানা
৫৩২১১/০ আনা পুলিস ৪১৮ আনা একুমে ৫৩৭১/০ আনা
বিশেষ নং ৬ শ্যামচাঁদ সর্কানন্দ সাহা খাজানা ১৬২১/০ আনা
পুলিস ১৮ আনা একুমে ১৬৪৮/০ আনা বিশেষ ৭ নং
৮ মদনমোহন ঠাকুরের সেবাইত হরিমণি দেবী খাজানা
১৪৮০ আনা পুলিস ৮/০ আনা একুমে ১৪১০ আনা ১৮২২
সনের ১১ আইনমত হিসাব পৃথক করিয়াছে তদনুসারে
অবশিষ্ট একমালী অংশ খাজানা ১২৬৮/০ আনা পুলিস
৮ টাকা সদর জমায় বস্তু নীলাম হইবেক।

ক্রমিক নং	নাম মকাল ও পরগণা	নাম মালিক	সরদ জমা	হেবাকীর জমা নীলাম হয়	বৈশিষ্ট্য
২৬৭	কিং পং নীয়া ...	কানীচন্দ্র ভাস্কর্য্য, ভাটগড়, চৌধুরী, কৈলাসস্থলী দেবী চৌধুরী, নারায়ণ সৈয়দ ওয়াল জেনারেল মেনেজার দীর্ঘস্থর মেন, নারায়ণ রথান্টান ছুগড়ের কনি করমচাঁদ বাবু,	খাজানা ৪৪৭০/০ পুন্স ১০১ ৫৪৮৫০/০	১০০/০ ১০০	মোট সরদ জমা মাক পুন্স ৪২৮৭/০ আনা তমোগ্রা বিশেষ নং ৫৮৭/০ দ্রুগড় আলি ৫৮৭/০ ক রথান্টান দ্রুগড় খাজানা ৫০১/০ আনা পুন্স ১০১/০ আনা ৫০১/০ আনা ১৮১০ সনের ১১ আইনদত হিসাব পৃথক হইয়াছে তাছাড়া নীলাম হইবেক।
২৬৯	ডিউ বিলঘরিয়া পং নীয়া	কুমার শশিনীধরেশ্বর দ্বায়, কুমার ভাকেশ্বর দায়, হর- গোবিন্দ বসু মেনেজারপক্ষে কুমার বিশেষ ও কুমার কানীশ্বর দায় নারায়ণ, কৈলাসচন্দ্র ভৌমদে, উৎসাহ, জানকীকান্ত মৈত্র, রক্ষক দেব, মথিলবরী দেবী, ঠাকুর দাস মৈত্র, ভিকার ওয়াল রামচরণ মৈত্র, চন্দ্রনি দেবী শ্যামচরণ, বসন্তকুমার, দুর্গ কান্ত, রানাকান্ত মৈত্র, রাম- বিহারি, বিপীন হারি, পরমনারায়ণ চৌধুরী, রামলতা দেবী, রাধাসুন্দরী, ভূমদে, তারামন্দরী দাসী, গিরি- চন্দ্র ভানুদার, কুমার মতীন্দ্রনাথ দায়, রামজয়, রামলাল, দেবিনীকান্ত ওয়ালদে, রতিনাথ ওয়ালদে, অনিপক্ষে দিপীন হারি ওয়ালদে, মথিলবরী দেবী দায় ও অনিপক্ষে পাদীচরণ মজুমদার নারায়ণ, জাননী, ওবনিকুমার চৌধুরী অসি সুখদাস ও ছাগ- কান্ত মেন, মহারী দেবী, ভাবতী চৌধুরানী, মনোহরী ওগু।	১০৮২৫০/০	৩৫০/০	মোট সরদ জমা ১০৮২৫০/০ আনা তমোগ্রা বিশেষ নং ১ ৫৮৭/০ পুন্স ১০১/০ আনা ৫০১/০ বিশেষ নং ২ কুমার শশিনীধরেশ্বর দায় ১০১/০ সন ১১ আইনদত দায় পুন্স ১০১/০ তদবর্তী সন ১১- নোব্বলী ওগু চৌধুরী : ১০১/০ হীমচন্দ্র চৌধুরী ন- গ সরদ জমা ১০১/০ আনা হিসাব পৃথক করা জা- একমালী অংশ সরদ জমা ৫৮৬৫০/০ আনা ও নীলাম হইবেক।
২৭৪	মৌজা সিংজমার ওয়ার্ড পং মেন- গাঁও খালিয়া	ভগবতীচরণ দায়, নারায়ণ রামচরণ মণ্ডল মাতা ও অনিপক্ষে মথিলবরী দেবী, চন্দ্রনি দেবী, ভানু- মৌহন মৈত্র।	খাজানা ১০৩০/০ পুন্স ১০০ ১০৪৫০/০	১০২০/০ ১০০/০	মোট সরদ জমা মাক পুন্স ১০৪৫০/০ আনা তমোগ্রা বিশেষ নং ১ আনা মথিলবরী দেবী আলি অতি পক্ষে রামচরণ মণ্ডল খাজানা ২৫৮০/০ আনা পুন্স ২৫০/০ আনা ১৮৫০ সনের ১০ আইনদত হিসাব পৃথক হইয়াছে তা ও একমালী অংশ খাজানা ১০৪৫০/০ আনা পুন্স ১০০/০ আনা সমস্তই নীলাম হইবেক।

[illegible]

ক্রমিক নং	সংস্থান ও পদবী	নাম বালিক	সদর জমা	(বৎসর জন) নিসাম ১৮৮০	বৈশিষ্ট্য
৪২০	ফিজিউসহ ওকে চাঁপীনা	নবীনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেজমেন্ট ৩২ মাসের মেসার্স সেবাইত রানী শুভদ্রা কুমারী ৬ মননমোহন চাঁদুর ও বালিকা ব্রজমোহন চাঁদুর মেসার্স ৩২ মাসের মেসার্স রানী গোবিন্দী	অ'জানী ১০৩২/০ পুলিস ৫১/০ ১৬০৭/০	৩৬ ০	মোট সদর জমা মায় পুলিস ১৬০৭/০ জাতি তদ্ব্যক্তি ১২ দিনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেজমেন্ট ৬ ব্রজমোহন নেস চাঁদুর সেবাইত রানী শুভদ্রা কুমারী ৬ মননমোহন জানী পুলিস ২১/০ জানী ১৮৫২ সালের ১১ আইন মিসার পৃথক হইয়াছে তদন্তে এজমালী অংশ থাকি ১৮৫০ জানী পুলিস ২১/০ জানী একুশে ১৮৫০ জানী সদর জমার বহু নীলান হইবেক।
৫৭৬	৩৩৫ মক্কা জোয়ার	আবলগা জমিদার চাঁদুর সিন্দারের মাথা ও জলি দেহ কুমারী দাসী, হরিমণি, দক্ষিণাকুমারী দাসী, মোহনেশ্বর, দি শুভর, জিনাব, শ্যামচরণ সিন্দার, গরিবুল্লা ওরফে গরিব হোসেন সৌধুদী, সাজানমোহা চৌধুরাণী, জাতিচরণ মোহা খাঁতুন, মহেশ্বর তৌদীক, সিন্দার, রামনর সিন্দার যোষি, দাহাদর নেজামুল আলম, তামিজউদ্দীন দিও, মির- মোহাউদ জালি সুরং আলিগঞ্জ এমলীদজালি জীব- মোহা, চহিদায়েজা সুরং মাতি ও জলিগঞ্জ সৈয়দ সৈয়দ- দীন, উলফয়েজা, মাজনমোহা, ওমেদমোহা	২৭৮৭	৫২২/৬	সম্পূর্ণ মহাল নীলান হইবেক।

E. H. RUDNICK,
Collector.

ইস্তাফা-নামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৭২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদারের ১৮৮৪ ইং ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোডসেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৪ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১৯৯১ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রক্তস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা গাইবে ইতি মন ১৮৮৪ ইং তারিখ ৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
৬ ১৮২৩	খানেন সাতক্ষিয়া মোজেন নাকোণ মহল নয়াবাদ।	খোদহাফ	১০১৭০০	৪৪১৬	১২২০ বাৎ	১১৭২	০	১১৭২	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।
২০ ৪২০	খানেন ঐ মোজেন চামল মহল নয়াবাদ।	কমথো অরফুল জামেছা চৌধুরী রীয়া।	১১২৩১০	১৭৬৬/৬	"	২২৪২	২২৬৯	২৪৬১/৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

ইস্তাফা-নামা কাছারী কালেক্টরী।—জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাউতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৭২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকদার ১৮৮৩ ইং ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোডসেস পাবলিকওয়ার্কসেস আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮৩ ইং ১০ জুলাই মোতাবেক ১৯৯১ বাৎ ২৭ আষাঢ় রোজ রক্তস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা গাইবে ইতি মন ১৮৮৪ ইং ১৯ মে।

নম্বর তালুক।	নাম তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।		বাকীর সন।	বাকীর সংখ্যা।			মন্তব্য।
			খাজানা।	সেস।		খাজানা।	সেস।	মোট।	
১১০ ১৮৩০	খানেন সাতক্ষিয়া মোজেন গড়া- বাণী মহল নয়াবাদ।	খোদ	১১৪১/০	২৬৬/৩	১২২০ বাৎ	১৮৫২	৮১৯	১৯৩৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd May 1884.

C. A. SAMUELLS,
Offg. Collector.

[গবর্নমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

জিলা চট্টগ্রাম।

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ।

উহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আটনের ৬ ধারানুসারে জিলা চট্টগ্রামের সম্বন্ধী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখে প্রাণা বাকী নাশকুজারি এবং অমান্য দাওয়া চড়িত আইন এবং আট্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ৭ জুলাই তারিখ এই জিলার কাউন্সিলের সাহেবের কাছারিতে দিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি সম ১৮৮৪ ইং তারিখ ১০ মে।

প্রথম শ্রেণীর কাএমি মহাল

বাকী রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে নিলাম হইবে।

নম্বর ভৌজ	নম্বর মহাল	নাম মহাল	সদর জমা	বাকীর পরিমাণ	মন্তব্য
২	২	৩২ক অগোপাধারাম ..	৭২৩৫/০	১৮/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে। এ এ ১৮৫৯ সালের ১১ আটনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং রাসচন্দ্র রায় প্রভৃতির অংশের ২: ১১৭১১/৫ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
১৭	৪১	৩২ক আবুল ফজল	৬৪৩২/৭	১৩২০/০	
২৮	৫৪	৩২ক কানকীরাম ..	৮৪৯/৯২	১৫৫০/১	
১৫৯	৮০৫	৩২ক তুল্লভরাম, ফতে- য় বাদি।	৮১৯৭	১৯৬০/০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।
২২৭	১১৪৩	৩২ক মোজ্জ হরিণা বাঃ তং মজ্জ রাম জাজরি।	৬৯২৫/০	১৮৭৫/৮	এ এ
২৪০ ৩৭	১২৪৩ ১৮৯৪	৩২ক ইমাম .. ৩২ক মালিক মালিক মালিক।	৬৯৭১/৮ ৫৬০১/০	১৫০১১/৮ ২৭	এ এ ১৮৫৯ সালের ১১ আটনমতে জমা পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং মনজব বিবির ১৩৫১১/০ আদায় অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবেক।
৫২৩	২১২	৩২ক রামভক্তন্য ..	৯১৮৫/৭	১১৫৮	১৮৫৯ সালের ১১ আটনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১০নং পীত- স্বর কাঃ ৪৮৫৯ পাঠ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৩১	২৫১১	৩২ক রামকিশোর কাঃ।	৮১৯/৭	১৩৫/০	১৮৫৯ সালের ১১ আটনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ৮নং অবশিষ্ট মালিকের ৮৩১/৮ জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৫৭০	২৯৩০	৩২ক মাজিরাম কাঃ	৮৩৬৫/৩	১২১১/০	১৮৫৯ সালের ১১ আটনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে অবশিষ্ট মালিকানের ৭৪৫১/১১ পাই জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬০৬	৩২৫	৩২ক আমিনুরাম কাঃ	১৭৩৭৫/০	১১/৩	১৮৫৯ সালের ১১ আটনমতে হিসাব পৃথক আছে তন্মধ্যে ১নং আব- তুল্লা খাঁর ৭৬২৫/৬ পাই সদর জমার অংশে বাকী পড়ায় কেবল তাহাই নীলাম হইবে।
৬১১	১৮৮০	৩২ক লেবদলা সেখ মালিক ও ছেখ মালিক।	৬৭৮১/০	১০	সম্পূর্ণ মহাল নীলাম হইবে।

C. A. SAMUELS,
Offg. Collector.

জিলা বাকরগঞ্জ।

অমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাফা।

১৮৫৯ সালের ১১ আট্টনের ৬ খারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাচাইতে যে জেলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলা কালেক্টর সাহেবের আপসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২২ জুন-১৯ মোঃ ১৩৯১ সনের ৮ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। মন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৬ মে।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তোজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সম্বল জমা।	বাকীর সংখ্যা।	টেকিয়ায়।
প্রথম শ্রেণী	১৪১৬	বাঈয়ায় বস্তু তাং হিঃ ১০ আনী	কামিলী মোহন চক্রবর্তী রায় চৌধুরী হিঃ ৮১৫	১৫৫০/৩ মিনাহ অপর হিসাব পৃথক অংশের জমা— ১২৮৫/১০ ২৮৩৫/১৫	১৬৬	এই হিসাব পৃথক হওয়া ১২৮৫ আনী অংশ নিলাম হই- বেক ইতি।
এ	১৪৮৭	জীবনকৃষ্ণ মেন ও অনেকের মেন ও কমলকৃষ্ণ মেন ও গোবিন্দ দেব রায় ও গণ- মালিক্য চক্রবর্তী রায় ও ধর্ম নারায়ণ ও চন্দ্রকুমার মুখার্জী ও লুকা	হঃ ৮৪—১১ ডিল উম্মাচরণ ভট্টাচার্য্য গয়রহ	২২২১/৫ মিনাহ হিসাব পৃথক অংশ- ের জমা— ৫৪৩৮/২ ১৭৫১/১৩১	১৩২৫/১	এই একমালিক্য ১১ ডিল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
এ	১৭২৮	চক্রবর্তী চক্রবর্তী ভালুকা	হিঃ ৮০ আনী বরদাশ্রম চক্রবর্তী গয়রহ	১০৪৬/৮ মিনাহ হিসাব পৃথক অংশের জমা ১৩৩/৪ ২৩৩/৭	১৫১/২	এই একমালী ৮০ আনী অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
এ	৩২৫৮	রত্নদি কালীকা- পুর পাগল- হিঃ ১০ আনী	হিঃ ১০৮— একমালী ও গনী- শ্রী দেবী চৌধুরী গয়রহ	৩৩০২/৮০ মিনাহ হিসাব পৃথক অংশের জমা ৭৪৫৫/৬১ ৮৮৮/১০১	১৫/১	এই একমালী ১০৮— কাল অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
এ	৩৪৩২	রুজনায়ণ দাস ভালুকা	চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী গয়- রহ।	৬০৩/২১	১০১/১০১	বোল আনা মহাল নিলাম হইবেক।
দ্বিতীয় শ্রেণী	৪৫৪১	পদ্মা ওরফে রম- ভানপুরচর	চণ্ডীচরণ চক্রবর্তী গয়রহ ...	৪২১৪২	২৪০০২	এই মহাল মালিক সঙ্গে মালিকানা মিনাহ পরিয়া মালিক যত্নে মাদি বন্দোবস্ত হওয়াতে মহাল মজতুরে বন্দোবস্ত গৃহীত- গণের বে. স্বত্ব ও মজা আছে তাহা নিলাম হইবেক ইতি।
প্রথম শ্রেণী	৪৬২৩	কল্যাণ কলস ভোয়াবদন- মহি।	হিঃ ১১ আনী করণাশ্রম ভট্টাচার্য্য গয়রহ।	৬১৬/১০ মিনাহ হিসাব পৃথক অংশের জমা ৩০৮/১১ ৩০৮/১১	২২২/১০	এই ১১ আট আনা অংশ নিলাম হই- বেক ইতি।

মহালের শ্রেণী	ভৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
দ্বিতীয় শ্রেণী	৫০০৭ নং মধ্যে ১ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ১ নং হাওলা	হুসেইনদি ...	৮১২৭	৬৪৬৭	এই বেরাদি হাওলা নিসাদ হইবেক।
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৩ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ৩ নং হাওলা	কেতালি হাওলাদার গয়রহ...	১১৪২৭	৮৫০৭	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৪ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ৪ নং হাওলা	তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় গয়রহ।	৮৫১৭	৬৪২৭	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ৮ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ৮ নং হাওলা	জামাল হাওলাদার গয়রহ ...	৮৬১৭	৬৪৫৭	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১২ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ১২ নং হাওলা	রহিমদৌ হাওলাদার গয়রহ...	৮৯২৭	৬৭৪৭	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৫ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ১৫ নং হাওলা	জামাল হাওলাদার গয়রহ ...	১০৪১৭	৯৫৭১১৬	ঐ
ঐ	৫০০৭ নং মধ্যে ১৯ নং	চক ঢলুয়া মধ্যে ১৯ নং হাওলা	বেতাকী হাওলাদার গয়রহ...	৬৭২৭	২০০৭	ঐ

R. C. DUTT,
Offg. Collector.

জিলা বন্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের ইণ্ডাংকার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান হইতেছে যে জিলা বন্ধমানের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলায় কালেক্টর সাহেবের আকৌমে বাকী রাজস্ব এ৫২ যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোঃ ১২৯১। ১৪ আষাঢ় দিবসে প্রকাশ্য নীলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২০ মে।

তফসীল।

প্রথম শ্রেণীর ইন্তুদুরারি জমা দায়া হওয়া মহাল।

১৯ নং ভৌজীভুক্ত মহাল গিগগ্রাম পরগণা অর্গা ডিঃ মঙ্গলকোট পূর্বস্থলী আউষগ্রাম, কাটোয়া মনোমোহন ও গাঙ্গুড় মালিক জী শ্রীঃ মনুপূর্ণার সেবাও ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনকড়া দেবী জগজ মহেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগ মনমোহন হরিমোহন মনিমোহন, মনজমোহন, সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরমুন্দরী দেবী রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজীবন ও সত্যমনন বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিনিপাড়া পরমাজ্ঞাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাঃ তেলিমপাড়া ডিঃ শ্রীরামপুর।

সদর জমা ৭৩১১১/৬১০ টাকা

বাকী ১১১১/৬১১ টাকা :

এই মহালে নিম্নলিখিত কয়েকটি পৃথক হিসাব আছে ঐ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শেষ হইয়াছে।

নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা পরমাজ্ঞাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১৮১/৭ টাকা সত্যদয়াল ও সত্যপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৭৮০২ টাকা নাবালগ মনমোহন হরিমোহন, মনিমোহন মনজমোহন সুর্যমোহন ও চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অলিঅছি মাতা হরমুন্দরী দেবী ১২১৮১/৭ টাকা।

৬২ নং ভৌজীভুক্ত মহাল পলপনা দিগর পরগণা পেরা ডিবিজান কাটোয়া মালিক গৌরকিশোর চন্দ্র ও নাবালগ মণীপ্রনাথায় চন্দ্র অলিঅছি ভ্রাতা ও আগ্রাংকে স্বয়ং পক্ষমীনারায়ণ চন্দ্র, তৈলোক্যনাথ চন্দ্র সাঃ জীবটি ডিঃ কাটোয়া হরেকচাঁদ গোলেচা সাঃ আজিমগঞ্জ ডিঃ আশলপুর ভজহরিচন্দ্র ও বিদুর

চরণ চন্দ্র, পরমসুখ চন্দ্র ও নাবালগ আশুতোষ চন্দ্র জিহরিকরচন্দ্র চন্দ্রের অনিচ্ছা হিমাভী ক্রীমতা ভবতারিণী নামাং সাঃ জীবাণী ডিঃ কাটোয়া হরমোহন চন্দ্র সাং এ ।

সদর জমা ৭৪০০।১১ টাকা

বাকী ৪১৮।০ টাকা ।

এই মহালে হরমোহন চন্দ্রের নামে ৯২৫/৬ টাকা সদর জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে এ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৮ নং ভৌদ্ধিক মহাল মজকুরি পরগনে মজকুরি ডিঃ কাটোয়া ডিঃ বর্জমান, ডিঃ মনেশ্বর ও ডিঃ গাজুর মালিক ডোমনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, পদ্মকুমারী দেবী, উমাপ্রসাদ ও আশুতোষ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, পরানচন্দ্র চৌধুরী, মতিজিনী দেবী শারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী নীলমণি চৌধুরী উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, মনমোহিনী দেবী দুর্গাদাস ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, রামদাস চৌধুরী, তিনকড়ি চৌধুরী, মতিলাল ও বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় নৃত্যকালী দেবী, সুজ্যকেশী দেবী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ভবতারিণী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, ভুবনচন্দ্র চৌধুরী, কালীবিষ্ণু স্মথারস্বর ও শশিভূষণ, মহেন্দ্র ও গোপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার চৌধুরী জীনাথ চৌধুরী, রামানথ চৌধুরী সাং চাঁদুনা ডিঃ কাটোয়া ক্ষেতপাল চট্টোপাধ্যায় সাং দীইকাট ডিঃ কাটোয়া গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাং সিদ্ধিপুর ডিঃ কাটোয়া দীননাথ চৌধুরী সাং চাঁদুনা ডিঃ কাটোয়া ।

সদর জমা ১৭২১।০ টাকা

বাকী ১৭ আনা ।

এই মহালে নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে ৪৬৫৯ টাকা জমায় একটি পৃথক হিসাব আছে এ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে ।

৯৭৪ নং ভৌদ্ধিক মহাল সালকুনা পরগনে বর্জমান ডিঃ সাহেবগঞ্জ মালিক মেথ আলিমুল্লাহ সাং গীকারপুর কেনারনাথ বন্দোপাধ্যায় সাং সালকুনা ডিঃ সাহেবগঞ্জ কৃষিকেশ বন্দোপাধ্যায় নাবালগর আলিমুল্লাহ কল্যাণী দেবী সাং এ জীবাণী দুর্গা চাকুরানীর সেবাইত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, গোরাকান রায়, নীলমণি রায় সাং আরনাচাদাই ডিঃ সাহেবগঞ্জ কাজী মহম্মদ, কাজী নজবুল হক সাং ডিবিজান মঙ্গলকোট ।

সদর জমা ১১২০।৫ টাকা ।

বাকী ১১৫৫।২ টাকা ।

এই মহালে নিম্নলিখিত একটি পৃথক হিসাব আছে এ অংশের রাজস্ব দাখিল হইয়া শোধ হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র রায় ৩০৩৫।১০ টাকা ঈশ্বরচন্দ্র ও গোরাকান রায় ১৩৩৭।১ টাকা ।

T. E. COXHEAD, Collector.

নীলামের নোটিস ।

এস্তেচারনাথ কাচারি কালেক্টরী জিলা ২৪ পরগনা ।

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে, জিলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালের সন ১৮৮৮ সালের ২৮ মার্চ কিস্তির বাকী দায়িত্ব ইংরাজি সন ১৮৮৪ সালের ২৭ জুন মোতাবেক বাজল সন ১২৯১ সাল ১৩ আষাঢ় শুক্রবার এই জিলার কালেক্টরীতে বিনা ওজর নীলাম ধরা যাইবেক ইংরাজি সন ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৯ এপ্রেল ।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধায়া হওয়া মহাল ।

২ নং পরগনে মাগুরা কিং কাক্সনবাড়িয়া ওগররহ লিখিত মালিক

দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ সদর জমা ... ২৮৩৩ ১/০ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৯/৫২ ২ দস্তী ৮৪/১— আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এই মালীতে দারকানাথ রায়চৌধুরী ওগররহ নামে ৫/১৪৭ দস্তী ১১/১৫৫ ১/১৫— আনার কাত সদর জমা ২৪৩১.১০ টাকা তারিখ সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭৬/২ টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল ।

১৭৪ নং পরগনে কলিকাতা কিং মদরসা বনভূগলি ওগররহ লিখিত

মালিক কৈবল্যানাথ বিশ্বাস ওগররহ সদর জমা ... ২১১২৬ ৮/৪ টাকার মধ্যে

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৫৯/৮ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট এই মালীতে কৈবল্যানাথ বিশ্বাস ওগররহ নামে ১/১২ আনার কাত সদর জমা ২১১২।১০ টাকা তারিখ সন ১২৯০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না হওয়াতে ৭২৯ ১/২। টাকা বাকী হওয়ার নীলামে ধরা গেল ।

[গণ্যযোগ্য নোটিস ১৮৮৪ ১৭ জুন]

১৪৭ নং পরগনে কলিকতা কিং বেণ্ডা ওগররহ লিখিত মালিক
কৈবলানাথ বিখাস ওগররহ সদর জমা

... ৩৬৩৭ ১১/৯ টাকা মধ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১১০ আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে কৈবলানাথ বিখাস ওগররহ নামে ১১০ আনার কাত সদর জমা ১৮৩৬৭১০ ১১ টাকা
তাহার সন ১২২০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় না
হওয়াতে ৭৫৬১৭৪ টাকার বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

৬২৪ নং কিং পরগনে বালিয়া তরফ যজুবাণী ওগররহ লিখিত মালিক

আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ সদর জমা মায় পুলিশ থানাদারি ... ৮৭১৭১৩ টাকা মধ্য

সন ১৮৫২ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ১/৬ ১১ = আনা রকম স্বতন্ত্র হিসাব হওয়া বাদে অবশিষ্ট
এজমালিতে আনন্দচন্দ্র ঘোষ ওগররহ নামে ১১/১১ - আনার কাত সদর জমা মায় পুলিশ
থানাদারি ৫৮১১ ১০ টাকা তাহার সন ১২২০ সালের লাং ফালগুন কিস্তী সন ১৮৮৪ সালের
২৮ মার্চ পর্যন্ত আদায় বাদে ১২ ১৭১০ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

8-5-84.

C. C. STEVENS, Collector.

জমিদারি বিক্রয়ের উল্লেখ্য।

১৮৫২ সালের ১১ আইনের ৬ ধারায় বিধান অনুসারে ইণ্ডিয়া সাকলকে জ্ঞান যাইতেছে যে
জিলার প্রিন্সার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মালিক সকল উক্ত জিলার কাউন্টর সাকলবের আফিসে বাকী রাজস্ব
এবং যে সকল দাবী ১৮৮৪ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন
অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ২৩ জুন দিবসে একাধা
নীলামে নিবন্ধনেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮৪ সাল তারিখ ২৪ অপ্রিল।

তফসীল।

ক্রম নং।	কিং নং।	কিং নং।	নাম মালিক।	মালিকের নাম।	সদর জমা	বাকী কিং আনুয়ারি ১৮৮৪।	কৈফিয়ত।
১২৩৩	৭২	১৮৯	টামটা পুটীয়া জো- হার পং বরদাখাত হিং ১১/১৩ - ক্রান্তি	গোবিন্দচন্দ্র দাস মণ্ডল- চন্দ্র দাস নগেন্দ্রচন্দ্র দাস উমাচন্দ্র সেন রজ- নীকান্ত সেন। ঈশ্বরী উমাতারা অঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত গোলোকচন্দ্র দেব। ঈশ্বরী উমাতারা গুণ্ডা অঃ মৃত স্বরূপচন্দ্র রায় পিং মৃত কৃষ্ণমো- হন সেন সাং দারডা পং বরদাখাত খানে খোলা।	১৭০৮	৫৩৪	প্রকাশ থাকে যে এই মালিকের শেষ পুনঃবন্দোবস্তে সরকারি রাজস্ব ২২৩ টাকা খায়া হইয়াছে এই জমা খরিদারের ১২২১ নং চইতে দিতে হইবে।
১২৩৪	৭০	১৮৯	তিলচিঠা জোয়ার পং বরদাখাত হিং ১১/১৩ - ক্রান্তি।	গীচরণ দাস মজুমদার সাং নৈয়াইর পং ঈচাইল, রামকির রায় সাং চান্দ্রাই প্রকাশ্য আমিরাবাদ কাণীচন্দ্র দে সাং তথা ঈশ্বরী ঈশ্বরী সাং তথা, মাধবচন্দ্র দাস সাং রায়পুর পং বিক্রমপুর, জগবন্ধু দাস সাং তথা বঙ্গচন্দ্র দাস সাং তথা দারিকানাথ দাস সাং তথা।	৬৬৩৭৩	২০৬/১০	

7-5-84.

J. A. HOPKINS, Collector.

জেলা বগুড়ার কালেক্টরী।—বাকী খাজনার জাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ৬ খান্‌সাবে জেলা বগুড়ার বখাবজী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮৪ সালের ১৮ মার্চ তারিখ প্রাপ্য বাকী মালগুজাবী এবং অন্যান্য দাঁড়ের চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের মাস্য আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮৪ সালের ১৫ জুলাই তারিখ এই জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ১৮৮৪। ৯ জুন।

ভূপসীল মহাল।

ভৌতিক নম্বর ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকী।	টেকিয়ং।
সং ১০।১৩ তরফ বেতার পাং শেনবর্ষ।	সৈয়দানী তরুরেছা বিবি চৌধু- রানী সররহ।	৬৫৩৭/১১।	৮/১১	প্রকাশ থাকে যে এই মহা- লের মধ্যে সৈয়দানী তরুরেছা বিবি চৌধু- রানী প্রভৃতির নামে ৫৮৫৫৮৭৮ পাউ সদর জমায় যে ১৬ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
এ	শাখারমন্, চক্ষিকিশোর, কালীকিশোর মুমসী, আবিররেছা বিবি, লাল সিংহ সুরং ও অলিউদ্ধি কৈ চুলিলাল, পান্নালাল, ও অক্ষয় সিংহ নাবালক, ও হীরালাল সিংহ	৬৮১০/১১।	৮/১১	
সং ১৮।১১ ডঃ কাছার পাং শেনবর্ষ।	কাদেহারেছা বিবি প্রভৃতি	৭৪৩/৮	৬/৭৮	প্রকাশ থাকে যে এই মহা- লের মধ্যে কাদেহারেছা বিবি প্রভৃতির নামে ১৫৮/ আনা সদর জমায় যে ৬ নম্বর হিসাব পৃথক আছে তাহা বাদে নিম্নলিখিত অবশিষ্টাংশ নিলাম হইবে।
এ	আনন্দকিশোর তরফদার গৌরমুন্ডরী দাসা; প্রভৃতি।	৫৮৪১/৮	৬/৭৮	

J. J. LIVESAY, Collector.

NOTICE.

Notice is hereby given, to all whom it may concern, that from and after 1st Baisakh 1291 B. S., we have, by petition through our pleader Baboo Sasi Bhusan Mukurjea to the Judge and Magistrate and Collector of Moorshedabad, discharged all our previous General Agents and Am-Mukhtars, and that thenceforward we shall not be responsible for the acts of other persons. Henceforward our only General Agent is our brother-in-law (Deor) Baboo Sita Kanta Mookurjea, under General Power No. 22 of 1884, of Dinagepur Sudder Sub-Registry Office.

শ্রীমতী গিরিজামনি দেব্যা।

শ্রীমতী ব্রজমুন্দরী দেব্যা।

(12—3)

Government Cinchona Febrifuge.

THIS preparation is an efficient substitute for Quinine, and can be purchased by Government officers for public and charitable purposes, and by any one taking *twenty pounds* at a time, from the Superintendent, Botanical Garden, Calcutta, *for cash only*, at the following rates, per four ounce tin, *Rs. 4, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 8, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 16, ans. 8*.

The general public can be supplied by the Superintendent, Botanical Garden, *for cash only*, at the undernoted rates, per four ounce tin, *Rs. 5, ans. 8*; per eight ounce tin, *Rs. 10, ans. 8*; per pound tin, *Rs. 20*.

This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta.

Postage—Eight annas per 4 and 8 oz. tins, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

[স্বর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮৪। ১৭ জুন।]

গবর্ণমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত জরনাশক মিন্‌কোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেন্ট কম্পচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪।০ টাকা; প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮।০ টাকা; প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬।০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫।০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০।০ টাকা; ১ পাউণ্ড টীন ২০.০ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়; উপরের লিখিত মূল্য বাতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ১।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৫০ বার আনা, ডাকমাশুল দিতে হইবে।

জরনাশক দানাবাক্সা মিন্‌কোনা ।

লাল মিন্‌কোনা ছালা ইহাতে গবর্ণমেন্টের কারখানায় প্রস্তুত হইল ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ। যাহা দানা বাক্সে নী, একরূপ সামান্য জরনাশক মিন্‌কোনা অপেক্ষা ইহা কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহার করিবার অধিকতর উপযোগী। কলিকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেন্টের কম্পচারিগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্যের জন্য এবং এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে যে কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে দিয়া ২৪.০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে পাইবেন। সর্বসাধারণে কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকটে নগদ মূল্যে এবং প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও ৩২.০ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে এই ঔষধ পাঠিতে পারিবেন। ইহার অভ্যন্তর ৫০ বার আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A. in two Volumes. Price Rs. 24; packing and postage Re. 1-12.

“The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books for those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of Vedic hymns is not required of the more advanced students only, yet, as soon as editions, translations, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, it is not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot conversant with the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 166, Dharmatolah Street, Calcutta.

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাক্সাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিকটার-আর্ট-লী ও জি.জি.নটরী বঙ্গদেশের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত বর্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেজিষ্টার-জেনারেল, সন্থর, হনর টেম্পলের ইন্ট্রা সি. ডি, ফিল্ড, এম. এ, ও এল, এম, ডি, সার্কেলের এগী ও বঙ্গদেশের ইন্ট্রা সেক্রেটেরিয়ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন এদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রত্নবিষয়ক আইন সংহিতা।

একর খামি পুস্তকের মূল্য ৫.০ পাঁচ টাকা ।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাক্সাল সেক্রেটেরিয়টের অ্যাকৌন্টেন্টের নিকট একর খামি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা বোডক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ১/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া সাইতে পারে।

[Government Gazette, 17th June 1894.]

NOTICE.

The 21st February 1883. —The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

<i>For the Mofussil.</i>				Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—							
Entire Gazette	0	1	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those for the mofussil, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাংলা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত দ্বারে অগ্রিম দিতে কইবে :—

মফঃসলে ।

				টাকা ।
সম্পূর্ণ গেজেট	৪২৫০	১২
ডাকমাশুল	২১০
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের বাদস্তাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)				
...	৪২
ডাকমাশুল	১২
সম্পূর্ণ এক খানি গেজেটের মূল্য	১০
ডাকমাশুল	১০
৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার নূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)				
...	১০
ডাকমাশুল	১০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এম, বেকার,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একুটিং ছোট সেক্রেটারী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮৩ । ১৭ জুন ।]

NOTICE.

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

The 1st December 1882

NOTE—Rules for advertisements in the CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half	10
Casual advertisements.—4 annas per line.	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিস্তি বাঙ্গালী গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া থাকবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাভিরিক্ত এই মন্তব্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্যালয় কিস্তি গবর্ণমেন্টের কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েট জাপাখানাতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিস্তি উক্ত জাপাখানায় কোন ক্রয় করা হইতে চাহিলে ত্রিমাসিক নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালী সেক্রেটারিয়েটের আর্কোন্টাটের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিস্তি উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার দি বিজ্ঞাপন আভিতি প্রকাশ করা থাকিবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিক্টো বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর এক কামা পাঠাতে হইবে।

সি, ডবলিউ, বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী।

১৮৮২ সালের ১১ ডিসেম্বর।

মন্তব্য — কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার ছাব এইঃ—	টাকা।
পূর্বা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখনই ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একবার পৃষ্ঠা	১০

বিজ্ঞাপন।

রাজকাহোপালকে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্রিংমেড ওয়েস্ট চৌলহালের জাতীয়স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নাম শিরোনাম দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেসে, থাকার স্প্রিং কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

[*Government Gazette, 17th June, 1884.*]

কলিকাতা প্রোগ্রেন্সী জেল স্কুলসে গবর্ণমেন্টের জন্যে জীযুৎ এডউইন্স মরিস লুইস সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

